ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৭ম বর্ষ—১ম সংখ্যা।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ.

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

[প্রতি সংখ্যারমূল্য সডাক ৶৫ পয়সা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷০ টাকা মাত্র]

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত হাঁসপুখুরিয়া গ্রাম, বরণিয়া পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত দাশরথী দত্ত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন তাঁহার একজন আত্মীয়ের সুন্দরী কন্যার জন্য পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা জমীদারী ষ্টেটে ম্যানেজার আছেন।

২। বিক্রমপুর সানিহাটী গ্রামনিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুখদকুমার সরকারে পুত্র শ্রীমান্ বিজয়কুমার সরকার সম্প্রতি আমেরিকা হইতে বি, এ পাশ করিয়া দেশে আসিয়াছেন। বয়স ২৪।২৫ বৎসর। ইহার পিতা পুত্রের বিবাহে টাকা লইবেন না। তিনি একটী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা কাজকর্ম্মে উপযুক্তা, বয়স ১৪।১৫ বর্ষ কন্যাচান। কন্যার অভিভাবকগণ ১৩২নং কালীঘাট রোড কলিকাতা সুখদবাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মোক্তার শেরাজগঞ্জ পাবনা হইতে লিখিতেছেন (১) পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ২২।২৩ বৎসর বি, এ পাঠ করেন, অবস্থা ভাল, মৌলিক যে কোনও শ্রেণীতে সুন্দরী পাত্রী চান। (২) পাত্র মিত্রবংশ ২২।২৩ বৎসর বয়স, ডাক্তারী পাস, বাটীতে ব্যবসায় করেন, সুন্দরী ও কুলীন কন্যা চান। (৩) পাত্র দত্তবংশ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর, প্রথম পক্ষের একটী মাত্র কন্যা আছে, বি, এল, উকীল। যে কোনও শ্রেণীর সুন্দরী কন্যা চান, ইঁহারা কেহই বিবহে টাকা লইবেন না।

৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৫। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ভারতীভূষণ, মেক্‌লিগঞ্জ, কুচবিহার। দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৬ পর্য্যায় বসুবংশীয় সুন্দরী শিক্ষিত এবং গৃহ-কার্য্য নিপুণা একটী কন্যার জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন।

৬। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া নদীয়া)।

৭। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান। বর পণ লইবেন না।

৮। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র বর বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

সূচীপত্র।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { বৈশাখ, ১৩২১ সাল। } ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

—:(*):—

অনন্ত কাল-সাগর হইতে সমুত্থিত একটী তরঙ্গমালার ন্যায় বিগত বর্ষ ক্ষণকাল জীবজগতে ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়া আবার সেই কাল-সাগরের নীলজলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ১৩২০ বঙ্গাব্দ অনন্তে মিশিয়া গেল। বঙ্গের তমসাবৃত-যুগে এই দুর্ব্বৎসর যে গভীর অঙ্কপাত করিয়া প্রস্থান করিল, তাহা বঙ্গবাসী সহজে ভুলিবে না। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, রোগ শোকের অসহ যাতনা, দুষ্কর্ম্মাদিগের অত্যাচার, সাধুদিগের কষ্ট এই দজ্জাল বর্ষের জ্বালাময়ী অপকীর্ত্তি। কিন্তু জগৎ পরিবর্ত্তন শীল, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত"

ভো ভারত! শীতোষ্ণ সুখদুঃখদা এই সংযোগ ও বিয়োগ ক্ষণকাল স্থায়ী; তুমি এই সকল স্থির ভাবে সহ্য করিবে। কিন্তু হায়! সহ্যের একটী সীমা আছে, আমাদের দেশের নরনারীগণের দুঃখ এই সীমাকেও অতিক্রম করিতেছে। পর-বশ্যতা, পরাধীনতা এই অনন্ত দুঃখের নিদান। সকল বিষয়েই আমরা পরবশ, "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্", পরাধীনের আবার সুখ কোথায়?

২। এই সকল আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও অধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য নববর্ষের আবির্ভাব। নব বর্ষাগমে প্রকৃতি সতী অপূর্ব্ব বেশভূষায় সুসজ্জিত। পূর্ব্ব গগনে আশা-সূর্য্য সমুদিত।

পরাধীনতার গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের ভাগ্যবিধাতৃগণ আলোক জ্বালিতেছেন, নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার সঞ্চার করিতেছেন, পরিচর্য্যার মধ্যেও প্রভুত্বের আয়োজন করিতেছেন। এমন প্রজানুরক্ত রাজা আর কোনও দেশে আছে কি? এমন রাজভক্ত প্রজাও পৃথিবীতে বিরল। রাজা, প্রজা ও অনুরাগ এই তিনই ভারতের সর্ব্বস্ব। আমরা "তিনে" বড়ই অনুরক্ত। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, আমরাও ত্রয়ীধর্ম্মা। ভুবন তিনভাগে বিভক্ত—ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আমাদের ঈশ্বর ত্রিমূর্ত্তি, ভূতপাবনী গঙ্গার ত্রিধারা; আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র তিনভাগে বিভক্ত—জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তি।

৩। আসুন পাঠক মহোদয়গণ! বিগত বর্ষে এই ত্রিবিধ বিভাগে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, একবার আলোচনা করি। প্রাচীন কাল হইতে যে চারিটী বলদ্বারা সমাজ সুশাসিত হইতেছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান অথবা ধর্ম্মবলই প্রধান। বল অর্থাৎ শক্তি সমষ্টিগত, একতাই তাহার মূল। আমাদের মধ্যে ধার্ম্মিক মহাত্মা অনেক আছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একতা নাই। আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মবলের প্রধান উপাদান। এই মহতী জাতীর অধঃপতনের সহিত আমাদের সমাজে ধর্ম্মবলের অভাব হইয়াছে। ধর্ম্মবলের উদ্দীপনার স্থলে ব্রাহ্মণগণ ইহার বিষম অন্তরায় হইয়াছেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহার জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রাণপণ করিতেছেন। রাজা শশীশেখর রায় প্রমুখ ব্রাহ্মণ মহা-সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাই বলুন না কেন, জনসাধারণের মনের ধারণা যে বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর জাতিবৃন্দকে পদদলিত করিবার জন্যই উক্ত মহাসম্মিলনীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। নচেৎ যাঁহারা বঙ্গের প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত ও বিলাতপ্রত্যাগত মহাত্মাগণকে হিন্দু সমাজ হইতে বিতাড়িত, এবং ব্রাহ্মণগণকে উপনীত কায়স্থবর্গের যাজনাদি কার্য্য হইতে বিরত ইত্যাদি প্রস্তাব সকল গৃহীত হইবে কেন? ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী হইতে কাশী প্রত্যাগত তাহিরপুরের রাজা বাহাদুর ও তদীয় মুখপত্র কাশী হইতে প্রকাশিত ফাল্গুন মাসের ত্রিশূল পত্রিকায় "সমাজ গঠন" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই উক্ত মহাসম্মিলনীর গূঢ় অভিসন্ধী বলিয়া আমাদের ধারণা। তিনি লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণরক্ষা, গোরক্ষা, সতীরক্ষা, ও শাস্ত্ররক্ষা" উক্ত সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। হিন্দুর ভাঙ্গা সমাজ গঠিত করিতে হইলে ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে হইবে এই কথা আমরা বারংবার বলি কেন। সমাজে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কামার, কুমার, তিলি, ইত্যাদি অনেক জাতি আছে, তাহাদের নাম আমরা উপেক্ষা করিতেছি কেন, ইহার উত্তরে বলিতে চাহি মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীর ধাতু রক্ষা বা নাড়ী রক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসকের ব্যাকুলতা দেখি কেন? সমর ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই পরিচালকশূন্য সৈন্যদল আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ, এক্ষণে ভারতের ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের রক্ষক স্থানীয় নহে, এখন অনেকেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্থল হইতে ছলে বলে কৌশলে যজ্ঞসূত্র খুলিয়া লইতে ব্যস্ত" ইত্যাদি।

৪। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির ধ্বংশাবশেষের উপর নহে। মস্তককে রক্ষা করিতে হইলে বাহু, উরু ও পদের রক্ষা অনিবার্য্য। ভারতের সহিত উক্ত রায় মহাশয়ের কি সম্পর্ক আছে আমরা জানিনা, ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে উক্ত রায় মহাশয় বিতাড়িত হইয়াছেন। আমরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা বঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত করিতে ব্রাহ্মণ-শক্তি নিযুক্ত করিতেছেন না। কেন? আমরা অনেক বার বলিয়াছি ও আজিও নবীন বর্ষের প্রারম্ভেবলিতেছি যে বঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতি সম্প্রতিষ্ঠিত না হইলে বঙ্গের সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। রাজা বাহাদুর বলিতেছেন যে আমরা "ছলে বলে কৌশলে ব্রাহ্মণের গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র কাড়িয়া লইতেছি।" এ প্রকার অন্যায় অসত্য কথা লিখিয়া তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও বিশ্বেশ্বরের "ত্রিশূল" কেন কলঙ্কিত করিতেছেন? অধুনা ব্রাহ্মণেতর জাতিব্যূহ বঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ স্বধর্ম্ম পালনের চেষ্টা করিতেছেন; ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার অনিষ্ট চিন্তা উপনীত কায়স্থহৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই ও কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে যাহাতে ব্রাহ্মণের সম্মান, গৌরব, ও শাস্ত্রালোচনা বৃদ্ধি হয় তাহারই চেষ্টা কায়স্থগণ প্রাণপণে করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কেন, কোনও জাতির অনিষ্টচিন্তা কায়স্থের হৃদয়াধিকার করে নাই ও কখনও করিবে না।

৫। বিগত বিংশ শতাব্দির আবাহনে "নব বর্ষ"শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩২০ বৈশাখী সংখ্যার ২ পৃষ্ঠা) আমরা বলিয়াছিলাম—"এই বিংশ শতাব্দিতে সকলেই নিজ নিজ সমাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট, কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এ ভাব দেখা যায় কি?" বিগত বর্ষে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে উন্নতির চেষ্টা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহারা যদি পরপীড়ার অনুষ্ঠান না করিয়া পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইতেন, তবে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইতাম।

৬। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে পাঠক মহোদয়গণ বুঝিবেন যে বিগত বর্ষে বঙ্গীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ধর্ম্মবলে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে যে সকল অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে হইতেছে তাহাতে সমাজে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা, দলাদলী ইত্যাদির বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে ধর্ম্মবল হইতে আমরা ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হইতেছি। যখন ধর্ম্মবলের নায়ক ব্রাহ্মণগণ, উক্ত বলের অবনতির জন্য তাঁহারাই দায়ী তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।

৭। আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় "কর্ম্ম-জীবন", কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কি অগ্রগামী না পশ্চাৎভাগে হটিয়া যাইতেছি? এই কর্ম্মক্ষেত্র ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত, যথা রাজনৈতিক (political) সামাজিক (social) এবং নৈতিক (intellectual)। রাজনৈতিক বিভাগের নেতাগণ বিশেষ উদ্যমের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রাজ-ভক্ত, তাঁহাদের কার্য্যও সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতির সুশাসনে প্রকৃতি-পুঞ্জ শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত অধিকার, উচ্চপদ, উচ্চ ও নিম্নশিক্ষা

লাভ করিতেছে। এই ইংরেজ জাতি অতিশয় সংরক্ষণশীল, যাঁহারা উদারনৈতিক (Liberals) তাঁহারাও ভারত সম্বন্ধে সংরক্ষণশীলতার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতে একটী অতিশয় ক্ষুদ্র নগণ্য সম্প্রদায় আছে যাহারা কামচারী ও ভবিষ্যৎ অন্ধ; তাহাদের রাজদ্রোহী কার্য্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের গতি প্রতিহত হইতেছে। আশা করি এই দলটী শীঘ্র কালের তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধীশ্বর রাজা, তদীয় হস্তগত ধন তিনি ইচ্ছামত বিতরণ করেন। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণাধিকার। আমরা সমবেত শক্তিদ্বারা সকল সংস্কার কার্য্য পরিণত করিতে পারি। কিন্তু সমবেত শক্তি (co-operation) আমাদের মধ্যে এককালেই নাই, তাই সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের জয়াশা বিরল। ব্রাহ্মণ জাতি অন্যকোন জাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা স্বারোপিত প্রভুত্বমদে একাধিক প্রমত্ত যে নিজ বাহুবলেই সমাজমধ্যে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চান। তাঁহারা যাহাকে শাস্ত্র বলেন, তাহাকে জনসাধারণ অশাস্ত্রীয় কুসংস্কার অথবা কদর্য্য দেশাচার বলিয়া ঘৃণা করে।

৮। বিগত বর্ষে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি কর্ম্মজীবনে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন একবার চিন্তা করিয়া দেখি। কায়স্থ সমাজে সহানুভূতি ও একতার অভাবই সংস্কার কার্য্যের বিষম পরিপন্থী হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্তরের নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে অধুনা সমবেত শক্তির প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থের ন্যায় বিচ্ছিন্ন সহানুভূতিপরিশূন্য-জাতি পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। এই হতভাগ্য জাতির অদৃষ্ট ভবিষ্যতে গভীর তমসাচ্ছন্ন। ইহার উন্নতি অসম্ভব। জাতীয় কি সামাজিক বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। যৎসামান্য নিরীশ্বর, অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, অল্পবয়সে একটী বিবাহ ও অর্থোপার্জ্জন এই জাতির জীবনের পরিসমাপ্তি। একই সমাজস্থিত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এই জাতির সমাজ শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করিতেছে। অদ্য সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল এই জাতির উন্নতিকল্পে আমরা দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়াছি, ইহাদের মঙ্গল কামনায় নানাস্থানে পরিভ্রমণ, সভা সমিতির গঠন, বক্তৃতাদ্বারা উপদেশ প্রদান, পুস্তকাদি বিতরণ, নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে কিন্তু কিছুতেই এই অধঃপতিত জাতির চৈতন্য হইল না। শূদ্রত্বরূপ ক্ষুদ্রত্বে ইহার জাতীয় মহত্ত্বের অবসান হইয়াছে। উপনীত কায়স্থগণমধ্যে সময়ে সময়ে জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প, যে সামাজিক ভাবে তাঁহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না। বঙ্গীয় জনসাধরণের প্রধান জাতীয় কলঙ্ক যে তাহারা মুখ-সর্ব্বস্ব, এই বাগ্মবৃত্তির প্রধান অধিনায়ক বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি, এই জাতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে, আত্মসার অবস্থায় বাস করিতে ভালবাসে। শ্রেণীমিলন কি আন্তর্গণিক বিবাহ, মুখে প্রশংসা করিলেও কার্য্যে পরিণত করে না। কায়স্থ জাতির মধ্যে যাহারা অতিবড় শিক্ষিত প্রধান প্রধান

উপাধিধারী মহাত্মাগণ, জাতিভেদের চিহ্ন স্বরূপ মনে করিয়া যজ্ঞসূত্রকে ঘৃণা করেন, অথচ উপনয়ন অভাবে শূদ্রত্বের কলঙ্কভার মস্তকে বহন করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করেন না। কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থদিগের প্রতি এই জাতির অমানুষিক ব্যবহার চিন্তা করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। বৈদ্য-কন্যা চারুবালা, ব্রাহ্মণ কন্যা স্নেহলতা ও কায়স্থ বালিকা নিভাননীর আত্মদাহের পরে বরপণের আধিক্য লক্ষিত হইতেছে। সহযোগী "প্রবাহিনীর" ৪ঠা বৈশাখ সংখ্যায় লিখিত আছে—"৪ঠা বৈশাখের লগ্নে কলিকাতা ও কলিকাতার আশে পাশে যে সকল বিবাহ হইবে, তাহাদের অনেকগুলিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সর্ব্বত্র টাকার তোড়া আছে, কোথায় বা প্রকট, আর কোথায় বা অপ্রকট। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে টাকার লোভ ছাড়ান বড় কঠিন ব্যাপার ইত্যাদি" প্রবাহিনীর সহিত একমত হইয়া আমরাও মনে করি যে রাজার শাসন ব্যতীত এই কুপ্রথার অবসান অসম্ভব। আজ বর্ষদ্বয় অতীত হইতে চলিল, আমরা লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কন্যার বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তোমাদের সমাজিক ব্যাপারে আমরা কি প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারি" আমরা বোধ হয় প্রজানুরক্ত মহামনা আমাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা মহোদয়কে নেতাগণ চাপিয়া ধরিলে একটী সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ কর্ম্মীলোক অতি বিরল। সকলেই স্বার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত।

৯। কলিকাতা ও বঙ্গের পল্লী সমাজে কায়স্থোপনয়ন শিথিলভাবে চলিতেছে দেখিয়া আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। মফঃস্বলে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কায়স্থগণ সর্ব্বত্রে ব্রাহ্মণ মুখাপেক্ষী, তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন পূজাদি ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিতে পারে না, সামান্য মনসা পূজাতে ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। যদি যজন কার্য্য নিজে না করিতে পারি তবে যজ্ঞসূত্র গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? সামান্য মূল্যে একখানি পুরোহিত-দর্পণ খরিদ করিলে তাহার সাহায্যে অনায়াসেই পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। ইহাতে সকল দিকেই কায়স্থদিগের লাভ।

১০। বর্ষশেষে বিগত ২৮।২৯।৩০শে চৈত্র প্রয়াগ তীর্থে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ জাতির একটী মহা-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভার বিবরণ আমরা অন্যত্র দিলাম।

১১। বিগত বর্ষের গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটী ক্ষীণালোক আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল। সুদূর পল্লী গ্রামে ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিত দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াও উপনীত কায়স্থ তাঁহাদের স্বধর্ম্ম যত্নের সহিত পালন করিয়াছেন। আমরা আশা করি উপবীত কায়স্থগণ পূজা পদ্ধতি নিজে অধ্যয়ন করিয়া নিজের পূজাদি নিজেই সম্পন্ন করিবেন ইহাতে কায়স্থ সমাজের বহু উপকার সংসাধিত হইবেক।

১২। সমাজের অবস্থা যাহা আমরা কীর্ত্তন করিলাম তাহাতে বিগত বর্ষে সংস্কার কার্য্যে আমরা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ এরূপ ভাবে সংগঠিত যে সমঞ্জস-শক্তি ভিন্ন পৃথক্‌ভাবে কোন একটি সমাজের উন্নতি সম্ভবে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ গণ বিশিষ্টভাবে সকল জাতির সহিত সম্পর্কিত।

১৩। পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আমরা নববর্ষের দ্বারদেশে গললগ্নিকৃতবাশে দণ্ডায়মান হইয়া, বঙ্গীয় কায়স্থ ভ্রাতাগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সকলে এক-ধর্ম্মী হইয়া কায়স্থ সমাজের খণ্ড বিখণ্ড দেহ সম্মিলিত করুন ও চারি শ্রেণী মিশিয়া একটী শ্রেণী করিতে হইলে তাহার প্রধান উপায় উপনয়ন। এই উপনয়ন প্রভাবে কায়স্থ সমাজে একটী উচ্চ আদর্শ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ ধর্ম্ম উপস্থিত হইবে, কায়স্থগণ সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া সংযম শিক্ষা করিতে পারিবেন। কায়স্থগণের বর্ত্তমান অবস্থা যে শোচনীয় তাহা শূদ্রাচারী কায়স্থগণও স্বীকার করিবেন। আমরা ভাই ভাই ঠাই ঠাই রহিয়াছি, সমবেত শক্তির একান্ত অভাব, বরপণ প্রথায় কায়স্থ সমাজ উৎসন্নের পথে প্রধাবিত। এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোনও উপায় শূদ্রাচারী কায়স্থগণ করিতেছেন কি? তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন। পক্ষান্তরে উপনীত কায়স্থগণ নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন।

১৪। গতবর্ষে কায়স্থ কি অন্যান্য সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লক্ষিত হয় নাই। স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী স্ত্রী শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে পরিবার ভরণ পোষণের ক্ষমতা না হইলে কেহই দারপরিগ্রহ করেন না, আমাদের দরিদ্র দেশে যাহারা দিনান্তে একবার মাত্র শাকান্ন আহার করিয়া কোনও রূপে জীবন ধারণ করিতেছে, তাহারা ও একজন সঙ্গিনীর অভিলাষী। এই প্রকারে দরিদ্রের বংশবৃদ্ধি সহকারে রোগ শোক দরিদ্রতা সমাজ মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এমতাবস্থায় রমণীগণ যদি স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ পরিবার বালক বালিকাগণকে ভরণ পোষণ করিতে পারেন, তবে সমাজের বিশেষ লাভ। নানাপ্রকার কারুকার্য্যে সীবন, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি স্ত্রীজনোচিত শিল্পকার্য্যে আমাদের নারীগণ বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

১৫। নব বর্ষের অভ্যুত্থানে আমাদের হৃদয় নবীন আশায় নবীন উদ্যমে পরিপূর্ণ। কায়স্থ সমাজে আমাদের নবধর্ম্মের প্রচার অতি ধীরভাবে চলিতেছে। প্রচারকগণ উৎসাহ ও সাফল্য লাভে বঞ্চিত হইয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই নিরীশ্বর বিধর্ম্মীযুগে প্রচারকদিগের বক্তৃতা ও উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে! কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের সম্মুখে অতিবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, সমাজের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হইয়া তাহাতে অবতীর্ণ হউন। মহাজনগণের অনুমোদিত পন্থায় অগ্রসর হইয়া চিরস্থায়ী যশ ও কীর্ত্তি লাভ করুন।

১৬। উপসংহারে মিলনপথে অগ্রসর হইবার জন্ত, আমরা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে, তারস্বরে পবিত্র বেদবাণী উচ্চারণ করিয়া কায়স্থ সমাজকে আহ্বান করিতেছি

(ঋগ্বেদ। ১৯১। সংজ্ঞানং।)

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে। ২।
সমানোমংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃসহ-চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভিমংত্রয়েবঃ সমানেনবোহবিষাজুহোমি। ৩।
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়নি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি। ৪॥

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারবর্ম্মা মহাশয়ের বেদসংহিতা হইতে বঙ্গানুবাদ —

সংবনন ঋষি। ১৯১ সূক্ত। সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত।

তোমরা একত্র হও বল এক কথা
একমন কর সবে ভজহ একতা।
প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হয়ে
পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞ ভাগ লয়ে
এক হ'ক মন্ত্র, আর একই সমিতি
একহক মন আর একরূপ চিত্তি।
আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মন্ত্রিত
করিতেছি, করি যজ্ঞ হবিতে সাধিত।
এক হক তোমাদের যত অভিপ্রায়
এক হক মন আর একই হৃদয়।
সর্ব্বাংশে তোমরা সবে ভজহ একতা
লাভ কর তোমরা সে পরম দেবতা॥

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

নূতনবর্ষ।

আবার বঙ্গদেশে নূতন বৎসরের প্রাদুর্ভাব হইল। বেগবতী গিরিনদীর সলিলরাশির স্তায় কাল অবিরাম দ্রুতগতিতে নিয়তই ধাবমান হইতেছেন। তিনি সনাতন, পুরাতন, নিত্যনূতন। জগতের আদি সৃষ্টি তিনি দেখিয়াছেন,—উহার কত পরিবর্ত্তন তিনি দেখিলেন,—উহার ধ্বংসও তিনি দেখিবেন। কালের স্বরূপ, গতি, স্থিতি এবং ভবিষ্যৎ এইরূপ অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য এবং বিস্ময়কর বলিয়া বৈদিক ঋষিগণ অনেক সময়ে কালকেই জগৎস্রষ্টা বলিয়া সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবা
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, প্রথম অধ্যায়।

এই গূঢ় হইতেও নিগূঢ় কালের মর্ম্ম

কে বুঝিবে? যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি ঋষি,—তিনি ধন্য। আমরা হতবুদ্ধি হইয়া কেবল কালের করে ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া ঘুরিতেছি, কভুবা প্রকৃতিকে বক্ষে লইয়া তিনি নৃত্য করিতেছেন,—কখনও তিনি সুপ্ত ও শয়িত,—প্রকৃতি তাঁহার বক্ষোপরি লাস্যলীলায় নিমগ্ন দেখিতেছি। এই লীলা নটনই বা কয়জনে দেখিতে পায়? যিনি পান, তিনি ধন্য। আমরা কেবল মহাকালকে প্রণাম করি,—

আদিমধ্যান্তরহিতং দশাহীনং পুরাতনম্।
মদ্‌বন্ত্রসদৃশং বন্দে মহাকালং মহেশ্বরম্॥

গত বৎসরের জন্মমৃত্যু, আয়ব্যয়, লাভ লোকসান,—কি হিসাব করিব? যেখানে কেবলই লোকসান, কেবলই ব্যয়, কেবলই মৃত্যু,—সেখানে হিসাব করিয়া কি ফল? পঞ্চনদ, সিন্ধু এবং বোম্বাই প্রদেশে গত বৎসর, ভারতীয় শিক্ষাভিমানপীড়িত সজ্জন-গণচালিত সম্ভূতসমুত্থানমূলক ব্যাঙ্কগুলির যেরূপ অবস্থা গিয়াছে,—বঙ্গদেশের হিন্দু-সমাজের অবস্থা তাহারই অনুরূপ গিয়াছে। কায়স্থসমাজ সাধারণ হিন্দু সমাজের শাখা, সুতরাং প্রধান ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে শাখা প্রশাখার যে দুর্দ্দশা,— আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমাদের জাতীয়-জীবন ব্যাঙ্ক ঠিক দেউলিয়া না হইলেও,—প্রায় তাহার কাছাকাছি গিয়াছে বটে। তথাপি গতানুশোচনায় কি ফল? সুতরাং ক্রন্দনে বিরত হইলাম।

ক্রন্দনে বিরত হইতে চাই বটে, কিন্তু পারি কই? বরপণপ্রথা আজি বহুদিন হইতে বঙ্গীয় ভদ্রপরিবারে বহু অশান্তির কারণ হইয়াছে বটে,—কিন্তু বিগতবর্ষে ইহা এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। গত মাঘ মাসে কলিকাতা রাজধানীতে স্নেহলতা নাম্নী এক ব্রাহ্মণবালা কঠোর বরপণের করাল কবল হইতে নিজ পিতা মাতাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করত আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহার চিতার বহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে ঐ রাজধানীতেই কায়স্থ কন্যা নিভাননী ঠিক ঐরূপ কারণেই নিদারুণ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আবার নিভাননীর পশ্চাতে পশ্চাতেই দিনাজপুরের বৈদ্যবালিকা চারু সর্ব্বাঙ্গী চারুবালা বিষপানে দ্বিতীয় কৃষ্ণ কুমারীর ন্যায় পরলোকে প্রস্থিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতি বঙ্গীয় ভদ্র সমাজের শিরোমণি সদৃশ। তাঁহাদের মধ্যে পরম পবিত্র কুমারী-মেধ-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা, গত বৎসরই আনয়ন করিয়াছেন। গত বৎসর এই উৎসবের প্রতিষ্ঠাপক বলিয়া এ দেশে চিরকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হইবেন।

গত বৎসরের শেষভাগে, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক উৎসব ঢাকা নগরীতে হইবার কথা ছিল; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পুণ্যধাম প্রয়াগতীর্থে ভারতের সমগ্র কায়স্থ জাতির মহাসম্মিলনসভার অধিবেশনের কাল স্থির হওয়ায় ঢাকার অধিবেশন আপাততঃ বন্ধ রাখা স্থির হয় এবং বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দ প্রয়াগের মহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এই মহাসভার অধিনায়ক মনোনীত হইয়া বাঙ্গালী কায়স্থের মুখোজ্জল করিয়াছেন। বাঙ্গালীর

এই সম্মান লাভ আমাদের আর্য্যাবর্ত্তবাসী দায়াদ বন্ধুদিগের দয়ার ফল মাত্র। প্রয়াগের মহসভা মহারাজ বাহাদুরের অধিনায়কত্বের অধীনতায় যে সকল কল্যাণকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্ত্তমানবর্ষে যাহাতে সে গুলি প্রকৃতকার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য সকলেই চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। শুনিতে পাইতেছি এবার এই ভারতের বিরাট কায়স্থজাতির মহাসম্মিলন-সভা ঢাকা নগরীতে আহূত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ করুন এই জনশ্রুতি সত্য হউক,—তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের শুভাগমনে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী পবিত্র হইবেন। বাঙ্গালার কোনও নগরে এরূপ অসংখ্য রাজন্যের সমাগম পৌরাণিক কালের পরে আর হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসর যদি এই শুভদৃশ্য দেখিতে পান তাহা হইলে তিনি চিরস্মরণীয় হইবেন, আর আমরা ধন্য হইব।

কার্য্যের সংখ্যা অসংখ্য.—অথচ আমাদের শক্তি সামান্য এবং কালও ক্ষণস্থায়ী। আমাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান কার্য্য—বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান,—যেহেতু অন্য সমুদয় সংস্কারের মূল স্বরূপ, বৈদিক সংস্কার গ্রহণ। বিশাল বঙ্গদেশের কায়স্থপ্রধান স্থানে, যাঁহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে সমগ্র জাতিটা পরিচালিত হয়,—এরূপ নেতৃবৃন্দের সংখ্যা সামান্য নহে। দক্ষিণরাঢ়ী এবং বঙ্গজসমাজের এরূপ স্থান অনেক আছে, যথায় নেতৃবর্গ আদৌ নিদ্রা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের আপত্তি যে কি, তাহা আমরা জানি না। সংস্কার গ্রহণ না করিলে আর যে তাঁহারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না,—তাহা কি তাঁহারা জানেন না? মহাভারতের সমুদয় কায়স্থ, কায়স্থ-বীর্য্য ও কায়স্থ-গর্ব্বের মহাপীঠ তীর্থরাজ প্রয়াগে, বেদজ্ঞ ও সদাচার-পূত সদ্‌ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে এবং শুভানুমোদনে সমবেত হইয়া সমস্বরে ঘোষনা করিয়াছেন,—"সকলেরই অতি শীঘ্র এই সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" তবে আর কিসের সন্দেহ? আলস্য বলুন, প্রমাদ বলুন,—দলাদলির দ্বেষ বলুন,—যে কারণই নির্দ্দেশ করুন,—ধর্ম্মহানির আশঙ্কার নিকট উহারা নিতান্তই নগণ্য। ধর্ম্মই আর্য্যের আর্য্যত্ব,—ধর্ম্মই হিন্দুর হিন্দুত্ব। অসংখ্য অত্যাচারের পেষণে নিষ্পেষিত হিন্দুজাতি আজও যে ধরাধামে মাথা তুলিয়া আছে,—তাহার কারণ ধর্ম্ম। যদি সেই ধর্ম্মই আজ যায়,—তবে আমাদিগকে কে রাখিবে? শুধু ইহলোকে নহে, মৃত্যুর পরও ধর্ম্মই যে আমাদের একমাত্র সখা, বন্ধু এবং গতি। কায়স্থ ক্ষত্রিয়,—সুতরাং দ্বিজ। সাবিত্রী-বিবর্জ্জিত দ্বিজ ব্রাত্য,—শ্মশান সদৃশ। এতদিন অজ্ঞানে ডুবিয়াছিলাম;—জানিতাম না, "আমরা যে মেষ নহি, প্রকৃত সিংহ সন্তান," তখন সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা ছিল। এখনত আর ক্ষমা নাই, যেহেতু জ্ঞান-পাপীর ক্ষমা নাই। আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের প্রধান কার্য্য বৈদিক সংস্কার-গ্রহণ। ইহার ফলে মিলন সুনিশ্চিত; মিলন আসিলেই, ধর্ম্ম আসিবেন,—তাহা হইলেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী আসিবেন। ঠাকুরাণীরা আসিলেই

ঠাকুর আপনিই আসিবেন। তাহা হইলেই আমরা ইহলোকে যাবতীয় প্রেয় পদার্থ এবং পরলোকে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হইব। সুতরাং হে বঙ্গের কায়স্থ কুলের নেতৃমণ্ডলি! আপনারা গাত্রোত্থান করুন! ঐ দেখুন মহাভারতের সমগ্র কায়স্থেরা সোৎকণ্ঠে আপনাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(গল্প)

যে সকল অমৃতময়ী মনোবৃত্তিদ্বারা বিধাতা মানুষের হৃদয়কে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন একটী অমূল্য সম্পত্তি। সিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গীতা পাঠার্থী তদীয় শিষ্যগণকে বলিতেন—"গীতা গীতা গীতা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিলে যে 'ত্যাগী' শব্দ উত্থিত হয়, তাহাই গীতা শাস্ত্রের মূলমন্ত্র"। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীভগবান্ ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ শ্লোকে যে ধর্ম্মামৃত চয়ন করিয়াছেন, তাহার সারকথাই "ত্যাগ" অথবা স্বার্থ-বিসর্জ্জন। ফলতঃ যে সকল নরনারী জগতের হিতসাধন করত, উহার চিরকল্যাণ-সঙ্গী হইয়া অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, ত্যাগমন্ত্রের কঠোর ব্রতে তাঁহাদের অমূল্য জীবন পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতের অতীত-গৌরব-কাহিনী আত্মবিসর্জ্জনসূত্রে গ্রথিত ইতিহাস মাত্র। অধুনা সেই মহতী ত্যাগশক্তি কোনও অনির্দ্দেষ্ট তমসাচ্ছন্ন গুহায় লুক্কায়িত। এবং সেই সঙ্গে ভারতের সুখসূর্য্য বিংশতি শতাব্দির কালসাগরে নিমজ্জিত। অহো! আজ আমরা সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থে ব্যতিব্যস্ত। তাই ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতার, কায়স্থকন্যা নিভাননীর, ও বৈদ্যললামভূতা চারুবালার আত্মবলিদানে বঙ্গীয় সমাজে একটী ত্যাগতত্ত্ব অনুসৃত হইয়া সমাজ-সাধকের হৃদয়ে অননুভূত ভাবের উৎপাদন করিতেছে।

জড়বাদী ইংলণ্ডবাসিগণও সময়ে সময়ে আত্ম-বিসর্জ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত সত্যমূলক আখ্যায়িকায় তাহাই সপ্রমান করিতেছে।

লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ চক্ষুরসায়নবিদ্ স্যার রিচার্ড ফাইফ ধীরভাবে বলিলেন—"মিষ্টার গ্রে, আপনার দৃষ্টিহীনতা কয়েক দিনের কথামাত্র, উহা অপ্রতিবিধেয় ও অপরিহার্য্য।" ডনষ্টান্ গ্রে দণ্ডায়মান ছিলেন এই অভিমত শ্রবণমাত্র বজ্রাহত ব্যক্তির

ন্যায় নিকটবর্ত্তী বেত্রাসনে বসিয়া পড়িলেন। বিষাদ ও নৈরাশ্যে তাঁহার বদনমণ্ডল পাণ্ডুর বর্ণে অভিষিক্ত হইল। ক্ষীণস্বরে, আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"মহাশয়! এই অন্ধত্ব নিবারণের কোনও উপায় নাই?" মস্তকোত্তলন করিয়া ডাক্তার ফাইফ্ বলিলেন—"বঞ্চনা-বাক্যে আপনাকে আপ্যায়িত করিতে আমি পারিব না, নচেৎ একটী সুদীর্ঘ ঔষধের জায় লিখিয়া দিতাম। আপনার দর্শনেন্দ্রিয় যন্ত্রের মূলতঃ কোনও বিকৃতি হয় নাই। আপনাদের যন্ত্রগৃহে একটী লোকের প্রাণ রক্ষার্থে যে গুরুতর আঘাত আপনি পাইয়াছিলেন তাহাতেই আপনার সম্পূর্ণ অন্ধত্ব অনিবার্য্য। আর ১০।১২ দিনের মধ্যেই আপনার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইবে। কোনও ঔষধ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে প্রকার শক্তিনাশক আঘাতে (destructive shock) আপনার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইতেছে, ভবিষ্যতে ঈশ্বরের কৃপায় আপনি যদি সেই পরিমাণের শক্তি-সঞ্চারী আঘাত (constructive shock) পান, তবে পুনর্ব্বার আপনি সম্পূর্ণ চক্ষুষ্মান্ হইতে পারিবেন, কিন্তু বলিব কি এই প্রকার পুনঃ প্রাপ্তির একটী মাত্র দৃষ্টান্ত, আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতামধ্যে আমার স্মরণপথে আসিতেছে।" চক্ষুযন্ত্রণা নিবারক একটী ঔষধ কম্পিতহস্তে গ্রহণ করত ডনষ্টান্ গ্রে সদর রাস্তায় আসিয়া দাড়াইলেন। তথা হইতে নিজ গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে তদীয় পতিগতপ্রাণা স্ত্রী বারণেস্ মেইসী গৃহদ্বারদেশে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

এই স্থানে আমাদের নায়ক নায়িকার একটু পরিচয় আবশ্যক। ডনষ্টান্ গ্রে লণ্ডন মহানগরীর কোনও কোম্পানীর কলকারখানায় এঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করিতেন। বালক কালেই তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতৃব্যদেব গ্রের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। প্রতিভা ও আত্মনির্ভরতা বলে ইঞ্জিনীয়ারের শেষ পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অধুনা পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে মারকোবী কোম্পানীর অধীনে মাসিক ৩০ পাউণ্ড (৪৫০ টাকা) বেতনে দ্বিতীয় ইঞ্জিনীয়ার-পদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর পুরুষ ছিলেন। মধুর ভাষা, ও সৌজন্যে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে বিংশতিবর্ষীয়া একটী সুন্দরী ইংরেজ রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বারণেস্ মেইসীর পিতা একজন শ্রমশিল্পী ছিলেন। কোনও মৃদগার খনিতে উচ্চপদে অভিষিক্ত ছিলেন। আমাদের মেইসী যেমন লাবণ্যময়ী বিদুষী, তেমনই গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্র, অথচ টেমস্-বেষ্টিত বৃক্ষবল্লরী-কুসুমস্তবক-পরিশোভিত শ্যামলচ্ছায়াতলে একটী সুসজ্জিত গৃহে এই যুবকযুবতী দাম্পত্য প্রেমের অনাবিল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। বিবাহের পরে বর্ষদ্বয় এই ভাবে চলিয়া গেল।

বিগত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে কলঘরে আকস্মিক বিপদাপন্ন জনৈক খালাসীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া ডনষ্টান্ গ্রে তাঁহার মস্তকের পশ্চাদভাগে একটী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। উক্ত আঘাতে রক্তস্রাব

হয় না, কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত স্থান স্ফীত হইয়া প্রায় একমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। পতিব্রতা বারণেসের শুশ্রূষায় গ্রে আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু হঠাৎ চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। একমাসের জন্য অনুগ্রহ-বিদায় পান, কিন্তু তাহার পর আর সবেতন বিদায় পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। চক্ষু-পীড়াও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণায় অভিভূত করিল। চিকিৎসায় যন্ত্রণার উপসম হইল বটে কিন্তু উভয় চক্ষুতেই দৃষ্টিশক্তির অভাব অনুভব করিয়া গ্রে সাহেব বিষম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। সাধ্বী স্ত্রীর সান্ত্বনা ও যত্নে কয়েক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির হীনতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে গ্রে,লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চক্ষুচিকিৎসক স্যার রিচার্ড ফাইফ্ সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণ পাঠক অগ্রেই জানিতে পারিয়াছেন।

বাটীতে আসামাত্র বারণেস্ স্বামীর হস্ত সাদরে ধারণ করিয়া দ্বিতলে তাঁহাদের বসিবার প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন, তখন পরিচারিকা টেবিলে চা রুটী আদি রাখিয়া গেল।

বারণেস্—প্রিয়তম! চক্ষুচিকিৎসক কি বলিলেন?

গ্রে—তিনি যাহা বলিলেন তাহা প্রকাশ করিতেও আমার কম্প উপস্থিত হয়। তিনি বলিলেন আর ১০।১২ দিনের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ অন্ধ হইব।

বারণেস্—অসম্ভব! তোমার এমন সুনীল তারকাদ্বয় কখনও দৃষ্টিশক্তি হীন হইতে পারে না।

গ্রে—আমার চক্ষুযন্ত্রের মূলতঃ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু কলঘরে যে আঘাত প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার দর্শনশক্তি সঞ্চারিণী শিরা (optical nerve) অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। প্রিয়তমে, প্রাণের বারণেস্! আমি অন্ধ হইলে তোমার কি উপায় হইবে?

বারণেস্—জীবিতেশ, আমার সর্ব্বস্ব! তুমি আমার জন্য চিন্তা করিবে না। মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া যে সকল কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তদ্বারা আমাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে, কিন্তু তুমি অন্ধ হইবে, প্রিয়তম!—সাধ্বী আর কথা বলিতে পারিলেন না, শোকোচ্ছ্বাসে তদীয় কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। গোলাপ-বিনিন্দিত, নবনীত-কোমল, ভুজবল্লী দ্বারা স্বামীর কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া তদীয় বক্ষোপরি মস্তক রক্ষা করত, অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সতীর শোকপ্রবাহে ডন্‌ষ্টনের সংযম ভাসিয়া গেল, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের বাহুপাশে নিবদ্ধ হইয়া শোকনীরে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। সহানুভূতি-দয়াদি উচ্চ মনোবৃত্তির ন্যায় শোকও সংক্রামক। প্রকোষ্ঠান্তে দণ্ডায়মানা পরিচারিকা প্রভুপত্নীর শোকে অধীরা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, গ্রে ধীরে ধীরে পত্নীর বর্ষাম্বু-প্লাবিত প্রফুল্ল-কমলদলের ন্যায় মুখখানি উত্তোলন করিয়া রুমালে অশ্রু মার্জ্জন করত উভয় গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করিয়া কহিলেন—প্রিয়ে! স্বাধীন জীবিকা হারাইয়া আমাকে পরের

গলগ্রহ হইতে হইবে ইহাই আমার নিদারুণ মনস্তাপের কারণ। যে ইংরেজ অন্যের প্রতি নির্ভর করে মরণই তাহার মঙ্গল।

বারণেস্—আমি কি তোমার পর হইলাম? আমার নির্দ্দোষ-শ্রমশিল্পে উপার্জ্জিত অর্থ ত তোমারই। তুমি ও আমি এক।

গ্রে—সত্য। আমি কর্ম্মঠ যুবাপুরুষ, আমার পক্ষে গৃহে বসিয়া থাকা মৃত্যু হইতেও কষ্টকর।

বারণেস্—এই সকল চিন্তা এইক্ষণ ত্যাগ কর। তোমার দৃষ্টিশক্তি এখনও আছে, আফিষে যাইয়া একবৎসরের জন্য দীর্ঘবিদায় গ্রহণ কর।

ডনষ্টান্ গ্রে তদনুসারে এক বৎসরের জন্য বিনাবেতনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুই সপ্তাহ মধ্যে এই আলোকোজ্জ্বল পরম রমণীয় বিশ্ব তাঁহার চর্ম্মচক্ষু হইতে অপসারিত হইল। কেবল শব্দরাজ্যে বিচরণ তাঁহার এক মাত্র গতি রহিল। ব্যাঙ্কে যে সামান্য অর্থ গচ্ছিত ছিল, ও বারণেসের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থে কষ্টেসৃষ্টে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিল। সে অনেক দিন হইতে প্রভু-পত্নীতে অনুরক্তা ছিল। এই বিপত্তিকালে বারণেসের অসাধারণ পতি-প্রেম ও দিবারাত্রি অক্লান্ত পতিশুশ্রূষা দেখিয়া ডনষ্টান ও তাহার বন্ধুবর্গ স্তম্ভিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল এমন পতিব্রতা রমণীরত্ন ইংলণ্ডে কেন, সমগ্র জগতেও বিরল। কয়েক দিন পরে পল্লীসাজে সুসজ্জিত, সুখস্মৃতি বিজড়িত গৃহটীও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইল। জনতা-কোলাহলপূর্ণ বাজার মধ্যে একটি পণ্যগৃহের দ্বিতল প্রকোষ্ঠ (flat) তাহাদের বাসগৃহ হইল।

আবাসগৃহ পরিবর্ত্তন দিনে যখন বারণেস্ স্বামীর হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে যাইতে লাগিল, তখন ডনষ্টান্ সাধ্বী স্ত্রীকে প্রেমভরে চুম্বন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। মেইসী প্রতিচুম্বন দান করিয়া কহিল—স্বামীন্! কাঁদিও না।

For who can say
Tomorrow's sun shall warmer glow,
And o'er this vale of woe
Diffuse a brighter ray.

অর্থাৎ কে বলিতে পারে কল্যকার সূর্য্য আমাদের এই দুঃখসন্তপ্ত আবাস গৃহে সুখোজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিবে না।—এই ভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল। বারণেস সর্ব্বদা স্বামীর নিকট থাকিয়া তাঁহার সমুদায় অভাব মোচন করিতে লাগিল। সংবাদপত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার শোকভারাক্রান্ত মন সুখ ও সন্তোষের পথে ধাবিত করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

জনৈক কায়স্থের নিবেদন।

যদিও "প্রতিভা"র আয়ব্যয়ের সহিত নিবেদকের কোন সম্বন্ধই নাই, তথাপি এরূপ মূল্যবান্ মসিক পত্রিকাখানি অতি সামান্য অর্থাৎ বার্ষিক দেড় টাকা মাত্র মূল্যে কায়স্থসমাজে বিতরিত হয়, এই জাতীয় স্বার্থে আমরা সকলেই লাভবান হই। তজ্জন্য ইহার বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া কায়স্থমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা হেলায় হারাইবেন না, 'প্রতিভা'র স্থায়িত্ব কামনায় যৎসামান্ত দান করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধন করুন। সম্পাদক মহাশয় বহুদিবস হইতে যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে, এমন কি বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহাকে জীবিত রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ—কায়স্থ সমাজ তজ্জন্য নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে বাধ্য।

দুঃখের বিষয় তিনি ধনীকায়স্থগণের নিকট হইতেও এই যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা যথা সময়ে পান না, শুনিতে পাই মনিঅর্ডার যোগে অতি অল্পসংখ্যক গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য বাধ্য হইয়া সম্পাদক মহাশয় ভিঃ পিঃ পাঠাইয়া বাকি চাঁদা আদায়ের আশা করেন কিন্তু তাহাতেও অনেকেই নির্লজ্জভাবে ফেরৎ দেন। সে দিন শুনিলাম অর্দ্ধেক ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে। এরূপ ভাবে আর কত কাল তিনি ইহার জীবন রক্ষা করিবেন? ফেরৎ ভিঃ পিঃ গুলির জন্য পোষ্টেজ বাবদ নগদ খরচাও যথেষ্ট হয়। আমরা এই সকল কারণে কায়স্থসমাজের উন্নতির আশা এখনও সুদূরপরাহত জানিয়া শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, করুণাময় এজাতির চৈতন্ত দান করুন। আর আমাদের এই মর্ম্মাহত চিত্তের আবেগ ভরা আবেদনে, আশা করি আপনারা দৃষ্টিপাত করিবেন। বড়ই লজ্জার কথা যে সম্ভ্রান্ত কায়স্থজাতির এরূপ সুলভ মাসিক পত্রিকাখানির জীবনান্ত হইতে চলিল।

আশা করি আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্ত এবং সম্পাদক মহাশয়ের বিনানুরোধে, আমাদের স্বেচ্ছায় লিখিত এই হৃদয়ের বাণী আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করত "প্রতিভা"র দীর্ঘজীবন কামনায় কথিত সামান্ত চাঁদা আদায় দিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিৎ যে জাতীয় উদ্বোধনের এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান ভরসাস্বরূপ জাতীয় পত্রিকা নিচয়। শত শত প্রচারকের সাধ্যাতীত কার্য্য, সাময়িক পত্রিকাদ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রাহকেরই কর্ত্তব্য আরও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করা। একটী নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা সহজ সাধ্য নহে কিন্তু গ্রাহক মহোদয়গণের প্রাণের টান থাকিলে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা

খানির পুষ্টিসাধন হয়। মাদৃশ লেখকের ক্ষীণ লেখনীদ্বারা বিশাল কায়স্থ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যদিও অসম্ভব, তথাপি আবেদন করিবার অধিকার ও সাহস আছে কারণ স্বজাতির কল্যাণ কামনাই এ লেখনী ধারণের মূল হেতু। সাহিত্যকের পরিচয় দিয়া নাম জাহির করা ত উদ্দেশ্য নহে। ইতি নিবেদনম্। *

শ্রীহরিহর ঘোষ বর্ম্মা

* শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রতিভার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম। সত্যই আমাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় এবং গ্রাহক মহাশয়দিগের ভিঃ পিঃ গুলি নিষ্কারণে ফেরৎ দেওয়া অভ্যাসটী যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিভার ১১।১২ সংখ্যা প্রায় শতাধিক বর্ষশেষে ভিঃ পিঃ হইয়াছে অদ্য ৩ দিনে গ্রাহকগণ ২০খানা ফেরত দিয়াছেন ও ৫ খানির মূল্য আসিয়াছে। প্রতিভাকে জীবিত রাখা আমাদের সাধ্যাতীত আমরা অনেক কান্দাকাটী করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ধীরভাবে সহ্য করিয়া প্রতিভাকে দীর্ঘজীবী করিতে চেষ্টা করিব। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ" এত যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও যদি প্রতিভার জীবনান্ত হয় তবে আমাদের দোষ নাই আশাকরি অতঃপর গ্রাহক মহাশয়গণ ভিঃ পিঃ গুলি ফেরত দিবেন না। সম্পাদক।

নিবেদনাষ্টকম্।

(শ্রীপ্রায়াগতীর্থে গত চৈত্রমাসের শেষে ভারতবর্ষীয় কায়স্থমহাসম্মিলন সভায় উপস্থিত স্বজাতীয় সুধীবৃন্দের শ্রীচরণকমলে)

(স্রগ্ধরা বৃত্ত)

সর্ব্বাদৌ ব্রাহ্মণানাং সকলকুশলদাশীর্ব্বচো ধারয়িত্বা
ব্রহ্মেশ শ্রীশশক্তেশ্চরণ সরসিজং স্বীয়শীর্ষে গৃহীত্বা।
বারংবারং প্রণম্য স্বকুলগুরুজনান্ পণ্ডিতানেব বৃদ্ধাং
শ্চান্যান্মাশ্লিষ্য বন্ধূন্ বদতি সবিনয়ঃ পালিতোঽখিলচন্দ্রঃ॥ ১॥
শ্রীমান্ শ্রীচিত্রগুপ্তো জয়তি সুচরিতো দেবলোকেষু ধন্যো
ধর্ম্মাধর্ম্মৈকদর্শী যমনৃপভবনে সর্ব্বদাঽপক্ষপাতঃ।

সর্ব্বাগ্রে সমুদয় মঙ্গলের জননীস্বরূপা ব্রাহ্মণজনের আশীর্ব্বাণী ধারণ করিয়া এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও মহাশক্তির চরণসরোজ স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া কায়স্থকুলের বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও গুরুজনকে বারবার প্রণাম এবং বন্ধুবর্গকে আলিঙ্গন করত অখিলচন্দ্র পালিত সবিনয় নিবেদন করিতেছেন। ১। দেবলোকে যমরাজগৃহে, সর্ব্বদা পক্ষপাতশূন্য, ধর্ম্মাধর্ম্মৈক-দর্শী, ধন্য শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার জয় হউক। কায়স্থগণ সেই

কায়স্থাস্তস্য পুত্রাস্তদুপমচরিতাস্তস্য মার্গানুবৃত্তা
দণ্ডং দুষ্টস্য রক্ষাং শুভচরিতজনস্যাচরন্ত্যপ্রমত্তাঃ ॥ ২ ॥
তেষাং মধ্যে সুপুত্রাগুণজলধিজলস্নানপূতস্বদেহা
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে মগধজনপদেহপ্যুৎকলে মৎস্যদেশে।
আর্য্যাবর্ত্তে চ প্রান্তে বিবিধগুণনিলয়ে দক্ষিণে মধ্যদেশে
বিদ্বাংসো ন্যায়বন্তঃ সমরিপুসুহৃদঃ স্বামিভক্তা ভবন্তঃ ॥৩॥
দৃষ্ট্বা কায়স্থমুখ্যাঃ সহৃদয়সুজনা দুর্গতিঞ্চাত্মজাতে
শ্চাবস্থাং প্রাপ্যশোচ্যাং কলিযুগগহনে ভীষণে বর্ত্তমানে।
লব্ধুং পূর্ব্বানুরূপং নিজগুণবিভবং সংগৃহীতপ্রযত্নাঃ
পুণ্যেতীর্থেপ্রয়াগে শুভমিলনমিদং প্রাপ্তবন্তঃ সমন্তাৎ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
যাচে তস্মান্নিতান্তং নতিবিনতিযুতং ভারতীভূষণাখ্যঃ
সেবাদাসস্তবাহং তবচরণযুগে হে মহারাজমুখ্যাঃ।
যে যে প্রাপ্তাঃ সভায়াং শৃণুত সহৃদয়াঃ সভ্যসঙ্ঘাঃ সমস্তাঃ
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ লোকে সমশুভফলদাং চিন্তয়তাত্মোন্নতিং তাম্ ॥৫॥

চিত্রগুপ্তদেবেরই পুত্র,—তাঁহার মতই তাঁহাদের আচরণ, তাঁহারা তাঁহারই পন্থা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। ২। তাঁহাদের মধ্যে আপনারা ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, মৎস্যদেশ, আর্য্যাবর্ত্ত, প্রান্তদেশ, বিবিধ গুণশালী দক্ষিণদেশ ও মধ্যদেশ,—অর্থাৎ ভারতের সর্ব্বপ্রদেশবাসী বিদ্বান, ন্যায়বান, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানবান, রাজভক্ত, বিবিধগুণে গুণী, কায়স্থকুলের সুপুত্র। ৩। সেই সহৃদয় সজ্জন কায়স্থকুলের প্রধান আপনারা, এই বর্ত্তমান ভীষণ কলিকালে, আত্মজাতির দুর্গতি ও শোচনীয়া অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, পূর্ব্বকালের অনুরূপ গুণসমূহ লাভ করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়া চারিদিক হইতে পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে শুভমিলন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪। হে মহারাজ * প্রমুখ মহোদয়গণ! আপনাদের শ্রীচরণযুগলে ভারতীভূষণ নামা আপনাদের সেবক (আমি) সপ্রণাম ও সবিনয়ে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যেসকল সভ্যমহোদয় সভায় আসিয়াছেন, তাঁহারা আমার নিবেদন শ্রবণ করুন এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয়লোকে সমান মঙ্গলকারিণী আত্মোন্নতির উপায় চিন্তা করুন। ৫। আপনারা সকল অবনতির মূল হিংসা ও দুষ্ট রাগ দ্বেষকে সাবধানে পরিত্যাগ করত সমুস্ত সুখের আকর এবং ভ্রাতৃভাবের জনক সুবিমল এবং শাশ্বত মিলনকে লাভ করুন। সকল ভয়ের সকল নাশের কারণ অবিদ্যা যে মায়া, তাহাকে পরিত্যাগ করত অখিলভয়নাশিনী নানাজ্ঞানের প্রচারকারিণী সেই বিদ্যার সেবা করুন। ৬। আপনারা

* মহাসম্মিলনের অধিনায়ক মহামাননীয় শ্রীমন্মহারাজ দিনাজপুরাধিপতির প্রতি সম্বোধন।

হিত্বা হিংসাং সমগ্রামবনতিজননীং দ্বেষরাগৌ চ দুষ্টৌ
লব্ধা যত্নেন সৌখ্যং সুবিমলমিলনং ভ্রাতৃভাবেন শশ্বৎ।
হাতব্যা যা চ মায়া নিখিলভয়করী সর্ব্বনাশাহ্যবিদ্যা
নানাজ্ঞানপ্রচারাত্বখিলভয়হরা সৈব বিদ্যা সুসেব্যা ॥৬॥

রাজ্ঞঃ কার্য্যেষু যূয়ং সুপটু সুচতুরাঃ কে ন জানন্তি ভূমৌ ?
পর্য্যাপ্তং কিন্তু তন্মাত্র ভবতি বিষমে দৈন্যপূর্ণেতু কালে।
বাণিজ্যে শিল্পকার্য্যে সুবিবিধবিষয়ে ভেষদাদৌ চ শাস্ত্রে
দক্ষত্বং তদ্‌ভবস্তিত্বিহ খলু গুণিভিঃ সর্ব্বথা চার্জ্জনীয়ম্ ॥৭॥

সত্যং প্রাপ্নোতি সত্যং তবকুলতনয়স্তুচ্চশিক্ষাং যথেচ্ছং
কিন্ত্বর্দ্ধাঙ্গং সমাজস্য বসতি নিবিড়ে হ্যজ্ঞানচান্ধকারে।
স্ত্রীশিক্ষাং সুষ্টু দত্বা যদি সুজনগণাস্তূদ্ধরেয়ুস্তদর্দ্ধং
সর্ব্বাঙ্গীশোভমানা সময়সমুচিতা হ্যুন্নতিস্থাশুভূয়াৎ ॥৮॥

নিবেদনমিতি ভারতীভূষণোপনামকস্য শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিতস্য।

যে রাজকার্য্যে অতিশয় দক্ষ এবং সুচতুর তাহা পৃথিবীতে কে না জানেন? কিন্তু এই বিষম দারিদ্র্যপূর্ণ সময়ে একমাত্র সেই রাজসেবারূপিণী জীবিকাই প্রচুর নহে। এ সময়ে বাণিজ্য, শিল্পকার্য্য, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে দক্ষতালাভ আপনাদিগের মত গুণিজনের অবশ্য কর্ত্তব্য। ৭। আপনাদের পুত্রগণ ইচ্ছামত উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন, সত্যবটে; কিন্তু সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ এখনও গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছেন। যদি, হে সজ্জনগণ, আপনারা যথোপযুক্ত সুন্দর স্ত্রীশিক্ষা প্রদানদ্বারা সেই অর্দ্ধেক সমাজাঙ্গের উদ্ধার সাধন করেন, তবেই সময়সমুচিত সর্ব্বাঙ্গশোভন উন্নতি শীঘ্রই আপনাদের করতলগত হইবেন। ৮। এই নিবেদন ভারতীভূষণোপাধিক শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত করিতেছেন।

—:o:—

নিমন্ত্রণ।

বসন্তে।

কুসুম-সুবাস মাখি' খেলিছে মলয় বায়,
নব মুকুলিত-লতা আবেশে দুলিছে তায়;
বিকসিত সুরভিত কুসুম-স্তবক শত,
মৃদুল, অনিল-বশে উঠিছে পড়িছে কত!
দেখিয়া মনেতে হয়,—থাক্ সে উপমা আর,—
কি লাভ লভিয়া বল সুরুচির তিরস্কার?

(২)

নবোঢ়া যুবতীমত ধরণী সেজেছে আজ,
চারু কলেবরে তার শোভিছে সুন্দর সাজ;
কোমল কুসুম-দামে শোভে অঙ্গ সুকুমার,
কুসুম-ভূষণ-শিরে, উরসে কুসুম-হার;
সুরভি মলয়-বায়ু তাহার সুরভি শ্বাস,
মধুর কৌমদীরাশি তাহার মধুর হাস;
ফুটিছে সুস্বর তার কোকিলের কুহরণে,
ভাসিছে শিঞ্জিত মঞ্জু মত্ত-অলি-গুঞ্জরণে;
বসন্ত নিতান্ত মুগ্ধ নামিয়া আসিল ছু'টে,
প্রেমভরে ধরণীর চরণে পড়িল লুটে।

(৩)

শুধু কি ধরণী করে বসন্তেরে নিমন্ত্রণ?
আমিও তোমারে, নাথ, করিতেছি আবাহন।
আমারো সুন্দর দেহ সাজায়েছি মনোমত,
আমারো উদ্যানে হের ফুটেছে কুসুম কত;
আমারি সুখের তরে ফুলকুল হাসে বনে,
আমারি সুখের তরে কুহরে কোকিলগণে;

গগনে উঠেছে চাঁদ আমারি সুখের তরে,
আমারি তরেতে নাথ, মলয়-অনিল সরে ;
সকলই আমার, নাথ, এ জগতে আছে যত,
বিশ্বের সুষমা রাশি সব মোর পদানত ;
অখণ্ড আনন্দে আজি নাহি কারো অধিকার,
তুমি যে আমারি তরে আসিতেছ প্রাণাধার ;
তুমি যদি এলে কাছে, "তুমি" "আমি" নাহি আর,
"তুমি আমি" ঘুচে গিয়ে "আমি আমি" একাকার !
সে ভাবনা কি সাধনা ! হৃদয় শিহরি, উঠে !
হৃদয়ে তড়িত মত অমৃত-প্রবাহ ছুটে !
এস এস বুকে এস, প্রাণে এস প্রাণধন,
প্রাণভরে আজি তোমা করিতেছি নিমন্ত্রণ।

শ্রীঅখিল।

বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজের বাস্তব চিত্র।

(এপিঠ এবং ওপিঠ)

১। "এপিট" অর্থাৎ বরের বাজার।

আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মধ্যে দুইটি পাত্র আছেন। তাঁহাদের উভয়েরই বাড়ী কলিকাতার উপকণ্ঠে, উভয়েই কুলীন, উভয়েই শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের বরের কথা শুনুন।

প্রথমটি মিত্র বংশীয়,—এম্, এ, পাশ, বি, এল, চরমপরীক্ষা দিতেছেন অথবা দিয়াছেন। পাত্রের পিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থ ; পাড়াগাঁয়ে একটি বাড়ী আছে, তাহার সবটুকু নিজের নহে, ভাইপোদের অংশ আছে ; চাকরী না করিলে তাঁহার দিনপাত হওয়া অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে। মিত্রজ মহাশয় তাঁহার এই এমে পাশ হবু উকীল পুত্র রত্নটির দর দিয়াছেন নগদ ষোল হাজার টাকা এবং কলিকাতায় একটি বাড়ী ;—আরও প্রকাশ থাকে যে, কন্যাটি উর্ব্বশী তিলোত্তমাগঞ্জিনী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দোহাই ধর্ম্মের,—আমি একটুও অত্যুক্তি

করি নাই। অনেক গরীব লোক, ভাবিতে পারেন (আমিও আগে ভাবিয়াছিলাম) এই কথাটা আষাঢ়ে গল্প বা বরপণের একটা কাল্পনিক দর। বাস্তবিক তাহা নহে। বরের পিতা এ সম্বন্ধে বেজায় (serious) আর তিনি না হইবেন কেন? খরিদদার থাকিলেই বিক্রেতা দর চড়ায়। কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার (মৌলিক কায়স্থ) নগদ আট হাজার এবং কলিকাতায় একটি বাড়ী দিয়া মিত্রজের এই যুবক বৎসটি কিনিতে স্বীকার ছিলেন,—কিন্তু তাঁহার মেয়েটি উর্ব্বশী অথবা তিলোত্তমার মত না হওয়ায় এবং টাকা আট হাজার কম হওয়ায় ডাক্তারটি জিনিসটি পাইলেন না। এখনও হতাশ হন নাই,— মেওয়ার লোভে তিনি সবুর করিতেছেন।

দ্বিতীয়টি ঘোষবংশীয়,— পাত্রের পিতা শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় পাড়াগেঁয়ে জমীদার এবং "মহাজন"; সুতরাং তাঁহার মোটা ভাত মিহি কাপড়ের সংস্থান আছে। পুত্রটি আজ চারিবৎসর হইতে এল, এ, ফেল করিতেছেন। যে বৎসর পুত্রটি প্রথম ফেল করে, সেই বৎসর যে ঘোষজ বৎসের মূল্য দশসহস্র কোম্পানি মুদ্রা হাঁকিয়া ছিলেন,—এখনও তাহা হইতে নামেন নাই। ছেলে এদিকে "অধ্যবসায়ের সহিত"বৎসরের পর বৎসর"সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে" ফেল করিয়া আসিতেছে। একজন হাইকোর্টের উকীল সে দিন বলিতেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় প্রভু যখন সর্ব্বোচ্চ আদালতের জজ, তখন তিনি ঘোষের পো এর ফেল হওয়ার দখলী সত্বলোপ করিয়া আইনের অমর্য্যাদা করিতে পারিবেন না। বৃদ্ধঘোষজ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন,—তাঁহার সাধের ছেলে বি,এ পাশ করিবেই—ইত্যাদি। লোকে বলে "আশা বৈতরণী নদী।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বৈতরণীতে হাবু ডুবু খাইলেও ঘোষজ আশা ছাড়িবেন কেন?

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই দুই কুলীন মহাশয়ের এবং তাঁহাদের বৎসদ্বয়ের নামধাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এই বহুমূল্য মালের কেহ ক্রেতা থাকেন, তিনি "প্রতিভার" সম্পাদক মহাশয়ের কেয়ারে আমাকে লিখিলেই বিস্তারিত বিবরণ পাইবেন। আর ইহারা বিক্রীত হইয়া গেলে আমরা "প্রতিভাতেই" ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের নামধাম ও বিক্রয়ের বিবরণ প্রকাশ করিব। আগামী সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলনের প্রদর্শনীক্ষেত্রে এই দুই কুলীন পুঙ্গবের আলোকচিত্র প্রদর্শন করিবার চেষ্টায় রহিলাম। (ক)

এবারে আর পাপের খবর নহে, পুণ্যকীর্ত্তি বলিতেছি, সুতরাং নাম ধাম গোপন রাখিবার প্রয়োজন নাই। এলাহাবাদ হাই কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ মিত্র বি, এ বাবাজীর নাম কায়স্থজাতির চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদিগের নামের সহিত সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণ সুন্দর, সুস্থ এবং বলিষ্ঠ সচ্চরিত্র যুবক; শিক্ষা

(ক) আমরা আশা করি আমাদের "ক্ষত্রিয়" আখ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া সমাজপতিমহাশয়গণ, অর্থাৎ উক্ত কুলীনদ্বয় যে সমাজে অবস্থান করেন, তাহাদিগকে কায়স্থ সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবেন। এই সকল বেন শরীরোদ্ভব নিষাদ জাতি বিশেষ সমাজে থাকিলে বিষম অনর্থ হইবে। সম্পাদক।

ও সদাচারে তিনি অনেক যুবকের আদর্শ। তাঁহার একটী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন,—তিনি ও কায়স্থ। দৈবক্রমে মহামারীর প্রকোপে অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুবরের পিতামাতা পরলোক গমন করিলেন, সংসারে বন্ধু ও তাঁহার এক কিশোরী ভগিনী ভিন্ন আর কেহই থাকিল না। তাহার উপর দারিদ্র্য এমন, যে দিনপাত হওয়া দুষ্কর। "বিপদ কখনও একা আসে না" তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য প্লেগ আসিয়া বন্ধুকে আক্রমণ করিল। অনিলকৃষ্ণ স্বীয় জীবন তৃণবৎতুচ্ছ করিয়া দিবারাত্রি প্রাণপণে বন্ধুর সেবা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাই বলবতী হইল,—বন্ধুবর আসন্নকাল জানিতে পারিয়া স্বীয় ভগিনীর হাত অনিলের হাতে সঁপিয়া সাশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভগ্নকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাই অনিল,—তুমি আমার যাহা করিলে, লোকের মা বাপেও তাহা পারে না; কিন্তু ভাই তোমার চেষ্টা নিস্ফল হইল,—তোমার ঋণ মাথায় করিয়াই আমি চলিলাম। আমি চলিলাম, কিন্তু এই অনাথিনী ভিখারিণী ভগিনী আমার রহিল। আমার বাপমায়ের কি আমার একটি পয়সা নাই,—ইহার কোন উপায়ই করিয়া যাইতে পারিলাম না। ইহাকে তোমাকে দিলাম,—তুমি যেমন করিয়া পার ইহাকে সৎপাত্রসাৎ করিও;—না পার নিজে বিবাহ করিও। তুমি স্বীকার করিলেই এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।" বন্ধুর এই অন্তিমপ্রার্থনা শুনিয়া অনিলকৃষ্ণ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বন্ধুর প্রার্থনায় সুস্পষ্ট সম্মতি জানাইয়া বলিলেন "বন্ধু,—তাহাই হইবে, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই করিব,—তুমি নিশ্চিন্তমনে ভগবানের চরণে শরণ লও।" অনিলের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বন্ধু শেষ নিঃশ্বাসের সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনিলকৃষ্ণ বন্ধুর ভগিনীর ভরণ পোষণের যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেলেন; কিন্তু পাঁচ ছয় হাজার টাকার কমে সুপাত্র (অর্থাৎ তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট) পাওয়া যায় না; অনিল অত টাকা কোথায় পাইবেন? অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিজেই সেই অনাথিনী বালিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

এদিকে অনিলের পিতা একটী সুন্দরী বালিকার সহিত অনিলের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। কন্যার পিতা অলঙ্কার ও যৌতুকাদি ভিন্ন নগদ ছয় হাজারটাকা দিবেন স্থির হইয়াছে। বরদাবাবু পাকাপাকিভাবে এই সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন শুনিয়া অনিল আর মৌনীথাকা নিরাপদ নহে জানিয়া নিজ প্রতিজ্ঞার কথা পিতাকে বলিলেন। তাঁহার বন্ধুর ভগিনী অনাথিনী ভিখারিণী বলিলেও হয়,—এদিকে তিনি সুন্দরীও নহেন;—অপর পক্ষে সুন্দরী স্ত্রী ও তাহার সহিত প্রচুর অর্থলাভ, এরূপ কঠিন সমস্যায় পড়িলে অনেকেরই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, কিন্তু অনিলকৃষ্ণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষাকেই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। অনিলের পিতা বরদাবাবু পুত্রের এই মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সানন্দচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে (সম্ভবতঃ গত অগ্রহায়ণমাসে) অনিলকৃষ্ণ সেই বন্ধু ভগিনীকে বিবাহ

করিলেন। শ্রীমান্ অনিলকৃষ্ণের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্যনিষ্ঠা এবং স্বার্থবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত আমাদের যুবকবৃন্দের সুন্দর আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত সন্দেহ নাই। আমরা পরম পিতা পরমেশ্বর প্রজাপতির নিকট প্রার্থনা করি যে এই নবীন-দম্পতি দীর্ঘকাল সর্ব্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করুন এবং অনিলকৃষ্ণের এই সাধু দৃষ্টান্ত বঙ্গের গৃহে গৃহে অনুসৃত হউক।

প্রতিভার পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট আমার নিবেদন তাঁহারা যদি এইরূপ সাধু দৃষ্টান্তের কোন সত্যসংবাদ পান, তাহা যেন মাননীয় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দেন। সাধুচরিত্র পঠনে শ্রবণে ও অনুশীলনে যে বিবিধ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয় তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। (খ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

(খ) লেখক বন্ধুবর আর চিন্তা করিবেন না, স্নেহলতা, নিভাননী ও চারুবালার আত্ম-বিসর্জ্জন সমগ্র বঙ্গদেশকে আলোড়িত করিয়াছে। মৃতপ্রায় কন্যা-দায়গ্রস্ত কায়স্থসমাজ জাগরিত হইতেছে। যে সকল কায়স্থ, পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার হৃদয়-শোণিত পান করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাদিগকে দস্যু আখ্যায় বিশেষিত করিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। "একটী ক্ষুদ্রকথা" প্রবন্ধে লেখক মহাশয় আর একটী সাধুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন। সম্পাদক।

সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রতিবাদ।

(মাঘসংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

সম্বন্ধ নির্ণয়কার বলেন—"ইঁহারা (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ) আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন; কারণ, ইঁহারা আপনাদিগকে কান্তকুব্জাগত পঞ্চভৃত্যের অধস্তন সন্তান স্বীকার না করিয়া, করণ কায়স্থ হইতে ইচ্ছাকরেন।" আমরা দেখিতেছি শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ না থাকাসত্বেও বিদ্যানিধি মহাশয় হিংসাপরতন্ত্রতা নিবন্ধন অথবা কোনরূপ আক্রোশ বশতঃ কিম্বা কাহারও দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গায়ের জোরে কান্তকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারী কায়স্থ পঞ্চককে পুনঃ পুনঃ শূদ্র বা ভৃত্য বলিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তাঁহার এই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মফলে তিনি নিতান্তই নিরয়ে নিমগ্ন হইয়াছেন ও শূদ্রত্বও লাভ করিয়াছেন। (ক) আমরা সম্বন্ধনির্ণয়ে দেখিতেছি :—

(ক) যে পাঁচজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সহিত কান্যকুব্জ হইতে আসেন তাঁহারা যে "কায়স্থ ছিলেন তৎপ্রতি বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই, এখন কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ক্ষত্রির তথাপি—

কেযূয়ংনাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃকাপিদেশাৎ।

কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপিনৃপতে কিঙ্করাস্তুস্বরাণাম্॥

ধন্যায়ূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ক্রুতভো বিপ্রভক্তাঃ।

প্রশ্নোচুর্ব্বিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতেরস্তিচৈবাম্॥

* * * *

চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্॥

(কায়স্থকুলদীপিকা)

বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র বা ভৃত্য বলিতে চাহেন। না জানিয়া শুনিয়া যাহারা কায়স্থকে শূদ্রবলে তাহারা নিশ্চয়ই কৃপার পাত্র। কায়স্থগণের পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন কারিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখাযায় ; কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। "কে যূয়ং নাম কিং বা" এই প্রশ্নের, "কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা" বলিয়া যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে ঐ উত্তর কিন্তু কায়স্থগণ নিজমুখে দেন নাই। ন্যূনকল্পে সাতশত বৎসরের পরের একজন ঘটক কায়স্থবিদ্বেষ বশেই হউক অথবা কায়স্থগণের ব্রাহ্মণভক্তি ও বিনয়াদি দেখিয়াই হউক উক্ত উক্তি কায়স্থের পক্ষহইতে নিজমুখে করিয়াছেন। কায়স্থগণের পক্ষ হইতে শূদ্র বা ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পর রাজা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাদি করিয়া রাজসভায় বসিবার আসন দিলেন কেন? আপনাদিগের আগমনে পৃথিবী ধন্যা হইল বলিয়াই বা কায়স্থগণকে আপ্যায়িত করিলেন কেন? রাজা আদিশূর কি তবে শূদ্র ছিলেন? শূদ্রভৃত্যদের আগমনে বসুন্ধরা পবিত্রা হইলেন, একথা প্রলাপ নহে কি? বিশেষ শ্রেষ্ঠবর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণকে অভ্যর্থনা করিবে না, করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। অত্রি মহাশয় তাঁহার সংহিতার ৩০৮ শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন।

শূদ্রের সহিত একত্র উপবেশনও শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণৈব সহাসনম্।

শূদ্রাৎজ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥

৩২।১২ পরাশর। ৮।৮ আপস্তম্ব। ৪৯।১ অঙ্গিরা।

অর্থাৎ শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন, শূদ্রসহ একাসনে উপবেশন ও শূদ্র হইতে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ অতিশ্রেষ্ঠকেও নরকগামী করে।

যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।

নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥

১২৬।২ মনু।

কল্যাণবেন কায়ং ভাদৃয়েতি স্থিতিবাচকঃ। ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে।

এখন কায়স্থ শূদ্র হইবে কেমন করিয়া? কায়স্থ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বিদ্যানিধিমহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। সম্পাদক

যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিতে জানেন না, বিদ্বানজন তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। শূদ্র যেমন অনভিবাদ্য তিনিও তেমনি।

শূদ্র যে সম্পূর্ণরূপে অস্পৃশ্য ও পরিত্যাজ্য এবং শূদ্রবে অনভিবাদ্য তাহা আমরা উল্লিখিত শ্লোক দ্বয়ে বুঝিতেছি। কায়স্থ শূদ্র হইলে রাজা ঘোষজ ও বসুজ প্রভৃতিকে অভিবাদন করিবেন কেন? এবং তাঁহারা খাঁটি শূদ্র বা ভৃত্য হইলে রাজা আদিশূর তাঁহাদের বিপ্রভক্তি কেমন করিয়া এবং কি দেখিলেন? শূদ্রের বৃত্তি সেবা করা—তাহার অন্ত বৃত্তি নাই। (দুই একখানি শাস্ত্র কোন কোন সময় তাহাদের শিল্প কার্য্যের অধিকার দিয়াছেন) সুতরাং পেটেরদায়ে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিবার জন্য যখন তাহাকে খানসামাগিরি করিতে হইবে, তখন ভক্তিই বা কি অভক্তিই বা কি? মনিব দূরদেশে আসিতেছেন, কেনা গোলাম অবশ্যই সঙ্গে আসিবে ইহাতে রাজা তাহাদের ভক্তির আতিশয্য কি দেখিলেন? তৎপর দেবীবর ঘটক যিনি কায়স্থকে ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া বর্ণিত করিয়াছিলেন, সেই দেবীবর ঘটক তাঁহার কারিকায় লিখিয়াছেন :—

গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বেঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আত্মীয় ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহাশয় তাঁহার প্রণীত মিশ্রকারিকায় লিখিয়াছেন :—

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্নিবেশসমন্বিতাঃ॥

চাকর কায়স্থগণ হাতী, ঘোড়া পালকীতে আসিলেন আর মনিব ব্রাহ্মণগণ গরুরগাড়ীতে আসিলেন। মনুর মতে গরুরগাড়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ যান। (৭২।৪। ও মেধাতিথি ও কুল্লূকের টীকা) যাহা হউক শাস্ত্র শাসন না মানিয়াও যখন মনিব ব্রাহ্মণগণ গরুরগাড়ীতে আর ভৃত্যগণ হাতী, ঘোড়া পালকীতে আসিলেন তখন ইঁহারা কেমন ভৃত্য এবং কেমন মনিব তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যদিকায়স্থগণ ভৃত্য হইত তাহা হইলে হাতী, ঘোড়া পালকী তাহাদের যান নির্দ্দিষ্ট হইত না। হয়ত তাহাদিগকে তামাক সাজিতে সাজিতে অথবা নস্যের ডিবা লইয়া পদব্রজে আসিতে হইত। বিশেষ অনুগ্রহ হইলেব্রাহ্মণের গাড়ীর চালকের নিকটে কষ্টে সৃষ্টে স্থান সংকুলান করিয়া লইতে হইত কিম্বা মনিব ব্রাহ্মণগণ বিশেষ কৃপা করিলে তাঁহাদের পোঁটলা পুঁটলি সহ ৫ জন ভৃত্যের জন্য ১বা ২খানা গরুরগাড়ীর বন্দোবস্ত হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তদ্বিপরীত ব্যবস্থা দেখিতেছি কেন? বিদ্যানিধি মহাশয় ইহা একটু চিন্তাকরিয়া দেখিবেন কি? তৎপর রাজা আদিশূর ঘোষজ বসুজ ও মিত্রজের 'ভৃত্য' পরিচয় ও তেজস্বী দত্তজ ও গুহজকে উহার প্রতিবাদ করিতে শুনিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র না বলিয়া 'বিপ্রভক্ত' বলিলেন কেন? এবং তাঁহাদের অতিশয় বিপ্রভক্তি দেখিয়া তাঁহাদের আগমনে

"ধন্যাস্থূয়ং পৃথিব্যাং" একথা বলিলেন কেন? যে রাজা আদিশূর বিশুদ্ধভাবে যজ্ঞ সম্পাদিত করিবার জন্য বঙ্গের পতিত ব্রাহ্মণগণকে পৌরোহিত্যে না লইয়া পশ্চিম হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, অস্পৃশ্য শূদ্র বা ভৃত্যকে রাজসভায় ব্রাহ্মণগণ সহ একাসনে বসিতে আসন দান কার্য্যটী সেই রাজারপক্ষে সম্ভবপর কিনা পাঠকগণ তাহাও বিবেচনা করিবেন।

রাজা আদিশূরের সঙ্গে বীর সিংহের সন্ধিনিবন্ধন যখন সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার ফলে রাজা আদিশূর যে বীর সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং রাজা বীর সিংহও যে, আদিশূরের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণের সহিত কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কর্ণাটরাজ কৃত কায়স্থ কৌস্তভ, ধ্রুবানন্দ কারিকা, উত্তররাঢ়ীয় ঘটক কারিকা এবং দেবীবর ঘটকের কারিকার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং কায়স্থগণ সসম্মানে হাতী, ঘোড়া, পালকিতে আনীত হইয়াছিলেন এই সকল বিষয় নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, যশস্বী, দেবদ্বিজে ভক্তিমান কুলদীপক, কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী, নিমন্ত্রণ রক্ষা ও পথে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা এবং যজ্ঞ ও রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কায়স্থগণকে পাঠাইয়াছিলেন। আসামের ইতিহাস "আসাম বুরুঞ্জিতে' লিখিত আছে যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ তৎপ্রদেশের রাজা বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সেইরূপ কারণবশতঃ যে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনীত হন নাই তাহাই বা কে বলিল? যজ্ঞ উপলক্ষেও আনীত হইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন কুলগ্রন্থে এই যজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা বলেন—চন্দ্রমুখী ব্রত সম্পাদন জন্য, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কারিকা ও অন্যান্য ঘটক কারিকা বলেন—পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন জন্য ব্রাহ্মণ আগমন। যদি প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞ সম্পাদন জন্য ব্রাহ্মণের আগমন হইত তাহা হইলে কুলগ্রন্থে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হইত না। তবে যে কারণেই হউক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের যে এ দেশে আগমন হইয়াছিল তাহা অভ্রান্ত সত্য। এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে, পথে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার জন্য, আদিশূরের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য এবং রাজকার্য্যে উপদেশ প্রদান বিষয়ে বিশেষ দক্ষ বিবেচনায় রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ঘোষাদি কায়স্থগণকে হাতী, ঘোড়া, পালকীতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা আদিশূর কায়স্থগণকে উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, যজ্ঞ রক্ষাকারী, যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের বরণ গ্রহণকারী, বীর সিংহের পক্ষের নিমন্ত্রণ রক্ষাকারী এবং তাঁহার রাজকার্য্যে সাহায্যকারী বিবেচনা করিয়া 'আপনারা পৃথিবীতে ধন্য' কায়স্থগণের নিকট এই কথা বলিয়া সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থগণ যে শূদ্র বা ভৃত্য নহেন ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ আদিশূর রাজার উল্লিখিত উক্তিই কায়স্থগণের অশূদ্রত্বের ও অভৃতত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (খ)

(খ) রঘুনন্দনী অধ্যাপকমহাশয়গণ যাঁহারা রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম সংকলন করেন তাঁহারা মূল পাঠের বিকৃত করিয়াছেন। মূল শ্লোকটী ছিল—
কোলঞ্চাৎ পঞ্চকল্প্রা বয়মপি নৃপতে বিপ্ররাজ্যুন্নাণাম্।

পক্ষান্তরে রাজ সভায় সভাপণ্ডিত থাকার প্রথা যখন আবাহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের ঈপ্সিত রাজসভাতেও সভাপণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। বিশেষ কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের সম্মুখেই যখন রাজা কায়স্থগণকে অভিবাদন আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন তখন কায়স্থেরা শূদ্র হইলে, পণ্ডিতেরা রাজাকে নিষেধ করিতেন। কারণ

হীন বর্ণেচ যঃ কুর্য্যাদজ্ঞানাদভিবাদনং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধতি॥

৩০৮ অত্রি

এবং রাজা ভ্রমক্রমে কায়স্থদিগকে আপ্যায়িত করিলে পণ্ডিতেরা 'শূদ্র অভিবাদ্য নহে' বলিয়া ভ্রম সংশোধিত করিয়া দিতেন। কিন্তু কি রাজা, পণ্ডিত, কি কানোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক সকলেই যখন উহা অনুমোদন করিয়াছেন তখন নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে কায়স্থগণ শূদ্র বা ভৃত্য নহেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে দেখাযায়, পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে বসুজ, ঘোষজ, গুহজ, মিত্রজ আপনাদিগকে যথাক্রমে দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ মুনির দাস ব'লয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দত্ত পুরুষোত্তম কাহারও দাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যদি ধরা যায় এই দাস অর্থে শিষ্য নয়—ভৃত্য, দূরদেশে আসিতে হইতেছে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা এক এক জন শুশ্রূষক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা হইলে ছান্দড় মহাশয় কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে তিনি সে দেশে একটীও চাকর খুঁজিয়া পান নাই।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রা বিনা গত্বা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

শাস্ত্রে এই বচনটী থাকায় ব্রাহ্মণাদি সংস্কার পরায়ণ জাতি বঙ্গে আসিতেন না। শূদ্রের পক্ষেও কি সেই নিষেধ ছিল যে, ছান্দড় মহাশয় চাকর খুঁজিয়া পান নাই? ঘোষজ, বসুজ, মিত্রজ আপনাদিগকে দাস বলিয়া স্বীকার করিলেও গুহজ ও দত্তজ কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যও বলেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় যে স্থানের ("কে যূয়ং নাম কিংবা ———ভূশূরাণাম্" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিতে চান, সেই স্থানের পরেই শব্দ কল্পদ্রুমধৃত দেবীবর ঘটকের কারিকার কায়স্থের পরিচয় মধ্যে ঐ প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণান্তর অথবা অকাট্য নজীর রহিয়াছে তাহা কি বিদ্যানিধি মহাশয়ের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই? ঐ প্রমাণে ক্ষত্রিয় বীর তেজস্বী দত্ত বলিতেছেন "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে" ইহাদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পঞ্চককে রক্ষা করিবার জন্য তবালয়ে আগমন করিয়াছি। মিশ্রকারিকার এই শ্লোকের

ক্ষত্রা শব্দের স্থলে শূদ্রা পাঠ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। নচেৎ "কিঙ্করা" শব্দ প্রযুজ্য হয় না; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশ খণ্ডে আমরা পাঠ করি—

বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপো বৈশ্যো ভূপস্য কিঙ্করঃ।

অস্পৃশ্য শূদ্রজাতি কখনও ব্রাহ্মণের "কিঙ্কর" হইতে পারে না।

সম্পাদক।

পরে সেনাধরো, রথীনাঞ্চ রথী, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে কায়স্থগণকে বিশেষিত করা হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বলি, রক্ষা করা কার্য্যটী কি ভৃত্যের? না সেনাধরো, রথীনাঞ্চ রথী, শাস্ত্রজ্ঞ শস্ত্রজ্ঞ শূদ্র হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেব বর্ম্মা

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—২য় প্রস্তাব।)

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥২॥

অন্বয়ঃ। (আত্মগ্রহণাশক্তো নরঃ) ইহ কর্ম্মাণি (অগ্নিহোত্রাদীনি) কুর্ব্বন্ এব শতং সমাঃ (সম্বৎসরাণ্) জিজীবিষেৎ জীবিতুং ইচ্ছেৎ এবং (এবং প্রকারেণ জিজীবিষতি) ত্বয়ি নরে (এতস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ) অন্যথা (প্রকারান্তরং) ন অস্তি, (যেন প্রকারেণ অশুভং) কর্ম্ম ন লিপ্যতে (কর্ম্মণান্ লিপ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥২॥

ভাষ্যং। এবং আত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণা-ত্রয় সংন্যাসেনাত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়াত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্যা নাত্মজ্ঞতয়াত্ম গ্রহণায়াশক্ত সোদমুপাদশতি মাত্রঃ। কুর্ব্বন্নেবেতি। কুর্ব্বন্নেব ইহ নির্ব্বর্ত্তয়ন্নেব কর্ম্মাণ্যগ্নি হোত্রাদীনি জিজীবিষেজ্জীবিতুমিচ্ছেচ্ছতং শত-সংখ্যাকাঃ সমাঃ সংবৎসরান্। তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ুর্নিরূপিতম্। তথাচ প্রাপ্তানুবাদেন যজ্জিজীবিষেচ্ছতং বর্ষাণি তৎ কুর্ব্বন্নেব কর্ম্মাণী-ত্যেতদ্বিধীয়তে। এবমেবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্রাভিমানিনী এত-স্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বর্ত্তমানাৎ প্রকারাৎ অন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যেন প্রকারেণাশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে কর্ম্মণা ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্র বিহিতানি কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি কুর্ব্বন্নেব জিজীবিষেৎ। কথং পুনরিদমবগম্যতে। পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণ সংন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্ম্মনিষ্ঠেত্যুচ্যতে। জ্ঞান কর্ম্মণো র্বিরোধং পর্ব্বতবদকম্প্যম্ যথোক্তং ন স্মরসি কিম্। ইহা প্যুক্তং যোহি জিজীবিষেৎ সকর্ম্ম কুর্ব্বন্। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যসিদ্ধ নমিতি চ। ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্ব্বীতারণ্যমিয়াদিতি চ পদম্। ততো ন পুনরিয়াদিতি সংন্যাস শাসনাৎ। উভয়োঃ ফলভেদং চ বক্ষ্যতি। ইমৌ দ্বাবেব পন্থা না বনুনিক্রান্ততরৌ ভবতঃ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ সংন্যাসশ্চোত্তরেণ নিবৃত্তিমার্গেণ এষণা-ত্রয়স্য ত্যাগঃ। তয়োঃ সংন্যাসপথ এবাতি রেচয়তি। ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি চ তৈত্তি-

ষীয়কে। যাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণোধর্ম্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্য্যেণ ভগবতা। বিস্তাগঙ্কানয়োর্দর্শয়িষ্যামঃ ॥২।

অনুবাদ। প্রথম মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে "সকলই আত্মা বা ব্রহ্ম" এই তত্ত্বোপদেশ, তৃতীয় পাদে অপরিপক্ক জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ন্যাসবিধি, এবং চতুর্থপাদে সন্ন্যাসীর নিয়ম বিধি কথিত হইয়াছে। আত্মবিৎ পুত্রকলত্রাদিতে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে রক্ষা করিবেন, একথা পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে। অনাত্ম পদার্থে যাঁহাদিগের আত্মজ্ঞান, সুতরাং যাহারা আত্মার স্বরূপাববোধে অশক্ত, এমন ব্যক্তিদিগের জন্য এই মন্ত্রে ধর্ম্মানিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষ ইহলোকে শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে; কারণ তাহাই পুরুষের পরমায়ুরূপে নিরূপিত হইয়াছে। হে মানব এই প্রকারে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তোমার পক্ষে অন্যকোন ব্যবস্থা নাই, যদ্দারা তুমি অশুভকর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। সংসারাসক্ত মানবের বৈধকর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ, নতুবা অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। শতবৎসরই মানবের সাধারণ পরমায়ু বলিয়া শতবৎসর জীবিত থাকার কথা বলা হইয়াছে। জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে—একথা বলা হইয়াছে, কারণ যাহার জীবনে বাসনা আছে, অর্থাৎ যাহার জীবনে, ধনে, জনে বাসনা আছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠাই বিধেয়। পরন্তু যাহার এই সকল বাসনা নাই, তিনি জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকারী ॥২। [ক্রমশঃ।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র বর্ম্মা।

বাগ্‌ভট কি অম্বষ্ঠ ?

—:(*):—

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ইহার পিতার নাম সোম বা সোমেশ্বর (১) পুত্রের নাম দেবেশ্বর। উপযুক্ত পিতার পুত্রও অনুপযুক্ত ছিলেন না। ইনি মালবরাজ সভায় মহামাত্র অর্থাৎ প্রধানের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রেও ইহার অসাধারণ অধিকারছিল। ইহার রচিত "কবিকল্পলতা" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ আজিও বিদ্বৎ সমাজে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইনি আত্মপরিচয় প্রদানচ্ছলে লিখিয়াছেন,—

"মালবেন্দ্র মহামাত্রঃ শ্রীমদ্বাগভটনন্দনঃ।
দেবেশ্বরঃ প্রতনুতে কবিকল্পলতামিমাম্‌॥"

(১) "বম্ভণ্ড অসুত্তি সংপুড মোত্তি অমণিণোপ্যহাসমুহব্ব।
সিরি বাহডত্তি তনও আসি বুহো তস্স সোমস্স ॥ ১৪৭ ॥
(বাগ্‌ভটালঙ্কারে ৪র্থ পরি)

পক্ষান্তরে অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতাকার বাগ্‌ভট আপনাকে সিংহ গুপ্ত সূনু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং একই নামে পরিচিত হইলেও অলঙ্কার শাস্ত্র এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা প্রণেতা যে পরস্পর ভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তথাপি লজ্জার কথা, সে দিনদেখিলাম গত মাঘ মাসের "মন্দার মালা" নামক মাসিক পত্রের ২৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পাদক উমেশ বাবু বাগ্‌ভটালঙ্কারের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম সংখ্যক পদ্যটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—

যদাহ বাগ্‌ভটগুপ্ত :—

সংস্কৃতং প্রাকৃতং তস্যাপভ্রং শোভূত ভাষণম্।
ইতিভাষা চতস্রোঽপি যান্তি কাব্যস্য কাব্যতাম্॥

আমরা জানি না ইহা উমেশ বাবুর জ্ঞানকৃত নির্লজ্জতা কি না। যদি না হয়, তাহা হইলে আশাকরি তিনি অবশ্যই অতঃপর ভ্রম স্বীকারে স্বীয় গৌরব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। বলা বাহুল্য আমরা মনোযোগের সহিত বাগ্‌ভটালঙ্কারের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায়ও বাগ্‌ভটকে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠোচিত গুপ্তান্ত নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে শুনি নাই। জানি না উমেশ বাবুর পিতামহের স্বহস্ত লিখিত বাগ্‌ভটালঙ্কারের কোথায়ও সেরূপ কোন কথা লিখিত আছে কি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে যাহারা আভিজাত্যের অভিমানে অন্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত অনৃত বমনে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলুষিত করিতে পারে— সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কুলশীল জনকে স্বীয় পিতৃপুরুষের আসনে বসাইয়া নিজে আভিজাত্যের বড়াই করিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহাদের ন্যায় স্বজাতিদ্রোহী নরাধম কুলাঙ্গার জগতে আর নাই। তাই বলি বিদ্যারত্ন ভায়া! অম্বষ্ঠ সমাজে কি অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণেতা বাগ্‌ভটের ন্যায় কৃতবিদ্য লোকের সত্য সত্যই অভাব! ছি! ছি!! ছি!!!

সত্য বটে "অষ্টাঙ্গ-হৃদয়" প্রণেতা বাগ্‌ভট সিংহ, গুপ্তের পুত্র বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান না করিয়াছেন এমন নহে; কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া স্বীকার করা যুক্তি যুক্ত কি না তাহা বিবেচ্য। খ্যাত নামা ব্রহ্মগুপ্ত বা কবিকুলতিলক মাতৃগুপ্ত অথবা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে উমেশ বাবু কি লজ্জিত নহেন? ফলতঃ আমরা মনে করি 'সিংহগুপ্ত নামের 'গুপ্ত' পদটী উপাধি বাচক নহে, উহা নামের একদেশ মাত্র। "গোপাল" প্রভৃতি নামের 'পাল' শব্দটী উপাধি ব্যঞ্জক বলিয়া ধরিয়া লইলে, যেমন "গো' মাত্রই নাম হইয়া পড়ে, এখানেও সেই রূপ 'সিংহগুপ্ত' নামের 'গুপ্ত' পদটী উপাধি বাচক বলিয়া স্বীকার করিলে, কেবল 'সিংহ' মাত্রই নাম হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কেবল "সিংহ" নাম কখন জগতে কাহার ছিল না বা এখনও কাহার নাই।

অপিচ সিংহগুপ্ত তনয় বাগ্‌ভট স্বীয় পিতাকে 'বৈদ্যপতি' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। করিলে মহাত্মা বোপদেবের পিতা অগ্রজগণাগ্রগণ্য কেশবকে ও অম্বষ্ঠ

জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু গোস্বামী বোপদেব স্বীয় পিতা কেশবকেও বৈদ্য বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যথা,

"দেশাণাংবরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা স্থানংদেব পদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ। তত্রামীষু ধনেশ কেশব বিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ চক্রে শিষ্য সুত স্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

অর্থাৎ দেশের মধ্যে বরদা নদীর তীরভূমি অতি রমণীয় স্থান। তথায় অনর্থ নামা মহাস্থান নামে একটী নগরী আছে। সেই নগরে দেব পদের আস্পদ অগ্রজগণের (বাড়ব ব্রাহ্মণগণের) অগ্রগণ্য সহস্র;সংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই সহস্র বাড়ব ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনেশ ও কেশব নামক দুইজন বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক ছিলেন। সেই ধনেশের শিষ্য এবং কেশবের পুত্র কবিবর বোপ-দেব; এই বোপদেব শতক গ্রন্থের রচয়িতা।

এখানে বলা আবশ্যক যাহারা আজও বোপদেবকে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করেন আমরা তাঁহাদিগকে শাব্দিক চূড়ামণি বোপ-দেবের "অগ্রজগণাগ্রণ্য" কথাটীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পাত করিতে অনুরোধ করি। বলা বাহুল্য "অগ্রজগণাগ্রণ্য" বলিলে একমাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণী গর্ভে সঞ্জাত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিই অগ্রজ বা অগ্রজন্মা নামে অভিহিত হইতে পারে না। যাহা হউক উমেশ বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া সিংহ গুপ্ত তনয় বাগ্‌ভটকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণেতা বাগ্‌-ভট দাস বা দাশগুপ্ত কি না তাহা উমেশ বাবুর মুখে শুনিবার জন্য আমরা সমুৎসুক রহিলাম। ইতি শম্। (ক)

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায়
বিদ্যানিধি কবিরঞ্জন।

(ক) শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাগ্‌-ভটকে অম্বষ্ঠ বলিতে চান, আমরা জানিতে চাহি।

সম্পাদক

প্রয়াগে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনী।

বিগত ২৮শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মহাসম্মিলনের মনোনীত সভা-পতি শ্রদ্ধাস্পদ দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর সকুমার এবং বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধিগণ সহিত এলাহাবাদে উপস্থিত হইলে, স্বেচ্ছা সেবকগণ তাঁহাদিগকে ষ্টেশনের সান্নিধ্য খসরুবাগ নামক একটী মনোহর উদ্যানে লইয়া যান। তথায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা মহোদয় প্রমুখ প্রায় পঞ্চশত ব্যক্তি একটী বিচিত্র চন্দ্রাতপতলেসভা পতি

মহোদয় ও প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। সম্পাদক মহাশয় প্রফুল্লিত কুসুমদামে মহারাজ বাহাদুরকে সুশোভিত করিয়া হিন্দিভাষায় সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ বাহাদুর প্রত্যুত্তরে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, মিলনের উপকারিতা কীর্ত্তন করিলেন।

২। তদনন্তর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণে কালিন্দীর নীল জল রক্তাভ হইলে, খসরুবাগ হইতে একটী শোভা-যাত্রা বহির্গত হইল। সর্ব্বাগ্রে বিচিত্র কারুকার্য্যে সুশোভিত রজত পর্য্যাণে সমলঙ্কৃত হস্তিপৃষ্ঠে মহারাজ বাহাদুর এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে হস্তিদ্বয় পৃষ্ঠে উপবিষ্ট অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল ও গঙ্গাপ্রসাদ যথাক্রমে চামর ব্যজন ও ছত্র ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপশ্চাদ্ভাগে শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়যুক্তস্যন্দনে এই মহামিলনের আদিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র বর্ম্মা ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ ঘোটকযানে গমন করিতে লাগিলেন। এই বিচিত্র শোভাযাত্রা এলাহাবাদ নগরের কলভিন্ দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড, জনষ্টান্‌গঞ্জরোড প্রদক্ষিণ করত রাত্রি ৭॥০ টার সময় কায়স্থ পাঠশালা গৃহে উপনীত হইল। পথিমধ্যে জনষ্টান্ গঞ্জ অতিক্রমকালে আর্য্য-কন্যা পাঠশালার ছাত্রীগণ সুললিত ভাষায় রচিত কবিতায় একটী অভিনন্দন পত্র মহারাজ বাহাদুরকে অর্পণ করেন। উহার শেষভাগে লিখিতছিল—

"তীর্থরাজ কন্যাআনন্দিত
বার বার কহে বিনয় উচারত,
স্ত্রী শিক্ষা বিহনে উচিত,
উন্নতি করত না ভারত॥"

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ভিন্ন ভারত উন্নত হইবে না একথাটী ধ্রুব সত্য।

৩। কায়স্থ পাঠশালা গৃহে মহারাজ বাহাদুর প্রমুখ প্রতিনিধিগণকে, উক্ত পাঠশালার স্বামীগণ, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পান সরবত প্রদান করিয়া ব্যায়াম (Gymnastics), কাওয়াজ (Drill), বক্তৃতা (Parliament), নাট্যাভিনয় (Drama) এবং সঙ্গীত (Music) ইত্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় মহারাজ বাহাদুর ও তাঁহার সঙ্গিগণ দ্বারবঙ্গ রাজপ্রাসাদে ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ পাঠশালা গৃহে বিশ্রামাদি জন্য প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। (ক)

৪। ২৯শে চৈত্র, রবিবার। প্রথমদিনের অধিবেশন মেয়ো হলে। তথায় মধ্যাহ্নকালে সভাপতি মহাশয় আসিলে কার্য্যারম্ভ হয়। যে সকল প্রতিনিধিগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন—

(ক) এই পাঠশালার হর্ম্ম্যমালা প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী, দেখিলেই বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার কথা মনে আসে। আজ নালন্দার ভগ্নস্তূপ একটী পর্ব্বতেরন্যায় প্রতীয়মান হয়।　　সম্পাদক।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ জজ,পণ্ডিত মদনমোহন মালবা, মাননীয় বালকরাম, মিঃ রোশনলাল প্রমুখ, কতিপয় ব্যারিষ্টার, রায় শ্রীরাম বাহাদুর, কলিকাতা সম্মিলনের সভাপতি বলদেবপ্রসাদ বর্ম্মা,দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ,তৎপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা, রসোড়ার শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়বর্ম্মা,হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, দিনাজ পুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন দত্ত, ফুলেশ্বরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, কোন্নগরের শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মিত্র, মইমনসিংহের শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা,শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদারবর্ম্মা শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদারবর্ম্মা কটকের শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার,শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা,শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, শাস্ত্রী ইত্যাদি প্রায় ৩৫০ জনপ্রতিনিধি ও দ্বি সহস্র দর্শক এবং শতাধিক মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। (খ)

৫। সভারম্ভে শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ বর্ম্মা উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠান্তে মহারাজ বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, সর্ব্ব সম্মতিক্রমে দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ভিকুজী পন্তপ্রোতি যথারীতি মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন।

এই সময় মুঃ বলদেব প্রসাদ বর্ম্মা স্থানীয় কতিপয় বিপক্ষগণের অভিমত খণ্ডন করিয়া বলেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত হীন হইলেও বর্ত্তমানে সদাচার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ (মহারাজ প্রতাপাদিত্য সীতারাম চাঁদরায় কেদার রায়) বহুকাল বঙ্গদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ইংরাজীতে লিখিত অভিভাষণটী পাঠ করিলেন। এই সারগর্ভ অভিভাষণটির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ আমরা প্রকাশ করিলাম। পরিশিষ্ট (খ) মহারাজ বাহাদুরের হৃদয়ে কায়স্থ জাতির মঙ্গলার্থে কতকথাই সমুদিত হইয়াছে তাহা পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

৬। তদনন্তরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব।—ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত কায়স্থ-সমাজের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া ভারতেশ্বর মহামহিম সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও তদীয় মহিষীর প্রতি আন্তরিক রাজভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

(খ) এই সকল সংখ্যা বাচক শব্দগুলি এবং এই প্রবন্ধটীর বিবরণ আমরা কায়স্থ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এবং আমাদের এলাহাবাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ বি এ বর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত ১।২।৩ নং মন্তব্য (Bulletin) হইতে সংগ্রহ করিলাম। আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে কায়স্থ পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রীমহোদয় ও উক্ত ঘোষ মহাশয়কে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সম্পাদক।

২য় প্রস্তাব।—ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনদ্বারা গঠিত সমিতির নিম্নোক্ত সদস্যগণের বিয়োগে এই সম্মিলন মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদিগের শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগের নিকট আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

১। মহারাজ মুরলীমোনহর আসফজহীর (হায়দারাবাদ)

২। রায় বাহাদুর মুন্‌শী গঙ্গাসহায় সাহেব, নব নিযুক্ত রাজস্ব সচিব।

৩। রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, উকীল সরকার (ঢাকা)

৪। রায় বাহাদুর মুঃ রামশরণ দাস, (ফৈজাবাদ)।

৫। মাননীয় মুঃ বালকৃষ্ণ সহায়।

৬। রাজা সূর্য্যকুমার বর্ম্মরায় (লক্ষ্মীকোল)।

৭। রায় বাহাদুর তারিণী প্রসাদ।

৩য় প্রস্তাব।—যুক্ত প্রদেশের শিক্ষা সচিব মহোদয় কায়স্থ পাঠশালাটিকে বি,এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও পরীক্ষার অনুমতি প্রদান করায় এই সম্মিলন মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা এম্ এ, বি,এল (কলিকাতা)

অনুমোদক—মাননীয় বালকরাম (ফয়জাবাদ)

সারদা বাবু ইংরাজী ও বালকরাম উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন।

৪র্থ প্রস্তাব।—এই সম্মিলন ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ সমাজকে অত্রস্থ কায়স্থ পাঠশালার উন্নতিকল্পে আর্থিক সাহায্য করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক।—রায় শ্রীরাম বাহাদুর (লক্ষ্ণৌ)

অনুমোদক।—রায় সাহেব মুঃ গঙ্গা সহায় (মৈনপুর), পাঠশালার সম্পাদক ডাঃ রণজিৎ সিংহ এবং মুঃ বলদেব প্রসাদ বর্ম্মা (বেরিলী)।

সমর্থক।—মুঃ ঈশ্বরশরণ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, (মতিহারী) পাণ্ডো রামশরণ লাল (গাজীপুর) এবং মুঃ ব্রজবল্লভ সাদিক (বিজাপুর)।

৫ম প্রস্তাব।—কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্যে এই সম্মিলনের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে এবং ভারতের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনে সমগ্র কায়স্থ জাতির কর্ত্তব্য বোধ ও দায়িত্ব জ্ঞান এই সম্মিলন উদ্বোধিত করিতেছেন।

প্রস্তাবক। -মাননীয় বালকরাম (ফৈজাবাদ)।

অনুমোদক।—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল মিত্র (আরা)।

সমর্থক—মুঃ মোহনলাল (আলিগড়)। অনুমোদক মহাশয় উর্দ্দুভাষায় অতিশয় হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—এই সম্মিলন বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থদিগকে একটী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবার এবং তাঁহাদের পরস্পরের সহানুভূতি ও সাহায্যের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে। এবম্প্রকার মিলনও সাহায্য কেবল সাম্প্রদায়িক ভাবে নহে, সার্ব্বজনীন্ ভাবেও ভারতের উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব (কলিকাতা)।

অনুমোদক—মুঃ ঈশ্বরশরণ (এলাহাবাদ)
সমর্থক—মুঃ রোশনলাল (এলাহাবাদ)।
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বি,এল (মাইমনসিংহ)
পাণ্ডে্য রামশরণ লাল (গাজীপুর)।
শ্রীযুক্তরামদয়াল সিংহ সাহেব (আলিগড়্)।

এই সমস্ত বক্তৃতা ইংরাজীতে উর্দ্দুতেও পার্শীতে হয়। অতঃপর ৫।৷০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়, এবং রাত্রে হনুমানজীর মন্দিরে সার্ব্বজনীন্ কায়স্থ মহাভোজ সম্পাদিত হয়।

৬। ৩০শে চৈত্র সোমবার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন একাদশ ঘটিকার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহোদয় তাঁহার কার্য্য করেন। সভারম্ভে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন শ্লোকদ্বয় পাঠ করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন। তাঁহার সমস্ত আশীর্ব্বাদটী পৃথক্‌ভাবে (ক) পরিশিষ্টে দিলাম।

৭ম প্রস্তাব—এই সম্মিলন দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছেন যে আগ্রা, অযোধ্যা ও যুক্ত প্রদেশ মধ্যে আশানুরূপ শিক্ষা বিস্তার হইতেছে না। নরনারীগণ মধ্যে সম্যক্‌ভাবে শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীরাম বাহাদুর (লক্ষ্ণৌ)।
অনুমোদক মুঃ বলদেবপ্রসাদ বর্ম্মা (বেরিলী)
সমর্থক—ব্রজবাসীলাল বর্ম্মা (মিরাট)।

৮ম প্রস্তাব—এই সম্মিলন, কায়স্থজাতির বিদ্যা, ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষার জন্য সমুদ্রযাত্রা দ্বারা বিলাতাদি বিদেশে গমন আবশ্যক মনে করিতেছেন। যৎকালে বিশিষ্ট শাস্ত্রদর্শী গণের মতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কোন প্রকার সমুদ্র যাত্রায় ধর্ম্ম হইতে অথবা জাতিচ্যুতির কোন ও প্রকার আশঙ্কা নাই তৎকালে বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে সাদরে সমাজে গ্রহণ করিতেই হইবে। (গ)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র বর্ম্মা (কলিকাতা)।
অনুমোদক—মুঃ ঈশ্বরশরণ (এলাহাবাদ)
সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা (বগুড়া)
" হৃদয়নাথ মজুমদার বর্ম্মা (কুষ্টিয়া)।
" কিসমত রায় গঙ্গাধারী (বায়বেরিলী)।
" রামদয়াল সিংহ কুলায় (আলিগড়)।
" ডাঃ রণজিৎ সিংহ

ইঁহারা ইংরেজীতে, হিন্দিতে, উর্দ্দুতে, এবং পর্শীতে বক্তৃতা করেন।

৯ম প্রস্তাব—দানবীর চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ বর্ম্মা মহোদয় এব তদীয় ভগ্নী কায়স্থ পাঠশালার জন্য বিপুল অর্থ দান করায় এই সম্মিলন তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। (ঘ)

(গ) এই সুন্দর প্রস্তাবটী কলিকাতা ব্রাহ্মণসম্মিলনীর বিলাত প্রত্যাগত সম্বন্ধে প্রস্তাবের সহিত তুলিত হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কতদূর বিদ্বেষ বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। এই সকল সংকীর্ণ মনা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজের কতদূর অনিষ্ট করিতেছেন তাহা কীর্ত্তন করিতে আমরা অশক্ত। সম্পাদক।

(ঘ) কায়স্থ মহাদেবপ্রসাদ বর্ম্মার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হউক। ইনি বার্ষিক ৫০০০০ টাকা আয়ের জমিদারী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা
(কলিকাতা)

অনুমোদক—গোবিন্দপ্রসাদ বর্ম্মা।

সমর্থক—উপস্থিত অন্যান্য সভ্যগণ।

১০ম প্রস্তাব—এই সম্মিলন, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ এবং বরপক্ষগণ দ্বারা পণ গ্রহণ প্রথার সমূলে উচ্ছেদন জন্য সমবেত চেষ্টা প্রত্যাশা করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বর্ম্মা
বি, এ (কাড়াপাড়া) খুলনা।

অনুমোদক—পাণ্ডে রামশরণ লাল বর্ম্মা।

সমর্থক—বনওরিলাল বর্ম্মা (পিলভীৎ)
বৈজুপ্রসাদ (হাজারিবাগ)
মিঃ রোসনলাল।
শ্রীযুক্ত প্রেমমোহনলাল (ছাত্র)
মুঃ মুলরাজ
শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল নিগম।
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা।

এই প্রস্তাবটী বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল।

১১শ প্রস্তাব—এই সম্মিলন, সমগ্র কায়স্থ সমাজের উপবীতহীন কায়স্থদিগকে শাস্ত্রসঙ্গত বৈদিক সংস্কার (উপনয়ন) গ্রহণ জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—মুঃ বলদেবপ্রসাদ বর্ম্মা
(বেরিলী)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা
বিদ্যালঙ্কার, (পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভা)

সমর্থক—মুঃ শ্যামকিশোর লাল।

এই সময় একজন বিরুদ্ধবাদী সম্মিলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে সমর্থন না করায় সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তিনি ক্ষুণ্নমনে বেগতিক বুঝিয়া ধীরে ধীরে সভাকুট্টিম হইতে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা হইতে পাঠক মহাশয়গণ বুঝিবেন কিপ্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবে আমরা সম্মিলন পদে অগ্রসর হইতেছি। শ্রীভগবান্ আমাদের মিলনের পথে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মিলনের আগামী অধিবেশন পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে হইবে স্থির হইয়াছে। অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব মন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ ও বালকগণের বিদায় সঙ্গীত শেষ হইলে এই মহতী সভা ভঙ্গ হয়।

এই দিবস (৩০শে চৈত্র) কায়স্থ পাঠশালার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ পাঠশালার জন্য আর্থিক সাহায্য যে প্রয়োজন তদ্বিষয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুঃ কালীপ্রসাদের সাহায্যে এই পাঠশালা স্থাপিত হয়, ১৮৮২ খৃঃ উহা উচ্চ

যাহার মূল্য ৮ লক্ষ টাকার কম নহে এই কায়স্থ পাঠশালার হিতার্থে প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার বদান্যা পুণ্য-প্রতিমা ভগিনী তদীয় ২৩ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী কেবল কায়স্থ বালকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন। হায় হায়! বঙ্গের স্যার তারকনাথ পালিত, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ ধনকুবেরগণ স্বজাতির জন্য কপর্দ্দকও দান করেন নাই। আমরা আশাকরি তাঁহাদের স্মৃতির সহিত এই কলঙ্ক চিরস্থায়িনী হইবে না। — সম্পাদক।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৮৯৫ খ্রীঃ পাঠশালা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এফ্‌, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইতে থাকে। তদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের গৃহ বিস্তার ও ছাত্র নিবাস ইত্যাদি নির্ম্মিত হয় ও বহু-অর্থ ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঠশালার আয়ের সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৮৫৭৪৬১৲; উহার সর্ব্বপ্রকারে বার্ষিক আয় ১০৭৩৯৭ টাকা ও বার্ষিক ব্যয় ১০৪৩৫২। বর্ত্তমানে বি, এ, পাঠের যে অনুমতি কর্ত্তৃপক্ষগণ দিয়াছেন তাহাতে ২॥০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই সময় শ্রীযুক্ত বলদেবপ্রসাদ বর্ম্মা মহাশয় নিজে ৫০০ টাকা দেন, তিনি দশ সহস্র মুদ্রা আদায় করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হন। এই সময় মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা একটী হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া নিজে ২৫ টাকা দেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় নিজে ১০০৲ টাকা প্রদান করেন। তিনি একটী বক্তৃতা করিয়া প্রকাশ করেন যে ভারতীয় কায়স্থ জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সম্মানে ব্রাহ্মণ গণের সমতুল্য। তাহার পর মহারাজ বাহাদুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৫০০০৲ এই পাঠশালায় দান করেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয় ১০০৲ মাননীয় বালকরাম ৫০০৲ ও রায় শ্রীরাম বাহাদুর ৫০০৲ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ বঙ্গীয় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করিলেন। এই সময় স্বদেশ হিতৈষী পূজ্যপাদ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় প্রায় দশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন। এই সময় একজন কায়স্থ মহিলা উপর হইতে তদীয় সুবর্ণ বলয় পাঠশালার মঙ্গলার্থে দান করিয়া আর্য্য নারীর নাম সার্থক করেন। এই প্রকার অত্যল্প সময় মধ্যে বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার পরে ও অনেক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে।

উপসংহারে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে(১) ভারতীয় কায়স্থগণের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থ গণের আদান প্রদান সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই কেন?

(২) বিভিন্ন ভাষা সমন্বয়ের কোনও উদ্যম আমরা দেখি না কেন? (৩)বিহার,উৎকল গুজ্জ-রাষ্ট্র দেশীয় সদাচারী কায়স্থগণও দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় চান্দ্রসেনী কায়স্থগণ কেহই সম্মি-লনে যোগ দেন নাই কেন? শুনিলাম ইহারা নিমন্ত্রিত হন নাই, (সময়াভাবে) এই কথা কি সত্য? বিশ্বাস হয় না। সম্মিলনের এই সকল ত্রুটিদৃষ্টে আমাদের মনে হয় যে এই সম্মিলন, যাহারজন্য ঢাকায় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনটী আমরা অতিশয় ক্ষোভের সহিত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য কায়স্থ পাঠশালায় আর্থিক অভাব মোচন করা। আমাদের এই সকল ত্রুটির বিষয় আলোচনা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ঢাকার অধিবেশনে ইহারা পরিত্যক্ত হইবে।

সম্পাদক।

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।

(পরিশিষ্ট ক)

লিখিল পাপসন্তাপহারি সদ্যোমুক্তি প্রদা—
—য়ক পবিত্র প্রয়াগতীর্থে ভার—
—তীয় কায়স্থাখ্যক্ষত্রিয়া—
—ণাং মেলন মহো—
—ৎসবে আশী—
—র্য়ম্॥

রচিত বিবিধসম্পদ্দিব্যশোভাবিলাসঃ
বিগতমনুজপাপঃ সত্যমোক্ষপ্রকাশঃ।
দিনকরতনয়া ভাগীরথী সঙ্গতোঽয়ম্
জয়তি জয়তি বাণীশ্লিষ্টদেহঃ প্রয়াগঃ॥ ১॥

সরস্বতী স্রোতসি মগ্নদেহা
নিমজ্জমানা যমুনা চ গঙ্গা।
সুমেলনং দ্রষ্টুমিদং শুভংবঃ
প্রয়াগধাম্নীব সমাগতাস্থ॥ ২॥

১। ইহ খলু গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী সঙ্গমে প্রয়াগতীর্থেঽস্ম শুভেঽহনি নানাদিগ্‌-দেশাদাগতানাং সমবেত চিত্রগুপ্ত চন্দ্রসেনাদি বংশীয় কায়স্থাখ্যক্ষত্রিয়াণাং সম্মেলনং শিবায় ভবতু।

২। যথা চাস্মিন্ স্রোতস্বত্যাস্তিস্রঃ পরস্পরালিঙ্গনেন মিলিতা ভিন্না অপি প্রতীয়তে একেব, তথান্তর্গতাং শ্রেণ্যাদিভেদবুদ্ধিং বিহায়ৈষাং মেলনং "চিরমেলনেন" পরিণম্যতাং। অপি "চাস্মিন্ কৃতং কর্ম্ম শুভমশুভং বা কদাচিদপি ন ক্ষীয়তে" ইতি যা শ্রুতিঃ সর্ব্বদা শ্রূয়তে দর্শয়তু তস্যাঃ সার্থক্যম্। এবং সতি সমগ্র ভারতীয়কায়স্থাঃ পরস্পরমিলতাঃ সর্ব্বজাতীয়ানামাদর্শরূপেণ পরিণমন্তু তূর্ণমেব।

৩। সুবিস্তৃতস্যার্য্যসমাজস্যাস্য ব্রাহ্মণঃ শিরঃ—ক্ষত্রিয়শ্চ বাহু। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়শ্চ ব্রাহ্মণং সর্ব্বথা পাতি ; কিমাধিকেন—মহাকবিনাপ্যুক্তং—"ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থমিতি"। যথা চ দেহী মনসি সজাতীয়া বুদ্ধ্যা

* এই শ্লোকদ্বয় প্রয়াগ সম্মিলনীতে পঠিত হয়।

প্রচোদিতো বাহুভ্যামেব কার্য্যজাতং সাধয়তি, তথা সমাজোঽপি ব্রাহ্মণপ্রযুক্তয়াশিষা প্রচোদিতঃ সহায়ভূতেন বাহুরূপক্ষত্রিয়েণ—ব্যভিচারাদীন্ দোষাণপনীয় সর্ব্বথা শুভানুষ্ঠানায় যততে। পরন্তু কালবশাৎ সমাজরক্ষকাস্তে ক্ষত্রিয়াঃ আচারভ্রষ্টত্বাদিদোষেণ হীনবীর্য্যাঃ সঞ্জাতাস্তস্মাদেবাধুনা এতাদৃশী বিশৃঙ্খলা দৃশ্যতে যৎ—ধর্ম্মোঽধর্ম্মেণাভিভূয়তে, মানবাঃ স্বেচ্ছাচারিণঃ, ব্রাহ্মণা অপি তপোদানযজ্ঞাদিষু বীতশ্রদ্ধাঃ কামক্রোধলোভোপহতচেতসঃ সংবৃত্তাঃ। মন্যেঽহং যদি বয়মেতান্ সংস্কারাদিপ্রদানেন পুনস্তেজোবতঃ করিষ্যামহে তর্হ্যেতে স্ববীর্য্যলাভাৎ সমাজং সংস্কর্ত্তুং সক্ষমতমা ভবিষ্যন্তি, আস্মাকীনক্ষোভয়লোকাবিরোধি নিঃশ্রেয়সং সম্পৎস্যত।

পুরা কিল ব্রাহ্মণাঃ স্বশক্তি প্রভাবেনাসন্ নীচানামপি শ্রেষ্ঠত্বমাপাদয়িতুং সমর্থতরাঃ; তৎকুলসম্ভূতাঃ বয়মিদানীমেতাদৃশাঃ দুর্ব্বলচেতসঃ সম্বৃত্তা যৎ রক্ষকাণামপিদুর্দ্দৈববশভ্রষ্টসংস্কারাণাং তেষাং সংস্কারপ্রদানে বিদিতসকলবৃত্তান্তা দৃষ্টশ্রুতিপ্রমাণা অপি নোৎসহামহে। এতেন দূয়মানচেতাঃ "সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানেষাং কর্ত্তব্যবিঘ্নান্ দূরীকৃত্য পুনঃ স্বশক্ত্যা যোজয়ত্বেতান্" ইত্যাশিষমেতেভ্যঃ প্রযুনজ্মি। তথা সতি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মোঽপি স্থাস্যতি। অলমতি বিস্তরেণেতি শম্॥

স্মৃতিতীর্থ পদলাঞ্ছন—

শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মণঃ।

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বঙ্গানুবাদ।

নিখিল পাপ সন্তাপ হারী সদ্য মুক্তি প্রদায়ক পবিত্র প্রয়াগতীর্থে সমগ্র ভারতের কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয় দিগের শুভমিলন মহোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।

(পদ্য)

বিবিধ সম্পদ ও স্বর্গীয় শোভাশালিনী, মনুষ্যদিগের পাপক্ষয়কারিণী, সদ্যমুক্তি প্রদায়িনী সূর্য্য তনয়া, ও গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গমতীর্থ প্রয়াগ ক্ষেত্রের জয় হউক। ১ (ক)

সরস্বতীর নিমগ্ন অর্থাৎ লুক্কায়িত দেহে নিমজ্জিত গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে, আপনাদের শুভ মহা সম্মিলন দেখিবার জন্য অদ্য প্রয়াগ তীর্থে উপস্থিত হইয়াছি।২ (খ)

(গদ্য)

১। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থে অদ্য শুভদিনে নানাদিগ্দেশাগত সমবেত চিত্রগুপ্ত ও চান্দ্রসেনী কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়দিগের মহা সম্মিলনের মঙ্গল হউক।

(ক) ছন্দমালিনী।

(খ) ছন্দ উপগীতী।

২। যেমন তিনটী স্রোতস্বিনী-পরস্পরকে আলিঙ্গন করতঃ একটী নদীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, তদ্রূপ শ্রেণীভেদ বৈষম্য পরিহার পূর্ব্বক সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ জাতি চিরমিলনে একত্বে পরিণত হউক। "এই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শুভ বা অশুভ হউক কখনও বিনষ্ট হইবে না" এই শ্রুতিবাক্য যাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহার সার্থকতা দর্শন করিতে চাই। সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ পরস্পর মিলিত হইয়া সকল লোকদিগের আদর্শ স্থানীয় শীঘ্র হউন।

৩। সুবিস্তৃত আর্য্য সমাজের মস্তক ব্রাহ্মণ, এবং ক্ষত্রিয় বাহু। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। মহাকবি ভট্টি বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পরস্পরের জন্য। যেমন দেহী মনেতে সঞ্জাত বুদ্ধিদ্বারা বাহুর সাহায্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তদ্রূপ সমাজ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে প্রণোদিত হইয়া, বাহুরূপ ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে পাপ সকল অপনীত করিয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু কালবশাৎ প্রবল ক্ষত্রিয় জাতি আচারাদি দোষে কলুষিত হইয়া হীন বীর্য্য হইয়াছেন। সেই জন্য অধুনা এতদৃশী বিশৃঙ্খল দেখা যাইতেছে যথা—দুষ্ট ব্যক্তি সাধুদের অভিভূত করিতেছে, নরনারী কাম-চারী, ব্রাহ্মণগণ তপোদানাদিতে বীতশ্রদ্ধ, কাম ক্রোধ লোভাদিদ্বারা হতজ্ঞান হইয়াছেন। আমি মনে করি; আমরা ব্রাহ্মণগণ যদি যত্নপূর্ব্বক আচারাদি বিচ্যুত ক্ষত্রিয় জাতিকে পুনঃ সংস্কার প্রদান করিয়া তেজোবন্ত করিতে পারি তবে আমরা ও উভয় লোক অবিরোধী নিঃ-শ্রেয়স লাভ করিতে পারিব।

৪। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ নিজশক্তি বলেই নীচ ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলেন। অধুনা সেই বংশসম্ভূত আমরা এতাদৃশ দুর্ব্বলচেতা হইয়াছি যে আমাদের রক্ষক ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধবিপ্লব দুর্দ্দৈব বশাৎ আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ও আমরা শাস্ত্রের প্রমাণাদি দৃষ্টিকরিয়া পুনঃ সংস্কৃত করিতে সাহস পাইতেছি না। "এই প্রকার হীন-বীর্য্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নহারী শ্রীভগবান্ পুনঃ তাঁহাদের নিজশক্তি প্রদান করিবেন" এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এইরূপে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন হইবেক। অলমিতিবিস্তারেণ শম্।

কায়স্থ মহাসম্মিলনে দিনাজপুরাধিপের বক্তৃতা। *

(পরিশিষ্ট খ)

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ।

সমগ্র ভারতবিস্তৃত বিরাট কায়স্থজাতির এই মহাসম্মিলনের সভাপতি পদে আমাকে বরণকরিয়া আমার প্রতি আপনারা যে প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমি

* এই সুন্দর বক্তৃতা ইংরাজীভাষায় পঠিত হয়।

আপনাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গমে, পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে, ভারতীয় কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয় জাতির মহা সম্মিলন অভ্র সন্দর্শন করিয়া আমার নয়ন সার্থক ও মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। এই পবিত্র সরস্বতী কূলেই শত শত বর্ষ পূর্ব্বে শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল। এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে নবম খৃষ্টাব্দে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কায়স্থ নৃপতি জয়াদিত্য একোন লক্ষ অশ্বদান করিয়া যে অপূর্ব্ব জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সগর্ব্বে আকাশতল চুম্বন করিতেছে। কায়স্থ জাতির মহতী কীর্ত্তি স্তম্ভের সম্মুখে আমরা সম্মিলিত হইয়া আশা করিতেছি যে- শ্রীভগবানের কৃপায় ও ভূদেব ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমাদের মহামিলন কীর্ত্তি এইস্থানে চির প্রতিষ্টিত রহিবে।

২। সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রজারঞ্জন সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ও তদীয় সুযোগ্য প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ, বঙ্গের প্রজানুরক্ত শাসন কর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল ও ভারতের অন্যান্য শাসন কর্ত্তাগণের সুখ সমৃদ্ধি ও সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি। ভারতের হিন্দুজাতি, বিশেষ রাজভক্ত কায়স্থ সম্প্রদায়, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণকে নরদেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। কায়স্থ জাতির সুখ সমৃদ্ধি চিরকাল রাজার সুখ সমৃদ্ধির অনুগমন করিয়াছে। সেই জন্য স্মৃতি শাস্ত্রের অনেকস্থলে কায়স্থকে "রাজবল্লভ"আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু এবং মুশলমান রাজত্বে কায়স্থগণই দেওয়ানি বিভাগে রাজার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। কায়স্থ জাতির অতীত কাহিনী অনুশীলন করিলে দেখিতে পাইবেন, রাজ্য শাসনকার্য্যে তাঁহাদের পদগৌরব কতদূর উচ্চছিল। সম্রাট্ আকবরের সময় রাজস্য সচীব তোডরমলের কীর্ত্তি কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কে না জানে বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্বে মহাত্মা সত্যপ্রসন্ন সিংহ, মাননীয় চৌবাল, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রমুখ কত শত শত কায়স্থ তাঁহাদিগের গুণকর্ম্মে রাজ্যানুশাসনের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কায়স্থজাতির পূর্ব্বাচার্য্যগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে যে রাজভক্তির হুতাসন প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, আমরা আশা করি তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশীখার ন্যায় উহা রক্ষা করিবেন। রাজদ্রোহীর দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস বায়ুতে উহা যেন ক্ষণকালের জন্য ও বিচলিত না হয়।

৩। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে সময়ে সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি মূঢ়চেতা ভারতীয় কোন কোন যুবক রাজবিদ্রোহীতার পরিচয় প্রদান করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের রাজ ভক্তিতে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিতেছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি-আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া হিন্দু যুবক বৃন্দকে তাহাদের নিজ সনাতন ধর্ম্মের নৈতিক কার্য্যে দীক্ষিত করিতেছেন না উহা কি তজ্জন্য দায়ী নহে? কায়স্থ যুবক বৃন্দকে উক্ত রাজদ্রোহীতার বিষময় কার্য্য হইতে সুদূরে রাখিতে হইলে; প্রত্যেক কায়স্থের কর্ত্তব্য যে তাহার সন্তানগণকে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সুশিক্ষা প্রদান করা।

৪। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! কায়স্থ জাতির প্রাচীন ইতিহাস সমালোচনা করিলে আপনারা দেখিবেন যে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কতদূর ধার্ম্মিক, সত্যব্রত, ও বিদ্বান ছিলেন। রাজারজন্য দেশেরজন্ত সমাজের জন্য তাঁহাদের আত্মত্যাগ আত্ম-বিসর্জ্জন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যে শিক্ষা ও দীক্ষাবলে তাঁহারা সত্যের সত্তার ও ধর্ম্মের শিখর দেশে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই শিক্ষা ও দীক্ষা আমাদের যুবকগণকে বর্ত্তমান সময়ে দেওয়া কি উচিত নহে? কায়স্থ জাতির মহাপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বদা আমাদের যুবকগণের সম্মুখে সংস্থাপিত রাখা উচিত নহে কি?

৫। মিলনের সহিত "পবিত্রতা" যেন এই তীর্থের প্রধান মাহাত্ম্য। যমুনার নীলজল, যেমন গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হইয়া তাহার নীলত্ব ত্যাগ করিয়াছে, তদ্রূপ এই পবিত্র মিলনে আমাদের সামাজিক পাপ তাপ বিদূরিত হইয়া কায়স্থজাতি নিষ্কলঙ্ক হইবে। আর একটী কথাও আমার মনে হইতেছে। হিন্দু, যেমন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গঙ্গাজলে পবিত্র হইতেছে, তদ্রূপ কায়স্থগণের এই জাতীয় মিলনে সকল সম্প্রদায় সকল লোকের উপকার ও উন্নতি সংসাধিত হইবে। কায়স্থ জাতির অদৃষ্টের দোষে তাহারা ভাই ভাই হইয়া ও ঠাই ঠাই রহিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে দেশকাল পাত্রের অসমঞ্জস হেতু তাঁহারা একই পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান হইয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস নিবন্ধন একের দ্বার অপরের প্রতি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাসস্থানের দূরতা ভাষা আচার ব্যবহারের বৈষম্যতা ইত্যাদি নানাকারণে আমরা বিভিন্ন হইয়াছি। অধুনা আসুন ভ্রাতৃগণ! আমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া আমরা একত্বে পরিণত হই।

৬। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার প্রণীত জাতীয় ইতিহাসে কায়স্থ জাতির দ্বিসহস্র বর্ষের অতীত গৌরব কাহিনী যে কীর্ত্তন করিয়াছেন ও যাহা শিলালিপি তাম্রশাসন ও কুলপঞ্জিকা প্রমাণ করিতেছে তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে অতি প্রাচীনকাল হইতে মহারাষ্ট্র দাক্ষিণাত্য, মধ্য-প্রদেশ, কাশ্মীর, অযোধ্যা, নেপাল, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশীয় কায়স্থগণ শোণিত বন্ধনের আত্মীয়তা সূত্রে নিবদ্ধ থাকিয়া পরমসুখে বাস করিয়াছিলেন। (ক) এক সময়ে অতিদূর দেশস্থ মালব কায়স্থগণ গৌড়াধিপ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া গৌড়ে উপনিবিষ্ট হন। আবার গৌড় বঙ্গের কায়স্থগণ অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশে গমন করিয়া তদ্দেশীয় রাজন্যগণ দ্বারা সম্মানিত হন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আসুন কায়স্থ মহোদয়গণ! আমরা সমবেত সকল কায়স্থগণের সহিত আহার বিহার আদান প্রদান করিয়া একটী মহতী জাতিতে পরিণত হই। এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে

(ক) অযোধ্যা মথুরা মায়াকাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা চৈব কায়স্থস্থান মষ্টকম্॥

কায়স্থপ্রদীপ

কাঞ্চী—দাক্ষিণাত্যেস্থিত দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী
অবন্তি—উজ্জয়িনীর অন্যনাম উহা মালব দেশের রাজধানী।

হইবে যে ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। অন্যকে আপন করিতে হইলে ধীরভাবে তাহাদের অভাব সকল অবগত হইয়া তাহা মোচনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

৭। কায়স্থ জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ জাতিমধ্যে ২টী অভাব দৃষ্ট হয়। ১) শিক্ষা ও দীক্ষার অভাব, ২য়—জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তির অভাব। কায়স্থ জাতির পুরুষপরম্পরাগত বৃত্তিগুলি, অধুনা অন্যান্য জাতি অধিকার করিতেছে। এই প্রকারে স্বাধিকারচ্যুত হইয়া কায়স্থগণ শিক্ষার অভাবে অপরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, তাই দারিদ্র্যের মহাকোলাহল কায়স্থ সমাজে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমতাবস্থায় কায়স্থকে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী, শিক্ষা প্রদান করা আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যে কায়স্থগণের শিক্ষার্থে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিদ্যালয় সংস্থাপিত করুন। ফলতঃ মহাত্মা মুনশী কালীপ্রসাদের পূত পদাঙ্কের অনুসরণ ভিন্ন কায়স্থ জাতির উদ্ধার নাই। শিক্ষা বিস্তার কল্পে স্যার তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় দিগের দানের বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। (খ)

৮। এই সম্বন্ধে আমি আনন্দের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আমাদিগের উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ দরিদ্র বালকগণের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। আমি আশা করি সকল শ্রেণীর কায়স্থগণ এই প্রকার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

৯। ধর্ম্ম ও সাহিত্য জগতে যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ও ইতিহাস ক্ষেত্রে যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করাও আমাদের উচিত। (গ) দরিদ্র কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদের গ্রন্থাদির মুদ্রণ কার্য্যে অর্থ সাহায্য প্রদান করা ও আমাদের কর্ত্তব্য। নারী শিক্ষাও আমাদের আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য, কেননা নারীগণ আমাদের সমাজের মূল-শক্তি। আমাদের পত্নীগণ ভগিনীগণ ও কন্যাগণ সুশিক্ষিতা, গৃহকার্য্যে সুদক্ষা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণে নিরতা হইলে আমাদের উত্তর পুরুষগণ মধ্যে বলিষ্ঠকায় সাহসী বীরপুরুষের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইবে। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে শ্রেণী বিভাগ বৈষম্যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পূর্ণভাবে আমাদের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা এই বিভাগ সমূলে উৎপাটন করা কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

১০। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিংশ শতাব্দির সভ্যতার স্রোতে ভারতবর্ষ

[খ] তাঁহাদের সার্ব্বজনীন দানের মধ্যে স্বজাতিগণ জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই, ইহাই অতিশয় দুঃখের বিষয়।

সম্পাদক।

[গ] উন্নত-শীর্ষ পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বীরপূজা আমরা জানি না, কবে শিখিব তাহাও জানি না।

সম্পাদক।

প্রবিত হইতেছে। কায়স্থ জাতিকে এই সভ্যতার উপযুক্ত করিতে হইলে জ্ঞানাম্বেষণ জন্য তাহাদিগকে বিদেশে গমন করিতেই হইবে। বিলাতাদি দেশে যাইতে হইলে সামুদ্রিক যাত্রা অপরিহার্য্য। অধুনা ইংলণ্ড আমেরিকা, জাপান, জর্ম্মণি ইত্যাদি দেশ পাশ্চাত্য জ্ঞানরত্নের আকর ভূমি; তথা হইতে যে সকল কায়স্থ প্রত্যাগমন করিবেন, তাহাদিগকে আমাদের সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থ জাতিমধ্যে যাহাতে এই প্রকার ভ্রমণ ও সমুদ্র যাত্রা দিন দিন বর্দ্ধিত হয় তাহা ও আমাদের কর্ত্তব্য।

১১। দারিদ্র্য নিবন্ধন কায়স্থগণ মধ্যে মধ্যে ভৃত্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। এবং শূদ্র জাতির সহিত বৈবাহিক ক্ষেত্রে শোণিত বন্ধন হইয়া থাকে। ইহাতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতির পবিত্র শোণিত কলঙ্কিত হইতেছে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায় জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তি শিক্ষা।

১২। হিন্দু জাতিকে উন্নত করিতে হইলে আমাদিগকে ব্রাহ্মণরক্ষা; চরিত্র রক্ষা, শাস্ত্র রক্ষা ও ভাষার উন্নতি করিতে হইবেক। নিম্ন জাতিবৃন্দকে ও উন্নত করা আবশ্যক। যিনি এই সকল বিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত করিবেন তিনি দেশের শত্রু।

১৩। তাহার পর বরপণ প্রথা। স্নেহলতার আত্মবলিদানের পর এই বিষয়টী আমাদের সম্মুখে বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এই বরপণ আমাদের জাতীয় কলঙ্ক; আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই মহানর্থকরী প্রথার মূলোচ্ছেদন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন আশা করি।

১৪। প্রাচীনকালে দেশকাল পাত্রানুসারে সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করা হইত, ইহাতেই একটী সমাজ মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী-ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। এইক্ষণ সেই সকল খণ্ড বিখণ্ড দেহকে একটী দেহে পরিণত করিতে হইবে, ইহাতে অনেক উদ্যম অনেক সময় আবশ্যক। শ্রেণীগত বিদ্বেষ, নিন্দাবাদ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে, এবং এক শ্রেণীর অভাব নিজশ্রেণী গত অভাব মনে করিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমষ্টিভাবে কায়স্থ সমাজ আমাদের পূজার্হ, কিন্তু তাহাকে পূজাপযোগী করিয়া লইতে হইবেক। আপনাদের সম্মুখে অনেক কাজ ও আমাদের কার্য্যক্ষেত্র ও অতি বিস্তীর্ণ।

১৫। সমাজগত আচার ব্যবহারের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীর মধ্যস্থলে যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ তাহাই আমাদের আদি স্থান ও তথাকার আচার ব্যবহার আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমে প্রয়াগ এই দেশকে সাধারণতঃ মধ্যদেশ বলিয়া থাকে। এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ সদাচারী ইহাদের আচার ও ব্যবহার কায়স্থ জাতির অনুকরণীয়।

১৬। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় কায়স্থ জাতিকে সংস্কৃত (উপবীতী) হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

ইতি

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে, লেখক মহোদয় ও বন্ধুজনের কৃপায় এবং গ্রাহকগণের অর্থ সাহায্যে আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা নবীনোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, সন্নাসজদামে আর্য্য কায়স্থ প্রতিভাকে সুশোভিত করিয়া ইহার অমোঘ শক্তিকে জগজ্জয়ী করুন। আমরা দীন কায়স্থ প্রতিভার সেবক; আপনাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে নিবদ্ধ করিয়া শুভকার্য্যে ব্রতী হইলাম। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

২। আমাদের প্রেসে একটী রয়েল প্রিণ্টীং মেসীন (Royal Printing Machine 2nd hand byPayne) উত্তম অবস্থা বিক্রয়ার্থে আছে এই মেশীনটী দ্বারা আমাদের সকল প্রকার কার্য্য চলিতেছে। হস্তচালিত প্রেস অপেক্ষা ইহার শক্তি অনেক গুণ অধিক. ক্রেতাগণ মেশীন দেখিয়া আমার সহিত মূল্য অবধারণ করিবেন। ক্রেতাগণ সত্বর হউন বিলম্ব করিলে আর পাইবেন না।

৩। সমগ্রভারতীয় কায়স্থ সভা। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সম্পাদক আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—প্রয়াগে ভারতীয় কায়স্থ সভায় অবধারিত হইয়াছে যে উক্ত সভার আগামী অধিবেশন, বড় দিনের বন্ধে, ঢাকা নগরে সম্পন্ন হইবেক। এই বিষয় আলোচনার জন্য গত ২৭ শে বৈশাখ রবিবার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুরের বাটীতে কায়স্থগণের একটী সভা হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এলাহাবাদের কায়স্থ সম্মিলনে যে উৎসাহ দেখিয়াছেন তাহা কীর্ত্তন করিয়া দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বর্গত মহাত্মা মুন্সী কালীপ্রসাদের সর্ব্বস্বদান, এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা এবং তাহার উন্নতিকল্পে দানবীর চৌধুরী মহাদেবপ্রসাদের বার্ষিক চত্বারিংশসহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি দান প্রভৃতি উল্লেখ করেন। তৎপরে আগামী বড়দিনের বন্ধে ঢাকানগরে যাহাতে ভারতীয় কায়স্থ জাতির সম্মিলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয় তর্ক বিতর্ক হইয়া স্থির হয় যে আগামী আষাঢ় মাসে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইবেক। আপাততঃ ২ মাসের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী অস্থায়ী সমিতী গঠিত হউক।—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম এ বি এল।
" মদনমোহন দত্ত মোক্তার।
" অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতা বি এল।
" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম এ বি এল।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি এল।
" হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী বি এল।
" যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।
" বিহারীলাল গুহ।
" গিরিশ্চন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার।
" প্রভাসচন্দ্র ঘোষ।
" জয়ন্তকুমার বসু বি এল।
" যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরতা বি এল।
" পার্ব্বতীচরণ বসু, মোক্তার।
" সত্যপ্রসন্ন ঘোষ বি এল।

সম্পাদক।

রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এল।

৪। আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার স্বত্বাধিকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয় বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার সাধারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রতিভার ভার কোন সমাজ হিতৈষী কায়স্থ মহাত্মার হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। যে কোন মহাত্মা এই ভার গ্রহণ করিতে চান, তিনি অবিলম্বে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কলিকাতা প্রতিভা প্রেস ১নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট সাক্ষাৎ করিবেন কিংবা পত্রাদি লিখিবেন।

৫। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের চিরবন্ধু শ্রীযুত মাননীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্প্রতি অপূর্ব্বভাবে, ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর কার্য্যে তাঁহার সুদক্ষতার জন্য, অভিনন্দিত হইয়াছেন; আমাদের সুযোগ্য সহযোগী ২৪পরগণা বার্ত্তাবহ লিখিতেছেন।—

"গতপূর্ব্ব শনিবারে উকীল বাবু মনোজমোহন বসু ফৌজদারী-তদন্ত-বিভাগের আফিসে গমন পূর্ব্বক ডেপুটী কমিশনারের হস্তে দুইখানি পত্র প্রদান করেন। দুইখানি পত্রেরই খামের উপরে ঠিকানা ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল। একখানি পত্রের খামে বঙ্গবাসীর সম্পাদক ও দ্বিতীয় খানি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের নামে লেখা ছিল। দুই খানি পত্রই জেনারেল পোষ্ট আফিস হইতে বিলি করা হয়। যে পত্রে সম্পাদকের নাম লেখা ছিল, সেইখানি বিশেষ সাবধানতা সহকারে খুলিয়া ফেলা হইলে দেখা গেল যে তাহার মধ্যে এক প্রকার চূর্ণ পদার্থ ও একখানা পত্র আছে। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে, "গয় ধর্ম্মের গোড়ামি ছাড়িয়া দাও, নতুবা মরিবার জন্য প্রস্তত হও।" দ্বিতীয় পত্রখানি আর খোলা হয় নাই। ঐ চূর্ণ দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য উভয় পত্রই সরকারী রাসায়নিক বিশ্লেষণ কারীর নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি বসুমতী-সম্পাদক ও উপরোক্ত মর্ম্মে এক বোমার চিঠি পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।" এবম্প্রকারে অভিনন্দিত বঙ্গবাসীর কায়স্থ সম্পাদক ও পঞ্চানন তর্করত্নকে আমরা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ তাঁহাদের কার্য্যবশতঃ কায়স্থ সমাজ শূদ্রস্বরূপ মোহজাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই।

৬। ২৪ পরগণার বার্ত্তাবহ লিখিতেছেন—

ব্রাহ্মণ কন্যা স্নেহলতা এবং কায়স্থ-কন্যা নিস্তারিণীর শোচনীয় আত্মবিসর্জ্জনের কথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি আবার এক বৈদ্য-কন্যা আত্ম-বলি দান করিয়াছেন। নিত্যদাচরণ সেন দিনাজপুরের উকীল। নিত্যদা বাবুর কন্যা চারুবালার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। পিতা বহুদিন হইতে সুপাত্রের

অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু পণ প্রদান ব্যতীত কন্যার বিবাহ সম্ভবপর নহে জানিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে হতাশ হইতে হইত। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি একপাত্র স্থির করিয়া পাত্রের মূল্যস্বরূপে অগ্রিম বায়নাও দেন। অবশিষ্ট অর্থের সংগ্রহে তিনি তৎপর ছিলেন। নিত্যদা বাবু দেখিলেন ঋণ ব্যতীত এই অর্থ সংগ্রহের উপায় নাই সুতরাং ঋণ করিতেই হইবে। কুমারী চারু-বালা পিতার অবস্থা উপলব্ধি করিল। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে প্রায়ই বিষণ্ণ থাকিত। কন্যা ভারপ্রপীড়িত পিতা মাতার সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর হইল না। তাঁহারা অর্থ সংগ্রহের ব্যস্ততা বশতঃ কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। গত পূর্ব্ব শুক্রবার প্রাতঃকালে কন্যার জননী জানিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যাহার সুখের জন্য তাঁহারা বুকের রক্ত জল করিয়া অর্থ সংগ্রহে নিরত ছিলেন, সেই কন্যাকেই তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন কুমারী চারুবালা অহিফেন সেবন করিয়াছে। ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠান হইল। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে, চিকিৎসা তাহার আর কি করিবে? ডাক্তার পৌছিবার ১৫ মিনিট মধ্যেই কুমারী ইহলোক পরিত্যাগ করিল। এই দুর্ঘটনার ফলে সমগ্র দিনাজপুর নগরী শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

অহো! দুস্তর পণপ্রথার কি ভীষণ পরিণতি। পণগৃহীতাদস্যু মহাত্মাগণ অর্থলোভ কি পরিত্যাগ করিবেন না? যে কুমারী গণকে হিন্দু তীর্থস্থানে পূজা করিয়া থাকেন, যে অবস্থায় তাহারা আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, সেই অবস্থার মুখ্য কারণ পণগৃহীতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আর এই বালিকাগণ প্রেমভক্তির কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছে, ইহা কি দাস্য প্রেমের চরমোৎকর্ষ নহে? চিরদিন অবিবাহিতা রাখাও শ্রেয়, তথাপি কন্যার অভিভাবকগণ যেন কখনও অর্থদ্বারা বরপশু খরিদ না করেন। কন্যার কর্তৃপক্ষগণ মধ্যে এই প্রকার একটী দৃঢ়সংকল্প প্রতিষ্ঠিত না হইলে বর পণের হাত হইতে মুক্তির অন্যোপায় নাই।

৭। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—জেলা মুরসিদাবাদ অন্তর্গত হিলোড়া গ্রামের জমিদার উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের কেন্দ্র সম্পাদক কায়স্থপরিজ্ঞাত, যশস্বী স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধ গত ১৪ই চৈত্র তারিখে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য তর্কালঙ্কার মহাশয় ও জলসুতি নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী শর্ম্মা ঠাকুর মহাশয় ও বহুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়াচার মতে শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে স্বজাতিবর্গ ও অন্যান্য জাতিকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়াছেন। গ্রামস্থ কায়স্থবর্গের একতা ও সহানুভূতি, মোহিনী বাবুকে স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। মোহিনী বাবুও ভ্রাতৃশোক হৃদয়ে ফেলিয়া ধীর, স্থির ও

সৎসাহসের সহিত এ কার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার এই শ্রাদ্ধ, কীর্ত্তি স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শান্তিদাতা শ্রীহরি, মোহিনী বাবুও তাহার পরিবার বর্গের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৮। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থোপনয়ন।—উক্ত যশস্বী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়া নিজ বাটীতে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের ক্ষাত্রযাচার মতে গত ১৮ই চৈত্র তারিখে উপনয়ন দিয়াছেন। নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একই মণ্ডপে জমিদার শ্রীযুক্ত সেতাপচন্দ্র সিংহ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কুমুদবদন ঘোষ হাজরা মহাশয় ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সিংহ চৌধুরী মহাশয় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রীযুক্ত সেতাপ বাবু ৬৮ বৎসর বয়সে উপবীতী হইয়া স্বজাতি বর্গকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া আদর্শ পুরুষ হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে উক্ত গ্রামস্থ ও কেন্দ্রস্থ কায়স্থ বর্গের বিশেষ সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল। আগামী বৈশাখমাসে হিলোড়া গ্রামের কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়।

৯। ফরিদপুর জিলান্তর্গত পাঁচুড়িয়াগ্রাম হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—মহারাজ সীতারামের লীলা-নিকেতন মহম্মদপুর হরিহর নগর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু কোন কোন গ্রামের মহাত্মাগণ আজিও মোহনিদ্রায় অচেতন, উপনয়নের আবশ্যকতা স্বীকার করেন কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতেছেন না। অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে—পাঁচুড়িয়া, চান্দড়া, যোগীবরাট, চন্দনী, আমগ্রাম, কেয়াগ্রাম, বান্দুগ্রাম, কান্দাকুল, বেলজানী গ্রামের উপনীত কায়স্থগণ শূদ্রাচারী কায়স্থগণের সহিত দলাদলী করিতে সংকল্প করিয়াছেন, সুতরাং মনোমালিন্য বশতঃ উপনয়নকার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছে। বিগত ১৬ই মাঘ সাতবাড়ীয় গ্রামে একটী কায়স্থ সভা হয়; সাতবাড়ীয়া বনগ্রাম,লাহড়িয়া ভবানীপুর বলভদ্রপুর ইত্যাদি গ্রামের অনেক কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহার প্রধান উদ্যোগ কর্ত্তা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্নচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের যোগ্য। শ্রীযুক্ত সীতারাম নাগ ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস ও বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ত্রয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা প্রমাণকরিয়া উপনয়নের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। পরে বহু তর্ক বিতর্ক পর উপনয়ন গ্রহণ সর্ব্ববাদিসম্মত হয়। অনেকেই ২রা ফাল্গুন উপনীত হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তৎপরদিন অর্থাৎ ১৭ই মাঘ শুক্রবার মহারাজ সীতারামের রাজসমাজের অন্তর্ভুক্ত উক্ত সাতবাড়ীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে উক্ত শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বসু।২। কেদারনাথ ঘোষ।৩। তারাপ্রসন্ন চন্দ্র।৪। কালিদাস সরকার।৫। চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস।৬। বসন্তকুমার বিশ্বাস॥

১০। ত্রিপুরা জিলান্তর্গত পাণ্ডুঘর হিত-সঞ্চারিণী সভার সম্পাদক আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—উক্ত জিলান্তর্গত উক্ত পাণ্ডুঘর গ্রামের প্রসিদ্ধ "ব্রহ্ম" বংশ সম্ভূত উক্ত গ্রামের রত্ন স্বরূপ উদার চরিত, পরম ভক্ত আমার মাতামহ ঠাকুর পুণ্যশ্লোক জগন্নাথ ব্রহ্ম বিগত ৯ই পৌষ বুধবার মধ্যাহ্নকালে ৫৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আনন্দ সূচক হরিধ্বনি ও সংকীর্ত্তনসহ মহা সমারোহের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল না। কোন স্কুল কলেজে অধ্যয়ন না করিলে ও তিনি কুসংস্কার সম্পন্ন ছিলেন না। স্ত্রী শিক্ষা, রমণীদের যৌবন-বিবাহের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। বালবিধবাদের যন্ত্রণা দেখিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন ও শিরে করাঘাত করিয়া হিন্দু সমাজকে ধিক্কার দিতেন। ধর্ম্মগত প্রাণ, পরহিতে ব্রতী, সাধু জগন্নাথ অকপট, সরল সদানন্দ, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বৃদ্ধের নিকট বৃদ্ধ, যুবকের নিকট যুবক ও বালকের নিকট বালক ছিলেন। তাঁহাতে অভিমান ও অহঙ্কারে লেশমাত্র ছিল না। শত্রুমিত্র জ্ঞান তাঁহার ছিল না। তিনি বালক কাল হইতেই অজাত-শত্রুছিলেন ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইতেন। তাহার সমুন্নত দেহ, সুপ্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও সুন্দর মূর্ত্তি সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও হাস্যবদন থাকিতেন, তিনি একপুত্র, ২টী কন্যা, পাচটী দৌহিত্র ও তিনটী দৌহিত্রী রাখিয়া ধনে জনে সংসার পরিপূর্ণ রাখিয়া, শ্রীভগবানের পবিত্র আহ্বানে সজ্ঞানে "হরি বোল হরি বোল" বলিতে বলিতে মহা প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ব্রহ্ম, স্থানীয় প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত রামকুমার নাখোদা মহাশয়ের ম্যানেজার। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার সদ্গতি এবং তদীয় শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

১৩২২ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল। } ২য় সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩য় প্রস্তাব)

অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥৩।

অন্বয়ঃ। অসূর্য্যাঃ (পরমাত্মভাবমদ্বয়মুপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপি অসুরাঃ তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসূর্য্যাঃ) নাম, তে লোকাঃ (কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে ইতি লোকা জন্মানি) অন্ধেন (অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন) তমসা অবৃতাঃ যে কে চ আত্মহনঃ (আত্মানং নিত্যং ঘ্নন্তি, অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্যাত্মানস্তিরস্কারণাৎ) তে জনাঃ (অবিদ্বাংসঃ) প্রেত্য (ইমং দেহং ত্যক্তা, তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি ॥৩॥

ভাষ্যম্। অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসূর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মুপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাস্তেষঞ্চস্বভূতা লোকা অসূর্য্যানাম্। নামশব্দোঽনর্থকে নিপাতঃ তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্ত ইতি জন্মানি। অন্ধেনাদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসাবৃতা আচ্ছাদিতাস্তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্তেমং দেহমভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্, যে কে চাত্মহনঃ। আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ। কেতে জনাঃ যে অবিদ্বাংসঃ কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি। অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্যাত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্যাত্মনো যৎ কার্য্যং ফলমজরামরত্বাদিসংবেদনলক্ষণং তদ্ধতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতাবিদ্বাংসো জনা

আত্মহন চব্যন্তে। তেন হ্যাত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে ॥৩॥

অনুবাদ। এই মন্ত্রে অজ্ঞানিদিগের নিন্দা করা হইতেছে। পরমাত্মার অদ্বয়ভাব উপেক্ষা করিলে দেবগণও অসুর বলিয়া গণ্য হন। এইরূপ দেবগণ যে লোক বা জন্মলাভ করেন তাহার নাম অসুর্য্যালোক। এই লোক এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন, যে কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। যাহারা আত্মঘাতী, সেই সেই অজ্ঞানিগণ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই অসূর্য্যালোকে গমন করে। যাহারা আত্মাকে সর্ব্বদা হনন করে হিংসা করে তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলা হইয়াছে। সেই আত্মঘাতী কাহারা? যাহারা অবিদ্বান। কিরূপে তাহারা আত্মাকে নিত্য হনন করে?—অবিদ্যাদোষে নিত্যবিদ্যমান আত্মার তিরস্কার দ্বারা তাহারা অবিদ্যা-প্রভাবে "আমি আত্মাকে জানি না, আমি বৃদ্ধ হইলাম, আমি মরিলাম" ইত্যাদি মিথ্যা বুদ্ধিদ্বারা নিত্য বিদ্যমান অজর, অমর আত্মাকে তিরস্কার করে, এজন্য তাহারা আত্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ আত্মহনন দোষে তাহারা বহুক্লেশপ্রদ জরা, মরণাত্মক লোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

ক্রমশঃ

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র বর্ম্মা।

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্।

(বিগত ১৩২০ ২৭শে চৈত্র শুক্রবার কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)

কুসুমদশননামা সর্ব্ব-গন্ধর্ব্ব-রাজঃ
শিশুশশধরমৌলে র্দেব দেবস্য দাসঃ।
স্বগুরু-নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥
অসিত-গিরিসম স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরু-বরশাখালেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্ব-কালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥
কৃশ-পরিণতি চেতঃ ক্লেশ-বশ্যং ক চেদং
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তি রাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্য-পুষ্পোপহারম্॥

স্তুতি।

হে হর, তোমার মহিমার পার
বিদিত কাহার, নিখিলে?
ফুটিবে কিরূপে তোমার স্বরূপ
অজ্ঞে স্তুতি রচিলে?
ব্রহ্মারও যদি বাক্য-বিভব

তোমা পানে চাহি মূর্চ্ছা-নীরব,—
কিবা অপরাধ, যাহা অসম্ভব
সাধনে যদি না মিলে ?
মূঢ় মম এই স্তোত্র-রচনা,
স্বমতি-বদ্ধা, বিফল-বচনা,
দীনএ প্রয়াস, পরাণের আশ,
দিওনা চরণে ঠেলে। ১।

অসীম মহিমা, হে ভূমা, তোমার,
ধরে না বচনে, মানসে ;
শ্রুতি, দিশাহারা, "এ নয়" বলিয়া,
ভয়ে ভয়ে তোমা পরশে !
নির্গুণ যবে,—না জুয়ায় স্তুতি ;
সগুণে,—বিরাট, চণ্ড-বিভূতি ;
কেমনে সে মহাবিশ্ব প্রসূতি
ক্ষুদ্র হৃদয়ে পশে !
তবে স্মরি যবে ভক্ত-বিরহ,
নবীন মূরতি কর পরিগ্রহ,—
বেজে উঠে গানে, সে চরণ পানে,
চিত্ত হরষ-বশে। ২।

মন্দ্রে গভীর ঋচের মন্ত্র
অমৃতে সিঞ্চি গগনে,
বিরিঞ্চি-রূপে তুমি আদি কবি
রচিলে সে মহাবচনে ;
সে বিশাল গীতি মধু-উচ্ছলা ;
বৃহস্পতিরও কবিতার কলা
ঝঙ্কারে হারে, তৃপ্তি-বিফলা,
তুলনায় তার সনে,—
তুচ্ছ নীরস এ রচনা মোর,
হয়ে তব গুণ-কথনে বিভোর,
হউক পুণ্য, হউক ধন্য,
এই শুধু সাধ মনে। ৩।

ঈশ্বর তুমি,—প্রভাবে তোমার
বিশ্ব-জগৎ প্রকাশে,
সর্ব্বতোমুখ বিকাশ লভিয়া,
মিলায় আবার বিনাশে ;
বেদের এ বাণী ; সমগ্রতা টুটি,
বিভক্ত-গুণ-ত্রিধারায় ছুটি,
তিন তনু তব উঠে প্রস্ফুটি,
অতুল-উজল-ভাসে !—
বুঝে না তা, আছে হেন জড়মনা ;
করে কর্কশ বাক্য যোজনা,
"ঈশ্বর নাই, দেখিতে না পাই,"—
অন্ধে কি আলো আসে। ৪।

"কি লাগি বা তাঁর এ বিধ চেষ্টা ?
কিবা কলেবর ধরিয়া,
কোথায় বসিয়া, কি বা উপাদানে,
কি বা কৌশল করিয়া,
সৃজিলেন এই বিপুল জগতী" ?—
কুতর্ক-ঘন-ঘৃণ্য যুকতি
বিস্তারে হেন কোন মূঢ়মতি,
সত্যকে আবরিয়া।
অতর্ক্য তব লীলার প্রসার ;
তার প্রতি এহি যুক্তি—অসার ;
মিথ্যা-মুখর তার্কিক-বর,
জগৎকে ধাঁধাঁ দিয়া। ৫।

আকারে ব্যক্ত ইহ চরাচর,—
জন্ম-রহিত কি বা সে ?
জনমিল যদি, জনম কি তার
বিনা বিধাতার প্রয়াসে ?
বিনা সে সর্ব্বশক্তি আধার,
রচিতে বিশ্ব সাধ্য কাহার ?
নিয়ম-বাধ্য-বিকাশ-মাঝার
জড়েতে চেতন হাসে !
নাহি বুঝি তাহা, করে সংশয়

তোমাতে, হে ভব, হে মহিমময়,
মূঢ় অভাজনে ; যাহাদের মনে
জ্ঞানালোক নাহি ভাসে। ৬।

বলিছেন কেহ—"অধ্রুব সব" :
"সকলি ধ্রুব"—অপরে ;
কেহ বা,—"পৃথক্ ধ্রুব, অধ্রুব,
নিখিল জগতে বিহরে" ;
শাস্ত্র-বিবাদে বিস্মিত-প্রায়
ব্যাকুলিত চিতে স্থান নাহি পায়
অশক্তি-জাত-লজ্জাও, হায় !—
করি বিহ্বলতা ভরে
তোমাতরে এই স্তোত্র রচন,
হইয়া মুখর, ধৃষ্ট বচন,—
ইথে যে বা দোষ, ক্ষম, আশুতোষ,
রাখিনু চরণ'পরে। ৭।

বেদ ত্রয়,সাংখ্য, যোগ পাতঞ্জল,
হরে বা হরিতে ভকতি.—
বিভিন্ন পথ দেখাইয়া, বলে
"লভ এই পথে মুকতি"।
রুচির প্রভেদে মনোমত করি,
ঋজু বা কুটিল নানা পথ ধরি,
শ্রেয়স-প্রয়াসী মানব বিচরি
করে অবিরাম গতি ;
নানা দিক্ হতে যথা প্রবাহিনী
কল্লোলি ছুটে, সাগর-কাঙ্ক্ষিণী ;—
চির-বাঞ্ছিত, শশী-লাঞ্ছিত,
তুমি জলদল পতি। ৮।

ভস্ম, বৃষভ, কাষ্ঠদণ্ড,
ফণীগণ তনু-বিহারী,
পরশু, অজিন, নরকপাল,
সম্বল এই তোমারি !
আকিঞ্চন হে, হে বিভু বরদ,
দেবতাগণের যত সম্পদ—
কটাক্ষে তব প্রসাদ-বিশদ,
পর-কল্যাণ-কারি !
চিদানন্দে সদা যিনি নিমগন,
টলাতে তাঁহারে পারে কি কখন
মরীচিকাময় ভোগের বিষয় ?—
ত্যাগই ভূষণ তাঁরি। ৯।

উদ্ভাসি দিক্ দীপ্ত শিখায়
অনল-নিবিড় শরীরে
প্রকাশিলে যবে, নিরূপিত তার
কোথা বা অন্ত আদি রে,
উপরে ব্রহ্মা, অধোদেশে হরি,
চলিলেন হৃদে বহু আশা ধরি,—
বিফল যত্ন !—গতি সম্বরি,
ভক্তি নম্র-শিরে
করিলেন স্তুতি হৃদয়োচ্ছ্বাসে,
শ্রদ্ধা-গ্রথিত গম্ভীর ভাষে ;—
তবে ত সে উঠে তব রূপ ফুটে
কাতর চিত্তে ধীরে। ১০।

বিংশ বাহুকে আহবের সাধ
অতৃপ্ত-ক্ষুধা রহিতে,
অনায়াসে অরি নিবারি, রাবণ
ত্রিভুবন-জয়ী মহীতে।—
তোমাতে অচলা ভক্তির ফলে
দৃপ্ত প্রতাপে দেবাসুরে দলে,
ঋদ্ধি অতুল উজলে, উথলে,—
দিয়াছিল সে যে পেতে,
মালায় গাঁথিয়া, কমলের প্রায়,
তোমার চরণ-সরোজ-পূজায়,
নিজ নয় শির, কাটি সরুধির,
ভকতি অধীর চিতে। ১১।

লভি তব বরে বিপুল বীর্য্য।
সেই ভুজবল প্রকাশে
(উপাড়িবে বলি স্বপুরী তোমার)
স্ফাটিকগিরি কৈলাসে।
অলসে চাপিলে অঙ্গুলি শিরে ;—
বিচ্যুত তনু, শূন্য তিমিরে
পড়ি দশানন, পথে ঘুরে ফিরে
অতল পাতাল বাসে ;
ভক্ত বলিয়া, শাস্তি বিধান
শুরু না করিলে, করুণা নিধান।
দুর্জ্জন ভুলে সম্পদ মূলে,—
বুদ্ধি বুদ্ধি নাশে। ১২।

ভাস্বর-প্রভা অমরাবতীর
কল্পনাতীত বিভবে
মণ্ডিত হয়ে, ইন্দ্র কি বা সে
বিভাসিত সিত-গরবে !—
তুচ্ছ করিয়া সম্পদ তাঁর,
করেছিল বাণ রাজ্য বিথার,
ভৃত্যের মত বশ্য যাহার
ত্রিভুবনবাসী সবে ;—
কিবা বিচিত্র ?—ভক্তির সনে
অর্চ্চিল তব যুগল চরণে।
তব পদে নতি বিধানে উন্নতি ;—
আশাতীত সম্ভবে। ১৩।

ছুটে কালকূট গরল প্রবাহ,
পলকে প্রলয় করিয়া,
উঠে উথেলি ফেণিল ঊর্ম্মি,
মরণমূর্ত্তি ধরিয়া ;
দেবাসুর যত কম্পিত ভয়ে ;
প্রভু তুমি কৃপা পরবশ হয়ে.
শুষিলে সে বিষ গণ্ডূষে লয়ে,
কণ্ঠে কালিমা দিয়া।
মরি, কি শোভা সে করিল ধারণ।
জগতের ভয়-বিপদ-বারণ।
পর উপকারে লভে যে বিকারে
শ্লাঘ্য তাহারে-নিয়া। ১৪।

দেবাসুরনরে নিত্য-বিজয়ী
ফুলশর যার এ ভবে,
তোমারে অন্য অমরের প্রায়
গণ্য করিয়া গরবে,—
নিমেষে অতনু হ'ল সে মদন ;
অযতনে খসে রতির ভূষণ ;
স্মৃতি-পথে শুধু করে বিচরণ ;
বুঝেনি এতই হবে !
ইন্দ্রিয় যাঁর আপনার বশে,
অপমানি তাঁয় পরুষ-পরশে,—
পাতকের ফল, ঘোর অমঙ্গল,
বিনা কে লভেছে কবে ? ।১৫।

কি ঘোর নৃত্য ! পদের আঘাতে
যায় যায় বুঝি পৃথ্বী,
করি টলমল যায় রসাতল
বুঝি বা টুটিয়া ভিত্তি !
বাহু-উৎক্ষেপে ঊর্দ্ধগগনে,
ধ্বস্ত ত্রস্ত গ্রহতারাগণে !
ছুটে অনিভৃত জটার তাড়নে
অমরাবতীতে ভীতি !
জগদ্ধিতায় নৃত্য তোমার
ধরেছে কি ঘোর ধ্বংস-আকার !
তোমার কি মনে, বুঝিব কেমনে,—
বিপরীত তব রীতি ! ১৬।

তারার হীরায় উজ্জ্বলতর
শুভ্র ফেণিল লহরে
কান্তি-বিশালা আকাশ-গঙ্গা
দিগন্ত জুড়ি বিহরে ;

বেষ্টিত হয়ে প্রবাহে তাহার,
জগৎ ধরেছে দ্বীপের আকার,
রাজিতেছে যেন রত্ন আধার
জলধি-বলয় পরে!
তব জটাজুটে, সে মহাসিন্ধু
যেন বা একটি ক্ষুদ্র বিন্দু!—
ইথে অনুমেয়, দিব্য ও দেহ
কত না মহিমা ধরে! ১৭।

স্যন্দন ধরা; চন্দ্র তপন
রথের যুগল চক্র;
সারথি ব্রহ্মা; বিশাল সুমেরু
করে শরাসন বক্র;
স্বয়ং বিষ্ণু তাতে শরাকার;—
দহিতে ত্রিপুরে তৃণ হতে ছার,
বিনা প্রয়োজনে কেন বা তোমার,
ব্যাপার বিবিধতর?
পারিতে নিমেষ মাত্রে নাশিতে
উড়াইয়া তায় ভস্ম-রাশিতে!
ইচ্ছাময় হে, লীলা অভিনয়ে
কত না খেলাই কর! ১৮।

অর্চ্চিতে তব শ্রীচরণযুগে
যবে সহস্র কমলে,
একটি পদ্ম উন হেরি তায়,
পূজা বুঝি যায় বিফলে
হেন ভাবি, হরি উপাড়িলা নিজ,
সাধকের মুখে, আঁখি-সরসিজ,
উৎসাহ ভরে পরা ভক্তিজ!—
পূর্ণোপচার হ'লে,
জ্যোতিম্মতী সে পরমা ভকতি
সুদর্শনেতে লভি পরিণতি,
জগৎ রক্ষণে, চির জাগরণে
দীপ্ত প্রতাপে জ্বলে! ১৯।

নির্ব্বাণ যবে হোমের বহ্নি;
যজ্ঞের যত কর্ম্ম
সমাপ্ত হয়ে সুষুপ্ত যবে,
লভিয়া বিনাশ ধর্ম্ম;—
তুমি বিনা, দেব, কেবা রহে জাগি,
বিহিতকার্য্য সিদ্ধির লাগি?
চেতন পুরুষ বিনা, কেহ বা কি
ফল-প্রদানক্ষম?
তুমিই প্রতিভূ;—চাহি তব মুখে,
কর্ম্মী ফলাশা দৃঢ় বাঁধে বুকে
শ্রুতিতে শ্রদ্ধা রাখিতে বদ্ধা,
কেবা, দেব, তোমা সম? ২০।

ক্রতুপতি যেথা বিজ্ঞ দক্ষ,
প্রজাপতি যিনি ভূতলে;
যেথা বিরাজিত অমরবৃন্দ;
ঋত্বিক্, ঋষি সকলে;
সে মহাযজ্ঞ, হয়ে শিবহীন,—
বিফল, ধ্বংস কবলে বিলীন!
ক্রতু-ফল-দাতা তুমি চিরদিন,—
তব অপমান ফলে।
নিশ্চয়,—যেই যজ্ঞের মাঝে
ঈশ্বরে নাহি শ্রদ্ধা বিরাজে,
যজমানে তথা (কিবা তার কথা)
বিনাশ অচিরে দলে। ২১।

কন্যারে হেরি পলায়ন-পরা
যবে মৃগী রূপে সরমে,
পিছে মৃগাকারে ধাইল ব্রহ্মা
মদন-বিহ্বল-মরমে,—
দণ্ডিতে হেন মোহ ঘৃণাকর,
পিণাকে জুড়িলে সন্ধানি শর;
পশিল্ আকাশে, ত্রাসে থরহর,
ব্যথিত আপন ভ্রমে;—
মহাদেব! পাপ শাস্তি বিধাতা!

এখনো ধরিছে, তারাকারে গাঁথা,
মুর্ত্ত তব সে ব্যাধের রভসে,
নভোভূমি সম্রমে। ২২।
মদন সধনু অনলে নিধন
দামিনী-চমক-চকিতে
হ'ল তৃণবৎ, শিঞ্জিত চাপে
ক্বণ্ গুঞ্জন থাকিতে,
দেখিয়াও যদি আঁখি সম্মুখে,—
অর্দ্ধ শরীরে ধরিছেন বুকে
ভাবি, পার্ব্বতী বিচারেন সুখে,
রূপ অভিমানী চিতে,
"দেখ, পতি মম যুবতী অধীন,"
না বুঝি ও দেহ লালসা বিহীন,—
রমণীর মন রচে কি স্বপন!
অহো, কি বলিব ইথে! ২৩।
শ্মশানে শ্মশানে নৃত্য করিয়া
বিহর চিত্ত-হরষে;
নর-শিরোহস্থি-গ্রথিত মাল্য
দোদুল্য তব উরসে;
চিতার ভস্ম মাখিয়া অঙ্গে
সহচর যত প্রমথ সঙ্গে,
নাচিয়া বেড়াও বিবিধ রঙ্গে,
বাঘছাল কভু খসে!
অমঙ্গল যা,' বহি সমুদয়,—
ভকতে পরম-মঙ্গলময়;
তাহাদের যত শুভ, সম্পদ,
বরদ, তোমারি বশে। ২৪
বিধিমতে রোধি শরীরে মরুৎ,
বিস'রি বাহ্য বিষয়ে,
ইন্দ্রিয় হ'তে মনেরে হরিয়া
স্থাপি অন্তর-হৃদয়ে,
যোগীরা তথায় অতীত-বচন
যে কিছু বস্তু করি বিলোকন,
অমৃতের হ্রদে হন নিমগন,
আনন্দ-ঘন হ'য়ে,
রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠে সব গায়,
অসহ সুখেতে আঁখি ভেসে যায়।—
সে বস্তু তুমি যে! হৃদি সরসিজে
আলোকে পুলকি রহে। ২৫।
তুমিই সূর্য্য, তুমিই চন্দ্র,
প্রাণাধার তুমি আনিলে,
তুমিই ব্যোম, তুমিই পৃথিবী,
রসময় তুমি সলিলে,
তুমিই বহ্নি, আত্মা চরম,—
বিভেদ করিয়া অভেদ-ধরম,
বলুন না কেন বিজ্ঞ পরম
পণ্ডিতগণ মিলে,—
মোদের কিন্তু হেন মনে লয়,
সকল বিশ্ব শুধু তোমাময়
তুমি নহ যাহা, কিছু নাহি তাহা
অনন্ত এ অখিলে। ২৬।
ওঙ্কার নাদ বন্দে তোমায়,
পৃথক্ ভাবে বা মিলায়ে,
অ-উ-ম পৃথক্ তিনটি বর্ণে
তিন রূপ-ভেদ বিলায়ে,
তিন বেদ, আর তিন দেবগণ,
তিন বৃত্তি, আর এই ত্রিভুবন;
ঝঙ্কারে পুনঃ, মিশিয়া যখন
ওঙ্কার রূপ হ'য়ে
অতি সূক্ষ্ম যেই ধ্বনি উঠে তার,
প্রকাশে তাহাতে অতিত-বিকার
অখণ্ড অক্ষয় পূর্ণ-জ্যোতির্ম্ময়
তোমার তুরীয় কায়ে। (২৭)

———

প্রণাম

ভব, শর্ব্ব, পশুপতি, রুদ্র, মহাদেব, ভীম,
উগ্র ও ঈশান, এই অষ্ট নামে, দেব, তুমি
খ্যাত বেদ-পুরাণেতে; ও তেজ অপরিসীম
ধরিতে অক্ষম; শুধু, প্রণমি পরশি ভূমি। ২৮।
অতি সন্নিকট, দেব, দূরে, অতি দূরে তুমি
প্রণমি তোমায়!
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, দেব, অতি বৃহত্তম তুমি,
প্রণমি তোমায়!
অতি বড় বৃদ্ধ, দেব, অতি যুবতম তুমি,
প্রণমি তোমায়!
সর্ব্ব রূপ তুমি, দেব, রূপ-অতিক্রান্ত তুমি,
প্রণমি তোমায়! ২৯।
জগৎ সৃজনে, ভব, মহারজোরূপী তুমি,
নমি বার বার।
জগৎ-সংহারে, হর, মহাতমোরূপী তুমি,
নমি বার বার!
জগৎ-পালনে, মৃড়, মহাসত্ত্বরূপী তুমি,
নমি বার বার!
শুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময়, শিব, ত্রিগুণ-অতীত তুমি
নমি বার বার! ৩০।
শ্রীপুষ্পদন্ত-মুখ-পঙ্কজ নির্গতেন
স্তোত্রেন কিল্বিষহরেণ হর-প্রিয়েণ
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহ-স্থিতেন
সংপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্ম্মহেশঃ॥
সুরবরমভিপূজ্য স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈস্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমোঘং পুষ্পদন্ত-প্রণীতম্॥

শ্রীবরদাচরণ মিত্র

সাহিত্য-সম্মিলন।

(৭ম অধিবেশন)

বিগত ২৭শে চৈত্র ১৩২০ শুক্রবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন কলিকাতার টাউনহলে অপরাহ্ন ২৷৷০ টার সময় আরম্ভ হইয়া রবিবারে শেষ হয়। ইষ্টার পার্ব্বণোপলক্ষে সরকারী কার্য্যাদি বন্ধ থাকায় আজ সাত বৎসর ধরিয়া সেই সময়ের ছুটীতে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ দিবস ত্রয়ব্যাপী সাহিত্য যজ্ঞের সমাধান হয়। এবার কলিকাতার এই সুবৃহৎ সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য বহুদিন ধরিয়া উদ্যোগ হইতেছিল। তদুপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত ও প্রতিনিধি বর্গ আসিয়া সে দিন এই সভা-মণ্ডল সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য বর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সভার কার্য্যারম্ভের বহুপূর্ব্বেই দ্বারদেশে থাকিয়া সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। নহবতের মধুর গম্ভীর ধ্বনি এই সুমঙ্গলোৎসবের ঘোষণা করিতেছিল।

২। অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার প্রাক্কালেই বঙ্গের সদাশয় গভরনর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সদলবলে টাউনহলের প্রাঙ্গনে উপনীত হইলেন। সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহোদয়, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ত্রয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই ও টাকীর জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ ও সদস্য মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভা আনন্দ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। টাউনহলের দ্বিতল গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্বভাগে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের আসনমধ্যে সভাপতি, রাজপুরুষ, রাজন্যবর্গ, বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহিলা মহোদয়াগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অবগুণ্ঠনমুক্ত ভদ্র মহিলাগণের অভাবে সে স্থানগুলি মহোদয়গণ কর্তৃকই অধিকৃত হইয়াছিল। সুসঙ্গ, নদীয়া, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান, কাশীমবাজার, নাটোর প্রভৃতি রাজা ও মহারাজাগণ ও মাননীয় বুধমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া শাসনকর্ত্তা আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন "আমার বঙ্গবাণী" সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহোদয় একটী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া শাসন কর্ত্তার অভ্যর্থনা এবং বঙ্গ সাহিত্য ও সাহিত্যপরিষদের মঙ্গলকামনা করেন। তৎপরে শাসন কর্ত্তা মহোদয় সভার উদ্বোধন করিয়া একটী সুললিত বক্তৃতা করেন। এই অনতিদীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার এই সভায় প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহৃদয়তার পরিচয় বেশ উপলব্ধি হয়। তিনি এই সভায় যোগদান করিবার অভিলাষেই শৈলযাত্রা স্থগিত রাখিয়াছিলেন। একথা সভাস্থ সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া প্রীতিউৎপাদন করিয়াছিল। (ক) বক্তৃতান্তে শাসনকর্ত্তা মহোদয় আসনে আসীন হইলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের মহৎ হৃদয়ের পরিচয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মিলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সাধুবাদ করেন। তৎপরে বর্দ্ধমানাধিরাজ গুরুদাস বাবুর সাধুবাদের সমর্থন করিয়া শাসন কর্ত্তা মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৩। তদনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহোদয় নানাবিষয় পূর্ণ স্বীয় অভিভাষণ পাঠে জনমণ্ডলীর সম্বর্দ্ধনা করেন। এইরূপে উদ্বোধন কার্য্য শেষ হইলেও লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সভাগৃহ ত্যাগ করেন নাই, বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় উদার হৃদয়ের ও এই সভার প্রতি তাঁহার

(ক) উক্ত বক্তৃতার সারাংশ আমরা যতদূর অবগত আছি নিম্নে দিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি। আপনারা কৃতকার্য্যের মুকুটে পরিশোভিত হউন। আপনাদের যে সুন্দর ভাষা ও সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার উন্নতিকল্পে আপনাদিগকে নিযুক্ত দেখিয়া আমি পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। অধুনা আমি নিজেও উক্তভাষার অনুশীলন করিতেছি, ইত্যাদি।

সম্পাদক।

প্রকৃত অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কষ্ট স্বীকার জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৪। সভার উদ্বোধন কার্য্য শেষ হইলে আমাদের পরম যত্নের এই শুভ সাহিত্যযজ্ঞের সাফল্য কামনায় যজ্ঞেশ্বরের পরিতুষ্টির জন্যই যেন মনিষী কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি, এস, মহোদয় বঙ্গভাষায় স্বরচিত "শিবঃ মহিম্নঃ" স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যযজ্ঞের শুভসূচনা করেন। তাঁহার সেই সুগম্ভীর মধুচ্ছন্দা ছন্দের উচ্চারণ-মাধুর্য্য সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। এই পবিত্র শ্লোক শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ পুণ্যময় হইয়াধ ন্য হইয়াছিলেন। আমরা অন্যস্থানে ইহা মুদ্রিত করিলাম।

৫। তদনন্তর বিগত সম্মিলনের সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠ শেষ হইলে সুসঙ্গ মহারাজ, প্রাচীন দার্শনিক-পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিলে, কাশীমবাজারের মহারাজা ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। এতদুপলক্ষে উক্ত মৈত্র মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় সভার প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয় আসন লাভ করিলে তাঁহাকে মনোরম পুষ্পহারে সুসজ্জিত করা হয়। তখন তিনি স্বীয় অভিভাষণ পাঠে ব্রতী হন। প্রায় অর্দ্ধেক পাঠান্তে সেই অশীতিপর বর্ষীয়ান্ ঠাকুর মহাশয় পরিক্লান্ত হইয়া অবশিষ্টাংশ পাঠের জন্য তদীয়অনুজ দিগ্বিজয়ী কবিবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের হস্তে অভিভাষণের পাণ্ডুলিপি অর্পণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্র বাবু পাঠ শেষ করিলে, লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সন্নিহিত কতিপয় বুধমণ্ডলীর ও রাজন্য বর্গের কর মর্দ্দন পূর্ব্বক সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

৭। ইহার পর বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ ও বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন হয়। এই প্রকারে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়।

৮। পরদিবস (শনিবার) বিষয় ভেদে সাহিত্য, বিজ্ঞান. দর্শন, ও ইতিহাস একই সময়ে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন সভার অধিবেশন হয়। যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত পি কে, রায় এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই দিবস উক্ত চারিটী সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সহিত নির্ব্বাহিত হয়। প্রত্যেক বিভাগেই বহু সংখ্যক প্রবন্ধাদি পঠিত হয়।

৯। শেষ দিবস, রবিবার, সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আগামী বৎসরে বর্দ্ধমানে, এবং তৎপর বৎসরে যশোহরে সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম ও নবম অধিবেশনের স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে (খ)

শ্রীরসময় লাহা।

(খ) দেশের সাহিত্য উন্নতিকল্পে সম্মিলন কি কি কার্য্য করিতেছেন তদ্বিষয় লেখক মহাশয় কিছুমাত্র উল্লেখ না করায় এই প্রবন্ধ পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশে তাহা বিপর্য্যয়

করিবার অধিকার কাহারও নাই। কিন্তু আমাদের বঙ্গভাষাকে সাহিত্যিক মাত্রেই যথেচ্ছা বিধ্বস্ত করিতে পারেন। এই সকল কামচারী সাহিত্যিকগণকে দমন করিতে না পারিলে আমাদের ভাষার উন্নতি অসম্ভব। প্রতিভার এই সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে আমরা "ভারতী" হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের নিদারুণ শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গভাষাকে এই প্রকার বিধ্বস্ত করিবার শক্তি উক্ত ডাক্তার মহোদয়কে,কি কোন ভবিষ্যৎসাহিত্য-সম্রাটকে দেওয়া হয় নাই, অধুনা যে সুন্দর গৌরবশালিনী বঙ্গভাষা আমাদের নরনারীগণের হৃদয় নিরন্তর মধুময় করিতেছে তাহা সাহিত্যিক গণের অর্দ্ধ শতাব্দি কালের পরিশ্রমের ফল। প্রাকৃত, যাবনিক, গ্রাম্য ভাষা যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল সাধু-ভাষায় সকলেরই লিখিতে হইবে। অসীম সংস্কৃত শব্দাম্বুধি যাঁহাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে তাঁহাদের কোনও প্রকার অভাব হইতে পারে না। আমরা মনে করি ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সম্মিলন কতকগুলি নিয়মাবলী সংস্থাপন করিবেন। সকলেই উহা পালন করিতে বাধ্য হইবেন। অলমতি বিস্তারেণ—

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

আর কি ?

(১)

আরকি সুনীলাকাশে
　　শশীর সুষমা আছে ?
নিশীথের নীরবতা,
　　সেও ত চলিয়া গেছে।

(২)

আর কি সরসী-নীরে,
　　অনুপম রূপ রাশি,
কমলমৃণাল-সুখে,
　　হাসিবে মধুর হাসি ?

(৩)

আর কি বসন্ত ঋতু,
　　মলয় সমীর দানে,
ঢালিবে অমিয় ধারা,
　　বিরহ-বিধুর প্রাণে ?

(৪)

দাম্পত্য-প্রণয়-আশে
　　হয়ে চির-অভিলাষী,
আর কি লতিকা ফুলে
　　গুঞ্জরিবে অলি আসি ?

(৫)

আরকি কোকিলা শ্যামা
পঞ্চমে তুলিয়া তান,
নিবিড় অটবী মাঝে
জুড়াবে এ দগ্ধ প্রাণ ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

প্রেমের ক্ষমতা ।২।

তুঙ্গহিমাদ্রি শিখরে লইয়া জনম,
জলধি-সলিলে ধায় স্রোতস্বতি গণ।
জলদের সমাবেশ দেখিয়া গগনে,
ধরাতলে নাচে শিখী-হরষিত প্রাণে।
বহুদূরে চন্দ্রমারে করি নিরীক্ষণ
কুমুদ সরসী-নীরে আনন্দে মগন
অতি দূরে ছায়া পথে চন্দ্রমা দর্শনে।
বারিধিও ছোটে দেখি প্রিয়া সম্মিলনে।
ছোটে অলি পুষ্প আশে গহন কাননে
হায়হায়! সেও বাঁধা প্রেমের বন্ধনে।
এমন প্রেমের-রাজ্যে কেকরে প্রত্যয়
দেহের বিনাশে হয় প্রেমের বিলয় ?
আত্মায় আত্মায় যদি প্রেমের বন্ধন,
সে প্রেম কিকরে কভু মৃত্যুআলিঙ্গন ?
অক্ষয় বন্ধনে সদা রহে প্রতীক্ষায়,
মিলিতে নিশাবসানে নির্ম্মল উষায়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

যশঃস্পৃহা ।৩।

অয়ি দেবি যশঃস্পৃহে!
মহতী শকতি স্বরূপিনী,
জগতের মানবের—
কর্ম্মশীল মানসের রাণী।
দীপ্তিমান সিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বর,
কুটীরে মলিন-মুখ দরিদ্র নিকর;
কার হৃদিমাঝে তুমি নহে অধীশ্বরী ?
কোন্ প্রাণ নাহি চাহে রাজত্ব তোমার। (১)
তোমারি ইঙ্গিতে চলে
মানবের মন-বুদ্ধি-বল,
তোমারি প্রভাব ঘোষে
অবনীর শৌর্য্যাদি সকল।
তোমায় ত্যজিয়া কর্ম্মে হয় অগ্রসর,
হল না এমন নর নয়ন গোচর।
সামান্য কি অসামান্য করম নিচয়;
সম্পাদিতে পুরোভাগে তুমি সর্ব্বময়! (২)
মন্দ ভাগ্য সেইজন—
হিয়া নহে তব অধিকৃত,
আপাত সুখের তরে,
পাপ হ্রদে হয় নিমজ্জিত।
জীবনের লক্ষ্য ভ্রংশ কুলের-কণ্টক,
প্রকৃতির কুসন্তান আত্ম-প্রবঞ্চক।
ধরার বিষম ভার পাপের সহায়;
নরকের পথে ধায় কে রোধিবে তায়। (৩)
তুমি দেবী হিতৈষিণী,
মানবের মহান্ জীবনে,
বিনা তব উদ্দীপনা,
কর্ম্ম কে করিত প্রাণপণে ?
দুর্ব্বল অন্তরে বল কটাক্ষে তোমার,
জড়ত্বে জীবত্ব তব আদেশে সঞ্চার।
ভীরুকে নির্ভীক কর অঙ্গুলি হেলনে,
কর্ম্ম-মুখে ছুটে সবে তোমার আহ্বানে। (৪)
তোমার-অস্তিত্ব হীন,
হিয়াধারী কর্ম্মিকেহ থাকে,
মানবের কোন্ স্তরে,
ক্ষুদ্র আমি বুঝি নাই তাকে।

এ লোচনে যতকিছু করেছি দর্শন,
যাহা কিছু এ শ্রবণে করেছি শ্রবণ,
এ মনে সম্ভব যাহা দেখেছি বিচারি,
বুঝিয়াছি নরকুল অধীন তোমারি। (৫)
প্রচণ্ড বিক্রম রাজা,
নামে যার কম্পিতা মেদিনী,
কর্ম্মেব্রতী হন যবে,
তাঁরো তুমি হৃদয়-বাসিনী।
যার কৃপা কণালাভে মানব চঞ্চল,
তারো লোকরঞ্জনের প্রয়াস প্রবল।
অমরত্ব প্রতিষ্ঠায় আকুল পরাণ,
করে হিত-যশস্কর কার্য্য অনুষ্ঠান। (৬)
সুলেখক গ্রন্থকার,
ভাবের প্রসূনে গাঁথি হার,
সুধাজন যোগ্য করে,
সসঙ্কোচে দেয় উপহার।
কি চায় তাঁদের পাশে তাঁহার অন্তর?
শুনিতে উৎকর্ণে কর্ণ কি মধুর স্বর?
সুযশ অযশ তাঁর দুই কি সমান?
কখনি না—শুধু তিনি প্রশংসাটী চান! (৭)
কর্ম্মকার চর্ম্মকার,
স্থপতি—স্থাপত্যে সুনিপুণ।
কুম্ভকার তন্তুবায়
স্বস্ব কাজে প্রকাশে স্বগুণ।
সবার অন্তরে থাকি সাধ শিল্পোন্নতি;
প্রতি যোগিতায় মত্ত মানব-সন্ততি।
তোমার প্রসাদ বিনে হতকি বিধান,
ভূতলের শোভা আর নরের কল্যাণ? (৮)
দয়াপূর্ণ হৃদিখানি
কৃপার্থীর পরম শরণ।
আর্ত্তের সান্ত্বনা স্থল,
দেবত্বের ছবি অনুপম।
সে হৃদয়ে বাসে তব নাই অধিকার?
হয়েছ কি বিতাড়িতা মহত্বে তাঁহার?
বিশ্ববিজয়িনী তুমি বিশ্ববিমোহিনী,
সে হৃদয়ো প্রেমে তোমা বঞ্চিতা করেনি। (৯)
অভিনেতা অভিনেত্রী,
রঙ্গালয়ে করে অভিনয়,
দর্শকের চিত্ত হরে,
প্রমোদের লহরী ছুটায়!
অবাস্তব ঘটনায় হয় সত্যজ্ঞান,
রঙ্গ প্রদর্শনে মরি! এত সাবধান।
নিন্দাভয় যমভয় সমগণে মনে;
তুমি আছ অন্তস্তলে তাই শুভাননে! (১০)
স্থির-বুদ্ধি-চিকিৎসক,
ব্যাধির শমন-নিভ গণি,
কি কৌশলে শক্তিবলে,
নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ দেয় আনি।
শক্তি হেরে ভক্তিভরে শীর্ষ অবনত,
মধুময়ী কৃতজ্ঞতা হয় উথলিত।
হৃদয়ের উচ্চগ্রামে গৌরব আসন,
তাহারো মন্দিরে তোমা করি দরশন। (১১)
শিক্ষার বিমল আলো
মানস আবাসে যার জ্বলে,
শিক্ষা দানে মনুষ্যত্বে
বিভূষিত করে শিষ্যদলে।
বদন সারল্যে ঢাকা, পবিত্র অন্তর,
অভিমান পরিশূন্য অধ্যাপকবর।
দৃঢ়পণ জ্ঞানোন্নতি শিক্ষা প্রসারণে;
দ্বার খুলি হেরি তব মূর্ত্তি তারোমনে। (১২)
ব্যবহারাজীব-বৃন্দ,
পণ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়,
অর্জ্জন বাসনা তীব্র
কারো পানে ফিরে নাহি চায়!

ভাণ্ডার ভরিতে ধনে মক্ষিকার মত,
মনে প্রাণে পরিশ্রম করে অবিরত।
ধন-ধ্যান বিনে আর কিছু নাই হৃদে,
তাদেরো মরমে সুখে বিরাজ শুভদে! (১৩)

পর সেবী পরাধীন,
পালিবারে প্রিয়-পরিজন,
বিবেক করিয়া ক্ষুব্ধ
করে প্রভু মতানুবর্ত্তন।
শরীরের রক্ত জলে করে পরিণত;
অনিচ্ছায় পূত দেহ হয় কলুষিত।
স্বাধীন ইচ্ছার গতি চির-প্রতিহত;
জীবনে নিরখি তব ক্রিয়া প্রকটিত। (১৪)

অকলঙ্কা প্রিয়তমা,
সংসার মরুর শান্তিজল,
বসন্ত-সমীর স্নিগ্ধ
তপ্তপ্রাণ করিতে শীতল!
রুষ্টবাণী মিষ্টলাগে দোষ তুচ্ছ জ্ঞান,
অজেয় প্রভাব ব্যাপ্ত সংসারী পরাণ!
গৃহ কর্ম্মে নারীধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার;—
দেখাতে পতিকে সেও ব্যগ্র অনিবার! (১৫)

নয়ন যেদিকে চায়
কর্ম্ম-প্রাণ মানবের প্রতি,
নেহারে প্রতিমা তব
হৃদয় জুড়িয়া ভাগ্যবতী!
অতীতের গর্ভে যারা হয়েছে বিলীন,
তারাও আছিলা তব প্রিয় আজ্ঞাধীন।
পৃথ্বিময় ভূরি ভূরি তার নিদর্শন,
চিরদিন তব সত্তা করিছে জ্ঞাপন। (১৬)

বিরাট তোমার রাজ্য,
অটল অচল শৈলবৎ,
পুরাকাল হতে আছো
তবলীলা রঞ্জিত জগৎ।
ভাবীকালে ভাবান্তর হবে না উদ্ভব,
নর-হৃদাসনে চ্যুতি কভুনা সম্ভব
থাক শুভে! হিয়া জুড়ি পাল মহাব্রত,
সৎপথে উচ্চলক্ষ্যে কর সঞ্চালিত। (১৭)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

পণপ্রথার মূলোচ্ছেদ।

১। বর্ণভেদ বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য। ২। শ্রেণীভেদ বা স্থানপ্রাধান্য। ৩। কৌলিন্য বা বংশপ্রাধান্য। ৪। পণপ্রথা বা প্রাধান্যের মূল্য;—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীটি পরবর্ত্তীটির জনক স্থানীয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই যে চারিটি ভেদ বহুকাল হইতে সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই আদর্শ লইয়া ইহার একতরবর্ণ নানাবিধ ভেদ জন্মাইয়া লইয়াছে; দৃষ্টান্তস্থলে ক্ষত্রিয়, ক্ষেত্রী, ছত্রী,

উগ্রক্ষেত্রী ও কায়স্থাদিভেদে পরিণত হইয়াছে। আবার প্রদেশানুসারে ও এই ভেদ বিপুলীকৃত হইয়াছে, শ্রীবাস্তব, মাথুর, গৌড় প্রভৃতি চিত্রগুপ্ত কায়েস্থের যে দ্বাদশ শাখা তাহা এই প্রাদেশিক ভেদ মাত্র। এই ভেদেও প্রধান্যের সূচনা আছে। আমাদের পিতৃদেব চিত্র যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন, তবে তিনি জেতৃবেশে যে স্থানকে এইক্ষণ 'চিত্রল' বলে, তথা হইতে আসিয়া সরস্বতীতীরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।—

চিত্রল হইতে তিনি বিজেতার বেশে।
আসিয়া ছিলেন সেই সারস্বত দেশে॥

সত্যনারায়ণের পুঁথি।

এই চিত্র সরস্বতীতীরে পুরোহিত সোভরিকে ও তত্তীরস্থ অন্যান্য রাজন্য বর্গকে যে অর্থদান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুটী ঋকে প্রকাশ পাইতেছে,—

করিলা কি ইন্দ্র এই ধন বিতরণ?
অথবা সুভগা সরস্বতী দিলা ধন?
অথবা হে চিত্র! তুমি করেছ প্রদান
আমাকে, কেননা আমি হব্য করি দান?
অন্য যে সকল রাজা সরস্বতীতীরে
বাস করে তাঁহাদিগে, মেঘ যথা করে
বারিদ্বারা, চিত্ররাজ করিলেন প্রীত,
প্রদান করিয়া ধন সহস্র অযুত। ১৮

বেদসংহিতা ২৪ ভাগ ৮ম মণ্ডল ৭৭সূক্ত।

আমাদের পিতৃদেবের আদি বাসস্থানের নিকট যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা তখন কায়স্থনামে পরিচিত না হইলেও জেতৃবংশ এবং তাঁহারাই কালক্রমে শ্রীবাস্তব কায়স্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীবাস্তবেরা এজন্য তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিয়া থাকেন। অল্পদিন হইল আমি মুরশিদাবাদের অন্তর্গত অজগরপাড়া গ্রামে লালা রামচন্দ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। গতবৎসর তাঁহার এক পৌত্রীর আরা জিলায় বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম পাটনা, ভাগলপুর, বেহারের এই নিকটবর্ত্তী জিলা গুলিতে আদান প্রদান করেন না কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন ঐ স্থানের কায়স্থ সব অম্বষ্ঠ আমরা শ্রীবাস্তব হইয়া অম্বষ্ঠের সহিত কি ক্রিয়া করিতে পারি? শ্রীবাস্তব কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব কেন, তাহা তিনি জানেন না কিন্তু তাঁহাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব আছে এ আত্ম-গৌরব তিনি ভুলেন নাই। ইহাকেই স্থান-প্রাধান্য বলিতেছি; শ্রেণী-ভেদ এইস্থান প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে।

কৌলিন্যও স্থান প্রাধান্যের ফল, তবে ইহা বর্ণ ভেদের আদর্শে বংশপ্রাধান্যে পরিণত হইয়াছে। ইহারই পরবর্ত্তী অবস্থা পণপ্রথা, কেননা ইহা প্রাধান্যেরই মূল্য গ্রহণ রীতি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পণপ্রথার জনক কৌলীন্য, পিতামহ শ্রেণীভেদ, প্রপিতামহ বর্ণভেদ বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য।

কায়স্থসভার এক বিচিত্র বুদ্ধি এই যে ইহারা পণপ্রথার পিতামহকে চ্যবন-প্রাস খাওয়াইয়া নবযৌবন সম্পন্ন করিতে চাহেন। এই অতিবৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পড়িয়া নিরন্তর ধক্ ধক্ করিতেছে, বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতেছে তথাচ কায়স্থ ধুরন্ধরেরা তাহাকে চ্যবন-প্রাস গিলাইতেছেন। তাঁহারা একথা ভাবেন না যে যদি এই বৃদ্ধ যযাতির মত নব-যৌবন প্রাপ্ত হয় পণপ্রথার মূলে বারিসিঞ্চিত হইবে, ইহা আর শুষ্ক হইয়া অন্তর্হিত হইবে

না। ফলে কায়স্থ কার্য্যের কোন তাল-মানলয় ঠিক হয় নাই। যদি পণপ্রথা উঠাইতে হয়, তবে কেবল কৌলিন্য শিথিল করিতে হইবে এমত নহে, বর্ণভেদও শিথিল করিতে হইবে।

বর্ণভেদ যে ক্রমশঃ মৃত্যুরদিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা কেবল আমাদেরই মত এমত নহে; অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিরও এইমত। মহানুভব রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, এই বিষয়ে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন আমি তাহার কতকাংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি তখন বেদসংহিতায় ২য় ভাগ অনুবাদ করিতেছিলাম এবং মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত আমার পত্রব্যবহার হইত। ঋগ্বেদ সংহিতায় যখন বর্ণভেদ সমর্থন করে না উহা যখন প্রকাশিত শাস্ত্রের আদেশ নহে পরন্তু ঐ বর্ণভেদ বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য হইতে যখন বিপুল অনিষ্টপাত হইয়াছে ও হইতেছে তখন উহা কি উঠাইয়া দেওয়া যায় না এজন্য আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম একটী ভারতব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিয়া বর্ণভেদ শিথিল করার কি কোন চেষ্টা করা চলে না এবং তিনি তাহার কর্ণধার হইতে কি স্বীকৃত হইবেন। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই ;—

Barada,
May 18, 1907.

I am glad to get your letter of the 14th informing me of the excellent literary work you are doing. * * *

2. The caste system is being slowly relaxed through modern influences. I don't think any agitation will do any good.

Yours sincerely
R. C. Dutt

বর্ণভেদ বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য যে মৃত্যুরদিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা ব্রাহ্মণেরাও স্বীকার করেন। একজন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ করণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লোকগণনার রিপোর্ট আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে শতকরা ১৮ জন ব্রাহ্মণ যজন যাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে লিপ্ত আছেন। সুতরাং শতকরা ৮২জন ব্রাহ্মণ অন্যবর্ণের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বোধকরি অনেকেই কায়স্থ ও নবশাখের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সমান পদবীবোআসিয়াছেন। ইহাদিগকে ফিরাইয়া নিয়া যদি ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের পুনরুন্নতি করিতে হয়, এইরূপই যদি কায়স্থসভার উদ্দেশ্য হয়, তবে পণপ্রথা উঠাইবার কথা আর মুখে আনিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পণপ্রথা বর্ণভেদের চরম কুফল। ইহার মূল্যোৎপাটন করিতে হইলে কৌলিন্য, শ্রেণীভেদ ও বর্ণভেদ সকলের মূলেই আঘাত করিতে হইবে। (ক)

ভারতব্যাপী কায়স্থান্দোলন এই স্বভাবিক উদ্দেশ্য অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা যেমন একদিকে বঙ্গদেশীয় কৌলীন্যের মূল

(ক) এই প্রকার সমাজ-বিপ্লব-উত্তেজক মতের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই ইহা অসম্ভব ও মহানর্থকর।

সম্পাদক

সংহত করিবে, তেমন অপরদিকে বর্ণ-ভেদ বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের হ্রাস সম্পাদন করিবে। প্রাদেশিক ভেদ ত অগ্রেই তোপের মুখে পড়িয়াছে। কেন না, যাহারা ইহার উদ্যোগী তাঁহারা সকলেই (nationalism) বা জাতীয় একতার জন্য লালায়িত। দেশের এই গভীরতর স্বার্থের দ্বারে অন্যান্য ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি আত্মবলি প্রদান করিলে দেশের অনন্ত উন্নতির সহায়তা করিবে। যাঁহারা ইহার পরিপন্থী, অন্তিম মনস্তাপই তাঁহাদের পুরস্কার।

কিন্তু এই জাতীয় একতা কি অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভাবিত? ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থা গর্ভবতী স্ত্রীর ন্যায়; ইহা হইতে নিশ্চয়ই জাতীয়-একতা জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ-কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রসবকাল আসিবে না, এজন্য মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাব খুব সময়োচিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে মাননীয় মিত্র মহাশয়ের সংযোগী দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার প্রস্তাব মধ্যে যেমন প্রকৃত জাতীয়তার অঙ্কুর রহিয়াছে তেমন পণ-প্রথা ধ্বংসের উপকরণ সমূহও লুক্কায়িত আছে।

অনেকের বিশ্বাস এই সভা সমিতি করিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পণ-প্রথা উঠাইয়া দিব। এরূপ চেষ্টায় আমাদের বিশ্বাস অতি কম! বাজারের দর যাহা প্রয়োজন ও আমদানির উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করিয়া কমান বড় দায়। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া আজকাল চাউলের দরও কমাইতে পারিতাম। পণ কমাইতে হইলে বর-কন্যার আমদানি বৃদ্ধি করিতে হইবে; বিবাহ-বৃত্ত প্রসারিত করিতে হইবে; অসবর্ণ বিবাহ ব্যতীত ইহা আর সম্ভাবিত হইতে পারে না।

কেহ হয়ত বলিবেন কুলীনেরা আপনাদের মধ্যে কতক গুলি গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া তদন্তর্গত থাকিতে চাহেন, তাহার বাহিরে যাইতে গেলেই যখন টাকা চাহিতেছেন, তখন বর্ণান্তরে বিবাহ বিস্তার ত আরও টাকা দাবির কথা। ইহা সত্য, আবার ইহাও সত্য যে যে সকল স্থানে বঙ্গবিজেতৃ কায়স্থ বংশধরগণ যাইতে ইচ্ছা করেন না, সে সকল স্থানেও কুলীনেরা যাইয়া কায়স্থ ধর্ম্মের (proselytising) নীতি সজীব রাখিতেছেন। ফলতঃ কৌলীন্যের মূলসূত্র ও এই (proselytising) নীতি লক্ষ্য করিয়া আদিষ্ট হইয়াছিল।—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুল লক্ষণম্॥

ইহাতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। বরঞ্চ অসবর্ণ বিবাহে ইঙ্গিতই যেন ইহার লক্ষ্য। কেবল গুণ-গ্রাহিতা আদান প্রদানের মূলভিত্তি হইয়াই যেন এই রাজাজ্ঞার উদ্দেশ্য। ফলেও আমরা কুল-গ্রন্থে দেখিতে পাই কোন কোন কুলীন বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা ধীবরের সঙ্গে ও যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন।

ইহা দোষের কথা নহে; শাস্ত্র বলিয়াছেন "স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি"। বল্লাল নিজেই ডোম কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তাঁহার বাল্যজীবন গঠিত করিয়াছিল। তৎকৃত কুল-লক্ষণে অসবর্ণ বিবাহ লক্ষ্য না করিলে আমরা বিস্মিত হইতাম!

দেশে যদি স্তাবক কুল-লেখকের পরিবর্ত্তে

নির্ভীক ইতিবেত্তারা কায়স্থ পরিবার গুলির মূলানুসন্ধান করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস হয় খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ দ্বারা যতলোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, কৌলীন্যপ্রথার ফলে ততোঽধিক সংখ্যা কায়স্থ পরিবারের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। কৌলীন্যের এই সুধাময় ফল আমরা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছি কেন?

তবে ইহার এক কারণ এই যে কৌলীন্য, সমাজের অধস্তর হইতে যত গ্রহণ করিয়াছে, ঊর্দ্ধস্তর হইতে তত, এমন কি কিছুই গ্রহণ করে নাই। বহু ব্রাহ্মণ অনেক দিন হইতে কায়স্থ-ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; বহু বৈশ্য কায়স্থায়িত হইয়াছেন কিন্তু কৌলীন্য এসকল স্থান হইতে বিশেষ কিছু গ্রহণ করেন নাই; কৌলীন্য শূদ্রত্বমুখী; এজন্য কায়স্থের বিশেষতঃ বঙ্গবিজেতৃ কায়স্থের কিছু ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু সে সামান্য ক্ষতি ধর্ত্তব্য নহে। এইক্ষণ যদি কায়স্থক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন (ইহা ঠিক অসবর্ণ বিবাহও হয় না) তবে দেশের ও দশের প্রকৃত মঙ্গল উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) ও বৈশ্য একবর্ণ, ইহা তিনটী পৃথক্ বর্ণ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রম, শূদ্র পৃথক্‌বর্ণ হইতে পারে; কিন্তু শূদ্র কোথায়? কোন জাতি ত আপনাকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তবে অল্প আর অধিক। ফলে জাতীয় একতার প্রকৃত ভিত্তি বিবাহক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, এইক্ষণ এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য বহু শ্রমীর প্রয়োজন। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন শস্যত প্রচুর কিন্তু কাটিবার লোক স্বল্প। আমরাও তাহাই বলি, কায়স্থের বিবাহক্ষেত্র অতি প্রসারিত, কিন্তু সাহসিক যুবকের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। দেশের উপাধিধারী অর্থশালী, বিলাতফেরত ও সুশিক্ষিত যুবকগণ তাঁহাদের ডাহিন ও বাম হইতে সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন না কেন? সুশিক্ষিতা কায়স্থ অঙ্গনারা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য হইতে পতি গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এবং তাহা হইতে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মূল পত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন না কেন? (খ)

সমাজ যদি হিন্দুত্বমূলে পুনর্জ্জীবিত করিতে হয়, তবে প্রকৃত হিন্দুত্ব কি আগে বুঝিতে হয়। বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব বর্ণ-ভেদ-পূর্ব্ব, ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা। (গ) বর্ণ-ভেদ সৃষ্টির প্রথম হইতে উৎপন্ন, এই ভ্রমবশতঃহিন্দুত্বের অতি উজ্জলতম অবস্থার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে না। লোকে বিবেচনা করে বর্ণভেদ এবং তৎপরবর্ত্তী অসংখ্য জাতিভেদই হিন্দুত্ব-জ্ঞাপক। কিন্তু ইহা হিন্দু দেহের দীর্ঘ-কালস্থায়ী রোগবিশেষ। এই রোগ-বীজ উত্তেজনা করিয়া হিন্দুর প্রকৃত স্বাস্থ্য আনয়ন করা দুরাশা মাত্র। এজন্য যদি ব্যাপকভাবে সমাজ সংস্কার করিতে হয়, হিন্দুর আদি-বিজেতৃভাব-সম্পন্ন-নববলদীপ্ত-উজ্জল

(খ) বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে এই নিয়ম প্রচলিতছিল। কায়স্থ সমাজে অধুনা বিদুষী রমণীর অভাব নাই।

সম্পাদক।

(গ) ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বংব্রাহ্মমিদং জগৎ। বৈদিকযুগে বর্ণভেদ ছিল না।

সম্পাদক]

বর্ণভেদপূর্ব্ব সভ্যতাই অনুকরণ করিতে হইবে। ইহাতে ভারতের উর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বস্তরের স্বার্থ তুল্য ভাবে বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভব। অধস্তর গুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া বর্ণ প্রধান্যের অট্টালিকার পুনঃ সংস্কার প্রয়াস কেবল উদ্যমচেষ্টার অপব্যবহার মাত্র। (ঘ) এজন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বেদানুমোদিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ বর্ণভেদ শূন্য হিন্দুত্বের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পণ-প্রথার উচ্ছেদন সম্ভবপর নহে। কায়স্থ এমন কি সকল জাতি একবাক্যে মতিমান ভূপেন্দ্রনাথ বসুর প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার সহায়তা করা উচিত। ইহাই পণ-প্রথার মূলোচ্ছেদন ও জাতীয়তা উৎপাদনের অভ্রান্ত উপায়। (ঙ)

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(ঘ) এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ লেখকদিগের অভিমত আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সম্পাদক।

(ঙ) এই প্রবন্ধমধ্যে লেখক মহাশয়ের অনেক কথাই সত্য, তাঁহার সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে! কিন্তু "অসবর্ণ" বিবাহ সমাজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সবর্ণ-বিবাহ পূর্ণভাবে প্রচলিত হওয়া কি আবশ্যক নহে? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতিব্যূহ-মধ্যে পটী, শ্রেণী কতশত বিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই সমস্ত বিভাগ তিরোহিত না হইলে অসবর্ণ বিবাহ চলিতে পারে না। বিশেষ লেখক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইবার আগে বঙ্গে ৪টী বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় এই প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব্রাহ্মণগণ পূর্ণভাবে আজিও স্বীকার করেন না। আমাদের দৃঢ়ধারণা এই যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংস্থাপিত হইলে ইহাদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ, বৈদিক কালের ন্যায় প্রচলিত হইবে। দ্বিজত্বের (উপনয়নের) প্রভাবে এই তিনটী জাতির একত্ব বিধান অনতিদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। এই মিলন পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিবার্য্য ফল; কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত সামাজিক অশান্তি দেশহইতে দূরীভূত হইবে না। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এই বিষয়ে মনোযোগী হউন। এই তিনটী জাতির উত্তর-পুরুষগণ যখন ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখিবেন না, তখন এই তিনটী জাতির মিলন, আদান, প্রদান নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে। রাত্র্যাবসানে যেমন সূর্য্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী তেমনি এই তিনটী জাতির মিলন অপরিহার্য্য। এই মহামঙ্গলকর পরিবর্ত্তন, বর্ত্তমান কালের কুসংস্কার-সম্পন্ন অনুদার বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের তিরোধান ব্যতীত কার্য্যে পরিণত হওয়া সুকঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। এই জন্য আমরা যজ্ঞোপবীতের এতদূর পক্ষপাতী! অগ্রগামী চিন্তকদিগের (ahead-thinkers) মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় অন্যতম। এইমাত্র আমরা এইক্ষণ বলিতে পারি। আমাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা আর দূরতরদেশে প্রবেশ করিতে অক্ষম।

সম্পাদক।

কুমিল্লা প্রাদেশিক সমিতি।

বিগত এপ্রেল মাসে গুডফ্রাইডে পার্ব্বণোপলক্ষে দেশে অনেক সভা সমিতি হইয়াছে; তন্মধ্যে কুমিল্লায় যে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমিতির অধিবেশন হয় তাহাতে বঙ্গবাসীর মঙ্গলের অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। এই সকল সমিতি দেশের শুভচিহ্ন, ইহাদের প্রভাবে আমাদের মনে একটী জাতীয় ভাব জাগরিত হইতেছে। আমাদের কি কি অভাব ও কি কি উপায়ে তাহাদের নিরাকরণ হয় তাহা ও বুঝিতে পারি।

১। বিগত ১১ই ও ১২ই এপ্রেল শনি ও রবিবারে কুমিল্লা টাউনহলে উক্ত সমিতির একটী বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে ২টী শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিঃ রসুল ও সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী কলিকাতর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মহোদয় ইহারা যে বক্তৃতা দেন তাহার সারাংশ আমরা অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দিলাম।

২। মিঃ রসুল বলেন—উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরীর নাম হইতে এই প্রদেশের নামকরণ হয়। মুসলমানগণ ইহাকে জাজপুর অর্থাৎ জাহাজপুর আখ্যা দিয়া থাকেন। কারণ মোগলদিগের নৌবিভাগের (Navy) কেন্দ্রস্থান এই স্থানে ছিল। এই স্থানের জাহাজাদির সাহায্যে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজন্যগণ বলিয়াথাকেন যে মহাভারতে বর্ণিত ক্ষত্রিয় ত্রিলোচনদেব তাঁহাদের আদি পুরুষ ছিলেন। অতি প্রাচীনকালের বাঙ্গলা ভাষায় রচিত রাজমালা গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ লিখিত আছে।

৩। আমাদের দেশে দারিদ্র্য প্রধান সমস্যা; অধিকাংশ প্রজাগণ পূর্ণ আহার কাহাকে বলে জানে না। এই দৈন্য ইংরেজ শাসনে বৃদ্ধি হইতেছে কিনা তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সহর নগরে প্রজাগণ কথঞ্চিৎ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইলেও সমগ্র ভারতের প্রকৃতি-পুঞ্জের অবস্থা শোচনীয় তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। এই দৈন্য নিবারণকল্পে কৃষির উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এই চেষ্টায় শাসন কর্ত্তাদিগের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। কর্তৃপক্ষগণ আমাদের দৈন্য নিবারণ জন্য যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমাদের আরও অনেক প্রার্থনা আছে, কি উপায়ে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও নৈতিক উন্নতি হইবে, তাহার সুচিন্তিত ব্যবস্থা শাসন কর্ত্তাদের নিকট উপস্থিত করা আমাদের কর্ত্তব্য।

৪। পল্লী-স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় তজ্জন্য শাসন কর্ত্তাদিগকে সম্পূর্ণ দোষী করা

উচিত নহে। পল্লীবাসীগণের ও বিশেষ দোষ আছে। জলকষ্ট তাহাদের প্রধান অভাব। পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠমাস ছয়মাসকাল পানীয় জলের অভাবে তাঁহাদের কষ্ট, কীর্ত্তন করা অসম্ভব। বঙ্গে নদনদী সকল ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। রেল রাস্তার সুবিধার জন্য সেতু বন্ধন কার্য্যে নদনদী সকল প্রস্তর দ্বারা সংকীর্ণ করা হইতেছে। (ক)। পল্লীগ্রামে পানীয় জলের পুস্করিণী ও কূপের অত্যন্ত অভাব। এই সম্বন্ধে ডিষ্ট্রিক্‌বোর্ডের অর্থব্যয় সমুদ্রে বিন্দুপতনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

৫। জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা, ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন দেখাইয়া হিন্দু-মুসলমান জাতির মধ্যে মিলনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেন। রাজার ব্যবস্থাপক সভায়, মিউনিপালিটী ও বোর্ডে হিন্দু ও মুসলমানদিগের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচন প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলেন যে ইহাতে হিন্দু মুসলমান মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট হইতেছে। রাজার পক্ষে এই প্রকার ভেদ-প্রণালী সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। বিচার বিভাগ (judicial) কে শাসন বিভাগ (executive) হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা উচিত, নচেৎ বিশুদ্ধভাবে বিচার কার্য্য চলিতে পারে না। কন্‌গ্রেসের সাম্বাৎসরিক অধিবেশনে সে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটি কেন্দ্রশক্তি-সমন্বিত-সমিতি কলিকাতা মহানগরে সংস্থাপিত করিয়া বোম্বাই মান্দ্রাজ এলাহাবাদ, লাহোর ইত্যাদি স্থানে শাখাসমিতি সংস্থাপিত করা আবশ্যক হইয়াছে। এই প্রকার প্রণালী সুদৃঢ়রূপে পরিচালিত করিতে পারিলে দেশে একটা একত্ব এক জাতীয়তা সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত অস্ত্র আইনের নিয়মাবলী দেশের বহু অনিষ্ট সংসাধন করিতেছে, এমন কি নিরপেক্ষ প্রজারঞ্জক ইংরেজ শাসনপ্রণালীকে ও লোকে দোষী করিতেছে। ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে কি ? ক্রীড়াক্ষেত্রে কলিকাতার ময়দানে যখন ইংরেজও ফিরিঙ্গীবালক গণ ও সশস্ত্র পরিক্রমণ করে, তৎকালে আমাদের কৃতবিদ্য সুদৃঢ়-কায় যুবকগণ কি মনে করিয়া সেই বিসদৃশ দৃশ্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। "বিশ্বাস করিলেই বিশ্বাস পাওয়া যায়" আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ এই মহানীতির অনুসরণ করিয়া অস্ত্র-আইনের কঠোরতা মন্দীভূত করিবেন, আমরা আশা করি।

৬। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় একটী অতিবৃহৎ বক্তৃতা করেন। আমাদের ক্ষুদ্রকায় পত্রিকায় তাহার সারাংশ দেওয়া ও অসম্ভব। তাহার মধ্যে ২।৪টী বিশেষ দরকারী কথায় উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৭। সভাপতি মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—ইংলণ্ড তাহার

(ক) এই প্রকার সেতুবন্দনে নদনদীর কি দুরবস্থা হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। শাসনকর্ত্তাগণ একবার চিন্তা করেন না যে রেল-কোম্পানীর সুবিধার জন্য তাঁহারা প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। দেশে নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে রোগশোকে প্রজাগণ মৃত প্রায় হইতেছে। বঙ্গদেশে এক মাত্র পদ্মানদী প্রবলাছিল, তাহাকেও সারা-সেতুদ্বারা বিধ্বস্ত করা হইল।

সম্পাদক।

সাম্রাজ্য মধ্যে মিশ্রিত হয় নাই ; England is not merged in her empire ; মিশ্রিত যতদিন না হইতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার প্রভুশক্তি চিরস্থায়িনী হইবে না। ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ এই মিশ্রণের নিদারুণ পরিপন্থী! পরস্পরের সাহায্য mutual co-operation ভিন্ন রাজ্য শাসন চলিতে পারে না। প্রজার সাহায্য ভিন্ন রাজার উন্নতি হয় না, এবং রাজার সাহায্য ভিন্ন প্রজার উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু আমাদিগের হতভাগ্য দেশে প্রজার সাহায্য ভিন্ন রাজ-কার্য্য, রাজ-শাসন চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং প্রজার প্রকৃত অভাব কি তাহা রাজা বুঝিতে পারেন না। যে সমস্ত ইংরাজ এদেশবাসী হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা আহরণ করিতেছেন, তাঁহাদের স্বার্থের সহিত শাসন-কর্ত্তাদের স্বার্থের এক-যোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে আমাদের স্বার্থ তাঁহাদের প্রতিকূলে ধাবিত হয়। সকল বিভাগেই ইংরাজ-প্রাধান্য থাকে ইহাই ইংরাজদিগের ইচ্ছা; ইংরাজ-প্রাধান্য অর্থে অধিক পরিমাণে ইংরাজ কর্ম্মচারী, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপায় কি ? প্রতি বৎসর শতসহস্র কৃতবিদ্য ভারতীয় যুবকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে উপাধি গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের জীবিকার সংস্থান করা রাজপুরুষ দিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য নচেৎ দেশে অশান্তি অনিবার্য্য। দেশের লোকের অন্ন সংস্থান করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে বিদেশীয় দিগকে কর্ত্তৃপক্ষগণ দিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা হইতেছে কেন ?

৮। দেশীয়দিগের প্রধান সমস্যা চতুর্ব্বিধ, অন্ন-বস্ত্র, জল, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। প্রত্যেক বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের বাক্যগুলিতে সভাস্থ প্রতিনিধি-বর্গের হৃদয়-তন্ত্রী সমবেদনায় বাজিয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রকৃতি-পুঞ্জ শতকরা প্রায় ৮২ জন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষির উন্নতিকল্পে রাজপুরুষদিগের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। অধুনা তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে সকল কৃষি-ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। আমরা তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞ। (খ) কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ব্যাঙ্ক সাগরে বিন্দুপতনের ন্যায় এবং সুদের হার ও খুব বেশী।

৯। আমাদের প্রজানুরক্ত মহামহিম সম্রাট্, ভারত পরিদর্শনকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি নিরন্তর আশা করি আমার ভারতের প্রজাগণ আমার রাজ্যানুশাসনে সভ্যতা, সুখ ও সমৃদ্ধির গৌরবে পরিশোভিত হইয়া অন্যান্য সভ্যজাতি ব্যূহের সহিত সমকক্ষতা লাভ করিতেছে, আমি দেখিতে চাই আমার ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জ দৈহিকবলে ও মানসিক শক্তিতে উচ্চপদ লাভ করিতেছে, আমি দেখিতে

(খ) কতকগুলি পাশ্চাত্য দেশে রাজাই উত্তমর্ণের (মহাজনদের) স্থান অধিকার করিয়াছেন। এবং অনেক স্থানে স্বল্পসুদে (শতকরা বার্ষিক ৫, কি ৬, টাকা।) প্রজাদের কর্জ্জ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ক্ষুদ্র ডেনমার্ক দেশ সর্ব্বপ্রধান। ডিনামারদের মধ্যে দারিদ্র্য নাই বলিলেও হয়।

সম্পাদক।

চাই আমার প্রজাগণের প্রত্যেকের গৃহ সুখ ও সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং আমি দেখিতে চাই যে আমার সমগ্র-ভারত-সাম্রাজ্য বিদ্যালয় নিকর দ্বারা একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পরিপূর্ণ হইতেছে ইত্যাদি।"

১০। আমাদের সম্রাট্ আমাদের মনের সকল আকাঙ্ক্ষাই নিজে প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনে সম্রাটের বাক্যগুলি সার্থক হইবে আশাকরিয়া সকলপ্রকার দুঃখ ও দৈন্য ধীরভাবে আমরা সহ্য করিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবন লাভকরিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করুণ ইহাই আমাদের ঈশ্বরের নিকট সকরুণ প্রার্থনা।

১১। সভাপতি মহাশয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষগণ রাজ্যানুশাসনে দেশীয়দিগের সাহায্য আবশ্যক মনে করেন না। অষ্টিন্ চ্যাম্বারলেন সাহেব এই সভাগুলির বর্ত্তমান অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "যদি ইহাদের অভিমতানুসারে আমরা কার্য্য করিতে না চাহি তবে ইহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনার কি প্রয়োজন ছিল"? ফলতঃ দেশীয় বেসরকারী (non-official) সভ্যগণের প্রায়শঃ কোনও অভিমত এই সকল সভায় গৃহীত হয় না।

১২। দেশের মধ্যে চুরি ডাকাতীতে একটী প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। পোলিশ ইহার নিবারণ কল্পে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না। দেশীয় গণের সাহায্য চান, কিন্তু ডাকাতগণের সহিত সংঘর্ষকালে যে সকল অস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের হস্তে দিতে ইচ্ছা করেন না, তবে কি প্রকারে আমরা তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারি? জলপ্লাবনকালে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ যে প্রকার নিঃস্বার্থভাবে প্লাবনে-পরিক্লিষ্ট নরনারী বালক বালিকাগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার ও অন্নকষ্ট, বস্ত্রহীনতা নিবারণ করিয়াছিল তাহা দেখিয়া ও কর্ত্তৃপক্ষগণ কি আশা করিতে পারেন না যে আত্মরক্ষার অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলে ইহাদের বাহুবলেই দেশের চোর ডাকাতগণ দমিত হইতে পারে।

১৩। দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া রাজ্য শাসনের ব্যয় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সমস্ত উচ্চবেতন আমরা দিতেছি, দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ঐ সকল পদেনিযুক্ত করিতে পারিলে অনেক অর্থব্যয় কমিয়া যায় এবং কার্য্যের উত্তমতা ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তৎপ্রতি শাসন কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি দেখি না। সভাপতি মহোদয় একটী ব্যয়ের তালিকা দিয়া উক্ত মন্তব্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিলেন। আমাদের দেশোৎপন্ন অর্থদ্বারা দেশীয় দিগকে ভরণ পোষণ করা কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য নহে কি? সুসভ্য ইংরাজ শাসনে দেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রভুত্ব দেশীয় গণেরহস্তে আজিও দেওয়া হইতেছে না ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে কি?

১৪। এই প্রকারে সভাপতি মহোদয় নানাবিষয় অবতারণা করিয়া আমাদের উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করেন। রাজভক্তি হৃদয়ে ধারণকরিয়া, আইন আদালতের আজ্ঞাশিরে গ্রহণ করিয়া আন্দোলন ও স্বায়ত্ব শাসন নিজহস্তে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য

আমরা আশাকরি উদার-নীতিক ইংরেজ রাজ্যে আমাদের সুখ সমৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইবে ইতি।

সম্পাদক।

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

এক দিন বারণেস যথারীতি মাধ্যাহ্নিক বাজার করিয়া প্রত্যাগমন করত তাঁহার স্বামীকে কহিলেন—প্রিয়তম! অদ্য লিগ্রাণ্ড হোটেলে (Legrande hotel) আমার একজন পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তোমার সহিত প্রথম দর্শনের পূর্ব্বে, ডিক্ ম্যানারিং আমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তৎকালে তিনিএকজন শ্রম-শিল্পী ছিলেন। আমার পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার তৎকালীন আয় যৎসামান্য ছিল বলিয়া পিতা এই বিবাহে মত দেন না, তাহার পর লোকটা কোথায় চলিয়া যায় আর দেখা হয় না ইহার কিছুদিন পরে তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়।

গ্রে—তোমার সহিত তাঁহার কি আলাপ হইল?

বারণেস্—তাই ত বলিতেছি, আমাকে দেখিয়া ম্যানারিং কহিল "আমি আজ ১০।১২ দিন এখানে আসিয়া অনবরত তোমার অনুসন্ধান করিতেছি, অদ্য তোমাকে দেখিয়া সকলকাম ও উল্লাসিত হইলাম। গত তিন বর্ষকাল আমেরিকায় থাকিয়া প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে বিবাহ করিয়া লণ্ডনে বাস করিতে চাই। তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" আমার হাতে দস্তানা ছিল আমি খুলিয়া ফেলিলাম। আমার দক্ষিণ অনামিকায় উদ্বাহ-অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া অতিশয় বিমর্ষভাবে বলিল "তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে আর লণ্ডনে আমার প্রিয় বস্তু কিছুই নাই, আমি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কবে আমেরিকায় যাইবে, ম্যানারিং কহিল একমাসের পরে যাইব।

সেই রাত্রি নিশীথে স্বামী-স্ত্রী একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিল, একটী প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় বারণেস্ মেইশী স্বামীপার্শে গভীর নিদ্রায় বিভোরা। কিন্তু ডনষ্টানের সন্তাপিত হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। 'বিধাতার কৃপায় একটী অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি

হতভাগ্য অচিন্ত্যনীয়-কার্য্যকারণ-সংঘর্ষে চিরান্ধ হইলাম। অভাগার বিদগ্ধজীবনে আর চক্ষুষ্মান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা এই স্ত্রীরত্ন পৃথ্বীশ্বরের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবার উপযুক্তা (she can sit by an emperor's side and command him tasks) তাহাকে আমি চিরদুঃখিনী করিলাম। সংসার হইতে তিরোধান ব্যতীত আমার অন্যোপায় নাই। ঈশ্বর-প্রেরিত ধনবান্ ডিক্‌ম্যানারিং এই সময়ে লণ্ডনে উপস্থিত। আমি লোকান্তরিত হইলেই সে আমার বারণেসকে বিবাহ করিবে, সাধ্বীর অমূল্য জীবনের কণ্টকস্বরূপ আমার দগ্ধদেহ বিসর্জ্জনের সময় আসিয়াছে, আর বিলম্বে কাজ কি?

ডনষ্টান্ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ইংরেজ মৃত্যুকে সে কখন ভয় করে না। ইহার ৪।৫ দিন পরে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইল। এক দিন অপরাহ্নে কোনও বন্ধুবাটী নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাইবার সময় বারণেস যথা রীতি স্বামীকে প্রীতি-চুম্বন করিতে যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি ডনষ্টান্ উন্মত্তের ন্যায় পত্নীকে বহুপাশে আবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিল। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চিন্তা রেখায় সমাকীর্ণ দেখিয়া বুদ্ধিমতী বারণেস্ কহিল—একি প্রিয়তম! তোমার মনে কি বেদনা উপস্থিত, আজ আমার নিমন্ত্রণে যাওয়া হইলনা। ইহা বলিয়া মাথার টুপী টেবিলে রাখিয়া দিল। ডনষ্টান্ অপ্রতিভ হইয়া পত্নীকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কহিল—অন্ধব্যক্তির মনোকষ্টের কথা শুনিয়া কি করিবে তুমি অভিষ্ট স্থানে গমন কর, চিন্তার কোনও কারণ নাই। বারণেস কহিল প্রিয়তম! আমোদ আহ্লাদে যোগদান করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছাহয় না। তোমার সীমাহীন দুঃখে আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বদা সন্তাপিত ও ব্যাকুলিত; বলিতে বলিতে সুন্দরীর আয়তেন্দীবর লোচনদ্বয় হইতে মুক্তাফলনিভ অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। সাধ্বীকে রোরুদ্যমানা বুঝিয়া ডনষ্টান্ রুমাল দিয়া তাঁহার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিল—প্রিয়ে, শোকাবেগ সংবরণ কর,বেলা অবসান-প্রায় বন্ধুগৃহে প্রস্থান কর। বারণেস কহিল আইস আমার প্রাণেশ, তোমার মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

তখন স্বামী স্ত্রী নতজানু হইয়া সম্মুখস্থ টেবিলের নিকট উপবেশন করত কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। যখন বারণেস্ বলিল—প্রভো প্রলোভনের পথে আমাদের লইওনা (Lead us not unto temptation) তখন প্রেমের নিষ্প্রভঃ চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

পশ্চিমাকাশ হইতে সূর্য্যের ক্ষীণপ্রভা গবাক্ষপথে যুবকযুবতীর গোলাপ-বিনিন্দিত গণ্ডস্থলে নিপতিত হইয়া লাবণ্য-দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল, অস্তমিত অরুণরাগে সুরঞ্জিত, দম্পতির ভক্তিপ্রেমে অবনত, ভীতভীত, রোমাঞ্চিত দেহ, গৃহমধ্যে একটী স্বর্গীয় প্রভা-বিকীর্ণ করিতেছিল। হায়! হায়! লেখকের কল্পনা চক্ষুব্যতীত আর কেহই এই স্বর্গীয় চিত্র দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত্তমধ্যে শোক রোগ নৈরাশ্য কোথায় যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং নবীন আশার পূর্ণপ্রভাবে হৃদয়পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই অনন্ত পুরুষের সংস্পর্শে

দম্পতিযুগল পূতদেহে পূতমনে গাত্রোত্থান করিল। যাইবার সময় বারণেস বলিল—প্রিয়তম! আমি রাত্রি ১০ টার সময় ফিরিব। ইতিমধ্যে তুমি তোমার নৈশাহার আজ একলাই শেষ করিয়া রাখিবে। পরিচারিকা যথা সময়ে তোমার আহারের আয়োজন করিয়া দিবে, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গেলাম।

সুন্দরী গৃহহইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে ডনষ্টান্ গ্রে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন। সায়ং কালীন দীপমালা লণ্ডনে প্রজ্জলিত হইলে গ্রে বুঝিতে পারিলেন মহানগরী রাত্র্যম্বরে অবগুণ্ঠিত। অনন্তর তাঁহার সুদীর্ঘ যষ্টি হস্তে ধারণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন "এই সুখস্মৃতি বিজড়িতগৃহে ত আর ফিরিব না, জন্মের শেষে প্রাণভরিয়া দেখিয়া লই"।

২।৪ টী রাস্তা পার হইয়া যেমন অগ্রসর হইতেছিলেন সম্মুখে আঘাত প্রাপ্ত হইলে গ্রে বুঝিতে পারিলেন টেমস্ নদীর তীরে আসিয়াছেন। চক্ষুষ্মান্ জীবনে যে লৌহবিনির্ম্মিত বেঞ্চ খানিতে বারণেসের ক্ষীণকটীদেশ বামহস্তে আবেষ্টন করিয়া উপবেশন করত তরঙ্গিণীর উদ্বেল উর্ম্মিমালা সন্দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছেন, এই সেই পবিত্র বিশ্রামাসন। ডনষ্টান্ গ্রে মৃত্যুকে কখনও ভয় করে নাই, আজও করিল না। বিশ্রামাসন খানিকেও পশ্চাতে রাখিয়া দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়া ক্রমনিম্ন নদীগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন। মৃদুমন্দ সান্ধ্যবায়ুহিল্লোলে প্রশান্ত-বক্ষা, পূর্ণজলা টেমস্ তরঙ্গ রঙ্গে উর্ম্মিমালা গ্রথিত করিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছিল। ২।৪ টী ঢেউ তাঁহার পাদোপরি আছড়াইয়া পড়িলে ডনষ্টান্ বুঝিতে পারিলেন আর একটু অগ্রসর হইলেই সুগভীর জলে নিপতিত হইবেন। ঊর্দ্ধে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া কহিলেন—হে আমার ঈশ্বর একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে, আমার দর্শনশক্তি তোমার চরণোপান্তে অর্পণ করিয়াছি, আজ আমার জীবন সর্ব্বস্ব বারণেসের সুখের জন্য আমার আত্মাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম গ্রহণ কর—এই কথা কএকটী উচ্চারণ করিয়া নদীর গভীর তরঙ্গ মধ্যে বেগে লম্ফ প্রদান করিলেন। একটী পতনশব্দ নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইল, জলতরঙ্গ ক্ষণকালের জন্য আলোড়িত হইয়া, পূর্ব্বেরন্যায় স্রোতোমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অন্ধতানিবন্ধন ডনষ্টান্ বুঝিতে পারেন নাই, যে, যে স্থান হইতে তিনি লম্ফ প্রদান করেন তাহা একটী গ্যাশালোক স্তম্ভের পাদমূল। উক্ত আলোকস্তম্ভের নিকট লণ্ডনের জলপুলিশের একখানি নৌকা তীরে সংলগ্ন ছিল। একজন লোক নদীগর্ভে নিপতিত হইল দেখিয়া উক্ত পুলিশের লোক, তাহাদের নৌকা খুলিয়া স্রোতোমুখে ভাসমান ডনষ্টানের অচৈতন্য দেহ তাহাদের নৌকার উপর তুলিয়া লইল। দেখিল তাঁহার ললাট দেশহইতে গুরুতর আঘাত জনিত, অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে। এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থান ব্যানডেজ করিয়া নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে তাঁহাকে লইয়া গেলে তথায় তাঁহার নিয়মিত চিকিৎসা হইতে লাগিল।

(৩)

ডনষ্টানের পকেটে একখানি নোটবহি দৃষ্টে চিকিৎসক ঠিকানা জানিয়া বারণেসের নিকট সেই রাত্রিতেই সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রভাতের প্রাকালে ডনষ্টানের চৈতন্য হইল। তিনি সম্মুখস্থ কপালে দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন। কোথায় কি প্রকারে আসিলেন বুঝিতে পারিলেন না। নিকটস্থ ভৃত্যের নিকট অবগত হইলেন যে নদীস্রোত হইতে একটী সাধারণ চিকিৎসালয়ে আনীত হইয়াছেন। বুঝিলেন যে তাঁহার ললাটে যে ব্যানডেজ বান্ধাআছে তাহার কতকাংশ লম্বিতভাবে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবরিত করিতেছে এবং সেই আবরণের মধ্যে গৃহস্থিত দীপালোক তাঁহার নয়নে প্রবেশ করিতেছে। সম্পূর্ণ অন্ধত্ব প্রাপ্তির দিন হইতে বাহিরালোকের সহিত ডনষ্টানের কোনও সংস্রব ছিল না, আজ সেই আলোকের প্রতিবিম্ব তাহার নয়নপ্রান্তে অবলোকন করিয়া মহোল্লাসে "ডাক্তার ডাক্তার" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। নিকটেই চিকিৎসক ছিলেন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে ডনষ্টান্ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি উভয় চক্ষেই বেশ দেখিতে পারিতেছি ইহা কি প্রকারে হইল? চিকিৎসক কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—আপনার চক্ষে কোনও প্রকার আঘাত লাগে নাই তবে কপালে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

চিকিৎসাগারের গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রাতঃসূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে নিপতিত হইলে ডনষ্টান্ গ্রে আজ সম্বৎসর পরে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া শয্যোপরি উপবেশন করিবা মাত্র বারণেস ও পরিচারিকা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর মুখে সাধ্বী আত্ম-বিসর্জ্জনের সংকল্প, টেমস নদীতে লম্ফ প্রদান, একখানি ভাসমান কাষ্ঠ ফলকে সম্মুখস্থিত ললাটে আঘাত প্রাপ্তি, পরে হতচেতনা এবং অবশেষে চৈতন্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির পুনরাবির্ভাব ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া সুখদুঃখে অভিভূত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উপসংহার।

"উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপাগতারোহিণী যোগম্।"

দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রাপ্তিহইতে সপ্তাহত্রয় অতীত হইয়াছে, গ্রে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার কার্য্যজাত সম্পাদন করিতেছেন। একদিন নৈস ভোজনকালে, জ্যোৎস্না-পুলকিতা-মধুযামিনীতে পূর্ব্বজীবনের সুখস্মৃতি বিজড়িত বিটপ-শ্যামলচ্ছায়াতলে অবস্থিত দ্বিতল গৃহে উপবেশন করিয়া বারণেস জিজ্ঞাসা করিল—প্রিয়তম, তোমার দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রাপ্তির প্রকৃত রহস্য সম্পূর্ণভাবে ভেদ করিতে পারিতেছি না। ডনষ্টান্ কহিল—স্যার রিচার্ডের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে, তিনি যে দৃষ্টিসঞ্চারিণী আঘাতের (Constructive Shock) কথা বলিয়াছিলেন তাহাতেই আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি। যন্ত্রগৃহে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের আঘাতে আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়, স্রোতজলে ভাসমান কাষ্ঠ ফলকে উহার বিপরীত দিকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি ও প্রচুর

রক্তস্রাবের সহিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভাবনীয় কৃপায় আমি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করিয়াছি। আইস প্রিয়তমে, আজ নতজানু হইয়া সেই বিশ্বপালক জগদীশ্বরকে এই অপ্রত্যাসিত অনুকম্পার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

প্রেমভক্তি বিগলিত দম্পতি শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বারণেস যখন গদগদস্বরে কহিল—দয়াময়! প্রলোভনরাজ্যে আমাদিগকে লইওনা, আজিকার আহারের ব্যবস্থা কর (Lead us not unto temptation, grant us our daily bread) তখন ডনষ্টানের জ্যোতিস্মান্ চক্ষুর্দ্বয় হইতে পবিত্র অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আমরা এই অবকাশে শ্রীহরির পবিত্রনাম বারম্বার কীর্ত্তনকরিতে করিতে সুখদুঃখ-বিজড়িত এই দৃশ্যকাব্য (ক) সমাপ্ত করিলাম।

সম্পাদক।

(ক) এই সত্যমূলক ঘটনাটী লণ্ডনের থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার দ্বাদশ বার্ষিকাধিবেশন।

বিগত ৭ই এবং ৮ই আষাঢ় ১৩২১, মোতাবেক ২১শে ও ২২শে জুন ১৯১৪ রবি ও সোমবারে হাওড়া টাউনহলে উক্ত সভার দ্বাদশাধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম, এ ও হাওড়ার সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু বি এল, মহোদয়দ্বয় প্রমুখ উক্ত সভার সদস্যগণের উত্তম, যত্ন ও সংগৃহীত অর্থে অধিবেশনের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল; তজ্জন্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ উক্ত মহাত্মাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ রহিলেন।

২। হাবড়া টাউনহলের বহির্দ্দেশ চির-শ্যামল—দেবদারুপত্র-সমন্বিত তোরণাবলী ও মনোহর ধ্বজা-পতাকায় সুসজ্জিত ও অন্তর্গৃহ বৈদ্যুতিক-ব্যজন-মালায় ও প্রাচীর গাত্র নানাবিধ কারুকার্য্য সুশোভিত চিত্রে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ফলতঃ সভাপতি মিত্র মহোদয়ের আন্তরিক যত্নে ও তত্বাবধানে উন্মুক্ত প্রান্তর মধ্যস্থিত শ্যামল তরুচ্ছায়াতলে হাওড়া টাউন হলের ন্যায় মনোরম হর্ম্ম্য অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছিল। নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের বাসস্থান, এবং তাঁহাদের আহারাদির অতি সুন্দর ব্যবাস্থা করা হইয়াছিল। নিরন্তর-ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক ব্যজনী-

নিকর সভাস্থল স্নিগ্ধশীকর-সম্পৃক্ত-মৃদু-মারুত হিল্লোলে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। প্রথম দিবসে অপরাহ্ণ ১৷৷০ ঘটিকার সময়, অকস্মাৎ তারকাটিয়া পাখাগুলি নিশ্চল হইলে, সভ্যগণের গ্রীষ্মাপনোদনজন্য শত শত তালবৃন্ত আনিত হইয়াছিল। এই সময় জলযোগের ভূরি আয়োজনে সভ্য মহোদয়গণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

৩। প্রথম দিবসের অধিবেশন দিবা দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে বাদক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুর সঙ্গীতালাপ। সভা কুট্টিমের একদেশে উচ্চমঞ্চোপরি সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সদস্যগণ ও অন্যান্য নেতাগণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভদ্র মহিলাগণের জন্য কোনও স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি সামাজিক অঙ্গবিচ্ছেদের ন্যায় পীড়াদায়ক হইয়াছিল। কায়স্থ সমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন যুগে কায়স্থ সভার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কায়স্থমহিলাগণের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিতে না পারিলে, আমাদের সাফল্য লাভের আশা সুদূরপরাহত। অনেক সময়ে কায়স্থ মহোদয়গণ নিজের আন্তরিক ইচ্ছাসত্বে ও মাতা কি ভার্য্যার অনভিমতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিতেছেন না। আমরা নিরন্তর আশা করি যেখানেই কায়স্থ সভার অধিবেশন হউক না কেন, ভদ্র মহিলাগণের জন্য উপযুক্ত আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

৪। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বিলীন হইলে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় দেবভাষায় আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বিরচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হয়।

আজি সুপ্রভাত,　　এস ভ্রাতৃগণ,
প্রেমানন্দে মাতি শুভ-সম্মিলনে।
এস সবে বাঁধি,　　রহি নিরবধি,
প্রেম-ডোরে বাঁধা পরাণে পরাণে।
আশার অরুণ উঠিল গগনে,
ভাতিল চৌদিক বিমল কিরণে,
নব অনুরাগ জাগিল পরাণে,
পালিতে কর্ত্তব্য স্বজাতি কল্যাণে।
আত্মত্যাগ মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
লহ পুণ্যময় সমাজ হিত-ব্রত,
দূরীভূত কর অনাচার যত,
স্বজাতি উন্নতি গৌরব-বিধানে।
লভিয়ে জনম পূত আর্য্য-কুলে,
স্বজাতি গৌরব আছি মোরা ভুলে,
ঘোর অনাচার করি পলে পলে,
হইয়া প্রলুব্ধ মোহের ছলনে।
পণের প্রদাহে হাহাকার ধ্বনি,
উঠে গৃহে গৃহে দিবস রজনী।
নিরব নিস্পন্দ সে রোদন শুনি,
কি হেতু বিরত কর্ত্তব্য পালনে ?
এই ভাবে আর রবে কতদিন,
কন্যাদায়ে হল সমাজ শ্রীহীন,
বিবাহে বিষাদ কি ঘোর দুর্দ্দিন,
গেল সুখ শান্তি পণের পীড়নে।
মুছাও অশ্রুধার অভাগা ভ্রাতার,
কন্যাদায়ে তারে করহ উদ্ধার,
বিবাহে বেসাতি একি ব্যবহার ?
সর্ব্বনাশ হ'ল পণের আগুনে।
উগ্রমূর্ত্তি ধরি সামাজিকতা যত,
ব্যয়-প্রহরণে করে জর্জ্জরিত,

এ কণ্টক জ্বালা কর নিবারিত,
জাতীয় কলঙ্ক দারিদ্র্য মোচনে।

উক্ত সঙ্গীত,৪টী বিষয়ে সমাজকে আহ্বান করিতেছে। ১ম আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমাজের কল্যাণব্রত গ্রহণ কর। ২য় পূত আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়স্থের দ্বিজাচার আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ৩য় প্রজ্জ্বলিত পণপ্রথার দাবদাহে সমাজ নিরন্তর সন্তাপিত, কুসুম-কলিকারন্যায় কায়স্থ বালিকাগণ ভষ্মীভূত ও সমাজে পাশববৃত্তি পরিচালিত হইতেছে। কন্যাদায়ে বিবৃত ভ্রাতার অশ্রুধারা মুছাও। ৪র্থ সর্ব্বোপরি কায়স্থ জাতীয়-কলঙ্ক দারিদ্র্য মোচন কর। এই চতুর্ব্বিধ সমস্যাই আমাদের সামাজিক অভাব। অহো! কোন্ মহাপুরুষ কায়স্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া এই চারিটী মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন? শ্রীভগবান্ সেই পুরুষ-রত্নকে নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন কি?

৫। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা বি, এ, বি-এল মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয় তদীয় সারগর্ভ অভিভাষনটী পাঠ করেন। (ক) এই সময়ে সভাপতি মহাশয় পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত হইয়া সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়া তদীয় সুদীর্ঘ অভিভাষণটী পাঠ করিলেন। মিতাক্ষরা প্রতিভা উক্ত অভিভাষণের সম্পূর্ণ সমালোচনা করিতে অসমর্থ হইলেও কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ের অবতারণা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ সভাপতি মহাশয় কয়েকজন সভ্যের বিয়োগ জনিত দুঃখ প্রকাশ করেন। যে কএকটী নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন উন্নতি সংসাধিত হয় নাই, কেবল ঢাকার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহোদয় পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ সভা সংস্থাপিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থের মঙ্গলজন্য একটী স্রোত প্রবাহিত করেন। কায়স্থ সভাসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—"অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্যকরিয়া কায়স্থসভা অল্পকাল মধ্যেই বিরাট কায়স্থ সমাজের স্তরে-স্তরে আপন মূল দৃঢ়বদ্ধ করিয়া লইয়াছে, নিজের নিঃস্বার্থপরতা এবং উদারতা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে ইত্যাদি" এই প্রকার উক্তি আমরা স্তুতিবাদ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, কারণ বিগত দ্বাদশবর্ষ মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থ সভা কোন্ নিঃস্বার্থপরতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। প্রতিবৎসরে একটী বার্ষিক সভার অধিবেশন ও কায়স্থ পত্রিকার পরিচালন এই উভয় বিধ কার্য্যমধ্যে কোনও প্রকার নিঃস্বার্থপরতা বিদ্যমান আছে কি না তাহা বঙ্গীয় কায়স্থগণ বিচার করিবেন। কায়স্থ সভার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র সমাজকে একটী বিরাট ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত করা; ইহার একমাত্র উপায় দেশব্যাপী কায়স্থের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচার। বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতেছি এই প্রকার কার্য্য যে আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য তাহা উক্ত সভা আদৌ স্বীকার করেন না। এই প্রচার কার্য্যে ইহার কৃপণতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বিগত ৭ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণ ১॥০

(ক) এই অভিভাষণটী অন্যত্র মুদ্রিত হইল। সম্পাদক।

ঘটিকার সময় হাওড়ার টাউনহলে জলযোগের সময় এই প্রচার সম্বন্ধে কায়স্থ সভার সর্ব্বময় কর্ত্তা ও কর্ণধার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "প্রচার কার্য্য আপনারা করুন, আমাদের অন্য কর্ত্তব্য আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বর্ত্তমান সময়ে প্রচার কার্য্য আপনাদের কায়স্থ সভার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য নহে কি? তিনি বলিলেন—"এই বিষয়ে আপনাদের সহিত আমাদের মতভেদ আছে।" আমরা জিজ্ঞাসা করি বিগত দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে কোনও দরিদ্র কায়স্থ, দরিদ্র কায়স্থ বিধবা কায়স্থসভাদ্বারা উপকৃত হইয়াছে কি? এই মহানগরে দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকার জন্য কোনও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে কি, তাহারা বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে এপ্রকার কোন আয়োজন হইয়াছে কি? নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করিলে এই সমস্ত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না আমরা এ কথা আদৌ বিশ্বাস করি না। নিজ অভিমান, স্বার্থত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে এই সকল মহামঙ্গলকর কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কিন্তু এপ্রকার কোনও অভিমান-শূন্য মহাপুরুষ কায়স্থ সভার মধ্যে আছেন আমরা জানি না।

৬। রাজর্ষি পরমানন্দ, পুরন্দরখাঁ, ব্যাস সিংহ ও ভৃগুনন্দী ইহারা ক্রমান্বয়ে বঙ্গজ,দক্ষিণ উত্তররাঢ়ীয়, বারেন্দ্র সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করিয়া চিত্রগুপ্ত সন্তানকে আচার,দীক্ষা ও শিক্ষাদ্বারা একটী অখণ্ড সমাজে পরিণত করা সকল কায়স্থের কর্ত্তব্য। এই মিলনের একমাত্র প্রধান উপায় বৈদিক আচার ও দীক্ষা গ্রহণ। পণপ্রথা সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের বাক্যগুলি ধীরচিত্তে চিন্তা করা উচিত। তিনি বলিতেছেন—"কৌলীন্য প্রথা সমাজ হইতে একেবারে উঠাইয়া দিবার সময় এখনও আসে নাই সত্য, কিন্তু এই কৌলীন্যপ্রথা পণপ্রথার নামান্তর নহে, ইহা সমাজদেহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন মানসে সৃজিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ পরিগণিত হইত না। এই কুলমর্য্যাদার পণ অতি সামান্যই নির্দ্ধারিতছিল, ইত্যাদি।" বঙ্গজশ্রেণীতে এই কুলমর্য্যাদার পণ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল,ইহাতে পণপ্রদাতার সমাজে সন্মান বৃদ্ধি ব্যতীত ঋণগ্রস্ত অথবা বাস্তবাটী বিক্রয় করিতে হইত না। যে পণপ্রথার নিদারুণ "খাই" সমাজকে খাইতেছে তাহা দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের নিজস্ব। যে ভীষণ ওলাউঠা ব্যাধি প্রতি বর্ষে শতসহস্র লোক গ্রাস করিতেছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে যশোর জিলান্তর্গত নলডাঙ্গা নামক স্থান হইতে উৎপত্তি হয়। সেই প্রকার যে পণ প্রথা আজ বঙ্গ সমাজকে উৎসন্ন দিতেছে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ। অধুনা তাঁহারাই ইহার প্রধান উপাসক, এবং কলিকাতা মহানগরে ইহার প্রধান মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ধনবান্ মহাত্মাগণ দলে দলে এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বহু অর্থরূপ পুষ্পাঞ্জলি এই পণপ্রথাদেবীর চরণোপান্তে অর্পণ করিতেছেন। কায়স্থ সমাজ বলিতেছেন—"তোমরাই পণ দস্যুর প্রশ্রয় দাতা ক্ষান্ত হও আর কায়স্থ সমাজকে উৎসন্ন দিও না।"

সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—"পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে চারি সমাজে আন্তর্গনিক বিবাহের বহুল প্রচার আবশ্যক ইত্যাদি।" কায়স্থ সমাজে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের পরে বিগত ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় দিগের মধ্যে গোটাকয়েক আন্তর্গণিক বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু ইহা লবণাক্ত মহার্ণবে ২।৪টা সুমিষ্ট বিন্দুপাতের ন্যায়। বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কেশরীদিগের মধ্যে কোন আন্তর্গণিক বিবাহ আজি পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহাদের সামাজিক দ্বার এই বিষয়ে লৌহ-অর্গলে রুদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা তন্মধ্য হইতে সময়ে সময়ে সিংহনাদ করিতেছেন মাত্র। আমাদের ও অন্যান্য সামাজিকগণের দৃঢ় ধারণা যজ্ঞোপবীত দ্বারা কায়স্থজাতিকে সমীকরণ (একজাতীয় করণ) না করিলে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইবে না।

৭। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার শেষ ভাগ এতই মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী যে তাহার কত কাংশের মর্ম্ম সন্নিবিষ্ট করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি তারস্বরে সমগ্র কায়স্থ সমাজকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি এই মর্ম্মে বলিতেছেন—সমবেত ভ্রাতৃগণ! আর্য্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রদর্শিত নিয়মানুসারে এই দেহের পুনঃ সংস্কার একান্ত বাঞ্ছনীয়। সংস্কার পূত যজ্ঞোপবীত ধারী আর্য্যগণের সন্তান হইয়াও অসংস্কৃত থাকা কি আমাদের উচিত? তাঁহাদেরই আর্য্যশোণিত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত। বৌদ্ধ-বিপ্লবে আমরা দীর্ঘকাল আচার-ভ্রষ্ট থাকিয়া বেদোক্ত রত্ন-সম্পদ ও ক্রিয়াদি বিস্মৃত হইয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলে আর্য্য সন্তান বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু আর্য্যজাতি পরিচায়ক সামাজিক-চিহ্ন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় শোণিতোৎপন্ন শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্ত সন্তান কায়স্থকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করিতে কেহ কেহ প্রয়াসী হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শত শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বিজত্বের কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, তখন ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ কায়স্থের যশোকীর্ত্তনকালে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্য পঞ্চানন দেবশর্ম্মা রচিত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

অযোধ্যানিবাসী সিংহো, ঘোষশ্চৈব তথাপুনঃ।
মথুরা নিবাসীদাসঃ কোলঞ্চাদ্বঙ্গমাগতাঃ।
মায়াপুরী নিবাসিনো দত্তমিত্রৌ তথাগতৌ।
ক্ষত্রিয়ৌ সূর্য্যবংশিনৌ কুলীনৌ কুলদীপকৌ॥"

৮। পাণ্ডুয়াধিপতি মহারাজা মহেন্দ্রদেব এবং তৎপুত্র বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সমাজের স্থাপনকর্ত্তা মহারাজা দনুজমর্দ্দন দেব যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেব বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের যশোকীর্ত্তনকালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বটু ভট্ট দেবশর্ম্মা লিখিতাছেন—

"কর্ণসৈন্যএতেদেবাঃ খ্যাতিবন্তোমহীতলে।
শাণ্ডিল্য গোত্রমেতেষাং জগতি পরিবিদিতম্॥
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবন্তো মঘধেষু।
ক্ষত্রপ কায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ॥"

সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—যে কুলগ্রন্থে এই বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার নাম "দেববংশম্" উহা নিজে আমি পাঠ করিয়াছি, ইহাতে কাণসুণার, প্রাচীন কর্ণ সুবর্ণ, দেববংশের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই দেববংশীয়েরা শত শত বর্ষকাল বঙ্গদেশের নানাস্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। এই মূল গ্রন্থ প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে মুসলমান বিপ্লবকালে উক্ত দেববংশীয় মহারাজা সুবুদ্ধি খাঁন ও তাঁহার ভ্রাতা বীরপ্রসাদের আদেশে লিখিত হয়। যবন-পীড়িত সুবুদ্ধি খাঁ ময়মনসিংহের অন্তর্গত পুরুড়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। উক্ত "দেববংশম্" গ্রন্থখানি তাঁহারা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ৪৫০ বর্ষ পূর্ব্বে ও যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা অতিবড় সাহসের কার্য্য। (খ) প্রাচীন বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ ও কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা বলিয়াছেন। ধ্রুবানন্দমিশ্র তাঁহার কায়স্থ কারিকায় লিখিতেছেন—

অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃসন্তি তত্রৈব।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ॥১
অপিচ—ভবন্তো ক্ষত্রবর্ণস্তৌদ্বিজন্মানৌমহাপরৌ।
কৃতোপবীতীনৌ স্নাতাঃ বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥ (গ)
যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রাণ্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপঃ(ঘ)

অন্যতম বঙ্গজ কুলাচার্য্য আদিশূরের সভায় দশরথ বসুর পরিচয়ে বলিয়াছেন "স চ চৈত্তকুলাম্বুজঃ সোমসমোঃ গৌতম গোত্রজঃ" ইত্যাদি। ভারতে চেদীবংশ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এতদ্ব্যতীত মৌলিকগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "একোনবিংশতিগৌড়াঃ নাগনাথোঽংগদাসকঃ সপ্তগুণৈস্ত সংযুক্তা রাজন্যা সৎকুলোদ্ভবাঃ॥"

এইরূপে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কায়স্থজাতি, কি কুলীন, কি মৌলিক, কি বঙ্গজ কি রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র

(খ) বিগত ৬ ফাল্গুন ১৩১৫ বঙ্গাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন মহাশয় "প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে কায়স্থকথা" শীর্ষক প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখাযায় ৪০০ শতবর্ষ পূর্ব্বে মহাপ্রভু কলি-পাবন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়ে ও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহাপ্রভু নাম বিলাইতে বিলাইতে মথুরার পথে চলিতেছেন। গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে আসিয়া উপস্থিত,তাঁহার অমৃতময় আকর্ষনে চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। গৌড়েশ্বর যবন রাজা তাঁহার প্রধান অমাত্য কেশব বসুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত কেশব বসুকে কেশব ছত্রি বলিয়া বর্ণিত আছে।

সম্পাদক।

(গ) এই শ্লোক দুইটী পদ্মপুরাণে ও আছে।

সম্পাদক।

(ঘ) বঙ্গেশ্বর আদিশূর যে পত্র কান্যকুব্জাধিপতি বীরসেনকে লিখিয়াছিলেন তাহাতে ছিল "হে নরাধিপ! আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞকরণার্থে ৫ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ৫ জন ক্ষত্রিয় কায়স্থ চাহিতেছি" মকরন্দ ঘোষাদি যে পঞ্চকায়স্থ আদিশূরের যজ্ঞে ৫ জন ব্রাহ্মণ সহিত উপস্থিত হন তাঁহারা যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত তাহার একটী অভ্রান্ত প্রমাণ উক্ত শ্লোক। ৪০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই সমস্ত শ্লোক ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ রচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তথাপি মূঢ় কায়স্থগণ ও বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চাহিতেছেন; কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

সম্পাদক।

সকলেই চিত্রগুপ্ত বংশজাত ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তজ তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, যম ও চিত্রগুপ্ত মহাকালের একই অভিব্যক্তি তাহা ও যম-তর্পণে ব্রাহ্মণগণও স্বীকার করিয়া পাঠ করেন—"বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' যম যে দেবক্ষত্রিয় তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। এমতস্থলে শূদ্রাচারী কায়স্থগণ তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন কেন? পূর্ব্ব-পুরুষাচরিত দ্বিজোচিত সংস্কার হইতে আমরা কেন স্খলিত হইব? দেশ বিখ্যাত স্মার্ত্তগণ আমাদিগকে দ্বিজোচিত আচারে আবদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছেন (ঙ) আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া শূদ্রাচারী হইয়া থাকা কখনই উচিত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত এক জাতি হইয়াও কেন শূদ্রাচার ও শূদ্রের ন্যায় অশৌচ প্রতিপালন করিতেছি? এই সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয়ের মর্ম্ম-স্পর্শী আবেদন আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আমরা প্রতিবর্ষেই সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের মনে হয় না, এ-প্রকার-ওজস্বিনী ভাষায় মর্ম্মান্তিক আবেদন আমরা আর কখনও পাঠ করিয়াছি কিনা। (চ)

"আমাদের আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের বহু দিনার্জ্জিত জড়তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্বিজাতির অচরিত সংস্কারাপন্ন হইতে বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি এই জাতীয়-সংস্কারের সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত। যদি আমরা ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হই, যদি বিশাল ভারতীয় কায়স্থ জাতির সমীকরণে প্রয়াসী হই, বিকীর্ণ সমাজ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া চিরগৌরবান্বিত হিন্দু সমাজের অতীত মূর্ত্তি পুনঃ স্থাপনে প্রয়াসী হই, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে শূদ্রাচার পরিহার করিয়া পবিত্র ক্ষত্রিয়াচারে দীক্ষিত হইতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণান্তর বলিয়াছিলেন, সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র হইয়াছে। আমরাও আজ তাঁহার ন্যায় এই কলুষনাশী মহামন্ত্র দীক্ষিত হইয়া বার বার উচ্চারণ পূর্ব্বক সুদীর্ঘ কালব্যাপী অনাচারক্লিষ্ট ক্ষাত্রতেজ পরিশোধিত করিব। কতকাল এই দেবোচ্চারিত বেদমন্ত্র উচ্চারণে আমরা বিরত রহিয়াছি? দেবোপম আর্য্যগণের সাধনার ফল লাভে উদাসী রহিয়াছি? সাবিত্রী-সাধনা ভুলিয়া গিয়াছি! যুগ যুগান্তরের কঠোর তপস্যায় আর্য্যগণ যে অমৃত-প্রবাহের সন্ধান পাইয়াছিলেন, পুত-সলিলা জাহ্নবীর রজত-ধারার ন্যায় যাহা পান করিয়া

(ঙ) মৎপ্রণীত কায়স্থ তত্ত্বের ২য় সংস্করণের [ক] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক।

(চ) এই জন্য বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের উপবীতীগণ, প্রতিবর্ষে একজন প্রধান উপবীতী কায়স্থকে সভাপতির আসনে বরণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কায়স্থসভার টাকা হয় না। এসংসারে অর্থই সকল অনর্থের মূল!!

সম্পাদক।

বিভোর হইয়াছিলেন, জগৎবাসীকে যে অমৃতের সন্ধান বলিবার জন্য দিক্‌দিগন্তে ছুটীয়া গিয়াছিলেন, আমরা সেই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়াও কালবশে তাহা হারাইতে বসিয়াছি! ভ্রাতৃগণ, আর ঘুমাইবার সময় নাই। মোহ-নিদ্রা পরিহার করিয়া একবার উঠুন। আপনা-দের নিদ্রালসজড়িত নয়ন উন্মিলন করিয়া একবার দেখুন—পূর্ব্বাকাশে সাবিত্রী মাতার শ্বেতশতদল তুল্য অমলকান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, দিগ্দিগন্ত পরিপ্লাবিত করিয়া তাঁহার কোমল মধুর আহ্বানধ্বনি হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলি-তেছে। আজ আমাদের শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। এই আশার সঙ্গীতে স্বর মিশাইয়া আজ সকলে সেই বেদমাতার জয়ধ্বনিতে গগন নিনাদিত করুন। অন্তর্নিহিত আবর্জ্জনারাশি ধৌত করিয়া আর্য্য-গৌরবের উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে ধারণ করুন। জগত সমক্ষে দ্বিজাতির চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাদের দ্বিজেত্বর পরিচয় দিউন। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ জাতি একসূত্রে গ্রথিত হইয়া নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের ব্রতী হউন।"

৯। কায়স্থজাতি মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"আমরা স্ব স্ব সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু দরিদ্র স্বজাতির বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য আমরা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছি?" হায় হায়! আমরা কিছুমাত্র করি নাই! ইহাই ইহার একমাত্র উত্তর। শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহোদয় তাঁহার আর্য্য-বিদ্যালয়টী কায়স্থ সভার হস্তে অর্পন করিয়াছেন। গত বৎসর ইহার আয় ১৩৩০০৲ টাকা, ও ব্যয় ১৩৬০০৲ কম্‌ ৩০০৲ বদান্য মিত্র মহাশয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কতজন দরিদ্র কায়স্থ বালক বিনা বেতনে পাঠ করিতে পারিয়াছে তাহা কেহই বলেন নাই, আমরাও জানিনা। কলিকাতার অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে, কায়স্থ সামাজিক ভাবে ইহার পার্থক্য কি? গতবর্ষে (১৩২০) প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা কেবল "কায়স্থ" মহাত্মাগণ বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার কপর্দ্দক ও দরিদ্র কায়স্থ বালকের শিক্ষার জন্য উৎসৃষ্ট হয় নাই!!

১০। তদনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় তদীয় বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলেন। ইহা একটী অদ্ভুত হিসাব-নিকাশ। শরৎবাবু প্রথমেই বলিতেছেন—"সভা যে উন্নতিরপথে অগ্রসর হয় নাই বলিতে পারি না। প্রচার না হই-লেও ১১৩ জন নূতন সভ্য ২৬ জন পত্রিকার গ্রাহক বাড়িয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সভাহইতে প্রকাশিত কায়স্থ পত্রিকার দ্বারাই প্রচার কার্য্য কতকটা সাধিত হইতেছে।" ধূম দেখিলেই যেমন বহ্নির বিদ্যমানতা অনুমান-সিদ্ধ, তদ্রূপ "কায়স্থ পত্রিকার" গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিদেখিয়া ক্ষত্রিয়া-চারের বিস্তৃতি অনুমান করা যায় কি? সম্পা-দক মহাশয় এতদূর ভ্রান্ত হইলেন কেন? শতবার কায়স্থ পত্রিকা পাঠ করিয়া স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কায়স্থের যে ধারণা না হয়, একটীমাত্র বক্তৃতায় সেই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আমরা সভাক্ষেত্রে এই প্রকার নিদর্শন অনেকবার দেখিয়াছি। ফলতঃ প্রচার সম্বন্ধে

কায়স্থ সভার এই ভ্রান্ত-ধারণা কায়স্থ-সমাজের বহু অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। কায়স্থ সভার নেতৃগণ কলিকাতার ন্যায় সামাজিক-বন্ধন-শূন্য পূর্ণ বিলাসিতার মধ্যে বৈদ্যুতিক ব্যজনতলে তুষার-স্নিগ্ধ-নির্ম্মল গঙ্গাজল পান করিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছেন। হায়! হায়! তাঁহারা পল্লীবাসী উপনীত কায়স্থের দশা ও লাঞ্ছনা কিপ্রকারে অনুভব করিবেন? একদিকে বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার ও অপরদিকে শূদ্রাচারী কায়স্থদিগের মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ এই উভয় অগ্নিশিখামধ্যে উপবীতী কায়স্থগণ নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছেন। অর্থশূন্য, পুরোহিত-শূন্য, বল শূন্য অবস্থায় আর কতকাল উপনীত পল্লীবাসী কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীতের গুরুভার বহন করিতে পারিবেন? কায়স্থসভা ইহাদিগকে কোনও প্রকার সাহায্য করিয়াছেন কি? কায়স্থের ন্যায় সমবেদনা পরিশূন্য অধঃপতিত জাতি ভারতে আর দ্বিতীয় নাই, হীন নমঃশূদ্রজাতি মধ্যেও স্বজাতি বন্ধন কায়স্থ জাতি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

১১। সম্পাদক মহাশয় আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়া লিখিতেছেন—"এতৎ পূর্ব্ববৎসরে অবশ্য ৪৪৯৸৶৹ তহবিলে ছিল।" এখানে "এতৎ" শব্দের অর্থ কি? তাঁহার ৪৪৯৸৶৹ কি মোট আয় ৩৪৯০৮৶৫ অন্তর্ভুক্ত আছে? প্রচার খাতায় ২৫৲ আদায় ও ১৭৶৹ ব্যয়। প্রচার কার্য্যে কায়স্থ সভার চেষ্টা এই অঙ্কপাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। উপনয়ন খাতে মোট ৩৶৹ ব্যয়। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে ১২ মাসে উপনয়নে মোট ৩৶৹ ব্যয়, অতিশয় প্রশংসার্হ বটে। যখন কর্ণধার মহাশয়ই প্রচারের বিরুদ্ধ, তখন বর্ত্তমান কায়স্থ সভা দ্বারা প্রচারের আশাকরা বাতুলতা মাত্র। সুদ আদায় ৩৫; চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের যে টাকা সম্পাদক মহাশয়ের নামে জমা আছে তাহার সুদ জমা দেখিনা কেন? ১২৸৶৹ আমানত জমা, এই টাকা কাহার দ্বারা কি জন্য আমানত হইয়াছে, ব্যাঙ্কের টাকা আদায় ৫৮৯।৶৹, এই টাকা কি আশল না সুদ। এই টাকা কি বাবতে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। ফলতঃ জমা খরচ দৃষ্টে কিছুমাত্র বুঝাযায় না। মফঃস্বলে উপনয়ন প্রসারের জন্য কায়স্থসভা কিছুমাত্র কার্য্য করেন নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

১২। সম্পাদক মহাশয়ের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে, অর্দ্ধঘণ্টাকাল জলযোগ ও বিশ্রামের জন্য অতিবাহিত হয়। এই সময়ে বাদক সম্প্রদায় সঙ্গীতালাপ করেন। তদনন্তর প্রস্তাবনিচয় উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। প্রথম প্রস্তাব নূতন সভ্য নির্ব্বাচন ও দ্বিতীয় প্রস্তাব সভার নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন। তৃতীয় প্রস্তাব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা
সমর্থক— „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা
ঐ— „ নরেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের বক্তৃতাকালে জনৈক সভ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"যজ্ঞোপবীত রহিত হইল কেন?" এই রিষয়টীর সম্পূর্ণ উত্তর দিবার সময় তিনি পান নাই। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিবার সময়ও তিনি পান নাই। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ যৎকালে আমাদের কায়স্থ সভার মূল উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবের বক্তাগণকে অধিক সময় দেওয়া উচিত। ফলতঃ আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে সময় দেওয়া সম্বন্ধে কর্ত্তা অনেক সময়ে সারদা বাবু। তিনি কৌশলে সভাপতি মহাশয়কে যন্ত্রবৎ চালিত করেন। এবারও তাহাই করিয়াছেন। তিনি নিজে শাস্ত্র বড় ভাল বাসেন না। শাস্ত্রের কথা শুনিলে তিনি বিরক্ত হন এবং যাহার সহিত তাঁহার মতান্তর থাকে তাহাকে অধিকক্ষণ বলিতে দেন না।

১৩। চতুর্থ প্রস্তাব।—এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজ ভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী
অনুমোদক— „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা
সমর্থক— „ রাধাকান্ত সরকার কবিরাজ

বর্ত্তমান সময়ে এই প্রস্তাবের প্রথমাংশ এক মসাজ ভুক্ত হওয়া অসম্ভব বোধ হইতেছে। যখন বঙ্গীয় কায়স্থগণই শ্রেণীগত বৈষম্য ভাব ত্যাগ করিয়া, একটী অখণ্ড সমাজে পরিণত হইতেছেন না, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী কায়স্থগণের সহিত আমাদের এক সমাজভুক্ত হওয়া আশাতীত। বিশেষতঃ তাঁহাদের সহিত আমাদের আচার ব্যবহার, ভাষা ও আহার বিহার ও পরিচ্ছেদ-বিপর্য্যয় রহিয়াছে।

১৪। পঞ্চম প্রস্তাব।—বঙ্গের উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা
অনুমোদক— „ এস, সি; গুহ ব্যারিষ্টার
সমর্থক— „ প্রসন্নকুমার রায়

যিনিই যাহা বলুন না কেন, উপনয়ন দ্বারা সমীকরণ না হইলে কায়স্থ সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না। শ্রেণীগত বৈষম্য ও অভিমান এই প্রকার বিবাহের প্রধান অন্তরায়। এই সামাজিক তত্ত্বটী অনেক নেতৃগণ ও বুঝেন না; তাঁহারা আন্তর্গণিক বিবাহ ও পণপ্রথার উচ্ছেদন বলিয়া চিৎকার করেন, কিন্তু ইহাদের মূলে যে সাবিত্রী দেবী বিরাজ করিতেছেন তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝেন না। এই প্রস্তাবের অনুমোদক গুহ সাহেব কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া সভার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছিলেন।

১৫। ষষ্ঠ প্রস্তাব।—দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যা ভিন্ন অপর পুত্র বা কন্যার মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে কোনও

বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বসু।

অনুমোদক— „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সমর্থক— „ সতীশচন্দ্র সিংহ

„ „ তিনকড়ি সিংহ

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে অনেকগুলি কুসংস্কার আছে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনে বিবাহ দেওয়া অন্যতম। এই প্রস্তাবের বর্জ্জনবিধি উক্ত কুসংস্কার উত্তেজক। মৌলিকে ও কুলীনে আদান প্রদান আর ২ সকল সমাজে প্রচলিত আছে। এই সমস্ত কুসংস্কার যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইবে। গতবর্ষে আন্তর্গণিক দুইটী মাত্র বিবাহ হইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যায় যে কায়স্থগণ আন্তর্গণিক বিবাহের প্রথা অনুমোদন করিতেছেন না; ফলতঃ আন্তর্গণিক বিবাহ পূর্ণ ভাবে প্রচলিত না হইলে দুষ্পরিহর পণপ্রথার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্যোপায় নাই। কুমারী বালিকারা যেন এই বিপদ হইতে সমাজকে উদ্ধার করে বদ্ধপরিকর হইয়া ক্রমান্বয়ে শ্রীমতী নিভাননী, স্নেহলতা, চারুবালা, দিব্যপ্রভা ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের অবিবাহিতা কুমারী কন্যা (নাম জানিতে পারা যায় নাই) সকলেই আত্মবলিদান দিয়াছেন। এই সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াও পণপ্রথা ব্যবসায়ী পাষণ্ড দস্যুদিগের চৈতন্য হইতেছে না। (ছ)

১৬। এই রূপে প্রথম দিনের কার্য্যাবলীশেষ হইলে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইবার প্রাক্কালে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহোদয় অভ্যাগত প্রতিনিধি ও সভ্য মহোদয়গণকে আগামী কল্য সোমবারে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় টাউন হলের অনতিদূরবর্ত্তী বাদামতলার কুটিতে একটি প্রীতি-ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

১৭। দ্বিতীয় দিনের কার্য্যবিবরণী। বিগত ৮ই আষাঢ় সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার কালে হাওড়া বাদামতলার কুটীতে অভ্যর্থনা সমিতির অতিথিসৎকারে প্রায় পাঁচশত চারি শ্রেণীর কায়স্থ মহোদয়গণ একাসনে বসিয়া ভূরি ভোজন করিয়াছিলেন। নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী, লুচি, ঘৃতান্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন, দধি, ক্ষীর, সন্দেশাদি প্রচুর পরিমাণে কায়স্থ অতিথিগণ আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় সভারম্ভে বাদক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক জাতীয়-সঙ্গীত, তৎপর শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র মহাশয়ের গান এবং শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয় কর্ত্তৃক রচিত সম্রাটের মহিমাবিষয়ক

(ছ) শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। বহু দিবস হইতে তাঁহার বিবাহের কথা চলিতেছে, কিন্তু টাকায় বনিতেছে না, পূর্ব্বে দর ছিল ১০০০০৲ টাকা এক্ষণে ৭০০০৲ হাজারে নামিয়াছে। ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বসু এল, এম, এস, মেদিনীপুর তাঁহার পুত্র-রত্ন মেডিকাল কলেজের শুভিভস্কলার। ডাক্তার সাহেব পুত্রের বিবাহে ৭০০০ হইতে ১০০০০৲ টাকা পণ চাহিয়াছেন—প্রজাপতি বৈশাখ ১৩২১ সাল।

ইংরাজী ভাষায় একটী সুন্দর কবিতা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাস্থলে পাঠ করেন। কবিতাটী এত সুন্দর যে উহার লোভ সম্বরণ করিতে আমরা অসমর্থ।

ODE TO THE KING.

Composed By Mr, B. C. Mitra.

M. A. C. S. Dt : Judge, Hugli.

Hail, Emblem bright of England's might
Hail, Lord of land and Sea !
Whose Sun-starred crown on white and brown
Sheds equal light and glee ;
Whose cannon's roar doth evermore
Shake chaos into form ;
Whose flashing dart doth pierce the heart
Of Evil, writhing warm ;
Whose Justice fair brings black despair
To envy-shrivelled foes,
By manhood strong redressing wrong
And mourning Nations' woes ;
Whose sway benign o'er palm and pine,
O'er races and o'er creeds,
By Sympathy's broad human ties
Contentment ever breeds ;
Whose fostering care moulds genius rare,
To build, with heart on heart,
The pillared Dome—the golden home
Of Science, Letters, Art !
Then strike your lyre, O Bard of fire,
With rapture thrill the wind,
And glory sing to England's King
And Emperor of Ind !
To George the Great, enthroned in State,
Fulfilling Delhi's dream,
And Mary Queen, whose virtues' sheen
Eclipses Koinoor-gleam !

এই শুভদিনে আমাদের প্রজা-রঞ্জক সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মোৎসব। সমগ্র সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেন এবং উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি তার যোগে দিল্লীতে প্রেরিত হয়।

১৭। সপ্তম প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষত বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বা নগরে) অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর।

অনুমোদক— " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সমর্থক— " বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

মহেন্দ্র বাবু পণপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণের আবেগপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সকলেই স্বীকার করেন যে বরপণ প্রথা বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রাচীনকালের কন্যা বিক্রয়ের স্থল বর-বিক্রেতাগণ অধিকার করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তিনি ২।১টী উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়া তারস্বরে বরপণ পশুকে সর্ব্বসমক্ষে বলিদান দিয়াছেন, কিন্তু যাহা সামাজিক প্রয়োজন ও আমদানির দৃঢ় শৃঙ্খলে নিবদ্ধনীতি অনুসারে অর্থ পিশাচগণ গ্রহণ করিতেছেন তাহাকে মুখের কথায় বলি দেওয়া বাতুলতা মাত্র। পণপ্রথার উচ্ছেদন করিতে হইলে (১) বরের আমদানি বৃদ্ধি ও বিবাহক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে হইবে (২) চারি শ্রেণীমধ্যে আদান প্রদান করিতে হইবে; (৩) গ্রামে গ্রামে পণ-নিবারিণী সভা সংস্থাপন করিতে হইবে; (৪) ভোগবিলাসিতা কমাইয়া বিবাহে বাহ্যাড়ম্বর রহিত করিতে হইবে; (৫) পূর্ণভাবে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া কায়স্থ-সমাজকে একীকরণ এবং কায়স্থহৃদয়ে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিতে হইবে; এবং (৬) যত্নপূর্ব্বক কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া ষোড়শীকে বিবাহ দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত করিতে হইবে। পণপ্রথা এমনি কঠিনব্যাপার যে তাহাকে মুখের কথায় বলিদান দেওয়া যাইতে পারে না। তাহার উচ্ছেদন করিতে হইলে কতকগুলি কার্য্য করিতে হইবে। ফলতঃ স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মভাব মনে উদয় না হইলে কোন সমাজ এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে না। অধুনা কায়স্থ সমাজ নির্ম্মম ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ, তাহাতে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিতে হইলে বিলম্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দেশে সার্ব্বভৌমিক হিন্দু রাজা নাই, আমাদের বর্ত্তমান রাজা আমাদের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না পণগৃহীতাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা আমাদেরই করিতে হইবে প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে পণনিবারিনী ও অনুসন্ধান সমিতি সংস্থাপন করিয়া এই সকল পাষণ্ড দস্যু-দিগকে দমন করিবার উপায় অবধারণ

করিতে হইবে। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে ও কলিকাতার মহানগরে এই সকল দস্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। অতএব কলিকাতার নানাস্থানে এই পণপ্রথা নিবারণ জন্য সমিতি সংস্থাপন করিতে হইবে। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থসভা এই বিষয়ে যে প্রকার নিদ্রালস-বিজড়িত ও উদ্যমশূন্য তাহার দ্বারা এই বিষয়ে কোনও প্রকার কার্য্যের আশাকরা যাইতে পারে না। কলিকাতাস্থ ধনবান্ কায়স্থগণও পল্লীবাসী প্রধান প্রধান কায়স্থগণ একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিলে এই মহান্ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতৈষী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গজ, ও শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, এই মহাত্মাদ্বয় বিশেষ চেষ্টা করিলে বর-পণপ্রথা নিবারিণী সভা সংস্থাপন,ও পণ গৃহীতার শাস্তি বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারিবে। তাঁহারা কি এবিষয়ে কর্ণধার হইবেন ?

১৮। অষ্টম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ-বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত-দেবের সাম্বাৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান,সভায় শাস্ত্রীয়গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্থান, আফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান কলিকাতায় কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য যে 'চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার' স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ-মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা (বঙ্গজ)।

অনুমোদক—" হৃদয়নাথ মজুমদার (বারেন্দ্র)
সমর্থক— " রাধাকান্ত রায়,(উত্তররাঢ়ীয়)
বিহারীলাল রায়, বি-এ কবিরত্ন (বঙ্গজ)।

এই ভিক্ষার ঝুলী স্কন্ধে করিয়া গুহ ঠাকুরতা মহাশয় ও অন্যান্য সভ্যগণ বিশেষচেষ্টা করিয়া ৫।৬ শত টাকার স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়াছেন, ও নগদ ১০।১২ টাকা আদায় করিয়াছেন। এই স্বাক্ষরিত টাকা আদায় কে করিবে তাহা আমরা জানি না। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে যে টাকা জমা আছে, তাহা দ্বারা দরিদ্র কায়স্থ বালক দিগের ও সহায় হীনা দরিদ্র কায়স্থ বিধবা দিগের সাহায্য করিতে আরম্ভ না করিলে কেহই টাকা দিতে অগ্রসর হইবেনা।

১৯। নবম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ সমাজ মধ্যে সংস্কৃত বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বহুল প্রচার হয় এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হয় তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানাস্থানে কায়স্থ চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সকলের নিকট যথা সাধ্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতকলেজে কায়স্থের স্মৃতি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূরীভূত

করিবার নিমিত্ত গভর্মেণ্টের নিকট কায়স্থ সভার আবেদন করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা
সমর্থক— „ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ „ আশুতোষ কাব্যতীর্থ
„ „ কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর।

এই প্রস্তাবটী যদি কার্য্যে পরিণত হয়, কায়স্থ সমাজের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইবেক। প্রস্তাবক মহাশয় শিক্ষা বিভাগে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যা হইলেও বিশ্বজনীন সভ্যতা ও উদারতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায়; কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা না করিলে ধর্ম্ম-ভাব ও স্বজাতি-গৌরব আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতিবিশেষ আমাদের সাধারণ সম্পত্তি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থ যদি বৈদ্য জাতির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, তবে সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবে। সংস্কৃত কলেজে, বর্ত্তমান সময়ে, কায়স্থ ছাত্রকে স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হয় না, এবং উক্ত কলেজের চতুষ্পাঠী বিভাগেও তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। এই উভয় বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির পূর্ণাধিকার আছে। নিরপেক্ষ ইংরাজ জাতির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কলেজে এইপ্রকার জাতি-গত পক্ষপাতিত্ব অতীব বিস্ময়কর ও অশান্তি-উৎপাদক। এক সময়ে কায়স্থ প্রবর প্রসন্নকুমার বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, এমন কি কাউএলাদি বিজাতীয়গণও ইহার অধ্যক্ষতা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে কায়স্থ ছাত্র-দিগের সম্বন্ধে যে অবিচার হইয়াছে ও হইতেছে তাহা অমার্জ্জনীয়। আমরা আশা করি কায়স্থ সভার নেতৃগণ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া এই বিষয়ে আমাদের শাসন-কর্ত্তার নিকট শীঘ্র আবেদন করিবেন। (জ)

২০। দশম প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী

(জ) এই প্রস্তাব সমর্থনকারী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও নাড়ী জ্ঞান বিশারদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাকালে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় একটু বিস্তারিত ভাবে ভূমিকা করিয়া বলিতেছিলেন যে,বর্ত্তমানকালে যেমন পিতামাতার শুক্রশোণিতে জীবের উৎপত্তি হয়, সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমে মাতাপিতার যোগ ব্যতীত প্রথম মন্বাদির ন্যায় স্বয়ম্ভু জীবের উৎপত্তি হইতে পারিয়াছিল। সভাপতি মহোদয় ইহা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়া বক্তাকে বারংবার বাধা দেন। বহু বিষয় ও বহু বক্তার স্থলে সকলেই বহুভাষী হইলে সভার কার্য্য চলে না সত্য; কিন্তু কোন কোন সময়ে সভাপতি মহাশয়ের করুণা ভিক্ষা অনেক বক্তাই করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন সময়ে বক্তা-গণ নিরুদ্বেগে নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রম করিয়া অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়া শ্রোতাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন। আমরা আশাকরি স্বজাতি অধিবেশনে এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য যেন আমাদের সম্মুখে আর

আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ী)
অনুমোদক—,, হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী ,,

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যতদিন কায়স্থ সভার কর্ণধার থাকিবেন, ততদিন উক্ত সভা, প্রচার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য। তিনি প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া থাকেন যে, কায়স্থ সভা প্রচারে ব্যাপৃত হইবে না, উহা কায়স্থ সাধারণের কর্ত্তব্য। এমতাবস্থায় আমরা আশা করি কোনও ধনী কায়স্থ মহাত্মা প্রচারে মনোযোগী হইবেন। পূর্ব্ব বঙ্গ কায়স্থসভা হইতে অনেক প্রচার কার্য্য হইয়াছে, আমরা কৃতাঞ্জলি পুটে উক্ত সভাকে এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি। প্রচার ভিন্ন কায়স্থ সভার কোন ও প্রিয়কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না, ইহা কলিকাতার সভা উপলব্ধি করিতেছেন না কেন আমরা বলিতে পারি না। বঙ্গীয়কায়স্থ সভা উপনীত কায়স্থের নামের শেষে "দেববর্ম্মা" কিংবা "বর্ম্মা" উপাধি সংযুক্ত করিতে ভাল বাসেন না। আমরা দুঃখের সহিত দেখিয়াছি যে কোন কোন দক্ষিণ রাঢ়ীয় উপনীত কায়স্থগণ নামের শেষে বর্ম্মা শব্দটী বিনিয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করেন। কায়স্থ সভার সম্পাদক, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়গণ প্রমুখ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ এই অন্যায় প্রথার অনুগামী। অথচ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী আমাদের দায়াদগণ সকসেন, সূর্য্যধ্বজ ও শ্রীবাস্তব ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার না করিয়া কেবল মাত্র বর্ম্মা শব্দ প্রয়োগ করেন। এই প্রকার নিজ নিজ বংশোপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল বর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করা যে একীকরণের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা কতকগুলি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ বুঝেন না। আমরা মনেকরি বঙ্গীয় কায়স্থগণ যদি ঘোষ, বসু, মিত্র ইত্যাদি উপাধিত্যাগে কেবলমাত্র বর্ম্মা উপাধি নামের শেষে সংযুক্ত করেন তবে ৪ শ্রেণীয় একত্ব সম্বন্ধে আমরা দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে পারি।

২১। একাদশ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে; প্রস্তাবটী অতিসুন্দর ছিল, পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। উহা এই—"কায়স্থগণের উন্নতি ও সভার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইবেন অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিতে পারিবেন, এই সভা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত উপাধি প্রদান করিবেন" আমরা আশাকরি পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থসভা এই প্রস্তাবটী তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনে গ্রহণ করিবেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন— "দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রংকর্ম্মস্বভাবজম্" বর্ত্তমানে উপাধি আদি ব্রাহ্মণগণ দিয়া থাকেন, এই ক্ষমতাটী ঈশ্বর-ভাবের সহিত কায়স্থ সমাজ নিজহস্তে গ্রহণ করিবেন।

২২। দ্বাদশ প্রস্তাব—এই সভা দরিদ্র কায়স্থগণের কল্যাণ কামনায় হাবড়ায় একটী

উপস্থিত না হয়। ভাবসাগর মহোদয়ের এই বক্তৃতাটী আমরা বারান্তরে প্রতিভায় মুদ্রিত করিব।

সম্পাদক।

সমবায় ঋণদান সমিতি (co-operative credit society) গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সকলের সুহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা।

অনুমোদক—" মন্মথমোহন বসু।

এ প্রস্তাবটী মন্দনহে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ প্রস্তাবে আগামি বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ ও ধন্যবাদ।

২৪। নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের নামের তালিকা যখন সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন তখন দেখা গেল সভাপতি, সহকারী সভাপতি প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকাংশই নিরুপবীত কায়স্থগণকে দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তখন বিশৃঙ্খলভাবে একটী হট্টগোল আরম্ভ হইল। মিত্রজ মহাশয় তারস্বরে 'স্থির হন' 'স্থিরহন" বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। এই সময় একজন প্রতিনিধি একটী সংশোধিত প্রস্তাব (amendment) উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবটী এই—"উপনীত কায়স্থ ভিন্ন আগামী বর্ষের কোনও কর্ম্মচারী কায়স্থ সভায় নিযুক্ত হইবে না।" ইহাতে বিশৃঙ্খলতা যেন বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিল। মিত্র মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—নিরুপবীত কায়স্থগণ সভার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে না, এপ্রকার কোন নিয়ম কায়স্থ-সভায় নাই। তজ্জন্য সংশোধিত প্রস্তাব হইতে পারে না। আমরা বলিলাম সভার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ যথেচ্ছা পুরাতন নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। তখন সভাপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে এইপ্রস্তাবটী উপযুক্তরূপে অনুমোদিত হইয়াছে কি? আমি কহিলাম যে অনেকেই অনুমোদন করিতেছেন আপনি অভিমত গ্রহণ করুন। তখন কয়েকজন নিরুপবীত কায়স্থ বলিয়া উঠিলেন আমাদের পৈতা নাই বলিয়া কি আমরা কায়স্থ নহি যে সভার কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইতে পারিব না, আমরা এই মুহূর্ত্তেই এই সভা পরিত্যাগ করিব। এই সময় একটা হৈ হৈ রব উঠিল। আমরা দেখিলাম উপবীতী ও নিরুপবীতী কায়স্থ সংঘর্ষে সভাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা। তখন আমরা উচ্চৈঃস্বরে সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপনকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—মহাশয় আপনার প্রস্তাবটী দয়া করিয়া প্রত্যাখ্যান করুন নচেৎ গৃহবিচ্ছেদ সম্ভাবনা। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে সকল গোলমাল নিবৃত্তি হইল। তদনন্তর সম্রাট মহোদয়ের জন্য হিপ্ হিপ্ হুরে ৩ বার আনন্দধ্বনি (cheers) হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। প্রতিনিধি ও সভ্যগণ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; আমরা ও আনন্দ ও নিরানন্দ মনে "বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমীদিবসে" স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের অভিভাষণ

সমবেত কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ, সম্বৎসরান্তে আবার আপনাদিগকে এই সুসজ্জিত সভা মণ্ডপে সম্মিলিত দেখিয়া দীর্ঘবিচ্ছেদের পর ভ্রাতৃ-সন্দর্শনের বিমলানন্দ অনুভব করিলাম। স্বাগত! স্বাগত! গত বৎসর আমরা কানন-কুন্তলা গিরি-প্রস্রবণ-শোভিতা বহু-পীঠসমন্বিতা বশিষ্ঠ ও অষ্টাবক্রের সিদ্ধিক্ষেত্র বীরভূমিতে একত্রিত হইয়াছিলাম। আজ পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর উপকূলে, বঙ্গেশ্বরের রাজধানীর ছায়ায় শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধমানা সমৃদ্ধিশালিনী হাওড়া নগরীতে আমরা সমবেত। হাওড়া জেলার পক্ষে গত বৎসর বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। গত বর্ষায় যে ভীষণ বন্যায় বৰ্দ্ধমান কমিশনারের শাসনাধীন জেলা সমূহ অতিমাত্র প্রপীড়িত হইয়াছিল, হাওড়া তাহার মধ্যে একটি। সরকার বাহাদুরের, জমীদারবর্গের, মাড়ওয়ারি বন্ধুগণের ও জনসাধারণের বদান্যতায় সহানুভূতিতে ও সাহায্যে সে বিপদ অতিক্রান্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু জেলা এখনো পূর্ব্ব-পুষ্টিতে প্রতিষ্টিত হইতে সক্ষম হইয়াছে কি না সন্দেহ, আমাদের আয়োজনের (ক) ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। স্থানের গৌরবের ও আপনাদের সম্মানের উপযুক্ত আয়োজন না হইলেও, ভাইএর বাড়ী ভাই আসিলে ত্রুটির দিকে লক্ষ্য হইবে না, ও হইলেও মার্জ্জনীয় হইবে, এই আশায় আমরা সমাশ্বাসিত, হাওড়া আজ আপনাদিগকে হৃদয়ে ধরিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহার সানন্দ অভিনন্দন, আপনারা প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করুন।

২। স্বজাতির উন্নতিকল্পে আজ দ্বাদশবর্ষ আমরা সমবেত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য এখনো বহুদূরে। মনুষ্যচেষ্টা কখনো সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে কিনা তদ্বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকিলেও উদ্যমের শিথিলীকরণ বা নৈরাশ্যের নিশ্চেষ্টতা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জনীয়। যতই বাধা বিঘ্ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গন্তব্য পথ শ্রমসাধ্য করে ততই দৃঢ়তা ও উৎসাহ বিকাশের প্রয়োজন। সে সকলকে অতিক্রম ও অভিভূত করিতে ততই আনন্দ অনুভব করা উচিত। সমবেতচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন এই যে সমাজ এখনও অনেকটা কেন্দ্রচ্যুত, লক্ষ্যভ্রষ্ট। সামাজিক শাসনের বল এখন অতিশয় ক্ষীণ। (খ) এ সকলের

(ক) সভাপতি মহোদয়ের আয়োজন এইরূপ সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যে তাঁহার মার্জ্জনাভিক্ষা সুদূরসংস্থ, আমরাই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে নিবদ্ধ। সম্পাদক।

(খ) আমরা অভিভাষণ কারীর পক্ষ হইতে ইহার

কারণ নির্দ্দেশ বা বিশ্লেষণ করিয়া আপনাদের সময় হরণ করিতে ইচ্ছা করি না এবং তাহা পরিস্ফুট ভাবে বলিতে গেলে যে অপ্রীতিকর কথার উল্লেখ করিতে হয় তাহার অবতারণা করিয়া অপ্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। কয়েকটি মাত্র বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি।

৩। কাহারাও কাহারও ধারণা যে আমরা স্বজাতি সম্বন্ধীয় বা বিশেষ উদ্দেশ্যযুক্ত সভা সমিতি গঠন করিয়া দেশের ঐক্য ও সমগ্রতার বিঘ্ন বা অপলাপ করিতেছি। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে

বিশ্লেষণ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিব। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ, রুজবাহাদুরের স্থায় প্রবীন ও কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতৈষীর সুগভীর চিন্তা প্রসূতবাক্যগুলি মনোযোগের সহিত বিচার করিবেন। তিনি বলিতেছেন—সমাজ এক্ষণে (১) কেন্দ্রচ্যুত [২] লক্ষ্যভ্রষ্ট ও [৩] সামাজিক শাসনাধীন নহে। ক্ষত্রিয় কেন্দ্র হইতে স্খলিত হইয়া শূদ্রাচারে অবনত, ইহার একমাত্র ভেষজ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ; লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্থাৎ একতাস্থলে বিচ্ছিন্নতা, আত্মত্যাগের স্থানে ঘোর স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচলিত কায়স্থ সমাজ বরপণ প্রহিতার উৎপীড়নে ব্যভিচারাদি অসত্য ব্যবহারে জর্জ্জরিত হইতেছে এই কামচারী বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ সর্ব্বপ্রকার শাসনাভাবে নরকের পথে দ্রুতগতি প্রধাবিত হইতেছে। ইহাকে কোন সদুপদেশদ্বারা সৎপথে আনার সম্ভাবনা নাই। কঠিনহস্তে শাসন দণ্ড পরিচালন ব্যতীত ইহার যথেচ্ছা চারিতা নিবারণের অন্য কোনও উপায় নাই। আমরা মূলপ্রবন্ধে শাসন সমিতির উল্লেখ করিয়া ২ জন প্রধান প্রধান কায়স্থের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় একজন।

সম্পাদক।

সমগ্রতা অর্থে যাহাকে Incoherent homogeneity বলা হয় তাহা নয়। তাহার অর্থ Coherent heterogeneity, সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য ইহারই প্রয়োজন,-ইহাই লক্ষ্য। সমগ্র মনুষ্য শরীরে নানাবিধ যন্ত্র আছে। এই নানাবিধত্বই উন্নতি ও গতিশীল ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র বা পিত্তকোষ প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন কর্ত্তব্য, এবং প্রত্যেকর পুষ্টি সাধন হইলে সমগ্র শরীরেরই পুষ্টিসাধন হইবে; অন্যথা হইবে না। প্রত্যেকের পুষ্টিসাধনের অর্থ ইহা নয়,যে একটির পুষ্টি জন্য অন্যটির ক্ষয় করা। মস্তিষ্কের সহিত হৃদ্‌যন্ত্রের এপ্রকার হননেচ্ছা প্রণোদিত বিরোধ নাই; যে স্বাভাবিক নিয়মে থাকিতে পারে না। স্বভাবিক নিয়মে, একটির উন্নতিতে অন্যটির উন্নতি, সকলের উন্নতি। কেবল মাত্র, উন্নতি কল্পে যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিরহিত হইলেই হইল। ভ্রাতৃগণ, আপনারা বলুন, আমাদের সভা বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোদিত কি না? (গ) যদি হয় তাহা হয় সভার অস্তিত্ব অনিষ্টকর ও অনস্তিত্বই বাঞ্ছনীয়। তবে (healthy rivalry) কখনই বিদ্বেষ-বুদ্ধি নয়। ব্যাধির উচ্ছেদ কল্পে বৈদ্যের বা অস্ত্রচিকিৎসকের কঠোরতাও বিদ্বেষ-বুদ্ধি নয়। প্রতিদ্বন্দিতায় একের অন্যকে অতিক্রম করিবার

(গ) কায়স্থ সভা সমিতি ও কায়স্থ সমাজ সকলের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতেছেন। কাহারপ্রতি তাহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই, বিদ্বেষের কণামাত্র তাহাদের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের সকল শ্রম পণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণেতর জাতির চিরমঙ্গল তাহাদের লক্ষ্য স্থল।

সম্পাদক।

ইচ্ছা পরস্পরের বলকে উপচিতই করে, দাঢ্যকে দৃঢ়তর করে, উৎসাহকে অধিক উৎসাহযুক্ত করে, উদ্ভাবনীশক্তিকে অধিক কার্য্যকরী করে, নিষ্ঠাকে অধিক একনিষ্ঠ করে। তাহাতে একের উভয়ের সকলের মঙ্গল। কায়স্থ জাতির উন্নতির সহিত সমগ্র দেশের উন্নতি অতি ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্রাহ্মণ-সভা কায়স্থ সভার প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন বলিতে পারি না। কায়স্থগণ চিরকালই ব্রাহ্মণকে পূজ্য ও প্রণম্য বিবেচনা করেন। তবে সম্প্রতি ব্রাহ্মণ সভা হইতে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের কায়স্থের বা সমাজের কতদূর হিতকর সে বিষয় গভীর সন্দেহের বিষয়। (ঘ)

৪। কায়স্থের দুইটি অভাবের কথা এখানে উল্লেখ করিব। একটি বহুলভাবে উচ্চ-শিক্ষার বিস্তার; কায়স্থমাত্রেই লিখিতে পড়িতে জানে, একথা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। "কায়েতের ছেলে লেখা পড়া জান না"-ইহা অপেক্ষা কায়স্থের পক্ষে কঠিন ভৎসনা হইতে পারে না; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কায়স্থকে সর্ব্ব শাস্ত্রবিশারদ হইতে হইবে। কায়স্থের অধিকার সর্ব্বাধিকরণে; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ না হইলে তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যসকল উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হইবে না। বিশেষ নানাবিধ ভাষা নানাবিধ দেশের ও লোকের আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতি বিশেষ ভাবে অবগত থাকা কর্ত্তব্য। রাজপদ হইতে মুন্সী বা লেখকপদ পর্য্যন্ত সকল পদেই তাঁহার অধিকার। তাঁহার কর্ত্তব্য অনুরোধে তাঁহাকে দেশ পর্য্যটন ও সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করা প্রয়োজন। এই প্রকার সর্ব্বতোমুখী পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য যে প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন ও সেই শিক্ষার যে বহুল বিস্তারের প্রয়োজন, তাহার উপযোগী উপকরণ আমাদের নাই। এ বিষয়ে সমস্ত কায়স্থমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করি।

৫। দ্বিতীয় কথাটি পণ-প্রথা। যে ভীষণ মূর্ত্তি পিশাচ হিন্দু-সমাজের বিশেষতঃ কায়স্থ-সমাজের বক্ষঃস্থলে নিষ্ঠুর ভাবে পদচারণ করিয়া তাহার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার হৃদয়ের শোণিত বিশুষ্ক করিয়া তাহাকে হীনবল, জর্জ্জর, মৃতবৎ করিতেছে, সকলে সমবেত চেষ্টায় সেই পিশাচকে নিপাত করুন, নিপাত করুন, নিপাত করুন, ও মরণোন্মুখ হিন্দু ও কায়স্থ সমাজকে রক্ষা করুন। (ঙ)

৭। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, এখন সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া অদ্যকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ইতি

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

(ঘ) সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নাই, উত্তরমের-নিবদ্ধ অয়স্কান্তের ন্যায় গত বর্ষের ব্রাহ্মণ সভার মূল উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্যূহকে পদদলিত করত ব্রাহ্মণের শাসনাধীন করা। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ উক্ত সভার অসমীচীন মীমাংসাগুলি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সম্পাদক।

(ঙ) এই নরপিশাচকে নিপাত করিতে কতকগুলি কার্য্যের প্রয়োজন তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা মাসিক পত্রিকা ও প্রেস কলিকাতা হইতে ফরিদপুর স্থানান্তরিত হইল। টাকা কড়ি প্রবন্ধাদি, চিটিপত্রাদি সমস্তই সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের ফরিদপুর ঠিকানায় পাঠাইবেন।

১। বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমরা প্রতিভাতে অনেক কথারই আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের পরমপ্রিয় কবিবর নোবেল পুরস্কার গৃহীতা ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত বঙ্গভাষা পাঠান্তে আমাদের ভাষাতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুর বংশের মুখপত্র "ভারতী" পত্রিকায় বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় উক্তকবিবরের লেখনী নিঃসৃত ছোটবড় শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত—

"এই সংসারের মাঝখান থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য খুঁজে পাই আর না পাই, প্রতি দিনের তুচ্ছতায় মধ্যে মানুষ ক্ষণ কালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না।" ইত্যাদি

আমরা সাহিত্যিক মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করি ইহাই কি আমাদের বঙ্গভাষা? যে ভাষা চারুপাঠ, সীতার বনবাস, কাদম্বরী ইত্যাদি গ্রন্থে গঠিত হইয়া দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, আনন্দমঠে সুমার্জ্জিত হইয়াছিল, ইহা কি সেই হৃদয় প্রাণবিমোহিনী সঙ্গীতের মধুর ঝংকারে নিনাদিত, অনন্ত শব্দাম্বুধি হইতে সমুত্থিত, রত্নভাণ্ডার পরিপূর্ণ অমৃতময়ী আমাদের মাতৃভাষা? আমরা ইহাকে বঙ্গভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহাকে "প্রাকৃতং তস্যাপভ্রংশোভূত ভাষণম্" বলিয়া থাকে ইহাই সেই জঘন্য ভাষা। এই প্রকার দুষ্ট রচনা সাহিত্যিকগণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন।

২। আদর্শ বিবাহ। ফরিদপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী, তত্রস্থ ডিঃ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়, বি এ পাঠার্থী তদীয় পুত্রকে কোনও প্রকার পণ গ্রহণ না করিয়া একটী শ্রোত্রীয় কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া বরপণ গুরুভাবে অবনত সমাজে একটী অনুপম নিদর্শন রাখিলেন। আমরা আশাকরি পুণ্যকর্ম্মা মৈত্র মহোদয়ের সদ্দৃষ্টান্ত সকলেই অনুকরণ করিবেন। পাবনার প্রসিদ্ধ উকীল কায়স্থপ্রবর শ্রীযুক্ত দীননাথ বিশ্বাস মহাশয় ও তাঁহার সুশিক্ষিত প্রিয়দর্শন পুত্রের বিবাহে কপর্দ্দক পণগ্রহণ না করিয়া উক্ত মৈত্র মহাশয়ের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন।

স্থানাভাবে অন্যান্য প্রসঙ্গ দিতে পারিলাম না, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত হাঁসপুখুরিয়া গ্রাম, বরণিয়া পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত দাশরথী দত্ত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন তাঁহার একজন আত্মীয়ের সুন্দরী কন্যার জন্য পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা জমীদারী ষ্টেটে ম্যানেজার আছেন।

২। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মোক্তার শেরাজগঞ্জ পাবনা হইতে লিখিতে-ছেন (১) পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ২২।২৩ বৎসর বি, এ পাঠ করেন, অবস্থা ভাল, মৌলিক যে কোনও শ্রেণীতে সুন্দরী পাত্রী চান। (২) পাত্র মিত্রবংশ ২২।২৩ বৎসর বয়স, ডাক্তারী পাস, বাটীতে ব্যবসায় করেন, সুন্দরী ও কুলীন কন্যা চান। (৩) পাত্র দত্তবংশ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর, প্রথম পক্ষের একটী মাত্র কন্যা আছে, বি, এল, উকীল। যে কোনও শ্রেণীর সুন্দরী কন্যা চান, ইঁহারা কেহই বিবহে টাকা লইবেন না।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ভারতীভূষণ, হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ী। দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৬ পর্য্যায় বসুবংশীয় সুন্দরী শিক্ষিত এবং গৃহ-কার্য্য নিপুণা একটী কন্যার জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন।

৫। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া নদীয়া)।

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান। বর পণ লইবেন না।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র দ্বয় বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

বিজ্ঞাপন।

বাগান বাড়ী বিক্রয়। কোন্নগর গ্রামে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে ভদ্রলোকের বসতির উপযুক্ত বাগানবাটী দুইবিঘা জমী ফলফুলের বৃক্ষাদি সমেত পুষ্করিণী ও থাকিবার ঘর। শ্রীত্রিপুরাচরণ ঘোষবর্ম্মা হাতীরকুল কোন্নগর।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের সম্মুখের পেজ ও পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading matter) এর সুখস্থ পেজের প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ মাসিক ৪৲ চারিস টাকা অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা এবং পেজের চতুর্থাংশ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। মলাটের অন্যান্য পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। যে মাসে বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের হস্তলিপি না দিলে সেই মাসে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্য নগদ দিতে হইবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনের হার পৃথক্, তাহা আমার সহিত স্থির হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১০ই বৈশাখ ১৩২০।

সূচীপত্র।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকারদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। আষাঢ়, ১৩২১ সাল। ৩য় সংখ্যা।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নহেন, তাঁহারা স্বকীয়া; কেবল লীলা বিকাশের জন্য পরকীয়ারূপে প্রতিফলিত হইতেন। দুর্ব্বাসামুনি গোপাঙ্গনাগণকে কহিয়াছিলেন—

জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি সবো হি স্বামী যোঽসৌ ভবতি॥

গোপাল তাপন্যাং উত্তরবিভাগে।

যিনি জন্ম ও জরারহিত স্থাণুবস্থায় অচল ও অপক্ষয়শূন্য, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, যিনি গো সকলে বিদ্যমান, যিনি গো সকলকে পালন করেন, যিনি গোপ সকলে অবস্থান করেন, যিনি সকল বেদে অধিষ্ঠান করেন, বেদ সকল যাঁহাকে গান করেন এবং যিনি ভূত সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে বিধান করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী।

ব্রজকুমারীগণ কহিয়াছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২২।৪।

হে কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিনি,

অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপ পুত্রকে আমাদের পতি করিয়া দাও, আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

পুনরায় কহিয়াছেন—

গোপ্যঃ স্ফুরৎ পুরট কুণ্ডল-কুন্তল-ত্বিড়্
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাস নিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎ কররুহ-স্পর্শ প্রমোদাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।২১।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নখস্পর্শে প্রমুদিতা হইয়া উজ্জল সুবর্ণ কুণ্ডলের কান্তি ও কুন্তল সমূহের কান্তিতে শোভিত গণ্ডস্থলদ্বারা এবং সুধাসদৃশ হাস্য অবলোকন করিয়া পতি শ্রীকৃষ্ণের সম্মান বিধান পূর্ব্বক তাঁহার পুণ্যকর কর্ম্মসকল গান করিতে লাগিলেন।

এই শ্লোকে "ঋষভস্য" শব্দের অর্থ স্বামিপাদ কহিয়াছেন "পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্থাৎ পতি শ্রীকৃষ্ণের।

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ কহেন যে—

"ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যত্রায় মভিপ্রায় কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ। তস্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িত রমণাদি শব্দা কেন বান্যথা মন্তব্যা।" অস্যার্থ। "ঋষভের" অর্থাৎ "পতি শ্রীকৃষ্ণের" এস্থলে ইহাই অভিপ্রায়। মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব যখন গোপীগণকে "কৃষ্ণবধূ" বলিয়া স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন তখন আমরা কেন তাহা গোপন করিব। তজ্জন্য আমরা ব্যাখ্যা না করিলেও "দয়িত" "রমণ" (ক) ইত্যাদি শব্দ সমুহ কেই বা অন্যথা করিয়া মানিবে।

পূর্ব্বোক্ত "শ্রীকৃষ্ণবধূ" শব্দ প্রয়োগ যথা—

পাদন্যাসৈর্ভুজ বিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্‌মধ্যৈশ্চলকুচ পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবর রসনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৭।

চরণ বিক্ষেপ, কর-সঞ্চলন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, আভুগ্ন কটিদেশ, চঞ্চলস্তনবসন, গণ্ডস্থলে চঞ্চল কুণ্ডলদ্বারা উপলক্ষিত, স্বেদযুক্ত বদন বিশিষ্ট, কেশ ও রসনায় গ্রন্থিযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের গানে উন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের বধূসকল মেঘমণ্ডলে চপলার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত "দয়িত" শব্দের প্রয়োগ যথা—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
"দয়িত" দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩১।১

গোপাঙ্গনাগণ কহিয়াছিলেন যে হে দয়িত তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজমণ্ডল অত্যন্ত উৎকর্ষশালী হইয়াছে; তোমার এস্থানে জন্মগ্রহণ করা বশতঃ লক্ষ্মী ও এস্থানকে অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমরা তোমারই,

(ক) "রমণ" শব্দটীকে "নিষ্কাম রমণ" ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় কামের গন্ধমাত্রও ছিলনা। পঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য—

"বীক্ষরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"

শ্রীধরস্বামী "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" কন্দর্পদর্পহা—সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরত ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ শব্দসকল ব্যবহার করিয়াছেন।

সম্পাদক।

আমরা তোমার জন্য কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়া তোমাকে অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি একবার দেখা দাও।

এস্থানে "দয়িত" শব্দে "স্বামী"। দয়তে চিত্ত যাদত্তে দয়িত ইতি ক্ষীরস্বামী। অথবা দয়তেঽনুকম্পতে ইতি দয়িত।

পূর্ব্বোক্ত "রমণ" শব্দের প্রয়োগ যথা—

প্রণত কামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণ পঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেম্বর্পয়াধিহন্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩১।১৩

হে আধিহন্! অর্থাৎ হে মনঃপীড়োপশমন! হে রমণ! তোমার এই চরণপদ্ম প্রণত জনের কামনা পূর্ণকারী (গোবৎসহরণে) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, ধরণীর ভূষণ, আপদকালে ধ্যেয় এবং সেবা সময়েও সুখ স্বরূপ; সেই চরণ কমল আমাদের কামতাপ শান্তির নিমিত্ত আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

এখানে রমণ শব্দের অর্থ পতি।

পুনরায় গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, যথা—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু॥

শ্রীভাগবতে ১০।৪৭।২১

গোপাঙ্গনাগণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন যে হে সোম্য! আর্য্যপুত্র (গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া) এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এক্ষণ পিতা নন্দের গৃহ সকল বন্ধুগণ ও গোপগণকে স্মরণ করেন কি? কোন সময়েও কি কিঙ্করী আমাদিগের কথা স্মরণ করেন কি? কতদিনে তিনি সেই অগুরু সুগন্ধ বাহু আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন?

এই শ্লোকে যে "আর্য্যপুত্র" শব্দ আছে তাহাতে শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ কহিয়াছেন—

আর্য্যপুত্র ইতি রূঢ্যা বৃত্ত্যা আর্য্যস্য শ্রীগোপেন্দ্রস্য পুত্র ইতি তচ্ছব্দেন স এবাস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ অন্যস্তু লোক প্রতীতিমাত্রময়ঃ বাল্যমারভ্যান্যত্রাস্মদীয় ভাবাভাবাদিতি ব্যঞ্জিতং।

বৈষ্ণব তোষণী।

অস্যার্থ। এই স্থলে আর্য্যপুত্র এই রূঢ়িবৃত্তিদ্বারা আর্য্য শ্রীগোপেন্দ্রের পুত্র। এই শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই আমাদের বাস্তবিক স্বামী, অন্য যে পতিসকল তাহারা লোক প্রতীতিমাত্র বাল্যকাল হইতে আমাদিগের অন্য কোথাও তাদৃশভাব হয় নাই ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

এই শ্লোকের টীকায় "আর্য্যপুত্র" শব্দে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য মহাশয় কহিয়াছেন—আর্য্যস্য নন্দস্য বসুদেবস্য বা পুত্রঃ ভর্ত্তৃত্বেন নামাগ্রহণং।

সুবোধিনী।

অস্যার্থ। আর্য্যনন্দ বা বসুদেবের পুত্র; স্বামী বলিয়া নাম গ্রহণ করেন নাই।

মুনীন্দ্র শুকদেব এইরূপে গোপাঙ্গনাগণের যে শ্রীকৃষ্ণ পতি তাহা অনেকস্থলে কহিয়াছেন, এই সকলের কার্য্যকর্ত্রী যোগমায়া—

য এব সাক্ষাদ্ যোগমায়া কৃষ্ণং বরিবস্যন্তী স্বাত্মনো গোপনায় পূর্ণিমানাম্না তপস্বিনী কৃচ্ছ্র- বস্যন্তী গতাস্তর রূপশান্তী তাসামন্তরবিবাহং মৃষাভাব বহমেব নির্ব্বাহয়মাস সর্ব্বত্রানন্দস্বরূপ

কল্পনায়ামপি প্রায়তয়া জাগর প্রায়তয়া প্রচারণাৎ। তথা তাসাং পত্যাভাসাঙ্গসঙ্গমঞ্চ ভঙ্গ স্বসাম্যয়াসাং।

গোপালচম্পূঃ—উত্তরচম্পূঃ—১ম পূরণে।

যে স্থানে সাক্ষাৎ যোগমায়া কৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত পূর্ণিমা নাম ধারণ পূর্ব্বক তপস্যাকরিয়া যেন কষ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া গোপকন্যাগণের অন্যত্র বিবাহ যে মিথ্যাভাব ব্যঞ্জক তাহা নির্ব্বাহ করিয়া ছিলেন। মিথ্যা কার্য্যে যে তাদৃশ ব্যবহার হইতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্ত এই যেরূপ ঘোর নিদ্রাকালেও নিদ্রিত ব্যক্তি প্রায়ই অন্যগৃহে গমন করে, এবং বৃক্ষাদিতে আরোহণ করে; কিন্তু এই সমুদায় কিছুই সত্যনহে; সেইরূপ মিথ্যা বিবাহেও পত্নীত্ব ব্যবহার হইতে পারে বটে কিন্তু সঙ্গমাদি হইতে পারে না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের পতির আভাসমাত্র পতিগণের অঙ্গ সংস্পর্শে ভঙ্গ দিয়াছেন। এই কথা শ্রীভাগবতে ও শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন—

নাসূয়ন্ খলুকৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩৭।

ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ করেন নাই কারণ তাঁহার মায়াতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহারা নিজ পত্নী সকলকে আপন আপন পার্শ্বস্থা বিবেচনা করিতেন।

যদিও গোপগণের ভুরি ভুরি পুণ্যবশত শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাসাদি সম্ভব হইয়া ছিল তথাপি শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্যা রমণীগণ তাঁহাদের ভোগ্যা হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

মায়া কলিত তাদৃক্ স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
নজাতুব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে।

গোপগণ মনে করিতেন যে আমার পত্নী আমার নিকট শয়ন করিয়া আছে, অভিসারাদি কালে যোগমায়া কল্পিত তদৃশী গোপীমূর্ত্তি দেখিয়া গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ করেন নাই। গোপীগণের পতিগণের সহিত সঙ্গম হয় নাই।

যেরূপ রাবণ মায়া সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাম পত্নী জনক নন্দিনী সীতাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই তদ্রূপ গোপগণও শ্রীকৃষ্ণভোগ্যা গোপীগণকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে যথা—

ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহিশক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য থাকুক নাপায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

তথাহি কূর্ম্মপুরাণ বচনং—

সীতয়া রাধিতোবহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ।
তাংজহার দশগ্রীবঃ সীতাবহ্নি পুরংগতা॥
পরীক্ষা সময়েবহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশসা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥ (খ)

(খ) ভবভূতি প্রণীত উত্তররামচরিতে মায়াসীতার বিষয় উল্লিখিত আছে। সম্পাদক।

অগ্নিদেব সীতাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মায়া সীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাবণ সেই মায়াসীতা হরণ করিয়া ছিলেন এবং সীতাদেবীও বহ্নিলোকে গমন করিয়াছিলেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে মায়াসীতা বহ্নিতে প্রবেশ করিয়া ছিলেন তখন অগ্নিদেব সীতা দেবীকে শ্রীরামের সমীপে আনয়ন করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত শ্লোক দুইটী এখনকার মুদ্রিত কূর্ম্মপুরাণে পাওয়া যায় না উহার পরিবর্ত্তে এই শ্লোক যথা—

দৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণ বধেচ্ছয়া।
সীতা মাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়তে॥
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তরসংস্থিতাম্॥
কৃত্বাতু রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ।
সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিত মানসঃ॥
সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ীপুনঃ।
বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহজ্বলনোঽপিতাম্॥
দগ্ধা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ।
রামায় দর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎসুর প্রিয়ঃ॥
ভর্ত্তুশ্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা।
প্রণতিংভূমৌ রামায় জনকাত্মজা॥

কূর্ম্মপুরাণে উপবিভাগে ৩৪ অধ্যায়ে
কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী
হইতে প্রকাশিত)

পরকীয়া দুই প্রকার যথা কন্যকা ও পরোঢ়া।

কন্যকার লক্ষণ যথা—

কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
কেলিষু বিস্রব্ধাঃ প্রায়োমুগ্ধা গুণান্বিতাঃ॥

তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ কন্যাধন্যাদয়ো মতাঃ।
হরিণা পূরিতাভীষ্টা স্তেন তাস্তস্য বল্লভাঃ॥
উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

যাহাদের বিবাহ হয় নাই লজ্জিতা ও পিতৃগৃহে অবস্থান করেন এবং যাঁহারা সখীর সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক তাহাদিগকে কন্যা কহে কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই মুগ্ধার গুণে অন্বিতা। কন্যাগণের মধ্যে ধন্যা প্রভৃতি কতকগুলি ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিভাবে কাত্যায়নীর ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের ও অভিষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণবল্লভা কহা গিয়া থাকে।

পরোঢ়া যথা—

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপিহরেঃ সদা সম্ভোগ লালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥

গোপগণ কর্ত্তৃক পাণিগ্রহণ হইলেও যাঁহাদিগের সর্ব্বদা হরির সহিত সম্ভোগ লালসা থাকে তাঁহাদিগকেই "পরোঢ়া" কহা গিয়া থাকে তাঁহারা হরির বল্লভা তাঁহাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় নাই।

এতাঃ সর্ব্বাতিশায়িন্যঃ শোভাসাদ্গুণ্যবৈভবৈঃ।
রমাদিভ্যোঽপ্যুরুপ্রেম সৌন্দর্য্য ভরভূষিতাঃ॥

এই পরোঢ়া সকল শোভা সদ্গুণ্য ও বৈভব দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠা এবং লক্ষ্মীদেবীর অপেক্ষাও তাঁহাদের প্রেম ও সৌন্দর্য্য পূর্ণতায় ভূষিতা।

ঐ পরোঢ়া তিনপ্রকার যথা—

সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া।

সাধনপরা ও দ্বিবিধ যথা যৌথিকী ও অযৌথিকী।

যৌথিকীর লক্ষণ যথা —

যৌথিক্যস্তত্র সংভূয়গণশঃ সাধনে রতাঃ।

যাঁহারা আপনগণের সহিত সাধনপরা হন তাঁহারা যৌথিকী।

যৌথিকীও দুইপ্রকার যথা—মুনি ও উপনিষদ্।

মুনির লক্ষণ যথা—

গোপালোপাসকা পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ।

চিরাদ্রুমুক্তরতয়ো রাম সৌন্দর্য্য বীক্ষয়া॥

মুনয়স্তন্নিজাভীষ্ট সিদ্ধিসম্পাদনেরতাঃ।

লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যা জাতাঃ পাদ্মইতীরিতম্॥

পূর্ব্বে গোপালোপাসকগণ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই চিরকালের পর শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের কৃষ্ণ বিষয়িনী এবং সীতাদেবীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া গোপী বিষয়িণী রতি উদ্‌বুধ্য হইয়াছিল; তদনন্তর ঐ মুনিগণ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্পাদনে তৎপর হইয়া ভাব লাভ করিয়া ব্রজে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত পদ্মপুরাণের প্রমাণ যথা

পুরা মহর্ষয়ঃসর্ব্বে দণ্ডকারণ্য বাসিন্যঃ।

দৃষ্ট্বারামং হরিংতত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥

তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভুতাশ্চ গোকুলে।

হরিং সং প্রাপ্যকামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২৭২ অধ্যায়ে

(পুনামুদ্রিত)

পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি সকল শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া পরম রমণীয় হরিকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কারণ তাহারা গোপাল দেবের উপাসনা করিতেন তাঁহারা সকলে গোকুলে ব্রজরমণীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিকে কামভাবে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

কথাপ্যন্যাকিল বৃহদ্বামনেচেতি বিশ্রুতিঃ।

সিদ্ধিং কতিচিদেবাসাং রাসারম্ভে প্রপেদিরে॥

ইতিকেচিৎ প্রভাষন্তে প্রকটার্থানুসারিনঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে।

বৃহদ্বামন পুরাণে এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন গোপী রাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগেজন্য দেহ প্রাপ্ত হয়েন এবং কেহ কেহবা পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন কোন কোন ব্যক্তি প্রকট লীলানুসারে এইরূপ কহিয়া থাকেন।

উপনিষদ্গণের লক্ষণ যথা—

সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোখিলাঃ।

গোপীনাং বীক্ষসৌভাগ্য মসমোর্দ্ধংসুবিস্মিতাঃ।

তপাংসি শ্রদ্ধয়াকৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে।

বল্লব্য ইতিপৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা॥

যে সমস্ত উপনিষদ্ সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মদর্শিনী তাহারা গোপীদিগের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন তাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ব্রজে প্রেমবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই বল্লবী; পুরাণে ও উপনিষদে এইরূপ প্রথা বর্ণিত আছে।

উপনিষদ সকল যে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যা গোপী হইতে বাসনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ যথা—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগ যুজোহৃদি য—

মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৮৭।২৩

শ্রুতিগণ কহিয়াছিলেন হে প্রভো! প্রাণ,

মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ সংযম করিয়া দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে যে তত্ত্ব উপাসনা করেন, শত্রুগণ শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্পদেহাকৃতি আপনার ভুজদণ্ডে গোপীগণ অত্যন্ত আশক্তচিত্ত হইয়া আপনার স্পর্শমাধুর্য্য হৃদয়ে ভজন করেন। আমরা শ্রুত্যাভিমানী দেবতা তাহাতে অযোগ্য হইলেও নন্দব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্তহইয়া কায়ব্যূহ দ্বারা তাঁহাদের সদৃশা হইয়া তাঁহাদের ভাবের অনুগত ভাবলাভ করিয়া তোমার স্পর্শ-মাধুর্য্য অনুভব করিব।

অযৌথিকীর লক্ষণ যথা—

তদ্ভাব বদ্ধ রাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ।
তদ্‌যোগ্য মনুরাগৌ যং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ॥
তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালেকালে ব্রজেঽভবন্।
প্রাচীনাশ্চ নবাশ্চ স্যুরযৌথিক্যস্ততো দ্বিধা॥
নিত্য প্রিয়াভিঃ সালোক্যং প্রাচীনাশ্চিরমাগতা।
ব্রজে জাতানবাস্ত্বেতা মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যাদি যোনিতঃ॥

উজ্জল নীলমনৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

যাঁহারা গোপীভাবের প্রতি অনুরাগী হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহাদিগের উৎকণ্ঠাবশতঃ তাহার উপযুক্ত রাগানুগীয় ভজনোৎকণ্ঠহেতু গোপীভাব সিদ্ধ হয় তাঁহারাই অযৌথিকী এবং তাঁহারাই সময়ে সময়ে এক কিম্বা দুই কিম্বা তিন তিন করিয়া ব্রজমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

অযৌথিকী দুই প্রকার প্রাচীনা ও নবীনা; তন্মধ্যে প্রাচীনা অযৌথিকী সুদীর্ঘকালে নিত্য প্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং নবীনাগণ দেব, মনুষ্য এবং গন্ধর্ব্বাদি জন্মেরপর ব্রজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

দেবীগণের লক্ষণ যথা—

দেবেষ্বংশেনজাতস্য কৃষ্ণস্য দিবিতুষ্টয়ে।
নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ॥
তত্রদেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ।
তাঅংশিনীনামেবাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে॥

উজ্জলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অংশের বা বলদেবের সহিত দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সন্তোষের জন্য নিত্যপ্রিয়াগণের অংশ সকল ও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই নিত্যপ্রিয়া বর্গের প্রাণসখী।

দেবীগণ যে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে তাহার প্রমাণ—

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত্বমর স্ত্রিয়ঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।১।২৩।

পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ অমর কামিনীগণ জন্মগ্রহন করিবেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সমাজ-কলঙ্ক।

৪র্থ পল্লব।

(বিগত বর্ষের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় ৫১৫ পৃষ্ঠার পর।)

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, এই উভয় প্রকার লোক, সকল সমাজেই বিদ্যমান আছে। তবে কোন সমাজে শিক্ষিত এবং কান সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, এরূপ দেখা যায়, যাহারা স্বল্প বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রধানতঃ তাহাদিগের কর্তৃকই সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াথাকে। যে হেতু, তাহারা শাস্ত্রাদির নিগূঢ়তত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির বর্ণ নির্ণয় সম্বন্ধে, সমাজে, ইদানীন্তনকালে যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত।" বেদবিদ্যার আকার ভূমি ও পণ্ডিত প্রধানস্থান বারানসী ধামের লব্ধ প্রতিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সকলেই কায়স্থ দিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত স্বীকার করত, তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। (ক) স্থানীয় বহু সংখ্যক শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ কাশীধামের পণ্ডিতবর্গের মত সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু স্থানীয় অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত পুরোহিত মণ্ডলী ও অপর অজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পরশ্রীকাতর বিপ্রপশুগণ (খ) কায়স্থকে শূদ্র ভিন্ন ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত স্বীকার করেন না। "স্বল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" বলিয়া যে প্রবাদ চলিত আছে, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। ব্রাহ্মণ বংশজাত অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কি কারণ বশতঃ যে কায়স্থ জাতিকে শূদ্র আখ্যা প্রদান করেন তাহা জ্ঞানের অতীত। কায়স্থ জাতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইলে, তাঁহাদিগের প্রতিভার এতাদৃশী বিকাশ হইত না। যাহারা অজ্ঞান অন্ধকারে চির-নিমগ্ন, যাহাদিগের লিখিত ভাষা নাই, কেবল মনোভাব প্রকাশার্থ কতকগুলি সঙ্কেত বা শব্দমাত্র প্রচলিত আছে, ব্যাকরণাদি কিছুই নাই; সেই সকল অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ঘোর মূর্খ জাতিকেই আর্য্যগণ, অনার্য্য বা শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু

[ক] মৎপ্রণীত কায়স্থতত্বের পরিশিষ্টে ৫ম ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

[খ] বিপ্রপশু কাহাকে বলে পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। সেই অংশ যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহাদের জন্য এ স্থানেও বিপ্রপশু শব্দের অর্থ লিখিত হইল—

ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রপশু রুদাহৃতঃ।৩৭১ অত্রি

সমাজে শূদ্রের স্থান কত নিম্নে ও তাহাদিগের আসন কোথায়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি :—

স্মৃতি শাস্ত্রে স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে যে,

"শূদ্রায় নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়াং ন দত্বাৎ।"

স্মৃতি।

অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রাদির উপদেশ কখনও শূদ্রকে প্রদান করিবে না।—কেন? তাহারা কি চিরকাল বন্য পশুর মত থাকিবে? আরও দেখুন :—

"ন শূদ্রায় মতিং দত্যান্নোচ্ছিষ্টং(গ) ন হবিস্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥"

মনু ৪।৮০

অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ, অন্নোচ্ছিষ্ট এবং যজ্ঞ শেষ হবি শূদ্রকে কখনও দিবে না; কিংবা তাহাকে ব্রতের উপদেশও দিবে না। এই শ্লোকটীর ভাষ্যে মেধাতিথি বলেন—

"শূদ্রস্য দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে হিতাহিতোপদেশো ন কর্ত্তব্যঃ শূদ্রস্য মন্ত্রিত্বং ন কর্ত্তব্যমিতি যাবৎ। বেদস্মৃতি শাস্ত্রে চ প্রধানে ন চ তত্র শূদ্রাস্যাধিকারঃ॥"

অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে হিতাহিত কোন প্রকার উপদেশই শূদ্রকে প্রদান করিতে নাই। মন্ত্রী-কার্য্যে শূদ্রজাতির অধিকার নাই; বেদ এবং স্মৃতি শাস্ত্রেও তাহার অধিকার নাই। মহানুভব মনু আরও লিখিয়াছেন :—

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥"

মনু ৮।৪১৩

অর্থাৎ ক্রীত অথবা অক্রীত হউক, ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্যই ব্রহ্মা শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণগণের কিরূপ ঘৃণা ও কিরূপ বিদ্বেষভাব তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। এই শ্লোকটী নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মনুর বচন বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনুর হৃদয় কি এতই ক্ষুদ্র! (ঘ)

"লোকেত্রীণ্য পবিত্রাণি পঞ্চমেধ্যানি ভারত।
শ্বাশূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্য পবিত্রাণি পাণ্ডব॥"

বৃহৎ গৌতম ২১।২০

পাঠক দেখিলেন? এই শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে—কুকুর, চণ্ডাল ও শূদ্র এই তিনটীই অপবিত্র। মন্বাদি ঋষিগণ শূদ্রকে দ্বিজাতির পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

পরাশর বলেন—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥"

পরাশর ১২অঃ ৩২।

অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক শূদ্রের সহিত উপবেশন এবং শূদ্র হইতে জ্ঞানোপদেশ অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও নরকগামী

[গ] অন্নোচ্ছিষ্টং অর্থে কুল্লূকভট্ট বলেন যে অদাস শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না, কিন্তু দাস শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে। কারণ দ্বিজের উচ্ছিষ্টই শূদ্রের আহার।

সম্পাদক।

(ঘ) শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত নহে। তৎকালে অনার্য্য আদিম জাতিকেই শূদ্র, দস্যু, দাস ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইত, দাস্যকার্য্য ব্যতীত ইহারা অন্য কোনও কার্য্যের উপযুক্ত ছিল না।

সম্পাদক।

করে। উঃ! কি বিদ্বেষ ভাব !! এই পাপেই ভারতবর্ষের পতন হইয়াছে। (ঙ)

"যোহস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥"

মনু ৪।৮১

অর্থাৎ যিনি শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ কিংবা ব্রতের উপদেশ দেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন। পাঠক দেখুন হিন্দু সমাজে শূদ্রের সম্মান ও মর্য্যাদা কিরূপ।

মনু আরও বলেন ঃ—

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥"

মনু ১।৯১

কায়স্থ পাঠকগণ বুঝিলেন কি? দ্বিজাতির শুশ্রূষা, এই একটীমাত্র কার্য্য শূদ্রের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে আপনারা অপর সমুদায় কার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পদ সেবা করুন, তাহাতেই আপনাদের মুক্তি ও পরমার্থ লাভ হইবে। যদি আপনারা বলেন যে "আমরা ক্ষত্রিয়; আমরা তিন বর্ণের সেবা করিব কেন?" তাহার উত্তর এই যে, আপনারা শূদ্রাচারী; উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত এবং সাবিত্রী বিহীন। সুতরাং ঘৃণিত ও শূদ্রভাবাপন্ন। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণের একান্ত কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রহ্মসূত্র গলদেশে ধারণ করেন। ক্ষত্রিয় বর্ণের চিহ্ন না থাকিলে কেবল মাত্র কথায় কার্য্য হয় না। বিপ্রপণ্ডিতগণ কায়স্থ জাতিকে যে সর্ব্বদা "শূদ্র" "শূদ্র" বলিয়া থাকেন ও ঘৃণা করেন, উপবীত বর্জ্জনই তাহার এক মাত্র কারণ। (চ) শূদ্রজাতি অতীব ঘৃণিত ও হিন্দু সমাজে হেয়। অমন্ত্রক বিবাহ ব্যতীত তাহাদিগের আর কোনও সংস্কার নাই। প্রমাণ দেখুন—

"বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতাং সদা।"

স্মৃতি।

অর্থাৎ বিবাহ ব্যতিরেকে অপর কোনও সংস্কারে শূদ্রের অধিকার নাই।

"অতোন শূদ্রস্য বৈদিক পৌরাণ মন্ত্রপাঠঃ।"

বিশ্বেশ্বর কৃত শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণ।

অর্থাৎ কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কোন মন্ত্রেই শূদ্রদিগের অধিকার নাই। আরও দেখুন—

"ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ।'

বিশ্বেশ্বর কৃত শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণ।

অর্থাৎ কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ দেখুন সমাজে শূদ্রের প্রতিপত্তি কিরূপ! এবং তাহারা কতদূর হীন ভাবাপন্ন। এই সকল শাস্ত্রের বচন দেখিয়া, পড়িয়া, বুঝিয়া, এবং সম্যক আলোচনা করিয়াও, আপনারা নিরুপবীত রহিয়াছেন। একবার অজ্ঞান নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করুন। মোহ-ঘোর ঘুচান। সাবিত্রী

(ঙ) অনার্য্য, বন্য আদিম জাতিকেই আর্য্যগণ শূদ্র বলিতেন, তাহাদের সহিত আর্য্যগণ কোনও প্রাকারে মিশিতে না পারেন এই জন্য এই প্রকার আদেশ। রঘুনন্দনী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে শূদ্রাখ্যা দিবেন, আর্য্যগণ কখনও মনে করেন নাই। সম্পাদক।

(চ) শূদ্রাখ্যা জাতিগতনহে, গুণগত। সাবিত্রী ও উপনয়ন বর্জ্জিত ব্যক্তি মাত্রেই শূদ্র তিনি যে জাতি হউন না কেন। সম্পাদক।

গ্রহণ করুন। এরূপ জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় আর কতকাল যাপন করিবেন? আপনারা যতই উন্নত হউন না কেন, উপবীত ধারণ ব্যতীত শূদ্র অখ্যাতি হইতে কখনও অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থবান্ হইবেন না। (ছ) শূদ্র জাতি, স্ত্রীলোকগণের সহিত সমভাবে সর্ব্বাধিকার বিবর্জ্জিত। প্রমাণ দেখুন—

"স্ত্রীণাঞ্চৈবতু শূদ্রাণাং পতিতানাং তথৈব চ।
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং দাতব্যং মন্ত্র বর্জ্জিতম্॥"
শূদ্রধর্ম্ম নিরূপণ।

দেখিলেন ত স্ত্রী ও শূদ্র উভয়েই পতিত। উভয়েই সমভাবাপন্ন। উভয়েরই আসন এক স্থানে। শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগকে পঞ্চগব্য দিবারও নিয়ম শাস্ত্রে নাই। একান্ত পক্ষে দিতে হইলে মন্ত্র বর্জ্জিত পঞ্চগব্য দান করিবার বিধান আছে। স্মৃতি বলেন—

"তুষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়া স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ।"

বিবাহ ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের সমস্ত ক্রিয়া মন্ত্র বিবর্জ্জিত। দেখুন ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাদিগের স্ত্রীলোকগণের যেমন সমন্ত্রক কোন কার্য্যেই অধিকার নাই, সেই প্রকার শূদ্রদিগেরও অমন্ত্রক বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনও সংস্কারে অধিকার নাই। শূদ্রের অন্ন রুধিরবৎ তাহার শাস্ত্র প্রমাণ দেখুন:—

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥"
অঙ্গিরঃ সংহিতা।

[ছ] লেখক মহাশয়ের এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। বৈদান্তিক, দার্শনিক, থিয়োসোফিষ্ট যাহাই হউন না কেন, সাবিত্রী ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে সমাজে শূদ্রস্বরূপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবেন না।
সম্পাদক।

কিন্তু কায়স্থগণ দেখুন—ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত সদৃশ, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ, বৈশ্যের অন্ন অন্নের সমতুল্য আর—শূদ্রের অন্ন রুধিরবৎ। কায়স্থের অন্নে (ধনে) কত শত সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সেই কায়স্থ জাতি এক্ষণে বিপ্রপণ্ডিদিগের নিকট শূদ্র বলিয়া খ্যাত। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ জাতির উন্নতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে কিন্তু তথাপি "শূদ্র" অখ্যাতি ঘুচিল না। ইহার একমাত্র (মুখ্য) কারণ উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত অবস্থায় কালাতিপাত। কায়স্থগণ! আপনারা আর কত দিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, জড়ের ন্যায় কাল হরণ করিবেন? আপনাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। সিংহের বংশধর হইয়া সামান্য নীচ ও ঘৃণিত শৃগালের ন্যায় সমাজে বাস করা কি আর শোভা পায়? ছিঃ! ছিঃ! কায়স্থের পরিণাম যে এইরূপ হইবে ইহা কখনও ভাবি নাই। কায়স্থের আদি পুরুষ চিত্রগুপ্ত দেব কায়স্থ জাতির অধঃপতনে যে নিশ্চয়ই শোকাভিভূত হইয়া আছেন, তাঁহার বংশধরগণের শূদ্রজনসম্ভব এতাদৃশ কদাচার ও ব্যবহারে নিশ্চয়ই তিনি ব্যথিত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছেন তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কায়স্থ জাতির উচিত নহে যে বর্ত্তমান হীন অবস্থায় থাকিয়া চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করা। কেবল মাত্র, আহার, বিহার, বিলাসিতা ও পরচর্চ্চায় কালাতিপাত করা চিত্রগুপ্তের বংশধরগণের কার্য্য নহে। স্ত্রী পুত্রাদির মায়া মোহে মুগ্ধ হইয়া কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ একান্ত অলস প্রকৃতি

হইয়াছেন বলিয়াই (জ) তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ, পূর্ব্বকালের ন্যায় তেজঃ, সৎসাহস, এবং সে উদ্যম আর নাই। হায়! হায়! কায়স্থ জাতি পূর্ব্বে কি ছিলেন আর এক্ষণে কি হইতেছেন। দাসত্ব শৃঙ্খলে বহুকাল আবদ্ধ থাকা হেতু এই মহতী জাতির বুদ্ধি-বিকার উপস্থিত হইয়াছে; নতুবা এমন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াও, তাঁহারা যে কেন উপবীত গ্রহণ করিতেছেন না, পরন্তু নিশ্চেষ্ট ও অলস ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা বুঝা যায় না। এমন অপূর্ব্ব সুযোগ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, সে একেবারেই সামর্থ্য শূন্য ও জড় এবং কাজের বাহির বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শূদ্র যে কতদূর ঘৃণ্য ও হেয় এবং অস্পৃশ্য তাহা মুনিগণ সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে অত্রি মহাশয় কি বলিয়াছেন শুনুন :—

"অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥"

অত্রি সংহিতা।

অর্থাৎ অজ্ঞানতা বশতঃ যদি কোনও ব্রাহ্মণ, শূদ্রের স্পৃষ্ট জল পান করেন, তাহা হইলে স্নানান্তে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ হইতে হইবে। এই শূদ্র কি কায়স্থ? কায়স্থের জল ত সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণে পান করিতেছেন। কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া ব্রাহ্মণগণ আনন্দ মনে কায়স্থের স্পৃষ্ট পানীয় পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। কায়স্থ, শূদ্র হইলে, তাঁহারা জলাচরণীয় হইতেন না এবং ব্রাহ্মণেও তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল পান করিতেন না। শূদ্রকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণগণকে কি করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে পরাশর কি বলিয়াছেন দেখুন :—

"অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেন স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥"২২

পরাশর সংহিতা, ৭ম অধ্যায়।

অর্থাৎ শূদ্রকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে, আর উচ্ছিষ্ট সহিত স্পর্শ করিলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। শূদ্রজাতি কত দূর হেয় ও অস্পৃশ্য তাহা এই শ্লোক পাঠেই অনুমিত হয়। কায়স্থ জাতি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন হইয়াও কেন যে শূদ্রবৎ হইয়াছেন, ও কায়স্থেতর জাতির উপহাস সহ্য করিতেছেন এবং নিজ নিজ উন্নতিকল্পে উপবীত সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুপবীতো কায়স্থ সন্তান এখনও কি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না যে, এক উপবীতাভাবেই তাঁহারা আর্য্য সমাজে কত দূর হীন ও হেয় হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ কথায় কথায় তাঁহাদিগকে কুক্কুর, শৃগালের সদৃশ ঘৃণা করেন এবং "শূদ্র" আখ্যা দেন। উপবীত গ্রহণ করিলে আর কিছু হউক বা না হউক, লোকে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিতে বাধ্য হইবে। কাশী, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, কলিকাতা, বীরভূম, ফরিদপুর, কৃষ্ণনগর, অগ্রদ্বীপ, বিল্বপুষ্করিণী, বিক্রমপুর, কলসকাঠি প্রভৃতি ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানের ব্রাহ্মণগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ও লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত। কিন্তু স্থানীয়

(জ) "অলস কায়স্থ" শীর্ষক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।
সম্পাদক।

কয়েক খানি গণ্ড গ্রামের গোমূর্খ ব্রাহ্মণ কুল-কলঙ্ক, সমাজ-কণ্টক, বিপ্রপশুগণ কায়স্থদিগকে উপবীত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহারা শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ থাকিতেই ইচ্ছা করেন। ক্ষত্রিয়যাজী ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও তর্কের বহর কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের অপেক্ষাও অধিক। কাশীধামস্থিত প্রায় ৭০ জন আসল খাঁটি সু-ব্রাহ্মণ লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় ও তাঁহাদের উপবীত ছিল; বৌদ্ধ-বিপ্লবে তাঁহাদিগের উপবীত নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণেরও উপবীত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহারাও বহু বৎসর নিরুপবীত ছিলেন। পরে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে উপবীত প্রদান করেন। (ঝ) তিনি কায়স্থজাতিকেও উপবীত দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন মাত্র। কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই সহসা তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তদবধি বঙ্গের কায়স্থগণ উপবীত ও সাবিত্রী বর্জ্জিত হইয়া, শূদ্রাচার সম্পন্ন হইয়াছেন।

নৃসিংহ পুরাণে শূদ্রের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবৎ ব্রাহ্মণানাস্তু বিশেষেণ সমাচরেৎ॥"

নৃসিংহ পুরাণ।

(ঝ) Indian Logic Medieval School.
শঙ্কর বিজয় [আনন্দগিরি কৃত]
শঙ্কর দিগ্বিজয় [মাধবাচার্য্য কৃত] ধনপতি সুরি কৃত ডিণ্ডিম টীকা সহিত।
শঙ্কর বিজয় [বিদ্যারণ্য স্বামীকৃত] এই চারি খানি পুস্তক দ্রষ্টব্য।

শূদ্রজাতি যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট দাসবৎ (slave) আচরণ করিবে। যাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয়, যাঁহারা ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়-রক্তে যাঁহাদিগের দেহ পবিত্র, ক্ষত্রিয় পিতা মাতার শোণিত শুক্র হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ গুরু ও পুরোহিত ব্যতীত অপর কাহারও দাস (slave) হইতে পারেন কি? তাহা কখনই পারেন না। বিনয় ও নম্রতার খাতিরে "দাস—দাস" বলিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে "দাস" হইতে পারেন না। যাহারা পারে তাহারা ক্ষত্রিয় নহে—বাস্তবিকই শূদ্র। যাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় তেজঃ নাই, কোনও কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের মানসিক শক্তিরও খর্ব্বতা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা হিতাহিত বিষয় ও সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে একান্ত অসমর্থ। মানুষ—প্রকৃত মানুষ—হইতে হইলে, অনেক শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হয় না; সাধন বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়; তাহা না হইলে "ব্রহ্মার বেটা চাম্‌চিকে" হইত না।

নৃসিংহ পুরাণ আরও লিখিতেছেন—

"শূদ্রাণাং মাসিকং পক্ষেষাং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্ট ভোজনম্॥
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদার বিসর্জ্জনম্।
পুরাণ শ্রবণং বিপ্রাৎ নারসিংহস্য পূজনম্॥"

(নৃসিংহ পুরাণ)

অর্থাৎ—শূদ্র, ন্যায়শীল ব্যক্তির নিকট হইতে মাসিক বেতনে কর্ম্ম করিয়া, প্রভুর পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র পরিধান ও বিপ্রের উচ্ছিষ্ট

করিবে। শূদ্র, পরদার বর্জ্জিত হইয়া নিজ স্ত্রীতেই আসক্ত থাকিবে ও ব্রাহ্মণের মুখে (এ) পুরাণ শ্রবণ করিবে এবং নৃসিংহ দেবের পূজা করিবে।—ইহার উত্তরে নিকপবীতী কায়স্থ ভ্রাতাগণ কি বলিতে চাহেন? উত্তর দিবার কিছু আছে কি? ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে, কাল বিলম্ব না করিয়া, উপবীত গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তর্কে তর্ক-মীমাংসা হয় না। কাজ করা চাই, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। যাহারা সমাজের কলঙ্ক, সেই ঘোর মূর্খ বর্ব্বরদিগকে বলিবার বা বুঝাইবার কিছুই নাই। উপবীত গ্রহণ কর, সব শীতল হইয়া যাইবে। দুই মিনিটে গণ্ডগোল মিটিবে। মূর্খের নিকটই যত গণ্ডগোল। পণ্ডিতগণ নীরব, শূন্য পাত্রের শব্দ অধিক। Empty vessels sound much) উর্দ্ধে উঠিলে ভেদাভেদ থাকে না। যত গলদ গোড়াতেই। যতই উচ্চ আরোহণ করা যায়, ততই ভেদ জ্ঞান কমিয়া যায়। বিপ্রপশুগুলা এ তত্ত্ব না বুঝিয়া অনর্থক গণ্ডগোল করে।

"শূদ্রজাতির জঘন্যত্বের আরও প্রমাণ দিতেছি—

"শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণাদীনাং পূজাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
আজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়েৎক্বাপি ন চ তানবমানয়েৎ॥
বিপ্রক্ষত্রং বিশঞ্চাপি পাঠয়েন্ন কদাচন।
শূদ্রাৎ বিদ্যাগ্রহীতারং ব্রাহ্মণং পাতয়েদধঃ॥
পাদোদকং ব্রাহ্মণস্য পিবেচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাসাদ্য শূদ্রস্তরতি দুর্গতিম্॥"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

অর্থাৎ—শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণকে পূজা করিবে। তাহাদিগের আদেশ কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। তাহাদিগকে কখনও অপমান করিবে না। শূদ্রেরা—বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের কখনও বিদ্যা অধ্যাপনা করিবেনা। শূদ্রের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন। শূদ্র যত্ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবে ও ব্রাহ্মণে ভক্তি স্থাপন করিলে সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।—কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! দেখুন, যে কায়স্থজাতি বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাব বশতঃ শ্রেষ্ঠ, যে কায়স্থজাতি নিশ্চয়ই সকল বিদ্যা মন্দিরে শিক্ষাদান দিতেছেন, যাঁহার নিকট বসিয়া শত সহস্র বিপ্রসন্তান অবনত মস্তকে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে, বি এ, এম এ, ক্লাশের ছাত্রেরাও যে কায়স্থের কাছে নত শিরঃ হইয়া শত সহস্র বার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছে, যে কায়স্থের কৃপায় ব্রাহ্মণ জাতির অধিকাংশ লোকেই পরম উপকৃত হইতেছেন ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইতেছেন, সেই বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিশিষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন কায়স্থজাতি নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য শূদ্রজাতি হইতেই পারে না। সমাজের কণ্টক গুলাকে সাগর পারে অথবা সাইবিরিয়ার মরু প্রদেশে ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গলার মাটি শীতল হইতে পারে। সামনে বড় পিছনে ছোট চুল রাখিয়া, চুল ছাঁটিলে, খোদার' মুর রাখিলে, বার্ডাস্‌আই সিগারেট্ টানিলে, অখাদ্য খাইলে, গোপনে কুকর্ম্ম করিলে, পান খাইয়া, টেরি ফিরাইয়া, শিশ

(এ) এই লক্ষণটি কি কেবল শূদ্রের না সকল জাতির? "মাতৃবৎপরদারেষু" কি হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম নহে? পতিগতপ্রাণ যেমন নারীর সতীধর্ম্ম, পত্নীগতপ্রাণ তেমনি পুরুষধর্ম্ম নহে কি?

সম্পাদক।

দিতে দিতে রাস্তায় বেড়াইলে, গঙ্গার ঘাটে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ফ্লুট্ বাজাইলে,(ট) মা মাসীর সম্মুখে বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা গাহিলে, বাবাকে old fool বলিলে, কায়স্থকে শূদ্র ও ইতর বলিলে, গায়ত্রী, জপ ও ত্রি-সন্ধ্যা না করিলে, এবং বিধর্ম্মীর গোলামী করিলেও, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণই থাকেন!! গলায় পৈতা থাকিলেই সব দোষ ঢাকা পড়ে! গলায় উপবীত ধারণ করিয়া বিপ্রপশুগুলা শত শত অন্যায় ও নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছে, কত অখাদ্য খাইতেছে কে তাহাদের জাতি মারে? কত দেবল-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজের গুরুগিরি করিয়া অপরাপর ব্রাহ্মণের সহিত একত্র বসিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেছে, কে তাহাদিগকে শাসন করে? কত চাটুয্যে, বাড়ুয্যে, মুখুয্যে,—সাহেবের চাকরী করিতেছে; কত অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে; গরীব নিরীহ প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া কত ভূ-স্বামী কত অর্থ গ্রহণ করিতেছে, কত বাজে আদায় করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সেই সকল ব্রাহ্মণ উপাধিধারী লোকগণই আবার বলেন—"আমরা কায়স্থের দানগ্রহণ করি না।" ইলবার্ট বিলের সময় সময় একজন এদেশীয় গরীব ফিরিঙ্গী বাস্তকর, একজন হাকিমকে বলিয়া ছিল—"হামি তোমার ছেলের সাদিতে বাজা বাজাইতে পারে, তোমার ভোঁহিস চরাইতে পারে, তোমার গোলামী করিতে পারে, কিন্তু তোমার আদালতে হামার মামলা করিতে দিতে পারে না।" কেহ কেহ বলে—"আমরা সব প্যারি কায়স্থের দান লইতে পারি না; আপিসের দালালের দান লই বটে, কিন্তু তাহারা কায়স্থ নহে—তাহারা মাড়্বারি।"

যে কায়স্থের প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভাবান্বিত, অতি উচ্চ রাজকার্য্যেও যে জাতি নিযুক্ত আছেন, কমিশনার (Commissionor) এবং আইন সচিব (Law minister) প্রভৃতির কার্য্য যে জাতি করিতেছেন; যে জাতির অতি তীব্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রশংসা ভারতগবর্ণমেণ্ট শত মুখে করিয়া থাকেন; যে জাতি ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানে সম্মানিত করিয়া আসিতেছেন, সেই সুবুদ্ধি কায়স্থ-জাতিকে পল্লীগ্রামের অধম দ্বিজগুলা শূদ্র বলিয়া অভিহিত করে, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! শূদ্র কাহাকে বলে "শুচাদ্রবতি ইতি শূদ্র" অর্থাৎ যাহারা বিপজ্জনক ব্যাপার হইতে পলায়ন করে, তাহারাই শূদ্র। শূদ্রত্ব শব্দের অর্থ জঘন্যত্ব। বঙ্গীয় সমাজে শূদ্র বলিয়া কোনও জাতি নাই। এমন কি রজক, নাপিত, কামার, কুমার, গোয়ালা, বণিক ও তেলীরাও শূদ্র নহে। যে সকল জাতির মধ্যে দশবিধ সংস্কার নাই, ও যাহাদিগের একমাত্র সংস্কার বিবাহ (তাহাও সমন্ত্রক নহে—অমন্ত্রক) তাহারাই বাস্তবিক শূদ্র। যেমন কোল, ভীল, সাঁওতাল, ইত্যাদি বর্ত্তমান সময়ে শূদ্র শব্দের প্রকৃত অর্থ বঙ্গীয় কায়স্থগণের জানা একান্ত কর্ত্তব্য। এই হেতু শূদ্র শব্দের আভিধানিক অর্থ লিখিত হইল; যথা—

অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্যজ......অমরকোষ অভিধান।

[ট] এই সমস্ত বাহ্যিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে মন্দাভিপ্রায় থাকিলে ইহারা অতীব দূষণীয়।

• সম্পাদক।

দাস, পাদজ, অন্ত্যজন্মা, জঘন্জ, দ্বিজসেবক ......শব্দরত্নাবলী।

চতুর্থ, দ্বিজদাস, উপাসক......রাজঘণ্ট শব্দকোষ।

অন্ত্যবর্ণ, বৃষল, পদ্ম, পজ্জ, জঘন্যজ...... অভিধান-চিন্তামণিঃ।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, এবং শূদ্রের সংজ্ঞা (Definition) ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কোন্ কায়স্থ উপবীতগ্রহণে শৈথিল্য ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন ? যাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র শক্তি ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে, তাঁহারা আপনাদিগের সামাজিক উন্নতিসাধন-কল্পে অবিলম্বেই যে উপবীত ধারণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এখন আর বিচারের আবশ্যক নাই। এ সম্বন্ধে সভা-সমিতি বহু স্থানে বহু বার হইয়া গিয়াছে এবং পণ্ডিতমণ্ডলে স্থিরী-কৃত হইয়াছে যে, কায়স্থ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ; ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কায়স্থগণ অনায়াসেই উপবীতগ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। অনেক কায়স্থের ধারণা এইরূপ যে, উপবীত-গ্রহণ করিলে অনেক জপাদি করিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গায়ত্রী ও জপ এবং ত্রি-সন্ধ্যা করিলেই আপাততঃ চলিতে পারে।

ব্রহ্মোপনিষদে লিখিত আছে :—

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরংপদম্।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্র বেদপারগঃ॥

অর্থাৎ—পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া পৈতার নাম ব্রহ্মসূত্র। এই সূত্রের যথার্থ তত্ত্ব যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী হইবে।

মনু বলিয়াছেন :—

"বাগ্‌দণ্ডোঽথমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ—যাঁহার বুদ্ধি বাক্ মন ও দেহ সংযমে নিহিত তিনিই ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত তাঁহারই পক্ষে সার্থক। মানবক তরুণ বয়সে উপবীতী হইয়া এই ত্রিবিধ সংযম অভ্যাস করিবেন।*

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ।

* "কায়স্থ-তত্ত্ব অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত ও স্থল বিশেষ উক্ত পুস্তক হইতে সংগৃহীত। লেখক।

মহিলার মর্য্যাদা।

সত্যপূতাং বদেদ্বাচম্॥

প্রবন্ধান্তরে, আমরা আমাদের সমাজের মহতী অপকারিণী বরপণ গ্রহণ প্রথার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করি-য়াছি।(ক) এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি মত

[ক] কায়স্থ-পত্রিকা, বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় "বরপণ সম্বন্ধে চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

যথাসাধ্য স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়াছি। সমাজের সকলের নিকটেই যে আমাদের আলোচনা প্রীতিপ্রদ হইবে, সেরূপ দুরাশা আমাদের নাই; বরঞ্চ "রঙ্গপুর দর্পণের" সম্পাদকের মত সমাজহিতৈষীর নিকট উহা নিতান্ত নিন্দিত বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। আমরা জানিতে পারিলাম যে রঙ্গপুরের "দর্পণে" আমাদের ও আমাদের মত অযোগ্য লেখকগণের প্রস্তাবগুলি নিতান্তই বিকৃতভাবে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। যেরূপেই হউক,—সুহৃদরূপেই হউক অথবা শত্রুরূপেই হউক, "রঙ্গপুর দর্পণ" আমাদের আলোচনা গুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সামাজিক সুধীবৃন্দ সকল প্রকার সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করুন,—তাঁহাদের জাড্য, মোহ এবং অজ্ঞান অপসারিত হউক,—ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। আমাদের মতামত লইয়া দেশে আন্দোলন উঠিতেছে এই শুভ-সংবাদ শুনিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কর্ম্মভূমিতে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছি যে আমাদের সমাজে যে দিন মহিলাগণের পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাহাও কোন এক বিশেষ সময়ের মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সামাজিক আইনে অবধারিত হইয়াছিল,—অথচ এসম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন,—সেই দিনই বরপণ-প্রথার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।(ক) পরে সমাজিক নানাপ্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়ে সেই বরপণ আধুনিক ভীষণ হইতেও ভীষণ-তর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। রোগের এই নিদান যখন স্থির, তখন চিকিৎসা সেই নিদানানুযায়ীই করিতে হইবে। নিদানানভিজ্ঞ হাতুড়ে বৈদ্যের প্রদত্ত ঔষধে যেমন কচিৎ দুই এক স্থলে রোগের উপশম হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ ঔষধে রোগ সমূলে বিনাশ পায় না,—যাইতে পারে না; তদ্রূপ স্নেহলতা, নিভাননী ও চারুবালা বরীয়সী দেবী ত্রয়ের আত্মবিসর্জ্জনের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দর্শন করতঃ যাঁহারা অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া পণ-প্রথার বিনাশসাধন নিমিত্ত প্রকাশ্য সভায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন,—তাঁহাদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও,—ইহার প্রভাবে আপাততঃ দুই চারি জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সত্যসন্ধ যুবক বিনা পণে দারপরিগ্রহ করিলেও,—ইহার দ্বারা এই কু-প্রথা কদাপি সমূলে বিনষ্ট হইবে না;—কালে এরূপ প্রতিজ্ঞা টিকিবে না। প্রকৃত কথা এই যে রোগের মূল টানিয়া তুলিতে হইবে। বঙ্গদেশের সুপ্রবীণ ও সুপণ্ডিত জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ৯ই ফাল্গুন কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে যে মহতী সভা হইয়াছিল, সেই সভায় আমাদের শিক্ষিত-সমাজের রত্নস্বরূপ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় যে বক্তৃতা

[ক] এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য, আমরা মনে করি পুরুষের ন্যায় মহিলাগণকে বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক। আমরা যদি মহিলাগণকে পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা প্রদান করি, যোল বৎসরের কমে বিবাহ না দেই এবং বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের মত অপেক্ষা করি, তবে বরপণের মূলে একটী অতি ভীষণ কুঠারাঘাত করা হইবে। সম্পাদক।

করিয়াছিলেন, * তাহার সারাংশ রিপোর্ট করিতে গিয়া রিপোর্টার বলিতেছেন, "Mr. Basu was doubtful if in the face of temptations, in the face of necessity, they could always fulfil their vows. *The real cure of the sore lay in doing away with the compulsory marriage of daughters.* He made an earnest appeal to the pandits to join hands with them in curing that disease. There was another cause at work, said Mr. Basu. According to the Hindu Law, the daughter could not inherit her father's properties. So long as our daughters were treated with indifference, their fate could hardly be improved. Now that Snehalata has opened their eyes, *they should try to remove the root causes.*" "অর্থাৎ যুবকেরা যে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,—নানা কারণে, তাহা সকল সময় রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমাদের সমাজে মহিলা মাত্রেরই বিবাহ দিতে পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ অবশ্য বাধ্য—এই প্রথা উঠাইয়া দিলে তবে এই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা হইবে। দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ এই চিকিৎসা ব্যাপারে আমাদের সহায় হউন। আরও একটী কারণ আছে। হিন্দু আইন অনুসারে কন্যা পিতৃ ধনের অধিকারিণী নহেন। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা পুত্রসন্তান হইতে কন্যাসন্তানদিগকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিব ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে থাকিব, ততদিন তাহাদের দুঃখের শেষ হইবে না। স্নেহলতা আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন,—এখন আমাদের সকলেরই পক্ষে সামাজিক এই বিষম ব্যাধির মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

এই সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ-নাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, রামশাস্ত্রী বিদ্যাসাগর, উড়িশার সদাশিব মিশ্র এবং সভাপতি এই সাত জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সপ্তর্ষীর ন্যায় সামাজিক শত্রুহননের নিমিত্ত সসজ্জ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে সামাজিক সকল প্রকার শুভ কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। ভগবান্ যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া থাকেন,—তাহা হইলে তিনি এই ঋষি-কল্প পণ্ডিত মহাশয়দিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের ধীকে সৎপথে প্রচোদিত করিবেন,—সন্দেহ নাই।

আমরাও শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয়ের প্রস্তাবিত চিকিৎসা প্রণালীর সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। "বিবাহ স্ত্রী-জাতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য."— এই সামাজিক দৃঢ় বিধান উঠাইয়া দিয়া নর ও নারীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করিতে না পারিলে এই পণ-প্রথা কখনও সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল হইবে না। আমরা সামাজিক মহাশয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করি যে তাঁহারা এ সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

* The italics are ours.

সাধু উদ্দেশ্য লইয়া অকপটভাবে পরিশ্রম করিলে তাহার সুফল নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, কল্যাণকারীর কখনও কোন দুর্দ্দশা হয় না।

বিবাহ বিষয়ে নরনারীর মধ্যে এইরূপ বৈষম্য কেন ঘটিল এবং কন্যা পিতৃ-ধনে কেন অধিকারিণী হইতে পারেন না,—ইহার কারণ অনুসন্ধানই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। নরনারীর মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য সূচক ব্যবস্থার মূল কি, এ সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গের গোচরে নিবেদন করিতেছি। আমরা আশা করি, তাঁহারা ইহা পাঠ করতঃ স্ব স্ব হৃদয়ে এ সম্বন্ধে ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া ইহাকে গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ করিবেন। যদি কোন পাঠক কৃপা করিয়া তাঁহার চিন্তার ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করেন,—তাহা হইলে আমরা নিতান্তই সন্তুষ্ট হইব। এই নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে, আমরা সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ ভিক্ষা করিতেছি।

প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা একটী কথা বলিতে চাই। সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিমূলক আলোচনা করিতে গিয়া সম্ভবতঃ আমাদিগকে এরূপ কোন কোন কথার অবতারণা করিতে হইবে, যাহা প্রচলিত শ্লীলতা বোধের প্রতিকূল। জড়-বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান অথবা সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা কালে যে ভাক্ত শ্লীলতা অথবা তথা কথিত সুরুচির অধীনতা স্বীকার করিবার উপায় নাই,—তাহা সুপণ্ডিত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের নিবেদন,—যদি কেহ এই আলোচনার ভিতর আপত্তি জনক কোন শব্দ, পংক্তি কিংবা ভাব দেখিতে পান,—তিনি যেন আমাদিগকে ক্ষমা করেন। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই অংশ পাঠ করিলেই তাঁহারা অবশ্য আমাদিগকে দোষী মনে করিবেন না। অন্ততঃ এইরূপ আশা করিয়াই আমরা প্রস্তুত বিষয়ে হস্তার্পণ করিলাম।

জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গের ভূয়োদর্শনবলে ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে যে পশু পক্ষ্যাদি উচ্চশ্রেণীর প্রাণিগণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কার্য্যের কোন ভেদ নাই। তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পুরুষ এবং স্ত্রীকে একই প্রকারের কার্য্য করিতে হয়। তৃণ শস্পাদি ভোজী জন্তুগণ অবশ্য বিনা ক্লেশে অথবা অল্প ক্লেশে তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু মাংসাসী শ্বাপদ জন্তুদিগের মধ্যে আহার্য্যের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়। তথাপি সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণিদিগের স্ত্রী পশুগণ স্বীয় চাতুর্য্য ও শক্তি বলেই মৃগাদি হনন পূর্ব্বক কেবল আপনাদের ভরণ পোষণ করে তাহা নহে,—তাহাদের সন্তানগণ যে পর্য্যন্ত অক্ষম থাকে, তাহাদের ও প্রতিপালন করিয়া থাকে। অরণ্যে সিংহী ও ব্যাঘ্রী যাহা করে,—গৃহস্থের বাটীতে মার্জ্জারীও তাহাই করিয়া থাকে। পশুরাজ সিংহ তাঁহার রাজ্ঞীর ভরণ পোষণের নিমিত্ত কোন চেষ্টাই করেন না; বরঞ্চ শুনিতে পাওয়া যায় যে অতিমাত্র ক্ষুধিত হইলে কখনও কখনও তিনি প্রিয়তমার প্রাণনাশ পূর্ব্বক প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। নিজ নিজ স্ত্রী বিপদে পড়িলেই যে স্বামী মহাশয়েরা নিজপ্রাণ

বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তাহাদের রক্ষার চেষ্টা করেন,—সেরূপ উদাহরণও বিরল। বরঞ্চ সকলেই বৃদ্ধ চাণক্যের

"আত্মানং সততংরক্ষেদ্দারৈরপি" এই নীতি বাক্যের প্রতি পরমাপ্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা সময়ে সময়ে যুদ্ধ করেন বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য দার-সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গরিলা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বানরেরা নাকি বিপন্না স্ত্রীর উদ্ধারের জন্ত প্রাণপণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও বিশ্বস্ত ও প্রামাণিক ইতিহাস দুর্ল্ভ।

পশু পক্ষীর পর অসভ্য মানুষের স্থান। যে সকল মনুষ্যজাতি অসভ্য বলিয়া বিখ্যাত, তাহাদিগের মধ্যেও স্ত্রী পুরুষভেদ ব্যবসায়ের ভেদ নাই। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত অসভ্য নরনারী তুল্যরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগয়া করে, এদিকে নারীগণ অরণ্যে অরণ্যে নানাপ্রকার বন্য ফল-মূল ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ, সেই সকল দ্রব্য এবং পুরুষ নিহত পশ্বাদির মাংস বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন, গৃহে রন্ধনাদি যাবতীয়কার্য্য বস্ত্র প্রস্তুত, শিশুসন্তানদিগের প্রতিপালন প্রভৃতি বিবিধ শ্রম ও বুদ্ধি সাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে। এবং প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে অসভ্য সমাজে নর অপেক্ষা নারীই অধিকতর পরিশ্রম করে এবং তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষদিগের অপেক্ষা তেজস্বিনী। মৃগয়াদি ব্যাপার ব্যতীত,—আর কোনও প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য পুরুষেরা প্রায়ই করে না;—এবং তাহাদের দীর্ঘ অবকাশকাল আলস্যে, গীত, বাদ্যাদি আমোদে অথবা মাদকজনিত মত্ততায় ক্ষেপণ করে। অসভ্য মনুষ্যের পক্ষে তাহার সঙ্গিনী বা স্ত্রী প্রকৃতই সহধর্ম্মচারিণী,—সাংসারিক সর্ব্ব কার্য্যেই তাহার পরম সহায়। যাঁহারা অসভ্যসমাজের অবস্থা কিছুমাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই।

অসভ্যমনুষ্যের পর অর্দ্ধ সভ্য মনুষ্য সমাজের কথা। এই অর্দ্ধ সভ্যসমাজ হইতেই বিবিধশ্রেণীর কুলি, মজুর দেশে ও বিদেশে বিবিধপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং লৌহাদি ধাতু এবং মৃদঙ্গার ও পার্থিব তৈল (কেরোসিন প্রভৃতি) ইত্যাদি ভূ-গর্ভ হইতে উত্তোলন, এবং প্রস্তরাদি হইতে তাহাদের পৃথক্ ভূত করণের কার্য্য হইতে, নানাপ্রকার কল, কারখানা ও শিল্পালয়ের কার্য্যে ও চা, কাপি, নীল ও ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজাত পদার্থ উৎপাদনের কার্য্যে,—অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কার্য্যে এই জাতীয় নরনারী তুল্যভাবে নিযুক্ত হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদির ভারবহন কার্য্যে ও নারী, নর অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমপটু নহে। যাঁহারা এই অসভ্যসমাজের কঠোর শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যে নারীদিগকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই নারীগণের দৈহিক গঠন, পেশী সমূহের পুষ্ট অবস্থা এবং স্নায়বিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—এই শ্রেণীর নারীগণ তাহাদের পুরুষগণের মত গৃহের বাহিরে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য করিয়াও আবার গৃহমার্জ্জন, রন্ধন, সন্তানপালনে ও

স্বামী-সেবা প্রভৃতি গৃহিণীর সমুদয় কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যে সকল পণ্ডিত সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্যসমাজে স্ত্রী-জাতি পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক শক্তি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির চালনায় আদৌ হীন নহে,—কোন কোনও স্থলে বরং তাহারাই পুরুষদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্দ্ধ-সভ্য মনুষ্যসমাজ অপেক্ষা কৃষিজীবি গোপ, জালিক এবং সাধারণ শিল্পী সম্প্রদায়ের স্থান। লেখা পাড়া শিক্ষা ও অনুকরণ নিবন্ধন যে সকল স্থানে ও যে সকল শ্রেণীতে এখন ও সুখলিপ্সা ও বিলাসব্যসন প্রকৃত প্রস্তাবে লব্ধ-প্রবেশ হয় নাই,—তথায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে শারীরিক পরিশ্রমের অংশ স্ত্রীর উপরেই অধিক পরিমাণে ন্যস্ত রহিয়াছে। কৃষিজীবির পত্নী, ভগিনী এবং কন্যাগণ গৃহের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রে গিয়া অনেক বিষয়েই পুরুষদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা বঙ্গদেশের মধ্যেই অনেকস্থানে দেখিয়াছি যে কেবলমাত্র হলচালনা ভিন্ন আর যাবতীয় কৃষিকার্য্য স্ত্রীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। বীজ-ধান্য উত্তোলন, ধান্য রোপণ, ধান্যচ্ছেদন, আবর্জ্জনাদি হইতে শস্য পৃথক করণ,—সমুদায়ই স্ত্রী করিয়া থাকে। পাটের চাষে ও স্ত্রী নিড়ানের কাজ সম্পূর্ণরূপে করিয়া থাকে। তামাকুর চাষেও হলচালনা ব্যতীত আর সমস্ত কার্য্যে স্ত্রী পুরুষকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ধান্যের বীজ বা চারা উত্তোলন এবং পাটের নিড়ান,—এই দুইটী কার্য্য ত একেবারে স্ত্রী-জাতির নিজস্ব। ধনাঢ্য গৃহস্থের বাটীর বিধবাদিগকেও এই দুই কার্য্য করিতে হয়। ইন্ধন সংগ্রহ করাও সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর কাজ,—পুরুষ কখনও এই কাজে সাহায্য করে না। অবশ্য এই সকল প্রথা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন,—তথাপি যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে এই শ্রমজীবি-সমাজে স্ত্রীলোকের পরিশ্রমশক্তি পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কৃষিজীবিদিগের ন্যায় গোপ, জালিক, তন্তুবায় তৈলিক প্রভৃতির স্ত্রীও স্বামীর নিতান্ত আবশ্যক সহযোগিনী। মাংস পেশীর পুষ্টি ও স্নায়বিক সামর্থ্যে এই সকল শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের মহিলাবর্গ, ভদ্র এই আখ্যাধারী সমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাগত,—চশমাচোখে, অম্ল ও অজীর্ণ পীড়ায় জর্জ্জরিত এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জনিত বিবিধ অসাধ্য ও দুঃসাধ্য রোগে জীবন্মৃত "পুরুষ" এই আখ্যাধারী জীবগণ অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।(খ) বর্ত্তমান সময়ের সংবাদ ও সাময়িক পত্র পত্রিকা সমূহের বিজ্ঞাপনস্তম্ভ দেশী বিদেশী নানাপ্রকারের পেটেণ্ট ঔষধের বিবরণে যেরূপ পরিব্যাপ্ত,—এবং পেটেণ্ট

[খ] আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে উহা চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যয়ন বিষে আমাদের যুবকগণ হীন বীর্য্য অল্পায়ু হইতেছেন। আশা করি সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইহার প্রতিবিধান করিবেন। সম্পাদক।

ঔষধ ব্যবসায় ও সুগন্ধ তৈলের ব্যবসায় আমাদের দেশে যেরূপ আশ্চর্য্য লাভকর ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদের ভদ্র ঘরের যুবকদিগের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী জাতি মৃত্যুর পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আমাদের মধ্যে কোন সুক্ষ্মদৃষ্টি সামাজিক জ্ঞানী মহোদয় যে ক্রন্দন-রোল তুলিয়া থাকেন,—বর্ত্তমান সমাজের "ভদ্র" এই আখ্যাধারী জনসমাজই তাঁহার লক্ষ্য, সন্দেহ নাই।

পাঠক মনে ভাবিতেছেন,—আমরা কি অসংলগ্ন প্রলাপ করিতেছি? না ইহার একটিও অসংলগ্ন নহে। অতি প্রাচীনকালে হইতে এদেশে এবং অন্যত্র স্ত্রী জাতি শারীরিক বলবীর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় পুরুষ অপেক্ষা স্বভাবতঃই নিকৃষ্ট (গ) এই মত প্রচলিত আছে, এবং এই জন্যই স্ত্রীপুরুষের মর্য্যাদায় এত বৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের উনবিংশ সমাজের চিন্তাশীল সমাজ-তত্বজ্ঞ পণ্ডিত দিগের অগ্রণী মহা মনস্বী মিঃ জন ষ্টুয়ার্ট মিল মহোদয় গত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে (subjection of women) বা "নারীজাতির অধীনতা" শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশিত করিয়া ইংলণ্ডের ভদ্রসমাজে এই বিষম বৈষম্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং য়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে তদবধি এক যুগান্তরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শারীরিক সামর্থ্য সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের যে প্রকৃতিদত্ত কোন বৈষম্য নাই, তাহা অসভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য এবং সভ্য শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতেপাই; আর সুসভ্য-সমাজের নারীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তায় নারী পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট? সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়কে মানব বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার নিকষ স্বরূপে গ্রহণ করা যাউক, সকল বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নারী আদৌ পুরুষের অপেক্ষা হীন নহেন। আমাদের দেশের লোককে যে এবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতে হয়, বা এই বিষয়ের অনুকূলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হয়,—ইহা আমাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। বেদ বেদান্ত হইতে রাজনীতি পর্য্যন্ত প্রত্যেক শাস্ত্র-চর্চ্চায় নারী প্রাচীন ভারতে, বৌদ্ধযুগে এবং পৌরাণিককালে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন,—সর্ব্বহর কালও তাহার নিকটে অবনত মস্তক। য়ুরোপে স্ত্রী-জাতির শিক্ষার স্বাধীনতা এখনও পঞ্চাশবৎসর আরম্ভ হয় নাই, অথচ এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের প্রত্যেক বিভাগেই কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি অর্জ্জনে সফলকাম হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাহি না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলেই

[গ] প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের উক্ত মতটী পারিবারিক শান্তির জন্য নারীজাতিকে পুরুষের অধীন রাখার উদ্দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় তাঁহারাও জানিতেন প্রকৃতিগত শারীরিক অল্লাধিক নিকৃষ্টতা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তায় নারীজাতি পুরুষাপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে বরং কোন কোনও বিষয়ে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ। সম্পাদক।

বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। ফলতঃ কি শারীরিক কি মানসিক কোন শক্তিতেই যে নারী, নর অপেক্ষা স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট নহেন, তাহা বর্ত্তমানকালে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর যুরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলে সর্ব্ববাদিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

কায়স্থোপনয়ন।*

আজ আমি যে প্রস্তাব লইয়া আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইতেছি এ প্রস্তাবটি কিছু-মাত্র নূতন নহে। কয়েক বর্ষ হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যে প্রস্তাবটি কায়স্থ সমাজের মহান্ কল্যাণপ্রদ বিবেচনা করিয়া একবাক্যে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, সেই পুরাতন প্রস্তাবই অদ্য আমি পুনরায় আপনাদিগের সমক্ষে নির্ব্বন্ধাতিসহকারে নিবেদন করিতেছি। প্রস্তাবটি বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে অবিলম্বে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তন করা ;—

সম্প্রতি কায়স্থোপনয়নের বিরুদ্ধে এক পুস্তিকা আমার হস্তগত হইয়াছে। লেখক আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তিনি কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা হয় ত যুগধর্ম্ম প্রভাব বশতঃ সেই পুস্তিকার প্রথমেই হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন। অবশ্য শুভইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই, পাশ্চাত্য ভাবের ভাবুক উক্ত মহোদয় জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু কেবল-মাত্র পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানকেই সম্বল করিয়া এই সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তুলিয়া দিলে হিন্দুসমাজের সংস্কার নহে, তাহার সংহার করাই হইবে।

জাতিভেদ দ্বারা ভারতের কোন অনিষ্ট ত' হয়ই নাই, (ক) বরঞ্চ মনে হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল বলিয়াই একদিন ভারত উন্নতির

---

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার—১২শ অধিবেশনে পঠিত

(ক) বৈদিকযুগে গুণকর্ম্মদ্বারা জাতিভেদ নিয়মিত হইত। পৌরাণিক সময় হইতেই আর্য্যঋষিগণ বংশানু-ক্রমিক জাতিভেদের উপকারিতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বর্ণান্তরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন। সমাজের কোনও একটী সম্প্রদায় বহুকাল হইতে স্বীয় বৃত্তি প্রতি-পালন করিলে তাহাদের মধ্যে একটী "দক্ষতা" উৎপন্ন হইয়া সমাজের শ্রীসাধন করে। ভারতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-বল, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ও বৈশ্যের ধনবল বংশগত বলি-য়াই প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছে।

চরম শিখরে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিল। উন্নতি হইলেই পতন, ইহা ত স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে, কিন্তু জাতিবিভাগ ছিল বলিয়াই, এই সুদীর্ঘকাল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের অধীনে থাকিয়াও এবং নানা অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আমরা এখনও টিকিয়া আছি। কোথায় আজ প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিশর, ক্যালডিয়ান জাতি সমূহ? তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ নাই। জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, হিন্দু আজও বাঁচিয়া আছে।

অতীত ইতিহাসের কোন্ যুগে জাতিভেদ গুণকর্ম্মগত না হইয়া বংশগত হইল, তাহার আলোচনাতেই বা এক্ষণে বিশেষ ফল কি? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও চাতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ আছে। অন্ততঃ রামায়ণ, মহাভারত, মৃচ্ছকটিকাদি নাটকের যুগ হইতে, বুদ্ধদেব ও গ্রীক ঐতিহাসিকগণের কাল হইতে, জাতিভেদ বংশগত হইয়া গিয়াছে।

বংশগত জাতিভেদে যেমন লাভ তেমনি প্রচুর ক্ষতি ও হইয়াছে। মন্দকর্ম্মে ব্রাহ্মণের পতন নাই, ভালকাজে চণ্ডালের উন্নতি হয় না। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে অবনত সে চিরকালই অবনত রহিবে। এই কারণেই বর্ত্তমানযুগে সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নস্থ জাতিব্যূহকে উন্নত করিতে হইবে। "মানুষের প্রদত্ত জল মানুষে পান করিবে না" এই প্রকার অনৈসর্গিক ব্যবহার আর কতদিন ভারত সহ্য করিবে! সকলকেই আমরা জলচল করিয়া লইব। কায়স্থ এই বিষয়ে অগ্রগামী হইবেন,কেননা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বই বঙ্গীয় সমাজের ঈশ্বর; তাহার স্বায়মূলক আচার কাহারও অবমাননা করা উচিত নহে। সম্পাদক।

ভারতবর্ষে যাঁহাদের আমাদের ন্যায় জাতিবিভাগ নাই, যথা বৌদ্ধ বা মুসলমান-সমাজ, বা সনাতন হিন্দু-সমাজের শীতল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়াছেন,—যথা দেশীয় খৃষ্টান-সমাজ বা ব্রাহ্ম-সমাজ—ইঁহারা কোন বিষয়ে যে হিন্দু-সমাজ হইতে উন্নত হইতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না। বরং হিন্দুদের অপেক্ষা উন্নতি লাভ করা ত দূরের কথা, সমকক্ষও হইতে পারিতেছেন না। এই সব সমাজে বিশেষ প্রতিভার বিকাশ নাই। কি শিক্ষা দীক্ষায়, কি মৌলিকত্বায়, কি ধনবত্তায় ইঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিভেদ ও সদাচারপ্রপীড়িত হিন্দু সমাজের পশ্চাতেই পড়িয়া আছেন।

জাতিভেদ না থাকা সত্ত্বেও মুসলমান বা বৌদ্ধ সমাজে, এবং ইহা তুলিয়া দিয়াও, ব্রাহ্মণ-সমাজে ব্যক্তিগত হিংসা দ্বেষ, ঈর্ষা দলাদলির অভাব নাই; এবং হিন্দু-সমাজ হইতে জাতিভেদ তুলিয়া দিলেও, হিংসা, দ্বেষ সংকীর্ণতা উঠিয়া গিয়া সাম্যমৈত্রীর সিংহাসন স্থাপিত হইবে, তাহা বিশ্বাস হয় না; জাতিভেদ বিরুদ্ধে অনেকে নানা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমার ইহা অবিদিত নাই যে, আজকাল ব্রাহ্মণ-জাতীয় অনেক ব্রাহ্ম, হীন জাতীয় ব্রাহ্মের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রসর হইতেছেন না। এরূপ ঘটনাও শুনিয়াছি যে, উচ্চ জাতীয় খৃষ্টান হীন জাতীয় খৃষ্টানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে একবারে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি নিজে দেখিয়াছি অনেক বিলাত প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য আহার বিহারে ত্যক্তলজ্জ হইয়াও জাত্যভিমান ভুলিতে পারেন নাই,

এবং তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া আমার সঙ্গে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে নিত্য ঘটিতে দেখিতেছি। সুতরাং পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় হইলেও জাত্যভিমানের উচ্ছেদ সাধন হইবে, তাহা কদাচ সম্ভবপর বোধ হয় না এবং আনুষ্ঠানিক স্বধর্ম্মপরায়ণ আচারনিষ্ঠ হিন্দুরা (ইহাঁদের সংখ্যাই অনেক অধিক) কখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি শুনিতেই চাহিবেন না। (খ) কায়স্থ কি বর্ণ তাহা অতঃপর দেখা আবশ্যক। কায়স্থ ভারতবর্ষের একটি প্রধান ও মৌলিক জাতি ও ভারতের সর্ব্বত্রই বহু কায়স্থের বাস। বাঙ্গলার ১০ লক্ষ কায়স্থ সেই বিরাট কায়স্থ-সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাঙ্গালী কায়স্থগণ দ্বিজোচিত সংস্কার হারাইয়া ফেলিয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতের অপর সকল প্রদেশের কায়স্থগণ উপবীতধারী ও ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ একাধিকবার পরিভ্রমণ করিয়া এবং উন্নত কায়স্থ-সমাজের অবস্থা স্বয়ং লক্ষ্য করিয়া আমি দেখিয়াছি সকলেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সংস্কারাদি পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত শৌর্য্য বীর্য্যেরও অভাব নাই। মহারাষ্ট্র বখর সমূহ, বিচারপতি রাণাডে কৃত Rise of the Maratha Power, S. M. Nayak প্রণীত History of the Pattan Prabhoos, Grant Duffএর History of the Marathas বা Gleanings from Maratha Chronicles প্রভৃতি গ্রন্থে প্রভুকায়স্থদিগের বিবরণ পাঠ করুন, দেখিবেন শত শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ক্ষত্রোচিত সাহসের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহারা কতই নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু কখন স্বধর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহাদেরই দক্ষিণ হস্তে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মহারাষ্ট্র কেশরী শিবাজী (গ) ও তাঁহার বংশধরগণ প্রভু-কায়স্থদিগকে আপনার দক্ষিণ হস্ত বলিয়াই মনে করিতেন। এমন কি প্রভুকায়স্থদের প্রতি শিবাজী ও তাঁহাদের বংশধরদিগের অনুরাগই শেষে পেশবা প্রমুখ কোঙ্কনী ব্রাহ্মণদিগের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল; এই ঈর্ষাবহ্নিতে শেষে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজের যথেষ্ট অধঃপতন ঘটে।

এই সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিবেন যে কায়স্থ বিদ্বেষী পেশবারাই কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য পুরাণাদি হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক প্রমাণ সমূহ উৎক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহারই ফলে আধুনিক মুদ্রিত অনেক পুরাণে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মহারাষ্ট্র কেশরী শিবাজী ও তৎকালীন হিন্দুসমাজ কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেন

[খ] আমি জানি পাশ্চাত্য শিক্ষিত অনেকেই ঘুরিয়া ফিরিয়া সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতেছেন। সম্পাদক।

[গ] প্রতিভা গ্রন্থাবলী বাজিপ্রভু দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

তাহা তৎকালে রচিত কায়স্থ বখর সমূহ ও গাগাভট্ট প্রণীত "কায়স্থ প্রদীপ" নামক গ্রন্থে পাইবেন। আবার দেখুন প্রভুকায়স্থ ও পেশবাদের সময়ের বহু পূর্ব্বে, এমন কি যখন পেশবাদের নাম গন্ধও ছিল না, তৎপূর্ব্বে দিল্লী-শ্বর আকবর সাহের সভায় সমগ্র ভারতের পণ্ডিতগণের মতানুসারে রচিত "কায়স্থ বয়ান" বা কায়স্থতত্ব বাহির হইয়াছে। আবার তাহারও বহু পূর্ব্বে রচিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধের "পুরাণ সর্ব্বস্বে" কায়স্থোৎপত্তি সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থ এখনও লোপ পায় নাই। গৌড়ের পূর্ব্বতন হিন্দু রাজসভায় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ ও "রাজবল্লভ" বলিয়া সম্মানিত ছিলেন তাহা আমরা মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধের "পুরাণ সর্ব্বস্ব" ও শূল পাণির "দীপকলিকা" নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্য টীকায় পাইয়াছি।

দিল্লী রাজসভায় কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন "কায়স্থ বয়ান" সে কথা জানাইয়া দিতেছে। মহারাষ্ট্র কেশরী শিবাজী ও তৎকালীন হিন্দুসমাজ কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা মহারাষ্ট্র বখর সমূহ ও শিবাজীর সভাস্থ গাগাভট্টের "কায়স্থ প্রদীপ" হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে শত শত কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের "কায়স্থ কাণ্ড" নামক প্রাচীন অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তৎসমুদায় দেখিতে পাইবেন। আমরা কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারিয়াছি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ক্ষত্রবর্ণোচিত আচার ব্যবহার ছিল বলিয়াই, শূর ও সেনবংশীয় বঙ্গের ক্ষত্রিয় রাজবংশগণ বাঙ্গালী কায়স্থজাতিকে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চ রাজপদে নিয়োজিত করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

কুলগ্রন্থ পাঠে ইহাও জানা যায় যে এই বাংলাদেশ কোন কায়স্থেরই আদি জন্মভূমি নহে। এদেশের কি কুলীন কি মৌলিক, কি সিদ্ধ কি সাধ্য শ্রেণী চতুষ্টয়ান্তর্গত সকল প্রকার কায়স্থেরই বীজপুরুষগণ, কেহ কান্য-কুব্জ, কেহ কাশী, কেহ মিথিলা, কেহ মগধ, কেহ কোশল কেহ বা মহারাষ্ট্র হইতে বহু কাল হইল গৌড়বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ পরোক্ষে বিরাট ভারতবর্ষীয় কায়স্থগণের সহিত পূর্ব্বতন জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ। তখন কেন আমরা তাঁহাদের আচারগ্রহণ না করিব ?(ঘ)

হায় কি পরিতাপের বিষয় বাঙ্গালী ভিন্ন আজ সকল দেশের কায়স্থগণ সামাজিক পদমর্য্যাদায় কত উন্নত, কত সম্মানিত। আর আমরা বাঙ্গালী কায়স্থ কতদূর অবনত, কত লাঞ্ছিত, কত ঘৃণিত। মুখে যতই আস্ফালন করি না কেন, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে হীন শূদ্র জ্ঞানে আমাদিগকে

(ঘ) বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সাবিত্রী গ্রহণের উপকারিতা বুঝেন না, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে জাতীয় কায়স্থ সমাজে, একত্ব বিধান করিতে হইলে উপবীতগ্রহণই একমাত্র পন্থা। সম্পাদক।

কিরূপ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। ভারতের কোথাও কি এইরূপ দুর্গতি দেখিতে পাইবেন ?

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ সাবিত্রী অভাব জন্য আমাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকারই করিতেন না। তাঁহাদের সামাজিক সভা সমিতিতে আমাদের আহ্বান ছিল না। কিয়ৎপরিমাণে উপনয়ন গ্রহণ করার ফলেই আজকাল তাঁহারা আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনীর অযোধ্যার অধিবেশনে কায়স্থকুলভাস্কর ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ও বর্ত্তমান প্রয়াগস্থ অধিবেশনে কায়স্থসমাজের মুকুটমণি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ গিরিজানাথ ঘোষ রায় বাহাদুর সভাপতিপদে বৃত হইয়া বাঙ্গালী কায়স্থের মুখোজ্জ্বল করিয়া আসিয়াছেন। ইহা কি কম সম্মান, কম আনন্দ, কম গৌরবের কথা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের চেষ্টায় যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে যথা হৈহয় বংশীয় জাজল্ল দেবের শিলালিপি ও জয়াদিত্যের তাম্র ফলক, পরাক্রম বাহুর শিলালিপি, ধঙ্গদেবের শিলালিপি, অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন, ভোজবর্ম্মার শিলালিপি, সন্ধ্যাকর নন্দী ও মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন, এই সকল হইতে কায়স্থ জাতির বিবরণ পাওয়া যায়।(৬) জানা যায় ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থের বাস ছিল, সন্ধি বিগ্রহিক কার্য্যে ও মন্ত্রিত্বে তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে বেদজ্ঞ কায়স্থ পণ্ডিতেরও অভাব ছিল না, এবং ব্রাহ্মণ-জাতির ন্যায় তাঁহারাও বেদ পারদর্শিতার জন্য ভূম্যাদি দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বেদবিৎ, মহাবীর ও দ্বিজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শুক্রনীতি হইতে জানা যায় যে শূদ্র কখনই হিন্দু রাজসভার উচ্চ পদ পাইবার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং তৎকালে কায়স্থগণ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রুতি অধ্যয়ন সম্পন্ন বা বেদবিৎ কায়স্থকে রাজকার্য্যে নিয়োগের কথা বলিয়াছেন, কায়স্থ শূদ্র হইলে বেদাধিকারী হইত না। ইহাতেও নিঃসন্দেহরূপে জানা যায় কায়স্থ শূদ্র নহে। বঙ্গদেশের আধুনিক স্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতি নাই, ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই। ইঁহার এই মত অন্য দেশে ত পরিগৃহীত হয়ই নাই, এদেশের স্মার্ত্তরাও অনেকে তাহা মানেন না।

মন্বাদি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্র-জাতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে কায়স্থ কখনও সেই জাতি হইতে পারে না।

শ্বা শূদ্র শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রানি।

কুক্কুর চণ্ডাল ও শূদ্র এই তিন জাতি অপবিত্র।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাৎ জ্ঞানগমশ্চাপি জলন্তমপি পাতয়েৎ॥
যোহস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহতেনৈব মজ্জতি॥

শূদ্রকে ধর্ম্ম বা ব্রত উপদেশ দিলেও ব্রাহ্মণ নরকগামী হন।

---

(৬) বক্তা মহাশয় "বিজয়সেন প্রশস্তি" "গরুড় স্তম্ভলিপি" ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন। সম্পাদক।

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।
শূদ্রন্তু কারয়েৎ দাস্যং ক্রীত মক্রীতমেববা
দাস্যায়ৈ হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবঃ।

ক্রীতই হউক, অক্রীতই হউক ব্রাহ্মণের দাসত্ব জন্যই শূদ্রের সৃষ্টি।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রত মাদিশেৎ॥

শূদ্রকে শিক্ষা দিবে না, উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত দিবে না, ধর্ম্ম ব্রতের কোন উপদেশ দিবে না।

বিবাহ মাত্র সংস্কারং শূদ্রোহপি লভতে সদা।

তাহাও অমন্ত্রক হইবে, মন্ত্রোচ্চারণে শূদ্রের অধিকার নাই।

ন মন্ত্রে চাধিকারোহস্তি শূদ্রানাং নিয়মঃ পরম।
মন্ত্রাভাবাৎ অমন্ত্রেণ ভাষিতং সর্ব্ব কর্ম্ম হি॥
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং দাতব্যং মন্ত্রবর্জ্জিতম্।

শূদ্রপূজিত দেব দেবীকে ব্রাহ্মণদের দর্শন বা নমস্কার করা অশাস্ত্রীয়।

ন শূদ্র পূজিতং লিঙ্গং স্থাপিতঞ্চ তথৈব চ।
আলোকয়ন্ নমস্যন্ বা নরকে পরিপচ্যতে॥
শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
শূদ্র দাস, পাদজ, অন্ত্যজন্মা, জঘন্য—
বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ শূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবৎ ব্রাহ্মণানাম্ভু বিশেষেণ সমাচরেৎ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কাছে দাসবৎ থাকিবে।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, তিনি পতিত হন, ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিকট শিক্ষিত হইলে আত্মঘাতী হইয়া থাকেন। শূদ্রকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না, মন্ত্র দান করিবে না, হাস্য পরিহাস করিবে না, পিতা পিতৃব্য বা ভ্রাতৃ শব্দে সম্বোধন করিবে না।

এইরূপ আরও বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মানব ধর্ম্মশাস্ত্র মতে শূদ্র অস্পৃশ্য, আচার হীন, বিদ্যাবিরহিত, দীক্ষা শূন্য অশিক্ষিত দাস মধ্যে বলিয়াই কল্পিত হইয়াছে।

যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র বলেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে চলিতে প্রস্তুত আছেন কি?

যে সকল কায়স্থ নিজকে অধম শূদ্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা অবিলম্বে ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আত্মমর্য্যাদাবলে বলীয়ান হউন, নতুবা শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং শূদ্রধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন কি?

শাস্ত্রে উক্ত আছে—"অনার্য্যস্তু শূদ্রঃ" অর্থাৎ অনার্য্যই শূদ্র; আর্য্য সমাজের নীচ স্তরে হড্ডিক প্রভৃতি যে সমস্ত নীচজাতি আছে তাহারাই শূদ্র; আপনাদের বিবেচ্য কায়স্থজাতি এই সমস্ত নীচ জাতির সমশ্রেণী ভুক্ত কি না। যদি এরূপ জ্ঞান কোন কায়স্থের না থাকে, তবে তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে তৎপর কেন হইবেন না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড় বঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবে সাবিত্রী সংস্কার চ্যুত হন। মিশ্র-কারিকায় এইরূপ বর্ণিত আছে—

গৃহিত্বা তান্ত্রিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্র মানদা।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রম্ গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥

কিন্তু আমরা বহুকাল সাবিত্রীচ্যুত হইলেও তাহা তমাদি দোষে দূষিত হয় নাই। আপস্তম্ব, তাণ্ড্য, মদন পারিজাত লেখক, যাজ্ঞবল্ক্যটীকাকার অপরার্ক, বিজ্ঞানেশ্বর, সংস্কার-রত্নমালা সন্দর্ভকার এবং মৎস্যসূক্ত তন্ত্রকার,

গোড়ে হলমুধ প্রভৃতি ঋষি ও মনীষিগণ সকলেই আমাদের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ও দেশীয় ও বিদেশীয় বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতগণও আমাদিগকে তদনুবর্ত্তী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। "স্মরণাতীত বহুপুরুষ পরম্পরা সংস্কারবিহীন হইলেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তার্হ" আপস্তম্বের প্রসিদ্ধ বচনের এই অর্থই ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বর্ত্তমানকালে ভরত শিরোমণি, তারাচাঁদ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিতগণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণ এই ব্যবস্থানুসারেই পুনরায় উপবীত হইতেছেন। আমিও দ্বাদশবর্ষাধিক হইতে চলিল এবং বোধ হয় বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম, যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইয়াছি। আমি পরমুখাপেক্ষী হই নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে করিয়াছি তাহাই পালন করিয়াছি। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন আমি বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ অবধি মনে যথেষ্ট সুখ শান্তি ভোগ করিতেছি, এবং আমার স্বজাতিবৃন্দকেও আমার এই সুখ শান্তির অংশভাগী দেখিতে ইচ্ছা করি।

যে সংস্কার দ্বারা নিখিল জ্ঞানাত্মক পরম কল্যাণকর শব্দব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া যায়, তাহারই নাম উপনয়ন। উপনয়নাধিকারী মানব, যতদিন এই আবশ্যকীয় সংস্কারাদি বর্জ্জিত থাকেন, ততদিন তাঁহারা কি আধ্যাত্মিক পথের পথিক, কি ধর্ম্ম জগতে উন্নত, কি আবশ্যকীয় ক্রিয়াকলাপের অধিকারী কিছুই হইতে পারেন না। শাস্ত্রোক্ত বিধি মতে চিত্ত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেহ সংস্কারেরও , বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শিত হইয়াছে। বহুদিন সংস্কার বর্জ্জিত হইলেও স্বভাবজ জাতিত্বের লোপ হয় না, কায়স্থেরও ক্ষত্রিয়ত্বের লোপ হয় নাই।

কায়স্থ-সমাজের অনেকে জিজ্ঞাসা করেন উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজন কি? আমরা যেরূপ আছি, সেইরূপ থাকিলে কি অন্যায় হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে-- আমাদের উপনয়নের আবশ্যকতা ত্রিবিধ; আধ্যাত্মিক সামাজিক ও জাতীয়।

প্রথম, আধ্যাত্মিক উন্নতি। যাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত, কায়স্থগণের মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। যে উপনয়নে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, পরব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া যায়, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, ধর্ম্মপ্রাণ কায়স্থ সেই সাবিত্রী-দীক্ষা গ্রহণের উপকারিতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন।

দ্বিতীয়, সামাজিক উন্নতি। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, যাহারা সমাজের চক্ষে কায়স্থের বহু নিম্নে অবস্থিত, বর্ত্তমানে উপনয়ন গ্রহণে প্রয়াসী। যদি কায়স্থগণ সত্বরে উপনয়ন গ্রহণে অবহেলা করেন, তবে কিছুকাল পরেই, সমাজে তাঁহাদের বর্ত্তমান উচ্চস্থান হারাইবেন; উপবীতী অন্যান্য জাতির স্থান কায়স্থের উচ্চে হইবে। কেহ কেহ বলেন উপনীত না হইলেও কায়স্থের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং অন্যজাতি উপনীত হইলেও, কায়স্থাপেক্ষা উচ্চ সম্মান লাভ করিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ত্তমানকালে উপনীত জাতিবিশেষের উল্লেখ করেন। এই জাতি সমাজের চক্ষে কায়স্থের বহু নিম্নে, অল্পকালমধ্যে সমাজ প্রাচীন সংস্কার ভুলিয়া যায় নাই, সেই জন্যই

উপনয়নসত্বেও এ জাতির মর্য্যাদা সহসা অতিবৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত আর্য্য এমন কি অনার্য্য জাতি পর্য্যন্ত বহুকাল যাবৎ সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করার ফলে সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছে ও এখন নির্ব্বিরোধে উহা ভোগ করিতেছে। শকদেশীয় পুরোহিতগণ এক্ষণে সম্মানিত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত, বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের বনভূমির অধিবাসী এক প্রবল জাতি জাতিবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে অনার্য্য জাতি সত্বেও তাঁহাদের দুঃস্থ জাতিবর্গ অনার্য্য শূদ্র বলিয়া এখনও সমাজে বিবেচিত হইলেও তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ও বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের গুরুপুরোহিতের আসনে উপবিষ্ট। আবার এই বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে মণিপুর, ত্রিপুরা ও আসাম প্রদেশে কয়েকটি পরাক্রান্তজাতি কয়েক শত বর্ষমাত্র হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করা সত্বেও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন ও সাবিত্রী সংস্কার হেতু, সমাজ, ইতিহাস বিস্মরণ করিয়া সে দাবী পূর্ণরূপে গ্রাহ্য করিয়াছেন। যদি অনার্য-জাতিসমূহ বহুপুরুষপরম্পরা সাবিত্রী বিশিষ্ট হইলে এইরূপে কায়স্থের ঊর্দ্ধে আসন প্রাপ্ত হয়, তবে সামাজিক মর্য্যাদাবিশিষ্ট জাতিসমূহ বর্ত্তমানে কায়স্থের নিম্নে স্থান পাইলেও সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করিলে অতি শীঘ্র কায়স্থের উচ্চে আসন পাইবার দাবী করিবে ও দাবী করিয়া সফলকাম হইবে। বঙ্গ দেশের বিশেষ মর্য্যাদা বিশিষ্ট এক জাতি পূর্ব্বে সমাজে কায়স্থের উচ্চে স্থান পাইতেন না, কিন্তু সে জাতির অধিকাংশই এক্ষণে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা কায়স্থের উচ্চে স্থান লাভের দাবী করেন ও অনেকেই সে দাবী গ্রাহ্য করিতেছেন। সে জাতির এখনও কতকাংশ অনুপনীত, অথচ এই অল্পকাল মধ্যেই সমাজের অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই জাতির অধিকাংশের উপনয়ন আমাদেরই জীবনকালে হইয়াছে; ইহা ভুলিয়া গিয়া অনেকেই বলিয়াথাকেন, যে ইহাঁদের উপনয়ন সংস্কার চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে সমাজে মর্য্যাদাসম্পন্ন কায়স্থেতর অন্যান্য জাতি উপনয়ন গ্রহণ করিলে ও কায়স্থগণ অনুপনীত রহিলে সত্বরেই কায়স্থগণ সমাজে স্বস্থানচ্যুত হইবেন ও কায়স্থগণের বর্ত্তমান অবস্থা লোকে ভুলিয়া যাইবে। কায়স্থের বর্ত্তমান সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন; উপনয়ন গ্রহণ ভিন্ন এ সম্মান আর থাকিতে পারে না।

তৃতীয়, জাতীয় উন্নতি। বঙ্গ দেশীয় কায়স্থগণ ভিন্ন, ভারতের অপর প্রদেশের কায়স্থগণ উপবীতী ও সাবিত্রী সংস্কার বিশিষ্ট, আমরা উপনয়ন গ্রহণ না করিলে ভারতের এই বিরাট কায়স্থসমাজে আমাদের স্থান নাই, আমাদের অপর প্রদেশস্থ ভ্রাতৃগণের চক্ষে আমরা নিন্দনীয় রহিয়া যাইব ও তাঁহাদের নিকট আমরা সহানুভূতি পাইব না। হিন্দুর সহানুভূতি ও একতা জাতিমূলক, মুসলমানের ধর্ম্মমূলক ও পাশ্চাত্য জাতির একদেশ বাস জনিত। উপনয়নই আমাদের জাতীয়তার সোপান।

বড়ই লজ্জার কথা, বড়ই ক্ষোভের কথা, যে এই দীর্ঘকাল কায়স্থ সমাজ আমাদের সকরুণ আবেদন, এত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,

কিছুতেই কর্ণপাত করিতেছেন না। স্বীকার করি কোন কোন মহাত্মা এই সাধু প্রস্তাবের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিরাট কায়স্থ সমাজের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। প্রথম প্রথম স্বজাতিভক্ত ৺ স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে যখন কায়স্থ সভার অধিবেশন হইত, তখন এই কায়স্থ সমাজকে কতই উৎসাহশীল, কতই তৎপর, জাতীয় উন্নতি-প্রয়াসে কতই অগ্রসর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু হায় আপনাদের সে উৎসাহ, সে অনুরাগ এখন কোথায়? কেন আপনাদিগকে জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে পশ্চাদ্পদ দেখিতেছি। কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্পদ হইলে অপরে কি আমাদিগকে কাপুরুষ বলিবে না?

যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত, যাহাতে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল আছে, যাহাতে সমাজ রক্ষা হইবে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, জাতীয় শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, সে কার্য্য সাধনে আমরা কেন এত বিলম্ব করিতেছি, কেন এত পরমুখাপেক্ষী হইতেছি।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের নেতা মহাতেজস্বী স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বীয় সমাজে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তন জীবনের প্রধান ব্রত করিয়াছিলে, এবং স্বয়ং নানাদিক্ দেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতানুসারে উপনীত হন। কায়স্থ-জাতির দুর্ভাগ্য বশতঃ ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী এই রাজার ইহলোকের সকল কার্য্যই অকালে শেষ হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত, এই সংস্কার তিনি স্বীয় সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের অন্যতম রাজা শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুরও ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সপ্তম বার্ষিক বিরাট অধিবেশনের সভাপতি স্বরূপে জলদগম্ভীর ভাষায় আমাদিগকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে অপূর্ব্ব অভিভাষণ করেন তাহা এখনও আমার কর্ণকুহরে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া এই রাজাও অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতঃপর কি আশা করিতে পারি না, এই দুই মহাত্মার সুযোগ্য বংশধরগণ তাঁহাদের তাতসংকল্প সিদ্ধির জন্য যথোচিত প্রয়াস পাইয়া ধন্য হইবেন ও সেই সঙ্গে কথঞ্চিৎ পিতৃঋণ হইতেও মুক্ত হইবেন।

উপসংহারে নিবেদন, কায়স্থমহোদয়গণ, সাধু যাহার সংকল্প ভগবান তাহার সহায় সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আজই হউক কি কিছুদিন পরেই হউক, মঙ্গলময় হরির কৃপায় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ নিশ্চয়ই আবার সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে সক্ষম হইবেন।

কবে সেই শুভ যুগের অভ্যুদয় হইবে, কবে কায়স্থ-সমাজে সেই নবজীবনের সঞ্চার হইবে, তাহা আমি জানি না। আমরা ইহা দেখিয়া যাইতে পারিব কি না, তাহাও আমি বলিতে পারি না, কিন্তু সে শুভদিনের কথা মনে হইলে আমি ত আনন্দবিহ্বল হইয়া পড়ি।

কারণ, নিশ্চয় জানিবেন যে দিন এই অধঃপতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিন্ন ভিন্ন বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ আত্মমর্য্যাদা ও একতা বলে

বলীয়ান হইয়া, ক্ষত্রোচিত ধর্ম্মপালন করিতে শিখিয়া এবং ভারতবর্ষীয় কায়স্থসমাজের সহিত মিলিত হইয়া এক বিরাট কায়স্থ-জাতি সংগঠন করিতে পারিবেন, সেদিন কেবল বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের শুভ দিন, সমগ্র কায়স্থসমাজ প্রবুদ্ধ হইলে ভারত আবার গৌরবের মুকুটমণি পরিবে, আর্য্যাবর্ত্ত আবার ধন্য হইবে।

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়।

সমুদ্রপার মিশরদেশের ম্লেচ্ছদিগের সংস্কার।

বিংশ খৃষ্টশতাব্দীর সুসভ্য সময়ে সুশিক্ষিত মহারাজের নেতৃত্বাধীনে গত ফাল্গুন মাসের কালীঘাটের "ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর" সভাচত্বরে মিলিত কতিপয় পণ্ডিত সগর্ব্বে প্রচার করিলেন যে সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আর্য্য-বংশজাত আর্য্য বা হিন্দুসন্তান শিক্ষা লাভের জন্য অগত্যা কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত সমুদ্রপারস্থ দেশে বাস করিলে,—তিনি এ দেশে আসিয়া যেরূপ প্রায়শ্চিত্তই করুন না কেন,—যেরূপ সদাচারই প্রতিপালন করুন না কেন,—তাঁহার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বান্ধব কেহই তাঁহার সহিত আত্মীয়ভাবে মিশিতে পারেন না।—অর্থাৎ সেই সুশিক্ষিত সম্মানিত, উচ্চপদস্থ ও সম্পত্তিশালী নররত্নকে জন্মের জন্য ম্লেচ্ছই থাকিতে হইবে। আর একবার কিছুদিন অগ্রের,—পৌরাণিক সময়ের আধুনিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পূর্ব্ব পিতৃগণের ব্যবহার দেখুন। মহাভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বের, একবিংশ অধ্যায়ে মিশরদেশস্থ দশসহস্র সস্ত্রীক ম্লেচ্ছসন্তানকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, হিন্দু করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে আনয়ন করিবার এক দীর্ঘ উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যান হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিতেছি,—পাঠক মহাশয়গণ, দেখুন—

"সরস্বত্যাজ্ঞয়াকণ্বো মিশ্রদেশমুপাযযৌ।
ম্লেচ্ছান্ সংস্কৃত্য চাভাষ্য তদা দশসহস্রকান্॥১৬॥
বশীকৃত্য স্বয়ং প্রাপ্তো ব্রহ্মাবর্ত্তে মহোত্তমে।
তে সর্ব্বে তপসা দেবীং তুষ্টুবুশ্চ সরস্বতীম্॥১৭॥
পঞ্চবর্ষান্তরে দেবী প্রাদুর্ভূতা সরস্বতী।
সপত্নীকাংশ্চ তান্ ম্লেচ্ছা এতচ্ছূদ্রবর্ণায় চাকরোৎ॥১৮॥

কারবৃত্তিকরাঃ সর্ব্বে বভূবুর্বহুপুত্রকাঃ।
দ্বিসহস্রাস্তদা তেষাং মধ্যে বৈশ্যাবভুবিরে ॥ ১৯ ॥
তেষাংমধ্যে তদাচার্য্যঃ পৃথু যঃ কণ্বসেবকঃ।
তপসা চৈব তুষ্টাব দ্বাদশাব্দং মহামুনিম্ ॥ ২০ ॥
তদা প্রসন্নো ভগবান্ কণ্বোবেদবিদাংবরঃ।
তেষাং চকার রাজানাং রাজপুত্রং পুরন্দরম্ ॥২১॥ (ক)

ইহার বিস্তৃত টীকা অনাবশ্যক। ম্লেচ্ছদিগকে সংস্কারান্তে প্রথমতঃ শূদ্রবর্ণে স্থান দেওয়া হইল; শিল্পকার্য্যে উন্নতিলাভ করিলে তাহাদিগকে বৈশ্যবর্ণে উন্নীত করা হইল; অবশেষে গুণবান্ পৃথুকে রাজা করা হইল। পৃথু রাজা হইয়া নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়বর্ণে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আবার উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যায় উপযুক্তমত অধিকার লাভ করিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্বও পাইলেন নিশ্চয়। এইরূপে সেকালে পণ্ডিতেরা আর্য্যসমাজের দলপুষ্টি এবং বলবৃদ্ধি করিতেন; আর এখন, কলির ক্রীড়নক, শ্রীমনু মহারাজের উক্ত কাষ্ঠময় হস্তী এবং চর্ম্মময় মৃগের ন্যায়, বেদহীন নাম মাত্র ব্রাহ্মণেরা, আত্মহা নীতি অবলম্বন করতঃ কেবল সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন। হে বঙ্গের সমাজরক্ষক ক্ষত্রিয়বীর্য্য এবং নীতির আধার কায়স্থ প্রভো,—তুমি গাঢ় নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উৎপথগামী ব্রাহ্মণকে স্বপথে আনয়ন করতঃ সমাজ রক্ষা কর। এ কাজ তোমারই,—তোমাকেই ইহা করিতে হইবে। প্রেতের ভ্রুকুটীতে ভয় নাই। (খ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাষ।

(ক) কিন্তু আমরা মনে করি কিঞ্চিৎটীকা আবশ্যক। পৌরাণিক সময়ের ব্রাহ্মণ জাতির সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণকে "ব্রাহ্মণ" আখ্যাদিতে লজ্জা বোধ হয়। কণ্বঋষি প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ মিশর দেশস্থ ১০ সহস্র ম্লেচ্ছগণকে হিন্দু করিলেন। আর আজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণকে ব্রাত্যত্ব খণ্ডন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। তাঁহাদের মনেরাখা উচিত যে তাঁহারাও বৌদ্ধবিপ্লবে বহুকাল ব্রাত্য থাকিয়া শঙ্করাচার্য্যের অনুগ্রহে ব্রাত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছিলেন।

সম্পাদক।

(খ) ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পরিকীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

শৌর্য্যং তেজো-ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥
১৮ অঃ গীতা।

মহামহিমান্বিত বিরাট ক্ষত্রিয়জাতিই সমাজের ঈশ্বর, অতএব হে বঙ্গীয় কায়স্থগণ, মহানিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমাজ সংস্কার ব্রতে মনযোগী হও। লক্ষ্যভ্রষ্ট কামচারী ব্রাহ্মণ জাতিকে সৎপথে আনয়ন কর।

সম্পাদক।

একটী ক্ষুদ্রকথা।

আমরা এ যাবত বহু কথার অবতারণা করিয়া আসিতেছি। সংবাদপত্রে মাসিক সাহিত্যে, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত, সমাজের কু-প্রথা বিদূরিত করিবার নিমিত্ত কত না বক্তৃতা হইতেছে। বড় কথার বড় ফাঁপা আওয়াজে কত স্থানে, কতবার যশোমাল্য লাভ করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু পরিণামে, কার্য্যক্ষেত্রে সমাজের হিতসাধনের নামে সকলেই পশ্চাৎপদ, পরাঙ্মুখ। তাই মনে করিয়াছি, এবার একটি ক্ষুদ্র কথার আলোচনা করিব—দেশের সকলকে, সমাজের সকলকে, প্রতিবেশীদের সকলকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিব—বলিব ভাই! এবার ছোট কথা বলিতে আরম্ভ কর আর তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর। নতুবা যতই বাক্‌পটুতা প্রকাশ কর না কেন, দেশ কিন্তু কোন উপকারলাভ করিবে না।

যিনি সমাজের দুঃখ দূরীকরণ করিয়া উন্নতিবিধান করেন, তিনি বিশ্বমানবের শিক্ষক। থিয়োডোর পার্কার (Theodore Parkar) ইতিহাসে এক অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। য়ুরোপীয় যাবতীয় রাজন্যবর্গের ও বণিক সমাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ঘৃণিত 'ক্রীতদাস ব্যবসায়' জনিত ঘোর অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হন। তাঁহার আন্তরিক প্রবৃত্তিমূলক এই সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অধিক দিবস লাগিল না। অচিরকাল মধ্যে য়ুরোপ হইতে দাস বিক্রয় প্রথা অন্তর্হিত হইল। আমাদের দেশেও একদিন এরূপ অবস্থা ছিল। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণও সমাজে এরূপ কোন কু-প্রথা সন্দর্শন করিলে, অধর্ম্মভাব, নীচতা স্বার্থপরতা দর্শন করিলে তখনই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতেন। তাঁহাদের প্রবল মানসিকশক্তির প্রতাপে সমাজে দোষ-দস্যু তিষ্ঠিতে পারিত না।

বিবাহকালে কন্যা-শুল্ক-প্রথা যেমন প্রবল হইতে লগিল, অমনি ঋষিগণ কন্যা বিক্রয়ী-দিগের অনন্তনরক ঘোষণা করাতে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাদের আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন ও দুষ্প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ নীচ প্রথা সমাজ হইতে একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিলেন। কিন্তু আজ দেশের কি অবস্থা? আজ যে দেশময় পুত্র বিবাহে শুল্কগ্রহণ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া য়ুরোপের সেই দাস বিক্রয় প্রথা অপেক্ষাও ঘৃণিত ও বীভৎস আকৃতি ধারণ করিয়াছে, তাহা বিদূরীত করিতে কোন থিয়োডোর পার্কার বা ঋষিপুঙ্গব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি? কত জন্ কত ভাবে উপদেশ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু

কর্ম্মক্ষেত্রে কেহ কি উপস্থিত হইবার সাহস করিয়াছেন ? এ যাবত কেহ একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় পরিবার মধ্যে এই জঘন্য প্রথার উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছেন? সামাজকে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন দ্বারা আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন ? নতুবা সমাজস্থ সাধারণে কিরূপে এ প্রথার প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হইবে ! একটি প্রথা উচ্ছেদ করিতে অধিক লোকের প্রয়োজন হয় না, অধিক সময়ের অপেক্ষা করে না। কিন্তু অপেক্ষা করে প্রকৃত 'প্রাণময়' আদর্শ পুরুষের ; অপেক্ষা করে যশোলীপ্সা বিরহিত এক স্বার্থপরতাহীন অগ্রণীর। মাসিক পত্রিকার যথোপযুক্ত সময়ে প্রবন্ধ নিচয় প্রকাশিত হইলেই বুঝিব না যে এ সমাজে কর্ম্মবীর আছেন।

তাই পুনরায় ক্ষুদ্র কথায় বলিতেছি,—আমরা চাই আদর্শ—উপদেশ আমরা আর চাহিনা, উপদেশ আমরা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে কন্যা বিবাহের যে লাঞ্ছনাময় চিত্র অঙ্কিত হইতেছে অচিরকাল মধ্যে তাহা সমাজগাত্র হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা আমাদের জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত। এই যে সে দিন বীরহৃদয়া বালিকা স্নেহলতা আত্মাহুতি কার্য্য সাধন করিয়াছে, যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ ভীত, চমকিত ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে সহসা সেই হিন্দুর গৌরব গাঁথাময় রাজপুত বালিকার "জহর" ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহাতে আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ সুখ ও দুঃখের সঞ্চার হইতেছে। সুখের কারণ এই—বঙ্গবালা এ ভাবে আত্মাহুতি প্রদান করিতে শিখিয়াছে (আর কত দিন সমাজের মুখাপেক্ষিণী হইয়া অবস্থান করিবে ?) আর দুঃখের কারণ এই তাহারা কেন শিখিতে অবসর পাইল ? অর্থাৎ এ শিক্ষার মূলে আমাদের সমাজ নেতৃগণের দুর্ব্বলতা। তাই বলিতেছি, এ প্রথা বিদুরীত করিতে সেই 'ঋষি' চাই। সমাজে এখন সেকাল কার "আর্য্যশক্তির" প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর সাব ডিভিসনের অধীন হবিগঞ্জ গ্রাম। ঐ গ্রামের এক ব্যক্তি স্বীয় কৃতবিদ্য পুত্রের বিবাহার্থে এক কন্যা দেখেন ও মনোনীত করেন। কন্যার পিতাও মনোমত পাত্র পাইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া, বরকর্ত্তা বিবাহের যৌতুক স্বরূপ যত অর্থ চাহিলেন, তাহা ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়াও দিতে মনন করিলেন। তাঁহার গুণবতী সুন্দরী কন্যা গুণবান্ ভর্ত্তা পাইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইবে ভাবিয়া তিনি নিজ সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিয়া উহা বন্ধক রাখিবার নিমিত্ত উত্তমর্ণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল। উত্তমর্ণ বরকর্ত্তাকে সমুদয় টাকা এক দিনে দিতে পারিবেন না—অর্দ্ধেক বিবাহের দিন অপরার্দ্ধ বিবাহের দুই দিন পরে দিবে স্থির হইল। কিন্তু এ প্রস্তাবে কন্যাকর্ত্তার প্রাণে শান্তি নাই পাছে বরকর্ত্তা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। তাই তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তমর্ণ বলিলেন—"আপনি কোন ভয় করিবেন না। যখন আমার উপর টাকা দেওয়ার ভার, তখন বরকর্ত্তা আমার নিকটই টাকার দাবি করিবেন। আপনার কোন ভয় নাই।"

বিবাহের দিনে কন্যাকর্ত্তা যথাসময়ে বর-কর্ত্তা ও বরযাত্রিগণকে বাদ্য বাজনার সহিত বর সহ নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। লগ্ন উপস্থিত দেখিয়া কন্যার পিতা অতি বিনীত ভাবে করযোড়ে বরের পিতাকে বলিলেন "বৈবাহিক মহাশয়, লগ্ন উপস্থিত, পাত্রকে বিবাহ স্থানে লইয়া যাই?" বরকর্ত্তা টাকা না দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—বলিলেন —"অগ্রে আমাকে দান সামগ্রী ও নগদ টাকা দেখাও, পরে পাত্র লইয়া যাও" একি নূতন কথা! কন্যার পিতার মস্তকে বজ্রপাত হইল। তিনি অমনি উত্তমর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বরকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, বরকর্ত্তাকে উত্তমর্ণ বলিলেন—মহাশয় আপনার বৈবাহিকের ভদ্রাসন আমার নিকট বন্ধক আছে। অর্দ্ধেক টাকা আপনি পাইয়াছেন। অপরার্দ্ধ ব্যাঙ্ক বন্ধ বলিয়া দিতে পারি নাই। আগামী কল্যই আমি দিব; অদ্য রাত্রি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অপেক্ষা করিবেন।" কিন্তু ইহাতে বরকর্ত্তার ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আদেশ দিলেন, "পাত্র উঠাও, এখানে বিবাহ হইবে না।"

বরকর্ত্তার এই বাক্য শুনিয়া চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়াগেল। বাটীর ভিতরে কন্যার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যার পিতা বরকর্ত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুজলে গণ্ডদেশ ভাসাইতে লাগিলেন করযোড়ে কত মিনতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভদ্রলোক আসিয়া জুটিল সকলে বরকর্ত্তাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয় আপনার যাহাতে বিশ্বাসহয় এমন ভাবে আমাদের নিকট হইতে লিখিয়া লউন, আমরা সকলে আপনার টাকার জন্য দায়ী থাকিব।" ইহাতে বরকর্ত্তার উগ্রভাব প্রসমিত হইল। কোন দয়ালুব্যক্তি সেই গভীর রজনীতে ষ্ট্যাম্পের যোগাড় করিয়া পাকা লেখাপড়া করিবার সহায়তা করিলেন। হ্যাণ্ডনোট লেখা হইলে লগ্নগতে কোনরূপে সে রাত্রে বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া গেল।

পরদিবস প্রভাত হইলে বরযাত্রিগণ কন্যা-কর্ত্তার গৃহ হইতে স্বগ্রাম হবিগঞ্জ আসিবার সঙ্কল্প করিলেন। বর নবোঢ়া বালার সমভি-ব্যাহারে পিতৃভবন আলোকিত করিবে সকলেই এই আনন্দে পরম আনন্দিত। আবার পূর্ণ মাত্রায় বাদ্য-বাজনা, আমোদ, আহ্লাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু হায়! একি আশ্চর্য্য! বর আর কিছুতেই বাহিরে আসিতে চাহে না। প্রথমে অন্যান্য লোকে পরে তাহার পিতা ব্যস্ত হইয়া কন্যাকর্ত্তার অন্দরে প্রবেশ করিয়া বরকে জিজ্ঞাসিতে লাগিল "বাছা তোমার কি কোন অসুখহইয়াছে? নতুবা চল, এদিকে বারবেলা হইবে।" পিতার কথা শুনিয়া বর লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাড়াইল। পরে বলিল পিতঃ আমি কোথায় যাইব? পিতা কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কেন বাড়ী যাইবে, শীঘ্র চল, বারবেলা উপস্থিত।"

তখন পুত্র আর থাকিতে পারিলনা—কর-যোড়ে পিতার সম্মুখে নতমুখে বলিতে লাগিল পিতঃ! আমি ত বাড়ীতেই আছি। কল্য-হইতে আমার বাড়ীত এই বাড়ীই হইয়াছে। আপনি যখন আমাকে পশু বিক্রয়ের মত বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ লইয়াছেন তখন আমিত ইহাদের নিকট দাসবৎ বিক্রীত হইয়াছি। আমিত এখন ইহাদের ক্রীতদাস।"

পিতাত এসকল কথা শুনিয়া অতুষ্ট। তিনি রাগে গর্ গর্ ক'রতে লা গ'লেন ক্রোধে কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পুত্রকে কি ব'লবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে বলিলেন আজ কাল ছেলে গুলোকে লেখাপড়া না শিখানই ভাল। লেখা পড়া করিয়াই জেঠামি শিখিয়া যায়। পরে বলিলেন তুমি তবে কি চাহ, বাড়ী যাবেনা? পুত্র বলিলেন যাব, নিশ্চয় যাব যে সমস্ত টাকা লইয়াছেন, তাহা যদি সমুদায় এই গরীব পরিবারকে ফিরাইয়া দেন।

পিতার ক্রোধের সীমা রহিল না। "আমার নিজের জন্য অর্থ লইতেছি না। আমি আর কতদিন থাকিব খাইব। তোমাদের ভবিষ্যতের সুখের জন্যই সব করিতেছি।" ইত্যাদ বলিতে বলিতে অনন্যোপায় হইয়া কর্ত্তাকে সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিলেন। এদিকে কন্যার মাতা-পিতা জামাতার এই অভাবনীয় ভাব দেখিয়া অবাক্। তাহারা আনন্দে কান্দিতে কান্দিতে জামাতাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বরের মন তখন এক স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল আর সেই নব বিবাহিতা বালিকা "আমার জন্য পিতার এত কষ্ট। আমার জন্য এতগুলি লোকের অকারণ বিড়ম্বনা সহ্য! আমি কেন এহেন বিবাহের পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিলাম না?" বলিয়া মনে মনে অগ্রে কতইনা ক্ষোভ করিতেছিল কতই না অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। কিন্তু এখন এই স্বামীর দেবচরিত্রের পরিচয় পাইয়া, স্বামীর এই প্রথম গুণের বিকাশে স্বামীভক্তিতে গদগদ হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন সে আপনাকে স্বর্গের দেবীর ন্যায় সুখী বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "শ্রীভগবান্ আমাকে যে ভাবে সুখী করিলেন বাঙ্গলায় প্রত্যেক ললনাকে সেই ভাবে সুখী করিও" কি মহান্ আদর্শ! তাই আমরা আবার ক্ষুদ্র কথায় বলিতেছি যে এরূপ একটী দৃষ্টান্ত যে কাজ করিতে পারে শত শত উপদেশে বা বক্তৃতায় তাহা হয় না। অতএব হে সমাজের নেতাগণ, তোমরা কথা ছাড়িয়া সমাজকে আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা কর। তবেই সমাজ উন্নত হইবে। ইহাই আমাদের অদ্যকার ক্ষুদ্র কথা।

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহরায়।

অপূর্ব্ববার্ত্তা।

(১৩ ০ অগ্রহায়ণ প্রতিভার ৩৬৯ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি।)

গ্রন্থ সঙ্কলনের ব্যয়। ১৯।

যে পুস্তকে যত অধিক বিষয়ের সমাবেশ থাকে, সেই পুস্তকের আকার তত অধিক বৃহৎ হয় আর তাহার সঙ্কলন ব্যয়ও সেইরূপ অধিক হইয়া থাকে। এ জন্য এক একখানি বৃহদাকার পুস্তকের "Encyclopaedia

Britannica" ও "বিশ্ব-কোষ" প্রভৃতির স্থায় বিরাটগ্রন্থের ব্যয়ের কথা শ্রবণ করিলে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু "the war-office History of the south African Campaign" নামক ইংরাজী ইতিহাসগ্রন্থের সঙ্কলনে যেরূপ প্রভূত সময় ও অর্থরাশি ব্যয়িত হইতেছে, সেরূপ বোধ করি পৃথিবীর আর কোনও গ্রন্থেই কখনও হয় নাই। গ্রন্থ খানি গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে সঙ্কলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাপি, এই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে ও সঙ্কলন-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়! যেরূপ বিস্তৃতভাবে, পরিপাটীরূপে এই ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে, তাহাতে এত অল্প সময়ে, মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যেই যে ইহা সম্পূর্ণ হইবে, গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিবে, তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না! তবে সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলেও, উহা যে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয় নাই বরঞ্চ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া এই পৃথিবীর সমস্ত ব্যয় সাধ্য ইতিহাস-গ্রন্থের একতম, শীর্ষস্থানীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা উহার গত ত্রয়োদশবর্ষের সঙ্কলন-ব্যয় আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। পুস্তকখানির জন্য প্রতি বর্ষে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৬,৮০০ ছয় হাজার আটশত পাউণ্ড বা ১,০২,০০০৲ একলক্ষ দুইসহস্র মুদ্রা!! মাত্র একখানি পুস্তকের জন্য এতাধিক অর্থ ব্যয়, বর্ষে একলক্ষ দুই হাজার আর ত্রয়োদশ বর্ষে শেষ হইয়া থাকিলে ১৩,২৬,০০০ তেরলক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা, কি এক অসাধারণ ব্যাপার নহে?

বিশাল জলাশয়। ২০।

ভারতবর্ষে জলাশয়ের অভাব নাই—জলাশয় প্রতিষ্ঠা হিন্দুজাতির এক প্রধান ধর্ম্ম; ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজন বলিয়া, তাঁহারা কত স্থানে কত জলাশয়ের যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, জলদানে পিপাসাতুরের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণে সমর্থ হইতে পারে? সেই সকল জলাশয় সাধারণতঃ সাত ভাগে বিভক্ত, যথা—কূপ, পল্বল, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ ও বাপী। কূপ ও পল্বল, 'পাতকুয়া' ও 'ডোবার' নামান্তর মাত্র সুতরাং অতীব ক্ষুদ্র জলাশয় আর পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ ও বাপী বৃহৎ জলাশয়, যথাক্রমে—৪০০, ১২০০, ১৬০০, ২০০০ ও ১৬০০০ চারি শত, বার শত, ষোল শত, কুড়ি শত ও ষোল হাজার হাত দীর্ঘ, এ জন্য এ দেশে বাপীই বৃহত্তম জলাশয়। দিনাজপুরের "মহীপাল দীঘি", মান্দ্রাজের মাদুরা জিলার "তেপ্পাকুলম্", আজিমগঞ্জের "সাগর দীঘি", বর্দ্ধমানের "শ্যামসর" ও "কৃষ্ণসর", চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের "পুরাতন আস্তান" এবং চব্বিশ পরগণার "প্যারী সাহার দীঘি" ও "নেওয়ার দীঘি" প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জলাশয় গুলিই বাপীর নিদর্শন স্থল। কিন্তু মহীশূর রাজ্যে "সুলেকড়ে" নামে যে জলাশয়টী দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ বিরাট, বিশাল জলাশয় বোধ হয় এ দেশে আর নাই। মহীশূরে জলাশয়ের সংখ্যা অত্যধিক—সমগ্র রাজ্যে ৩৭,৬৮২ সাইত্রিশ হাজার ছয় শত বিরাশিটির কম জলাশয় নাই। তাহার উপরে আবার এই সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা "সুলেকড়ে"!

ইহা বাপী হইতেও দীর্ঘ! ইহার পরিধি বা বেড়ের পরিমাণ চল্লিশ মাইল অর্থাৎ ২০ বিংশতি ক্রোশের ন্যূন নহে !!

স্বরানুসরণশীলা ভাষা । ২১ ।

যে ভাষা কেবলমাত্র স্বরের বা উচ্চারিত শব্দের অনুসরণ করে—যাহার পদ বা পদাংশ সকল উচ্চারণ তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোধক হয়, তাহাকেই স্বরানুসরণশীলা ভাষা (Tonic Language) কহে। এই ভাষার শব্দ ও শব্দাংশগুলি পাঁচটি পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্বরে উচ্চারিত আর তজ্জন্য পাঁচটি পৃথক্ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ উচ্চারণ বৈষম্যে একটী মাত্র কথা দ্বারা পাঁচ প্রকার অর্থ প্রকাশ বা পঞ্চবিধ দ্রব্যের নামোল্লেখও সম্ভবপর হইয়া থাকে। এজন্য কোনও শব্দের প্রকৃত, অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে তাহার প্রকৃত উচ্চারণের বা স্বরের (Accents or Tones) দিকে বিশেষ লক্ষ্য বা দৃষ্টি রাখিতে হয়, নচেৎ এক অর্থে অন্য অর্থ প্রকাশিত হওয়ায়, বিশেষ অসুবিধা বা বিড়ম্বনার কারণ হইতে পারে। একপ্রকার উচ্চারণে যে শব্দের অর্থ 'স্বর্গ' অন্যবিধ উচ্চারণে হয় ত তাহার অর্থ 'নরক'। এইরূপ 'গমন' অর্থে 'আগমন', 'আহার' অর্থে 'উপবাস', 'বদন' অর্থে 'চরণ', প্রভৃতি বিসদৃশ বিপরীত অর্থও অসম্ভব নহে! এই বিচিত্র অদ্ভুত ভাষা একমাত্র শ্যাম দেশেই প্রচলিত। সেখানকার লোকেরা এই স্বরানুসরণশীলা ভাষাতেই আপনাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে! কিন্তু কিরূপে যে এই ভাষায় পুস্তকাদি লিখিত হয়, তাহাই বিস্ময়ের ও চিন্তার বিষয়।

সুদীর্ঘ বৃতি । ২২ ।

পশ্বাদির অত্যাচার হইতে নবজাত উদ্ভিদ ও শস্যের রক্ষার্থে বৃতি বা বেড়ার প্রয়োজন হয় আর তজ্জন্যই এ দেশের কৃষকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র সকল বৃতি বেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। দীর্ঘ বৃতি এ দেশে বিরল। কিন্তু গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে, শশকদিগের উৎপাত নিবারণ কল্পে, যে বৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সুদীর্ঘ। এই বৃতির প্রতি পাঁচ মাইল বা সার্দ্ধ দুই ক্রোশ ব্যবধানে বহুসংখ্যক পাশ সন্নিবেশিত আছে—অনেক গুলি করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইয়াছে। সেই ফাঁদে প্রত্যহ শত শত শশক ধৃত ও নিহত হইয়া থাকে। কোনও প্রকারে একটি মাত্র শশকও ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত বৃতির অভ্যন্তরস্থ কোনও স্থানই শশকের পদচিহ্নে পরিচিহ্নিত হয় নাই! এই বিচিত্র বৃতি, দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে, অন্যূন ২,৫০,০০০ পাউণ্ড বা ৩৭,৫০,০০০৲ সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে, নির্ম্মিত হইয়াছে !! ইহার দৈর্ঘ্য ২,০৩৬ দুই হাজার ছয়ত্রিশ মাইল বা ১,০১৮ এক হাজার আঠার ক্রোশ। ঈদৃশ অপূর্ব্ব ব্যয় সাধ্য ও সুদীর্ঘ বৃতি ভূমণ্ডলে আর নাই।

সুবৃহৎ ভারোত্তোলন-যন্ত্র । ২৩ ।

যে যন্ত্রের সাহায্যে গুরুভার দ্রব্য সকল উত্তোলন করা যায়, তাহারই নাম ক্রেণ

(crane) বা ভারোত্তোলন-যন্ত্র। জাহাজে মালপত্র তুলিবার জন্যই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের ডেভনপোর্ট নামক বন্দরে, গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত যে ক্রেণ যন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতুলনীয়, তাহার দ্বিতীয় বা সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই।

যে সকল সমর পোত নির্ম্মিত হয় ... গুরুভার ...

...ছে। ইহার আকার যেমন বৃহৎ পরি-...ও তেমনি অত্যধিক—২৮,০০০ আঠাইশ হাজার মণের ন্যূন নহে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাও প্রভূত, ৪,৫০,০০০ সার্দ্ধ চারি লক্ষ মুদ্রা। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল এমন অপূর্ব্ব যে, একজন মাত্র লোকে ইহার সাহায্যে ৭,০০০ সাত হাজার মণ মাল বা কোনও গুরুভার পদার্থ অনায়াসেই উত্তো... কিন্তু ...

অতি সহজে উত্তোলিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

কবিতাগুচ্ছ।

আহ্বান। ১।

এস হে কায়স্থ এস সবে ভাই
স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হও;
স্বার্থ বলি দিয়ে শূদ্রত্ব ত্যজিয়ে
স্বকর্ম্মে ব্যাপৃত রও। ১।

ছিল এক দিন সোণার ভারতে
কায়স্থ-গৌরব-রবি;
কাল ফুৎকারে সকলি গিয়েছে
শূদ্রত্বে রয়েছ ডুবি। ২।

... কায়স্থ জননী
...রে ডাকিছে অই;
... রুক্ষ কেশা
... গৌরব কই। ৩।

কায়স্থ-সমাজ ক্ষত্র বংশধর
সত্য—অতি সত্য হয়;
হিংসা দ্বেষী যারা বলিতেছে তারা
কায়স্থ ক্ষত্রিয় নয়। ৪।

বহু শাস্ত্র গ্রন্থে জ্বলন্ত অক্ষরে
রহিয়াছে ওই বোল;
বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্র বংশধর
মিছে কেন কর গোল। ৫।

তবু কেন ভাই মোহের ...
স্বকার্য্য ভুলিয়ে র'লে;
বেদ মন্ত্র বলে প্রেমানন্দে ...লে
দীক্ষিত কেন না হ'লে। ৬।

স্বজাতির মিত্র ঘোষ, রাজা, মিত্র
নেতৃত্ব গ্রহণ করে ;
নিদ্রিত জনারে মোহন তানেতে
জাগাল বীণা ঝঙ্কারে। ৭।
বিভু পাদ পদ্মে রেখে মন প্রাণ
স্বকর্ম্মে সকলে হও আগুয়ান,
ও ক্ষত্র ধর্ম্ম বেদ অনুগত
উপেক্ষা করোনা দীনের আহ্বান। ৮।
শ্রীযোগেশচন্দ্র দাষ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব।

উদিল গৌরব-সূর্য্য সুখ নন্দালয়ে,
শ্রীনন্দ ভবনে আজি পুত্র মহোৎসব।
নাচিতেছে গোপগণ আনন্দ হৃদয়ে,
চারিদিকে ধ্বনিতেছে জয় নন্দ রব ॥ ১
প্রভাত সমীরে জাগি রাণী যশোমতী,
হেরিলা আপন অঙ্কে সুন্দর কুমার।
নবীন দুর্ব্বায় যেন প্রভাকর জ্যোতি,
সুন্দর আনন আঁখি সুন্দর আকার ॥ ২
গভীর নিদ্রার ঘোরে প্রসবিলা সতী,
গোপিগণ নিদ্রামগ্না যোগমায়া বলে।
অন্ধকারে পূর্ণা রাতি সুগভীরা অতি,
নাহি জানে কি সন্তান প্রসূতির কোলে ॥৩
সদা বিষাদিত নন্দ নন্দন বিহনে,
নিরানন্দ যশোমতী পুরবাসিগণ।
বহুকাল গোপগণ নিরানন্দ মনে,
নাহি হেরি বংশধর কুলের রতন ॥৪
ভগবান্ পুত্রমুখ করিতে দর্শন,
দশবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান।
হোম পূজা দান ধ্যান ব্রাহ্মণ ভোজন,
করিতেন মহানন্দে নন্দ কীর্ত্তিমান্ ॥ ৫
আজি সেই যজ্ঞ ফল দিলা ভগবান্,
নন্দের অর্জ্জিত ধর্ম্ম জন্ম-জন্মান্তর।
পূর্ণতম যজ্ঞেশ্বর অনন্ত মহান্,
বিরাজিত গৃহে ধরি নরকলেবর ॥ ৬
সার্থক সতীর ধর্ম্ম জীবন্ত মহান্,
যশোদার পুণ্য ফল জন্ম-জন্মান্তর।
সেই ফলে তাঁর অঙ্কে পূর্ণ ভগবান্,
বিরাজিত আজি, ধরি নরকলেবর ॥ ৭
সার্থক গোকুল-পুরী পুণ্য ব্রজধাম,
প্রেমময় পুরুষের লীলা-নিকেতন।
কৈশোরে যথায় প্রভু করিলা প্রদান,
মধুরস গোপীকায় ভক্তকে জীবন ॥ ৮
সার্থক ভারতভূমি আর্য্য-নিকেতন,
যাহার প্রফুল্ল বনে নীল নদীতীরে।
হরির প্রেমের লীলা হৈল প্রকটন,
প্লাবিল ভক্তের মন আনন্দের নীরে ॥ ৯
সার্থক যমুনা নদী সুনীল-সলিলা,
যাহার নির্ম্মল জলে রূপে পূর্ণতম।
অনন্তকালের জন্য নিমজ্জি রহিলা,
যার পূতবারি ধৌত করে বৃন্দাবন ॥ ১০
সার্থক ব্রজেরবালা গোপ-শিশুগণ,
যাহার সহিত প্রভু প্রভাত-জীবনে।
খেলিলা বিচিত্র খেলা প্রেম নিদর্শন,
কদম্ব তমাল-তলে নব বৃন্দাবনে ॥১১
সার্থক শ্রীবৃন্দাবন কদম্ব কানন,
শ্যামকুঞ্জ নিধুবন শ্রীকানু নিবাস।
যথায় প্রচারি হরি নিষ্কাম-রমণ,
রচিলা ভারতে নিজ বাল্য-ইতিহাস ॥১২
মাতিল গোকুলপুরী নন্দের উৎসবে,
স্থানে স্থানে নৃত্যামোদ সংগীতলহরী।
পূরিল আনন্দধাম আনন্দের রবে,
নাচিল গোকুলপুরী নবরূপ ধরি ॥ ১৩

কর্দ্দমিত দধি-ধারে গোষ্ঠের প্রাঙ্গণ,
খেলিছে সহস্র গোপ সহ গোপাঙ্গনা।
দুগ্ধ ক্ষীরে পিচিকারী ননী বিলেপন,
আছাড়ি পড়িছে গোপী অর্দ্ধ বিবসনা॥১৪
স্নান করি পূতজলে সংযমিত মনে,
তনয়ের জাতকর্ম্ম করি সমাপন।
সহস্র গো-দান নন্দ করিলা ব্রাহ্মণে,
ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়নে পূরিলা ভবন॥১৫
ধেনু রত্ন অলঙ্কারে সপ্ততিল গিরি,
হৈমবাসে সমাবৃত উজ্জ্বল মহান্।
বেদোক্ত বিধানে নন্দ কৃতাঞ্জলি করি,
নিমন্ত্রিত বিপ্রগণে করিলা প্রদান॥১৬
হরিদ্রাক্ত তৈলে সিক্ত গাভী বৎসগণ,
কুঙ্কুমে মার্জ্জিতদেহ গোপী বরাঙ্গনা।
বিস্তারি যৌবনকান্তি হরিদ্রাবসন,
নন্দোৎসবে মত্ত সবে, আনন্দে মগনা॥১৭
জনাকীর্ণ নন্দগৃহ পুত্র মহোৎসবে,
বাজিল বিবিধ বাদ্য মধুর নিঃস্বনে।
ধ্বনিল সহস্রকণ্ঠ জয় নন্দ রবে,
চিরজীবী হও বৎস বলিলা ব্রাহ্মণে॥১৮
বিস্তারি বিবিধ খাদ্য অক্ষয়ভাণ্ডার,
নন্দরাজ আরম্ভিলা ব্রাহ্মণ ভোজন।
দুগ্ধ ক্ষীর পরমান্ন করিয়ে আহার,
তৃপ্তিলাভ করিলেন যত বিপ্রগণ॥১৯
নন্দ, উপানন্দ আর সানন্দ প্রবীণ,
যজ্ঞ দান হোম পূজা করি সমাপন।
সভা মধ্যে ভ্রাতাত্রয় হইয়া আসীন,
বিপ্রগণে ধেনু রত্ন করিলা অর্পণ॥২০
হরিদ্রা কুঙ্কুমে দেহ করিয়া মার্জ্জন,
ধরিলা অপূর্ব্ব রূপ রোহিণীসুন্দরী।
রসানে মার্জ্জিত যেন বিশুদ্ধ কাঞ্চন,
লাবণ্য প্রভায় দীপ্ত যৌবন মাধুরী॥২১
কোলেকরি বলভদ্র সুন্দর কুমার,
পৌরজন মাঝে বসি আনন্দিত প্রাণে।
কুলশীল ব্রাহ্মণের না করি বিচার,
তুষিলেন সবে দেবী ধেনু রত্ন দানে॥২২

সম্পাদক॥

পুত্র জন্মোপলক্ষে।

দেব,

এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন তিমির প্লাবিত
প্রাবৃটের কোন এক গভীর নিশীথে,
উজলিয়া কারাগৃহ—আয়স আবৃত—
এসেছিলে বাসুদেব—দুঃখ বিনাশিতে॥
নবজাত সুকুমার কুমারের পানে
আজ এই অর্দ্ধ রাত্রে চেয়ে মনে পড়ে,
তোমার সে জন্ম-কথা বর্ণিত পুরাণে,
মহর্ষি কবির লেখা অক্ষর অক্ষরে।
মনে পড়ে বন্দী আর বন্দিনীর সুখ
হেরি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, সম পুত্র মুখ॥১॥
বুঝাইয়া দাও নাথ, সন্তানের বেশে,
তুমি আসিয়াছ আজ কাঙ্গালের ঘরে,
আত্মহারা হ'য়ে প্রভো, পুত্রে ভালবেসে
নন্দের বাৎসল্য যেন জাগে এ অন্তরে।
জগতের রাজা তুমি, প্রেমের ভিখারী,
বিন্দুমাত্র আমি কভু করি নাই দান,
তাই আজ আসিয়াছ ওহে কামচারি,
পুত্ররূপে পরাজিতে কঠিন পরাণ।
পাষাণে মানব করা চিরকেলে খেলা,
এ পাষাণ তাই নাথ কর নাই হেলা॥২॥

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

সম্পাদকের শারীরিক অসুস্থতা ও আর্থিক কষ্ট নিবন্ধন আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকা ও প্রেস কলিকাতা হইতে ফরিদপুর আনা হইয়াছে। নূতন আয়োজন নূতন লাইসেন্স আষাঢ় মাসের প্রতিভা বহুবিলম্বে প্রকাশ হইল, গ্রাহক মহোদয়গণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। যে মাসের প্রতিভা সেই মাসের মধ্যে প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। শ্রাবণ ও ভাদ্র প্রতিভা দুর্গা পূজার অগ্রেই বাহির হইবে। আমাদের বিনীত প্রার্থনা বর্ত্তমান বর্ষের ভিঃ পিঃ গুলি যেন কেহই ফেরৎ না দেন।

২। প্রতিভার টাকা কড়ি, চিঠি পত্রাদি, প্রবন্ধাদি ও বিনিময় মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রগুলি, সম্পাদকের নামে ফরিদপুর ঠিকানায় পাঠাইবেন। সকলেই মনে রাখিবেন যে কলিকাতার সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ এইক্ষণে নাই।

৩। পারস্যদেশ হইতে প্রত্যাগত জনৈক ইংরাজ নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটী কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে দেখা যায় যে সুদূর পারস্য রাজ্যেও ব্যবহারজীবী মহাশয়দিগের প্রাধান্য হতভাগ্য বঙ্গদেশের ন্যায়, অক্ষুন্ন ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোনও পারসিক রমণী কয়েকটী কুকুটী-ডিম্ব পাক করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বারদেশে আসিয়া বুভুক্ষা-জনিত ক্লেশ প্রকাশ করিয়া আহার্য্য প্রার্থনা করিল। রমণী ৪টী পক্ক ডিম্ব তাহাকে প্রদান করিলে, ভিক্ষুক উহা আহার করিয়া ক্লান্ত দেহে শান্তিলাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার বর্ষদ্বয় পরে জনৈক সুচতুর ব্যবহারজীবী (Cunning lawyer) উক্ত রমণীকে কহিল —"মাতঃ আজ বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে, যে ভিক্ষুককে আপনি চারিটী ডিম্ব দিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলেন, সে আজ পারস্যদেশে একজন ধনবান বণিক, আপনি উক্ত ডিম্ব তাহাকে না দিয়া যদি গৃহে রাখিতেন, উহা হইতে অনেক সাবক উৎপন্ন হইত ও তাহাদের ডিম্ব বিক্রয় করিয়া আপনিও আজ উক্ত বণিকের ন্যায় ধনী হইতে পারিতেন।" অবশেষে উক্ত মোক্তারের উত্তেজনায় দরিদ্রা রমণী তাহার ক্ষতিপূরণ জন্য একটী নালিশ রুজু করিলে মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া বিচারক কহিলেন—"এই দরিদ্রা বাদিনীর বিবরণ অতিশয় দুঃখ জনক, প্রতিবাদী কোথায়?" তখন তাহার উকীল কহিলেন—"ধর্ম্মাবতার তিনি সিদ্ধ ছিমেরদানা বপন করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছেন" জজ কহিলেন —সেই মুসলমান বণিক কি পাগল, পক্ক ছিমের বীজে কি কখন অঙ্কুরোৎপাদন হয়?

তখন প্রতিবাদীর উকীল কহিলেন—ধর্ম্মাবতার, এই অদ্ভুত মোকদ্দমার উভয় পক্ষই ক্ষিপ্তমনা, নচেৎ বাদিনী সিদ্ধ ডিম্বের শাবকের জন্য ক্ষতির দাবী করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিত না। বিচারক স্মিতমুখে মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন।

৪। কায়স্থোপনয়ন বর্দ্ধমানজিলান্তর্গত বড়কান্দরা ঠাকুরবাটী হইতে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ২১শে চৈত্র রবিবারে কলিকাতা ৺কালীঘাটের আদি গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত পাঁচথুপীগ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি এ, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র হাজরা বর্ম্মা মহাশয় দ্বয়ের উদ্যোগে নিম্নলিখিত দশজন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ, ২। বিরাজমোহন সিংহ, ৩। বিশ্বরঞ্জন সিংহ, ৪। সত্যভূষণ সিংহ, ৫। কৃষ্ণগোপাল সিংহ, ৬। রমণী-মোহন ঘোষ, ৭। মোহিনীমোহন ঘোষ, ৮। প্রফুল্লনাথ সিংহ, ৯। সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, ১০। ঠাকুর রাখালরাজ সিংহ।

৫। কলিকাতা হাটখোলা হইতে শ্রীমতী কিরণশশী ঘোষ মহাশয়া লিখিতেছেন—"বিগত ২৩শে বৈশাখ কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকুমার ঘোষের কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহের রাত্রিতে পণের টাকা আরও অধিক পরিমাণে আদায় করিবার জন্য বরযাত্রিগণ বরকে লুকাইয়া রাখে ও বলে যে টাকা না পাইলে বর আসিবে না। এদিকে লগ্ন অতীত হইবার উপক্রম হইল। কন্যার মাতার ক্রন্দন ও কন্যাপক্ষগণের অনুনয় বিনয়ে যখন কিছুমাত্র ফল হইল না তখন "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" ব্যবস্থা করা হইল। পাদুকা প্রহার ঔষধে ক্রিয়া করিল, গোপালচন্দ্র দাস, ধীরেন বাবু, সতীশ ঘোষ এবং সীতানাথ প্রামাণিক প্রহারের তীব্রতায় বরকে উপস্থিত করিল ও তাহার পর বিবাহ হইয়া গেল। পণপ্রয়াসী মাতালদিগের এই প্রকার শাস্তিই প্রার্থনীয়। বরপণগ্রহণ রোগের এই প্রকার ঔষধি ঠিক কি না সামাজিক মহাশয়গণ ধীর চিত্তে অবধারণ করিবেন, ইতি।" আমরা মনে করি ঔষধটী মন্দ নহে।

৬। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ বর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বিগত ৭ই বৈশাখ ১৩২১, সোমবার, একাদশী তিথিতে, সপ্ততিতম বয়সে পতি, পুত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা যথাবিহিত ক্ষত্রিয়াচারে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। এই শুভানুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন, মদনমোহন বিদ্যানিধি, যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি জগৎ বাবুর পুরোহিতগণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতীয় প্রায় সহস্রাধিক লোক এই শ্রাদ্ধে যোগদান করত, আহারাদি করিয়া-ছিলেন। সাধ্বী, পতি, পুত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন, তদীয় ঔর্দ্ধ দেহিক কার্য্যও তদনুযায়ী হইয়াছে। যদিও এই ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ এই অঞ্চলে এক রকম প্রথম তথাপি উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। জগৎ বাবুর সৌজন্য ও ধর্ম্ম নিষ্ঠায় ইহার

মাহাত্ম্য দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। বিরুদ্ধ বাদী কয়েকজন ব্রাহ্মণ যোগদান করিয়া যথেষ্ট সৎ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

৭। কুমারীর আত্মহত্যা। বাঙ্গালীর মেয়েরা সাহসে বুক-বান্ধিয়া মরিতে শিখিয়াছে। স্নেহলতা যে পথ দেখাইয়া গিয়াছে সে পথে একাধিক বালিকা তাহার অনুসরণ করিয়াছে। সম্প্রতি আর একটী বালিকার আত্মহত্যা-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ দেওঘরের একজন প্রবীণ উকীল। তাঁহার একটি ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহের জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া ছিলেন। বহু চেষ্টার পরে ইউনিভার্সিটি ল কলেজের একজন ছাত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির হয়। পাত্রটী বিনাপণেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহার অভিভাবক পিতৃব্য সে কথা শুনিলেন না। হরিনাথ বাবু অতি কষ্টে চারিহাজার টাকার যোগাড় করিলেন কিন্তু কাকা বাবু ৬ হাজার টাকার কম রাজি হইলেন না। হরিনাথ বাবুর কন্যা পিতার এই বিষম শকট দেখিয়া বস্ত্রে কেরোসিন এবং অগ্নি সংযোগে আত্মনাশ করিলেন। কন্যা, পিতাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া নিজেও ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিল। বালিকার আত্মদান স্বর্গীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই কিন্তু এই পাষণ্ড কাকা বাবুর নামটী প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে কি? নিশ্চয়।

(সুরাজ, পাবনা।)

৮। আবার এক বালিকার আত্মহত্যা।—গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালে বটতলা থানায় এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছে যে, ঐ অঞ্চলের কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায়ের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা দিব্যপ্রভা দেবী সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, বালিকার বিবাহের যে সম্বন্ধ ঠিক হয় তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং অন্য স্থানে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করা হইয়াছিল, কিন্তু বর তাদৃশ শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন নহে বলিয়া বালিকার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই জন্য সে এইরূপে নাকি আত্মহত্যা করে। কেরোসিন তৈলে আত্মহত্যা যেরূপ সংক্রামক হইতে চলিল তাহাতে উহার দমন শীঘ্রই আবশ্যক।

(সময়।)

৯। তরু জীবন ও তাহার প্রত্যুক্তি (Plant life and its response) বিষয়ে বক্তৃতাদি দিবার জন্য অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বৈজ্ঞানিকদিগের নিমন্ত্রণে এইক্ষণ বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। অক্সফোর্ডে এই বিষয়ে তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে একটী বক্তৃতা দেন। বিগত ২রা জুন ক্যামব্রিজে তদ্রূপ আর একটী বক্তৃতা হইয়াছে। উক্ত স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাক্ষগণ তরুগণের প্রত্যুক্তি শক্তি জানিবার জন্য এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া গিয়াছেন। উদ্ভিজ্জ জীবনের রহস্যগুলি তৎকৃত যন্ত্রের সাহায্যে এমত বিশদভাবে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন, যে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের শিরোরত্ন স্যার ফ্রান্সিস্ ডারউইন তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আবিষ্কারে তরু জীবনের অনেক গুপ্ত রহস্য মানব লোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উদ্ভিদ বিজ্ঞানের (Botany) নবযুগ উপস্থিত

করিয়াছে। আমরা অধ্যাপক বসু মহোদয়ের সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

১০। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ বসু সর্ব্বাধিকারী মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চানসেলার পদে অভিষিক্ত হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

১১। য়ুরোপে সমর। অধুনা পাশ্চাত্য দেশে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। আমেরিকার কোটীপতি কারণেজী জার্ম্মেণীর সম্রাট মহোদয়ের সহিত পৃথিবীতে শতবর্ষব্যাপী শান্তির জন্য যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞার এক পক্ষ কৈজার মহোদয় এই যুদ্ধের জন্য যে দায়ী তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী (Prince heir apparent) ও তাঁহার স্ত্রীকে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত বসনিয়ার রাজধানী সারাজিভো নাম্নী নগরে সারভিয়ার কতকগুলি ছাত্র সদর রাস্তায় নিহত করে। রুষ ও সারভিয়াবাসিগণ এক জাতি অর্থাৎ "শ্লাভ" জাতি। সমগ্র য়ুরোপে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত ৯ কোটী শ্লাভজাতীয় লোক বাস করে। যুবরাজ বধজনিত ব্যাপার লইয়া অষ্ট্রিয়া ও সারভিয়ার সহিত প্রভূত মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, অষ্ট্রিয়া বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সারভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, রুষ ও সারভিয়াকে, অষ্ট্রিয়ার কবল হইতে রক্ষা করিতে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলে, জার্ম্মেণী বীরদর্পে তদীয় প্রণয়াস্পদ অষ্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি কোনও ন্যায়ানুমোদিত যুদ্ধ কারণ (casus belli) না থাকা সত্ত্বেও ফরাসী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জার্ম্মেণীর ইচ্ছা বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া ফরাসী রাজধানী প্যারিস নগরীতে উপস্থিত হন। বেলজিয়াম তাহাতে স্বীকার না করিলে জার্ম্মেণী তাহার বিরুদ্ধে রণ ঘোষণা করিয়া বেলজিয়ামের প্রান্তস্থিত লীজ দুর্গ আক্রমণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ ও ফরাসজাতি শান্তি রক্ষার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব দেখিয়া—সারভিয়া ও বেলজিয়ামের ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি রক্ষা করিতে ইংলণ্ড রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বিবদমান যোদ্ধৃবর্গের অবস্থা এইরূপ—আক্রমণকারী জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত—রুষ, ইংলণ্ড, ফরাসী, বেলজিয়াম ও সারভিয়া। বর্ত্তমান সময়ে জলে স্থলে নানা স্থানে ইহাদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মণী ও অষ্ট্রিয়া পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতেছেন। জাপান ব্যতীত এশিয়া খণ্ডের কোন ও রাজশক্তি এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হন নাই। জাপান ইংলণ্ডের মিত্র তিনি না যাইয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার ভুবনবিজয়ী নৌ-সেনা ও যুদ্ধ তরণীসম্ভার স্থির মহাসাগরের পূর্ব্ববিভাগে উপস্থিত হইয়াছে, ও জার্ম্মেণীর সহিত একটী ভীষণ জল যুদ্ধ সকলেই আশা করিতেছেন।

১২। য়ুরোপে সকল জাতিই এক ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ খ্রীষ্ট উপাসক। খ্রীষ্ট নীতি শান্তি প্রদায়িনী। এই সাম্য মৈত্রী নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া খ্রীষ্ট উপাসকগণ সমরক্ষেত্রে পরস্পরকে নিহত করিতেছে—এই দৃশ্য কি ভীষণ কি মর্ম্ম ভেদী। শ্রীভগবান্ ইহাদের প্রতি কৃপা করুন।

১৩। সময় তরঙ্গ ভারতের বিপুল তট-দেশ প্লাবিত করিতেছে। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বঙ্গের প্রজাগণ একমাত্র পাটের ব্যবসায়ে বৎসরের সর্ব্বপ্রকার ঋণমুক্ত হইয়া কোন মতে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করে। যুদ্ধ জনিত বিপদপাদের ভয়ে পাটের রপ্তানি এক কালে বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ৮৲। ৯৲ স্থলে পাটের প্রতিমণ ১৷৷০ অথবা ২৲ টাকায় পরিণত হয় কিন্তু; আমরা আনন্দ সহকারে সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছি যে যুদ্ধ লিপ্ত ইংরাজ ও মিত্র রাজন্যগণ বাণিজ্য পোত সকলের সাগরপথে গমনাগমন নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় শাসনকর্ত্তার সেক্রেটারি, "Mr. J, H. Kerr says—The war should not interfere materially with our trade in gunnies. It will stop the export of two lacs thirty thousand tons, of raw jute to Germany and Austria, but this surplus will be available for the mills in India, the united Kingdom, the United States and France. The British admiralty has no apprehensions as to the safety of trade—routes of the Empire and the British Government has taken special care to gurantee marine Insurance. অর্থাৎ যুদ্ধে বঙ্গের পাটের বাণিজ্যের কোনও ক্ষতি হইবে না, বাণিজ্য পোতের জন্য সাগর পথ নির্ব্বিঘ্ন করা হইয়াছে, এবং পাটের বীমা কার্য্যও পূর্ব্বের ন্যায় চলিবে। এমতাবস্থায় পাটের মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিবে।

১৭। এই ভীষণ যুদ্ধ কবে শেষ হয় কে বলিবে? কৈজার বলিয়াছেন যে য়ুরোপ শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছিল। ইতিমধ্যে আমাদের শত্রুগণ অতর্কিত ভাবে আমাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে আমারও প্রতিজ্ঞা যে পর্য্যন্ত আমার একটী সৈনিক ও একটী অশ্ব থাকিবে তাবৎকাল আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিব। এই ভীষণ প্রতিবিধিৎসা বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থের বিরুদ্ধাচরণ নহে? পাপের জন্য শাস্তি আবশ্যক হইলে তাহা আমিই দিব এই কথা বাইবেলের ঈশ্বর বলিয়াছেন, Vengeance is mine saith the Lord কিন্তু বেদেরঈশ্বর বলিয়াছেন—মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি যে সামান্য কারণে এই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিব্যূহ ভীষণ যুদ্ধে শতসহস্র নিহত করিতেছেন তাহা ত দেশের একটী মধ্যস্থের বৈঠকে নিষ্পত্তি হইতে পারিত। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের নিধন বাহ্যিক সামান্য কারণ মাত্র এই বিবাদের এই মহাসমরের প্রকৃত কারণ আধ্যাত্মিক যেমন কফপিত্তবায়ু ধাতুত্রয়ের সমঞ্জস ক্রিয়ার দ্বারা মানবদেহের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হইতেছে তদ্রূপ ধর্ম্ম, বাহু, ধন ও জন বলের সামঞ্জস্যে মানবীয় সমাজ সুচারুরূপে চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনও একটী বলের প্রাধান্য হইলে সমাজে ভীষণ অশান্তি উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সমাজে ধর্ম্মবলকে পদদলিত করিয়া বাহুবল, ধনবল, ও জনবল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ফলতঃ এই যুদ্ধে ধর্ম্মবলকে নিহত করিতে অপর বলত্রয় নিজ নিজ অসি উত্তোলন করিয়াছে। এবং ধর্ম্ম বলের প্রাধান্য ব্যতীত এই মহা সমরের অবসান নাই। যখন

সমর ক্ষেত্র নরশোণিতে প্লাবিত হইবে যখন য়ুরোপের প্রতিগৃহ নরনারীগণের ক্রন্দনে মুখরিত হইবে যখন বাহুবলের ক্ষয় অন্য ধন ও জন বল ভূলুণ্ঠিত হইবে তখন এই যুদ্ধের অবসান হইবে। আমরা আশা করি এইপ্রকার শোচনীয় অবস্থার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান্ যুদ্ধের অবসান করিয়া দিবেন।

১৫। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বেড়াদি নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু দেববর্ম্মা লিখিয়াছেন — বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবারে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্ন লিখিত কায়স্থগণ যথা শাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ। ২। মন্মথনাথ ঘোষ। ৩। মনোরঞ্জন ঘোষ ৪। কুঞ্জবিহারী ঘোষ। ৫। পরেশনাথ সরকার। ৬। সুশীলকুমার শিকদার। ৭। অমৃতলাল মিত্র। ৮। সুধীন্দ্রলাল রায়। বিগত ২৮শে আষাঢ় উক্ত আচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দত্ত। ২। মতিলাল দাষ। ৩। কেশবলাল দাষ। ৪। ফটিকচন্দ্র বসু। ৫। ক্ষীরোদবিহারী পাল। এই সমস্ত উপনয়ন আমগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে সম্পাদিত হয়। গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ পাঁচুড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসু এবং ১১ই আষাঢ় আমগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বসু মহাশয় স্বয় নিজ নিজ গৃহে উক্ত শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উপনীত হইয়াছেন।

১৬। বিগত ৮ই শ্রাবণ শুক্রবার ফরিদপুরজিলান্তর্গত খরসুতি গ্রামে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত কেশবলাল নাগ ২। গোপালচন্দ্র ঘোষ ৩। রাজেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সাং খরসুতি ও ৪। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসু সাকিন বাজরাইল।

১৭। আমরা অতীব সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আজ কতিপয় দিবস অতীত হইল দিনাজপুরাধিপের পরম আত্মীয় ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বাতব্যাধিতে পীড়িত ছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার পত্নী ও আত্মীয় স্বজনকে এই দুর্দ্দিনসহ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক স্বদেশানুরাগী মহাপুরুষের আত্মা নিজ কর্ম্মফলেই বৈকুণ্ঠলাভ করিবে তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই।

১৮। স্থানাভাব বশতঃ আর আর উপনয়ন সংবাদ শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় দেওয়া হইবে।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ইং [illegible] গ্রাম, বরণিয়া পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত দাশরথি দত্ত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন তাঁহার এক [illegible] আত্মীয়ের সুন্দরী কন্যার জন্য পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা জমীদারী ষ্টেটে ম্যানেজার আছেন।

২। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মোক্তার শেরাজগঞ্জ পাবনা হইতে লিখিতেছেন (১) পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ২২।২৩ বৎসর বি, এ পাঠ করেন, অবস্থা ভাল, মৌলিক যে কোনও শ্রেণীতে সুন্দরী পাত্রী চান। (২) পাত্র মিত্রবংশ ২২।২৩ বৎসর বয়স, ডাক্তারী পাস বাটীতে ব্যবসায় করেন, সুন্দরী ও কুলীন কন্যা চান। (৩) পাত্র দত্তবংশ, বয়স ২৫। ২৬ বৎসর, প্রথম পক্ষের একটী মাত্র কন্যা আছে, বি. এল, উকীল। যে কোনও শ্রেণীর সুন্দরী কন্যা চান, ইঁহারা কেহই বিবহে টাকা লইবেন না।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ভারতীভূষণ, হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ী। দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৬ পর্য্যায় বসুবংশীয় সুন্দরী শিক্ষিত এবং গৃহ-কার্য্য নিপুণা একটী কন্যার জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন।

৫। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান। বর পণ লইবেন না।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন প[illegible], [illegible]নসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র [illegible] বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সংশ্লিষ্ট, কায়স্থ জাতিতত্ত্বে বুৎপন্ন মিত্রবংশীয় (বঙ্গজ) আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবরের একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। যে কোনও শ্রেণীর ঘোষ, বসু ও গুহ বংশীয় উপবীতী পাত্রের প্রয়োজন। যাঁহারা পণ গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ এইরূপ ত্যাগী মহাত্মাগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হউন। কন্যা সুন্দরী ও সুশীলা গৃহকার্য্যে দক্ষা ও বুদ্ধিমতী।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা। ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীরষ্টীট, কলিকাতা।

৯। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাষ, জমিদার গোপীনাথপুর, পোষ্ট সাঁথিয়া, জেলা পাবনা লিখিতেছেন—আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন। কন্যা সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

সূচীপত্র।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২১ সাল। } ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

ব্রহ্মনামাবলিমালা। *

(মূলম্)

সকৃৎ শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং যতোভবেৎ।
ব্রহ্মনামাবলিমালা সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥১॥

বঙ্গানুবাদ।

একবার শ্রবণ মাত্রেই, যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সকলের মুক্তিসিদ্ধির কারণ, সেই ব্রহ্মনামাবলি রূপমালা কহিতেছি।১।

---

* শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাত্রই অতীব গভীর ভাবাপন্ন, বিশেষভাবে চিন্তনীয় ও সদুপদেশ পূর্ণ। অজ্ঞানের জন্য বিরচিত ও প্রচারিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান ও বিদ্বান ব্যতীত সে সকল গ্রন্থের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে অন্যের সামর্থ্য নাই। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলির যতগুলি আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে, তাহারমধ্যে দুই চারিখানি মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে দেখা যায়। অবশিষ্ট সকল-গুলির অনুবাদই ভ্রম-সঙ্কুল ও অসম্পূর্ণ। জ্ঞানিগণের পাঠ্য এই গ্রন্থখানি নিরতিশয় ক্ষুদ্র বিধায় ইহার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হইল। এই প্রবন্ধ, স্বল্পশিক্ষিতের নহে। পরন্তু অতি উচ্চমার্গের জ্ঞানবানের। ইহার অমূল্য উপদেশাবলী সুধীজন পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলে নিরতিশয় সুখী হইব। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কিঞ্চিৎ কঠিন হইলেও, ইহার ভাষা অসরল নহে। বঙ্গানুবাদটী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু "প্রতিভার" স্থানাভাবাশঙ্কায় তাহা পারিনাই। যাহাহউক "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার" ক্ষমাশীল, উচ্চমনা ও স্বজাতিবৎসল কায়স্থ পাঠক মহোদয়গণের এই অনুবাদটী মনোনীত হইলে তৃপ্তি লাভ করিব। অনুবাদক।

অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসন্দেহঽহঃ পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহ-মহ-মেবাহ-মব্যয়ঃ ॥২॥

নিত্যশুদ্ধো বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহ-মব্যয়ঃ ॥
ভূমানন্দস্বরূপোঽহ-মহমেবাহমব্যয়ঃ ॥৩॥

নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ ॥
পরমানন্দরূপোঽহ মহমেবাহমব্যয়ঃ ॥৪॥

শুদ্ধচৈতন্যরূপোঽহং-মাত্মারামোঽহ-মেবচ ॥
অখণ্ডানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥৫॥

স্বয়ং প্রকাশরূপোঽহং চিন্ময়োঽহং পরোঽস্ম্যহং ॥
অদ্বৈতানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥৬॥

শাশ্বতানন্দরূপোঽহং শান্তোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ ।
প্রত্যক্ চৈতন্যরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥৭॥

আমি অসঙ্গ, আমি নির্লিপ্ত, আমি পুনঃ পুনঃ সন্দেহহীন, (দ্বৈতবোধ বিবর্জিত)। আমি নিত্যজ্ঞান ও পরমানন্দস্বরূপ; এবং আমিই অহংপদবাচ্য অবিনশ্বর অর্থাৎ ক্ষয় রহিত ব্রহ্ম। ২।

আমি নিত্য, আমি শুদ্ধস্বভাব ও বিমুক্ত, আমি নিরাকার, আমি অব্যয়, আমি প্রভূত আনন্দস্বরূপ, এবং আমিই অহংপদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম। ৩।

আমি নিত্য ও অনিন্দনীয়, আমি আকারবিহীন, (অর্থাৎ কোনরূপ অবয়বশূন্য,) আমি অচ্যুত; আমি পরমানন্দস্বরূপ, এবং আমিই অহংপদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।৪।

আমি শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ, আমি আত্মারামরূপ, আমি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ; আমিই অহং পদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম।৫।

আমি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, আমি চিন্ময়, আমি পরমাত্মা, আমি অদ্বৈতানন্দস্বরূপ, এবং আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।৬।

আমি শাশ্বত (অর্থাৎ নিত্য পদার্থ); আমি আনন্দস্বরূপ; আমি শান্ত ও প্রকৃতির বহির্ভূত; আমি সর্ব্ব পদার্থগত চৈতন্যস্বরূপ; এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয় রহিত ব্রহ্ম। ৭।

তত্ত্বাতীতঃ পরাত্মাহং মধ্যাতীতঃ পরঃ শিবঃ।
মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহমব্যয়ঃ ॥৮॥

নামরূপব্যতীতোহহং চিদাকারোহহমচ্যুতঃ।
সুখপ্রকাশরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥৯॥

মায়া তৎকার্য্যদেহাদির্মম নাস্ত্যেব সর্ব্বদা।
স্বপ্রকাশৈকরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥১০॥

গুণত্রয়ব্যতীতোহহং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহং।
অনন্তানন্দরূপোঽহ-মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥১১॥

অন্তর্য্যামিস্বরূপোহহং কূটস্থঃ সর্ব্বগোহস্ম্যহং।
পরমানন্দরূপোঽহ মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥১২॥

দ্বন্দ্বাদিসাক্ষিরূপোঽহ-মচলোহহং সদোদিতঃ।
সর্ব্বরূপস্বরূপোঽহ মহমেবাহ মব্যয়ঃ ॥১৩॥

আমি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব (ক) হইতে অতিরিক্ত পরমাত্মা, মধ্যভাবহীন পরম শিব ও মায়াগুণাতীত পরম জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।৮।

আমি নাম ও রূপহীন জ্ঞানমূর্ত্তি বিশিষ্ট; আমি অচ্যুত, আমি সুখকর আলোকস্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম।৯।

আমার মায়া এবং মায়ার কার্য্যরূপ দেহ ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতি নাই। আমি সর্ব্বদাই অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশস্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।১০।

আমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত এবং ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সাক্ষিস্বরূপ। আমি অনন্ত আনন্দ স্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।১১।

আমি অন্তর্য্যামিস্বরূপ, আমি কূটস্থ ও সর্ব্বগত, আমি পরমাত্মাস্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম।১২।

আমি দ্বন্দ্ব (শীত ও উষ্ণ; সুখ ও দুঃখ; রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি) পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ; আমি নিশ্চল ও নিত্য উদয়শালী; আমি সর্ব্বরূপস্বরূপ; আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।১৩।

(ক) চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নেত্র ও নাসিকা; পাদ, পাণি, পায়ু, লিঙ্গ ও মুখ; এবং প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

অনুবাদক।

নিষ্কলোহহং নিষ্ক্রিয়োহহং সর্ব্বাত্মা চ সনাতনঃ।
অপক্ষয় স্বরূপোহহ মহমেবাহ-মব্যয়ঃ ॥১৪॥
প্রজ্ঞানঘন-এবাহং বিজ্ঞানঘন-এব চ।
অকর্ত্তাহ মভোক্তাহ মহমেবাহ মব্যয়ঃ ॥১৫॥
নিরাধারস্বরূপোহহং সর্ব্বাধারোহহমেব চ।
আত্মকামস্বরূপোহহ মহমেবাহ মব্যয়ঃ ॥১৬॥
তাপত্রয়বিমুক্তোহহং দেহত্রয় বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহ মেবাহ মব্যয়ঃ ॥১৭॥
দৃগ্ দৃশ্যাদিপদার্থোহস্তি পরস্পর বিলক্ষণঃ।
দৃগ্ ব্রহ্ম দৃশ্যমায়েতি সর্ব্ববেদান্ত ডিম্ডিমঃ ॥১৮॥

আমি নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ; আমি ক্রিয়াহীন, আমি সর্ব্বাত্মা ও সনাতন, আমি অক্ষয় স্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম।১৪।

আমি নিবিড় জ্ঞানস্বরূপ ও নিবিড় বিজ্ঞান (খ) স্বরূপ। আমি অকর্ত্তা, আমি অভোক্তা; এবং আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।১৫।

আমি নিরাধার অর্থাৎ আধার রহিত। আমি সকলের আধার আমার আধার নাই। আমিই স্বয়ং স্বকীয় অভিলাষিস্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম।১৬।

আমি তাপত্রয় (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ) হইতে বিমুক্ত এবং দেহত্রয় (অর্থৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর) বিমুক্ত, এবং আমি অবস্থাত্রয়ের (তিন অবস্থা যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) সাক্ষিস্বরূপ; এবং আমিই অহং পদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম।১৭।

দৃক্ ও দৃশ্য (গ) প্রভৃতি পদার্থনিচয় পরস্পর বৈলক্ষণ্য যুক্ত হয়। দৃক্ ব্রহ্ম ও দৃশ্য মায়া, ইহাই সকল বেদান্তের ডিম্ ডিম্ বাদ্যস্বরূপ, অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তেরই ঐ একরূপ অভিপ্রায় ইহা বুঝিতে হইবে।১৮।

(খ) টীকাকার মহাত্মা শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের এবং ৭ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের টীকায় জ্ঞান এবং বিজ্ঞান পদের অর্থ লিখিয়াছেন; যথা—"জ্ঞানমৌপদেশিকং, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ।" "জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ।" জ্ঞান শব্দের অর্থ, উপদেশলব্ধ অপ্রত্যক্ষবোধ এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, আমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাকার প্রত্যক্ষ অনুভবজন্য বোধ [জ্ঞান, শাস্ত্রীয়জ্ঞান, এবং বিজ্ঞান, ব্রহ্মানুভবজ্ঞান]।

অনুবাদক।

(গ) পঞ্চামৃত" পাঠে জানা যায় যে,—দৃক্ অর্থাৎ যিনি দেখেন, তিনিই দ্রষ্টা সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং দৃশ্য, অর্থাৎ যাহা দেখে, তাহাই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়া, অতএব দ্রষ্টা জীব চিন্ময় ও দৃশ্যজগৎ মায়াময়; সুতরাং পরস্পর

ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্ ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্ত ডিম্ ডিমঃ ॥১৯॥
অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাদ্ বিবিচ্যৈব পুনঃ পুনঃ।
স এব মুক্তো বিদ্বান্ স ইতি বেদান্ত ডিম্ ডিমঃ ॥২০॥
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত ডিম্ ডিমঃ ॥২১॥
অন্তর্জ্জ্যোতির্ব্বহির্জ্জ্যোতিঃ প্রত্যক্ জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবোহস্ম্যহম্ ॥২২॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্বিরচিতা ব্রহ্মনামাবলিমালা সমাপ্তা।

যেমন ঘট, কুড়া, (কুড়ি) প্রভৃতি বস্তু কেবলমাত্র মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেই রূপ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড একব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাই সকল বেদান্তের ডিম্ ডিম্ বাদ্য অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তের (ব) অভিপ্রায়।১৯।

আমি সাক্ষিস্বরূপ ; যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মুক্তপুরুষ এবং তিনিই বিদ্বান। ইহাই সকল বেদান্তের অভিপ্রায়।২০।

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, এবং জীবই ব্রহ্ম অপর কেহ নহে, ইহাই উত্তম শাস্ত্র। ইহাই সকল বেদান্তের ডিম্ ডিম্ বাদ্য অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তের অভিপ্রায়।২১।

আমিই সকল প্রাণীর অন্তর্জ্জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সমুদায় প্রাণীর মধ্যস্থিত তেজঃস্বরূপ। আমি সকল প্রাণীর বহির্জ্জ্যোতিঃ অর্থাৎ বাহ্য তেজঃস্বরূপ, এবং প্রত্যেক জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম তেজঃ সমুদায় স্বরূপ। আমি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ ও স্বপ্রকাশস্বরূপ পরাৎপর এবং শিবস্বরূপ।২২।

এই উপদেশের সারতাৎপর্য্য এই যে, এই জগৎ পরব্রহ্মময় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীবই ব্রহ্ম। "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি হয়। জড়ে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া তাহার উপাসনা করিলে শ্রম পণ্ড হয় মাত্র। "অদ্বৈত জ্ঞানকেই মহাত্মা শঙ্করস্বামী শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, এবং বেদান্তেরও তাহাই অভিপ্রায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা।

বিভিন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। পরন্তু দ্রষ্টা [জীব] সম্বন্ধে যখন দৃশ্য [মায়া] বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহাই সর্ব্ববেদান্তের সিদ্ধান্ত উক্তস্বরূপ কথিত হইয়াছে। অনুবাদক।

(খ) এস্থলে অপরাপর শাস্ত্রের নাম উল্লেখ না করিয়া যে কেবল মাত্র বেদান্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে বেদান্তের সারসিদ্ধান্তই ব্রহ্ম বিষয়ক বোধ প্রদানে সমর্থ। এই নিমিত্ত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রের সার স্বরূপ বেদান্ত বাক্যকেই আদর পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন। অঃ, বক।

বৈদিকযুগে আর্য্যনারী মাহাত্ম্য।

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে (ক) বলিয়াছি যে এই শ্লোকার্দ্ধ ভাগবতে কোন কূটবুদ্ধি ব্যক্তিদ্বারা তাহার স্বকীয় মত সমর্থনার্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গিকে যাজ্ঞবাল্ক্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিতেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের মন্ত্র উদ্ধার করি আমরা পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। কেবল যে উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে, এমত নহে, বেদের সংহিতা ভাগেও উক্ত মর্ম্মের মন্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও একটী সমাজের স্ত্রীজাতির স্বদেশানুরাগ ও শক্তিবিষয়ে অনুশীলন করিলেই, উক্ত সমাজের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায়। উহা না হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ প্রকৃত সমাজ মাতৃ অঙ্কেই বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। শৈশবে যে শিক্ষা ও দীক্ষা মানুষের মনে প্রবেশ করে, তাহাই শনৈঃ শনৈঃ সম্প্রসারিত হইয়া সমাজের মাংস, অস্থি ও মজ্জা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে যে ধর্ম্মানুরক্তি পারিবারিক আত্মীয়তা ও দাম্পত্য প্রেম পরিলক্ষিত হয় তাহা আমরা আমাদের স্ত্রীজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পক্ষান্তরে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও একতার অভাব ও ত্যাগস্বীকারে অক্ষমতা ও বিলাসিতা যাহা আমাদের সমাজকে উৎসন্ন করিতেছে তাহাই আমাদিগের স্ত্রীচরিত্র। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের মন্ত্র (প্রথম খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠা দেখ) উদ্ধার করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে বৈদিক সময়ে ষোড়শী যুবতীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবার বিবাহ হইত। এই প্রথা যতদিন হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল ততদিন বোধহয় ভারতমাতা বীরপ্রসবিনী ছিলেন, এবং শৈশব-পরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদিগের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমানসময়ে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনে কায়স্থ সমাজ বিশেষ উদ্যোগী ও অভিলাষী হইয়াছেন, এমতাবস্থায় বৈদিক সময়ে যে প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহা অনুসরণকরা কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যদি দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ সন্তানোৎপাদন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে পূর্ণাঙ্গী যুবতীর সহিত পূর্ণবয়ঃ যুবার মিলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(ক) ১৩১৫, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ত্রৈমাসিক প্রতিভার ১ম খণ্ডের দ্বিতীয়সংখ্যার ৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পাদক প্রণীত কায়স্থের উপাসনা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

লেখক।

উক্ত ৫৫ সূক্তের ১৬ ঋকের শেষাংশ "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং" এই অপূর্ব্ব ঋকাংশ ৫৫ সূক্তের আদ্যোপান্ত অনুপ্রাণিত হইয়াছে। দ্বাবিংশবার অনুসৃত হইয়া দেবতা সমাজের ইন্দ্রাদি ২২টী দেবতার একত্বভাব ঘোষণ করিতেছে। এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসূরক্ত বিভিন্ন মন্ত্রান্তর্গত সর্ব্বদেবতার অসুরত্বের একত্ব আজ দাসত্ব প্রপীড়িত ছিন্নভিন্ন ভারতাকাশে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। অহো! সেই সনাতন শাশ্বত বৈদিক সমাজের অপূর্ব্ব মিলন ও একপ্রাণতা সেই সময়েরই অপূর্ব্ব বিভব ও বিশেষত্ব। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য "অসুরত্বং প্রাবল্যমিতি" অর্থ করিয়াছেন, শ্রীমন্ রমেশদত্ত "দেবগণের মহৎবল একই' মোক্ষমূলারভট্ট "the great divinity of the gods is one" এইরূপ অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই একতাপ্রভাবে আর্য্যগণ তৎকালে জগজ্জয়ী ছিলেন, তাঁহাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারতের সকলস্থানে উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সেই একতার অভাবেই আমাদের এই দুরবস্থা এবং সেই একতার আবির্ভাবে আমাদিগের সুখসূর্য্য ভারতাকাশে পুনরুদিত হইবে।

সাংখ্যায়ন সূত্রে লিখিত আছে—

"ঘৃতবন্তং, কুলায়িনং, রায়স্পোষং, সহস্রিণং, বেদোদধাতু বাজিনম্ ইতিবেদেপত্নীংবাচয়তি॥"

অর্থাৎ—"ঘৃতবন্তং" "কুলায়িনং" ইত্যাদি ৫টী বেদমন্ত্র স্ত্রীজাতি উচ্চারণ করিবে। আপস্তম্বীয় শ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে—

"পত্নী পন্নেজনী গৃহীত্বা প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্তী বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্য ইতি।

অর্থাৎ—যজ্ঞার্থে পত্নী পশ্চিমদিকে দাঁড়াইয়া জলপাত্র হস্তে ধারণ করতঃ "বসুভ্যো রুদ্রেভ্য" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। জৈমিনি ঋষি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসার ৬ অধ্যায় প্রথম পাদে ২৪ সূত্রে বলিয়াছেন—"তস্যা-যাবদুক্তমাশীর্ব্রহ্মচর্য্যমতুল্যত্বাৎ" অর্থাৎ—স্ত্রীলোক পুরুষেরন্যায় তুল্যভাবে ব্রহ্মচর্য্য ও বেদমন্ত্রাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবে। এইস্থলে ব্রহ্মচর্য্য ও বেদমন্ত্রাদির সম্বন্ধে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতি তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হইতেন সিদ্ধ হইল। উক্ত মীমাংসার উক্ত অধ্যায় উক্ত পাদে অষ্টমসূত্রে লিখিত আছে যথা—"জাতিং তু বাদরায়ণোঽবিশেষাৎ তস্মাৎ স্ত্র্যপি প্রতীয়েত জাত্যর্থস্যাবিশিষ্টত্বাৎ" অর্থাৎ বাদরায়ণ ব্যাস মুনির মত এই যে স্ত্রীজাতি মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত হওয়ায় তাহাদিগের ও বেদাধিকার আছে। এতদ্দ্বারা স্ত্রীজাতির বেদ পঠনপাঠনাধিকার বেদের মীমাংসা শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। পুনশ্চ গোভিল গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে (প্রঃ ১, কঃ ৩) "কামং গৃহ্যেঽগ্নৌ পত্নী জুহুয়াৎ সায়ং প্রাতর্হোমৌ গৃহপত্নী গৃহ এষোঽগ্নির্ভবতীতি।" অর্থাৎ সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে স্ত্রী অগ্নিহোত্র করিবে, ইহাকে গৃহ্যাগ্নি বলে কারণ পত্নী হইতে গৃহ হয়। আরো গোভিল গৃহ্যসূত্রে (প্র ২ ক ৩) লিখিত আছে যে "বহ্বাম্নায়মবিবদ্ধং" অর্থাৎ স্ত্রী আম্নায় অর্থাৎ বেদপাঠ করিবে। পুনশ্চ লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রে লিখিত আছে (৪ লাট ক ৬) "পত্নীচ" অর্থাৎ পত্নী ও সামমন্ত্র গান করিবে। উক্ত লাট্যায়ণসূত্রে লিখিত আছে যজ্ঞকালে গৃহপতীর দাসীগণ নবীন পূর্ণকুম্ভ গ্রহণকরতঃ "ইদং মধ্বিদং মধ্বিতি বদন্ত্যঃ" ইদং মধু ইদং মধু এই বাক্য উচ্চারণ করিবে। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে পুরাকালে যজ্ঞ সম্পাদনার্থে

দাসীগণ পর্য্যন্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিত তৎকালে বেদ সার্ব্বজনীন সম্পত্তি ছিল। বর্ত্তমানকালে, অসার ব্রাহ্মণ সমাজের হস্তে বেদ নিপাতিত হইয়া তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে পাঠক বিবেচনা করুন।

পুরাকালে স্ত্রীজাতির উপনয়ন সংস্কার হইত তাঁহারাও যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও গায়ত্রী মন্ত্রাদি জপ পুরুষদিগেরন্থায় করিতেন। বেদাতিরিক্ত আধুনিক নবীন গ্রন্থাদিতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

"পুরাকল্পেষু নারীণাং ব্রতবন্ধননিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনাং তথা॥

এবং দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা ইত্যাদি" হারীত বচনং অর্থাৎ স্ত্রীজাতি দুইপ্রকার ব্রহ্মবাদিনী ও অপর সদ্যোবধূ তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী উপনয়ন ও অগ্নিহোত্র ও নিজগৃহে ভিক্ষাদি করতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। অপর সদ্যোবধূ বিবাহকালে উপনয়ন গ্রহণ করিতেন বাল্মীকি রামায়ণে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে কৌশল্যা তারাদি কুলস্ত্রীগণ যজ্ঞকালে বেদ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেন। শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক হইবে জানিয়া কৌশল্যা ব্রতধারিনী হইয়া অগ্নিতে আহুত্যাদি দিয়াছিলেন যখন বালিরাজা সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করেন তৎকালে তারা বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া স্বস্ত্যয়ণ করিয়াছিলেন। পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণের মহাভাষ্যে "অনুপসর্জনাৎ" সূত্রের পরে লিখিত আছে

"কাশকৃৎস্নেন প্রোক্তামীমাংসা কাশকৃৎস্নী কাশকৃৎস্নীং মীমাংসামধীতেঽসৌ কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী॥

অর্থাৎ কাশকৃৎস্ন ঋষিকর্ত্তৃক মীমাংসা শাস্ত্র যে পাঠ করিয়াছে এ প্রকার ব্রাহ্মণীকে কাশকৃৎস্না বলা হয়। আবার অষ্টাধ্যায়ী কৃদন্তে (ইঙশ্চ) সূত্রের পরে বার্ত্তিকে লেখা আছে—

"স্ত্রীয়ামপাদান উপসংখ্যানম্।
উপেত্যাধীয়তেঽস্যাঃ সা উপাধ্যায়ী॥"

অর্থাৎ যাঁহার সমীপে অধ্যয়ন করায় সেই স্ত্রীকে উপাধ্যায়ী বলা যায়। এইক্ষণে বেদাঙ্গরূপ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে ও তাহার মহাভাষ্যে কাশকৃৎস্না উপাধ্যায়ী সঙ্গা থাকায় তাৎকালীক স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতি সম্যক্ প্রকারে প্রচার করিতেছে। জটিল মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ যিনি কাশকৃৎস্না উপাধি পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি কতদূর বিদুষী ছিলেন তাহা এইক্ষণে আমরা অনুভব করিতে পারি! যে রমণীর নিকট মাণবক সকল বেদাধ্যয়ন করিতেন ও যাঁহাকে অন্তেবাসিগণ "উপাধ্যায়ী" সম্বোধনে পূজা করিত তাঁহার ন্যায় রমণী আজকাল সমগ্র ভারতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

পুরুষের ন্যায় আর্য্য রমণীগণও বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা অথবা প্রচারিকা ছিলেন। তাঁহাদিগকে আর্য্যমণ্ডলী ঋষি বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে অনেকগুলি ঋষিকা ছিলেন, যাঁহাদিগের তপঃশক্তি বিখ্যাত ছিল। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল ৬ অষ্টক ৬ অধ্যায়ের ৯১ সূক্তের দ্রষ্টা অপালা নাম্নী ঋষি ছিলেন। উক্ত বেদের ১ম মণ্ডল ৭ অধ্যায় ২৪ সূক্তের প্রচারিকা অর্থাৎ দ্রষ্টা, অসঙ্গ মুনির ভার্য্যা ও অঙ্গিরার

কন্যা শশ্বতী ছিলেন। উক্ত বেদের প্রথম মণ্ডলের ২য় অষ্টক ৪ অধ্যায় ১৭৯ সূক্তের প্রচারিকা প্রসিদ্ধা লোপমুদ্রা নাম্নী বিদুষী ছিলেন। যাঁহার বিষয় ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে ও ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে—

"অত্র শর্ম্মা শিবানাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা।"

ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে এই আশ্রমে শিবানাম্নী বেদপারগা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে একদা কর্ম্মযোগী রাজর্ষি মহাত্মা জনক রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যত হন, তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বেদ ও উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে ধর্ম্মাশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাহাতে রাজর্ষি জনক সন্ন্যাসাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণে নিরস্ত হন। শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে সুলভানাম্নী এক ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যা, একদা জনক রাজার সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি কে? তখন তিনি বলিলেন যে

"সাহং তস্মিন্ কুলেজাতা ভর্ত্তর্য্যসতিমদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকামুনিব্রতম্॥"

অর্থাৎ আমি সেই (বিশালক্ষত্রিয়) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার উপযুক্ত পতিনা পাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছি॥ কথিত আছে যে এই সন্ন্যাসিনী জনক রাজাকে মোক্ষধর্ম্মে উপদেশ দিয়াছিলেন। যে জগদ্বিখ্যাত জীবনমুক্ত জনক রাজর্ষি কতশত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মে শিক্ষা প্রদান করা সহজ কথা নহে। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের বিচারের সময় মিশ্র মহোদয়ের ধর্ম্মপত্নী বিদ্যাধরী মধ্যস্থা হইয়াছিলেন, এবং কথিত আছে যে তাঁহার স্বামীর পরাজয়ের পর তিনি অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যকেও বিচারে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শিরোমণি মহাকবি কালিদাস কর্ণাট রাজমহিষীকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। লীলাবতীর অঙ্কশাস্ত্র পাশ্চাত্য বাসিগণকে চমৎকৃত করিতেছে, মহাভারতোক্ত দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা, শকুন্তলা, রুক্মিণী আদি কৃষ্ণের অষ্টমহিষী সকলেই বিদুষী রমণী ছিলেন। মহর্ষি কপিলাচার্য্য দেবহুতিকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন, মন্দলসানাম্নী ও এক জন ব্রহ্মবাদিনী তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। গোধা, ঘোষা, বিশ্ববরা ব্রজায়া, জুহু, দেবগুনি আদি স্ত্রীলোকেরা ঋষিকা ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে আমরা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা প্রমাণ করিলাম।

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"

এই শ্লোকার্দ্ধ বেদ ও বেদাংশ গৃহসূত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী ও উহা বেদদ্বেষী কোনও কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সম্পাদক॥

বঙ্গসাহিত্যে কায়স্থপ্রভাব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বঙ্গীয় কায়স্থ শূদ্র ভাবাপন্ন, তাঁহাদের বৃত্তি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির সেবা বা দাসত্ব। যদি এই ত্রিবর্ণের দাসত্ব করিয়াই কায়স্থজাতি সন্তোষ লাভ করিতেন, তাহা হইলে আজ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে কায়স্থের এরূপ উন্নতি দেখিতে পাইতাম না। (ক)

২। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব যে আমাদের বঙ্গভাষা যে অতুলৈশ্বর্য্যে শোভান্বিতা হইয়া সুরসুন্দরীর ন্যায় মধুর নয়নাভিরাম রূপধারণ করিয়াছেন, তাহার মূলে কায়স্থের যে প্রভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা বাঙ্গালার অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনতর নহে।

৩। অধুনা এই বঙ্গভাষার যে অমৃতবর্ষিণী মধুর ঝঙ্কারে আমরা মোহিত হইতেছি উহাতে অন্য কোন জাতির কথা দূরে থাকুক, ভারত-প্রথিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতিও কায়স্থ জাতি অপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা প্রমাণ করিব কায়স্থই এই গৌরবে সিংহের অংশ (lion's share) পাইবার অধিকারী।

৪। কায়স্থই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মাতৃভাষাকে গ্রন্থাকারে পরিণত করিয়াছেন। কায়স্থই প্রথমে এই মাতৃভাষায় মনের আবেগে তান ধরিয়াছেন। কায়স্থই এই মাতৃভাষাকে অনুপম ভূষণে ভূষিত করিতে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কায়স্থ দত্ত অলঙ্কারই মা আমাদের আদর করিয়া প্রথমে নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। ভগীরথ যেমন সুরনদী মন্দাকিনীকে দেব লোক হইতে অবনীতলে আনয়ন করিয়াছেন, সেই রূপ এই কায়স্থ সন্তানই বাঙ্গালী-মুখ-পদ্ম-বিরাজিত আশ্রয়হীনা মাতৃভাষাকে গ্রন্থাবদ্ধ করিয়া বঙ্গবাসীকে মাতৃসেবার উত্তরাধিকারী করিয়া তুলিয়াছেন।

৫। কোন্ সময়ে কাহার গৃহে ও কি প্রকারে আমাদের মাতৃভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা আমরা ভালরূপে অবগত নহি। আমাদের বিশ্বাস মা আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতের অতি স্নেহের দুহিতা, সেই আর্য্য মহর্ষি সেবিতা পরম সৌভাগ্যশালিনী অমৃত-নিস্যন্দিনী দেব ভাষার মধুর স্তন্য পানেই মা আমাদের বর্দ্ধিতা; সেই শৈশব মধুরা মাকে আর্য্য অনার্য্য একলেই অঙ্কেগ্রহণ করিয়া সযত্নে নিজ নিজ ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন। মা ও সযত্নে তাহা নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি ভারত উৎপীড়নকারী বিজেতারাও মার অঙ্গ ভূষিত করিতে যত্নবান ছিলেন। ভগবানের বন্দনা করিতে বা সভক্তি প্রেম প্রচার করিতে যে সকল অনুপম কুসু-

(ক) বঙ্গীয় কায়স্থজাতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় যে শূদ্রবলে সে গণ্ডমূর্খ। সম্পাদক।

সোপচার প্রবর্ত্ত হইয়াছে, তাহাও মা আমাদের সযত্নে অঙ্গে ধারণ করিয়া স্বকীয় বর্দ্ধমান কলেবর শোভিত করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

৬। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় নানা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি প্রাকাশিত হইতেছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিলনা। সর্ব্বপ্রথমে মনসার গীত, বেহুলার ভাসান প্রভৃতি গীত হইয়াছিল, তাহাও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত না, কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া দেশময় প্রচারিত হইত। কেহ কেহ তাল বা ভূর্জ্জপত্রে ঐ সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহার স্বাদ সর্ব্ব সাধারণে উপভোগ করিবার অবকাশ পাইতেন না। ক্রমে এই মনসার বা বেহুলার ভাসান উপলক্ষে সমযোগিতা উপস্থিত হইলে ঐ সকল গান রীতিমত গ্রন্থকারে পরিণত করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। দিন দিন এই সমস্ত গানের বহুগ্রন্থ রচিত হইতে লগিল। এইরূপে মনসার গান বেহুলার ভাসান ছড়া ও পাঁচালীর শ্রীবৃদ্ধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে আমাদের মাতৃভাষার মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

৭। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যখন বক্তিয়ার খিলিজি ছলে ও কৌশলে বাঙ্গালা অধিকার করেন তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে হরিনাথ দত্ত নামক একজন কায়স্থ সন্তান "মনসার ভাসান" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন, অনেকের মতে এই "মনসার ভাসানই" বঙ্গভাষার প্রথম গ্রন্থ, হরিনাথের এক চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে কাণা হরিদত্ত বলিয়া পরিচয় দিত। সে সময়ে হরিনাথের মনসার ভাসান গানে দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাণা হরিনাথের নাম তখন বঙ্গবাসী মাত্রেরই ঘরেঘরে আনন্দে ও গৌরবের সহিত ধ্বনিত হইত। হরিনাথের গান শুনিতে বহুদূর হইতে সাগ্রহে লোক সমস্ত আগমন করিত। তখন হরিনাথের ভাসান লোকে যেমন আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিত এখন বড়বড় যাত্রা বা থিয়েটারের নানা যন্ত্রাদি সমন্বিত সঙ্গীতও লোকে তেমন আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে না, হরিনাথকেই আমরা বাঙ্গালার আদি কবি বলিতে পারি, ইনিই বাঙ্গলার কবিগুরু বাল্মিকী ইঁহার পদানুসরণ করিয়া শেষে বিজয়গুপ্ত, কেতকদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ভাসান গান করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। কিন্তু হরিনাথই যে সকলের অগ্রণী ও গুরুস্থানীয় তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, নিম্নে আমরা হরিনাথের রচনার একটু আভাস দিতেছি—

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল একাল নাগিনী॥
সূতলিয়া নাগে কৈল গলার সূতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে আঁচুলি॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিতির সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥" (খ)

৮। হুসেন সাহ যখন বাঙ্গলার সুবেদার সেই সময়ে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জোয়ানসাহী পরগণার কোন প্রথিতযশা-কায়স্থবংশে নারায়ণ দেব নামক আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বঙ্গভাষায় "পদ্মপুরাণ" সর্ব্বভেধে এক গ্রন্থ রচনা করেন

(খ) আমরা হস্তলিপি গ্রন্থে যেরূপ বানান পাইয়াছি সেইরূপ উদ্ধৃত করিলাম।* এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই উদ্ধৃত অংশগুলি এইপ্রকার।

লেখক।

এবং ঐ পদ্মপুরাণের গান সেই সময়ে সর্ব্বত্র গীত হইত। তৎকালে কি ইতর কি ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকই ঐ সকল গান অতি আগ্রহ ও ভক্তির সহিত শ্রবণ করিতেন, তাঁহার লেখা অতি সরল ও প্রাসাদ গুণবিশিষ্ট তাঁহার লিখিত "পদ্মপুরাণ" এখন অনেকস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাঁহার সময় হইতেই মনসার গান পদ্মপুরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে, নিম্নে তাঁহার রচনা হইতে একটু আদর্শ উদ্ধৃত হইল :—

"বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে।
জলেতে পড়িলে খাইবে মৎস্য মকরে॥
মায়ে জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণ॥"

ইহার পর রঘুনাথ দত্ত, বলরাম দাস, বল্লভচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই এই মনসার ভাসান রচনা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে নূতন নূতন ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৬২ জন মনসার ভাসান গাইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কায়স্থ এবং হরিনাথ দত্তই ইহাদের পথপ্রদর্শক।

৯। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কায়স্থের লেখনী সর্ব্বতোমুখি-প্রতিভা লাভ করিয়াছিল, তাঁহারা কেবল মনসার গান বা রামায়ণ বা মহাভারত লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্য অন্য জাতির ভাল ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মগধ দেশীয় একজন কায়স্থ সন্তান একখানা উৎকৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিয়া ছিলেন। ঐ পুস্তকখানি আজও সযত্নে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত হইতেছে।

১০। পূর্ব্বে যেমন মনসার গান সর্ব্বত্র আদরের সহিত গীত হইত সেই প্রকার শীতলা দেবীর কীর্ত্তিগান ও সর্ব্বত্র অতিআদরের সহিত লোকে শ্রবণ করিত। প্রায় তিনশত বৎসর গত হইল রঘুনাথ দত্ত নামক একজন কায়স্থ সন্তান "শীতলা মঙ্গল" রচনা করেন, তৎকালে এই শীতলা মঙ্গলের গানের সমযোগিতা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অতি উৎসাহের সহিত চলিত এবং বহুলোক অতি আনন্দের সহিত উহা শ্রবণ করিত। মনসার ভাসান ও শীতলা মঙ্গলের ন্যায় তখন লোকে গ্রামে গ্রামে অতি উৎসাহের সহিত শ্রবণ করিত ও গান করিত। তখন এই সব গানে বঙ্গের প্রতি গ্রাম বহুরাত্রি পর্য্যন্ত মুখরিত থাকিত। বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস নামক এক গ্রামআছে: তথায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কোন কায়স্থ পরিবারে সীতারাম দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতি সুগায়ক ও সুকবি ছিলেন। তিনিই প্রথমে "ধর্ম্মমঙ্গল" রচনা করিয়া সুললিত ভাবে নানাস্থানে উহা গান করিতেন। তাঁহারই অনুকরণে উত্তর কালে ঘনরাম "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

১১। কায়স্থ সন্তান লোকনাথ দত্ত অতি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা অতি প্রাঞ্জল ও উপমা জড়িত; তাঁহার লেখার অনুকরণে পরে কবিবর ভারত চন্দ্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। লোকনাথ দত্ত অপেক্ষা ভারত চন্দ্র অধিকতরপ্রসিদ্ধ হইলেও ভারতচন্দ্র লোকনাথ

দত্তের পদানুসরণ করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। লোকনাথ অরণ্য কাটিয়া পথ করিয়া দিয়াছেন আর ভারতচন্দ্র সেই পথ সুগম ও সুখকর করিয়া তুলিয়াছেন। একজন রাস্তা প্রস্তত করিয়াছেন আর একজন সেই রাস্তা সংস্কার করিয়া তাহার পার্শ্ব দেশে বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করিয়াছেন। গ্রেট ট্রঙ্করোড ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বহুবার সংস্কার করিলেও দিল্লীর সম্রাট সের সাহের কীর্ত্তি উহা হইতে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। এই লোকনাথ দত্ত ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'নলোপাখ্যান' রচনা করিয়া তৎসঙ্গে সংক্ষেপে রামায়ণ বর্ণন করেন, এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি লিখিয়া মহাযশ লাভ করেন। তাঁহার কৃত "নৈষধচরিত" পাঠ করিলে ভারতচন্দ্র যে তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। আদর্শ স্বরূপ আমরা তাঁহার রচনা হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।

দেখিয়া চিন্তিত তার দশনের ভাতি।
সমুদ্রে প্রবেশ কৈলা মুকুতার পাতি॥
তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া মনোহর।
আকাশে উঠিল লাজে গৃধিনী নিকর॥
দেখিয়া সুচারু ভাল, দিব্য কেশ পাশ।
চমরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ॥"

১২। আর একজন পূর্ব্বদেশীয় কায়স্থ কবি অনন্তরাম দত্ত। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী সাহাপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার রচিত "দণ্ডীপর্ব্ব" অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উহার স্থূল মর্ম্ম এই—অবন্তী নগরে দণ্ডী নামক এক রাজা ছিলেন, তিনি কোন সময়ে ঘোটকী রূপিণী অভিশাপ গ্রস্তা উর্ব্বশী অপসরাকে প্রাপ্ত হন, ঐ অপ্সরা দিনে অশ্বা ও রাত্রে উর্ব্বশীর রূপপ্রাপ্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডীর নিকট উহা প্রার্থনা করিলে,দণ্ডী উহা দিতে অস্বীকার করেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি অনেকের শরণাপন্ন হন কিন্তু কেহই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস পান নাই। পরিশেষে সুভদ্রার অনুরোধে ভীমসেন উক্ত রাজাকে আশ্রয় দেন। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ভীমসেন মনে করিয়াছিলেন যে শরণাগতকে পরিত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই সন্তোষ লাভ করিবেন না, বরং ধর্ম্মরকার্যে জীবনত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রীতিলাভ করা যাইবে। পরে অষ্টবজ্রের সমাবেশে উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া প্রস্থান করিলে সকলগোল মীমাংসা হইল। এই দণ্ডীপর্ব্ব ব্যতীত তিনি "ক্রিয়া যোগসার" নামক আর একখানি বাঙ্গালার পুস্তক রচনা করেন।

১৩। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালা ভাষার দুই অক্ষয়স্তম্ভ। এই মহাকাব্যদ্বয় পাঠ করিয়া সাধারণ বঙ্গবাসী আপন আপন পারিবারিক চরিত্র গঠিত করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও সাধারণ বাঙ্গালী, রামায়ণ মহাভারতকেই প্রাচীন হিন্দু আচার ব্যবহার শিক্ষার প্রধান উপকরণ মনে করেন। এই গ্রন্থদ্বয় বঙ্গবাসীকে যাহা শিক্ষা দিয়াছে তাহার তুলনা নাই,এমন সরল অথচ হৃদয়াকর্ষণী শক্তি বোধ হয় আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে নাই, অদ্যাবধিও সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী যেন রামায়ণ ও মহাভারতের সহিত নৃত্য করিতে থাকে। বঙ্গভাষায় এখন ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা

উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে, অধিক বলিতে কি বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই যেন বঙ্গভাষার বাক্য স্ফুরিত হইয়াছে, আমরা দেখাইব এ হেন গ্রন্থদ্বয় কায়স্থেরই অক্ষয় কীর্ত্তি। কায়স্থই একের জন্মদাতা অপরের পালন কর্ত্তা।

১৪। রাজা গণেশ কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি দিনাজপুরের জমিদার ছিলেন। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহার অতিশয় খ্যাতি ছিল। ক্রমে তাঁহার প্রতিপত্তি ও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং বাহুবলে তিনি নিজ জমিদারী ও বহু বিস্তৃত করিয়া তুলেন, তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা তখন বাঙ্গালায় আর কেহই ছিল না, শেষে তিনি বাঙ্গলার সুবাদারী পদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়েন এবং অতি দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত বাঙ্গালা শাসন করেন, মাতৃ ভাষার প্রতি ও তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল। কৃত্তিবাসের গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তিনি রাজকবি পদে উন্নীত করেন, এবং তাঁহার দ্বারা তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদ করিয়া লয়েন। ইহাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কথিতআছে রাজা গণেশ এই গ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে শুধু অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন নাই, তিনি নিজেও কবির সহিত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া উহার রচনা বিষয়ে ও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন কৃত্তিবাস নিজে সংস্কৃত জানিতেন না। একথা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তৎকালে রাজকবি হইতে পারিতেন না, পরন্তু কৃত্তিবাস ও রাজা গণেশ উভয়েই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মাতৃভাষার পরম উপাসক ছিলেন বলিয়াই অনুমান করা যায়। (গ)

১৫। মহাভারত রচনায় কায়স্থের একাধিপত্য, বহুব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতেচেষ্টা পাইয়াছেন তাহার মধ্যে কাশীদাসেরন্যায় কেহই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই।

১৬। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ সুবেদার হোসেন সাহ বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়া ছিলেন (ঘ) উক্ত হোসেন সাহের সেনাপতি ছুটিখাঁর আশ্রয়ে শ্রীকরণনন্দী "অশ্বমেধ পর্ব্ব" অনুবাদ করেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও উহা আদরে পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার বাঙ্গালার একটু আদর্শ দেওয়া গেল।

যাহার উদয়ে হএ তিমিরের নাশ।
যাহার উদয়ে হএ জগৎপ্রকাশ॥

(গ) ১৪০৫খ্রীঃ দিনাজপুর জিলার প্রবল ভূম্যধিকারী রাজা গণেশচন্দ্র রায় বঙ্গদেশের নবাব গয়েশউদ্দীনের পৌত্রকে নিহত করিয়া বাঙ্গলার রাজাহন। গণেশ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। ইনি মুসলমান রাজত্বের মধ্যে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্পাদক।

(ঘ) প্রজারঞ্জক হোসেন সাহের রাজত্বকাল বঙ্গদেশের গৌরবের যুগ। এইসময়ে কলিপাবন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে বঙ্গদেশ ভাসাইয়াদেন। হোসেনের প্রধান কর্ম্মচারীদ্বয় রূপসনাতন (দবিরখাঁও সাকরমল্লিক) সংসারত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্য হন।

সম্পাদক।

মোর পিতামহ সেই যেন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধুর্দ্ধর॥
তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক।
কটাক্ষেতে নরপতি নাহিগণি শোক॥

১৭। কায়স্থ সন্তান নিত্যানন্দ ঘোষ অতি প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও প্রাসাদ গুণবিশিষ্ট, তিনিই প্রথমে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত অনুবাদ করেন, এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই কাশীরামদাস অমরত্ব লাভ করিয়াছেন. কাশীরামের ন্যায় নিত্যানন্দ সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি কাশীদাসের গুরুস্থানীয় এ সম্বন্ধে যে গাথা প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ

যাহাহউক এই দুই কায়স্থ সন্তানের পাদমূলে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষার সুধারস অনেক বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশ উক্ত সুধারস পানে ধন্য হইবেন। কায়স্থের এ কীর্ত্তি অতুলনীয়, কাশীরাম দাসের "স্বপ্নপর্ব্ব" "জলপর্ব্ব" ও "নলোপাখ্যান" নামক আরও তিনখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮। মহাত্মা কাশীরাম দাসের বংশের অনেকেই মাতৃভাষাকে অমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত অলঙ্কার আমাদের মাতৃভাষা আজও সযত্নে গাত্রে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র দাস "শ্রীকৃষ্ণ বিলাস" নামক এক ভক্তিপূর্ণ কাব্য রচনা করেন, এবং কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস আর একখানা মহাভারত রচনা করেন, উহার রচিত "জগন্নাথ মঙ্গল" অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। অনেকে বলেন কাশীরাম দাস দ্রোণপর্ব্ব পর্য্যন্ত রচনা করিয়া লোকান্তরে গমন করেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা গদাধর ও পুত্র নন্দরামদাস উহা সম্পূর্ণ করেন; কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই, কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাসের রচিত আর একখানা মহাভারত আছে, উহা পাঠ করিলে নন্দরাম দাস যে উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৯। ইহার পর রাজেন্দ্রদাস দাস মহাভারতের আদিপর্ব্ব অনুবাদ করেন, উহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। গোপীনাথ দত্তের "দ্রোণপর্ব্ব" এক অদ্ভুত গ্রন্থ। ইহাতে তিনি অনেক নূতন চিত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি নূতনচিত্র অঙ্কনে যে অতিশয় সুপটু ছিলেন তাঁহার কাব্য পড়িয়া উহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, বীররসে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। অভিমন্যুর নিধনের পর তিনি দ্রৌপদীকে যে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ করাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কাব্যে বীররসের মনোহর সমাবেশ হইয়াছে। মহর্ষির মহাভারতে দ্রৌপদী যেমন একটী তেজস্বিনী নারীচিত্র, তাহাতে তাঁহাকে দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করান কিছু বিচিত্র হয় নাই। মহাভারতে আমরা দ্রৌপদীর নিকট জয়দ্রথের পরাভবের বার্ত্তা পাইয়াছি, লক্ষ্যবিদ্ধোদ্যত কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া ধনুক পরিত্যাগে বাধ্য হইতে দেখিয়াছি, এ হেন রমণীর সমরাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক

হয় নাই। আমরা মেঘনাদ বধ কাব্যে প্রমিলার ভৈরব তূর্য্যনাদে বীরেন্দ্রকেশরী রাঘবকে সন্ত্রাসিত হইতে দেখিয়াছি বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ও অহল্যাবাইকে আমরা শত্রুনাশার্থ অম্লান বদনে আত্মোৎসর্গ করিতে দেখিয়াছি। সেস্থলে প্রাচীন কবি গোপীনাথের এ চিত্রে আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

২০। কেবল রামায়ণ, মহাভারত বলিয়া নহে, আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই বঙ্গসাহিত্যে কায়স্থের অতুল যশ প্রভা দেখিয়া বিমোহিত হই, মাতৃভাষার যে অঙ্গে দৃষ্টিপাত করি সেই অঙ্গই কায়স্থ প্রদত্ত অলঙ্কারে ভূষিত দেখিতে পাই। সপ্তদশ শতাব্দির মধ্যস্থলে বেলঘরিয়ার নিকট নিমতা গ্রামে কায়স্থবংশে কৃষ্ণরাম বসু নামক একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দরবননিবাসী দক্ষিণ রায় নামক দেবতার বর্ণনচ্ছলে "রায়মঙ্গল" নামক এক সুন্দর গীতিকাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রনয়ণের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তিনি "কালিকামঙ্গল" নামক গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের বিষয় বর্ণন করেন। উত্তরকালে ইহারই পদানুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই কায়স্থ সন্তানই রায়গুণাকরের গুরুস্থানীয়।

২১। রূপনারায়ণ ঘোষ নামক একব্যক্তি মার্কণ্ডের চণ্ডীর সুন্দর এক বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন; চণ্ডীর এমন সুন্দর ও প্রাঞ্জল অনুবাদ তৎকালে আর প্রচলিত ছিল না। রূপনারায়ণের এই চণ্ডী তখন হিন্দুর ঘরে ঘরে আদরে পঠিত হইত। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার চণ্ডী পাঠ করিলে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

২২। অনেকেই "প্রভাসখণ্ড" অনুবাদ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু শিশুরাম দাষও ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের ন্যায় এ বিষয়ে কেহই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এখনও লোকে রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় মহা সমাদরে উক্ত প্রভাসখণ্ড পাঠ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

২৩। জয়দেব গোস্বামীর গীত-গোবিন্দ সংস্কৃত ভাষার এক অনুপম সুমধুর গীতিকাব্য। কায়স্থ সন্তান গিরিধর ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উহা সুললিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই গীতগোবিন্দের অনুবাদকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহার পর কায়স্থ সন্তান রসময় দাষ আবেগভরে গীতগোবিন্দ প্রনয়ণ করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত গানগুলি অধিকতর সরস হইয়াছে, এখন গীতগোবিন্দের অনেক অনুবাদ বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত কায়স্থ সন্তানই একার্য্যে অগ্রণী।

২৪। চট্টগ্রামবাসী কায়স্থ সন্তান নীলকমল দাষ একশত বৎসরের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের চরিত্র অবলম্বন করিয়া "বৌদ্ধরঞ্জিকা" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার পূর্ব্বে বা পরে এ বিষয়ে আর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই।

২৫। কবিওয়ালাদের দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, অনেকে কবিগাহিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কায়স্থসন্তান রামবসু অন্যতম, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হাবড়ার নিকটবর্ত্তী শালিখাগ্রামে

ইহার জন্ম হয়, বিরহ বর্ণনে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ইহার বিরহ সঙ্গীত শুনিয়া অতি কঠিন হৃদয় ও দ্রবীভূত হইয়া পড়িত। সেই সময়ে ইঁহার সঙ্গীত অতুলনীয় ছিল এবং লোকে অতি উপাদেয় বলিয়া উহা শ্রবণ করিতেন।

২৬। রামবসুর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি অতি মনোহর, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই প্রাভাতিক পিক কলকণ্ঠে কেবল গান আরম্ভ করিতেছিলেন লোকে উদ্ভ্রান্তভাবে ইহার গান শুনিতেছিল, কিন্তু বিধির বিধানে কোথাহইতে অকস্মাৎ কালমেঘ দেখাদিল, প্রবল বাত্যা বহিল পক্ষীটী কোথায় উড়িয়াগেল শ্রোতার আবেগ মিটিল না। পাখীটীর জন্য দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্রোতাগণ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাঁহার নিম্নলিখিত গানটী এখনও অনেকস্থলে শ্রুত হইয়া থাকে :—

ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী।
দরশনে বাধা দিলে হবে পাতকী॥ ইত্যাদি।

২৭। ইহার পরে রামদুলাল সরকার নামক আর একজন স্বভাব কবি এইরূপ কবিগানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার গানগুলি বৈরাগ্য ও ভক্তিবিজড়িত, তাঁহার গান শুনিয়া শ্রোতাগণ ক্ষণকালেরজন্য পৃথিবীর কুটিলতা ও স্বার্থপরতা ভুলিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবার অবকাশ পাইতেন।

২৮। সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অন্য ভাষার কথা দূরে থাকুক, অমৃতময়ী সংস্কৃত ভাষায়ও এমন ভক্তিরস প্রধান গ্রন্থ অতি বিরল, যে মহতী জাতি মনসার ভাসানহইতে রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া নন্দনবন সদলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহারা যে ভক্তিরসপূর্ণ "ভাগবত" অনুবাদ করিতে সর্ব্ব প্রথম অগ্রসর হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি।

২৯। বঙ্গরাজ হোসেন সাহের নিকট বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী নানাকারণে ঋণী। তিনি বঙ্গভাষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার আশ্রয়ে অনেক বঙ্গকবি আদৃত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মালাধর বসু এই হোসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইহার কবিত্বগুণে মুগ্ধহইয়া ইহাকে গুণরাজখাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন এই বসুমহাত্মার অধীনে কাজ করিতেন। উক্ত গুণরাজখাঁ ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" নামক ভাগবতের এক সুললিত অনুবাদ বাহির করেন, তাঁহার অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে ভক্তাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ঐ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন। কুলিন গ্রামে কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" ও "লক্ষ্মী চরিত্র" নামক কাব্যদ্বয় রচনা করেন, তাঁহার রচনার সামান্য একটু আভাষ দেখান যাইতেছে।

প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥
একত্র হইল সবে যমুনার তীরে।
নানা মতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে॥

অন্যত্র

সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণুরবে গোপীচিত্ত আকর্ষ হরিয়

ছাওয়ালের স্তন পান করে কোনও জন।
নিজ পতি সনে কেহ করিছে শয়ন॥
ভোজন করয়ে কেহ করি আচমন।
রন্ধনের উযোগ করে কোন জন॥
হেন হি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপীকা সব যে ছিল যেমনে॥

৩০। এখন আমরা দেখাইলাম যে কি মনসার গীত কি শীতলার গীত কি মহাভারত কি ভাগবত এ সমস্তই সর্ব্ব প্রথমে কায়স্থ সন্তানগণই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অনুকরণে এই কাজে অন্য জাতি অগ্রসর হইয়াছেন। এখন আমরা দেখাইব আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য রচনায় কি গদ্য রচনায় ও কায়স্থসন্তান অগ্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য জাতি ইহাদের অনুসরণে এ কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

৩১। আমরা দেখিয়াছি কায়স্থ কবিই বঙ্গভাষার কবিতাযুগের প্রবর্ত্তক। এখন আমরা দেখাইব যে কায়স্থ কবিই বাঙ্গলা ভাষার রাজাসনে উপবিষ্ট। আমরা যে পর্য্যন্ত দেখাইয়াছি তাহাতে প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর কবির উল্লেখ করিবার অবসর পাইনাই। বাস্তবিক এ পর্য্যন্ত প্রথমশ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয় নাই, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই বাঙ্গালার প্রথম কাব্য লেখার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তখনও আধুনিক কাব্য যুগের আবির্ভাব হয় নাই, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বিন্ধ্যাচল, দুঃখের বিষয় সে পর্য্যন্ত কেহই এমন কোন উচ্চতর বিষয় অবলম্বন করেন নাই যাহাতে প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হইতে পারে। কেহবা সামান্য বিষয় লইয়া তাহাতেই নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন কেহবা "জামাইষষ্ঠী" "পৌষপার্ব্বণ" লিখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

৩২। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন তদীয় অনুপম কৌমুদী প্রভায় নক্ষত্র বৃন্দের প্রভা হীনতর হইয়া যায় সেইরূপ কবিবর মধুসূদনের আবির্ভাবে অন্যান্য কবির কবিত্বপ্রভা যেন অতি হীনতর হইয়া গেল। (ভ) কবিবরের সেই গৌরবময় বাক্য সফল হইল। তিনি যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিলেন বাস্তবিকই বঙ্গবাসী তাহা পানে বিভোর হইল, সেই কাব্যামৃত পান করিয়া আজও যেন গৌড়বাসী উন্মত্ত হইয়া বিস্ময়ে তাহাকে বিনাপাণীর শ্রেষ্ঠাসন সাদরে প্রদান করিতেছেন, তাঁহার অমৃতময়ী চতুর্দ্দশপদী কবিতা,তাঁহার মেঘনাথ বধের মধুর ঝঙ্কার, তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রেমোচ্ছ্বাস, তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের অমৃত লহরী আজ ও যেন বঙ্গবাসীর হৃদয়-তন্ত্রীর সহিত তালে তালে কি এক মধুর অপার্থিব আবেশে নৃত্য করিতেছে। তাঁহার স্বদেশ প্রীতি অতুল, তিনি সুদূর ইউরোপ

(ভ) তাবন্তা ভারর্বৈভাতিযাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধেকাব্যে ক্কমাঘঃ ক্কচভারবিঃ॥

আমরা মনেকরি বঙ্গীয় কাব্য-নিকুঞ্জে অমর মধুসূদন দত্তের মেঘনাথবধ সম্বন্ধে ঐ প্রকার ভাষা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কেননা যবাৎ নবীনচন্দ্রের উদয় না হইয়াছিল, তাবৎ হেমচন্দ্রের প্রভা উজ্জ্বলছিল, কিন্তু মধুসূদনের উদয়ে উভয় হেম ও নবীনচন্দ্র ম্লান হইয়াছিলেন।

সম্পাদক।

খণ্ডে যাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য ও দীনা নিরলঙ্কারা মাতৃভাষার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাই তিনি বিদেশে আবেগ ভরে গাহিয়াছেন।

বিদেশে দৈবের বশে,
জীবতারা যদি খসে,
মধুহীন করো নাগো তবমন-কোকনদে।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে,
মানসে মা যথা ফলে, (চ)
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে॥

কি ভাবময়ী অপূর্ব্বভাষা, কবিতাসরসে কবির স্মৃতি প্রফুল্ল মধুপূর্ণ কমলের ন্যায় চির-বিরাজিত থাকিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।
চাপড়া, নদীয়া।

(চ) হিমালয় মধ্যস্থিত মানস সরোবর।

কায়স্থসাধু ত্রিপুরদাস।

কায়স্থজাতি শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান সুতরাং দেববংশ্য এবং মসীজীবী ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূত। মসী অর্থাৎ লিখন পঠন ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তাঁহাদিগের জাতীয় বৃত্তিরূপে পরিগণিত। তবে মসীবৃত্তি ছাড়িয়া অন্য বৃত্তিরও যে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াছেন, এমন নহে। তবে সে বৃত্তি সেবা বা শ্ববৃত্তি নহে। তাঁহারা কখনও কোনও কারণেই সেবাবৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, শূদ্রেতর উচ্চ উচ্চ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবন যাপন ও জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এহেন উচ্চবৃত্ত প্রধান জাতিকে কতকগুলি অর্ব্বাচীন অদূরদর্শী লোক, শূদ্রবলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করে না। বিশেষতঃ আজকাল বঙ্গের সাবিত্রী-ভ্রষ্ট কায়স্থসন্তান-দিগকে যথা-শাস্ত্র সাবিত্রী গ্রহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, কতকগুলি হিংসাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৃথা স্বার্থনাশভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাদিগের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন এবং কিসে তাঁহাদিগের উপবীত ধারণে বাধা-জন্মাইবেন তাহাদিগকে শ্ববৃত্তিপরায়ণ শূদ্র-বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন তাহাই যেন তাঁহা-দিগের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কায়স্থ যে শূদ্রনহেন মসীজীবীক্ষত্রিয়েরই বংশধর তাহা নিরপেক্ষ পণ্ডিত মণ্ডলী এক-বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন এবং বহু শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা তাহা অসংশয়িত রূপেই

প্রণিত হইয়া গিয়াছে। সেই সকলি যুক্তি প্রমাণ সত্বেও যাঁহারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিতে অসম্মত, তাঁহাদিগকে আমরা কায়স্থের বৃত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে অনুরোধ করি। লোকে জাতি লুকাইতে পারে, একশ্রেণীর লোক আপনাকে অন্য শ্রেণীর লোক বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে কিন্তু বৃত্তি লুকাইতে পারে না, কারণ বৃত্তিই জীবনোপায়। আর বৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধন ও বড় সহজসাধ্য ব্যপার নহে, বহু যুগের সমবেত ও প্রাণপণ যত্নেও তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয় কিনা, সন্দেহের বিষয়। সুতরাং কায়স্থেরা শূদ্র হইয়াও যদি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেকালে তাহারা নিশ্চিতই শূদ্রাচারী ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন ব্যবহারাদিতে শূদ্রাচার, শূদ্রের সেবাবৃত্তি অবশ্যই দেখাযাইবে, আর যদি তাহা না হয়, তাঁহারা বাস্তবিকই যদি ক্ষত্রিয়বৃত্ত হন চিরদিনই ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন আমরা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় না বলিব? মনু বলিয়াছেন—প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশোঽপি বেদিতব্য স্বকর্ম্মভিঃ। তবে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়াচারী কিনা, মসীজীবীক্ষত্রিয়ের লিখন পঠনাদি বৃত্তি অনুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন কি না তাহাই দ্রষ্টব্য, তাহারই প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু সে প্রমাণও অনায়সলভ্য। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থব্যতীত অনতি-প্রাচীন পুস্তকাবলী রাজতরঙ্গিণী, কথা সরিৎসাগর, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, মিশ্রকারিকা, সময়মাতৃকা, কায়স্থ প্রদীপ ও আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি আলোচনা করিলেও উহার ভূরিভূরি নিদর্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কায়স্থেরা কখনও রাজাহইয়াই রাজ্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের শাসন ও পালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং কখনও বা মন্ত্রিত্ব পাইয়া রাজাকে রাজ্য শাসনের পরামর্শ দিয়াছেন ও রাজ্যের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, বিচার, গণনা, ব্রহ্মোত্তরদান ও যজ্ঞীয় হবিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে রাজার সহায়তা করিয়াছেন। মহাসান্ধিবিগ্রহিক, রাজসভা-পণ্ডিত, বেদজ্ঞ, লেখক, বিচারপতি, ক্রোরীয়ান প্রভৃতি উচ্চউচ্চ পদগুলি তখন কায়স্থজাতিরই একায়ত্ত ছিল। তদ্ভিন্ন কুল-তত্ত্বের আলোচনা, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন বা ঘটকবৃত্তি প্রভৃতিতেও তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কি সামাজিক কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি অপরাপর কার্য্য, প্রায় সকল প্রধান বিষয়েই কায়স্থের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। সুতরাং কায়স্থ যদি শূদ্র হইতেন, ত্রিজাতির সেবাই যদি তাঁহাদিগের বৃত্তি হইত তাহা হইলে উল্লিখিত উচ্চ কার্য্যা-বলীর ভার কি তাঁহারা লইতে পারিতেন—না, হিন্দুসমাজ, অস্পৃশ্য শূদ্রজাতিকে ক্ষত্রি-য়ের কার্য্য করিতে দিতেন?—নতমস্তকে তাঁহাদিগের প্রভাব সহ্য করিতেন ও অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতেন? (ক) অতএব কায়স্থ

(ক) কায়স্থোহি করত্যেকো ব্যাপারং তক্ষকস্তয়ে:।

লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণবিষং করস্থিতম্॥

১১০১ খৃষ্টাব্দে ভূস্বর্গ কুসুম-কুন্তলা কাশ্মীর রাজ্যে কায়স্থের প্রভাব বর্ণনা করিয়া সোম-দেব সংস্কৃত ভাষায় কথা সরিৎসাগর নামা যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে উক্ত শ্লোকটী লিখিত

জাতি নিশ্চিতই ক্ষত্রিয়, মসীজীবী ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

অনেকে আবার কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের স্বীকারোক্তিতেই তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। মহারাজ আদিশূরের প্রশ্নের উত্তরে দশরথ বসু প্রমুখ কায়স্থগণ কায়স্থোচিত বিনয়াধিক্য বশতঃ আপনাদিগকে "ব্রাহ্মণের দাস" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন বটে (খ) কিন্তু তাঁহারা যে দাস ছিলেন না, তাহা তৎকালিন পণ্ডিতদিগের "উপযুক্তা দ্বিজাদশ" (গ) এই উক্তি ও তাঁহাদিগের আগমনের প্রণালী প্রভৃতি দর্শনেই বুঝিতে পারাযায়। যদি তাঁহারা দাস বা শূদ্র হইতেন তাহাহইলে তাঁহাদিগের প্রভুগণেরসহিত কখনই দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত হইতেন না শূদ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের সংস্পর্শশূন্য হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ তলপি বহিয়াই আগমন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা যখন সেভাবে আইসেন নাই, প্রভু ব্রাহ্মণেরা গোযানে আগমন করিয়াছিলেন (ঘ) তখন কিরূপে তাঁহাদিগকে

আছে—অর্থাৎ কায়স্থ কাশ্মীর রাজ্যে এতই প্রভাবশালী হইয়াছিলেন যে তিনি একাই ব্রহ্মা ও মহাদেবের কার্য্য করিতেন তিনি ব্যবস্থা শাস্ত্রে (আইনে) প্রক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া যথেচ্ছাচারে সমগ্র রাজ্য তাঁহার করতলে রাখিয়াছিলেন। পাঠক দেখুন কাশ্মীরে কায়স্থঃ প্রভাব কত বড়ছিল। এই জাতি ক্ষত্রিয় না হইলে ব্রাহ্মণাদি জাতি অবনত মস্তকে কায়স্থের আদেশ, আইন, আদালত, মানিবে কেন? বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ একবার দেখুন কায়স্থ কোন্ জাতি। সম্পাদক।

(খ) আদিশূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থ "দাস" শব্দ ব্যবহার করেননাই, তাঁহারা বলিয়াছিলেন

কোলঞ্চাৎ পঞ্চক্ষত্রাবয়মিতি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।

অর্থাৎ হে নৃপতে! আমরা পঞ্চক্ষত্রিয় কোলঞ্চ হইতে সমাগত, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কিঙ্কর। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে আছে—

বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যোভূপস্য কিঙ্করঃ।

অতএব "দাস" শব্দ যাহার অর্থ শূদ্র তাহা তাঁহারা ব্যবহার করেন নাই। দত্ত মহাশয় আদিশূরের সভায় বলিয়াছিলেন—

এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মিতবালয়ে।

সম্পাদক।

(গ) মূল শ্লোকটী এই—

বঙ্গেশ্বরোমহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থেঃ প্রেরিতাযজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশঃ॥

কবিভট্ট শালীবাহনকৃত কারিকা।

সম্পাদক।

(ঘ) দুইজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জীকাকার অর্থাৎ ধ্রুবানন্দ ও দেবীবর। শেষোক্ত মহাত্মার প্রতি অল্প সময়ের জন্য ব্রহ্মাণ্ডময়ীর প্রত্যাদেশ হয়, তিনি আবেগভরে যাহা বলেন তাহাই ব্রাহ্মণ বেদ বলিয়া মান্য করিতেন। সেই দেবীবর তাঁহার কুলকারিকায় লিখিতেছেন—

গোযানেনাগতাঃ বিপ্রা অশ্বেঃবোবাদিকাত্রয়ঃ।
গজেদত্ত কুলশ্রেষ্ঠ নরযানে গুহ সুধীঃ॥

ইহার আগে ধ্রুবানন্দমিশ্র তাঁহার কারিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অতিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণোবিপ্রাঃ পণ্ডিতাঃ সর্ববিদ্যাঃ॥

শূদ্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করাযাইতেপারে। সুতরাং কায়স্থ শূদ্রনহেন, ক্ষত্রিয়। আজকাল কায়স্থের জাতি লইয়া সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে এবং উল্লিখিত 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত'গণ তাঁহাদিগকে শূদ্রত্বে অবনমিত করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন এইজন্ত, কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা এই প্রবন্ধে কায়স্থের জাতি [illegible] আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন কায়স্থজাতির সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভা ধর্ম্মসম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য কায়স্থ-সাধু ত্রিপুর দাসের পবিত্র কাহিনী তাঁহার অলোকসামান্য ভগবদ্ভক্তির কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

ত্রিপুর দাস কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণপূজা মহোৎসবেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। গোবর্দ্ধনপর্ব্বতস্থিত শ্রীনাথজী নামা শ্রীবিগ্রহই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য বা অভীষ্ট দেবতা ছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রীপদেই আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন, মনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছিলেন। দিল্লীর মুসলমান পাতসাদিগের অধীনে 'মোহরের' কার্য্য করিয়া তিনি বিপুল বিত্তের, প্রভূত বিষয় বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং দেশমধ্যে একজন প্রধান ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অর্জ্জিত ধন রাশির এক কপর্দ্দকও তিনি অপব্যয় বা আপনার ভোগসুখের জন্য নষ্ট করেন নাই। নিজেরও নিজ পরিজন বর্গের গ্রসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্য মাত্র রক্ষা করিয়া, আর সমস্তই সাধু সেবায় বৈষ্ণব দিগের সেবাপরিচার্য্যাকার্য্যেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে নিত্য মহোৎসব হইত—কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে, কৃষ্ণানুশীলনে, কৃষ্ণ কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই তাঁহার বাস ভবন মুখরিত থাকিত। সেই সকল সাধু কার্য্য,সদনুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহার আর একটী বিশেষ নিয়ম ছিল। তিনি শ্রীনাথজীর পূজাপরিচার্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে 'জাড়াও' বা শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন। প্রতিবৎসর শীতকালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীনাথজীর শ্রীমন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে, যথা শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে—

"শাল, পট্টু, বনাত, রেজাই নানামত।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমত॥"

এইরূপে বহুদিন তিনি শ্রীনাথজীর সেবা করিলেন—শীতকালে ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র সকল প্রদান করিয়া ঠাকুরের প্রীতিবিধান করিতেন। কিন্তু মানুষের অবস্থা চিরদিন সমান যায়না। সুখেরপর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ এই প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রীত থাকিয়া মানবের ভাগ্যচক্র নিয়ত পরিচালিত ও বিঘূর্ণিত হইতেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম সাধনপ্রায় কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতারাং ত্রিপুরদাস

মিশ্র মহোদয়ের এই শ্লোকটী আমাদের ক্ষত্রিয়ত্বের বিশেষ প্রমাণ, বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ দেখিবেন। "পত্তি" ক্ষত্রিয় বাচক শব্দ, উহার আভিধানিক অর্থ সেনা ব্যূহ বিশেষ,উহাতে এক হস্তী,এক রথ, তিনটী অশ্ব, পঞ্চ পদাতিক থাকিত। এই হস্তী অশ্বে ও রথে (পাল্কী) পঞ্চ কায়স্থগণ উক্ত পত্তির প্রধান (officer) হইয়া আসেন। ব্রাহ্মণ পঞ্চ পদাতিক বেশে গোযানে আগমন করেন।

সম্পাদক।

বহুদিন সৌভাগ্য লক্ষ্মীর প্রসাদ ভোগ করিয়া শেষে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তিনি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পদ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার প্রভৃতি একে একে নষ্ট হইল, সমস্ত অর্থই অল্পে অল্পে নিঃশেষিত হইয়া গেল। অবশেষে তাহার অবস্থা এমন হইল, এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, নিজের অশন বসন সংগ্রহ করাই তাঁহার পক্ষে দুষ্কর, নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তিনি শ্রীনাথজীকে 'জাড়াও' দানে বিমুখ রহিলেন না। যেরূপেই হউক প্রতি শীতঋতুতেই গোবর্দ্ধনে গিয়া ঠাকুরকে শীতবস্ত্র দিয়া আসিতে লাগিলেন। তবে পূর্ব্বে যেমন সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া, প্রত্যহ নূতন নূতন শীতবস্ত্র তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শোভিত করিয়া দিতেন, এখন আর তাহা পারিতেন না। অধুনা নিয়ম রক্ষার্থে মাত্র একখানি করিয়া জাড়াও দিয়াই কথঞ্চিৎ রূপে আপনার প্রাণের কামনা, হৃদয়ের আশা সফল করিতেন কিন্তু ক্রমে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। পরিশেষে এক বৎসর তিনি এমন সঙ্গতি হীন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে,সে বার কিছুতেই ঠাকুরের জড়াও সংগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ হইলেন না। ত্রিপুরদাস চক্ষে আঁধার দেখিলেন।

শ্রীভগবানের এ কিরূপ বিধান? যিনি ভগবদ্ভক্ত, কেন ভগবান্ তাঁহাকে এমন ক্লেশ প্রদান করেন? ইহা কি ভক্তের ভক্তিপরীক্ষা?—সাংসারিক দুঃখদারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া ভক্ত ভগবানকে বিস্মৃত হন কিনা, তাঁহার কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন কি না ভক্তকে কষ্টে ফেলিয়া, ভগবান্ কি তাহারই পরীক্ষা লইয়া থাকেন? না, ভক্তেরা সংসারিক সুখে বিতৃষ্ণ, উদাসীন ও নিত্য শাশ্বত সুখের নিত্যানন্দ প্রয়াসী বলিয়াই কি তিনি তাঁহাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত রাখেন? যে কারণেই হউক, ভগবদ্ভক্ত সাধুরা প্রায়ই পার্থিব সুখে বঞ্চিত। অতএব ভগবৎ পরায়ণ সাধু ত্রিপুরদাস যে অভাব অনটনে অভিভূত, দারিদ্র্যদুঃখে নিপতিত হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? তবে তিনি কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই বোধ করিতেন না, সকল অভাব অম্লান বদনেই সহ্য করিতেন, যদি তিনি ঠাকুরের জন্য একখানি ভাল শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায় তাহার বিষাদের মনোকষ্টের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি কি করেন, কোনও গৃহসামগ্রী বিক্রয় দ্বারা শীতবস্ত্রের মূল্য সংগ্রহ করিতে পারেন কিনা, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোনও সুবিধা হইল না। কারণ তখন তাহার গৃহে এমন কোনও মূল্যবান দ্রব্যই ছিল না, যাহা বিক্রয় করিয়া অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন। সাধু অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু গৃহমধ্যে বিক্রয়যোগ্য কোনও পদার্থই দেখিতে পাইলেন না। পাইলেন মাত্র একটী মস্যাধার! তিনি গৃহের এক পার্শ্বে একটী পিত্তলের মসীপাত্র দেখিতে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রয়ার্থে বাজারে লইয়া গেলেন। কিন্তু একটী পিতলের দোয়াত বেচিয়া আর কত হইবে? তিনি একটাকার অধিক পাইলেন না।

ত্রিপুর দাস টাকাটী হস্তে লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। একটী টাকায় কিরূপে ঠাকুরের

শুভবস্ত্র হইবে,—ভালত হইবেই না, মাঝা মাঝি রকমেরই বা ইহাতে কি রূপেহয় ? অতি সামান্য একখানি বস্ত্র হইতে পারে মাত্র। কিন্তু বহুমূল্য শাল, রুমাল, দিয়া শেষে একখানি অতি নিকৃষ্ট বস্ত্রই বা দেওয়া যায় কি রূপে ? ত্রিপুর দাস আপনার দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অগত্যা একখানি মোটা কাপড়ই ক্রয় করিলেন। কিন্তু মোটা হইলেও সেরূপ অরঞ্জিত বস্ত্রই বা তিনি কি রূপে প্রদান করেন কিম্বা না দিয়াই বা করেন কি ? তবে তিনি সম্পূর্ণ শাদা কাপড় ঠাকুরকে দিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ কুসুমফুলের রং আনিয়া বস্ত্র খানি রঞ্জিত করিলেন এবং শেষে রৌদ্রে শুকাইয়া ভাঁজ করিয়া লইয়া, বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে শ্রীনাথজীর মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ত্রিপুর দাস বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া গমন করিতেছেন আর বস্ত্রের নিকৃষ্টতা লক্ষ্য করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন

"সুকুমার সুন্দর শ্রীনাথজী আমার।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তাঁর॥"

আমার ঠাকুর যেমন কোমল কায় তেমনই অনিন্দ্য-সুন্দর। তাঁহার কোমল দেহে এই পরুষস্পর্শ নিকৃষ্ট বস্ত্র কেমন করিয়া অর্পণ করিব। শাল রুমাল প্রভৃতি সুখস্পর্শ বস্ত্র সকল যে অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, সেই অঙ্গে এখন এই সামান্য বস্ত্র কিরূপে মানাইবে ? ইহাতে ঠাকুরের তৃপ্তি ত হইবেই না, অঙ্গশোভাও যে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। হায়! হায়! এ আমি করিতেছি কি ? কোথায় তাঁহাকে সুখীকরিব, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বাড়াইব, না, তাঁহাকে দুঃখ দিতে, তাঁহার দেহের শোভানষ্ট করিতে যাইতেছি! অহো! আমি কি নরাধম, কি দুর্ভাগা! ঠাকুরকে একখানি ভাল কাপড় দিবার শক্তিও আমার হইল না! ত্রিপুর দাস ম্লানমুখে, মহা অপরাধীর ন্যায়, শ্রীগোবর্দ্ধনে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীনাথজীর শ্রীচরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া, ভক্তিভরে বারবার তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। শেষে লজ্জিত ভাবে বস্ত্রখানি ঠাকুরের ভাণ্ডারীর হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে ও বিষণ্ণ বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে ভাণ্ডারী ত্রিপুর দাসের বস্ত্রখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, তাহা অতি নিকৃষ্ট, যেমন স্বল্পমূল্য, তেমনই স্থূলও খরস্পর্শ— কোনও ক্রমেই ঠাকুরের উপযুক্ত নহে। সুতরাং তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের ঘৃণার ভাব সমুদিত হইল আর তজ্জন্য তিনি তাহা-ঠাকুরের গোমস্তার নিকট লইয়া গেলেন না, মন্দিরের রীত্যনুযায়ী হিসাবের খাতায় জমা করিয়াও দিলেন না। আবার ত্রিপুর দাসের বস্ত্রবলিয়া পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার সাহস হইল না। তবে তিনি করিলেন কি ? না ঠাকুরকে দিবেন না ভাবিয়া বস্ত্রখানি—

"আর আর বড় বড় মহন্ত অনেক।
জাড়াও আনিয়া দিছে শালাদি যতেক॥
তাহার বেঠন করি' বান্ধিয়া রাখিল।"

কিন্তু ভক্তের ভক্তির দান ত আর সামান্য নহে। ভগবানের যে তাহা পরম আদরের জিনিস বিশেষ প্রীতির বস্তু। সুতরাং ভাণ্ডারী যাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিল, তুচ্ছাতি তুচ্ছ বোধে অন্যবস্ত্রের বেঠন করিয়া রাখিল, ঠাকুর তাহা পরমযত্নে তুলিয়া লইলেন এবং বহুমূল্য শাল, রুমাল ফেলিয়া, তাহা দ্বারাই আপনার

শ্রীঅঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিলেন! কিন্তু ঠাকুর স্বয়ং কি স্বহস্তে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন না, ভক্তের দ্বারা করাইলেন। কিরূপে করাইলেন তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

অতপর যথারীতি শ্রীনাথজীর বার্ষিক শীতবস্ত্র ধারণ ক্রিয়া সমারব্ধ হইল। সেবায়ত গোঁসাই সংগৃহীত শীত বস্ত্রগুলি একে একে ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভাল ভাল বস্ত্রগুলিই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইলনা—সেই সকল শীতবস্ত্রে ঠাকুরের শীত নিবারণ হইল না আর তজ্জন্য—

"সেবাইত যে গোঁসাই তাঁরে নাথজী কহিল,—
মোর অঙ্গে শীত নিবারণ নাহি হৈল।"(৬)

সেরূপ স্থূল ও উষ্ণ শীত বস্ত্রেও ঠাকুরের শীত ভাঙ্গিতেছে না জানিয়া সেবায়ত প্রভুর উদ্বেগের অবধি রহিলনা। তিনি সেবার ত্রুটী হইয়াছে বুঝিয়া, ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া, বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে আবার কতগুলি ভাল ভাল শীতবস্ত্র আনিয়া তাঁহার শরীরে বেষ্টন করিয়া দিলেন আর ভাবিলেন, এবার নিশ্চিতই ঠাকুরের অতুপ্তির কারণ দূর হইয়াছে, শীত নিবারণ হইল না বলিয়া আর

(৬) সেবাইত ও ভক্তের প্রতি সময়ে সময়ে অভীষ্ট দেবতার প্রত্যাদেশ হয়; এই কথা যিনি বিশ্বাস করিবেন না, লেখকের অলীক কল্পনা প্রসূত মনে করেন তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন না।

সম্পাদক।

তিনি অনুযোগ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে অনুমান অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যেহেতু—

"তথাপি না যায় শীত পুনরপি কহে।
শতবস্ত্র দিলে শীত নিবারণ নহে॥
ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি' দেহ কহে।
তাহাবিনে মোর শীত নিবারণ নহে॥"

ভক্তমাল।

এতক্ষণ পরে সেবায়ত প্রভু, প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিলেন আর ত্রিপুর দাসের ভাগ্যকে শত শতবার ধন্যবাদ দিয়া দ্রুতগতি ঠাকুরের ভাণ্ডার-গোমস্তার নিকটে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এবার কি ত্রিপুরদাস ঠাকুরকে কোনও যোড়াও দেন নাই—তাঁহার দত্ত কোনও শীতবস্ত্রই কি এবৎসর ভাণ্ডারে জমা হয় নাই?" সেবায়ত ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন বটে কিন্তু গোমস্তাকে উত্তরের অবসর দিলেন না। তিনি এতদূর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, প্রশ্নের সঙ্গেসঙ্গে প্রশ্নের কারণ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, 'ব্যস্তসমস্ত' হইয়া বলিলেন—

"ত্রিপুরদাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর।
শীতনিবারণ নহে হইলা অস্থির॥"

গোমস্তা বিস্মিত হইলেন কিন্তু ত্রিপুরদাস কোনও বস্ত্র দিয়াছেন কিনা তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডারীকে সেইস্থলে ডাকাইয়া বস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নশুনিয়া ভাণ্ডারী স্তম্ভিত হইলেন, তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া উত্তর দিলেন,—"ত্রিপুরদাস একখানি শীতবস্ত্র দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা এত তুপহ্ণ্ট ব

ঠাকুরকে দিবার যোগ্য নহে। সুতরাং লজ্জায় আর আমি সে কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই, হিসাবে জমা করাইয়াও দিই নাই! তাহার দ্বারা ভাল ভাল বস্ত্রগুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছি।"

ভাণ্ডারীর কথা শুনিয়া গোমস্তা দন্তে জিহ্বা দংশন করিলেন এবং নিতান্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া বলিলেন,—"হায়! হায়! কি অনুচিত কি গর্হিত কার্য্যই না তুমি করিয়াছ! ত্রিপুরদাস ত আর যে সে লোক নহেন যে, তাঁহার বস্ত্র উপেক্ষিত হইবে? তিনি যে শ্রীনাথজীর পরম প্রিয়ভক্ত এবং অন্তরঙ্গ ও নিজজন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তির তুলনা নাই, যেমন অনন্ত সাধারণ তাঁহার নিষ্ঠা তেমনই অলৌকিক তাঁহার মহত্ত্ব! এমন ভক্তের বস্ত্রখানি তুমি ঠাকুরকে না দিয়া, বেঠন করিয়া রাখিয়াছ! হায়! করিয়াছ কি? সেই বস্ত্রই যে সকল বস্ত্রের শ্রেষ্ঠ, সংসারের অতুলনীয় ও সকলের সার বস্তু। উহাতেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, উহাতেই ঠাকুরের প্রীতি বাড়িবে ও শীত নিবারণ হইবে। অন্য শতবস্ত্রেও যাহা হয় নাই, এক ত্রিপুর দাসের ঐ বস্ত্রেই তাহা হইবে; উহা নিত্য, শাশ্বত ও পরম পবিত্র পদার্থ। অতএব যাও, ভাণ্ডারে গিয়া শীঘ্র সেই বস্ত্রখানি লইয়া আইস।"

ভাণ্ডারী, ত্রিপুর দাসের বস্ত্রের মহত্ত্ব ও নিজ অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া, মহা ভীত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন আর তৎক্ষণাৎ গোমস্তার আদেশপালনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তখনও বস্ত্রের গুণ বর্ণনা শেষ না হওয়ায় তিনি যাইতে পারিলেন না। ভাণ্ডারী দাঁড়াইলেন আর গোমস্তা ঠাকুর সেবায়েত প্রভুর সমক্ষে ভাণ্ডারীকে লক্ষ্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, যথা—

"মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট।
শাল, পাগুরি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ॥
শ্রদ্ধার বিনাট-সিঙ্গে দিয়ে ভক্তি-ধাগা।
প্রেমরসে কষায়িত, অনুরাগে রাঙ্গা॥
নয়ান জলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা আতপে।
শুকাইল যা'র কিরণের তাপে॥"

অর্থাৎ গোমস্তা বলিতেছেন—'ত্রিপুরদাসের বস্ত্র স্থূল বটে, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জগতের সকল বস্ত্র হইতে প্রধান, শাল, রুমালাদি কোনও মূল্যবান বস্ত্রই তাহার সমকক্ষ নহে, হইতেও পারে না। কেন পারে না? না, উহা ভক্তির 'তানা' ও শ্রদ্ধার 'পড়েনে' প্রস্তুত— ভক্তিরূপ দীর্ঘসূত্রের মধ্যে শ্রদ্ধারূপ হ্রস্বসূত্র সকল স্থাপন পূর্ব্বক অতি যত্নের সহিত গ্রথিত হইয়াছে! কেবল তাহাই নহে, উহা আবার প্রেমরসে কষায়িত ও অনুরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া, প্রেমাশ্রু সলিলে ধৌতকরিয়া উহার সমস্ত মলিনতা নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ব্যবহার যোগ্য না হওয়ায়, আর্দ্রতা বশতঃ তখনও উহা ঠাকুরের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায়, শেষে উহাকে উৎকণ্ঠা আতপে, ভগবদ্বিরহ রূপ উত্তাপে নিরস ও শুষ্ক করিয়া লওয়া হইয়াছে! সুতরাং উহা সামান্য, সাধারণ বস্ত্র নহে। উহা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, ভক্তের ভক্তির উপহার; তুমি উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ভালকাজ করনাই।"

তখন গোমস্তা আপনাকে অপরাধী জানিয়া, পুনঃ পুনঃ শ্রীনাথজীর শ্রীচরণে ক্ষমা

প্রার্থনা করিলেন এবং অবিলম্বে ভাণ্ডারে গিয়া ত্রিপুরদাসের বস্ত্রখানি লইয়া আসিয়া গোমস্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর গোমস্তা সেই বস্ত্র সেবায়ত ঠাকুরকে প্রদান করিলে, তিনি তাহা পরমযত্নে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া, আপনাদিগের ত্রুটিস্বীকার পূর্ব্বক, শ্রীনাথজীর শ্রীঅঙ্গে বেষ্টন করিয়া দিলেন আর তাহাতে তাঁহার—

"তখন যতেকশীত নিবারণ হৈল।"

শত শত উৎকৃষ্ট শীতবসনে যাহা হয় নাই, ত্রিপুরদাসের সামান্য স্থূলবসনেই তাহা হইল। শ্রীনাথজী শীতে কাঁপিতে ছিলেন, কষ্টপাইতে-ছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার সে শীত, সে কষ্ট দূর হইয়া গেল।(চ) ঠাকুরের ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া জগৎবাসী মুগ্ধ হইল। তাঁহারা বুঝিলেন —ভক্তের ভক্তিদান সামান্য হইলেও অসামান্য সংসারে তাহার তুলনা নাই, তাহার সদৃশও নাই। ভগবান্ অভক্তের শত সহস্র উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তেরা ভক্তির সহিত যে সামান্য দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করেন, তাহাই তিনি মহামূল্য বোধে, পরম আদরে ও প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন বিস্তরেণালম্। (ছ)

শ্রীঅঘোরনাথ বসুবর্ম্মা।

(চ) আমি একদা মাঘমাসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দর্শনার্থে গিয়াছিলাম তখন তথায় ভয়ানক শীত কোন কোন দিন বরফ পড়ে। ভগবান্ ও ভক্ত একই, যে পর্য্যন্ত সেবায়েত ত্রিপুর দাসের বস্ত্রখানি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করেন নাই, তাবৎ তাঁহার নিজের শীত ও প্রশমিত হয় নাই, তাহাতেই বুঝিলেন যে ঠাকুরের শীত ও যায় নাই। যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি আছে তিনি এই সমস্ত কথা, অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য (absolute truth) বলিয়া বিশ্বাস করিবেন।   সম্পাদক।

(ছ) ভক্তিদ্বারা উৎসৃষ্ট যৎসামান্য পুষ্প (সৌগন্ধ শ্বেতপুষ্প) পত্র (তুলসী) ফল (রম্ভা) এবং বারি গঙ্গাজল ভদভাবে স্রোতস্বতীর জল তিনি যত্নসহকারে গ্রহণ করেন।

সম্পাদক।

পল্লীকথা।

"Sweet auborn, loveliest village of the plain,
where health and plenty cheered the lab'ring swain,"
alas! alas! where are these auborns gone!

ব্যক্তির সমবায়ে যেমন সমাজ, পল্লী-সমষ্টি তেমনই দেশ। সমাজের উন্নতি অবনতির অর্থ ব্যক্তিবৃন্দের উন্নতি অবনতি ব্যতীত যেমন কিছুই নহে, সৌন্দর্য্যময় স্বাস্থ্যকর দেশ বলিলেও তেমনই পল্লী সমূহের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য করে। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের স্থানবিশেষে উৎপন্ন তৃণ শস্যাদির ন্যায় কোন সমাজে কতিপয় ব্যক্তির সমুন্নতিতে যেরূপ সমগ্র সমাজ উন্নত আখ্যা লাভের অধিকারী নহে, তদ্রূপ কোন দেশের কোন বিখ্যাত নগর বা উপনগরের স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য উৎকর্ষলাভ করিলে তাহা দেশের ললাটে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া বিদেশীর আখিযুগল ঝল্‌সিয়া দিতে সমর্থ হইলেও বাস্তবপক্ষে দেশ তাহাতে অবনত বিশেষণ পরিহার করিবার সৌভাগ্য লাভ করেনা। সমাজের সমুন্নতির জন্য ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। দেশের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য প্রার্থনীয় হইলে গ্রাম্য উন্নতিকল্পে শক্তি উত্তম নিয়োগ অত্যাবশ্যক। সমাজের জীবন সমাজের উন্নতি, দেশের স্বাস্থ্য সুষমারপ্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। যেদেশের পল্লীনিচয় নৈসর্গিক শোভাময় জলবায়ুর নির্ম্মলতায় বলপ্রদ সেই দেশের সমাজেই অসংখ্য স্বাস্থ্যবান, জ্ঞানবিজ্ঞান-মণ্ডিত, উন্নত চরিত্র মহাত্মাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইতে পারে। সমাজের মূল—ব্যক্তি; দেশের মূল—পল্লী। আমাদের দৃষ্টি, সমাজ ও দেশের মুলদেশে নিবদ্ধ হওয়া সমীচীন। আমরা যদি গ্রাম ও ব্যক্তির অভাবাদির আলোচনা করত তন্নিবারণে সক্ষম হই, তবে দেশ ও সমাজের উন্নতিকর বড় বড় কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা না করিলেও স্বাভাবিক নিয়মে তাহা সম্পাদিত হইবে।

একদা যে গ্রামগুলি সুষমা-মণ্ডিত, সুস্থদেহ প্রফুল্লমন নরনারীর আনন্দ কোলাহলে মুখরিত, বিশুদ্ধ সলিল সমীরের সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত ও সমৃদ্ধিতে গর্ব্বিত ছিল; লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহা শ্মশানদৃশ্যে পরিণত। আজ সেই গ্রাম স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ুর অভাবে রোগের আবাসস্থল, মৃত্যুর অবাধ অধিকারাধীন; অবসাদ নিরানন্দের ক্রীড়া নিকেতন—দারিদ্র্যের উদ্দাম নৃত্যস্থলী। এক সময় যে গ্রামবাসী দরিদ্রের আশ্রয়স্থল ছিল—ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন ও তৃষ্ণার্ত্তকে জলদানে আনন্দানুভব করিত, সরলতা ও সহৃদয়তার অকৃত্রিম আদর্শ ছিল, ধর্ম্ম কর্ম্মে অকাতরে ব্যয় বিধানে মুক্তহস্তছিল; সবলসুস্থদেহ লইয়া দীর্ঘজীবন শান্তিতে কাটাইত, রোগ শোকের পীড়ন ক্বচিৎ কাহাকে ভোগ করিতে হইত; সেই গ্রামবাসী আজ নিজেদের অন্নপাত্রীয়ের অভাবে হাহাকারে গগণভেদ করিতেছে নয়নাশ্রুতে ধরণী পৃষ্ঠসিক্ত করিতেছে। রোগে শোকে দেহমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, অভাবে স্বভাবের পূর্ব্ব উচ্চতা রক্ষা করিতে পারিতেছে না গ্রামবাসী জীবনের সুখশান্তিকর নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা পরম্পরার আবর্ত্তে পতিত হইয়া একেবারে অবসন্নতা লাভ করিতেছে। নিরানন্দের করাল ছায়া সর্ব্বদা তাহাদের নেত্রসমক্ষে নৃত্য করিয়া জীবন্মৃতবৎ নিষ্পন্দ করিয়া রাখিতেছে। গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই ইহা উপলব্ধিকরিয়া অশ্রুপাত না করিয়া পারেন না। গ্রাম ও গ্রামবাসীর এরূপ শোচনীয় অবস্থার হেতু কি, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তরও অস্পষ্ট নহে। উহার কারণ

দারিদ্র্য, কারণ শিক্ষাভাব, কারণ শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির গ্রামবাস ত্যাগ।

২। গ্রামবাসীর দারিদ্র্য যে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষরূপ অন্তরায়, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। দারিদ্র্যের ন্যায় স্বাস্থ্যের পরম শত্রু আর কে? দারিদ্র্য পেষণে মানবজীবন যেরূপ বিষময় হইয়া উঠে তাহাতে স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের চিন্তার অবসর ঘটিতে পারে না। যাহা পায় তাহাই আহার করে কোনস্থানে কোনরূপে মাথা গুজিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করে। যদি কাহারও কোন সময় স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তা মনে উদিত হয়, তথাপি অর্থাভাবহেতু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পল্লীগ্রামের জলাভাবে দুঃসহ কষ্টের উল্লেখ করিতে পারি; নূতন জলাশয় খনন বা পুরাণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার (ক) করিতে পারিলে জলাভাব জনিত অশান্তি যে নিবারিত হইতে পারে ইহা গ্রামবাসী মাত্রেরই বোধগম্য বিষয় কিন্তু যাহারা দুবেলা উদর পূর্ণকরিয়া আহার করিতে পারেনা; কিরূপে তাহারা জল প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া লইতে পারে?

৩। স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করিতে অর্থের প্রয়োজন; দরিদ্র তাহা গ্রহণে সম্যকরূপে অপারগ। সুতরাং দারিদ্র্য পীড়িত গ্রাম কখনি স্বাস্থ্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না। দারিদ্র্য স্বাস্থ্যের যেরূপ প্রতিকূল সমাজ উন্নতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। দারিদ্র্য পীড়নে সমাজের উন্নতি অবনতির চিন্তা কোন সময়ে কাহারও মনে উদিত হইলে তম্মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইয়াযায়। স্বাস্থ্যহীনতা দারিদ্র্যের অনুকূল দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতার সহায়। উভয়ে যেস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; তথায় সমাজ সংস্কারের আশাকরা চিন্তার অপব্যবহার মাত্র।

৪। বিনা অর্থে সামান্য যত্নের ফলে গ্রাম্যস্বাস্থ্য যতটুক রক্ষিত হইতে পারে তাহাও যে রক্ষিত হইতেছে না; তাহার প্রধান কারণ শিক্ষাভাব। অনেকেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী পরিজ্ঞাত নহে। দূষিত জলবায়ুর অপকারিতা ও বিশুদ্ধ জলবায়ুর উপকারিতা সম্বন্ধেও তাহাদের কোন ধারণা নাই, ধারণা কাহারও কাহারও সামান্যরূপ থাকিলেও কিরূপে জলবায়ুর বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে হয় তদ্রূপ অভিজ্ঞতা নাই। কোন সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা গ্রাম আক্রমিত হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, শিক্ষাভাবে তাহা অজ্ঞাত থাকায় সতর্কতা অবলম্বন না করায় গ্রামের সবল বহুব্যক্তি যে অকালে মৃত্যুর করাল কবলে কবলিত হইতেছে, ইহা কে না জানে? শিক্ষাভাব যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার বিরোধী তেমনি সমাজ সংস্কারেরও পরিপন্থী। শিক্ষাভাবেই কুসংস্কার দুর্নীতি হৃদয়ভাণ্ডার পরিহার করিতে চাহেনা কল্যাণ কাহিনীও অশিক্ষিত ব্যক্তির প্রাণে অকল্যাণের বৃথা আশঙ্কার উদ্রেক করে।

(ক) গ্রামবাসীগণ যদি নূতন পুষ্করিণীর মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড চেয়ারম্যান সাহেব নিকট আমানত করেন, তবে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তাঁহাদের তত্ত্বাবধারণে একটী নূতন পুষ্করিণী উক্তগ্রামে খনন করিয়া দিবেন। গ্রামীলোকে মনোযোগী হইলে গ্রামের জলকষ্ট দূরীভূত হইতে পারে।

সম্পাদক।

৫। যাহারা শিক্ষিত, যাহারা ধনী তাহাদের গ্রামবাস ত্যাগ করা যে গ্রামস্বাস্থ্য ও গ্রামসমাজের অবনতির অন্যতম হেতু ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। ধনবান ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পল্লীগ্রামে বাস করিলে তাহারা বিশুদ্ধ জলবায়ুর সংগ্রহে কখনি উদাসীন থাকিতে পারেন না। পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি জলাশয় খনন, জঙ্গল পরিষ্করণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর নিয়মাবলি তাহাদের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া গ্রামস্বাস্থ্যের যথোচিত উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেষ্টায় সামাজিক রীতিনীতির যাহা বর্ত্তমান সময়ে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা সংস্কৃত হইতে পারে। শিক্ষিতের কর্ম্মজীবন দর্শন করিয়া গ্রাম্যবাসিগণ একদিকে যেমন কর্ম্মী হইতে পারে, অন্যদিকে চরিত্রবলদর্শনে চরিত্র গঠন করত মানুষ নামের যোগ্যতা যে লাভ করিতে না পারে এমন নহে। ধনবল ও শিক্ষাবল যেখানে সম্মিলিত হয়, সেখানে অসাধ্য সাধন হয়। গ্রামবাসী স্বাস্থ্য ও সামাজিকতা লাভে সক্ষম না হইবে কেন? দুঃখের বিষয় অনেক ধনী ও শিক্ষিতব্যক্তি পল্লী গ্রামকে অস্বাস্থ্যকর ও অসামাজিক অভিধা প্রদান করত নগরে বা উপনগরে বাসেরই অধিক পক্ষপাতী। তাঁহারা গ্রামে অস্বাস্থ্যকরতা ও গ্রাম্যসমাজের প্রতি অসামাজিকতার যে দোষারোপণ করেন তজ্জন্য তাহারা নিজেরাই যে দোষী ইহা একটীবারও চিন্তা করেন না। তাঁহারা গ্রামে বাস করিলে তাঁহাদের যত্ন প্রভাবে তাঁহাদের সহচর্য্যাফলে গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের প্রদর্শিত কারণ ত্রয়ের যেখানে একত্র সমাবেশ সেস্থানের দুঃখ দুর্গতির ত কথাই নাই, একটীর অস্তিত্ব থাকিলেও গ্রামস্বাস্থ্য বা সমাজের সমুন্নতির আশা প্রাণে স্থান দিতে পারা যায় না। গ্রাম্যস্বাস্থ্য বা সমাজের উন্নতির যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অবনতির উপরোক্ত হেতুত্রয় বিনাশ করিতে উদ্যম প্রকাশ করিতে হইবে বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি, পল্লীগ্রাম উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে গ্রাম্যসমাজ ধ্বংস হইবার পথে দাড়াইয়াছে, দেশের ও সমাজের নানাবিধ উন্নতির কল্পনা কর্ণকুহরে নানামুখে উচ্চৈঃস্বরে প্রবিষ্ট হইয়া মর্ম্মস্থলে আশাতরুর অঙ্কুরোদ্গম করিবার যত্ন করিতেছে। কিন্তু হায়! তাহাদের মোহমুগ্ধহৃদয় একটিবারও চিন্তা করিতেছে না, দেশের ও সমাজের উন্নতি আকাঙ্ক্ষানীয় হইলে আদৌ কোন এক স্থানহইতে কার্য্য আবদ্ধ হওয়া সমীচীন? গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও গ্রামবাসী জনগণের সমবায়ে যে গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সংস্কার-বিধান না করিতে পারিলে দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে বড় বড় বাক্যাবলীর যে কোন মূল্য নাই, তাহা উপলব্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। দেশ হিতকামিব্যক্তিবৃন্দের অগ্রে পল্লী সমূহের উন্নতি বিধানে ও গ্রাম্যসমাজের সুদৃঢ় গঠনে মনোনিবেশ করা অতীব প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর গ্রাম ও সুস্থকায় নীতিমান্ গ্রামবাসী সৃষ্টি করিতে না পারিলে বিরাট দেশ ও বিরাট সমাজের সমুন্নতির উচ্চ কল্পনা হৃদয়ে স্থান দান করাও সঙ্গত নহে। দেশ হিতৈষীগণের উর্দ্ধদৃষ্টি নিম্নে আপতিত করিলে তাহাদের হৃদ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোননা কোন সময় সাফল্য লাভ করিবে। যাঁহারা

গ্রামকে ভাবেন না, দেশের চিন্তায় বিভোর যাঁহারা ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করেন না, জাতীয় অবনতির কথায় অজস্র অশ্রুপাত করেন, তাঁহাদের তাণ্ডবনৃত্যে মানুষের সাময়িক ভ্রম উৎপাদিত হইলেও ভ্রমসঙ্কুলমার্গে বিচরণহেতু তাঁহারা করতালিভিন্ন কাহারও শ্রদ্ধাভক্তি ও আনুকুল্যলাভে অধিকারী হন না। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতি সম্বন্ধে বহু আড়ম্বর লক্ষিত হইলেও কার্য্যতঃ যে আশানুরূপ কিছুই হইতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ ক্ষুদ্রের প্রতি উপেক্ষা, বৃহতের প্রতি প্রেমের ভাণ।

৬। যেদিন ক্ষুদ্রের প্রতি প্রেম উদ্রিক্ত হইবে, সেই দিনই বৃহতের প্রেম অকৃত্রিমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। সেই দিনই বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীজাতির উন্নতির কথা আমাদের মুখে শোভা পাইবে। অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি বড়বড় কথা ও কার্য্যগুলি কিছুদিনেরজন্য স্থগিত রাখিয়া গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন, তবে দূর ভবিষ্যতে ভাবী বংশধরেরা তাহাদের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে গুণানুকীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তিবোধ করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্ষুদ্রগ্রাম ও সমাজের উপর যে কার্য্য কারিতা শক্তি প্রসারণ করিয়া দিবেন, কালে তাহাই বিরাটমূর্ত্তি গঠনে সক্ষম হইয়া বাঙ্গালীর মুখ দেদীপ্যমান করিবে। কতকগুলি শিক্ষিত কর্ম্মবীর যদি নিঃস্বার্থ হৃদয় অকপট প্রাণ, প্রবল সহানুভূতি লইয়া বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া গ্রামবাসীকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় শিক্ষাদেন; দারিদ্র্য বিনাশের নানাবিধ পথ প্রদর্শন করেন নৈতিক জীবন সুগঠিত করিবার পক্ষে সাহায্য প্রদান করিতে সক্ষম হন, ধনী অধিবাসীদিগকে গ্রামবাসে অনুরক্ত করিতে পারেন; সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিয়া ক্ষুদ্র গ্রামের বহু অভাব দূরীকরণের প্রণালী শিক্ষাদিতে কৃতকার্য্য হন, প্রতি গ্রামে সুশিক্ষিত চরিত্রবান উদ্যমশীল কতিপয় মহাত্মাকে স্থায়ীভাবে গ্রাম্যবাসে রাখিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন প্রত্যেক গ্রামবাসীকে সাধারণ শিক্ষাদানে সাফল্য লাভ করিতে অপারগ না হন; তবে দেখিবেন, কত অল্পসময়ে কত অল্পবায়ে গ্রাম ও সমাজের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়া বিরাট দেশ ও সমাজকে স্পর্শ করিবে। শিক্ষিত কর্ম্মবীরেরা গ্রামে গ্রামে যেরূপ নানারূপ সংস্কারের জন্য অধ্যবসায় দেখাইবেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রামে বা ৪।৫টী গ্রাম লইয়া একটী করিয়া গ্রাম্যসমিতি গঠন করিবেন (খ) তাহাতে উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবে। সমিতির সদস্য বর্গের অধিকাংশই শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ হওয়া আবশ্যক। যে গ্রামে শিক্ষিত ব্যক্তির অসদ্ভাব, সেস্থানে ধর্ম্মভীরু গ্রামবাসীদিগকেই সমিতির সদস্য নিয়োজিত করিতে হইবে সত্য কিন্তু গ্রাম্য প্রচারকেরা সমিতির

(খ) এই সকল গ্রাম্যস্বাস্থ্য সমিতিদ্বারা গ্রামে গ্রামে অনেক মঙ্গলজনক কার্য্য হইতে পারে। ইহাতে অধ্যবসায় যত প্রয়োজন ধনের তত নহে। আমাদের ফরিদপুর সম্বন্ধে আমরা আমাদের সাধ্যমত সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এখানে জেলা সমিতি একটী আছে তাহাদের সাহায্যে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের দ্বারা অনেক কার্য্য আমাদের দ্বারা হইতে পারিবে।

সম্পাদক।

উদ্দেশ্য ও পরিচালন প্রণালী তাহাদিগকে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিলেই কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিবে না গ্রাম্য-সমিতিগুলি একাধারে ত্রিমূর্ত্তিতে কার্য্য পরিচালন করিবে। (১) মিউনিসিপালটীর ন্যায় গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিধান (২) আদালতের ন্যায় নানাবিধ আত্ম-বিরোধের মীমাংসা। গ্রাম্যসমিতিদ্বারা এক দিকে যেমন গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর বাসোপযোগী হইয়া উঠিবে, অন্যদিকে গ্রাম্যবাসীদের সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকারে বিবাদের অল্পসময়ে বিনা অর্থব্যয়ে সুমীমাংসা হওয়ায় গ্রাম্যবাসীগণ শান্তিহীন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইবে না।

৭। সত্যবটে, পল্লীর স্বাস্থ্য-সুখ বিধান জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হইবে শুধু উপদেশের ফলে পল্লীগুলি স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে না। পল্লীবাসী নানা অভাব বিদূরিত করিতে শক্তি লাভ করিবে না। পরন্তু পল্লীসমিতির সুনিয়মের দ্বারা পল্লীবাসীর ক্লেশোৎপন্ন না করিয়াও অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে। যদি পল্লীসমিতি শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানে পল্লীবাসীকে সদুপদেশ দান করিয়া অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয়ে নিরস্ত রাখিতে পারেন এবং সমিতির ভাণ্ডারের জন্য অর্থদানের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া কিছু কিছু তদুপলক্ষে সংগ্রহ করেন, তবে সমিতির ভাণ্ডারে অল্প-দিনের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইবে। এবম্বিধ প্রণালী অনুসৃত হইলে গ্রামবাসীগণও অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয় ফলে ঋণগ্রস্ত হইবেন না (গ) পল্লীগুলি সজীব হইয়া আনন্দ প্রদান করিবে। সমিতির হস্তে অর্থ সঞ্চিত হইলে তাহাদ্বারা কি পল্লীর নানারূপ হিতানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে না? অসমর্থ গ্রামবাসীর জন্য কূপ তড়াগাদি খনন অথবা জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করণ সাধারণ রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন, গ্রামে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনয়ন ও সাধারণ শিক্ষাদানের উপায় সৃজন প্রভৃতি বহুতর পল্লী হিতকর কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। পল্লী সমিতি, পল্লীকে স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তুলিতে পারিলে দারিদ্র্য সমস্যার মিমাংসার কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলে, পল্লীবাসী দিগকে সাধারণ শিক্ষা দান করত সাধারণ ভাবনিচয় উপলব্ধিকরিবার যোগ্য করিয়া গড়িলে পল্লী সমাজ সংস্কার অনায়াস সাধ্য হইবে।

(গ) এই কথাগুলি অতি মিষ্ট, কিন্তু মিথ্যাচারী লোকদিগের অত্যাচারে সকল সংস্কারের কার্য্য চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। পোড়া অর্থের কি এতই আকর্ষণ! আমাদের দেশের সমাজের বড় বড় নেতাগণ ও অর্থের লোভ সামলাইতে পারেন না। এই সততার অভাবে যৌথ কারবার আমাদের দেশে মাথা তুলিতে পারিল না। পাশ্চাত্য জাতি বৃহৎ বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি এই সততা বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাই মিলিত অর্থে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য্য তাঁহারা সম্পাদন করিতেছেন।

সম্পাদক।

৮। বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার যে মন্থরের ন্যায় অতিধীরেও অগ্রসর হইতেছেনা তদ্ধেতু আর কি হইতে পারে? সংস্কারকেরা যাহা প্রচার করেন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা যাহা শিক্ষাভাবে তাহা অনেকেরই হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিতে

পারে না। মানুষ যাহা বুঝিতে অক্ষম তাহা অবলম্বনে সঙ্কুচিত না হইবে কেন? মানুষের স্বভাবই এই। সমাজ সংস্কার বা সমাজ গঠন শিক্ষার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থের অধীন। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজ লাভ করিতে চাহিলে অগ্রে স্বাস্থ্যবিধান তৎপর অর্থ ও শিক্ষার প্রয়োজন। তবেই নির্ব্বিবাদে ইহা স্বীকার্য্য সর্ব্বাদৌ আমাদের স্বাস্থ্য লাভার্থ উদ্যম প্রকাশই সমীচীন। স্বাস্থ্যবান হইয়া শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে আমরা অধিকারী। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পল্লীস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইলেই দেশের স্বাস্থ্য অবিকৃত থাকে। পল্লীসমাজ সুগঠিত হইলেই জাতীয় সমাজ পূর্ণতা লাভ করে। যে সকল মনীষাসম্পন্ন দেশহিতৈষী সহরে সহরে বক্তৃতা করিয়া অথবা প্রবন্ধ রচনা করতঃ নানা সংবাদপত্রপৃষ্ঠা অলঙ্কৃত পূর্ব্বক দেশোন্নতি ও জাতীয় সমাজ সংস্কারের আশা করেন; তাঁহাদের ভ্রান্তি কতটা গাঢ় ও গভীর, তাহা তাঁহারাই চিন্তা করুন। তাঁহারা স্ব স্ব কৃতকার্য্যের অসাফল্যের জন্য যে আক্ষেপোক্তি করেন, তাহাই বা কি পরিমাণে ন্যায়সঙ্গত ভাবিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, উচ্চ ও উদার চিন্তারাশি অযথারূপে অপচয়িত না হইয়া যদি যথাস্থানে প্রযুক্ত হইত, তবে এত দিনে দেশের ও জাতির অবস্থা মহিমাময় হইয়া উঠিত। প্রত্যেক শিক্ষিত মনস্বীব্যক্তির কর্ত্তব্য তাঁহারা ভ্রান্ত পথাবর্ত্তন পরিহার পুরঃসর পল্লী ও পল্লীসমাজ সংগঠনে সমস্তশক্তি নিয়োগ করেন। (ঘ) তাঁহাদের উচ্চাশা পূর্ণ হইয়া দেশের ইতিহাসে নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত না হইলে সুরম্যপ্রাসাদ কাহার উপর সংস্থাপিত করিবে? জাতীয় জীবনের ভিত্তি পল্লীসমাজ, তাহাকে বিস্মৃত হইয়া জাতীয় অট্টালিকা গড়িয়া তুলিতে চাহিলে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পল্লী ও পল্লীসমাজ চিন্তায় যতদিন আমাদের মানস সরোবর প্রবলরূপে তরঙ্গায়িত না হইবে ততদিন আমাদিগকে অবনতির তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে অবস্থান করিতেই হইবে। উপায়ান্তর অভাব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(ঘ) হায়! হায়! লেখকমহাশয় অরণ্যে রোদন করিতেছেন। কে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবে? আমরা পল্লী সমাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ও তন্নিকটস্থানে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিতেছি। সহরে কত সুখ, কলের বোতামটী স্পর্শ করিবামাত্র বৈদ্যুতিক আলোকে গৃহ আলোকময় হইল, বৈদ্যুতিক পাখাগুলি বিষ্ণুচক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া দেহ ও প্রাণ শীতল করিয়া দিল, লেমোনেট, হুইস্কী, স্যামপেইন ও তৎসঙ্গীভূত কত অপার্থিব আনন্দ মনুষ্যের হৃদয়কে প্রফুল্ল করিল। এই সকল আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে বাস ও তাহার উন্নতিকল্পে আমার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিব, লেখক মহাশয় শতকরা কত লোকের নিকট এই প্রকার সংযম ও ত্যাগ প্রত্যাশা করিতে পারেন। সেই সংযম ও দেশহিতৈষিণার যুগ আজিও উপস্থিত হয় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে কত যুগ ওঁকার ধ্বনিত হইয়া আলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল, বন্দেমাতরম্ আর কতকাল ধ্বনিত হইয়া সেই মহাযুগ আনয়ন করিবে, কে বলিতে পারে। ফলতঃ পাঠক মহাশয়গণ স্মরণ রাখিবেন যে পল্লীসংস্কার ভিন্ন আমাদের উদ্ধার নাই।　　সম্পাদক।

পল্লীসংস্কার।

সৌরকর সমাগমে মহীমণ্ডল যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনে জীব হৃদয় যেমন হর্ষোৎফুল্ল হয়, এবং পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণজালে সন্তাপিত প্রাণীকুল যেমন বিগত-সন্তাপ হইয়া থাকে, তেমনি পল্লীর নিভৃত নিলয়ে, বিঘ্ন বিপত্তির ঝটিকাবর্ত্তে আলোড়িত এবং আপদের পর্ব্বতভারে সমাক্রান্ত মানব মণ্ডলী, শান্তির অস্ফুট মধুর সম্ভাষণে সম্পৃক্ত হইয়া ভূলোকে স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

২। পল্লীর মন্দ-মারুত আন্দোলিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ধীর অনতি গভীর প্রবাহ ধার নদ-নদী, তাল-তমাল সঙ্কুল রমণীয় বনভূমি, কোকিল-পাপিয়া আরাবিত বসন্তকাল, ঊর্দ্ধে গ্রহ নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ, প্রভাতের মধুর বালার্ককিরণ, এবং সায়াহ্নের বিহঙ্গ কূজন ভাবুক হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যনীয় আনন্দের অমিয়ধারা ঢালিয়া থাকে। সে মধুর সৌরভের আঘ্রাণে, সে লাবণ্যময়ী দীপ্তির প্রোজ্জ্বল আভায় প্রতিভা ফুটিয়া উঠে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের পারিজাত প্র... যেন সচ্ছ সরসী জলে অপূর্ব্ব ... থাকে। তাই প্রকৃতির ... বহ্নি শিখার উদ্ভব ... অধিবাসীকেও ... করিয়াছে। প্রাচীন কাব্যজগতের কালিদাস, বাল্মিকী, ভবভূতি, হাফেজ, ভার্জ্জিল, এবং হোমার প্রভৃতি মহাকবিগণ এবং নব্য কাব্য জগতের সেক্সপীয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বীণা পাণির প্রিয়পুত্রগণ পল্লীর পর্ণকুটীরেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহাদের প্রতিভাতরু-ক্রমে পল্লবিত, মুকুলিত ও সুরভিত হইয়াছিল। এইরূপে জগতের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ ও গ্রামের নিভৃত কন্দরে উদ্ভূত হইয়া সুধাকিরণ বিকীর্ণ করিয়া পৃথ্বীগগণ সমুজ্জলিত করিয়াছেন। এমন কি যে অতুলনীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট সকলে ভক্তি ও প্রীতির সহিত মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হন সে বীরত্ব গ্রাম্য সূতিকাগারেই সঞ্জাত এবং যে চিকিৎসাবিদ্যার প্রভাবে নানা রোগের প্রতিকার হইতেছে তাহারও জননী পল্লী।

৩। সুতরাং শান্তিবিধায়িনী, প্রতিভা-বিতরিণী স্নেহময়ী পল্লী জননীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া এবং তাঁহাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চক্ষে অবলোকন করা কৃতজ্ঞ দেশভক্ত সন্তানের পক্ষে কখনই সমীচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে পল্লী প্রদীপ্ত প্রতিভার আবাসস্থলী, বীরত্বের লীলাভূমি, দর্শন ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি কবিত্বের নিলয়, সাধকের রঙ্গভূমি, শান্তির জননী জগতের আরাধ্যা এবং মানবকুলের

উপদেষ্টা, সুতরাং এহেন চরিত্র বিকাশের নিদানীভূতা বনদেবীর পূজা ভক্তের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! কি ভীষণ রণস্থলে, কি বিশাল সাগর বক্ষে, কি শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানীমধ্যে, কি প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর তরঙ্গায়িত সলিল প্রবাহে, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে কি রাজাধিরাজের অভ্রভেদী সৌধপ্রাসাদে বিধাতার পরিবর্ত্তনশীলনীতি নিয়তবিরাজমান; তজ্জন্যই জগতের কোথায় উদ্ভব, কোথায়ও ব্যভিচার, কোথায়ও উন্নতি কোথায়ও অবনতি অহর্নিশি পরিলক্ষিত হইতেছে। যে প্রকাণ্ড মহীরুহ একদিন দিগন্ত-প্রসারী শাখা বাহুদ্বারা পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিত এবং সুরসাল ফলদ্বারা তাহার ক্ষুধার অপনোদন করিত সেও আজ বিশুষ্ক গলিতপত্র এবং ফল-পুষ্পহীন কাণ্ডমাত্রে পরিণত। এই বিশ্বজনীন পরিবর্ত্তনশীলতা গ্রাম্যজীবনেও পরিস্ফুট এবং তজ্জন্যই প্রতীচ্য জগতের পল্লীসমূহ ধ্বংসাভিমুখিনী হইতেছে। তাহাদের সত্ত্বা গিয়াছে, সত্ত্বার আবরণমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, আত্মা গিয়াছে, দেহ পড়িয়া আছে মাত্র। প্রাচ্যে প্রতীচ্য প্রভাবের ফলে আমাদের দেশেরও গ্রামসমূহ তদবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জাতি তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল সে জাতি আজ প্রচণ্ড সূর্য্যালোক হঠাৎ সহিতে পারিবে কেন? সুতরাং পাশ্চাত্যজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অপকৃষ্টছায়া ভারতের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিয়া নবীন ও প্রবীন,—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত,—অধ্যাপক ও ছাত্র,—ব্যবহারজীব ও চিকিৎসক—শিল্পী ও কৃষক সর্ব্বসাধারণকে গ্রাম্যজীবনে বীতশ্রদ্ধ করাইয়া সহর-বাসে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। ইহাও অভ্রান্ত সত্য যে পল্লীসমূহের উন্নতি স্রোত বদ্ধ হওয়ায় তাহাতে বহু শৈবালদাম ও পঙ্করাশি জন্মিয়াছে। সেই শৈবালদাম পঙ্করাশি উঠাইয়া ফেলিলেই পল্লী-নদী আবার উন্নতির সাগরাভিমুখিনী হইবে। যে জটিল গ্রন্থিদ্বারা গ্রামের সৌভাগ্য সূত্র আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা ছিঁড়িলে বা কাটিলে চলিবে না। তাহাকে ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে কিন্তু তাহা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ্য। পরানুগত্যে ও প পরিতুষ্টির আগ্রহে এদেশ এখন অন্তঃসা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। উদারতা, হিতৈষিতা এবং পরদুঃখকাতরতার এ জাতি এখন অধিকারী নহে। সুতরাং এই অধঃপতিত, নির্জ্জিব ও নিশ্চেষ্ট ভারতীয় জাতিদ্বারা গ্রাম্য সুসংস্কার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এ সম্বন্ধে সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাহারই ফলে পল্লীসংস্কার সাধনের আশা নিতান্ত দুরাশা নহে। সুদূর ভবিষ্যতে এ পল্লী-তড়াগের শৈবালদাম ও পঙ্করাশি তিরোহিত হইবে এবং সে জটিল গ্রন্থির অপনোদন হইবে।

৪। সংস্কারবিহীন এবং বহুযুগ সঞ্চিত আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যেই পল্লীর বিষময় কীটাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। সেই আবর্জ্জনা স্তূপ বিদূরীত হইলেই বিষময় কীটাণু বিনষ্ট হইবে। যে আবর্জ্জনা স্তূপে পল্লীবাসীকে ধ্বংসের সম্মুখীন করিতেছে তাহা এই।

(১) পল্লীর জলনিঃসরণের অভাব এবং পুরাতন পুষ্করিণী বা জলাশয়ের শৈবাল বা কর্দ্দমাক্ত জলরাশির ব্যবহার অথবা জলাশয় বা পুষ্করিণীর একেবারেই অভাব কিম্বা এক জলাশয়ের জলদ্বারাই স্নান, পান

ও অন্যান্য কার্য্যের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রকারে জলাশয়ের অপব্যবহার।

(২) পতিত জঙ্গলময় ভূমি।

(৩) সচ্চরিত্র এবং শিক্ষিত লোকের অভাব।

(৪) মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা।

(৬) বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের অভাব।

(৭) আমদানী ও রপ্তানীর অল্পতা এবং তজ্জন্য খাদ্য সামগ্রীর মহার্ঘতা, তাহার ভাবি ফল ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি।

(৮) সর্ব্বোপরি দেশের দারিদ্র্য।

(৯) মামলামোকদ্দমার ব্যয় বাহুল্য।

(১০) বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়।

কিরূপে উপরোক্ত আবর্জ্জনারাশি নিরাকরণে বঙ্গীয় গ্রাম্যসমাজ সুসংস্কৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রয়াসপর হইতেছি।

৫। পশ্চিম ভারতে গঙ্গার জলরাশি তীরভূমি হইতে আভ্যন্তরিক প্রদেশে প্রবাহিত করায়, বর্ষাগমে উক্ত নদীর জলপ্রবাহে নদী মাতৃক বঙ্গভূমি প্লাবিত না হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশ ক্রমশই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ লৌহবর্ত্ম (রেলওয়ে লাইন) দ্বারা জলনিকাশের পথ সংরুদ্ধ হওয়ায় জলনিঃসরণ হইতে পারিতেছে না।(ক) তজ্জন্য গ্রামসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়েছে। উপস্থিত বিধান বিপর্য্যস্ত করিবার উপায়ান্তর না থাকায় তদ্রূপ অসুবিধা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে সুতরাং এ প্রশ্নের অনুশীলন অনাবশ্যক। প্রতি গ্রামে পয়ঃনিঃসরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা খননও বহু ব্যয় সাপেক্ষ এবং তাহাও অসাধ্য সুতরাং এ প্রশ্নের সমাধান অনাবশ্যক। তবে ক্রম নিম্ন ভূমির দিকে বহু লৌহনল সংস্থাপিত করিয়া জল নিকাশের সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শৈবাল বা কর্দ্দমাক্ত বহুকালীন জলাশয় একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাহা নিতান্ত অসুবিধাজনক হইলে তাহার শৈবাল ও পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করা এবং নিকটস্থ জলাশয়ে পাট পচান নিষিদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাট পচান দ্বারা কেবল যে জলরাশি দূষিত হয় এমত নহে তদ্দ্বারায় বায়ুমণ্ডলও দূষিত হইয়া থাকে; এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে একেবারেই কোন বৃহৎ জলাশয় নাই। সেই সমুদয় স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া বিশুদ্ধ জলের সংস্থান নিতান্ত আবশ্যক, এবং পানীয় জলের জন্য জলাশয় বিশেষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাতে অবগাহনাদি একেবারে নিষিদ্ধ করণ স্বাস্থ্যরক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুপ্রশস্ত পথ দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পাদন করে।

(ক) যেখানে জলনিঃসরণের পথ সংকীর্ণ অথবা রুদ্ধ হওয়াতে পল্লীর স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইতেছে; সেখানকার গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিলে, অনেক স্থানে আশা করা যায় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাহার প্রতিকার করিবেন। এই প্রকার অবস্থা অপ্রতিবিধেয় নহে। জলনিঃসরণ জন্য লেখক মহাশয়ের প্রস্তাব বহু লৌহনল সংস্থাপন একটি অসম্ভব প্রস্তাবনা গ্রামের লোক যথেচ্ছাচারী হইয়া গর্ত্ত খনন করে, বৃষ্টির জল পচিয়া মশক ও ম্যালেরিয়া উৎপন্ন করে, রোগশোকে আমাদের সুন্দর গ্রাম্যসমাজ ছারেখারে হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু ঐরূপ রাস্তাপথে জলনিঃসরণ জন্ত আবশ্যক মত সেতুর ও বিধান থাকিবে। জঙ্গলময় স্থানের দূষিত বায়ু দ্বারা ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয় সুতরাং তৎসমুদয় দূরীভূত করিতে হইবে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীস্থ লোক অন্যায় রূপে মলমূত্র ত্যাগ দ্বারা পল্লী অস্বাস্থ্যকর করিয়া থাকে। সুশিক্ষা প্রদানে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে তাহাদিগের মতিগতি জন্মাইতে হইবে।

৬। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি কি সমাজ-বিজ্ঞান সকল বিষয়েই সকল দেশেই মধ্যবিত্ত লোক অগ্রণী। ইংলণ্ডের puritanic বিপ্লবে, আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতা সংস্থাপনে, ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপ্লবে, ইটালির জাতীয় স্বাধীনতা সমরে মধ্য বিত্ত ভদ্র লোকেই কর্ণধার, উৎসর্গিত প্রাণ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু মধ্য-বিত্তশ্রেণী এ দেশে দারিদ্র্য দুঃখে অধিকতর ম্রিয়মান। তাঁহাদের অর্থকৃচ্ছতার কারণ তাঁহারা গ্রামের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইতে পারিতেছেন না। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সুখ সমৃদ্ধির প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সংসাধনের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। এসম্বন্ধে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের করুণ দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। সুশিক্ষার অভাবে এবং দরিদ্রতার ভীষণ তাড়নে বহুলোক তস্করতা ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে নিয়োজিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা নিরীহ অর্থশালী লোক গ্রাম্য বাস আশঙ্কাজনক মনে করিয়া সুখ ও শান্তি পূর্ণ সহর বাসে প্রবৃত্ত হওয়ায় গ্রাম্যসমাজ উৎসন্ন যাইতেছে। সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা দুর্বৃত্ত দিগের চরিত্র সংগঠন পূর্ব্বক গ্রাম্য সুখ শান্তি অক্ষত রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (খ)

৭। নব্য সম্প্রদায় জাতীয় মাহাত্ম্য ভুলিয়া অতিশয় স্বার্থ-পর হইয়াছেন। স্বধর্ম্ম স্বজাতি স্বগ্রাম তাঁহাদের নিকট প্রিয়বস্তু নহে। ধনবান দিগের প্রধান উদ্দেশ্য উপাধি ও নাম কেনা। এই সম্প্রদায়ই স্বদেশ-দ্রোহী ও স্বজাতী দ্রোহী। তাঁহারা কর্ত্তব্যজ্ঞান বলি দিয়া আত্ম সম্মান বিসর্জ্জন দিতেছেন। আবার অনেকে স্বজাতি প্রেমিকতা ও স্বদেশ হিতৈষিতা দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের চিত্তরঞ্জন ব্যাপদেশে বহুটাকা অপব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। তজ্জন্যই এখন আর পুষ্করিণী খনন, রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করণ দ্বারা স্বগ্রামের উন্নতি সাধনে কাহরই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়না। নৈতিক জীবনের অধঃপতন দ্বারা এ জাতির এই দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় জীবন, নৈতিকমার্গে উন্নীত হইলে এ জাতি আবার স্বার্থপরতা, সাধারণের হিত চিন্তা, হৃদয়ের বিশালতা, ইচ্ছার অনমনীয়তা, লক্ষ্যের অচঞ্চলতা, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের গভীরতায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারে। সুতরাং

(খ) আজকাল পোলিশের তত্ত্বাবধানে গ্রাম্য আত্মরক্ষা সমিতি (নামক সভা নানাস্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ১০।১৫জন বলিষ্ঠকায় যুবক এই প্রকার সমিতি সংস্থাপনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিলে বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে।

জাতির নৈতিক জীবন সংগঠন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য (গ)

৮। এখন আমদানি রপ্তানির কথা। আমাদের দেশের উৎপন্ন শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে। অত্যাবশ্যক শস্যের বিনিময়ে যাহা আমদানি হইতেছে তাহার অধিকাংশই অসার বিলাসসামগ্রী সুতরাং সোণার পরিবর্ত্তে কাচখণ্ডের প্রাপ্তিতে সে ক্ষতির আর পূরণ হইতেছে না তজ্জন্যই খাদ্য জিনিসের মহার্ঘ্যতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই মহার্ঘ্যতা দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী দৈন্য দশায় সমাগত। কৃষকশ্রেণী অর্থাগমের একটু সুবিধা পাইলেও যুগপৎ অতিরিক্ত অর্থনাশে কথঞ্চিৎ বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে এবং অর্থের অপব্যবহার দ্বারা দারিদ্রতাভিমুখী হইতেছে। জিনিসের মহার্ঘ্যতা বশতঃ অনুপযুক্ত খাদ্য সামগ্রীদ্বারা প্রায় অধিকাংশেরই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে, এবং তজ্জন্য সকলেই শারীরিক বলে হীনবল হইয়া পড়িতেছেন। যৎসামান্য আহারের দোষে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা প্রভৃতি প্রতি পল্লীতে সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই আমদানি রপ্তানিস্রোত বন্ধ করা অসম্ভব তজ্জন্য বাণিজ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া ধনাগমের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাভাবে সুচিকিৎসা করিতে না পারায় জনসাধারণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। প্রতি পল্লীই দারিদ্র রাক্ষসের বধ্যভূমিতে সমাহিত হইতে চলিয়াছে। অর্থাভাব বশতঃই পল্লীবাসী সুশিক্ষিত হইতে পারিতেছে না এবং উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী দ্বারা শরীর সংরক্ষণে সফল মনোরথ হইতে পারিতেছে না। এই জাতীয় দারিদ্রতা নিরাকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সৌভাগ্য চক্রনেমি যখন অধোমুখিনী হইতে আরম্ভ হয় তখনই দুঃখের কারণ পরম্পরার অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তজ্জন্যেই নিত্য প্রবাহিত দুঃখের স্রোত নিচয়ে মামলা মোকদ্দমা ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ব্যয় বাহুল্যের স্রোত মিলিত হইয়া জন সাধারণকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে এমতাবস্থায় বিবাহাদি কার্য্যে ব্যয় সংক্ষেপ এবং মামলা মোকদ্দমা করিয়া বিরোধ আপোষে মীমাংসা করিয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

[গ] বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দুদিগের বিশেষত্ব। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কুচেষ্টায় এই বর্ণধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ও আশ্রমধর্ম্ম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুসম্পর্করূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজকাল বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছদেশ, বঙ্গদেশের বাহিরে আর্য্যাবর্ত্ত। পৌরাণিকযুগের পর বৌদ্ধযুগ, তৎকালে বঙ্গে বেদ বিলুপ্ত হয়। তৎপরে তান্ত্রিকযুগে স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। তৎপর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মূল স্মৃতির শ্মশানের উপর তাঁহার প্রণীত একবিংশতি স্মৃতি সংকলন সংস্থাপিত করেন। এই সংকলনে বেদ ও স্মৃতি বিধ্বস্ত হইয়াছে। যৌবন বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি কলিকালে করণীয় নহে বলিয়া তিনি আদেশ করিয়াছেন। এই রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি আছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিলুপ্ত। এই সমস্ত প্রলাপ বাক্য দ্বারা তাঁহার স্মৃতি সংকলিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নৈতিক জীবন বঙ্গে নাই, কেবল স্বার্থ ও কুসংস্কার বঙ্গে একাধিপত্য করিতেছে। কায়স্থগণ চাতুর্ব্বণ্য ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনে চেষ্টা করায় বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের চক্ষুশূল হইয়াছেন। সম্পাদক।

৯। এইরূপে অ-১ধা কারণ পরম্পরা পল্লীর উন্নতির পরিপন্থী স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের অপনোদন অসাধ্য ধারণায় পল্লী সংস্কারে হতাশ হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। যে বৃক্ষের উ গম হয় তাহা কালে ক্রমে ফল পুষ্প ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। এবং শুষ্কপ্রায় ক্রম হইতে স্নিগ্ধ বাসন্তি পল্লবও উৎপন্ন হয় সুতরাং চ্যুতাভরণা, মলিন বসনা এবং হৃতসর্ব্বস্বা পল্লী জননী কি আর পুনরায় গৌরবান্বিতা ও কৃতাভরণা হইতে পারেন না? নিদাঘের রবিকর প্রতপ্ত মৃত্তিকায় কি আর কখনও বারিধারা পতিত হয়না? যে শক্তি দ্বারা ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড ক্রমে বিশাল গিরিমালায়, ক্ষীণা—রজতসূত্র পরিমিতা নির্ঝরিণী ক্রমে দিগন্ত ব্যাপিনী মহা নদীতে এবং গগনের মেঘে নিঃসৃত জলকণা ক্রমে জলধির অসীমত্ব প্রকটনে নিয়োজিত হয়—সেই ঐশ শক্তি সেই মহাশক্তির প্রভাবেই নববিধুরা পল্লী জননী রাজরাজেশ্বরীবেশে পুনরায় সুশোভিতা হইতে পারেন। তাঁহার দুঃখের তামসী নিশিও পোহাইতে পারে। ঐ দেখুন মেঘমুক্ত নীলাকাশ আবার হাসিতেছে রাহুগ্রাসগ্রস্ত চন্দ্রমা পুনরায় সুধাকিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল সরসী জলে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, তারকাস্তবক আকাশতলে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে এবং এ জগত প্রকৃতির কমনীয় কান্তিতে ধীরে ধীরে জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে সুতরাং সুদূর ভবিষ্যতে পল্লীও নবজীবন লাভে সমর্থ হইতে পারিবে—এ আশা দুরাশা নহে—ইহা কবির কল্পনা নহে। (ধ)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

[ধ] বর্ত্তমান সময়ে পল্লীসংস্কার একটী কঠিন সমস্যা। পাশ্চাত্যযুদ্ধের পর এই সমস্যা গুরুতর কঠিন হইয়াছে। ইহার প্রধান অভাব বিশুদ্ধ পানীয় জল। এই অভাব দূরীকরণ মানসে স্বদেশবৎসল শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রমুখ কতিপয় মহাত্মাগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি উদারচেতা লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের শাসন সময়ে এই অভাব অনেক পরিমাণ দূরীভূত হইবে। আমরাই দেখিয়াছি পঞ্চাশত বর্ষ অগ্রে পল্লীজননী ধনজনরত্নে সমলঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু হায়! কি কুক্ষণে ম্যালেরিয়া বিষে মাতার লাবণ্যময় দেহ সমাচ্ছন্ন করিল সেই সময় হইতে কৃতী ধনবান সন্তানগণ দলে দলে মাতাকে ত্যাগ করিয়া নগরে আশ্রয়গ্রহণ করিতে লাগিল। অবসাদে মাতা মলিনবেশা হইলেন। বর্ত্তমান সময় প্রচণ্ড দস্যুদলের ভীষণ উৎপীড়নে শ্যামলচ্ছায়াবিশোভিতা গ্রাম্যজননী দস্যুদলসমাকীর্ণা হইতেছেন। অধুনা শিক্ষিত মহাত্মাগণের দৃষ্টি গ্রাম্যজীবনের মধুরতায় আকৃষ্ট হইতেছে। শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ দস্যুদলের দমন করিতে পারিলে গ্রাম্যসংস্কার সুদূরপরাহত হইবে না।

সম্পাদক।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

মধু বাবু আজ কয়দিন তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতিরূপিণী কুমারীর অনুধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। কে সেই কুমারী? তাঁহার পিতা তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার নিমিত্ত ননীর পুত্তলিকা সম কোমলাঙ্গী সুকুমারী যে বালিকাটিকে নির্ব্বাচীত করিয়াছেন,---যাঁহার ফটোগ্রাফ তিনি অসংখ্যবার দেখিয়াছেন,—সে বালিকার মুখশ্রী, চক্ষুগঠন, কপোলের পরিণতি, দৃষ্টির সরলতা,--সমস্তই বেশ সুদৃশ্য বটে, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টা কুমারীর নয়নযুগলে যে বিদ্যুদ্দাম বিলাসবৎদীপ্তি দেখিয়াছিলেন,—তাহার বাঁধুলিফুলের পাপড়ির মত ঈষৎস্ফুরিত রক্তাধরে যে হাস্যের ছটা দেখিয়াছিলেন,—চকিত রাজহংসীর গ্রীবা ভঙ্গের মত,—তাঁহার গ্রীবার যে ভঙ্গী দেখিয়া ছিলেন,—মহাগর্ব্বিতা মহামহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর মত তাঁহার যে গৌরব-দীপ্তি তেজোবিশিষ্ট মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ছিলেন,—সে সকল সম্পদ এই মোমের পুতুলে কোথায়? তেমন রূপ, তেমন ভঙ্গী, তেমন দৃষ্টি, তিনি আর কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না। তবে এই নারী মূর্ত্তির চিত্র তাঁহার মানস পটে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল? তবে কি সত্যই স্বপ্ন কেবল মাত্র চিন্তার ফল মাত্র, সমূলক নহে?—কে ইহার মীমাংসা করিবে। তাঁহার কল্পনা প্রবল চিত্তে পুনঃ পুনঃ ঐ মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া উত্থিত এবং বিলীন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তিনি স্থির করিলেন যে যদি জীবনে কখনও এই স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পান,—তবেই তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন,—নচেৎ সাধারণে বিবাহের নামে যে ইন্দ্রিয় সেবার উপাদান মাত্র সংগ্রহ করে,—তাহা তিনি কদাচ করিবেন না;—আর সেই ননীর পুতুল ধনীর কন্যা,—তাঁহাকে তিনি কখনও পত্নীত্বে বরণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত, অবশ্যই জগতের আর কেহ জানিতে পারিলেন না;—কিন্তু তিনি পিতাকে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানাইলেন যে সম্প্রতি তিনি বিবাহ করিবেন না।

পিতা খুব বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ব্যক্তি। উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের দৃঢ় সংকল্পের বিরুদ্ধে তিনি কোনও

আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। তিনি জানিতেন যে আপত্তি করিলেই তাঁহার পুত্র অধিকতর বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা।—তাই তিনি দুর্দ্দপ্রকার ব্যাধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক মহাকালের উপর পুত্রের চিকিৎসার ভার দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে লাগিলেন।

বিমাতা,—এই ব্যাপারে কিছুই উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনি নীরব থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করিলেন। ঠাকুর মা কিন্তু নাতবৌ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়াছিলেন; তিনি সময় অসময়ে নানাপ্রকারে বিদ্রোহী নাতিটীকে বাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। তাঁহার আজ্ঞা, রোষ, অভিমান, বিনয়, এমন কি নাকে কান্না পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল। ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ঠাকুর মা এই ইংরাজী পড়া অদ্ভুত জীবটির ইহলৌকিক সদ্গতির সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হইয়া চিন্তাযুক্ত অথবা নিশ্চিন্তমনে নিজের ওপজপে অধিকতররূপে মনঃসংযোগ করিলেন। মধু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচলেন। তথাপি সেই 'ফোটেগ্রাফ'টীর পিতা এবং তাঁহার পিতা তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এইরূপে সময় চলিতে লাগিল।

আমাদিগের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসরকাল অনন্তকালের তুলনায় অতি নগণ্য; কিন্তু জন্মজরামৃত্যুর ক্রীড়নক মানবের পক্ষে এক এক মুহূর্ত্তই কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন আনিয়া উপস্থিত করিয়া ফেলে, তাহা ভাবিলেও বিস্ময় আবদ্ধ হইতে হয়। প্রয়াগের সেই কেরাণী-দার্শনিক তারকবাবুর গৃহে এই দুই বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! খণ্ডপ্রলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভয়ানক ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাৎ, ঝঞ্জাবাত, অথবা জলপ্লাবনের দ্বারাও ধরিত্রী বক্ষের উপর বোধ হয় এরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। তারকবাবুর সেই সুধাধবলিত, উপবনবেষ্টিত, ফলফুলশোভিত, সুদক্ষ-চিত্রকর-চিত্রিত দৃশ্যপটের ন্যায়, ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বাড়ীখানির আজ কি দুর্দ্দশা! ঘর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—বাগানে ফুল ফল নাই,—তাহার পরিবর্ত্তে আগাছা ও কাঁটা এবং ঘাস জন্মিয়াছে,—বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—গরু ছাগল সেই বাগানে চরিতেছে। ভিতরে সেই আনন্দের ধ্বনি নাই,—সেই গাভী বৎস নাই—সে মঙ্গলের চিহ্নমাত্রও নাই। আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নগরে প্লেগ বা মহামারীর প্রথম প্রবেশ ঘটে। তারকবাবু যে আফিসে কাজ করিতেন,—তাহা এক বৃহৎ মালগুদামের সহিত সংলগ্ন। সেই গুদামে প্রথমেই দলে দলে মূষিক মরিতে থাকে এবং সাহেবেরা সতর্ক হইতে না হইতেই তারকবাবু সেই সংক্রামক পীড়ায় পীড়িত হন। তাঁহার সাধ্বী পতিব্রতা কমলা একা পীড়িত স্বামীর সেবার ভার গ্রহণ করেন,—এবং অতি শীঘ্রই উভয়েই একত্র রোগশয্যা গ্রহণ করিয়া এক দিনেই যেন এক শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া পরলোকে প্রস্থান করেন। তাঁহাদের পীড়ার সময় ললিত এবং তাঁহার ভগিনী সুশীলা প্রাণপণে উভয়ের শুশ্রূষা করিতে থাকেন এবং অনাথবৎসলে মহাকাল

সেই মাতৃ-পিতৃভক্ত এবং তাঁহাদের বিয়োগ-দুঃখকাতর যুবক পুত্র ললিতমোহনকে যেন তাঁহাদের সেবার নিমিত্তই ইহলোক হইতে লইয়া যান। বিশ্বপ্রমাথিনী ঝঞ্ঝায় অরণ্যের মহামহীরুহদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পাতিত করিলে আশ্রয়চ্যুতা ছিন্নভিন্নদশাগ্রস্ত সুকুমারী বল্লরীর যেরূপ দুর্দ্দশা হয়,—এই মহামারীর নিদারুণ আক্রমণে পিতামাতা এবং ভ্রাতৃ-বিরহিতা হইয়া কিশোরী ও সুকুমারী সুশীলারও সেই দশা হইয়াছে। এই বাটীতে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা লইয়া সুশীলা একাকিনী বাস করিতেছেন।

পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ললিতমোহন যখন নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন,—বন্ধু মধু আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। মধুর পিতা এবং পিতামহীর শত উপরোধ ব্যর্থ হইল,—তিনি নিজ প্রাণ দিয়াও বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এত দিন তাঁহার ব্যর্থ চিন্তায় যাইতেছিল, এখন একটা কাজ জুটিল। সঞ্চারিণী বিশীর্ণা লতিকার ন্যায় সুশীলা নতমুখে, মৌনী হইয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিতে লাগিলেন। এই সে দিন একযোগে মাবাপ গিয়াছেন, আবার সংসারে একমাত্র দাদা জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থানে অবস্থিত। এই দারুণ অবস্থায় সুশীলার মনের ভাব কি হইতে পারে, তাহা অনুমেয়,—বর্ণনীয় নহে। দাদার প্রাণের বন্ধু চিরসুহৃদ্ চিরানন্দমূর্ত্তি মধু দিবারাত্র তাঁহাদের বাটীতে,—অথচ সুশীলার মুখে একটী কথা নাই। যদিও মধুবাবুর দয়ায় রোগীর পথ্য প্রস্তুত এবং গৃহের অন্যান্য কর্ম সুশীলাকে করিতে হয় না,—তথাপি তিনি বিনিদ্র অবস্থায় ম্লানমুখে দাদার মুখের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। শয্যার অপর দিকে, মাটিতে, চেয়ারের উপর মধু,—শয্যার উপর ওদিকে সুশীলা,—এই দুইটী প্রাণী নিজেদের প্রাণের মায়া একেবারে ত্যাগ করিয়া ঠিক যেন যমের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। রোগীর অবস্থা একদিন একটু ভাল,—পরদিন আর মন্দ;—এইরূপ ভালমন্দ, আশা-হতাশায় বার দিন বার রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। আজ ত্রয়োদশ দিবস, আজ বৈকাল হইতে রোগীর জ্ঞান হইয়াছে।

রাত্রি নয়টার পর, ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। বিচক্ষণ ডাক্তার এই রোগের লীলার সহিত, বেশ পরিচিত আছেন,—তিনি রোগীর জ্ঞানের পুনরাগমন দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন না। যাইবার সময় কেবল মধুকে এই মাত্র বলিয়া গেলেন যে এইরূপ জ্ঞান যদি কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তবেই আশার কথা। নচেৎ আর—কি? ডাক্তার যাইবার পরে সুশীলা দাদাকে পথ্য প্রদান করিলেন। দাদা; ললিত বেশ রুচির সহিত পথ্যগ্রহণ করিলেন দেখিয়া সুশীলার শুষ্কমুখে বহুদিন পরে একটু প্রফুল্লতা আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা, কেমন আছ? ভাল আছ ত?"

দাদাও একটু মৃদু হাসির সহিত বলিলেন "আমি? আমি বেশ আছি, দিদী,—" এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি মধুর প্রতি পড়িল। মধুর উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র,—তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল,—তিনি চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। অবশেষে মধু দেখিলেন যে রোগীর কোটরগত নিমীলিত নেত্রযুগ হইতে অশ্রু পড়িতেছে।

মধু এই অশ্রু দেখিয়া বড় বিচলিত হইলেন,—বলিলেন, "ভাই ললিত, ভাই ললিত,—আমি তোমার কাছেত দিন রাত্রি আছি,—কেন ভাই তুমি কাঁদিতেছ? বল, বল, তোমার কি কষ্ট হইতেছে?" এই বলিয়া তিনি সাদরে বন্ধুর চোখের জল মুছাইয়া দিলেন।

রোগী পুনরায় নয়ন মেলিলেন। এবার স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "না ভাই,—আমার কোন কষ্ট নাই;—তুমি প্রকৃতই মধু;—তোমার বাক্যে মধু, স্পর্শে মধু, তোমার দর্শনে মধু: না জানি তোমার হৃদয়ে কতই মধু। তোমার মত ধনীর পুত্র আমার মত গরীবের প্রাণ দিতেছে,—তবু আমার অসুখ? কষ্ট? সুশীলার মত বোন ও তোমার মত সখা যাহার পাশে দিবা নিশি,—তাহার মত সৌভাগ্য আর কাহার?

"তবে কি জান,—আমি কাঁদিতেছি কেন?—কেন, তা শোন। সুশীলা,—তুমিও থাক, শোন। আমাকে বাধা দিও না। আমার দিন ফুরাইয়াছে,—সে জন্য তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। কিন্তু মধু,—আমার সুশীলার কি হ'বে ভাই? এই বাড়ী খানি ছাড়া আর ত আমি একটী পয়সাও দেখি না,—তবে সুশীলার বিয়ের কি হ'বে? এই আমার কষ্ট। থাম, বাধা দিওনা,—আমার কথা শোন। তুমি ভাই,—আমার এই ভারটী নাও,—তুমি একটী যোগ্য পাত্র দেখে,—যাতে আমার এই আদর্শ সুশীলা সুখী হয়,—তেমনি দেখে,—তার বিয়ে দিও। আর,—আর,—যদি অন্যত্র চেষ্টা করেও তার যোগ্য বর,—তোমার মনোমত যোগ্য বর, না পাও,—তুমি তাকে নিজে বিয়ে করো। দাও, ভাই তোমার হাত আমার হাতে দাও; (লইয়া) হা, এই তোমার হাতে ধ'রে বলছি,—আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর,—প্রতিজ্ঞা কর,—আমি সুখে মরি।"

মধু বন্ধুর এই কথা শুনিয়া তড়িৎ স্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, মোহাবিষ্টের ন্যায়,—সুশীলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন! দেখিলেন, সুশীলার মুখ আজ নত নহে,—সে ধীর স্থির চিত্রিত প্রতিমার মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে,—প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছে,—তিনি জ্ঞানহীনের ন্যায় বন্ধুর উত্তপ্ত এবং শীর্ণ হাত দুখানি আপনার দুই হস্তে সবলে ধরিয়া বলিলেন "ললিত,—তুমি নিশ্চিন্ত হও; আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম,—আমি তোমার হাত ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম।" আর মুখের কথা শেষ হইল না। রোগী এক দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত "ওঃ! বাঁচিলাম" বলিয়া নীরব হইলেন;—তাঁহার কণ্ঠে কি এক অব্যক্তধ্বনি হইতে লাগিল, সেই বিশীর্ণ মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল,—মৃত্যুরচ্ছায়া সেই মুখে পড়িল। ভগিনী সুশীলা চীৎকার করিয়া দাদার বক্ষে পড়িলেন। মধু দেখিলেন সত্যই ললিতমোহন আনন্দধামে প্রস্থিত হইয়াছে। হায়! সত্যই তাঁহার প্রাণ যেন বন্ধুর প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সেই নিদারুণ রজনী কিরূপে কাটিল,—তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। যাহাই হউক,—শোকে, দুঃখে সুশীলার এই দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মধু স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত, সুশীলার বিবাহের

নিমিত্ত, এই দীর্ঘ দুই বৎসর, লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন ;—বস্তু অদ্যাবধি তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই। "সুশীলার যোগ্যপাত্র" চাই,—যেমন তেমন পাত্রে হইবে না। কখনও ভাবেন,—প্রথমশ্রেণীর এম, এ, পাশই যোগ্য-পাত্র ;—সেরূপ পাত্রের অনুসন্ধান লইয়া দেখিলেন,—বাজারে তাহার মূল্য দশ হাজারের কম নহে!—ধনীর শিক্ষিত পুত্রকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া তথায় গেলেন,—ধনী তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতই করিলেন না! "তিনি গরীবের মেয়েকে বৌ করিবেন? এরূপ অসম্ভব প্রস্তাব!" উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ পশার ওয়ালা একটী দ্বিতীয়পক্ষ উকীলের নিকট গেলেন,—সেখানেও পাঁচ হাজার টাকা দর! এইরূপে তিনি নিজের লেখাপড়া,—কাজকর্ম্ম,—খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দুই বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়াও সুশীলার যোগ্যবর একটিও যোগাড় করিতে পারিলেন না।

মধু এক দিন লক্ষ্ণৌ নগর হইতে ব্যর্থমনে বিফলপ্রযত্ন হইয়া বাটীতে ফিরিলেন। বড় আশা করিয়া তথায় গিয়াছিলেন,—সেই বর এম, এ, ক্লাসে পড়েন ;—তাঁহার পিতাকে পাত্রীর রূপগুণ ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া একবার পাত্রী দেখিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু সেই প্রাচীন ভদ্রলোক নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় বলিলেন, -"দেনা পাওনার কথা একটা ঠিক না হইলে,—কেবল দেখিয়া কি হইবে?" তাহার পর তিনি যখন "কন্যার পিতামাতা ভ্রাতা কেহই নাই,—এ নিতান্ত অনাথা অসহায়"—এই সকল দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহার মন নরম করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন,—

তখন সেই পামর দন্তগুলি বিকশিত ক[রিয়া] বলিল "ওঃ—তাহ'লে ত আদৌ হবে মশাই,—এ মেয়ের যখন কেহই নাই তবে এর পর তত্ত্বতাবাসে কিছুই [পাও]য়া যাবে না ;—মধু ঘৃণায় আর [অব]শিষ্ট কথাটুকু না শুনিয়াই সেস্থান হই[তে] পলাইয়া আসিয়া সমস্ত পথ চিন্তা করি[তে] বাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুশী[লার] বয়স প্রায় ষোল বৎসরের কাছাকাছি, কেমন করিয়া এখন প্রত্যুত্তর বাছে 'হল হ'লনা" বলিয়া দাঁড়াইবেন ; এই লজ্জ[া] তাঁহার হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগি[ল]। অবশেষে সন্ধ্যার পর,—চিন্তিত মনে বি[ষণ্ণ] বদনে সুশীলার বাটীতে উপস্থিত হইলে[ন]।

সুশীলা তাহার নিজের আহার্য্য [প্রস্তুত] করিয়া-ভোজনে বসিবেন,—এরূপ আ[য়োজন] করিতেছেন,—এমন সময় মধু দাদার [ডাক] পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি খাদ্যদ্রব্য যথা[স্থানে] রাখিয়া দিয়া, দালানে,—যেখানে বর্ষীয়সী মধু বাবুকে বসিবার আসন দিয়াছিল,—[সে]খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেওয়া[লের] কুলঙ্গীতে মাটির প্রদীপটি মিট্ মিট্ ক[রিয়া] জ্বলিতে ছিল,—তিনি তাহার শলিতা উস্[কাইয়া] দিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিলেন পরে মৃদু[স্বরে] জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দাদা, তুমি কখন ফিরিয়া আসি[লে] খাওয়া হইয়াছে?" মধু নত মুখে আ[ধ] প্রশ্নের উত্তর দিলেন "না"।

সুশীলা এই উত্তর পাইয়াই দ্রু[ত] প্রস্থান করিলেন এবং পাক ঘরে খাবার [প্রস্তুত] করিয়া আহার্য্য সাজাইয়া দিয়া ডাকি[লেন] "দাদা, খাবে এস।" মধু আজ নিজের দি[কে]

যন্ত্রের পীড়ায় প্রপীড়িত ছিলে। সুশীলার সাদর আহ্বানের কোনও রূপ প্রতিবাদ করা, তাঁহার ক্ষমতাই ছিল না। যন্ত্র চালিত পুতুলের ন্যায় তিনি ভোজনপাত্রের নিকটে বসিয়া নতমুখে আহার সমাধা করিলেন। সুশীলা এত রাত্রিতে তাঁহার জন্য খাদ্য কোথায় পাইল, এ চিন্তাও তাঁহার হইল না। তিনি যেন,—সেদিন সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

আহার সমাপ্ত করিয়া মধু আবার সেই দালানের আসনে আসিয়া বসিলেন। সুশীলা আবার সেই কুলঙ্গীর প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া দেওয়াল ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন।

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব। অনেকক্ষণ পরে, মধু অধোমুখে ধীর স্বরে বলিতে লাগিলেন আমার বলিতে লজ্জা করে,—এত দিন পর্য্যন্ত এত চেষ্টা করিয়াও——"

কথা শেষ না হইতেই স্পষ্ট তেজোগর্ভ বাক্যে সুশীলা বলিল, "দাদা—তোমাকে প্রায়ই একটা কথা বলিব, বলিব ভাবি কিন্তু, বলিতে পারি নাই। আজ বলিব! আমি বিবাহ করিব না।"

মধু চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলেন,—প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার উজ্জ্বল আলোক সেই কিশোরীর নয়নযুগলে প্রতিফলিত হইয়া যেন ঠিকরিয়া আসিতেছে। বিস্ময়ে মধু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"—কেন তুমি এ কথা বলিতেছ?"

তেজস্বিনী যেন তেজোমণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দেওয়ালের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, আলোকদীপ্ত প্রতিভোজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরো উর্দ্ধে তুলিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সরল দেহযষ্টী যেন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। গ্রীবাদেশ ঠিক চকিতা রাজহংসীর গ্রীবার মত ঈষৎ বঙ্কিমভাব ধারণ করিল,—লোহিত ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল,—দীর্ঘশ্বাসে বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল,—তিনি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে কিশোরীর বালভাব পরিত্যাগ করতঃ পূর্ণ যৌবনমধ্যস্থা মহিমামণ্ডিত রাজরাজেশ্বরীর দেবপ্রভাব লাভ করিলেন। ঘৃণা ও কৃপা মিশ্রিত অথচ ঈষৎ বিকম্পিত সুমধুর স্বরে বলিলেন,—"বিবাহ কাহাকে করিব? ক্রীতদাস বা ক্রীতপশুর ভোগ্যদ্রব্য হইবার নিমিত্ত আমার জন্ম হয় নাই।—আমি কাহাকে বিবাহ করিব? ছি!"

উচ্চশিক্ষিত বলবীর্য্যশালী উন[illegible] যুবক শ্রোতা বালিকার এই বাক্যে স্ত[illegible] হইয়া নয়ন মুদিলেন। তিনি যেন সেই তেজোময়ী দেবীর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না! দারুণ কৃপা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত "ছি!" ঐ শব্দ তাঁহার কর্ণের ভিতর পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তাঁহার মনোরাজ্য দুঃসহ আলোকে আলোকিত হইয়া গেল। কে যেন তাঁহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, —"এই যে সেই তোমার স্বপ্নদৃষ্টা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী!" যুবকের সমস্ত কলেবর পুলকে কণ্টকিত হইয়া গেল। হৃদয়ের ভিতর যেন আনন্দময় বিদ্যুতের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন ধীরে ধীরে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। দেখিলেন আর সে বিদ্যুদগ্নির দাহজ্বালাময়ী, মহিমমণ্ডিতা, তেজস্বিনী যুবতী মূর্ত্তি নাই,—

সম্মুখেই প্রোদ্ভিন্নমাত্র যৌবনা, সৌম্যস্মিতমুখী, চারুসর্ব্বাঙ্গী, সদ্যোবৃষ্টিধৌত কুবলয়পত্রবর্ণা, চিরপরিচিতা সুশীলা, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তাঁহার জ্ঞান যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি কিন্তু আর অধিক কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কেবল বলিলেন "সুশীলা,—তুমি বিবাহ করিবে না? বেশ,—বেশ সংকল্প; কেবল রাখিতে পারিলেই হয়।"

সুশীলা—আবার মৃদু হাসির সহিত বলিল "দাদা, তুমি যদি সংকল্প রাখিতে পার,—আমি পারিব না,—আমাকে কি এতই অপদার্থ মনে কর?"

মধু বাবুর মাথা আজ ঘোরতর তোলপাড় হইয়া গিয়াছে,—তিনি মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সুশীলার নিকট বিদায় নিয়া আসিতেও ভুলিয়া গেলেন। এমনি তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য। বুদ্ধিমতী সুশীলা কিছু লক্ষ্য করিয়াছিল কি? কে বলিতে পারে? স্ত্রীলোকের মনের ভাব ব্রহ্মাও টের পান না—আমরা ত ছার!

৩

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে;—সমস্ত জগৎ সুপ্ত। শুক্লা নবমীর চন্দ্র পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। মুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া মধুর শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। মধুর চক্ষুতে নিদ্রা নাই,—তিনি মুদিত নেত্রে কত কি ভাবিতেছেন। চিন্তার ঝঞ্ঝা বায়ু তাহার হৃদয় পারাবারে তুমুল ঝঞ্ঝা তুলিয়াছে,—তাহার চিত্তসাগর যেন প্রবল বেগে প্রথিত হইতেছে। যৌবনের প্রথমে যুবকম হৃদয়ে এইরূপ চিন্তালহরী প্রায়ই উঠিয়া থাকে,—প্রায় প্রত্যেক যুবকেরই মনঃ পারাবার মথিত হয়;—যাহার না হয়, হয় সে জড়, নচেৎ দুর্ভাগ্য! হঠাৎ যুবক নয়ন মেলিয়া চমকিয়া উঠিলেন।—শয্যায় শয়ন করিবার সময়ে ঘরের আলোক খুব ম্লান করিয়া দিয়াছিলেন,—ঘর প্রায় অন্ধকারময় ছিল। সেই অন্ধকার প্রায় গৃহের ভিতর চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া তাহার শয্যায় পড়িয়াছে,—যেন জ্যোৎস্নারূপিনী কোন সুন্দরী তাহার দেহলতা এলাইয়া সেই শুভ্র শয্যাকে নিজ দেহপ্রভায় অধিকতর শুভ্র শোভাময় করিতেছে! সেই দৃশ্য দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন! এমন সময় নিকটে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশিরে একটা পাপিয়া পাখী তাহার হৃদয় বিদারক "উ—উ—উ—উ চোক গেল—" বিরহ সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল। মধুর বসন্তকাল,—জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, জ্যোৎস্নাস্নাত শয্যা, মলয় বায়ু, পাপিয়ার পঞ্চম স্বর,—সকলে মিলিয়া মধুর মথিত হৃদয়কে পুনর্ম্মথিত করিয়া ফেলিল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে শয্যা ত্যাগ করতঃ নিজের লিখিবার টেবিলের নিকটে আসিয়া কেরোসিন ল্যাম্পটী উজ্জ্বল করিয়া দিলেন এবং নিজে চেয়ারে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন,—

সুশীলে,—

তোমাকে পত্র লিখিতেছি। ইহাতে তুমি কেন,—আমি নিজেই বিস্মিত হইতেছি। কিন্তু কি করিব,—উপায় নাই। শুনিয়াছি, জলমগ্ন অসহায় ব্যক্তি, নিজ প্রাণ রক্ষার আশায় তৃণ একগাছি বুকে চাপিয়া ধরে;—আমিও সেই আশায় এই তৃণাবলম্বন লইতেছি।

অনেক দিন হইতে অনেক লোক আমাকে "পাগল" বলে। আমি বড় মানুষের ছেলে হইয়াও "বাবু" নহি,—টাকা পয়সা আমি ভালবাসি না, ওকালতী ব্যবসা আমি ভাল বাসি না,—বিবাহ করা রূপ অনুগ্রহের জন্য স্ত্রীর পিতার নিকট টাকা আমি চাহি না,—এত বড় সহরে একটীও বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ বন্ধুতা নাই,—আমি নাচ গান থিয়েটার প্রভৃতির রস বুঝি না,—এই সকল অপরাধের জন্য অনেকে,—ঠাকুর মা পর্য্যন্ত, আমাকে "পাগল" বলেন। কিন্তু এতদিনে আমি সত্যই পাগল হইলাম ; আমি তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি।

কথাটা সহজ নহে ! এই শেষ ছত্র লিখিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠে আসিয়াছে। তুমি আমার অনুরোধ রাখিবে কি ?—আমাকে বিবাহ করিবে কি ?

আমার পিতা আজ দুই বৎসরেরও অধিক কাল হইতে একটী অতিশয় সুন্দর বালিকার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুদিন পরেই আমি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখি,—তাহাতে অতি তেজস্বিনী দেবীর মত একটি বালিকা প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা আমার গলায় দিতেছেন দেখিতে পাই। আমি তেমন চেহারা, কখনও দেখি নাই। সেইদিন হইতে আমি ভাবিয়াছিলাম আমার জীবনে বিবাহ হইবে না ;—কারণ সেই স্বপ্ন দৃষ্টা দেবী ভিন্ন অপর কাহাকেও আমি বিবাহ করিতে পারিব না। "আমি আপাততঃ বিবাহ করিব না এইকথা পিতাকে বলিয়া আমার বিবাহ স্থগিত রাখিয়া ছিলাম।

তাহার পর তোমার ভ্রাতার নিকট আমার প্রতিজ্ঞা। তখন স্বপ্নেও ভাবিনাই, তোমাকে আমি বিবাহ করিব। আমি ভাবিয়াছিলাম, চেষ্টা করিয়া উপযুক্তবরের হস্তে তোমাকে অর্পণ করিয়া আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হইব।

কিন্তু, কিন্তু,—আজিরাত্রে আমার হারা- নিধি পাইয়াছি। সেই স্বপ্নদৃষ্টা দেবী তুমি। কে জানিত তুমি এত সুন্দর! কে জানিত তোমার মুখে এত শোভা, তোমার নয়নে এরূপ জ্যোতি ! কে জানিত তোমার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্ফুটিত পদ্মের এত সৌরভ !

তুমি শ্যামাঙ্গী হইয়া ও অসাধারণ সুন্দরী; তোমার তুলনা ত আমি এপর্য্যন্ত আর কোথা- য়াও দেখিনাই। মানুষের দেহে পদ্মের গন্ধ কবির কল্পনা ভাবিয়াছিলাম,—কিন্তু আজ রাত্রে তাহা স্বয়ং পাইলাম। পদ্মিনি,—তুমি প্রকৃতই কমলার কন্যা। কমলার কন্যাই মূর্ত্তিমতী কমলবালা হইয়া আসিয়াছেন। দেবি, তুমি ধন্য।

সুশীলে,—ভাবিয়াছিলাম, বিবাহে আমার আবশ্যকতা নাই, এখন দেখিতেছি তাহা ভ্রম মাত্র। তুমি দেবী, আমি সামান্য মানুষ মাত্র তোমার যোগ্য আমি নই। কিন্তু দেবি, আমি ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ কর, আমি আম- রণ তোমাকে পূজা করিব,—কদাপি তোমাকে সুখের সাধন বা ভোগ্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিব না। প্রাণেশ্বরি, তুমি কি একবার আমাকে অনুমতি দিবে ? তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টাকরিব।

রাত্রি প্রায় শেষ হইল; বিস্ময়ে আনন্দে আশঙ্কায়, আমি আজ উন্মত্তবৎ। তোমার

উত্তর আমাকে বাঁচাইবে কি মারিবে, জানিনা। উত্তর যাহাই তোমার মত হয়, হউক,—আমি বিনা বিচারে তাহা শিরোধার্য্য করিব দেখিও, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া তোমার নিজের প্রতি অবিচার করিও না। ইতি তোমারচির সুহৃদ মধু

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

আগমনী।

ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি, অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ, সর্ব্বকল্যাণকারিণি ॥১
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব, শত্রুক্ষয় জয়প্রদে।
ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং, নব দুর্গে সুরার্চ্চিতে ॥২

আনন্দময়ী মায়ের ভারতে আবির্ভাব আমাদের একটি পরম বিভব। আকুমেরিকা হিমবান সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য মধ্যে এই সময়ে যে প্রকার একটী অপূর্ব্ব উন্নতি সম্প্রসারিত ও আনন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা অন্য কোনও সময়ে অসম্ভব। যে সমস্ত শিল্পকার্য্য ও কলাবিদ্যার জন্য ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত তাহার প্রত্যেকটি এই মহোৎসবের আকর্ষণে উন্নতিও সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া থাকে। এই সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে তীব্র তূর্য্য ধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া নিদ্রালস কাতর ব্যক্তিগণকে জাগরিত করিয়া দিতেছে। দুর্ব্বল ব্রাহ্মণশক্তি যে উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্ম কার্য্যে মনোযোগী হইতেছেন, অসিজীবী ও মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ আপন আপন ব্যবসায়ে অধিকতর মনোযোগী হইতেছে, বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ প্রচুর অর্থাশায় স্বকীয় ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া উত্তম উত্তম জিনিষ প্রস্তুত করিতেছেন, জন সাধারণ ও অনবরতঃ পরিশ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ফলতঃ এমন সার্ব্বজনীন মঙ্গলময় উৎসব ভারতে কেন, জগতে আর কুত্রাপি নাই।

২। প্রকৃতি সতী আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব মনোরম বেশে সুসজ্জিত হইতেছেন। ঋতুগণ মধ্যে শরৎকাল অতি মনোরম। প্রাবৃটের ঘন-ঘটা, শ্রাবণের ধারা, নদনদীর পঙ্কিল জলোচ্ছ্বাস ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। সদ্যোস্নাত প্রকৃতিরাণী নীলাম্বরে সমাবৃত হইয়া, হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল নক্ষত্র ও তারকারাজি দ্বারা পরিশোভিত হইতেছেন।

তদীয় মস্তকে নির্ম্মল চন্দ্রমার বিমল কৌমুদী বিস্তার করিতেছে, জলে স্থলে পুষ্পরাশি বিকসিত হইয়া মাতাকে সুন্দর সুন্দর কুসুম আভরণে সুসজ্জিত করিতেছে, উন্মুক্ত প্রান্তরে হরিদ্বর্ণ সুশ্যামল ধান্য মন্দ মন্দ সমীরণে হিল্লোলিত হইতেছে, প্রস্ফুটিত কাশকুসুম শরদাগমন প্রচার করিয়া আকাশের ক্রৌঞ্চমালার অনুকরণ করিতেছে, শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত পাদপগণ সুবর্ণ তরল প্রভায় সুরঞ্জিত হইয়া আশ্বিনের অভ্যুদয় প্রচার করিতেছে। এস মা আনন্দময়ি এমন সুখের সময়ে, প্রকৃতির রম্য লীলা নিকেতন বঙ্গে আগমন কর।

৩। আজ সপ্তমীপূজা, সাত্ত্বিকগণের মহাপূজা। মায়ের যে সকল সন্তান শমদম তপ শৌচ ইত্যাদি ধর্ম্ম-সমন্বিত তাঁহারা আজ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন—

ওঁ দুর্গেদেবি সমাগচ্ছ, সান্নিধ্যমিহকল্পয়।
রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিংকুরু নমোহস্তু তে॥

মাগো! রম্ভারূপে পৃথিবীতে শান্তি সুখ দশহস্তে বিতরণ কর। আজ সাধক মুক্তহস্তে দীনদরিদ্রকে ভোজন করাইতেছেন। দিবাশেষে, রাত্রিতে আজ কত আনন্দ, রঙ্গমঞ্চে কত সুখের অভিনয়, কত পতিপ্রাণা রমণী প্রাণবল্লভের প্রত্যাগমনে, কত বিরহব্যথিতা নারী বহুদিনপরে প্রিয়জন সমাগমে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। এমন সুখের রাত্রি আর হয় না। এইরূপে সপ্তমীনিশি প্রভাত হইয়া গেল।

৪। অদ্য মহাষ্টমীপূজা। ক্ষত্রিয়াদি রাজসিকগণের পূজা; ছাগাদি জীবের বলিদানের বাহুল্যে পূজা প্রাঙ্গন রক্তে প্লাবিত হইতেছে। তাঁহারা যুক্তকরে দেবীকে প্রণাম করিতেছেন

ওঁ দেবিচণ্ডাম্বিকেচণ্ডি চণ্ডারিবিজয়প্রদে।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদেদেবি নিত্যং মে বরদা ভব॥

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই রাজসিক, অদ্য মাতা তাঁহাদেরই পূজা গ্রহণ করিবেন। অদ্য য়ুরোপের মহাযুদ্ধে যে যে স্থানে মানুষের পবিত্র রক্তে নদী বহিয়া যাইতেছে, মা রণ-রঙ্গিণী বেশে সেই সেই স্থানে মহাকালীরূপে উপস্থিত হইয়া রক্ত পান করিতেছেন। মানুষের রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, আজ য়ুরোপ শ্মশান।

৫। অদ্য মহানবমীপূজা।—ঘোর তামসিকগণ আজ মায়ের পূজায় নিরত। তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে মায়ের স্তব করিতেছেন—

ওঁ কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা।
লোলজিহ্বা ঘোররক্তা নিত্যং মে বরদা ভব॥

আজিও পশুরক্তে পূজা প্রাঙ্গন প্লাবিত হইতেছে (ক) তামসিকদিগের সমর ভীষণ হইতে ভীষণ

[ক] শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ কতিপয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ বলেন যে জীবরক্ত আমার মায়ের প্রিয় পানীয় অদ্য তাঁহাদেরই দিন। তাঁহারা অঞ্জলিপূর্ণ জীবরক্ত মায়ের রাতুল চরণোপান্তে প্রদান করিয়া মাতার রক্ত রাজীবপদ আরো রক্তবর্ণ করিতেছেন। এই সকল জীব হিতৈষী মহাত্মাগণ আজ য়ুরোপে গমন করিলে রণক্ষেত্রে নর-রক্তে অঞ্জলি দিতে পারিতেন। সম্পাদক।

তর ইহারা যুদ্ধে কোন নিয়ম পালন করেন না,—নরহত্যা করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। তাই স্বয়ং কালী আজ য়ুরোপে কালানলসন্নিভ দংষ্ট্রাবলি ব্যাদান করিয়া নরদেহ চর্ব্বণ করিতেছেন।

৬। এই প্রকারে মায়ের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা শেষ হইয়া গেল। হায় হায়! সম্বৎসরের আয়োজন তিন দিন ও তিন রাত্রিতে বিসর্জ্জন। আজ বিজয়া দশমী মায়ের বিসর্জ্জন। আজ মাতার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সন্তানগণ এক যোগে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্তব করিতেছেন——

ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবিচামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ।
কুরুষ মমকল্যাণ মষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥
গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং স্বস্থানং দেবিচণ্ডিকে।
যৎ পূজিতং ময়াদেবী পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং যত্রদেবো মহেশ্বরঃ।
সম্বৎসর ব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ॥
তৎপরে বিসর্জ্জন।

৭। অদ্য শুভ বিজয়ার প্রদোষকালে আমরা বিশ্বজনীন প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সকলকেই কোল দিতেছি, এবং বিশ্বপতির চরণে প্রার্থনা করি শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং প্রতিভার প্রাণস্বরূপ গ্রাহকগণও লেখকগণের উদ্দেশে আমরা নমস্কার ও কোলাকুলি করিলাম ইতি।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীবিজয়া।

ওঁ প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ
স্বৈস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি॥
অত্যস্যৈব দেবি তরসা কিল কল্পকালে
কো বেদ দেবি চরিতং তব বৈভবস্য॥১॥

বিদ্যা ত্বমেব বুদ্ধিমতাং নরাণাং
শক্তিস্ত্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব।
ত্বং কীর্ত্তিকান্তিকমলামল তুষ্টিরূপা
মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্য লোকে ॥২॥
নমো দেবি মহাবিদ্যে নমামি চরণৌ তব।
সদা জ্ঞান প্রকাশং হি দেহি সর্ব্বার্থদে শিবে ॥৩॥

আজ ১৮৩৬ শকাব্দীয় (বঙ্গীয় ১৩২১ সালের) সৌর আশ্বিনের ১২ই তারিখ, শুক্লা দশমী তিথির রাত্রি। আজ বিশ্ববিশ্রুত শুভ বিজয়া দশমীর রাত্রি। সর্ব্বকল্যাণ এবং নিখিল অকল্যাণের জননি, বিশ্বভূতে, বিশ্বমাতঃ শঙ্করি,—এই শুভ বিজয়া প্রদোষে আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। হে হৈমবতি উমে,—আমার অজ্ঞানান্ধকার, দেহমদভ্রান্তির তমঃ নাশ করিয়া, আমার হৃদয়ে নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দাও। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

২। হে আমাদের কায়স্থকুলের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত, হে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমূর্ত্তি, ধর্ম্মাবতার; আজি এই শুভমুহূর্ত্তে তোমার শ্রীচরণ সরসিজে বারবার প্রণত হইতেছি,—তুমি কৃপাকরিয়া তোমার এই অভাগ্য সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দাও, পরার্থে প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনের বল প্রদান কর;—আমি তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

৩। চিন্ময় ব্রহ্মের সাকারবিগ্রহ হে পিতৃদেব,—তুমি আজি স্বর্গত। স্বর্গগতই হও, অথবা তোমার অক্লিষ্ট কর্ম্মফলে ব্রহ্মলোকেই বাস কর,—আমার সহিত তোমার বাস্তব বিরহ অসম্ভব,—যেহেতু তুমি পিতা, আমি পুত্র, সুতরাং এক। বেদ ভগবন্ অবিনশ্বর তারস্বরে তোমার সহিত আমার একত্ব ঘোষিত করিতেছেন। হে ভগবন্, হে জনক, আমি এই শুভ প্রদোষে তোমার শ্রীচরণ বন্দন করিতেছি। তোমার সেই অকম্প, অবিচলিত বিশ্বাস, অটল সত্যানুরাগ, অনানুষ তেজঃ এবং অতন্দ্রভাব আমাকে প্রদান কর, তোমার দৃষ্টান্ত যেন আমি অনুসরণ করিতে পারি, এরূপ বর আমাকে প্রদান কর, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

৪। আর মা, সর্ব্বংসহা, ক্ষমার শরীরীণী মূর্ত্তি মা আমার, অখিল জননি, জগদ্ধাত্রী মা আমার, তুমি যে লোকেই থাক, তুমিত সর্ব্বদাই আমাকে তোমার অপার্থিব শান্তিময় ক্রোড়ে রাখিয়া স্নেহময়ী ক্ষীরধারার দ্বারা আপ্যায়িত করিতেছ। আমার এই দেহ মন ও বুদ্ধির যাহাকিছু, সবইত তোমার। তোমার পাদপদ্মে আমার মস্তক ত সর্ব্বদাই লুটাইয়া রহিয়াছে তাহা তুমি জান আর আমি জানি, তোমাকে "লোক দেখানে" প্রণাম আবার কি করিব? তথাচ মা আজ বিজয়া তিথি, সকল পুত্রকন্যাই তাহাদের মাকে প্রণাম করিতেছে, আর আমি তোমার স্নেহের দুলাল তাহাতে বঞ্চিত থাকিব? তাহা কি হয় মা? তাই এই শুভবাসরে তোমার শ্রীচরণে আমি

কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। তোমার কাছে আমি কি বর চাহিব মা? তুমিত আমার যা'কিছু সবই চাহিবার অগ্রেই দিয়াছ তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

৫। এই চির-দরিদ্রের জীর্ণ ও অন্ধকার হৃদয় কুটীরের মধ্যস্থ রত্নবেদী আলোকিত করিয়া হে দেবি,— তুমি যে সেই কৈশোর কালের প্রভাত সময় হইতেই, অবিচ্ছিন্ন ভাবে,— অহরহ, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ,— এই শুভ বিজয়া বাসরে কি কথা বলিয়া তোমার অভিনন্দন করিব? জগৎ সংসার টা যে কেবল মাত্র জীব-প্রবাহ বৃদ্ধি এবং জীবন সংগ্রামের ভয়াবহ স্থান নহে—এই মরুভূমিতে ও অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু যে রত্নলাভ করিতে পারে,— মন্থন করিতে জানিলে যে এই মৃত্যুভয়ক্লিষ্ট জীবন জলধি হইতে অমৃত মিলিতে পারে, এই মহাশিক্ষা তুমিই ত আমাকে দিয়াছ। আকাশে জ্যোৎস্নার ন্যায়, পদ্মে সৌরভেরন্যায়, মলয় পবনে স্পর্শ বোধের ন্যায়, জলে রসের ন্যায়, বীণায় সুস্বরের ন্যায়, আমার "আমিতে" তোমার মহিমা অনবরত অনুভব করিতেছি। কিন্তু হে রূপহীন প্রতিমে, নামহীন দেবি,— আমি যখন পৃথগ্‌ভাবে, দ্বৈতভাবে তোমার অস্তিত্বের উপলব্ধিই করিতে অক্ষম,— তখন কেমন করিয়া তোমাকে নমস্কার করিব? লোকে বলে, কতদিন হইল,— তুমি লোকান্তরে গিয়াছ, আমি সে কথা বিশ্বাস করিনা। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ডে তুমি আমা হইতে দূরে যাইতে পারিবে কেমনে? সে স্থান কোথায়? তুমি যে আকাশে, অনিলে, জলে, স্থলে, আমার হৃদ্দেশে— সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, বিরাজিত। প্রসন্নমতি,— তুমি আমার প্রতি চির-প্রসন্ন। তথাপি লৌকিক ভাবে আজ আমি তোমাকে দশদিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, তুমি বরদা হও।

৬। আর সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখই যে আগন্তুক এবং নিত্যবিনাশশীল, সুতরাং উহাদের স্থায়িত্ব নাই, এবং তদ্ধেতু তিতিক্ষা মাত্রই ঐ রোগের মহৌষধ, (ক) এই মহতী নারায়ণী শিক্ষাকে বহুবিধ প্রত্যক্ষদৃষ্ট উপায়ে আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে কল্যাণী আমার গুরুর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা বলিয়া শেষকরা অসাধ্য। আমি তাঁহার সেই শিক্ষার মহত্ব এবং গুরুত্ব নিজহৃদয়ে উত্তমরূপে অনুভব করিয়াই বারবার তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। প্রবৃত্তি-বেশ ধারিণী সেই নিবৃত্তি দেবী আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। (খ)

৭। দেব, উপদেব, ভূদেব, নরদেব, ঋষি, মুনি, মানব, মানবী প্রভৃতি বিশ্বজননীর প্রত্যেক বিভূতিকেই আমি এই শুভ বিজয়াবসরে সভক্তি প্রণাম করিতেছি। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, মমতা, দর্প, অজ্ঞান প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া যাহাদিগকে আমি শারীরিক অথবা মানসিক কিঞ্চিন্মাত্র ও পীড়া অথবা ক্লেশ দিয়াছি তদ্রূপ স্থাবর ও জঙ্গম জীব মাত্রেরই চরণে মস্তকস্পর্শ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিতেছি এবং তাঁহাদের

(ক) আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ গীতা।

(খ) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ২
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।৩
বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। ৪ পাতঞ্জল।

প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি। "প্রণামাস্তঃ সন্তোষঃ"—আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহারা বিশ্বজননীর বিশ্ববিজয়ী স্নেহ ও প্রেমের মহোৎসবের এই মহা মহেন্দ্রক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করত আমাকে কৃপা করিবেন। তাঁহাদের প্রেমালিঙ্গন পাইবার স্পর্দ্ধা আমি করিনা, পবিত্র পদধূলি স্পর্শ করিতে পাইলেই কৃতার্থ হইব। (গ)

৮। আজি এই মুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখি লোকে বিজয়ার উৎসবে মত্ত। নূতন নানা প্রকার পরিচ্ছদে ভূষিতাঙ্গ এবং বহুবিধ সুবাসে সিক্তদেহ হইয়া লোক দলে দলে বিজয়ার প্রণাম নমস্কার ও আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে। স্বার্থপূর্ণ সংসার যেন বিজয়ার কৃপায় প্রেমের বৈকুণ্ঠ হইয়া গিয়াছে। ধন্য বিশ্ববিজয়িনী বিজয়া।

৯। কর্পূরাবদাত শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না সলিলে সারা সংসার যেন ভাসিয়া যাইতেছে সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাজপথদিয়া দলে দলে উৎসব যাত্রার শোভা যাত্রীদিগকে দেখিতেছি, আর হৃদয়েআমার সাগর মন্থনহইতেছে। পাপী আমি দেশব্যাপী এই আনন্দে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া দূরে থাকুক, এই বৃথা জনকোলাহল আমার ভাল লাগিতেছে না। নির্জন, নীরব, প্রায়-অন্ধকার এই আভরণশূন্য ক্ষুদ্র কুটীরের বাতায়নে বসিয়া আমি এই জনপ্রবাহ দেখিতেছি, আর ভাবনায় আমার চিত্ত উদ্বেল হইতেছে। হায়। জগতের সাধারণ জনসঙ্ঘ কি অন্ধ। দেশে রোগ শোক দুর্ভিক্ষের অত্যাচার খরস্রোতা উন্মাদিনী নদীর মত দুকূল ছাপাইয়া চলিয়াছে, আর সম্মুখ বিলাতি ঝুট সাটীন সিল্কে ভূষিত হই। গিল্টীর গহনায় গা ঢাকিয়া স্বদেশীয় বিক্রীত বিদেশী গন্ধরস মাখিয়া চিন্তাহীন নরনারী উৎসব করিতেছে। দেনার দায়ে এদিকে পৈতৃক বাস্তুভিটা বন্ধক, ওদিকে পুনশ্চ ধার করিয়া বিলাতী সূতার প্রস্তুত "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানপেড়ে শান্তিপুর ধুতি কিনিয়া "উৎসব" করা চলিতেছে। আমরা এই উৎসবের হাত হইতে কি অব্যাহতি পাইব না? খৃষ্টানের দেশে প্রভুর জন্মদিনে যেমন মদের চলাচলি, ইমামহোসেনের মৃত্যুর স্মারক বাসরে মুসলমান যেমন ঢোলপিটিয়া বুক-চাপড়িয়া "উৎসব" করেন, আমাদিগের এই বিজয়ার উৎসব ও তাহারই মত সন্দেহ নাই। সকল দেশেই এইরূপ গতানুগতিক, চিন্তাশূন্য সাধারণ বা সামান্য লোকের দলের একই প্রকার আচরণ।

১০। এই বিজয়া প্রকৃত জিনিষ কি? কাহার বিজয়? কে বিজেতা কে বিজিত? হায় অদৃষ্ট! "ভাঙ" বা গাঁজা এখন 'বিজয়া' আখ্যা পাইয়াছে। হয়ত কোন বিদ্বান্ সাহেব কোনদিন খুব গম্ভীর ভাবে এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপাদন করিবেন যে, হিন্দুদিগের ভাঙখাইয়া মাতলামি করার নামই বিজয়ার উৎসব। বেহার এবং যুক্তপ্রদেশে "হোলী" এখন কি প্রকার বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে তাহা দেখিলে, ক্রমশঃ বিজয়ার বিসদৃশ ব্যাখ্যার প্রচার হওয়া কিছুমাত্রও বিস্ময়ের বিষয় নহে।

(গ) সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্, সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম॥
গীতা।

১১। "বিজয়া" যে বিজয় অথবা victoryর উৎসব তাহা ঠিক। অতিপ্রাচীন কালে, সর্ব্বদেশীয় ইতিহাস জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, মিসর, ব্যাবিলন, মিডেভ, চালডিয়া, টিটী প্রভৃতির স্মৃতিকাগৃহ প্রস্তুত হইবার ও বহু লক্ষবৎসর পূর্ব্বে, * ভারত বর্ষের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের একতম প্রসিদ্ধ লঙ্কাদ্বীপের মহাপ্রতাপী সম্রাট্ রাক্ষস রাবণ অযোধ্যার রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রের সাধ্বী পত্নী সীতাদেবীকে কৌশলে চুরি করিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। মহা প্রতাপী শ্রীরামচন্দ্র নারীর অবমাননাকারী দর্পান্ধ সেই রাক্ষসকে তাহার পাপের সমুচিত দণ্ড প্রদান করত স্বীয় সতীপত্নী সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া লঙ্কাবিজয়ের উৎসব সাধন করেন। ভারতের মরুজঙ্গস্থিত শিশু ও মাতৃস্তন্যের সহিত এই পুণ্যময়ী কথা আস্বাদ করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঙ্কায় বিজয় সমাপ্ত হয় এবং সীতা ঠাকুরাণী স্বামিসদনে আনীত হন। তাই সেই লঙ্কা-বিজয়ের স্মারক-স্বরূপে আজিও ভারতের প্রদেশে প্রদেশে বিজয়া উৎসব হইয়া থাকে। বিজয়ার ইহাই ইতিহাস।

১২। এই ইতিহাসের সহিত নিখিল নারীর সমষ্টিভূতা মহাশক্তির পূজা ও উৎসব চিরদিন হইতে আমাদের দেশে জড়িত হইয়া আছে। বাল্মীকির রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকৃত দুর্গোৎসবের আখ্যান বর্ণিত না হইলেও পৌরাণিক সাহিত্যে এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপুরাণ শ্রীশ্রীমহাভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া উপপুরাণ বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাঘব শ্রীরামচন্দ্র নিজ প্রিয়া সীতাদেবীকে মহাপরাক্রান্ত দশাননের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহাশক্তির বোধন এবং আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় রাবণের উপর বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পুরাণে এই মহাপূজার নাম নবরাত্র-ব্রত অথবা দুর্গোৎসব বলে। পিতৃপক্ষের মহালয়া অমাবস্যার পর শুক্লা প্রতিপদ তিথি হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয়দিন এই ব্রত সাধন করিতে হয়। মৃণ্ময়ী প্রতিমা পূজা ব্যতীত জীবন্ত বালিকা অথবা কুমারী পূজা ও ইহার প্রধান অঙ্গ। প্রাগুক্ত নয়দিনের মধ্যে আবার মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী এই তিনদিনই পূজা অথবা ব্রতের প্রধান পুণ্যতিথি। দশমীতে ব্রতশেষে উৎসব হইয়া থাকে। এই দশমীই বিজয়া দশমী।

১৩। হিন্দুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নারীর অবমাননা কারকের প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এক মহাবীর

---

* যে সকল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যবংশধর কিনীদীয় দেবতা বিশেষকে বৈদিক বরুণ প্রমুখ দেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই সকল বিদ্বান্‌ব্যক্তি লেখককে নিতান্ত ভ্রান্ত বা মূর্খ বলিয়া মনে করিবেন, সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, আমরা খৃষ্টান নহি সুতরাং বাইবেলের chronology দ্বারা আমাদের মুখবন্ধ নাই, কাজেই আমরা নির্ভয়ে আর্য্য সত্যতথ্যগুলি বলিতে পারি তাহাতে কেহ রুষ্ট হন, আমরা নাচার।

লেখক।

পুরুষ সমষ্টিরূপিণী নারীশক্তির পূজা করতঃ সকলকাম হইয়াছিলেন,—বিজয়া সেই ঘটনার সাক্ষী;—সেই দিনের স্মারক তিথি। আমরা আজ কিসের পূজা করি?—কি উৎসব করি? কাহার স্মৃতিরক্ষা করি? পুরাণ দেখাইয়া দিতেছেন, পুরাকালে আর্য্য বীরপুরুষ নারী মহিমার মর্য্যাদা বুঝিতেন,—নারীর সম্ভ্রমের মূল জানিতেন। নারীর অবমন্তার যদি এক মস্তকের স্থলে দশ মস্তক, দুইবাহুর পরিবর্ত্তে বিংশতি বাহু থাকে.—যদি তাহার দুর্ভেদ্য দুরারোহ পর্ব্বত দুর্গ অপার সমুদ্ররূপ পরিখা পরিবেষ্টিত থাকে,—যদি ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, হুতাশন জয়ী পুত্র, ভ্রাতা ও সৈন্ত সেনাপতি অগণ্য সংখ্যায় তাহার সহায় থাকে,—তথাচ সেই দুষ্কৃতকারীর রক্ষা নাই! নারীর অবমাননার ফল পুত্রামাত্য সহিত সর্ব্বনাশ।—কিন্তু আমরা যে আজ স্বয়ং নারীর অবমন্তা। গৃহে, পথে, তীর্থে, দেবালয়ে, যত্র তত্র আমরা নারীর অবমাননা করিতেছি। নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া আমাদের সন্ন্যাসীবৃন্দ ঘৃণা করিতেছেন। ব্রাহ্মণের জননীর ও বেদে বা জ্ঞানে অধিকার নাই,—শালগ্রাম শিলাকে যদি দৈবাৎ তিনি স্পর্শ করিয়া ফেলেন,—অচিরাৎ সেই শিলার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক!(ঘ)"স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী" "পথি নারী বিবর্জিতা"—প্রভৃতি প্রবাদবাক্য আমাদের রসনার অলঙ্কার! কন্যা যাহাতে না জন্মে, তাহার জন্য আমরা কত চেষ্টা করি! তাহার পর কন্যাকে কত অযত্ন অনাদরে প্রতিপালন করি.—কন্যার পিতা হওয়া মহাপাপের ফল বলিয়া মনে করি! প্রভূত অর্থ না পাইলে আমরা সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করি না; অন্যের কথা দূরে থাকুক—পঞ্চমবর্ষীয় বালকেও তাহার জননীকে "মেয়ে মানুষ" বলিয়া অবজ্ঞা করে। বীরত্বের মহিমা আজ যেন আমাদের নিকট অলীক নাম মাত্র,—নারীর মহিমাও তদ্রূপ আকাশ কুসুম। আজি কি কোন যুবতী নারী একাকিনী কোনও স্থানে যাইতে পারেন? শত মুখে উত্তর মিলিবে "কখনও না"। নারীর অবমন্তা এমন নীচ কাপুরুষ আমরা,—আমরা কিসের "বিজয়া" করি? আমাদের কোথায় সে অধিকার? (ঙ)

১৪। বেদে, দর্শনে, পুরাণে, সাহিত্যে যে নারী জগতের আদি সৃষ্টিকর্ত্রী মহাশক্তি মহাপ্রকৃতিরূপে পূজিত হইয়াছেন, আমরা শুধবৎ পাঠ করি মাত্র,—তাহার মহিমা কি বুঝি? "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—মুখস্থ বলি বটে কিন্তু সে বাক্যার্থ কি আমাদের মর্ম্মদেশে প্রবেশ করিয়াছে! (চ) এই যে মহাপূজার সময় লক্ষ লক্ষ গৃহে চণ্ডী পাঠ এবং মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিমা পূজা সাঙ্গ হইল,—ইহার মধ্যে কয়জন পাঠক কয়জন

[ঘ] আমরা এই সংখ্যায় দেখাইয়াছি এই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের কুসংস্কার ও আর্য্যদের শাস্ত্র নারীকে পুরুষেরন্যায় সমান ক্ষমতা দিয়াছেন

সম্পাদক।

[ঙ] এই মহাপাপের বিষময় ফলে আমরা আজ ৮০০ বৎসর অন্য জাতির দাসত্ব করিতেছি আরও কত করিব কে জানে? সম্পাদক।

(চ) আমরা অপরের দ্বারা শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করি, উহার মহিমা কি বুঝিব? নিজে পাঠ করা আবশ্যক।

সম্পাদক।

পুস্তক পূজা ও পাঠের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? মহাপরাক্রমশালী দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ অমরমণ্ডলী বিপদুদ্ধার মানসে নারীশক্তি উদ্বোধন করিয়াছেন,—আর আমরা নারীর শক্তিকে কেবল উপহাস করি। মা মহিষ-মর্দ্দিনীর অনুকরণে আজ যদি কোন বঙ্গবালা খড়্গ চর্ম্ম শূল পট্টিশাদি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুমর্দ্দনের অভিলাষ করেন, প্রবীণ বুদ্ধিমানের দল তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়াই ঘোষণা করিবেন; অথবা "গেল রাজ্য গেল মান" রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিবেন। যুদ্ধ করিবার কল্পনা ও দূরে থাকুক, একদা কোন বাঙ্গালী কায়স্থ-কুল কন্যা হস্তীপৃষ্ঠে আগ্নেয়াস্ত্র সহায়ে ব্যাঘ্র শিকার করিতে সক্ষম হওয়ায় প্রাচীন সামাজিকগণ প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিদারুণ উপহাসে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। নারী সরস্বতী দেবী আমাদের জ্ঞানের অধিদেবতা বলিয়া উপাস্য, তাঁহার মাটির প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশিক্ষিত পুরোহিতের মুখোচ্চারিত অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিতে এবং নানাপ্রকার "দেহি দেহি" ভিক্ষা করিতে খুব পটু, অথচ সেই সরস্বতী দেবতার প্রত্যক্ষ অবতার স্বরূপা কোন বিদুষী কুলবালা দেখিলে আমরা তাঁহার শিক্ষাসদাচার প্রভৃতির উপর অতি হীন ব্যঙ্গ করিতে আদৌ লজ্জাবোধ করি না। শ্রীমূর্ত্তি লক্ষ্মীর পূজায় আমরা আলোচাউল ও পাকাকলা উপহার দিতেছি, অথচ যদি কোন কমলারূপিণী বঙ্গকুলবালা স্বীয় প্রতিভার উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন, আমরা নানাপ্রকার অভদ্রোচিত সঙ্কেতপূর্ণ বিদ্রূপে তাঁহার অবমাননা করিতে ত্রুটি করিতেছি না। হায়! এই কি আমাদের শত শত বৎসরের শক্তিপূজার ফল? আমাদের পূজার আবার মূল্য কি? পূজার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতই আমরা দেবতাকে সঙ সাজাইয়াছি এবং "যথাদেবঃ তথা ভক্তঃ" নিয়মানুসারে আমরাও নিকৃষ্ট স্তর "সঙ" পরিণত হইয়াছি।

১৫। হায় কি পরিতাপের কথা দেখ দেখি। মানুষ আদর্শচ্যুত হইলে, উদ্দেশ্য শূন্য হইলে যে প্রকৃতই মেষে পরিণত হয়, বর্ত্তমান মহাপূজা উপলক্ষেই আমরা তাহার কেমন চমৎকার প্রমাণ দিতেছি। স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহার পিতা, মহাশক্তি মহিষমর্দ্দিনী যাঁহার মাতা, তেজের অবতার হুতাশন যাঁহার পালনকারী, যিনি স্বয়ং বিশ্বপ্রমাথিনী সুরসেনার প্রধান সেনাপতি, সেই মহাবীর কার্ত্তিকের কি দুর্দ্দশা আমরা করিতেছি দেখ দেখি। তাঁহাকে আমরা চিরপ্রসিদ্ধ ফুলবাবু সাজাইয়া পূজা না অবমাননা করিতেছি? হায়! ফুলবাবু দিগের যাহারা আশ্রয়, সেই বারাঙ্গনারা, আমাদের বর্ত্তমান লৌকিক ধর্ম্মের মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিয়া, কার্ত্তিকেয়কে তাহাদের অঞ্চলের আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছে! নিখিল জ্ঞানবিজ্ঞানের জননী ভারতী দেবীর ও আশ্রয় সেই স্বৈরিণীর দল! যাঁহারা তিনশত বৎসর ধরিয়া মহামায়াকে পূজা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া গৌরব করেন, তাঁহারা কি একবার ভাবিয়াছেন যে তাঁহারা প্রকৃত কিসের পূজা করিতেছেন?

১৬। শক্তিমান না হইলে শক্তির, গুণী না হইলে গুণের এবং বীর না হইলে বীরত্বের মহিমা বুঝাযায় না। বর্ত্তমানে কপটতার

যুগে আমাদের সমাজদেহ হইতে শৌর্য্য, বীর্য্য, গুণ, জ্ঞান, সবই লোপ করিয়াছে, বর্ত্তমান কালে তাই আমাদের এই মহাশক্তির পূজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। মহারাজ সুরথ অথবা মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় কুলের অলঙ্কার ছিলেন; তাঁহাদের হৃদয়ে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল,—তাঁহারা মাতা, সহধর্ম্মিণী, ভগিনী ও কন্যার গৌরব বুঝিতেন,— নারীর শক্তি; নারীর মহত্ব তাঁহারা চিনিতেন,— তাই তাঁহাদের মহাশক্তীশ্বরীর পূজা সফল হইয়াছিল। তাই সেকালের ক্ষত্রিয়ের গৃহে গৃহে সাবিত্রী, সুকন্যা, মদালসা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, সীতা প্রভৃতি নারীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া বসুধাকে পবিত্র করিতেন। আমরা নরাধম, কপটতার বশে, বৃথা পুরুষত্বের মোহে, নারীশক্তির, নারীমহত্বের অবমাননা করিয়া তাহার ফল পদে পদে ভোগ করিতেছি। আমরা আকর-কে দূষিত করিয়াছি, এখন পদ্মরাগ কোথায় পাইব? আমাদের গৃহে এখন আদর্শ নরনারী জন্মিবেন কেন?

১৭। হে আমার দেশ বাসী নরনারীবর্গ, বল আর কত দিন এইরূপ অজ্ঞানের অবিচারের অন্ধকারে থাকিয়া আত্মবঞ্চনা করিবে? পরের নিকট আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেই কি আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হইয়া যাইব? যদি প্রকৃত প্রাণ থাকে, তাহা হইলে জাতীয় উৎসব ও ধর্ম্মের সাধনা, সামাজিক নর নারীর পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু আমাদের যে সকলই তুষে পরিণত হইয়াছে। কোথায় বা ধর্ম্ম কোথায় বা কর্ম্ম? একমাত্র তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ মাত্র আমাদের অবলম্বন হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধিই আমাদের প্রত্যেক কার্য্য কে পরিচালিত করিতেছে। ইহা অবিদ্যার ফল। ইহা তমোগুণের ফল। ইহা জাতীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। (ছ) একবার নিদ্রালস চক্ষু মেলিয়া জগতের; দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। নর নারী বালক বালিকা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিদ্যার আরাধনা কর। বিদ্যার প্রভাবে,— অপরা বিদ্যারই কথা বলিতেছি,—রজোগুণ জাগ্রত হইলে মনুষ্যত্ব বিকসিত হইবে,—তবেই সত্য কথায় "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" বলিতে পারিবে। অপরা বিদ্যায় যদি পূর্ণকাম হও, তবেই মহা-বিদ্যা বা পরাবিদ্যা প্রবুদ্ধ হইবেন,— তবেই সত্যবুদ্ধি বিকসিত হইবে,—তবেই ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা আমাদিগের মুখে শোভা পাইবে। এখন নয়,— ছোট মুখে বড় কথা,— ভিক্ষুকের মুখে সাম্রাজ্যবাদ, শোভা পায়না। ভদ্র অভদ্র, ছোট বড়,—শুচি অশুচি সকলে মিলিয়া এখন কেবল মা সরস্বতীর সাধনা কর,— নর ও নারী একত্র একযোগে এইব্রত গ্রহণ কর। যদি এই ব্রতে সিদ্ধিলাভ করিতে পার,— তবেই মহাশক্তির পূজা এবং বিজয়ার উৎসব এদেশে শোভা পাইবে। তবেই আবার আমরা সেই "আমরা" হইব। এখন কেবল বিদ্যা,

(ছ) লেখকের এই উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-গুলি পরিপূর্ণ হইলেও আমাদিগকে ক্ষুদ্রত্বের বাহিরে লয় না অথচ অন্যের সহিত সংঘর্ষ হইলে তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকি না।

সম্পাদক

বিদ্যা, বিদ্যার তপস্যা; আর অন্যপথ নাই। মা মহাশক্তি, ভারতের অজ্ঞানাচ্ছন্ন নরনারীকে তোমার বিদ্যার আলোক প্রদান কর মা, তোমার পূজা আমাদিগকে শিক্ষা দাও মা। আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

কবিতাগুচ্ছ।

প্রার্থনা চতুষ্টয়।

নাহি চাহি মুক্তিপ্রভু, নাহি সে সাধনা,
তোমারে ডাকিতে মতি দেহ বিশ্বনাথ।
খুলে লহ নাগপাশ, বড় যে যাতনা,
পদে পদে একি দাহ, একি অবসাদ॥
এ পৃথিবী মায়াবিনী রমণীর মত,
টানিছে চঞ্চল-চিত্ত শত প্রলোভনে।
রত্নাকর রত্নাকর চির-পদানত,
টেনেলহ দয়াময় তব শ্রীচরণে॥
একবার হরি তোমা স্মরিলে অন্তরে,
যে শান্তি ফিরিয়া পাই তাপ-তপ্তবুকে।
কে তাহা হারাবে বল, অবহেলা করে,
সোণাফেলে কাঁচ কেবা যাচিবে কৌতুকে।
পঙ্কিল জলধি দিয়ে ওহে বিশ্বপিতঃ,
তব নামামৃত হ'তে করিবে বঞ্চিত?

(২)

তোমারে ভুলিয়া পিতঃ এতদিন হায়,
করিয়াছি যাহা ভবে সকলি কুকাজ।
আজনাথ জীবনের অন্তিম সন্ধ্যায়,
তোমারে বলিতে তাহা কেন আসে লাজ॥
কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা কুৎসিত আলাপ,
জীবনে ক'রেছি হরি নাহি সংখ্যাশেষ।
সকলি ত জান তুমি, সুগোপন পাপ,
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহি পরমেশ॥
ক্ষণমিহ আমোদের উত্তেজনা তরে,
নির্দ্দোষ জীবের অঙ্গে করি রক্তপাত।
হাসিয়াছি পৈশাচিক আনন্দের ভরে;
গুপ্ত নহে সে পশুত্ব তব দৃষ্টিপাত॥
ধৌতকর নেত্রজলে পাপতাপ গুলি,
পঙ্ক হ'তে উঠাইয়া কোলে লহ তুলি॥

(৩)

পৃথিবীর জল বায়ু ধূলি কণিকায়,
নিত্য জীবাত্মার দেহ হয়েছে নির্ম্মিত।
মেদমাংস রক্তশুক্র অস্থি সমুদায়,
কেবলি মৃত্তিকাস্তূপ জানিবে নিশ্চিত॥
আত্মাসম সূক্ষ্মদর্শী, তার চারিধারে,
এই কারুকার্য্য, এই স্থূল আবরণ।
তাহাকে পীড়ন করি রাখি কারাগারে,
সূক্ষ্মদর্শী স্থূলদৃষ্টি তাই আগমন॥
সহস্র উপায়ে সাধি সহস্র পাতকে,
তাইত মরণে ভয়; তাই অন্তস্থলে

নাহি প্রেম নাহি ভক্তি, তাইত পাবকে,
নিশিদিন অন্তরের অন্তস্থল জ্বলে॥
ধূলিতে মিশিবে ধূলি বেশী কিছু নয়,
মরণ মুকুতি সেত তাহে কিবা ভয়॥

(৪)

চলিতেছে অবিরাম করুণ ক্রন্দন,
খুলে দাও খুলেদাও, কঠিন বন্ধন।
এ প্রার্থনা এ বিলাপ তীব্র আর্ত্তনাদ,
এই মৃত্যু এই শাস্তি এই অবসাদ॥
এই আসা যাওয়া ভবে ক্লিষ্টজীবাত্মার,
হয়েছে ত দয়াময় শতলক্ষ বার।
তবু কি হয়নি শেষ, আর কতকাল,
টানিব পাপের ঘানি কহগো দয়াল।
এ আশার অন্তনাই প্রতিবারে হরি,
বোঝা আরো বেশীহয় ভার বয়ে মরি।
কোথা তুমি কোথা আমি দীনের সম্বল,
মুক্তিদাও শক্তিদাও কাটিতে শৃঙ্খল।
এখেলার শেষকর প্রাণগেল জ্বলে,
দীনহীন লীনহোক্ পাদপদ্মতলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন ঘোষ।

ভালবাসিযারে।

আমি যাঁরে ভালবাসি সে বড় সুন্দর।
হাসিলে মুকুতা ঝরে,
চলনে মরাল মরে,
সুমধুর ভাষা তার অমৃত নির্ঝর,
ভালবাসি যারে তার সব মনোহর॥ ১
অনন্ত-সুষমাময় সে মুখ সুন্দর।
চাঁদের কৌমুদী রাশি,
বসন্তে প্রকৃতি হাসি,
তুলনায় পরাভব পায় নিরন্তর,
কন্দর্প-নিন্দিত তার রূপ মনোহর॥ ২
আমি যারে ভালবাসি সে বড় সুন্দর।
পূজার নির্ম্মাল্য-ফুল,
প্রফুল্ল কমল-কুল,
সুষমায় পরাভব পায় নিরন্তর;
যারে আমি ভালবাসি সে বড় সুন্দর॥ ৩
আমি যারে ভালবাসি সে বড় সুন্দর।
সেত নয় এধরার,
দেবতা সে অমরার,
সে জানে না হীন স্বার্থ আপন কি পর,
অমিয় মধুর তার পবিত্র অন্তর॥ ৪
আমি যারে ভালবাসি সে বড় সুন্দর।
শুভ্র শান্তি প্রীতিময়,
সুবিশাল সে হৃদয়,
অনন্ত অসীম তার প্রেম নিরন্তর,
ভালবাসি যারে সে যে পরম সুন্দর॥৫(ক)

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

প্রতিজ্ঞা।

(স্নেহলতার মৃত্যু স্মরণে)

প্রাণভরে গাও সবে "স্নেহলতা" জয়,
দু'দিনের তরে এসে কারে কর ভয়?
পরম পিতার পদে সঁপে প্রাণ মন,
সাহসে করিয়াভর কর দৃঢ়পণ,
"বিনাপণে বরমাল্য করিব গ্রহণ,"
বাঁচাও বিশ্বের নিঃস্ব কুমারী জীবন
স্নেহলতা স্বর্গ হ'তে করিবে আশীষ,
দীর্ঘজীবী হ'ব মোরা পেয়ে সে আশীষ

(ক) হয় ইনি অনন্ত সুন্দ। পরমেশ,না হয় লেখকের গৃহিণী। সম্পাদক।

বরপণে কত নারী দিল নিজ শির,
চোখ মেলি দেখ নাহে বঙ্গের সুধীর।
যগুপি এতেও থাকে বরপণ ভবে,
সংসার অরণ্য হ'বে জেনে রেখো সবে।
আজি হ'তে সবে মিলি কর দৃঢ়পণ,
পণ দিয়া নাপরিব,—উদ্বাহ বন্ধন।

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

আশ্বাসবাণী।

(সরলার মৃত্যুস্মরণে)

কোথায় গিয়েছ মাগো "সরলা" বালিকে,
আগ্যাশক্তি কিম্বা বুঝি হ'বেগো কালিকে,
বিপদ নাশিতে কিগো এসেছিলে ভবে,
আত্ম-বলিদান দীক্ষা দিয়ে গেছ সবে।
লভিবঙ্গ কুমারীরা সে মহান্ দীক্ষা,
অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ দিয়ে দিতেছে পরীক্ষা।
বঙ্গের যুবকবৃন্দ করি দৃঢ়পণ,
বলি'ছে,—উচ্চৈঃস্বরে না লইব পণ,
রক্ষ রক্ষ কুমারীর—রক্ষ নিজ প্রাণ,
পণগ্রাস হ'তে সবে পা'বে পরিত্রাণ।
একপ্রাণে এক মনে বল ভাই সবে
পণপ্রথা কভু আর না রাখিবে ভবে।
পুরুষ প্রকৃতি মোরা নহি কুলাঙ্গার,
প্রতিজ্ঞা অটল স্থির, মোদের স্বীকার।

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

নবপল্লী।

মুঞ্জরিত পুষ্পফলে মুকুলিত লতিকায়,
পূর্ণ তটিনীর তীরে নবপল্লী শোভাপায়।
চুম্বিয়া চরণতল ক্ষুদ্রনদী যায় চলে,
তীরেধার দূর্ব্বাদল যেন কোথা যাবে বলে।
চুমিতেছে বেলা শেষে রঙিল রবির কর,
লহরী অধরপর; নধর পল্লবপর।
ততোধিক চারু হেসে কেলি করে বালগণ,
নৃত্যকরে চলেযায় মলয়ের সমীরণ।
ভেটিতে হেমন্তরাজে এই সব আয়োজন,
করিয়াছে নবপল্লী যেন কত হৃষ্টমন।
হেথা নিম্ন-হিন্দু-নিম্ন-মুসলমান্ বাসকরে,
একবৃন্তে দুটিফুল গায়ে গায়ে পরস্পরে।
পৌরাণিক কোরাণিক সব উপদেশ ভাল,
কেহ কার ধর্ম্মদেখি মুখনাহি করে কাল।
যখন সহর্ষচিত্তে দেবমূর্ত্তি পূজে একে,
অপরে তেমনি হর্ষে সেই পূজা চেয়েদেখে,
কোরাণের নিরাকার ঈশ্বরের অর্চ্চনায়
সারি সারি মোছলেম যখন দাঁড়ায়ে যায়,
জানুপাতি বসে, উঠে, গায় প্রশংসারগীত,
চেয়েদেখে হিন্দুগণ হয়ে অতিশয়প্রীত।
ভাবে সবধর্ম্মএক, সকলেই আছে ফল;
তর্কাতর্ক বৃথামাত্র কলহের কোলাহল।
হেনধর্ম্ম সমন্বয়-প্রচারক শিক্ষাস্থল,
যে ফল প্রচারে হবে হেথা স্বতঃ সেইফল।
মানবের সুখকান্তি নাহি হেথা অপচয়,
রোগ শোক পরিতাপ নবপল্লী দূরেরয়।
দুরাকাঙ্ক্ষা অতিকম, কম অতি ক্ষতিজ্ঞান,
সুখের প্রকৃততত্ত্বে ইহারাই জ্ঞানবান্।
চাটুগীতি তোষমোদ বিষাক্ত না করে মন,
সরলতা পূর্ণকথা খোলা প্রাণে সর্ব্বক্ষণ।
কিকাজ পাতিয়ে বল কৌশলেরমায়াজাল,
শ্রমকরে, খায়, পরে, সুখেআছে চিরকাল।
নাহিবটে স্বর্ণমুক্তা হীরকের অলঙ্কার,
নবপল্লী নিবাসিনী নিম্নশ্রেণী অঙ্গনার।
নাহি রেশমের বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য বিলেপন,
এসব ধন-বিকারে তার কিবা প্রয়োজন?

ইহাতে যদ্যপি সুখ থাকে নিরমল অতি,
আত্মহত্যা করে কেন অলঙ্কৃতা কুলবতী? (খ)
হেথা হেন দুর্ঘটন হয়নাই কদাচন,
সুখে আছে নরনারী সুখেআছে সর্ব্বজন।
বিবাহের ক্ষেত্রহেথা অহো কিবা স্বাভাবিক,
যৌবন আরম্ভে হয় কার্য্য সব বৈবাহিক।
নাহি হেথা বরপণ নাহি কোন্ জ্বালাতন,
কন্যা পিতামাতা নাহি করে অশ্রু বরষণ।
কৌলিন্য ও শিক্ষা দুই মহা রাক্ষসরাক্ষসী,
সমাজের অস্থিমজ্জা নাহি হেথা সর্ব্বগ্রাসি।
স্নেহলতা মর্ম্মব্যথা কাজে নাহি হয় কার,
যুবতী না করে হেথা আত্মদেহ ছারখার।
বিবাহ আনন্দময় যৌবনের চারুখেলা,
হেসে হেসে ভুঞ্জেসবে নবপল্লী যতবালা।
পিতামাতা ভাই বন্ধু প্রতিবাসী সর্ব্বজন,
অপার আনন্দনীরে রহে সবে নিমগন।
স্বর্গের কি সুখ হেথা, সুখের কি অভিষব,
বিবাহ প্রকৃত হেথা নির্ম্মল আনন্দোৎসব।
মৎস্য যদি ঢেউ খেলে নির্ম্মল সরসীজলে,
ধেয়ে আসে বাজ যথা তাহারে ধরিবেবলে।
সেইরূপ শান্তিময় এইচারু নবগাঁয়
বিবাদ কারণ যদি কখন জানিতে পায়।
ধেয়ে আসে উকিলের গুপ্তচর সুচতুর,
বুকে হলাহল মুখে বাক্য অতি সুমধুর।
পাতে ধীরে ধীরে বটে বিবাদের মৃত্যুফল,
কিন্তু তাহে এ পর্য্যন্ত ফলেনাই কোনফল।
নবপল্লীগ্রামে আছে যে সব প্রধান জন,
সহজে বিবাদসব করে তারা মুক্তজন।
বিচারের পরে আছে যতেক বিচারন্তর,
লাঞ্ছনা উপরে আছে যতেক লাঞ্ছনা ঘর।
নবপল্লী নিবাসীর পসিতে না হয় তার,
যে রায় গ্রামেতে হয় সে রায় চূড়ান্তরয়।
অর্থদিয়ে অবিচার কিনিতে না হয় কার,
বিচারের পরিণাম নহে হেথা অবিচার।
জলহ'তে ফেণ-পুঞ্জ বিতাড়িত হলেপর,
সেজল যেমন হয় অধিক নির্ম্মলতর।
বিবাদ চলিয়াগেলে হেথা সৌহার্দ্দেরভাব,
হইয়া মধুরতর হয় পুনঃ অবির্ভাব।
কিন্তু হেন ভাগ্যবতী কতপল্লী আছে আর,
হয়নাই বিচারের যন্ত্রণায় ছারখার?
ফলশস্য সমাযুক্ত কতপল্লী সুশোভন,
বিচারের দ্বারে গিয়া হারায়ে সর্ব্বস্ব ধন,
হইয়াছে দীনহীন নাহি অন্ন নাহি বাস,
আছে মাত্র হিংসাদ্বেষ আছে মাত্র হা-হুতাশ
পর্ণগৃহে নাহি পণ কাঁদে পুত্র কন্যাগণ
অন্নাভাবে ছট ফট বিচারের জ্বালাতন।
পিতামহ করিয়াছে মামলার সূত্রপাত,
আজো বিচারার্থী পৌত্র করিয়াছে জোড়হাত।
যে দেশে শিক্ষিতগণ অসত্যের চায়জয়,
অসত্যের ব্যবসায়ে আপনারা স্ফীত হয়।
সে দেশের পরিণাম যদি নাহি ইহা হবে,
সত্যের ঘোষণা তবে কে করিবে বলভবে?
কিন্তু পুরা একদিন এইরূপ লঞ্ছনায়,
যে ফল ফলিল দেশে মনে কি তা পড়ে হায়।
যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডে লুপ্তহয়ে সারধর্ম্ম,
বেড়েছিল আড়ম্বর, বেড়েছিল ক্রিয়াকর্ম্ম।
পীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ অসমর্থ ব্যয়ভারে,
কতদিন ধৈর্য্যবল তাদের থাকিতে পারে?
ঘটাইল যে বিপ্লব (গ) সব ঘটা গেল ভেসে
প্রকৃতি অসহ্য হলে সহ্য করে কোনদেশে?

(খ) কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীতে এক কুলবতী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

(গ) বৌদ্ধবিপ্লব।

ধর্ম্মনীতি দোষে যদি দেশ হ'ল বিপ্লাবিত,
রাজনীতি দোষে তাহা হ'তে পারে সুনিশ্চিত।
বিচারের আড়ম্বরে বিলুপ্ত প্রকৃত রূপ,
রজ্জুভ্রমে প্রজাগণ ভস্মকিমে নামে খায়।
দারুণ ইহার ফল দারুণ ইহার ফল,
দেখেনা প্রকৃতি দেবী প্রকৃতির অশ্রুজল।
নিম্ন, মধ্য উচ্চ কিংবা অতি উচ্চ বিদ্যালয়
সেথানাই হেথানাই তেমতি মদিরালয়।
প্রকৃতি আপনা হ'তে যে জ্ঞান করেন দান,
সেই জ্ঞানে গ্রামবাসী হইয়াছে জ্ঞানবান্।
দরিদ্রেরা কথালয়ে কতমাথা ঘোরায়,
দেখ তার কি মীমাংসা হইয়াছে এইগাঁয়।
অপব্যয় নাহিকরে শ্রম করে দুইবেলা,
হেসে হেসে দেন খেতে মাতা শস্য-সুশ্যামলা।
কি ফল বিজ্ঞানে বল কি ফল দর্শনে বল,
এমন সরল পথে কেন নাহি সবে চল।
তুমি বিলাসেরজন্য কর যত অপব্যয়,
বৃথানামে বৃথাকামে যত অর্থ ব্যয় হয়।
তব অলসতা জন্য যত অর্থ অপচিত,
তাহাতে কি দরিদ্রতা নাহি হয় দূরীভূত ? (ঘ)

কবে হবে এ ভারতে এমন সুদিনোদয়,
শ্রমের হইবে জয় আলস্যের পরাজয়।
ঘৃণামুক্ত হয়ে শ্রম পাবে যথোচিতমান,
হানিবে না বসি উচ্চে অলসে ঘৃণারবাণ।
জাতিভেদ ভগ্ন দুর্গ শিরেতে বসি পেচক,
গাইবে না গীতি আর গর্ব্বিত ভীতিসূচক
ওহে নবপল্লীবাসী নিম্ন-হিন্দু-মুসলমান,
উচ্চহিন্দু মুসলমানে কর এই চক্ষুদান।
তোমাদের সখ্যভাব শিখুন তাঁহারা সবে,
মিশুন তাঁহারা উভে মহরম দুর্গোৎসবে।
শ্মশানে ও গোরস্থানে উভয়ের সম্মিলন
হউক, হাসুক ধরা চন্দ্রদেব বিকর্ত্তন।
ধর্ম্মথাক অব্যাহত কর্ম্মে দাও যোগদান,
মুসলমান মান হিন্দু! হিন্দুমান মুসলমান!
কোরাণ মানিয়ালও সকল হিন্দুসন্তান,
বেদের মহিমাগান কর সব মুসলমান।
"ধর্ম্মত্ব একত্বমেব" মহামন্ত্র কর সার,
হৃদয়ে খুলিয়া যা'ক প্রকৃত স্বর্গের দ্বার॥

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(ঘ) পাশ্চাত্য যুদ্ধে যে অসীম অর্থের অপচয় হইতেছে, তাহা সদ্ব্যয় করিলে বসুন্ধরার যে কত উপকার হইত কে বলিতে পারে?

সম্পাদক।

চাই হজমীগুলি ? (ক)

চাই হজমীগুলি ? পূজার বাজার খাঁটিমাল আমদানি করিয়াছি ! বহুদূর হইতে সস্তাদরে আসল মাল আমদানী করিয়াছি। চাই হজমীগুলি ? এস্থান হইতে অমৃত সহর

(ক) ফরিদপুরবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কবিবর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বসুমজুমদার মহাশয় তাঁহা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে এই হাস্যরস প্রধান প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক।

বহুদূর। অমৃত সহর হইতে আমি দরবেশ ফকীর হজমীগুলি আনিয়াছি। খরিদারগণ! এস শীঘ্র, তোমাদের জন্য এ ফকীর কত ক্লেশ কত কষ্ট সহ্য করিয়া এমন উৎকৃষ্ট হজমীগুলি আনিয়াছে। "ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যং।" মুখবন্ধে কতগুলি বাছাই বাছাই কথা সাজাইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতে চাই না, কিম্বা লম্বা চৌড়া পদাবলী সংযোজিত করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দের বিন্যাসে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতে চাই না একবার মাল দেখিয়া লও। ইহাতে আদৌ কোন ভেজাল নাই। সেবন করিলেই জানিতে পারিবে। চাই হজমীগুলি? তোমাদের পুঞ্জা অতি নিকট সস্তাদরে অল্প স্বল্প হজমীগুলি কিনিয়া লও।

বর্ষার টিপ্ টিপ্নী জলে ভিতরের আগুন নিভু নিভু করিয়া জ্বলিতেছে এই সময় বিশুদ্ধ হজমীগুলি গেটোকতক খাইয়া ফেল দেখিবে অব্যর্থ ঔষধের প্রভাবে তোমার অগ্নিমান্দ্য দূরে পলায়ন করিবে. আগুন পুনরায় ঘৃতাহুতি পাইয়া অধ্বর-বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। একপোয়া স্থলে অর্দ্ধসের অন্ন অনায়াসে ভোজন করিতে সক্ষম হইবে। পরিপাক শক্তি দ্বিগুণিত হইবে। চাই হজমীগুলি? আমি ফেরিওয়ালা ফকীর বলিয়া আমার কথা অবিশ্বাস করিওনা। সময় ফুরাইলে পরিতাপ করিতে হইবে।

আমি একাই এই কারবার করিতেছি জয়েণ্টষ্টক্ খুলিনাই; কারণ বাঙ্গালীর জয়েণ্টষ্টক্ কেবল জুয়াচুরীর কেলিকানন। এইজন্য আমি একাই এই দেবদুর্লভ মাল আনিয়া মায়িক জীবের হিতের জন্য দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। তোমরাই বলিয়া থাক "পরার্থে সতাং জীবনং।" পুনশ্চ দরকার টাকা পয়সার দরকার। তাই এই হজমীগুলি ব্যবহার করিয়া বাজারে ঘুরিয়া বেড়াও, যথেষ্ট লাভ হইবে। এস, আর বিলম্ব করিওনা। চাই হজমীগুলি? অতিসস্তাদরে টাট্কা মাল বিক্রয়হচ্ছে। আইস ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রথম নম্বর হজমীগুলি। মুখে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" ইত্যাদি কয়টী গীতার শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে ধনীর গৃহে প্রবেশ কর। শাক্ত হইলে কালী, তারা মহাবিদ্যা নামাঙ্কিত নামাবলি দ্বারা গাত্র আবরণ কর। বৈষ্ণব হইলে হরেকৃষ্ণ নামের মোহর মুদ্রিত নামাবলী গায়েদিয়া বাহির হও। শাক্ত ও বৈষ্ণব পার্থক্যে কপালে সিন্দুরের ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা পর। প্রাতঃ স্নান কর বা না কর চা খাওয়া অভ্যাস থাকিলে কোন প্রতিবেসী বা প্রণয়িণীর বাসভবনে উপনীত হইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করত পদলেহন করিয়া একটু চা, বিস্কুট খাইয়া মার নাম অথবা শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতে করিতে বাহির হও। ব্যাকরণ জান বা না জান জিজ্ঞাসিত হইলে নির্ভয়ে বলিবে কলাপের আখ্যাতবৃত্তি পর্য্যন্ত শেষ করিয়া পিতৃবিয়োগ নিবন্ধন পাঠ শেষকরিতে হইয়াছে। অথবা আবশ্যক হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পার ব্যাকরণের অন্ত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়ায় পাঠ ছাড়িয়াদিতে হইয়াছে। ভয় কি? তোমার পরীক্ষা করিবে কে? তুমি অনায়াসে কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও "কাব্যচঞ্চু" উপাধি লেজটী নাড়

বলিবার সময় নামের শেষে জুড়িয়া নিজের বিস্তাবত্তার পরিচয় দিতে পার। কিন্তু সাবধান বেশ ভূষার যেন বিপর্য্যয় হয় না। ধুতিখানা রক্ত বর্ণের বা গৌরিক মৃৎ রঞ্জিত হইলে ভাল হয়। মিনিটেরমধ্যে দুইবার অন্ততঃ মারনাম্ বা কেশবের নাম করিবে। অবশ্য অনভ্যাস প্রযুক্ত নামটী শুনিতে ভাল লাগিবে না এবং ইহাও বুঝাযাইতে পারে যে বেসুরে সেতারের তারে যেন ঘা পড়িতেছে তবু তুমি ভীত হইওনা। সভায় লোকেরমধ্যে কোনও কথার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে দেখিলে তাহাতে অনায়াসে গা ভাসাইয়া দিয়া দুই একটী উদ্ভট শ্লোকের যথাসাধ্য সাবধান হইয়া আবৃত্তি করিবে।

যদি তোমার ব্যাকরণে দখল থাকে তা তুমি একলম্ফে দার্শনিক গণের ক্রোড়ে যাইয়া চড়িতে পার। সে অবস্থায় পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্ত বাগীশের প্রণীত সাংখ্য কিম্বা পাতঞ্জলের দুই একটী সূত্র কণ্ঠস্থ রাখিবে, এবং আবশ্যক মতে তাহা বমন করিয়া সভা মাতাইয়া দিবে। সভায় সকলে তোমার মুখেরদিকে তাকাইয়া থাকিবে। তুমি টিকিটা দুই একবার নাড়িয়া ধুম্বলদিয়া আসর জাঁকাইয়া গৌরচন্দ্রিকা ধরিয়া দিবে। বম্‌ভোলানাথ। তোমার জয়মাল্য অবশ্য অঙ্কে আপনি আসিয়া পড়িবে। আহারের কথা বাবু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে আমরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ আমাদের আহারের অনেক বিঘ্ন আছে। জীবনেও যদি স্বপাক না খাইয়া থাক তবু অম্লান মুখে বলিবে আমি স্বপাক আহার করিয়া থাকি আতবার (জীবনে কখন না হইলেও) খাই। মৎস্য মাংস (অবশ্য পুঁটীমাছ কিম্বা ছোট ছোট ডানকিনা মাছ না হইলেও অন্ততঃ পাখী চলে না) আহার করিনা। অতএব এখানে আহারের আয়োজন হওয়া কঠিন। বাবু তোমারপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অন্ততঃ একটী রজতময়ী শুভ্রবর্ণ মুদ্রা তোমার করে দিয়া বিদায় করিলে তুমি সমস্ত যামিনী, যামিনীর বাড়ীতে প্রমানন্দে (কারণ তুমি কাব্য পড়িতেছ কিনা? রস-প্রধান শৃঙ্গার রসটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে) যাপন করিবে। তাহাতে কি? প্রাতঃকালে মাথাটীতে একটু জলের ছিটেদিয়া চুলগুলীকে কিছু ভিজাইয়া মুখ খানিতে কিঞ্চিৎ তৈলমাখিয়া লইও যেন লোকে তোমাকে প্রাতঃস্নায়ী মনে করে। তোমার সম্বন্ধে এবার পুজার সময় এই হজমীগুলি ব্যবস্থা করিলাম! ভরসাকরি তোমার অভাব ব্যাধি অনেক পারিমাণ এই ঔষধেই বিদূরিত হইবে।

এখন এস ভাই দুই নম্বরের উকীল মহাশয়গণ তোমাদের জন্য ভাল ভাল হজমীগুলি আমদানি করিয়াছি। আমার এই হজমীগুলির প্রসাদে তোমাদের বদ হজমী সব দূরে যাইবে সংসারে বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মিবে। সাক্ষাৎ কমলা তোমাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিবেন অযাচিত ভাবে অর্থরাশি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তোমার শিরে পতিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যে তোমার কুটের ঘর ইটের হইবে। ঘরে বাহিরে তোমার যশঃ সৌরভ দিগন্ত-প্রসারিত হইয়া পড়িবে। দেখিবে তোমার চোগা চাপকান ধরিয়া মোয়াক্কেলগণ দিবা রাত্রি টানিতে থাকিবে। মফঃস্বল হইতে ও তোমার জন্য কত লোক অর্থের তোড়া করে লইয়া তোমার ভাঙ্গা বৈঠক

থানায় তোমার শয্যা হইতে উঠার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিতে থাকিবে। এস ভাই শীগগির শীগগির আইস। এই হজমীগুলিতে তোমার অন্যায় উপায়ে লব্ধ অর্থ ও অনায়াসে গলিয়া হজম হইয়া যাইবে। কে তোমায় কি বলিতে পারে? আমার এই টাট্‌কা হজমী গুলিতে তোমার সমস্ত পাপ দূরে যাইবে দোষ যত কেন উৎকট হউক না সমস্ত খণ্ডিত হইবে। হাটে ঘাটে বাজারে বন্দরে সর্ব্বত্র তোমাকে শিব তুল্য মনে করিয়া সকলে তোমারই পূজায় নিরত হইবে। আমার হজমী গুলী কি কম মনে করিয়াছ? তুমি নূতন বি, এল পাশ করিয়া যাত্রার দলের জুড়ী সাজিয়া আসিয়াছ আমার নিকটে আইস আমি তোমাকে হজমী গুলী খাওয়াইয়া লই। মূল্য এখন এক পয়সা ও তোমার কাছে চাইনা। যখন তুমি বড় পশারের উকীল হইবে যখন তোমার ভাঙ্গা খড়ের ঘরের পরিবর্ত্তে ধবল সৌধাবলী উন্নত মস্তক উত্তোলন করিয়া তোমার পশারের সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিবে তখন আমার ঐ হজমী গুলির মূল্য দিও। এখন তোমার নামটী মাত্র আমার ঐ খাতায় লিখিয়া দেও। আমি কপর্দ্দক ও চাইনা। যদি বল যে আমি কলেজে এত দর্শন এত বিজ্ঞান এত সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ করিয়াছি আমি এক সামান্য ফকীরের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার কাছ হইতে হজমীগুলী সেবন করিব? বাবা! এখন ও তোমার গরমরক্ত আছে মেঁছে ঐ বামণের উপর রাজত্ব করিয়া সেই রক্ত আরও গরম হইয়াছে কাজেই ঐ রক্ত ঠাণ্ডা করিতে না পারিলে তোমার কিছুই হইবে না। তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে তাই বলি এই ফকীরের কথা শুন, উপদেশ গ্রহণ কর, মানুষ হইতে পারিবে। দশজনে তোমাকে ধন্য ধন্য করিবে। তাই প্রাচীন উকীলবৃন্দ! তোমরা আর ঐ খলিতদন্ত বাহির করিয়া এই প্রবাসী ফকীরের কথায় হাসিওনা। সময় গেলে আর সে সময়ের কথা স্মরণ থাকে না। তাই তোমার পূর্ব্ব জীবনের নানা ঘটনা পূর্ণ ইতিবৃত্ত ভুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছ। তোমাদের হাসি দেখিয়া আমার মত বুড়া ফকীর কখনই হাসিতে পারে না। হাসির দিন আমার সরিয়া গিয়াছে। এ জীবন তটিনীতে এখন আর জোয়ার বহে না। অবচ্ছিন্ন ভাঁটা চলিতেছে. এ জীবন-আকাশে আরপূর্ণিমার চাঁদ ময়ূখমালা বিস্তার করিয়া হাসে না, রেবতী ও রোহিনী প্রভৃতি দক্ষবালাসঙ্গে খেলা করে না, অমার গভীর তিমিরে আকাশ সদা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে আবার ব্যাধি-জলদে অমার অন্ধকারকে আরো সূচীভেদ্য গভীরতর অন্ধকারে পরিণত করিয়াছে। সেই মেঘ হইতে পুনঃ পুনঃ অভাব-করকা পতিত হইয়া এ প্রাচীন গলিতচর্ম্ম পলিতকেশ খলিত দন্ত,—ধৃতদণ্ড ফকীরকে একেবারে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। হাসির কি লজ্জা নাই, যে সে তোমার হাসি দেখিয়াই উপস্থিত হইবে। সবারই লজ্জা আছে। হাসিরও লজ্জা আছে। তোমরা উকীল তোমাদেরই শুনি লজ্জানাই, তাই বুঝি তোমরা অত প্রাচীন হইয়াও নবীন উকীলের প্রতি উপদেশ শুনিয়া হাসিতেছ। নবীন চোগা চাপকানধারী, সামলাশিরে নবীন উকীলগণ! ভীত হইও না। আমি তোমাদিগকে অমোঘ অব্যর্থ মহৌষধ দিব,

যাহার প্রভাবে তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতাপন্ন হইতে পারিবে। এইবার এই পর্য্যন্ত। (খ) শ্রীদরবেশ ফকির।

(খ) হায় হায়। এই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ শ্রীদরবেশ ফকীর আর আমাদিগকে উপদেশ দিলেন না। কিন্তু সুখের কথা তিনি আর তাঁহার উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিতেছেন।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বিশ্বাস মহাশয় শ্রীধাম বারাণসী ক্ষেত্র হইতে শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ প্রণীত "ব্রাত্য কায়স্থ চন্দ্রিকা" নাম্নী এক খানি ৯৬ পৃষ্ঠা যুক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকা সমালোচনা জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রায় ২৩ বৎসর হইল বঙ্গীয় কায়স্থ সভার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহোদয় ইহার একটী বিশদ সমালোচনা তদীয় "কায়স্থ তর্ক সমাধান" নাম্নী পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন; পুনঃ সমালোচনার আবশ্যক দেখি না। উক্ত চন্দ্রিকায় গোটা কয়েক কায়স্থ বিরুদ্ধ শ্লোক আছে মাত্র। সিদ্ধান্ত মহাশয় ভারতীয় প্রায় এক কোটি কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তিনি মনে করেন যে ঘোষ, বসু ইত্যাদি প্রমুখ প্রায় দশ লক্ষ কায়স্থ যে বঙ্গদেশে বাস করেন ইহারাই কায়স্থ জাতি, কিন্তু আর যে প্রায় ৯০ লক্ষ কায়স্থ ভারতের নানা স্থানে দ্বিজাচার সমন্বিত হইয়া বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন তাঁহাদের বিষয় তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ প্রকার পল্লব-গ্রাহী কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকের মর্য্যাদা কি? ইহাকে সমালোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। তবে বন্ধুবরের অনুরোধে আমরা গোটা কয়েক কথা লিখিয়া দেখাইব যে সিদ্ধান্ত মহাশয় স্বল্প জলের শফরী,—

ক্কত্বং মন্দমতিঃ কেদং মথনং ক্ষীর বারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণুর্ব্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥

বিরাট কায়স্থ জাতির সাগর সম ইতিহাস যাহাতে রাজর্ষি ভীষ্মাদি ও ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যাদি নিমজ্জিত রহিয়াছেন, তুমি একটী ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া তাহা মন্থন করিতে অভিলাষী, ধন্য তোমার সাহস! স্বর্গীয় শশী ভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক সুবৃহৎ কায়স্থ পুরাণ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি কর্ত্তৃক কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ও অন্যান্য পুস্তক (ক)

(ক) মহাত্মা ধ্রুবানন্দ প্রণীত সংস্কৃত "গৌড় কায়স্থ বংশাবলী" গাগা ভট্ট কর্ত্তৃক "কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদীপ"

আগে অধ্যয়ন করুন, দাক্ষিণাত্যে চন্দ্র বংশীয় প্রভু কায়স্থগণ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্য ভারতে সূর্য্য বংশীয় চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ, ইহাদের আচার ব্যবহার পরিদর্শন করুন তবে কায়স্থের বিষয় লিখিতে অগ্রসর হইবেন। বৈদ্য জাতির ন্যায় কায়স্থ বঙ্গে নিবদ্ধ নহে, সমগ্র ভারতে এই মহতী জাতি বিস্তৃত রহিয়াছে।

২। বঙ্গের গোটা কয়েক কায়স্থ বৌদ্ধ বিপ্লবে সাবিত্রী চ্যুত হন, কিন্তু সমগ্র ভারতে যে কায়স্থ আছেন তাঁহারা সকলেই প্রাচীন কাল হইতে দ্বিজাচার সমন্বিত ও দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করেন। মাধবাচার্য্য কৃত "শঙ্কর বিজয়" পুস্তক পাঠ করিলে সিদ্ধান্ত মহাশয় দেখিবেন যে বৌদ্ধ অত্যাচারে ব্রাহ্মণগণ ও অনেক দিন ব্রাত্যব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ সাবিত্রী ও সূত্র উদ্ধার করেন। তদ্রূপ বঙ্গীয় কায়স্থ গণ সময় পাইয়া তাঁহাদের ক্ষত্রোচিত সাবিত্রী সূত্র পুনঃ গ্রহণ করিতেছেন মাত্র, নূতন কিছু নহে।

৩। সিদ্ধান্ত মহাশয় বলিতেছেন যে কায়স্থগণ দ্বিজবৎ শূদ্র অর্থাৎ সচ্ছুদ্র। এই রঘুনন্দনী অভিমত যে প্রলাপ মাত্র তাহা অনেকবার দেখান হইয়াছে। দ্বিজবৎ শূদ্র বলিলে ভাক্ত-শূদ্র বুঝায় সচ্ছুদ্র বুঝায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে—

গোপ নাপিত ভিল্লাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বণিক জাতয়ঃ॥
ইত্যেব মাদ্যাবিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রা পরিকীর্ত্তিতাঃ।

তদনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাদ বচন আছে "সচ্ছূদ্রো গোপ নাপিতৌ"। সিদ্ধান্ত মহাশয় উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। এই প্রকার যথেচ্ছাচারী লেখকগণ সর্ব্বদা বিদ্বান সমাজে নিন্দনীয় হয়।

৪। সিদ্ধান্ত মহাশয় দয়া করিয়া কায়স্থ শব্দটীর বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার অনেকটা তিরোহিত হইবে। পরাশরীয় কুলার্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে—

কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত অয়োঃ বাহু তথৈবচ।
তত্রস্থ যৎসমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতিকীর্ত্তিতঃ॥

অপিচ—

ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্যাদিয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতিবোধ্য তে॥
তত্ত্বাম্বুধি

কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়শব্দ একার্থ বোধক না হইবার কোন কারণ নাই, কেন না কায়স্থ মসীজীবী ক্ষত্রিয় ও তজ্জন্য মসিজীবী ছত্রী হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসিজীবী ষড়ানন অপেক্ষা মসীজীবী গণেশ শ্রেষ্ঠ, সকল দেবতার আগে পূজনীয়, কারণ মস্তিষ্ক বাহু হইতে শ্রেষ্টাঙ্গ। "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরংনাস্তি" বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই বেদ বাক্য মসিজীবী কায়স্থ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ কায়স্থ অপেক্ষা উচ্চতর জাতি ভারতে আর নাই। জ্ঞানে ধর্ম্মে ও আচারে সর্ব্বপ্রকারে এই জাতি ব্রাহ্মণের সমতুল্য। যদি গুণকর্ম্ম দ্বারা বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে ভারতে

আবুল ফজেল কর্ত্তৃক "কায়স্থ বর্ণন" শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "কায়স্থ সমাজ সংস্কার" মৎপ্রণীত কায়স্থ তত্ত্ব, উত্তর রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুল পঞ্জিকা ইত্যাদি। সম্পাদক।

কায়স্থকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য পদ দিতে হইবেক।

ক্রমশঃ।

৫। কায়স্থ সমাজের সংস্কার।—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত। পুস্তকখানি পাঠে আমরা প্রীত হইলাম। উহা ১৯৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য বারআনা মাত্র। উক্ত গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা সকল কায়স্থকে উহা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধকরি, তবে মূল্য আট আনা হইলে ভাল হইত।

৬। উহাতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, সাহিত্যে কায়স্থ পরিচয়, পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা, অশৌচ শুদ্ধ, শূদ্রবিচার, রঘুনন্দন ও বঙ্গদেশে কায়স্থ প্রভাব ইত্যাদি অধ্যায়গুলি বিশেষ পাঠ্য। কুলীন মৌলীক অধ্যায়টী এই প্রকার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট না করিলেই ভাল হইত। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত তুলিয়াছেন তাঁহার মতে ঘোষ বসু আদি পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত সেন সিংহ আদি মৌলিক ১২ ঘর ও অচলা ১২ ঘর সকলেই শূদ্র এই মত খণ্ডন জন্ম শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসুবর্ম্মা মহাশয়ের প্রতিবাদ মুদ্রিত করিয়াছেন। এই পাঁচকড়ী বাবু কে? তিনি জাতিতত্ব বেত্তা অধ্যাপক পণ্ডিত নহে, তিনি একজন সামান্য সংবাদ পত্রের সম্পাদক (at best a penny-a-liner) তাঁহার উক্ত প্রকার মত যাহা আমরা জিহ্বাগ্রে আনিতে ভয় করি, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থে কেন উদ্ধৃত হইল। আমরা আগেই বলিয়াছি যে যাহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া কায়স্থকে শূদ্র মনে করে তাহারা গণ্ডমূর্খ, আমরা শুনিয়াছি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নাকি প্রচার কালে উক্ত প্রকারমত সময় সময় প্রকাশ করিয়াছেন। মৌলিক কায়স্থগণ যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ভগবান্ শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত দেবের বংশ ও ভারতের আদি-কায়স্থবংশ তাহা কি তাঁহাদের আমাকে বলিয়া দিতে হইবে। এই কৌলিন্য অধিকারে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে তাহা কি তিনি দেখিতেছেন না। আমরা আশাকরি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত "কুলীন ও মৌলিক" অধ্যায়টী বাদ দিবেন। অলমিতি বিস্তারেণ।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। বিজয়ার সম্ভাষণ। শারদোৎসব উপলক্ষে ১৫ দিবস অবকাশের পর অদ্য আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাঁহার প্রিয় গ্রাহক পাঠক অনুগ্রাহক ও প্রবন্ধ লেখক মহোদয়গণ সমীপে উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্কার ও কোলাকুলী গ্রহণ

করিবেন। প্রবন্ধ লেখিকাগণ আমাদের প্রিয় সম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ আমাদের শত শত ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা সকলেই যেন প্রতিভার দীর্ঘজীবন ও অক্ষুণ্ণ সমৃদ্ধি জন্য আশীর্ব্বাদ করেন।

২। আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের যুগ্ম সংখ্যা ১২ ফরমার স্থলে ১০ ফরমা মুদ্রিত হইল। ১৩২০ সনের যুগ্ম সংখ্যায় আমরা দশ ফরমার অধিক দিতে পারিনাই। পাঠক ও গ্রাহক মহাশয় দিগের নিকট আমরা চারিটী ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠার ঋণী রহিলাম। আশাকরি ইহা আমরা পরিশোধ করিতে পারিব। কাগজের মূল্য প্রতি রিমে প্রায় একটাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। আমাদের এই বিপত্তিকালে সকলেই কৃপা বিতরণ করিবেন।

৩। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা এইক্ষণ হইতে নিয়মিত ভাবে সকলেই পাইবেন। আমরা এযাবৎ বর্ত্তমান বর্ষের মূল্যজন্য ভিঃ পিঃ করি নাই। এইক্ষণ হইতে ভিঃ পিঃ করিতে আরম্ভ করিলাম, কেহই যেন ফেরত না দেন।

৪। বদান্যতা। আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে দিনাজপুরের স্বদেশ হিতৈষী স্বসমাজপ্রতি কৃপাবান মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর মহোদয় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার অর্থকৃচ্ছতা দর্শনে ১৯১৪ সনের জন্য প্রতিভার সাহায্যার্থে বার্ষিক ১৫৲ দান করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট আমরা মহারাজ বাহাদুরের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

৫। ফরাসী বৈজ্ঞানিক মুশোঁ তারপন একপ্রকার বীভৎস বোমা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা শত শত সৈনিকগণের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে পারিলে বাহ্যিক কোনও প্রকার আঘাত দৃষ্ট না হইলেও সকলে এক সময়ে প্রাণত্যাগ করিবে। এই ভয়ঙ্কর বোমার নাম মেলিনাইট (melinite) যুদ্ধের কিছুদিন আগে চালন্স (chalons) নগরে ৪০০ শত মেষের উপরে এই বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে ধুমরাশি অন্তর্হিত হইলে দেখাগেল সমস্ত মেষগুলি মরিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ দাতার জনৈক বন্ধু যিনি রক্তপতাকা দলে হতাহত সৈনিকগণকে উদ্ধার করেন তিনি লিখিয়াছেন যে আমরা পরিখা (trenches) মধ্যস্থিত জারমান পদাতিকগণকে দেখিবার জন্য পরিখামধ্যে প্রবেশ করিলে একটী ভীষণ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। দেখিলাম শত শত জারমান সৈনিক পুরুষ বন্দুক স্কন্ধে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটীর ও প্রাণ নাই। গায় হাত দেওয়া মাত্র তাহারা ভূতলে পড়িয়া গেল। আমরা যখন তথায় গেলাম তখন প্রাতঃসূর্য্য কিরণ সম্পাতে পরিখাগুলি আলোকময় হইয়াছিল। এই সমস্ত মৃত পদাতিকগণের মুখে ও শরীরের নানাস্থানে এক প্রকার রক্তাভ (grey) রেণু পতিত হইয়াছিল মাত্র বোধ হয় যেন ইহারা পদব্রজে অধিকদূর বিচরণ করিয়াছে বলিয়া ধূলারাশি গাত্রে লাগিয়াছে। আমরা তখন মনে করিলাম যে এই সৈনিকগুলি উপর্যুক্ত তারপন সাহেবের নবাবিষ্কৃত বোমা দ্বারা নিহত হইয়াছে। উত্তর গোগৃহে অর্জ্জুন এক প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া

কুরুসৈন্য অচেতন করিয়াছিলেন, এই বোমা তাহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

৬। যে ভীষণ সমর তরঙ্গ য়ুরোপকে বিধ্বস্ত করিতেছে তাহার আর্থিক ব্যয় কত, তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সে জারমেন যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, দ্বাদশলক্ষ সৈন্য ফরাসী দিগের পক্ষ সমর্থন করে, তাহাদিগের প্রত্যেক সেনার দৈনিক ব্যয় ৭৷৷০ টাকা হইয়াছিল। ১৯১৭ সনে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক সেনানীর জন্য দৈনিক ব্যয় প্রায় ১০৲ দশটাকা। বর্ত্তমান সময়ে ফরাসীজাতি যদি চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত করেন তবে তাঁহাদিগের যুদ্ধে প্রত্যেক দিনে প্রায় তিনকোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে। চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ সৈন্য জন্য যদি দৈনিক তিনকোটি অর্থ ব্যয় হয় তবে জারমেনীর ৫০ লক্ষ সৈন্য অষ্ট্রিয়ার ২৫ লক্ষ, রুশের ৩৫ লক্ষ সৈন্যের জন্য দৈনিক কত টাকা ব্যয় হইতেছে ও এই বিপুল অক্ষৌহিনীকে ৫।৬ মাস কাল যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত রাখিতে কত অসংখ্য অর্থরাশির আবশ্যক তাহা আমাদের মনে ধারণাকরিতে অসমর্থ। এই অসীম ধনরাশি যদি দরিদ্রের মঙ্গলার্থে ব্যয়িত হইত তবে ধরিত্রী দরিদ্র পোষণ ভার হইতে মুক্ত হইতেন। আর দেশের যে কত মঙ্গল সংসাধিত হইতে তাহা কে বলিতে পারে।

৭। আকাশ যুদ্ধ। আমিরা রামায়ণে পাঠ করি যে ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন, তাই তাঁহার নাম মেঘনাদ। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আকাশে ব্যোমযান আরোহিগণের সহিত যে যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে উক্ত ঘটনা সত্যমূলক বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। বিগত ৬ই ভাদ্র রবিবারে য়ুরোপীয সমরে মন্স (mons) নামক নগরের নিকট জনৈক ইংরাজ ব্যোমযান বিহারী এক খণ্ড মেঘের অন্তরাল হইতে এক খানি জারমান এয়ারোপ্লেন তাঁহার নিকট বিচরণ করিতেছে দেখিয়া একটী চিল পক্ষীর ন্যায় ভীষণ বেগে ছোঁ দিয়া উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রিভলভর হইতে ৫টী গুলি ছুড়িয়া তৎক্ষণাৎ আবার মেঘের অন্তরালে লুকায়িত হন। ক্ষণকাল পরে মেঘ হইতে নিম্নে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার গুলির আঘাতে জারমান এয়ারোপ্লেন ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার আরোহীও আহত হইয়াছেন।

৮। দাস ও দাসী। নিরুপবীত কায়স্থগণ অনেকেই বিশেষ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মহাত্মাগণ "দাস" ও "দাসী শব্দ ব্যবহার করেন। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কায়স্থগণ কোনও স্থলে কোনও অবস্থাতে উক্ত ঘৃণিত উপনাম কাহারও নিকট ব্যবহার করিবার করিবেন না। জাতীয় সম্মান সকলেরই রক্ষাকরা কর্ত্তব্য। উক্ত উপনাম ত্রিবিধভাবে অধুনা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা দাশ, দাষ, দাস। দুঃখের বিষয় আর শকার নাই তাই অন্য প্রকারে ব্যবহৃত হয় না। আমাদের বৈদ্য ভ্রাতৃগণ বর্ত্তমানে "দাশ শর্ম্মা" উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন। কায়স্থ মহাত্মাগণ "দাষ বর্ম্মা" ব্যবহার করেন ও কেহ কেহ "দাস ঘোষ" ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন। মূল "দাস" দস্যু শব্দের অপভ্রংশ। আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে

উপনিবিষ্ট হইয়া ছলে বলে কৌশলে আদিম অসভ্য বন্য জাতিগণকে জয় করিয়া সেই সেই জনপদ সকল অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত বন্য নরখাদক (cannibals) গণকে দস্যু শব্দে আখ্যাত করিতেন। ইহারাই পৌরাণিক দাস বংশ। বৈদিকযুগে এই "দাস" উপাধি আর্য্যগণ এমন কি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই প্রকার উদাহরণ বিরল। "দাশ" শব্দের অভিধানিক অর্থ জালিয়া অথবা কৈবর্ত্তজাতি। দাশ-কন্যা বলিলে মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে বুঝায় ইহারই গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। আমরা বুঝিনা অম্বষ্ঠ জাতি, বিশেষ বৈদ্যজাতি কোন্ যুক্তির বলে দাশশর্ম্মা ব্যবহার করেন। "দোষ" নামক নক্ষত্রের উপাসক বলিয়া কায়স্থগণ দাস শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু কায়স্থগণ কোন যুক্তি কি প্রমাণের বলে "দাসঘোষ" আদি উপনাম ব্যবহার করেন তাহা আমরা জানি না। দাস শূদ্রের উপাধি কায়স্থ যৎকালে শূদ্র নহে তখন দাস শব্দ ব্যবহার নিতান্ত অন্যায়। কেহ কেহ বলেন গোপজাতি হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ঘোষজ মহাশয়গণ দাস ব্যবহার করেন। এই প্রকার যুক্তি নিতান্ত হেয়, কারণ গোপজাতি হইতে পৃথক্ করিতে কায়স্থগণ শূদ্রের উপাধি কেন গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ এই সকল উপনাম দ্বারা কখনও জাতি বিচার হয় না। "সরকার" বিশ্বাস" "মজুমদার" "চৌধুরী" ইত্যাদি উপাধি সকল জাতি নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হয়, এই সকল উপনামধারী ব্যক্তিগণ কোন্ জাতি তাহা উক্ত পদটী দ্বারা জানা যায় না। ভারতের অন্যান্য স্থানে কায়স্থগণ নামের শেষে একটী মাত্র উপাধি "বর্ম্মা" ব্যবহার করেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণের ও কর্ত্তব্য যে তাঁহারা "বর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ঘোষ, বসু, মিত্র ইত্যাদি ব্যবহার না করেন। কায়স্থ জাতির একীকরণ বিষয়ে ইহা একটী বিশেষ উপাদান হইবে।

৯। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বিশ্বাস মহাশয় মুর্শিদাবাদ জিলান্তর্গত খোসবাসপুর গ্রাম হইতে নিম্ন লিখিত নিদারুণ মৃত্যুসংবাদটী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন—"বিগত ২০শে আশ্বিন ১৩০১ তারিখে কায়স্থসমাজের পরম হিতৈষী ও দিনাজপুর রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত জেমো গ্রামে তদীয় নিজ ভবনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর আজ কয়েকমাস পীড়িত ছিলেন,কিন্তু আমরা জানিতাম না যে এত শীঘ্র তিনি অনন্ত ধামে প্রস্থান করিবেন। তিনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে পর কতকগুলি বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়াছিলেম। তাঁহাদিগকে ও বিরুদ্ধপক্ষ কায়স্থগণকে নিজপক্ষে আনার জন্য উক্ত দেওয়ান বাহাদুর বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধপক্ষদ্বারা নবশায়কগণ ও উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া দেওয়ান বাহাদুর তাহাদিগের দ্বারা কায়স্থগণের শব বহন ও দাহন না হয় তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রায় বাহাদুরের মৃতদেহ বহু কায়স্থগণ কর্ত্তৃক বহন ও দাহনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। জেমো হইতে ৮ ক্রোশ ব্যবধান বহরমপুর গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি

ক্রিয়া সমাধান হইয়া ছিল। আশাকরি দ্বাদশ দিনে ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইবেক।" আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি ও তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের সান্ত্বনার জন্য শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি।

১০। উক্ত বন্ধুবর লিখিতেছেন—"ফতেসিংহ কায়স্থ সমাজের অন্তর্গত জয়জান নিবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের একজন নেতা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ জমীদার মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে বর্ত্তমান আশ্বিনমাসে পরলোকে গমন করিয়াছেন। উক্ত জমিদার মহাশয় ভারতীয় কায়স্থ সভার প্রারম্ভ হইতে পুরাণ ও কায়স্থকুলপঞ্জিকাদি পুরাতন গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে নিজব্যয়ে কায়স্থান্দোলন করিয়া বেড়াইতেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে উপনীত না হইয়া তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণকে উপবীতী করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল ঘোষ মহাশয় তাঁহার পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া দ্বাদশদিনে ক্ষত্রিয়াচারে ভাগীরথীর ত্রিবেণীর কূলে সম্পন্ন করিয়াছেন।"

১১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বিশ্বাস মহাশয় আরো লিখিয়াছেন—"উক্ত ফতেসিংহের অন্তর্ভুক্ত রূপপুর গ্রাম নিবাসী সাত্বিকপ্রবর ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে বিগত ৬ই আশ্বিন তারিখে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত ১৮ই আশ্বিন তারিখে ক্ষত্রিয়াচারে তাহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইষ্টদেবতা ও পুরোহিত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপবীতী ও নিরুপবীতী অনেক কায়স্থ মহোদয় উক্ত শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন" পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের আত্মার সদ্গতি ও তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনা জন্য শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। এই প্রকারে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ তিনটী মহাত্মা একই মাসে আমাদিগকে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ রাখিবার স্থান আমাদের আর নাই।

১২। আন্তর্গণিক বিবাহ। বিগত ২০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবারে হুগলী জিলান্তর্গত বড়া নামক সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামে, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বনমালী বসু মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার শুভ-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বঙ্গজ মহাপাত্র দেববংশ ও পাত্রী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন বসুবংশীয়। উক্ত শুভকার্য্য ক্ষত্রিয়াচারে বিনাপণে ও বিনা যৌতুকাদিতে সম্পাদিত হয়। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তর্করত্ন মহাশয় পাত্র পক্ষে ও পাত্রীর পক্ষের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত রমানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। কায়স্থ সমাজে এই প্রকার বিনা পণে বিনা যৌতুকে যত বিবাহ হয় ততই মঙ্গল। শুভ-বিবাহরূপ আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্রে টাকা কড়ি, অলঙ্কার, বরাভরণ সম্বন্ধে কোনও কথাই উত্থাপন না করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূলদেশে অর্থ বিরাজিত, উপাসনা ও বিবাহে উহা ত্যাগ করাই উচিত।

১৩। তীরে তীরে, তরবারি তরবারিতে ত পাঁশাপাশি যুদ্ধ নহে, ইহা গোলাগুলির যুদ্ধ,

বন্দুক ও কামান। যে খানে ২।৩ শত কামান গর্জ্জিতেছে তথায় একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে মানুষের ছিন্নভিন্ন মস্তক,হস্ত,পদ, বক্ষঃস্থল দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ শত সহস্র লোক কামানে উড়িয়া যাইতেছে। এই ভীষণ লোকক্ষয় জন্য দায়ী কে—সেই শয়তান কাইশার ও তাহার কামান-নির্ম্মাতা ক্রুপ।

১৪। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় কুষ্টিয়া হইতে লিখিতেছেন—"আপনি প্রতিভার প্রতিমাসেই আমার পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার বাবাজীবনের অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে পাঠাইবার বিষয় মুদ্রিত করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোনও উপযুক্ত প্রস্তাব প্রাপ্তহয় নাই। সম্প্রতি বিগত ১৩ই শ্রাবণ আমার মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথের যথাশাস্ত্র উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়াছি এবং বিগত ১৫ই শ্রাবণ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের শুভ-বিবাহ কাকিনা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকমল সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছে। কন্যাপক্ষের নিকট অর্থাদি কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা সামান্যকিছু দান যৌতুক ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই আনন্দিত হইয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সহিত আমাদের এক প্রকার সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ মহাত্মারা উপনীত কায়স্থ দিগের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিবাহের ২।৩ দিন পরে আমার বাসায় পদার্পণ করিয়া আহারাদি করিয়াছেন। ত্রয়োদশ দিবসে আমি আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়াছিলাম বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাও মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, ফলতঃ কুষ্টীয়ার ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণ আমাদের সহিত যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন সকল স্থানে এই প্রকার হইলে, বঙ্গীয় শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বপ্রধান জাতিদ্বয়,ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে কোনও দলাদলি কি অসদ্ভাব রহিবে না।"

১৫। উক্ত বিবরণ পাঠে কায়স্থ মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। একপক্ষে হৃদয় বাবু কর্ম্মবীর, অপর পক্ষে কুষ্টীয়ার ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণ শম, দম, ক্ষান্তি ও সরলতার আধার। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বঙ্গেশ্বরদী নিবাসী উপনীত কায়স্থগণের প্রতি ভাটদী সমাজের ব্রাহ্মণগণ যে প্রকার অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতে অশক্ত, আশাকরি তাঁহারা কুষ্টীয়ার ব্রাহ্মণগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন।

১৬। জনৈক কায়স্থ মহাত্মা মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত হিলোড়া গ্রাম হইতে লিখিয়াছেন—হিলোড়া একটী সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রাচীন কায়স্থ গণ্ডগ্রাম। উহা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মিত্রভূম-সমাজ। কায়স্থদিগের আধিপত্যের সহিত অনেক যশঃ ও কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বংশ সম্ভূত কায়স্থগৃহে নিত্য নৈমিত্তিক পূজা ও উৎসবাদি বর্ত্তমান আছে। এইসকল কাম্যকর্ম্ম যথা নিয়ম সম্পাদনের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। নন্দীবংশ কর্ত্তৃক খোদিত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এখনও নন্দীদীঘি নামে পূর্ব্বতম কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। সিংহ

চৌধুরী বংশ কর্ত্তৃক একটী বিশাল জলাশয় "ঘোড়াদীঘি" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুনাযায় একটী ঘোড়া যতদূর দৌড়িয়াছিল ততদূর উহা দীর্ঘহয়। গ্রামের রাস্তা গুলি যে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল তাহার ভগ্নচিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান। এই সমস্ত রাস্তা ও উক্ত সিংহচৌধুরী বংশদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। সাধু উদয়চন্দ্র মজুমদার স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিজ বিষয় সম্পত্তি সমস্ত দান করিয়া কাশী-ধামে নিরুদ্দেশ হন। এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত জমীদার মহাজনাদি বাস করেন, ইহাদের একতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কায়স্থজাতির গৌরবের স্থল। গত ২২শে চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত নটবর দাষ ও গত ২৪শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ চৌধুরী, বিধুভূষণ সিংহ চৌধুরী, ভবেশচন্দ্র ঘোষ, তারাপ্রসন্ন মিত্র, অনুকূলচন্দ্র দাষ চৌধুরী মহাশয়গণ ও গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাপদ ঘোষ, ফণীভূষণ দাষ, রমণীরঞ্জন দাষ ও ভোলানাথ দাষ মহাশয়গণ ক্ষত্রিয়াচার মতে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছিলেন। কাঞ্চনতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত ইন্দু-ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় আচার্য্য ছিলেন। আমরা আশাকরি সমগ্র গ্রাম শীঘ্র উপনীত হইয়া কায়স্থ-ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।" আমরা আশাকরি হিলোড়া গ্রামের কায়স্থ মহোদয়গণ সত্বর উপনীত হইয়া কায়স্থ সমাজের আদর্শস্থানীয় হইবেন।

১৬। ভারতের রাজ ভক্তি। আজ সার্দ্ধশত বৎসর ইংরাজ ভারতে রাজত্ব করিতেছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মূল-মন্ত্রে গ্রথিত এই প্রকার সুন্দর প্রণালীতে রাজ্য শাসন ভারতের অদৃষ্টে কখন ও ছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না। প্রজার মঙ্গলার্থে এত দূর চেষ্টা, প্রজার সহিত এত দূর সহানুভূতি, পূর্ব্বতন কোন ও রাজার রাজত্বে ছিল কি না জানি না। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সময়ে রাম-রাজ্য অতি সুখের ছিল, কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্ম-ণের দৌরাত্ম্যে প্রকৃত-পুঞ্জ সময়ে সময়ে অস্থির হইত। বর্ত্তমান রাজত্বে কোন ও জাতির প্রাধান্য নাই, সকলেই সম ভাবে আইনের অধীন। আমাদের রাজা ও রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল কে সমনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া ভারতে সুখের রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গোযেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ;

অর্থাৎ যাঁহাদিগের মন সাম্য ভাবাপন্ন তাঁহারা ইহ লোকে স্বর্গ জয় করেন। এই সমতা গুণে আকৃষ্ট হইয়া,— ইংরাজ শাসন প্রণালীতে প্রচুর অভাব থাকা সত্বেও, ভারতীয় প্রকৃতি পুঞ্জ, তাঁহাদিগের অনুগত হইয়াছে। অধুনা ভারত সম্রাটকে বিষম আহবে লিপ্ত দেখিয়া কুমেরিকা হইতে হিমাচল ও ব্রহ্মনদ হইতে গান্ধারের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র রাজা প্রজা তাঁহাদের ধন জন, দেহ প্রাণ, যথা সর্ব্বস্ব সম্রাটের সাহার্য্যার্থে প্রদান করিয়াছে। এই ভারত-প্লাবিত তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া পাশ্চাত্য জাতি নিকর বিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে,— ধন্য ভারতের রাজ ভক্তি। আমরা আশ করি এই রাজ-ভক্তি আমাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিবে, এবং ইহা দ্বারা আমরা স্বায়ত্ব-শাসনের পূর্ণা-ধিকার লাভ করিব। মহীসুরের মহারাজা ৫০ লক্ষ, হাইদ্রাবাদের নিজাম ৬০ লক্ষ টাকা

যুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রদান করিয়াছেন। ভারতে অন্যান্য প্রজাগণ ও অকাতরে সাহায্য নানা ভাবে প্রদান করিতেছেন। শিখ, গুরখা, পাঠান, রাজপুত সেনাগণ পাশ্চাত্য যুদ্ধে দলে দলে যোগ দান করিতেছেন। স্ত্রী লোক, বালক, ও বৃদ্ধ যে যে ভাবে পারে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। শ্রীভগবানের কৃপায় ইংরাজ ও মিত্র পক্ষগণ আগামী ডিশেম্বর মাসের মধ্যে জয়লাভ করিলে য়ুরোপের বিষম শত্রু জারমেনিকে পদতলে নিস্পেষিত করিতে পারিবে। জয়স্তু মিত্র পক্ষাণাম্ যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন।

১৭। এমডেনের কীর্ত্তিকলাপ ও বিনাশ। "এমডেন" নাম্নী জারমান দুর্দ্ধর্ষ রণপোত ক্রমান্বয়ে বঙ্গোপসাগরে ১১ খানি, ও তৎপরে মাল্য-দ্বীপের সন্নিহিত ভারত সাগরে ৫ খানি মোটে ১৬ খানি মিত্র পক্ষগণের বাণিজ্য জাহাজ বিনষ্ট করিয়াছে। এই ভীম-কর্ম্মা জাহাজের দ্বারা বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। ইহাকে ধরিবার জন্য মিত্র পক্ষীয় কতিপয় দ্রুতগামী, রণপোত সাগর পথে অন্বেষণ করিতেছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে গত ৯ই নবেম্বর অষ্ট্রেলিয়ার রণতরী "সিডনি" সুমাত্রাদ্বীপের দক্ষিণপশ্চিম ৭০০মাইল দূরে কোকোজ নামক প্রবাল দ্বীপের নিকট উহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করে। এমডেন উক্তস্থানে সামুদ্রিক বার্ত্তাবহ তার (cable) কাটিবার জন্য গিয়াছিল। এই তার কাটিতে পারিলে ভারত-বর্ষ হইতে কোনও সংবাদ লণ্ডনে যাইতে পারিত না। সিডনেকে দেখিয়া এমডেন ভীত হয় ও যুদ্ধকরিতে অস্বীকার করে, কিন্তু সিডনে যৎকালে গোলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করার পরে এমডেন জাহাজ সমুদ্রতীরে আবদ্ধ হয় ও গোলার অগ্নিতে দগ্ধ হইতে আরম্ভ করে। তদনন্তর এমডেনের কাপ্তান ও কৈজারের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার ফ্রান্স-জোশেফ হোহেনজোলারেন ও কতকগুলি সৈনিক ধৃত করিয়া সিডনে জাহাজে আবদ্ধ করা হয়। যুদ্ধে এমডেনের২০০ শত ও সিডনের ৩জন মাত্র লোক নিহত হয়। উভয় রণতরীর কতকগুলী লোক আহত হইয়াছে। এই প্রকারে সাগর পথের বিষম উৎপাত এমডেন তদীয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইংরাজগণ এমডেনের আরোহী গণকে সামরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এইক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় মহামতি ক্রুপকে সম্বোধন করিয়া কৈজার বিলাপ করিতেছেন; হে ক্রুপ্! যখন শুনিলাম চীনদেশে আমার সুদৃঢ় সিংটাও দুর্গের পতন হইয়াছে, তখনই আমি জয়াশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম, আমার দুর্দ্ধর্ষ রণতরী এমডেনের বিনাশ হইয়াছে তখনই হে ক্রুপ্ আমি জয়াশা আর করিনাই, যখন শুনিলাম ভারতীয় অপরাজিত সৈন্যগণ আমার সৈনিক বৃন্দকে বিধ্বস্ত করিতেছে তখন হে ক্রুপ্ আমি জয়াশা আর করিনাই ইত্যাদি।

১৮। জারমান নিষ্ঠুরতা। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মেনি যে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, প্রাচীনকালে অসভ্য-বন্য নরখাদক জাতির মধ্যেও তাহা আমরা দেখিতে পাইনা। বেলজিয়ামের নরনারী গণের প্রতি উন্মত্ত জারমান সৈনিকবৃন্দ যে প্রকার বিষম অত্যাচার

করিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লেখনী কম্পিত হয়। নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ লুণ্ঠন, বলপূর্ব্বক সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ ও তদনন্তর নগরের প্রধান ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া একটী বিপুল অর্থের দাবীকরণ তৎপরক্ষণেই ৮।১০ জনকে গুলি করিয়া নিহত করণ ইত্যাদি। নিষ্কারণ নরহত্যা যেন জারমান জাতির একটা আমোদ। বিবদমান এই সকল জাতি শ্বেতকায়, এক ধর্ম্মী, আদান প্রদানে সকলেই আত্মীয়তায় নিবদ্ধ ইহাদের মধ্যে এত দূর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। হায় খ্রীষ্টধর্ম্মের পবিত্র-পতাকা ইহারা পদতলে দলিত করিল। যুদ্ধে অসংশ্লিষ্ট নাগরিকগণ, এমন কি ধর্ম্মযাজকগণ ও ইহাদের হস্তে নিষ্কৃতি পাইতেছে না।

১৯। পাশ্চাত্য মহাসমর। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এযাবৎ এই প্রকার ভীষণ বীভৎস অগণ্য নরহত্যাযুক্ত মহাসমর আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। মহা শক্তিশালী দৈত্য দ্বয়ের সহিত দেবতাগণে যুদ্ধ। শুম্ভনিশুম্ভরূপ কৈজার ক্রুপ যে শক্তিবলে সমগ্র যুরোপ খণ্ডকে নিজপদানত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন সেই শক্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, রুস, ফরাসী, বেলজিয়াম, সারভিয়া ও মণ্টেনেগ্রো দেবশক্তি ব্যুহ উত্থিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের প্রারম্ভ মাত্র। জারমেনীর যে প্রকার প্রভূত অর্থবল ও লোকবল আছে তাহাতে সে আরও ৬।৭ মাস কাল যে পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে পশ্চিম যুরোপ খণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বিশেষ বেলজিয়াম। নিরাপরাধিনী দৈব বশে যুদ্ধ-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দুর্দ্ধর্ষ জারমেনী বেলজিয়ামের রাজ্য মধ্যদিয়া ফরাসী জাতিকে আক্রমণ করিতে চাহিলে বেলজিয়াম অস্বীকার করেন মাত্র, এই অপরাধে কৈজার তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; তাহার রাজধানী ব্রুসেলস অপহরণ করিয়া লুভেন ও এণ্টোয়ার্প ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়াছে। রাজা ও রাণী এইক্ষণে হলেণ্ডের অতিথি, তাঁহাদের রাজধানী নাই। সমগ্র যুরোপ খণ্ডের প্রতি গৃহে গৃহে অনাথা বালক বালিকাগণের ও বিধবা রমণীগণের হৃদয় বিদারক চীৎকার ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, যুদ্ধে গিয়াছেন কেহ বা হত, কেহ আহত হইয়া সামরিক হাঁসপাতালে মুমূর্ষু। আজ ২।৩ মাসে পূর্ব্বে যে গৃহে আনন্দোৎসব হইতেছিল আজ তাহা বিষাদক্লিষ্ট শ্মশান। সৈনিকবৃন্দ রণবাদ্যের সুগম্ভীর নাদে ও ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনির আহ্বানে শত সহস্র বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বদেশবৈরী নাশার্থে বদ্ধ-পরিকর হইয়া পরমোৎসাহে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছে, কিন্তু গৃহে আবদ্ধা তাঁহাদের রমণীগণের অবস্থা কি ভয়ঙ্কর একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইংরাজ মহাকবি বাইরণ বলিয়াছেন—

Man's love and man's life are things apart,
Tis woman's whole existence.

মানুষের জীবন ও ভালবাসা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিন্তু স্ত্রীলোকের জীবনই ভালবাসা এই প্রেমিকাদিগের অবস্থা আজ কাল যুরোপে কি ভীষণ?

২০। তারকামালা। কৃষ্ণানিশীথিনীতে,

নির্ম্মল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা অসংখ্য নক্ষত্রমালা নয়ন গোচর করি। ইহারা কে, ইহাদের কার্য্য কি? স্বতই আমাদের মনে উপস্থিত হয়। ইহাদের দূরত্বের বিষয় চিন্তাকরিলে বিশ্বনিয়ন্তার অসীমত্বে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। বালক কালে পড়িয়াছি সূর্য্য পৃথিবী মণ্ডল হইতে নয়কোটি ত্রিশলক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। অনেকে শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে ইহার পাঁচলক্ষ গুণ অধিক দূরে ও নক্ষত্রগণ বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ কোন কোন ও তারকা পৃথিবী হইতে ৪৭,০০০,০০০,০০০,০০০, মাইল দূরে ও অবস্থিত। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াসি হাজার মাইল বিচরণ করে। সূর্য্যালোক, সূর্য্যমণ্ডলহইতে ৮ $\frac{১}{৪}$ মিনিটে পৃথিবী স্পর্শ করে। শুক্রগ্রহ এতাধিকদূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক পৃথিবীতে আসিতে উক্ত হিসাবে প্রায় চারিঘণ্টাকাল সময় লাগে। জ্যোতির্ব্বিৎগণ বলেন যে কোন ও তারকা এত অধিক দূরে অবস্থিত যে তাহা হইতে আলোক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিতে আটবৎসর সময় লাগে। স্বাভাবিক চক্ষুদ্বারা আমরা প্রায় দ্বিসহস্র তারকা আকাশে দেখিতে পাই; ইহা অর্দ্ধগোলোকের, সম্পূর্ণ গোল আকাশে প্রায় ৫০০০ হাজার তারকা আমরা দেখিতে পাই। দূরবীক্ষণের সাহায্যে ১০০, ০০০, ০০০ হইতে ১, ০০০,০০০,০০০ পর্য্যন্ত নক্ষত্র পুঞ্জ আমরা দেখিতে পাই। সকল তারকার আলোক সমান নহে দূরতা নিবন্ধন ও তারকার দীপ্তি অনুসারে উহাদের আলোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা দেখিতে পাই। কোন কোন নক্ষত্রের আলোক গভীর রক্তবর্ণ কাহারও বা সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তি দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি সতী কোনও স্থানই জীবশূন্য রাখেন নাই, তাই বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন—"Nature abhors Vacuum" তাহা হইলে এই সমস্ত অতি বৃহৎ নক্ষত্রগণ মধ্যে কোন্ জীব কি ভাবে বাস করিতেছে আমাদের জানিবার সাধ্য নাই। অনন্তে প্রসারিত এই অসীম বিশ্বের চিন্তা করিলে আমরা যে নগণ্য তৃণ হইতেও সুনীচ আমাদের মনে উদয় হয়। এবং শ্রীভগবানের চরণে আমাদের মন লুণ্ঠিত হয়।

২১। বাতানল, কায়স্থপাড়া হুগলী হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র দেব সরকার বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"আগামী ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার আমরা জাতীয় প্রথানুসারে কায়স্থের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিব। মহাশয়রা আমার ভবনে আসিয়া শুভকার্য্য সমাধা করাইবেন। পূজার বিবরণ নিম্নে দিলাম। মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্নে দেবপূজা, মধ্যাহ্নে—শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত মেলা, সায়াহ্নে—কায়স্থসভা। বুধবার, মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী ভোজন ও মেলা; সায়াহ্নে মিছিল লইয়া দেব মূর্ত্তিসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ ও নিরঞ্জন। বঙ্গীয় কায়স্থজাতি মধ্যে আদিপুরুষের পূজা আমাদের জাতীয় বন্ধনের প্রধান রজ্জু। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুণ্ড, ও অন্যান্য নবশায়কগণ মধ্যে; যে প্রকার বিশ্বকর্ম্মার পূজা গৃহে গৃহে সম্পাদিত হইয়া তাহাদিগের জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ রাখে, যে প্রকার লক্ষ্মী ও সরস্বতীপূজা হিন্দুর ঘরে ঘরে হইয়া তাহাদের হিন্দুত্ব বজায় রাখে, তদ্রূপ

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা কায়স্থগণ মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেয়। বঙ্গীয় কায়স্থসভা এই বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত তাহাদের হস্তে সাধারণের একটী চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার আছে, উহা হইতে প্রতিবৎসর এই সময়ে একশত টাকা ব্যয় করিলে বোধহয় তাঁহাদের ৩৪ শত টাকা আয়ও হয়, আর কলিকাতায় উপবীতী নিরুপবীতী কায়স্থ গণকে একস্থানে সমবেত করিয়া সামান্যভাবে জলযোগের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী অধ্যক্ষ মহাশয় মনোযোগী হইলে কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইতে পারে। আশা করি আগামী বৎসর কলিকাতাস্থ কায়স্থ-সভা এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। কায়স্থ সভার কর্ত্তব্য সকল সময়ে কায়স্থ কার্য্যের আলোচনা করা, আলোচনা, আলোচনা, আলোচনা (knock knock and knock then the door will be opened)

২২। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে কায়স্থ দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয় বিগত ১৬ই আশ্বিন শনিবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার দিবসে পূর্ব্বাহ্নে ৯৷৷০ ঘটিকার সময়ে তাঁহার বালীগঞ্জ বাসভবনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগকরিয়াছেন, তিনি পঞ্চদশলক্ষ মুদ্রা শিক্ষার্থে দান করিয়াছেন। কলিকাতায় একটী বিজ্ঞান কলেজ সংস্থাপন জন্য তাঁহার এই মহৎদান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি নিজে কায়স্থ হইয়া ও স্বজাতির অনাথাদিগের জন্য কপর্দ্দক দান করেন নাই। আর একজন কায়স্থ দানবীর ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় ও দশলক্ষটাকা শিক্ষা বিভাগের জন্য কালকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও স্বজাতির প্রতি কৃপা অদ্যাপি করেন নাই। আমরা আশাকরি ডাক্তার ঘোষ দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য কোন প্রকার দান করিয়া তদীয় বিপুল অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া যাইবেন।

২৩। বাসাবাটী বাগহাট খুলনান্তর্গত হইতে আমাদের পরম শ্রদ্ধান্বিত কায়স্থধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—আমাদের এই দেশস্থ শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণের কুচেষ্টায় আমাদের সমাজ-পতিগণ যেন ক্রমে ক্রমে হটিয়া যাইতেছেন। আমাদের প্রচার কার্য্যে ও কোনও ফল দেখা যায় না, কারণ এই বাসাবাটীর প্রত্যেক গৃহের নরনারীগণকে কায়স্থ জাতির বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি ও শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিনাই। তথাপি অব্রাহ্মণ হইলেও পুরোহিত ও কুলগুরুকে অধিষ্ঠিত রাখাই যেন কায়স্থের ধর্ম্ম হইয়াছে। ঘটনাটী এই—অত্রস্থ বাসাবাটীর জমিদার নাগ বাবুদিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ কাঞ্জুড়ী মহাশয় তাঁহার খুল্লতাত পত্নীর শ্রাদ্ধে প্রায়শ্চিত্তান্তে শূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ দলে মিশিয়াও উক্ত নাগ বাবুদের পৌরোহিত্য করিতেছেন, পক্ষান্তরে বর্ম্মা কায়স্থদিগের শুভানুধ্যায়ী অটল-প্রতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এখনও এই দেশে এক ঘরিয়া হইয়া রহিয়াছেন। ইহা কতবড় দুঃখের বিষয় চিন্তা

করিয়া দেখুন। (ক) নাগ বাবুদের সকলেরই মতি গতি যে এক প্রকার তাহা নহে, কিন্তু দলাদলির ভয়ে কেহ কেহ অনিচ্ছা স্বত্বেও অন্যায় কার্য্যে যোগদান করিতেছেন।

(ক) এবৎসর শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজাপদ্ধতি যাহা প্রতিভায় মুদ্রিত হইয়াছে উহা হইতেই অনেক উৎসাহী স্বধর্ম্মনিরত কায়স্থগণ আদি পুরুষের পূজা সম্পন্ন করিলেন। আমরা আশা করি এই পূজা প্রত্যেক কায়স্থের গৃহে সম্পাদিত হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেব বর্ম্মা বি, এ, কবিরত্নের ন্যায় দেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের দেশে না থাকায় এই চিরালস কায়স্থ জাতি পুনর্ব্বার গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইতেছে। আপনার কায়স্থ তত্ত্বই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়াছিল। আশা করি সকলেই গৃহপঞ্জিকার ন্যায় ইহার এক এক খণ্ড গৃহে সযত্নে রাখিবেন।

২৪। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে পুরোহিত দায় (খ) হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য ফরিদপুর আর্য্য কায়স্থ সমিতির তত্ত্বাবধারণে কায়স্থ কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় ভাগ সংকলিত হইবেক। ইহাতে কায়স্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য পূজাদির পদ্ধতি সমস্ত প্রকাশিত হইবে। পল্লী গ্রামস্থ কায়স্থ মহাত্মাগণ ইহাদ্বারা ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন সমস্ত পূজাদি নিজে করিতে পারিবেন। প্রথম ভাগ কুসুমাঞ্জলির সাহায্যে ব্রাহ্মণের অভাব হইলে উপবীতী কায়স্থ মহাত্মা আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইয়া নিরুপবীতী কায়স্থগণকে উপনীত করিতে পারেন। ফলতঃ "ব্রাহ্মণ বর্জ্জন" সম্বন্ধে প্রত্যেক কায়স্থ মনোযোগী না হইলে উহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। মনীষীবাক্য স্মরণ রাখিবেন

"সর্ব্বং আত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্"॥

২৫। বিগত ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে ফরিদপুর জিলান্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুরের ভবনে তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমান্ মাখন লাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের অশেষ যত্নে কায়স্থ আদি পিতা ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের যথাবিধি পূজা ও পবিত্র জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূজান্তে কায়স্থ পুরাণ পাঠ এবং ক্ষত্রিয় ভোজন ও নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে উৎসব কাজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

২৬। বিগত ২৭ আশ্বিন বুধবার যশোহর জিলান্তর্গত বাগুটীয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য তর্কবারিধি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্তফণীভূষণ শর্ম্মণঃ অধিকারী মহাশয়ের হোতৃত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক ২। কিরণ

(ক) এই সকল বিসদৃশ ঘটনা প্রমাণ করে যে কায়স্থের ন্যায় অধঃপতিত ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য জাতি ভারতে আর দ্বিতীয় নাই।

সম্পাদক।

(খ) আজ কাল কন্যাদায়ের ন্যায় উপনীত কায়স্থের "পুরোহিত দায়" একটী নূতন দায় হইয়াছে।

সম্পাদক।

চন্দ্র ভৌমিক। ৩ কিশোরীলাল ঘোষ। ৪। পঞ্চানন রায়। ৫। ললিতভূষণ রায়। ৬। হেমন্তকুমার রায়। ৭। বসন্তকুমার রায়। ৮। ভূপেন্দ্রনাথ রায়। ৯। সুরেন্দ্রনাথ রায়। ১০। রামলাল সরকার। ১১। উপেন্দ্রনাথ রায়। ১২। পুলিনবিহারী বসু। ১৩ শ্রীশচন্দ্র বসু। ১৪। বিধুভূষণ বসু। ১৫। প্রমথনাথ বসু। ১৬। যদুনাথ ঘোষ। ১৭। কালীপদ বসু। ১৮। নগেন্দ্রনাথ সিংহ। ১৯ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। উক্ত শুভানুষ্ঠানের জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কায়স্থ সমাজ হিতৈষী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা নিবাস সোমসপুর ও দোলকুণ্ডী নিবাসী কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা ও উক্ত বাগুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কিশোরীলাল ঘোষ ও ললিতভূষণ রায় মহাশয়গণ যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সমাজ হিতৈষিতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে কায়স্থ সমাজ তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণপাশে আবদ্ধ রহিলেন।

২৭। বিগত ৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার উক্ত জেলান্তর্গত সাধুহাটি গ্রামে শ্রীযুক্ত সীতানাথ চন্দ্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ মজুমদার মহাশয়ের হোতৃত্বে নিম্ন লিখিত কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ২। জগদীশনাথ চন্দ্র। ৩। ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ৪। বিশ্বেশ্বর চন্দ্র। ৫। কেশবলাল চন্দ্র। ৬। তারাকান্ত চন্দ্র। ৭। ললিতবিহারী চন্দ্র ৮। পার্ব্বতী চরণ চন্দ্র। ৯। জটাধর চন্দ্র। ১০। নিরোধভূষণ চন্দ্র। ১১। পুলিনবিহারী চন্দ্র। ১২। শরচ্চন্দ্র চন্দ্র। ১৩। সীতানাথ চন্দ্র। ১৪। মন্মথনাথ চন্দ্র। ১৫। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। ১৬। যোগেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ১৭। হারাণচন্দ্র চন্দ্র। ১৮। অক্রুরচন্দ্র চন্দ্র। ১৯। বেহারিলাল বিশ্বাস। ২০। কৃষ্ণলাল সিংহ। ২১। প্রমথনাথ জোয়ারদার। ২২। তারাপদ বসু। ২৩। ক্ষেত্রনাথ দাস। উক্ত শুভানুষ্ঠানের জন্য উক্ত ধর্ম্ম প্রচারক ও আশুবাবুর চেষ্টা ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ ও উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয় দ্বয়ের যত্ন ও পরিশ্রম অতিশয় ধন্যবাদার্হ।

২৮। অদ্য (১লা নবেম্বর) সংবাদ আসিল যে বলকান সমরে বিধ্বস্ত তুরস্ক ইংরাজ ও মিত্রপক্ষগণ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তুরস্ক বিষম বিপদ ডাকিয়া লইল। আমরা সুলতানকে দোষী করি না, তিনি যুবক তুরস্ক সম্প্রদায়ের হস্তে একটি ক্রিড়নক মাত্র।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[৭ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা।]

১৩২১ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ১০ পয়সা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র]

প্রতিভার উপহার! উপহার! উপহার!!

কেহ কেহ মনে করেন যে আমাদের কায়স্থপ্রতিভায় কেবল মাত্র কায়স্থের উপযোগী প্রবন্ধ থাকে, ইহা একটী ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। ইহাতে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক সাহিত্যিক নানাবিধ প্রবন্ধ কবিতাদি প্রকাশ হয়। প্রবন্ধ সকলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে "পত্রং মাত্রেণ জ্ঞাতব্যং" অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল গ্রাহক (নূতন ও পুরাতন) অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ এই তিনমাসমধ্যে প্রতিভার বার্ষিক চাঁদা ১৷৷৹ টাকা মাত্র দিবেন তাঁহাদিগকে মৎপ্রণীত সর্ব্বজন প্রশংসিত ভারতমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ত্রৈভাষিক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তিনখণ্ড সম্পূর্ণ সুবিশাল গ্রন্থ ৫৲ পাচ টাকা স্থলে কেবল মাত্র ২৷৷৹ টাকা মূল্যে দিব। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রাহককে ২৲ ও গীতার ডাকমাশুল ৷৷৹ আনা, মোট ৪৷৷৹ সাড়েচারি টাকা উক্ত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে যাঁহারা হাতে লইবেন তাঁহারা ৪৲ টাকা মূল্যেই পাইবেন। এ প্রকার সুবর্ণ সুযোগ আর পাইবেন না।

শ্রীকালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা।

সূচীপত্র।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩২১ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

ব্রহ্ম ও বীজশক্তি।

ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের গভীর চিন্তালব্ধ দর্শনাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্বের মীমাংসা শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা মনে করিলে ও একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ এখনও হইতেছে এবং অনন্তকাল হইবে, ইহার বিরাম নাই। বস্তুতঃ ঐ মহত্তত্ত্বের প্রবলগতি কিছুতেই বদ্ধ থাকে না। সকলেরই গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। সুতরাং উচ্চনীচ জ্ঞানী মূর্খ ব্যক্তি-মাত্রেরই বড় আশাপ্রদ। আমরা নিশ্চেষ্টতার নিষ্পেষণে স্বাভাবিক তত্ত্ব চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তজ্জন্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার অসম্ভব, এই প্রকার মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন কেনইবা রহিব? যাহা হউক যিনি যতটুক এই মহচ্চিন্তার উন্নতি ও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাই তাঁহার প্রাণের শান্তি ও সর্ব্বসাধারণের উন্নতি-বিধায়ক।

২। ব্রহ্ম নিরবয়ব নিত্য। জগৎ সমূহও তাঁহাতে চিরযুক্ত। কিন্তু পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মের অস্পর্শ শক্তিতে অবস্থিতি করি-তেছে। জগৎ, সমষ্টি-গত অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হইলেও কখনও ব্রহ্মহইতে পৃথক্ নহে। এমতস্থলে সূক্ষ্মপরমাণু সম্ভূত বিশ্ব-সমষ্টির অভিব্যক্তি দেখিয়া উহাকে সৃষ্ট সংজ্ঞায় বিশ্বাস করা একটু চিন্তারই কথা। কারণ জগৎ স্থূল বা সূক্ষ্ম পরমাণুতেই থাকুক কিন্তু ব্রহ্মেই তাহার স্থিতি ক্ষণকালের জন্যও স্বতন্ত্র নহে, তবে তাহার সৃষ্টি সম্ভব কি একটু চিন্তার বিষয় নহে। ব্রহ্মে কোন বস্তুর অভাব থাকিলে তিনি পূর্ণ বা অনন্ত হইতে পারেন না। মানুষ ঐ বিশ্ব পরমাণুর সমষ্টি-ভাব বিকাশ দেখিয়া যে তাঁহার সৃষ্টি মনে করে, তাহা প্রকৃত নহে। কেননা সূক্ষ্ম পরমাণু ও সমষ্টির ক্রিয়াশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকাইত নিত্য

স্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবেই বলিব যে বিশ্ব পদার্থ সমূহ ব্রহ্মে চির-বিদ্যমান রহিয়াছে; কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, জগৎসৃষ্ট বস্তু। একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় ব্রহ্মেই সকল প্রকার তত্ত্ব বস্তুর বীজ নিহিত রহিয়াছে। অনাদিকাল তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী শক্তির কার্য্য সমূহ অব্যর্থ নিয়মে চলিতেছে ও নিত্য পরমাণুর অবস্থান্তর ঘটিতেছে।

৩। এখন ভাবিবার বিষয় যে চৈতন্যে যখন জড়জগৎ নিত্য স্থিতি করিতেছে, তখন তাহা হইতেই বিকার ভাব সমূহ পরিস্ফুট হয়। সুতরাং ব্রহ্মশক্তির বহির্ভূত কিছুই থাকিতে পারে না। সকলি এই ঐশী শক্তিতে বিজড়িত। কোনও তত্ত্ব বা কোনও বস্তুই ব্রহ্মের অভাবের কারণ নহে। তিনি বিশ্ব পদার্থ সমস্ত লইয়াই পূর্ণ। বিচারজ্ঞানের উত্তেজনায় কাহারও সাধ্য নাই যে ব্রহ্ম তত্ত্বের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তে প্রকৃতিস্থ হন। শাস্ত্র চিন্তা দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার দূরীকৃত হয় বটে কিন্তু আবার সংশয়ের ও আশঙ্কা যথেষ্ট। এখানে একটী প্রশ্নও উঠিতে পারে যে যদি স্থূল জগৎ অনন্তে চিরস্থিতি করিতেছে, তবে বিশ্ব পদার্থ যাই কেন হউক না, তাহাতেই ব্রহ্ম-দর্শন হইতে পারে। (ক) ইহার উত্তরে সহজেই বুঝা যায়, অকূল সমুদ্র মধ্যে একমাত্র বিন্দুটীর উপর সম্যক্ দৃষ্টি থাকিলে ঐ অসীম সমুদ্র কি সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়? কখনই না। স্থূল-তত্ত্বেও দর্শনভাব তদনুরূপ, অনন্ত চৈতন্য সত্তাশ্রিত হইলেও বিশ্ব পদার্থে ঈশ্বরের লীলাভাব ব্যতীত নিত্য-ভাব নহে।

৪। তবেই দেখুন, স্বাভাবিক শক্তি প্রসূত মহচ্চিন্তার গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করিলে বিচারজ্ঞান পরাস্ত হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে বিভিন্নতা জনিত নানাকথাই আসিয়া পড়ে। আমরা তদ্বিষয়ের আলোচনা ইচ্ছা করিনা; তবে স্বাভাবিক ব্রহ্মশক্তির আশ্রয়ে সহজ সরল উপায় দ্বারা যতটুক বুঝিতে পারা যায়, তাহারই অনুসরণ করা শ্রেয়। ইহাই বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভিতরে কোটি কোটি জগৎ স্থিতি করিতেছে, প্রাণী সমূহের আবির্ভাব তিরোভাব বিশ্ব সীমা মধ্যেই হইতেছে, প্রাণী মূলে ঐশী শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এখানে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম স্থিত সমস্ত তত্ত্বই জীব লীলার উপাদান কারণ। এই বিশাল বিশ্ব ক্ষেত্রে ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভাবের প্রকাশ ইন্দ্রিয়াদির বিকার কলুষিত অবস্থাতেই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার নিত্য নিরাময়। মহাশূন্য-ভেদী সেই চিন্ময় শক্তিতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি একইভাবে দুলিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই যে কক্ষ ভেদ করিয়া একটু সরিয়া যায়।

৫। এখানে সৃষ্টি তত্ত্বের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলিব। আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত চিন্তা-স্রোতে ভাসিতেছি, তাই তত্ত্ব চিন্তার প্রতি উদাসীন ভাবে নানা বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধানে উৎসাহ প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত থাকি না। নির্ম্মলা চিন্তার আশ্রয় বুঝিতে গেলে ভগবানের অভাব থাকিলে

(ক) এই ভাবেই সাকার পূজা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই ভক্তগণ ধাতু ও মৃণ্ময় হইতে ভগবানকে দর্শন করেন। ইহাই লীলা ভাবের দর্শন। লেখক।

তাঁহার পূর্ণ-প্রকৃতির প্রতি ব্যাঘাত পড়ে। পূর্ব্বে কিছু ছিল না এখন হইল, এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। (খ) স্বাভাবিক তত্ত্ব জ্ঞানের আলোকে ইহাই জানিতে পারা যায় যে সাধনমার্গে প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ এই তিনটী অবস্থা আছে। প্রথমটী প্রবর্ত্তক অর্থাৎ যোগী যোগারূঢ় সময়ে "আমি" ও "তুমি" এই ভেদত্ব বিকার জনিত দ্বৈত-ভাবে পৃথক্‌হন সুতরাং আপনাকে সৃষ্ট মনে করেন ইহাই সৃষ্টি-ভাব। ভেদ বিকার শূন্য সাধক অবস্থায় স্থিতি—সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মে লয় উহাই প্রলয়।

৬। বস্তুতঃ যোগের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে সৃষ্ট্যাদির প্রকৃত তত্ত্ব এই। অসীম ব্রহ্ম সত্তার ভিতরে অভাব সংশয় কিছু-মাত্র নাই। মানুষ বাহ্য দৃষ্টিতেই অনাদি কারণময় সত্য স্বরূপকেও অপূর্ণ ভাবে রাখিতে চায়। আমাদের শরীর ও ধন জন জীবনও তাঁহারই। সকলের মধ্যেই যে অব্যর্থ ব্রহ্মবীজ চির-অঙ্কুরিত রহিয়াছে, প্রাণী সকলের দেহপাত ও দেহের বিকাশ ইহাও প্রকার ভেদ মাত্র একই ভাবে অবস্থিত। আমরা, স্থিতি অস্থিতি জন্ম মৃত্যু এই সকল ভাবিয়া ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকার মধ্যে নিয়ত কাল ঘুরিতেছি। প্রজ্ঞা চক্ষে দেখিলে ঐ সমস্ত দৈহিক তত্ত্বের পরমাণু এবং নিরাকার জৈবিক ভাবের যে বিনাশ নাই, তাহা আমরা মোহবশে ক্ষণ মাত্রও চিন্তা করি না। বাস্তবিকই স্থূল জ্ঞানে শোক দুঃখ বিজড়িত মোহ মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া অজস্র শোকাশ্রুতে ভাসিতেছি। এবং ভ্রান্তির অন্তরালে সমগ্র জীবনটা ক্ষেপণ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। নতুবা নিরুপাধিক ব্রহ্মের উপাধির বিচার লইয়া অবকাশ পাই না কেন? সিদ্ধ-সাধক পরম হংসদেব রাম কৃষ্ণ এক সময় বলিয়াছিলেন ঐ কলা গাছটি দেখ, উহার ভিতরের মাজটিতে নিত্য-ভাব আর বাকল গুলিতে লীলা-ভাব। যোগী ও উচ্চ সাধকগণ বল্কল পরিত্যাগ করিয়া সারটীর শক্তি দর্শন করেন। কেমন সুন্দর সরল দৃষ্টান্ত! এই যে সরল দৃষ্টান্তের ভিতরে কি বুঝিব না বিচার বিভ্রাট বিড়ম্বনা মাত্র, এখানে নিশ্চয়ই বলিব যে, শিশু ভাব গ্রহণ না করিলে কি কখনও স্বাভাবিক ব্রহ্মতত্ব ও বীজ-শক্তির নিগূঢ়ভাব বুঝিবার শক্তি জন্মে? পাণ্ডিত্যের ঝোঁকে পড়িবামাত্র নানা প্রকার মত ভেদ জন্য ধর্ম্মের ঐক্য বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। প্রত্যক্ষই দেখুন, বৈষ্ণবগণ বলিতেছেন—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" একটী সূক্ষ্ম কীটকেও এক-প্রাণতার মধ্যে লইয়া তাহার সেবা করিতে হইবে। আবার তান্ত্রিকগণ উপদেশ দিতে-ছেন,—ছাগ-মেষ-মহিষ-মানুষ পর্য্যন্ত কাট! ললাটে একটী রক্তের ফোটা দিয়া শাণিতখড়্গ খানি ঘুরাইতে থাক এবং আনন্দে নৃত্য কর—পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার দেখিবে। (গ) তবেই বুঝিতে হয় এখন "বল মা তারা

(খ) এসব ছিলনা কিছু,ঘোর আঁধারছিল অতি
দিগন্তবিকাশী
ইচ্ছা হইল তব ভানুবিরাজিল জয়জয় মহিমা বিকাশী।

সম্পাদক।

(গ) শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এই তান্ত্রিক দলের একজন নায়ক তিনি বলেন উষ্ণ-জীব-শোণিত মায়ের প্রিয়-পানীয়।

সম্পাদক।

দাঁড়াই কোথা।" উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিব? এক দিকে অহিংসা পরমোধর্ম্ম—অন্যদিকে হিংসাই ধর্ম্ম—ইহার আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য করিতে গেলে এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক টেকে না। স্নায়ুসকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (ঘ)

৭। অতঃপর বহু জনের বহু মত, অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন এই বলিতেছেন, সাঙ্খ্য মীমাংসা এই মীমাংসা করিতেছেন, এই সকল ধরিয়া জীবন শেষ করা অপেক্ষা একজন পরিত্রাতা আছেন—দৃঢ় বিশ্বাসে ধ্যান করিলে কি কিছু হয় না? ব্রহ্ম উপনিষদের "সদ্‌ব্রহ্ম" ও কারণ-ব্রহ্মই হউন আর শ্রুতিতে "নিগুর্ণব্রহ্ম" বা তুরীয় ব্রহ্মই হউন যাইকেন হউন না ক্ষতি নাই। আপনি কিছু না বলিয়া একমাত্র অন্ধকারকেই চেয়ে থাকেন তবে কি কিছু বুঝিবেন না। গভীর জলাশয়ে বৃহৎ মৎস্য সাড়া দেয়, হৃদয়রূপ সরোবরে কি কোন সাড়া শব্দ পাইবেন না? যদি কেহ থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহার কথা শুনিবেন এবং দর্শন পাইবেন। বস্তুতঃই বিচার জ্ঞানের পাণ্ডিত্যে ঘুরিয়া বেড়ান কেবল সময় নষ্ট ব্যতীত আর কিছু নহে। স্পষ্টই বুঝিতেছি, শাস্ত্রাভিমান যে আত্ম-সম্মান লালসাকে সম্যক্‌ রূপে বৃদ্ধি করে, উহা যে সরল সাধু-ভাবের প্রবল শত্রু এবং সর্ব্বপ্রাণতার বিরোধী তাহার আর সন্দেহ নাই। সরল বিশ্বাসী ভক্তগণ কিছুতেই উহাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহারা দীন হীন কাঙ্গালের মত সংসারের এক কোণে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখিলে বোধহয় যেন এক একটী বালক। ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রবীণতার মস্তক তাঁহাদের নিকট অবনত। এক-প্রাণতা যেন মিলন সম্ভার লইয়া সতত প্রহরী!

৮। এইরূপ অবস্থা আসিলে স্বাভাবিক শক্তি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। তখন মানুষ আর মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার জয়ী হইবার জন্য আকাঙ্খা করে না। হৃদয়েই ধর্ম্মের সার তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। এবং ঈশ্বরের আদেশ বাণী অপার্থিব শ্রুতিতে শ্রবণ পূর্ব্বক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের কথাগুলি জগতে প্রচার করিতে পারে। স্বাভাবিক শক্তির আকর্ষণে বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের তত্ত্ব উপস্থিত হয়, অভ্রান্ত সত্য সকল আপনা হইতেই বিকাশ পায়। কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। তখন মানুষ একমাত্র হৃদয়স্থিত পরম গুরুর আদেশে পরিচালিত হইতে থাকে; এবং জীবন্ত জলন্ত সত্যের নিগূঢ় ভাবে শত শত মোহ মগ্ন মানবগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। লৌহ যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমনই ঐ স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে যতই কেন শাস্ত্রান্ধ নিরক্ষর ব্যক্তি হউক না, দেব প্রকৃতি গ্রহণ করিবেই করিবে। (ঙ) ব্রহ্ম বিদ্যার আলোকে অন্তরের

(ঘ) ইহার মীমাংসা শ্রীভগবান্‌ গীতার ১২শ অধ্যায়ের ধর্ম্মামৃতের ১৩ শ্লোকে ও বেদ "মাহিংসাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদিতে করিয়াছেন। সম্পাদক।

(ঙ) ইহার উদাহরণ নিরক্ষর রামকৃষ্ণ পরমহংস। সম্পাদক।

মোহময় তিমির রাশি যুগপৎ চলিয়া যাইবেই যাইবে। তখন ভগবন্মুখিনী চিন্তার বিশুদ্ধ গতি এতই ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিবে যে আর বিকার কলুষিত দুষ্প্রবৃত্তিগণ কোনরূপ বাধা দিতে পারে না, ঐ নির্ম্মলা পূত চিন্তার মধুর আহ্বানে ব্রহ্ম-তত্ত্ব সমূহ উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিকাশ পাইতে থাকে। সেই জ্যোতিঃ প্রভাবে শাস্ত্র চক্ষু-হীন ব্যাক্তিরও ব্রহ্ম দর্শন পথ পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। এই সময় ব্রহ্মের বাহ্য জগতের লীলা-ভাবে সিদ্ধ যোগিগণ পরিতৃপ্ত না হইয়া নিত্য-লীলার অসীম সত্তার ভিতরে মহা মিলনের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বস্তুতঃই যতক্ষণ মানুষ প্রিয় বস্তুর দর্শন না পায় ততক্ষণই ঈশ্বরের উপাধি ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবীজের বলে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিলে অনুপমের সত্য বস্তুকে কোন নাম দিয়া ভাবিবার ত প্রয়োজন হয় না। অন্য বিধ উপায় অবলম্বনের প্রতিও ইচ্ছা থাকে না। আপনি মনে করুন, আপনার পরমারাধ্য পিতৃদেব নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আপনি নানা উপায়ে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন পাইতেছেন না, সেই পর্য্যন্তই পিতার নাম করিয়া ও বিশেষ চিহ্নাদি প্রদর্শন দ্বারা অনুসন্ধানে বস্তুতঃই বড় ব্যাকুল হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে হতাশ হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া একটী নির্জ্জন স্থানে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, হটাৎ ঐ স্থানে আপনার পিতৃদেব উপস্থিত হইলেন আপনি তখন তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন আর কিছুরই আবশ্যক রহিল না, কঠোর ভ্রমণ পরিশ্রম ও প্রাণের সকল প্রকার যাতনা সমস্তইত ভুলিয়া গেলেন। তবেই দেখুন এখানে একমাত্র নির্ভরই ব্রহ্মদর্শনের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

৯। অহো! সেই অনাদি নিরবয়ব ব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন না করিয়া পরিমিত বিশ্ব-মধ্যে ক্ষণস্থিতি লীলাভাবে অনেকেই চিরবদ্ধ থাকিতে চান, ঊর্দ্ধে উঠিতে ইচ্ছা করেন না। হায়! জগতের কি মোহ মরিচিকাময় শক্তি, অধিকাংশ ব্যক্তিই বিস্তীর্ণ প্রান্তর-ভ্রমণ-নিরত মৃগের ন্যায় ভ্রান্তিপথে ঘুরিতেছেন, তথাপি সহজ সরল পথের অনুসরণে কিঞ্চিন্মাত্র স্পৃহা রাখেন না। ইহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায়, বিশ্বলীলার মধুর তরঙ্গে বিহ্বল হইয়া নিত্য ভাবের প্রতি নির্ভর করিতে সময় পান না। তজ্জন্য নিম্নস্তরে উপস্থিত হইতেছেন। সত্যবস্তু হইতে কোথায় যাইতেছেন, মোহ বিকারে অসাড় হইয়া পড়িতেছেন, তথাপি পরিমিত বিশ্ব পদার্থের প্রলোভন সকল এড়াইতে পারিতেছেন না। একি সামান্য দুঃখের কথা। বহু শাস্ত্রবিৎ দিগ্বিজয়ী হইলেও হয় না, ছাপা মুদ্রা রুদ্রাক্ষ জটাধারী হইলেও হয় না, বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল মস্তকে বহন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিলেও কিছু হয় না, যদি হৃদয়ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-বীজ গজাইয়া না উঠে, তবে সকলই যে বৃথা। (চ) এখানে সঙ্ক্ষেপে ব্রহ্ম-বীজ তত্ত্বের একটু আলোচনা করিলে বোধহয় অতৃপ্তির কারণ

(চ) এস্থলে লেখক নিত্যভাব ও লীলা-ভাবের উল্লেখ করিতেছেন। আমার নিজের কথা আমি বলিতে পারি। আমি নিত্যভাব গ্রহণে অশক্ত হইয়া লীলা ভাবেই শান্তিলাভ

হইবে না। বেদান্ত দর্শনও বলিতেছেন, নির্গুণ ব্রহ্মেই বীজ শক্তি চিরনিহিত থাকে। এখনে অবশ্যই বুঝিব যে, জগৎ সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত এবং প্রলয় একই কথা। আবার জগতের অভিব্যক্তি অংস্থাটীও ব্রহ্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহার অভাব সিদ্ধান্তটীই বুঝিবার বিষয়। কারণ ব্রহ্ম যখন অনাদি নিত্য পূর্ণ তখন কোনও সময়ে তাঁহার সহিত বিশ্ব পদার্থ মধ্যে বীজশক্তি স্বতন্ত্র থাকে না। ইহা নিশ্চিত সত্য। শঙ্কর ভাষ্যেও প্রকাশ আছে, ব্রহ্ম ছাড়া বীজ শক্তিও কখন থাকে না, উহা নিত্য যুক্ত ও অবিধ্বংশ জীবন্ত! সুতরাং ঐ বীজ শক্তিই ব্রহ্মের অসীম ইচ্ছার ভিতরেও সমস্ত তত্ত্ব বস্তু বা পদার্থ সমূহকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। ব্রহ্মশক্তি স্থিত বীজশক্তিই বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতে বিকার নির্ব্বিকার শুভ অশুভ যাবতীয় তত্ত্বকে অঙ্কুরিত করিতেছে। সূক্ষ্ম পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, স্থাবর-জঙ্গম এবং কীটাণু অবধি মানব পর্য্যন্ত শরীর-ভাব প্রত্যক্ষ করাইতেছে, যাহার যে আকৃতির প্রয়োজন তাহাই প্রকাশ করিতেছে। বিন্দুমাত্রও বিকৃত হওয়ার উপায় নাই। এটি কি অসীম ব্রহ্ম-শক্তির কার্য্য নহে? সর্ষপ সদৃশ ক্ষুদ্র বীজহইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ—শুক্রমধ্যে সূক্ষ্ম কীটের আকার হইতে হস্ত পদ বিশিষ্ট মানবাদির শরীরভাব—একি পতন্মুখিনী শক্তির কার্য্য সম্ভবে? এই জীবন্ত ব্রহ্মবীজের ক্ষয় বা অভাব নাই নিত্য কাল ঐশী শক্তিতে বিজড়িত। বস্তু সমূহের আবির্ভাব তিরোভাব আছে কিন্তু বীজশক্তি চিরসঞ্জীবিত। ঐ বীজশক্তিই অণুতে ও সমষ্টিতে জড়িত থাকিয়া একই ভাবে স্থিতি করিতেছে; ক্ষিতি, তেজ, আকাশ, মরুত, জল, এসকলের ভিতরেও অভেদ যুক্তভাব। আবার বিকার আশ্রিত অশুভ তত্ত্বের মধ্যে থাকিয়াও দ্বেষ-দম্ভাদি রিপুপ্রভৃতি এবং অশুভেন্দ্রিয়দ্বারা সময়োচিত কার্য্যেরও বিকাশ সম্পাদন করিতে থাকে। আবার ঐ বীজ-শক্তি শুভ বৃত্তি ও শুভেন্দ্রিয় মধ্যে সাধু কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়া দিতেছে।

১০। এইত গেল বীজশক্তির বহির্জ্জগতের কথা, এখন অন্তর্জ্জগতেরও ঐ বীজশক্তিরই একটু আলোচনা করিব। মানুষ যখন বহিশ্চিন্তার আকর্ষণ হইতে দূরে অবস্থিতি করে তখনই তাহার অন্তরাকাশে বিশুদ্ধ তত্ত্ব সকল উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং ভগবন্মুখিনী নির্ম্মলা চিন্তারদিকে সাধন বলে চিত্তকে ফিরাইয়া লয়। ঐ বীজ-শক্তির পবিত্র সংস্পর্শে আধ্যাত্মিক অনুপমেয় বিচিত্র স্বর্গীয় চিত্র সকল পরিস্ফুট হইতেছে। উহারই মধুর আপ্যায়নে যোগ, ধর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম এবং জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি শুভ তত্ত্ব সকল পরিস্ফুট হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতেছে। ঐ বীজ শক্তি প্রভাবেই মূর্খ,

---

করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ত লীলাভাব তিনিও বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

আমি তাঁহারপ্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করি, ভাল থাকিলে তাঁহার গীত গাই, অসহ্য হইলে তাঁহাকেই গালাগালি করি। আমি সান্ত, অনন্তের সত্তাবধারণে অসক্ত।

সম্পাদক।

জ্ঞানী হইতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, নির্ম্মম দস্যু উদারতার আলিঙ্গনে দেব প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে। সাধক,ভক্ত, যোগীর হৃদয়ক্ষেত্র শাশ্বত-প্রেম তরঙ্গ প্লাবিত হইয়া উঠিতেছে। এই ব্রহ্মবীজ তত্ত্বের অঙ্কুর চিন্তাকরিলে, প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, বিষয় সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়, চিত্ত চিন্ময়ী মহাশক্তির ঐ মহাবীজ স্পর্শে মহামিলনে মিশিয়া যায়।

১১। ধন্য বীজশক্তি! যাহার সংস্পর্শে পাষণ হৃদয়ও গলিয়া যায় কে বলে "পাষাণ নাস্তি কর্দ্দমঃ" আমার মত কঠিন প্রাণও যখন আর্দ্র হয়, তখন ঐ কথাটী কি বলিতে পারি না?—অবশ্যই বলিব যে, ব্রহ্ম কৃপায় সকলই হইতে পারে। ঐ দেখুন, হাড় মাস মেদ রক্তের পুতুলগুলি কেমন কথা বলিতেছে সবেগে চলিতেছে, ফিরিতেছে, আবার তার-ছিন্ন পুতুলের ন্যায় ভূতলে মৃৎপিণ্ডবৎ পড়িয়া রহিতেছে। কোথায় ধন, কোথায় স্ত্রী-পুত্র পরিজন, কোথায় বা ত্রিতল অট্টালিকায় আদরের পিক্‌চার সকল। সংসার লীলাতরঙ্গ মধ্যে বুদ্‌বুদ্ সকল উঠিল আবার ভাঙ্গিয়াগেল। থাকিল কি—এ মারামারী, কাটাকাটী, রক্ত-মাখা-মাখী মাত্র আর কিছুই নয়। তাইত ভাবিতেছি, এই প্রাণি জগতের লীলাক্ষেত্রে নশ্বর শরীরটী কি ভোগ সুখ চরিতার্থের জন্যই পাইয়াছি? হায় এই অসার সুখের পরিণাম হৃদয় দগ্ধ অশান্তি। সময় বহিয়া যাইতেছে, দিন দিন পরমায়ু শেষ হইতেছে, ভীষণ মূর্ত্তি মৃত্যু ঘন ঘন উঁকি দিতেছে। আজ মাজাটী ভাঙ্গিল কাল চক্ষু দুটি যাইবে তারপর রোগ-শয্যায় শায়িত তবুও কি বুঝিব না। হায়! হায়! কবে চেতনা হইবে, কবে উচ্চ সম্মান অভিমানটী ঘুচিয়া গিয়া দীনতা আসিবে, কবে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃ প্রেমের একতাবন্ধনের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। আহা, এখনও নিঃস্ব দরিদ্র দিগকে ভালবাসিতে শিখিলাম না। এখনও অভেদ সেবা ব্রতে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া প্রেম দিতে পারিলাম না! হায়! এই প্রাণী-জগতে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল প্রকার প্রাণী মধ্যে একই অসীম মহাশক্তি হইতে মহান্ প্রেমের মহাতরঙ্গ চলিতেছে, তাহা বুঝিলাম না! সকলেই যে সেই প্রেম প্রবাহের নিমজ্জিত রহিয়াছে। তবে কেন ভেদানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, অভেদ প্রেমের আশ্রয়ে কি দ্বেষ দম্ভ স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে তাড়াইয়া দিতে পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব। আশা পিপাসা কেনই বা মিটিবে না। শাশ্বত প্রেমের আলিঙ্গনে নিরাশার অন্ধকার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে। আশার উজ্জ্বল জ্যোতি জ্বলিয়া উঠিবে। জগত এক-প্রাণতার মধুর আপ্যায়নে আপনার হইয়া যাইবে। চারিদিক হইতে আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকিবে। শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রাণ শীতল হইবে। এবং তখনই ঐ বীজ-শক্তির গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি জন্মিবে। অল্প সময়েই দেব প্রদত্ত দিব্য চক্ষুতে সকলের মধ্যে মিলনের মধুর-ভাব-তরঙ্গ দেখা যাইবে। হৃদয় মন প্রাণ বিমলানন্দে ভাসিতে থাকিবে। জগতের এক কোণে ঐ আতুর অন্ধটী পড়িয়া আছে, এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত এক বিন্দু জলের নিমিত্ত আকুল একটু ঔষধের অভাবে সতত: ব্যাধিযুক্ত। কোথায় ঐ দুঃখিনী রমণীটী পুত্র শোকে উন্মাদিনী প্রায় অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইতেছে! কোথায় ঐ স্থবিরটী

মল-মূত্রের ভিতরে যারপরনাই কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের সেবা শুশ্রূষা ও সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রান আকুল হইবে।

১২। যাহাহউক, আমরা যদি আগ্রহের সহিত ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও বীজ-শক্তির নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে, তত্ত্ব বস্তুর কি কোন অংশে অভাব থাকিত? বস্তুতঃই ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রকৃত শিক্ষা মনুষ্য দ্বারা অসম্ভব। কেন না ঐ শিক্ষা স্বাভাবিক! ইহা প্রত্যেক মানবের হৃদয় গ্রন্থে স্বয়ং ব্রহ্মই বুঝাইয়া দেন। তত্ত্বশিক্ষার্থী ঋষিগণ ভগবানের আদেশেই মহত্ত্ব সকল লাভ করিয়া ছিলেন। কালক্রমে স্বার্থ-শাস্ত্রের শাসন নিবন্ধন ব্রহ্ম হইতে ব্যবধানে পড়িয়া পর-মুখাপেক্ষী হওয়াতে ঐ স্বাভাবিক শিক্ষাটী বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পরিশেষে মানুষ অসার অসারক্তির স্বার্থ-জালে বিজড়িত এবং তাহার পদতলে বিলুণ্ঠিত; সুতরাং সচ্চিদানন্দ পরম গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে কেহ আর চান না। কেমন করিয়া বলিব যে আবার সেই স্বাভাবিক জ্ঞানে ব্রহ্ম-শিক্ষা জাগিয়া উঠিবে। তবে প্রাণে ব্রহ্মানুরাগ থাকিলে, নিরাশারও কথা-নাই! করুণাময় পরমেশ্বর মানবের প্রতি সর্ব্বদাই কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। মনুষ্য মাত্রেরই একটু স্বাধীনতা আছে সে যদি প্রাণগত ব্যাকুলতার পলক পাতের কাল টুকুও পবিত্র থাকিতে পারে, উহার মধ্যেও "ভগবৎকৃপা" হৃদয়কে অধিকার করিবে। আশাদীপ কখনও নিবাইবার নহে। আমরা সকলেই যেন ব্রহ্ম ও বীজ-শক্তির গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়া তত্ত্ব বস্তু গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। ভগবান্ কৃপা করুন।

শ্রীকমলা কান্ত ব্রহ্মদাস।

অলস কায়স্থ।

(গল্প)

হুগলী জিলান্তর্গত রামজীবনপুর গ্রামে রামনারায়ণ ঘোষ নামে জনৈক অলস-প্রকৃতি, স্ত্রৈণ, জড়ভাবাপন্ন কায়স্থ বাস করিতেন। অলসতা নিবন্ধন সংরক্ষণশীলতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। যাহা বাপদাদা করিয়াছেন ও যাহা বর্ত্তমানে আছে তাহাই থাকুক, নূতন কিছু করিবার আবশ্যক নাই। জড়তানিবন্ধন নূতন কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল কিনা তাহাও সন্দেহ। রামজীবনপুর গণ্ড-গ্রামে দশ বার ঘর ব্রাহ্মণ ও শতাধিক কায়স্থ বাস করিত, সংখ্যায় দশ ভাগের এক ভাগ হইলেও ব্রাহ্মণগণ বলদর্পে গ্রামে একাধিপত্য করিতেন। নারায়ণ বাবু অতিশয় বিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেই কুকুরের ন্যায়

তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সংসারে স্ত্রী চারুবালা, মোহিনী জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। ২টি ক্ষুদ্র তালুকের আয় হইতে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন রামনারায়ণ বাবুর বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ ও চারুবালা প্রদীপ্ত লাবণ্যময়ী ত্রিংশৎবর্ষদেশীয়া সুন্দরী যুবতী ছিলেন। এই সুশিক্ষিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী রমণী দৈহিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক শক্তিবলে স্বামীর উপর তদীয় প্রভুত্ব অহরহঃ পরিচালিত করিতেন।

নারায়ণ বাবুর মাতুল কালিদাস বসু কলিকাতার কোন মারচেণ্ট আফিসে উচ্চ পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। সংসারে নিরন্তর অভাবদৃষ্টে চারুবালা কালিদাস বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার স্বামীকে কোন একটি কাজ দিতে অনুরোধ করেন।

বিগত ১৩২০ বঙ্গাব্দ ২২শে শ্রাবণ, তারিখে রামনারায়ণ বাবু কালিদাস বাবুর এক খানি রেজেষ্টারিকৃত লিপি প্রাপ্তে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া দ্রুতগতি চারুবালার নিকট ধাবিত হইলেন চারুবালা দূর হইতে স্বামীকে দ্রুতগতি আসিতে দেখিয়া চকিত হরিণীর ন্যায় আশ্চর্য্যব্যঞ্জক চঞ্চল নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন প্রভুর চিরমন্থর গতি আজ কোথায় গেল। রামনারায়ণ বাবু বলিলেন মামার পত্রে এক বিষম সংবাদ—আমাকে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে তাঁহার আফিসে একটি পদে নিযুক্ত করিয়া নিযুক্ত পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন আমি করি কি সংসার ছাড়িয়া দূরদেশে চাকরীকরা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মামা আমাকে এই বিপদে কেন ফেলিলেন, আমি তাহার নিকট কোনও দিন চাকরীর প্রার্থনা করি নাই। তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। চারুবালা—মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে তোমার কার্য্য হইয়াছে এ ত সুখের কথা, সংসারে আমাদের যে আর্থিক কষ্ট তাহা আর সহ্য করা যায় না, আমি তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া চাকরী প্রার্থনা করি। রামনারায়ণ—ও! এইটি তোমার কাজ, আমি তোমাদের ছাড়িয়া কি প্রকারে দূরদেশে বাস করিব? চারুবালা—কলিকাতায় ৫ ঘণ্টা মধ্যে যাওয়া যায় ইহাকে দূরদেশ বলা যায় না, আমার মতে অদ্য রাত্রিযোগে ত্রয়োদশীতে তোমার যাত্রা করাই উচিত।

রামনারায়ণ—এত শীঘ্র তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহা অসম্ভব।

এই সময় মোহিনী গৃহমধ্যে আসিয়া ভ্রাতৃ-জায়ার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কহিলেন—নারায়ণের চাকরী হইয়াছে বড়ই সুখের বিষয়, আমার মতে অদ্য রাত্রিতে যাত্রা করিয়া কল্য ৭টার গাড়ীতে রওনা হইলে দুই প্রহরের মধ্যে কলিকাতা পৌছিতে পারিবে। তদনুসারে যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইল। রামনারায়ণ বাবু কি করিবেন, চারুবালা ও মোহিনীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রাত্রিকালে শয়নাগারে চারুবালা বিদেশবাসের কতকগুলি উপদেশ স্বামীকে দিয়া বলিলেন—দেখ কোনও কার্য্যে তোমার মাতুল কি মাতুলানীর আজ্ঞা অবহেলা করিবে না, আশ্বিনমাসে পূজার অব-কাশে মাতুলের সহিত বাটী আসিও, ইহার

আগে আর আসিবে না, ৩০৲ বেতনের মধ্যে ৫৲ তোমার নিজ ব্যয়ের জন্য রাখিয়া আমাকে ২৫৲ পাঠাইয়া দিবে, কদাপি অন্যথা না হয়। তোমার চাকরী সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব, মনে রাখিও, তুমি কায়স্থের ছেলে। একটী পয়সাও কাহারও নিকট অন্যায় করিয়া লইবে না, সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে ও সত্যপথে বিচরণ করিবে। রাত্রি ১০টার সময় মাহেন্দ্র-যোগ উপস্থিত হইলে মোহিনী সুসিন্দূরে মার্জ্জিত আম্রপল্লব বারিপূর্ণ ঘটোপরি রাখিয়া নারায়ণকে যাত্রা করিতে বলিয়া, সৌদামিনীবৎ গৃহান্তরে গমন করিল। নারায়ণবাবু বিপদ গণিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "বামে শবশিবাকুম্ভ" ইহার ত কিছুই নাই, যাত্রা হইবে কেমনে? চারুবালা হাসিয়া বলিল, আর পাণ্ডিত্য করিতে হইবে না, আমিই কুম্ভরূপিনী রমা অথবা কমলা তোমার বামে উপস্থিত। তখন ঘট-পার্শ্বে সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি সন্দর্শনে নারায়ণ বাবু ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে পারিতেছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, জপ-সমাধানান্তে দণ্ডায়মান হইলে চারু বলিল, ঘট বামদিকে রাখিয়া উঠানে যাও। রাম বাবু অগত্যা মন্ত্র-চালিতের ন্যায় প্রাঙ্গণে গেলে, মোহিনী বলিলেন, শয়ন ও আহার-গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাই আমি পূর্ব্বের ঘরে নারায়ণের শয্যা রচনা করিতে যাই। রাম বাবু বলিলেন, আমি ছেলে মেয়ে ছাড়িয়া ভিন্ন ঘরে থাকিতে পারিব না। তখন উভয় রমণী কি করেন, পরামর্শ করিয়া শয়ন-গৃহের বারান্দার খোপে তাঁহার শয্যা করিয়া দিলেন। রাম বাবু তথায় যাইয়া শয়ন করিলে, চারু নিজ গৃহের কপাট অর্গলবদ্ধ করিতে যাইবেন এমন সময়ে স্বামী-দেবতার আহ্বানে তাঁহার নিকট গেলে রাম বাবু বলিলেন, দেখ চারু, একলা শোয়া আমার অভ্যাস নাই; এই নির্জ্জন স্থানে বিভীষিকাময় স্বপ্নে আমার সুনিদ্রা হইবে না, মাহেন্দ্রযোগে ত যাত্রা করিয়াছি। ভিন্ন স্থানে শয়ন করিয়াছি, এখন গৃহমধ্যে আমার নিজ স্থানে শয়ন করিলে ক্ষতি কি, এ কথা দিদি যেন জানিতে না পান। তখন চারুবালা আর কি করেন, স্বামীর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এখন ত আর কোনও আপত্তি নাই! মনের সুখে নিদ্রা যাও।

আজ মঙ্গলবার, প্রাতঃকাল, মাঘমাস। প্রভাত-সূর্য্য শ্যামল বিটপীর শিরোদেশে স্বর্ণ-কিরণরাশি ছড়াইয়া দিতেছেন। পাখীরা যেন সেই তরলিত সুবর্ণ গায়ে মাখিয়া নবজাগরিত প্রকৃতিরাণীর অঙ্কে পূর্ণানন্দে খেলা করিতেছে। তাহাদের উন্মাদিনী স্বর-কাকলীতে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। চারুবালা স্বামী-দেবতাকে উঠিতে বলিলেন। রাম বাবু, বধ্যস্থানে গমনোদ্যত ব্যক্তির ন্যায় অভীষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে ছাতি ও ব্যাগটী হাতে করিয়া মোহিনীকে প্রণাম করতঃ চারুবালার দিকে বারংবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি করিতে করিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্বামীগতপ্রাণা চারুর নয়নদ্বয় হইতে ২টী মুক্তা-ফলের ন্যায় পবিত্র অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

রাম বাবু ত্বরিতপদে কাঁচনাপাড়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছেন। রামজীবনপুরের অনেকেই রাম বাবুকে ভাল রকম চিনিত, ভাবিল এত প্রাতে এই চিরপ্রসিদ্ধ অলস কায়স্থ কোথায় যাইতেছেন? তিনি যে কাজ করিতে যাইতে-

ছেন কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। মুদীর দোকানে ও বারওয়ারিতলায় ২।১ জন ভদ্রাভদ্র লোক উপস্থিত ছিল। নারায়ণ বাবুকে ব্যাগ হাতে ষ্টেশনের দিকে দ্রুতগতি যাইতে দেখিয়া সকলেই ভাবিল এ আবার কি? আজ কি পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইয়াছে। রাম বাবু গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার এক ঘণ্টা মধ্যেই একটী জনরব গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইল যে রামনারায়ণ বাবু, স্ত্রী ও ভগিনীর সহিত বিষম কলহ করিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

এদিকে আমাদের নায়ক বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মুক্ত প্রান্তরপথে রেল ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রকৃতিদেবী যে প্রাতঃকালীয় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্ভার বিকীর্ণ করিতেছিলেন, তৎপ্রতি তাঁহার মনঃ সংযোগ করিবার অবসর ছিল না। কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইলে, সুদূরস্থিত নীল চক্রবাল ভেদ করিয়া, আম, জাম, কাঁটাল বৃক্ষের শিরোপরি রেল ষ্টেশনের দূরস্থ সঙ্কেত স্তম্ভের শিরোদেশ (Distant signal) তাঁহার নয়নগোচর হইল। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু আসিলে কি হয় শীতে তাঁহার হাত ও পা জড়সড় হইয়া আসিতেছিল। দেখিলেন, তাঁহার বামদিকে একখানি ক্ষুদ্র মুদী দোকান। দোকানের নিকট যাইয়া কায়স্থের হুকা বলিয়া চাহিবা মাত্র মুদী তামাক সাজিয়া হুকা দিল, তাঁহার মুখ ও নাসিকা গহ্বর হইতে অনর্গল ধূম্ররাশি চক্রাকারে আকাশে উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে ষ্টেশনে "টিন্ টিন্ টিন্" ঘণ্টাধ্বনি হইল, মুদী বলিল, মহাশয় ৭ টার গাড়ী আর পাইলেন না, গাড়ী চলিয়া গেল। রাম বাবু কহিলেন—অসম্ভব, বোধ হয় মদনপুর হইতে গাড়ী ছাড়িল। তিনি মনের আনন্দে আরও গোটা ৪। ৫ টান হুকায় দিতেছিলেন এমন সময়ে গাড়ীর এঞ্জিন বিকটস্বরে দীর্ঘনাদ করিয়া উঠিল। অজগরগতিতে ধীরে ধীরে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িল, রাম বাবুর তখন চৈতন্য হইল। তিনি হুকাটী ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া ষ্টেশনের নিকট একটী মৃত্তিকা স্তূপের উপর পপাত ধরণীতলে। ত্বরিতপদে উত্থিত হইয়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। জনৈক স্ফীতোদর জমাদার কহিল, দশটার গাড়ীতে কলিকাতা যাইতে পারিবেন। আরও সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইবে ভাবিয়া রামনারায়ণ বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিলেন। মনে করিলেন চারুবালা ও মোহিনী মনে করিতেছেন যে আমি বিদ্যুৎবেগে রেলগাড়ীতে কলিকাতা ধর ধর করিতেছি, কিন্তু হায়, আমি কোথায় আমার মাধ্যাহ্নিক আহার ত আজি হইল না। তাহার উপর মাতুল মহাশয় না জানি কত বিরক্ত হইবেন। ধীরে ধীরে প্লাটফরমের উপর পদচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন তাঁহাদের গ্রামের শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী ছাতা ও ব্যাগ হস্তে উত্তর হইতে প্রান্তরপথে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছেন। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দেখিবা মাত্র রাম বাবু পদধূলী গ্রহণ করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জয়স্তু বলিয়া প্রত্যভিবাদ করিলেন। রাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে খুলনা জিলান্তর্গত পিলজঙ্গ আদি গ্রামে বহু কায়স্থকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান

করিয়া প্রায় একমাস পরে বাটী ফিরিতেছেন। রাম বাবুর মস্তকে তৎকালে একটী বজ্র পতন হইলেও তিনি বেশী ব্যথিত হইতেন না। তিনি বলিলেন ভট্টাচার্য্য খুড়া আপনি কোন্ শাস্ত্র বলে কায়স্থকে ব্রাহ্মণ করিলেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—আপনি ঘোষবংশজ, মকরন্দ ঘোষের সন্তান, আপনি প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক সময় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু বঙ্গের জল বায়ুর গুণে শূদ্রাচারী হইয়াছেন। আপনার এক শাখা অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ নামে শাকদ্বিপী ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে পূজ্য। কিন্তু অন্যান্য বস্বাদি কুলীন ও দত্তাদি মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তদেবের বংশধরগণ এমন কি ৭২ ঘর কায়স্থগণও সকলেই ক্ষত্রিয় ও দ্বিজ ও উপনয়নার্হ তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করা শাস্ত্রসম্মত, তুমি কি মনে কর আমি অশাস্ত্রীয় কোনও কার্য্য করিতে পারি।

রাম বাবু নিস্তব্ধে শ্রবণ করিয়া বলিলেন—খুড়া মহাশয় এই সকল কার্য্য যাহা আমার বাপ দাদারা কখনও করেন নাই তাহা যে এইক্ষণ হইতেছে, উহা কলিকালের মাহাত্ম্য। আমরা কায়স্থজাতি বঙ্গে চিরকালই শূদ্র ও ব্রাহ্মণের দাসানুদাস। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর অপেক্ষা না করিয়া স্বগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নানাবিধ চিন্তা তরঙ্গে রামনারায়ণের হৃদয় উদ্বেল হইতে লাগিল।

ষ্টেশন ঘড়িতে রাম বাবু দেখিলেন ৯ টা বাজিয়াছে আর এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হইবেক। ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া নিকট-বর্ত্তী মিষ্টান্ন দোকানে যাইয়া গরম গরম লুচি, খাস্তা কচুরি, শিঙ্গাড়া, মতিচুর, পানতুয়া, সন্দেশ, রসগোল্লাদি আহার করিতেছেন এমন সময়ে ১০টার গাড়ীর ঘণ্টা ধ্বনিত হইল। রাম বাবু একটী টাকা দিলে মিষ্টান্ন বিক্রেতা একটী সিকি ফেরৎ দিল। রাম বাবু রোষ-কষায়িত লোচনে দোকানদারের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তোমরা চোর, নচেৎ আট আনার স্থলে বার আনা কেন লইলে?" দোকানদার রাম বাবুকে ২। ৪ কথা শুনাইয়া দিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে একটী তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বাজারের সময় অনেক লোক আসিল, একটী মারামারি হইবার উপক্রম দেখিয়া কতিপয় ভদ্রলোক রাম বাবুর ঘাড় ধরিয়া দোকান হইতে বাহির করিয়া দিল। ফলতঃ সকলেই দেখিল যে দোকানদার নির্দ্দোষী রাম বাবুই অন্যায় করিয়াছেন।

তিরস্কৃত, মর্ম্মাহত, অপমানিত ও অর্দ্ধচন্দ্রা-হত হইয়া রাম বাবু ধীরে ধীরে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দশটার গাড়ী আকাশভেদী তীব্র শব্দ করিতে করিতে মহামহিমাময়ী রাজ্ঞীর ন্যায় মন্থরগমনে চলিয়া গেল।

রামনারায়ণ কপালে আঘাত করিয়া শ্রীভগবানকে বারংবার দোষ দিতে লাগিলেন, ও মনে করিলেন যে কি কুক্ষণেই বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে একখানি ট্রেণ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বাটী ফিরিব না বিদ্যুৎময়ী চারুবালার বজ্রনিক্ষেপ ও দিদির নীরব চক্ষুরাবর্ত্তন অসহ্য হইবেক।

ষ্টেশন গৃহের এক প্রান্তদেশ হইতে হার-মোনিয়মের মধুর ঝঙ্কারমিশ্রিত নারীকণ্ঠনিঃসৃত রাগরাগিণীসমন্বিত মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম বাবু সঙ্গীতপ্রিয়

ব্যক্তি। ফলতঃ "গানাৎ পরতরং নহি"। সঙ্গীতে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে দুরাত্মা পাপেই রত থাকে। সেই গীতধ্বনির মূর্চ্ছনায় রাম বাবুর মন আবিষ্ট হইয়া গেল। দুই ঘণ্টা কাল কেমন করিয়া চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলেন না। বারটার গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র মধ্যম শ্রেণীতে উঠিয়া বসিলেন ও মনে করিলেন যে, কলিকাতা গমন আর বিধাতা পুরুষও নিবারণ করিতে পারিবেন না। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার নিকট টিকিট চাহিল। হায় হায় টিকিট ত করা হয় নাই, ভুল হইয়া গিয়াছে। টিকিট দেখাইতে না পারায় পরীক্ষক অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া রাম বাবুকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

বিকট শব্দে দিগ্বধূগণ প্রতিধ্বনিত করিয়া লৌহযান একটী অজগরের ন্যায় ষ্টেশন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। আর আমাদের কায়স্থ বীরপুরুষ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে একখানি বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। ফলতঃ যাহাদের পুরুষকারিতা নাই, তাহারাই দৈববলের প্রার্থনা করে। কিন্তু ঋষিগণ বলিয়াছেন, —"দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।"

শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন :—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি বিভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

(১৪। ৫ম অঃ)

মানুষের কর্ত্তৃত্বাদি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, নিজ নিজ স্বভাবানুসারে এই সমস্ত নিয়মিত হয়। আমাদের পুরুষকারের অভাব অদৃষ্টের প্রতি আরোপ করিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট হই। রামবাবুও তাহাই করিলেন।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আর একটী ট্রেণ আছে জানিয়া রাম বাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। ও ষ্টেশনের বারান্দায় উপবেশন করিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। সহযাত্রিগণকে রেলের অত্যাচার সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিলেন, তাঁহার মতে সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে দূর করিয়া দিয়া সুদক্ষ কর্ম্মপটু (তাঁহার ন্যায়) কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উচিত। তিনি আরও বলিলেন যে এই বিষয়ে উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষগণের সমীপে তিনি শীঘ্র আবেদন করিবেন। সকলের প্রথমে টিকিট গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, কিন্তু হায় হায়, তাঁহার ছাতিটী কোথায়, ব্যাগটী তাঁহার নিকটে আছে। তিনি আতপত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, মাল গুদামের পশ্চাদ্‌ভাগে কোনও কোন স্থানে সাময়িক প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল, তথায় অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন দূরে একটী সহকারমূলে তাহার পুরাতন অথচ অতি প্রিয় আতপনিবারণটী উঁকী মারিতেছে, হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তিনি তাহাকে হস্তগত করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কল হইতে তীব্রধ্বনি আকাশতল ভেদ করিয়া কর্ণ বধির করিতেছে। তিনি দৌড়িয়া গাড়ী ধরিবার উপক্রম করিলে, কুলীরা ২।৩টা ধাক্কা মারিয়া তফাত করিয়া দিল. কি করিবেন মনের ক্ষোভে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; ট্রেণ সর্পাকারে ষ্টেসন বেষ্টন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

হায় হায় কি হইল, প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনবার গাড়ী ফেল

করিলাম, ইহা কি ভবিতব্যের কঠিন নিষ্পেষণ না আমার কর্ম্মফল, ধূমপান, মিষ্টান্নভোজন ও আতপনিবারণ—ত্রিবিধ একটী কর্ম্মসূত্র গ্রথিত করিয়া আমাকে নাগপাশের ন্যায় বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। আজ এই কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিব, শুনিলেন যে সন্ধ্যা ৬টার সময় একটী গাড়ী আছে।

আরও ছয় ঘণ্টাকাল বিলম্ব আছে, জানিয়া রাম বাবু আর ষ্টেশনে ক্ষণকাল তিষ্ঠিলেন না; উক্ত স্থানটী তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছিল, সকলেই তাঁহাকে দেখাইয়া বলিতেছিল যে এই যাত্রী প্রাতঃকাল হইতে তিন বার ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া ফেল করিয়াছে। একটী ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ দিয়া রাম বাবু ষ্টেশন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কতকদূর অগ্রসর হইলে দেখিলেন যে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে কয়েক জন লোক তাস খেলিতেছে, তিনি খেলায় যোগ দিলেন; বিশেষ আগ্রহের সহিত খেলা চলিতে লাগিল, এদিকে সূর্য্যদেব পৃথিবীকে এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত করিলেন, যে তাঁহার ছায়াময়ী অন্তরালে বর্ণিত জনপদ পতিত হইল। ষ্টেসন হইতে টুং টাং শব্দ ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তিদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিল। রাম বাবু তদীয় প্রকৃতিসিদ্ধ জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন যে সন্ধ্যাকালের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় "মেল" আছে। মনে করিলেন যে বাটী প্রত্যাগমন করিলে, কলিকাতায় তাঁহার মাতুল ও বাটীতে চারুবালা ও মোহিনী তাঁহাকে বিষম বিপদে ফেলিবেন। মনে করিলেন নিশ্চয়ই দশটা রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতা যাইবেন। নৈশভোজ কলিকাতায় হইবে, আপাততঃ অহিফেণের পিলটী গলাধঃকরণ করা যাউক।

সমস্ত দিবস তীব্র সূর্য্যকিরণে পৃথিবী সন্তাপিত হইয়াছিল, সময় পাইয়া সন্ধ্যাদেবী মনোহরবেশে সুশোভিত হইয়া স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে জীবজগতের ক্লান্তি অপহরণ করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ বাবু অহিফেণের ও সন্ধ্যাদেবীর বিলাস-চেষ্টায় মুগ্ধ হইলেন, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা তাঁহাকে উক্ত ষ্টেশনের একখানি বেঞ্চের উপর অচৈতন্য করিয়া ফেলিল। যৎকালে তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা, সুতরাং আর মেলে যাওয়া হইল না। রাম বাবু ত্বরিতপদে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মনে করিলেন, চারুবালার নিকট নতজানু হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে হইবেক। যখন বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন চারুবালা মনে করিলেন যে, কলিকাতার কাজ সম্পন্ন করিয়া কোনও বিশেষ কারণে তাঁহার স্বামী-দেবতা গৃহে আসিয়াছেন।

চারুবালা স্বামীর কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, যাদু, তুমি আমার অঞ্চলের নিধি, সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাকিও, বিদেশে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

হায় হায়, কায়স্থজাতির মধ্যে রামনারায়ণ বাবুর ন্যায় জড় আলস্যপরায়ণ কত শত মহাত্মা পল্লীগ্রামে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কে নিরূপণ করিবে! স্ত্রীর পাচিত অন্ন ভিন্ন যাঁহাদের আহার হয় না, স্ত্রীর নিঃশ্বাসবায়ুসেবন ভিন্ন যাঁহাদের নিদ্রা হয় না, তাঁহাদিগকে আমরা এক এক বার বিদেশে যাইতে আমন্ত্রণ

করি,—স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করি। অধ্যবসায়ী ও উদ্যোগী পুরুষ-সিংহই লক্ষ্মীলাভ করেন। ফলতঃ সত্যপথে বিচরণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুমোদিত জীবিকা আহরণ করিলে, তাঁহাদের গৃহ সত্বরই ধনজনে পূর্ণ হইবেক।

সম্পাদক।

সমাজ-কলঙ্ক।

৫ম পল্লব।

উপসংহার।

(বিগত আষাঢ় সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠার পর।)

উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে মানব মাত্রেরই বাসনা হইয়া থাকে। যে কোন কারণেই হউক, এই উন্নতির স্রোতঃ রুদ্ধ হইলেই, অতঃপতন হইতে আরম্ভ হয়। জীব ইহ-সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াই, সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি-লাভের প্রয়াস করিয়া থাকে। পক্ষ্যাদির অণ্ড-মধ্য হইতে শাবক নির্গত হইয়া, একান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের পক্ষসঞ্চার ও বলবৃদ্ধি হইলে, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রসূতির আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ধরাধামে বিচরণ করিয়া থাকে; তখন আর তাহারা তাহাদিগের মাতার সাহায্য প্রাপ্তির আশা করে না, এবং মাতৃ সাহায্যের আবশ্যকও হয় না। মানবজাতির পক্ষেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। জননীজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, মানব-শিশু মাতৃদেবীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়। মাতা আপন সন্তানকে স্তন্যদানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। পরে সেই সন্তানের দন্তোৎ-গম হয়, এবং ক্রমে ক্রমে কথা কহিতে শিখে, উঠিয়া দাঁড়ায়, চলিতে আরম্ভ করে; এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট ও কর্ম্মঠ হয়। তখন আর সেই শিশু মাতাপিতার সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিতে চাহে না। ভবিষ্যতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটীই বহু সন্তানের জন্মদাতা হয় ও স্বয়ং জনকজননীর সাহায্যগ্রহণের অপেক্ষায় থাকে না। চেষ্টা করিলে সে-ই মানব-সমাজ অথবা গ্রামের অধিপতি হয়, সে ব্যক্তি শত শত আশ্রিত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করে। নানা-বিদ্যায় বিভূষিত হয়, এবং ইহ সংসারের ও পর-কালের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতঃ অন্তিমে পরমপদলাভ করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে উন্নতি। কিন্তু ক্রিয়ার তারতম্যে সকলে সমভাবে উন্নতি করিতে পারে না।

২। মানবসমাজে যদ্যপি এইরূপ উন্নতির আশা না থাকে, তাহা হইলে, মানবের বুদ্ধি

জড়প্রায় হইয়া যায়, বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং মানবের প্রাণে সুখ বা শান্তি আসে না। চিরকালই যদ্যপি কেহ মানবসমাজে হীন ও হেয় অবস্থায় থাকে এবং উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি না পায়; এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতে না পারে, তবে আর তাহার মনুষ্য-জন্মগ্রহণে ফল হইল কি? পূর্ব্বাপর এই সকল বিষয় বিচার করিয়াই পূর্ব্বতন মনীষিগণ অনেক ইতরজাতীয় লোকের উচ্চ এবং সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ, তাহাদিগকে উচ্চতম বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মনে বল ছিল; হৃদয়ে তেজঃ ও শক্তি ছিল, এবং প্রাণে মমতা ছিল। সেই সকল প্রাচীন-কালের প্রাতঃস্মরণীয় দেবকল্প মনুষ্য, সেই সকল সামাজিকগণ, বর্ত্তমানকালে লোকান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণাদি অদ্যাপি সেই পুণ্যভাক্ মহাপুরুষগণের অতীত পুণ্যকাহিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

৩। মূর্খেরাই সামাজিক উন্নতির স্রোতঃ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করে ও সমাজকে কলঙ্কিত করে। গুহক চণ্ডাল হইয়াও চরিত্র ও কার্য্য গুণে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সখ্যতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আধুনিক বিপ্রপশুগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কলুষিত ও কলঙ্কিত ছিল না। পূর্ব্বকালের মত সমাজ এখন আর নাই। এখন গুণের আদর নাই, সাধুর প্রতি ভক্তি নাই, বয়োবৃদ্ধজনের প্রতি কনিষ্ঠের সম্মান নাই। ইদানীং মহাজনের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে; ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইতেছে। স্বার্থ-পরতায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। হিন্দুসমাজ লুপ্ত হইয়া পিশাচের সমাজে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্র অনেক হিন্দুর নিকটই এক্ষণে আরব্য বা পারস্য উপন্যাসের ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দুসমাজের পরিণাম ভাবিয়া ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া প্রকৃত সমাজহিতৈষীগণ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছেন। আমার অনুমান হয় সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর, "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার" সুযোগ্য সম্পাদক ও বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম মিত্র, বঙ্গমাতার সুসন্তান মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ মহোদয় হিন্দুসমাজের ও সমাজ-সংস্কারকগণের এবং সভাসমিতির অবস্থা দেখিয়াই বর্ত্তমানে সমুদয় সামাজিক কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বার্থপর সমাজ নিজ নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু প্রাতঃ-স্মরণীয় সরকার মহাশয় নিঃস্বার্থভাবে, (স্বার্থপর ব্যক্তিবর্গের সহিত) কার্য্য করিয়া সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না। মনোদুঃখে কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বধামে প্রস্থান করিলেন। কলিকাতার কায়স্থসভার দ্বারা কায়স্থজাতির উন্নতির রেখা দেখা দিয়াছে সত্য কিন্তু তাহাও বেশ আশাপ্রদ নহে। ঈশ্বরেচ্ছায় মাননীয় মিত্রজ মহোদয় দীর্ঘজীবী হইয়া উক্ত সভার সংশ্রবে থাকেন এই বাসনা।

৪। কায়স্থজাতি কখনই শূদ্র নহে। কায়স্থ-গণ বারাণসী প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতপ্রধান স্থান হইতে ব্রাহ্মণদিগের লিখিত যে বিধান লইয়া ব্রাহ্মণসাহায্যে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কি কখনও অশাস্ত্রীয় হইতে পারে? অশাস্ত্রীয় হইলে, কাশীধামের সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কখনই এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা লিখিয়া

দিতেন না। (ক) তাঁহারা বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ন্যায় লোভী ও উৎকোচগ্রাহী নহেন, এবং যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেরূপ ব্যবস্থা দিয়া কলঙ্কিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই বলেন, "বঙ্গে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই। বহুবার বঙ্গে ব্রাহ্মণের চাষ করিতে হইয়াছে।" বাস্তবিক এ কথা একেবারে অলীক নহে।(খ) এ দেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচার, পানাহারের কিছুমাত্র বিচার নাই; যেখানে সেখানে লোলুপ-রসনার তৃপ্তিসাধন করাইয়া থাকেন, তাহাতে জাতি বিজাতি, স্থান অস্থান জ্ঞান নাই। এই সকল কারণে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম বা দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া আছেন। বস্তুতঃ বঙ্গে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বড়ই বিরল।

৫। কায়স্থ শূদ্র হইলে তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ এবং মস্তিষ্ক প্রচুর শক্তিশালী ও উর্ব্বর হইত না। কায়স্থজাতির মধ্যে যে কত লোকে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন তাহা কি কুটিলমতি, জ্ঞানান্ধ, পরশ্রীকাতর বিপ্রপশুগণ জানেন না? তাঁহারা মোহনিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক একবার দেখুন—রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত (civillion) এবং ব্রজেন্দ্রকুমার দে কমিশনার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দ্বারকানাথ মিত্র, সারদাচরণ মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতার হাইকোর্টে বিচারপতি ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রথমতঃ এড্‌ভোকেট্ জেনারেল ও পরে ভারতগভর্ণমেণ্টের আইনসচীবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র বসু।(গ) রসায়নশাস্ত্রে প্রফুল্লচন্দ্র রায়; দর্শনশাস্ত্রে পি, কে, রায়; গণিতে আনন্দমোহন বসু; প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু; কাব্যে কাশীরাম দাস, মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ; গদ্য-সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, হরচন্দ্র ঘোষ; রাজনীতিক্ষেত্রে লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অরবিন্দ ঘোষ; আইনবিদ্যায় লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নিমাইচাঁদ বসু; জননায়কস্বরূপে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র; শারীরিক শক্তিতে ঢাকার পরেশনাথ ঘোষ, হুগলীর কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, সুলতানগাছার উদয়চাঁদ মিত্র; এবং ধর্ম্মপ্রচারকস্বরূপে উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিবেকানন্দ স্বামী, এবং একাধারে বহুবিষয়ে পারদর্শী শিশিরকুমার ঘোষ, (হুগলীর)

(ক) কায়স্থতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

(খ) ১৩২০ সালের ৬ই চৈত্রের "প্রবাহিনী"র ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ব্রাহ্মণের দ্বারা লিখিত।

(গ) এই পণ্ডিতপ্রবর Plant life and its response বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানসম্বন্ধে নানা বক্তৃতা করিয়া তিনি অশেষ যশঃ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। ইংলণ্ডের কার্য্য শেষ হইলে তিনি আমেরিকাবাসিগণের আহ্বানে তথায় যাইয়া বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা করিবেন।

অমরচন্দ্র ঘোষ (ঘ) প্রভৃতি এই প্রকার সহস্র সহস্র কায়স্থ-সন্তান অদ্যাপি ভারতের নানা উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

৬। উপসংহারকালে আমরা নিম্নলিখিত অংশটী "কায়স্থতত্ত্ববিচার" হইতে উদ্ধৃত করিলাম। "বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে গয়ায় যে কায়স্থসম্মিলনী (Kayastha Conference) হইয়াছিল, তাহাতে হায়দ্রাবাদবাসী কায়স্থরত্ন প্রখ্যাত রাজা ইন্দ্রকরণ সিংহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত মহতীসভায় শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং গুরুগিরি কার্য্যেও এক সময়ে কায়স্থগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এখনও নাই। উত্তররাঢ়ীয় বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের এক শাখা ময়মনসিংহ সিংহরাগী গ্রামে ও বেড়া বোকনায়;—বসু রামানন্দের বংশধরগণ কাওয়ালীপাড়া ও হাপানিয়ায়;—কায়স্থ সুন্দরানন্দের বংশধরগণ হাল্‌দা মহেশপুরে;—কায়স্থ কালিয়াগোপালের বংশধরগণ শক্তিপুরে;—কায়স্থ জয়গোপালের বংশীয়গণ বড় কাঁদ্‌ড়ায়;—কায়স্থ নিত্যগোপালের বংশীয়গণ ভাণ্ডীরবনে;—ব্যাঘ্রগোপালের বংশধরগণ ডামরায়;—পূর্ণানন্দগোপালবংশীয়গণ বন্দেশে;—বিষ্ণুদাস ঠাকুরের (কায়স্থ,—ঠাকুর উপনাম) বংশধরগণ সোর্ণোরায়;—মিত্র ঠাকুরগণ ময়নাডালে;—আর কালী বক্‌সী মহাশয় খেদড়ায় আজিও লক্ষ লক্ষ শিষ্যকে মন্ত্রদান করিতেছেন। হুগলী সপ্তগ্রামের রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও রাজসাহী খেতুরীর নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণগণের কর্ণে পর্য্যন্ত মন্ত্রদান করিতেন, ইহা সমগ্র বঙ্গের লোকই বিশিষ্টরূপ বিদিত আছে। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিভাগের বহুস্থলে, এবং পাবনা জেলার স্থলবসন্তপুরে, ধুকরিয়া ও ঘুঘাটু প্রভৃতি গ্রামে,—বগুড়া জেলায়, গোপীনাথপুর, দৌগা, বিট্টপুর প্রভৃতি বহু গ্রামে; এবং রাজসাহী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার অনেক স্থানে শিষ্যব্যবসায়ী বহু কায়স্থের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিদেশীয় কায়স্থগণ মধ্যে বরোদার ভাস্কর বিঠ্‌ঠল ও লক্ষ্মণ জগন্নাথ; জামনগরের নারায়ণ বাসুদেব (বালা সাহেব খারকর) ও গোয়ালিয়ারে ভগবন্ত রায় কাশী দেওয়ান (Minister); সামন্তবাড়ীতে দাদোবা দেবাজী; সাঙ্গলী-রাজ্যে বালকৃষ্ণ নারায়ণ বৈদ্য; মিবজে কল্যাণ সীতারামচিত্রে ও টঙ্করাজ্যে রায়বাহাদুর সমর্থ সর্ব্বাধ্যক্ষ; হোলকাররাজ্যে রাও সাহেব বালকৃষ্ণ আত্মারাম গুপ্তে মন্ত্রী এবং কেশব রাও ধোন্তদেব কোতোয়াল (Judge & Magistrate); বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে গঙ্গাধর রাও মাধব চিট্‌নিস

(ঘ) এই অসাধারণ ব্যক্তির নিবাস হুগলীতে। ইনি "সংবাদ প্রভাকরে" কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি কয়েকখানি ধর্ম্ম ও ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সমগ্র বঙ্গদেশের ঠগি কমিশনারের হেড্‌ এসিষ্টেণ্ট নিযুক্ত হইয়া বহুদিন ঐ কার্য্যে ছিলেন। পরে উক্ত কমিশনারের আফিস উঠিয়া গেলে (abolish) কিছুদিন পরে তিনি কটকের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট্‌ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে পদে অধিক দিন থাকিতে সমর্থ হন নাই। উক্ত পদপ্রাপ্তির অতি অল্প দিন পরেই স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার হস্তাক্ষর যারপর নাই সুন্দর ছিল। তিনি সুরসিক ও দাতা ছিলেন। আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রবেত্তা এই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় উক্ত মহাত্মার পুত্র। সম্পাদক।

বড়লাটের প্রধান ব্যবস্থাপক সভার সভ্য; এবং আর আর (R. R) বাবা সাহেব মধ্যপ্রদেশের ডেপুটি কমিশনার; উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের বিহারীলাল প্রধান বিচারপতি;—নানা ভাই হরিদাস বোম্বাই হাইকোর্টের জজ।—এই প্রকার নানাবিধ উচ্চকার্য্যসমূহে নিযুক্ত বহু বহু কায়স্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমান রাজত্বকালেও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; তন্মধ্যে আকবর সাহের রাজস্বসচিব রাজা তোড়রমল্ল, মহারাজা নবলরায়, মহারাজ টিকাইত রায় ও পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইদ্রাবাদের নিজামের অধীনেও কায়স্থগণ বহু বহু উচ্চপদ ভোগ করিয়াছেন।

৭। কি আচার, কি বিনয়, কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি নিষ্ঠা, কি বৃত্তি, কি দান, কি পরোপকারিতা—কিছুতেই কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। বিদ্যা ও বিচারবুদ্ধিতে বঙ্গে কায়স্থজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এহেন কায়স্থজাতিকে হেয় ও নিকৃষ্ট জ্ঞানে "শূদ্র" আখ্যায় অভিহিত করা ঘোরতর মূর্খতার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈর্ষা এবং লোভেই বঙ্গের ব্রাহ্মণজাতির পতন হইয়াছে। কলির মূর্খ ব্রাহ্মণগণ একবার চক্ষু মেলিয়া দেখুন, বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের ও কায়স্থের সামাজিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। সহস্র সহস্র নিকৃষ্ট জাতির গোলামী করিয়া ব্রাহ্মণের রক্ত দূষিত হইয়াছে। ব্রহ্মতেজঃ নষ্ট হইয়াছে। এখন তাঁহারা বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়াছেন। এখনও তাঁহারা সাবধান হউন; কায়স্থের সহিত মনোমালিন্য ত্যাগ করুন। কায়স্থকে ত্যাগ করিলে তাঁহাদের মঙ্গলসাধন হইবে না। উপবীত ব্রাহ্মণের একচেটিয়া নহে। তিনবর্ণেরই উহাতে অধিকার আছে। ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত নহে;—গুণগত। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। সাধনবলে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে হয়। সেইরূপ নিম্নবর্ণের এক ব্যক্তিও, সাধন-শক্তিতে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। মহাভারতাদি নানাগ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর অশিক্ষিত, মূর্খ, কদাচারপরায়ণ ও ঈর্ষাবান্ (so called) ব্রাহ্মণগণ সাবধান হইলেই সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-গণ কায়স্থজাতির পরম সুহৃদ; কিন্তু মূর্খেরা তদ্বিপরীত। যাহাদিগের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই এবং যাঁহারা নিজ নিজ অবস্থা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে অসমর্থ তাহারা যে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি! আশা করি তাঁহারা রুষ্ট না হইয়া এ বিষয়ের যাথার্থ উপলব্ধি করিবেন।—ওঁ হরিঃ ওঁ!!

ইতি পঞ্চম পল্লব।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা,
বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ইতিবৃত্ত।

ভারতের তাৎকালিক রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে আজ দ্বাদশ বৎসর হইল এই কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকেই ইহার ফলাফল ভোগ করিতেছেন। কিন্তু কিরূপে কাহার মনে সর্ব্বাদৌ কায়স্থ-সভার কল্পনা প্রবেশ করিয়াছিল, এবং কি প্রকারে ইহা ক্রমে ক্রমে প্রসৃত হইয়া সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-মহামণ্ডলের কল্যাণার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বীজও ক্ষেত্রানুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে কিনা, অথবা ইহা দ্বারা দেশের কতদূর মঙ্গল কি অমঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। ইহার জীবনের দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত হইয়াছে, আর্য্য-ঋষিগণ বলেন,—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।

এই সুন্দর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, কায়স্থসমাজ দ্বাদশ বর্ষকাল এই সভাকে কেবলমাত্র লালনপালন করিতেছেন, কৌশলের সহিত শাসনযন্ত্র নিয়োগ করা হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই সভাকে কিরূপভাবে উন্নতির পথে প্রসারিত করিতে হইবে তাহাই কায়স্থসমাজের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

২। বিগত লোকগণনার পূর্ব্ব লোক-গণনার বড়কর্ত্তা মাননীয় রিজলী সাহেব তদীয় সেন্সাস রিপোর্টে কায়স্থ অপেক্ষা অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শুনা যায় সেন্সাস রিপোর্টের ঐ অংশ লিখিবার জন্য তিনি একজন বৈদ্য-কুল-তিলকের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই কৌশলে রিপোর্টের ঐ অংশ ঐরূপে পরিণত হইয়াছিল। রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় বিরাট-কায়স্থজাতি উহা পাঠ করিয়া হৃদয়ে দারুণ কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। বহুস্থান হইতে অনেক কায়স্থ-সন্তান এই অযথা উক্তির প্রতিবাদ করেন, তন্মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ফরিদপুরস্থ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি হইতে বহু সমীচীন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতির মৌলিকত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া ঐ প্রতিবাদ পুস্তিকা সেন্সাসের বড়কর্ত্তার নিকট তদীয় ভ্রমসংশোধনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।(ক) শুনা যায় তাহা পাঠে

(ক) এই মহাপুরুষ চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় বহুদিন ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থসমিতির সহকারী সভাপতি থাকিয়া প্রথমতঃ স্বর্গগত শশিভূষণ নন্দীর ও তদনন্তর সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মার দক্ষিণ হস্তরূপে সুদীর্ঘ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষকাল কায়স্থসমাজের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। সম্পাদক।

রিজলী সাহেব কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

৩। ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মাননীয় আর, টি. গ্রীয়ার সাহেবের আহ্বানমতে "কায়স্থ কি বৈদ্য বড়" এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে একটী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বহু মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণবর্গের অর্দ্ধাংশের অধিক বৈদ্যের অনুকূলে অভিমত দিয়াছিলেন, কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের কায়স্থ মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরও উক্ত মত সমর্থন করেন। এই প্রকার স্বার্থত্যাগ যে কেবল অমিতবিক্রম ভুবনেশ্বর বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় বংশধরে সম্ভবে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমেয়। মহারাজ বাহাদুরের তৎকাল পর্য্যন্ত বর্ণগত উচ্চনীচতার বিষয়ে যেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল তিনি সর্ব্বসমক্ষে তাহাই প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ইহাতে তাঁহাকে দোষী বলা যায় না বরং অত্যন্ত প্রশংসার্হই মনে করিতে হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ও অভিজ্ঞ কায়স্থ যাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা একবাক্যে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূত এবং ব্রাহ্মণের ঠিক নিম্নাসন পাওয়ার যোগ্য এবং বৈদ্য হইতে উচ্চতর বর্ণ বলিয়াছিলেন। সভায় বহু বাগ্বিতণ্ডা হওয়ার পরে সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় স্থির করেন যে উক্ত সভায় সমাগত অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অভিমত দ্বারা ঈদৃশ বিরাট বর্ণতত্ত্বের মীমাংসা অসম্ভব, মীমাংসা করিতে হইলে ভারতের সর্ব্বস্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য। তিনি সভার মধ্যে এই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৪। টাউন হলে এই সভা হওয়ার পরে, বৈদ্যগণ আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই, কারণ তাঁহাদের অদৃষ্টের বলে সেন্সাস রিপোর্টে বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন অধ্যায়টী ঐ ভাবেই রহিয়া গেল, কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হইল না টাউন হলের সভায় সত্য নির্ণীত হইবে বলিয়া তাঁহাদের মনে যে আশঙ্কার আবির্ভাব হয় তাহাও "গোলে হরিবোল" হইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশানুসারে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যে বৈঠক হইয়াছিল, তাহাতেও কোন স্পষ্ট মীমাংসা হইল না। এই প্রকারে বৈদ্য মহাশয়গণ আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন।

৫। এই সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত নাড়ীজ্ঞানী কায়স্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর মহাশয় প্রমুখ কয়েক জন কায়স্থ স্বজাতি সম্বন্ধ ভ্রমপূর্ণ আলোচনা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। ভারতব্যাপী বিরাট কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত, মসীজীবী ক্ষত্রিয়, তাহা প্রায় সকল কায়স্থই অবগত আছেন। অতি প্রাচীন সময় হইতে কায়স্থজাতি বঙ্গে ব্রাহ্মণের নিম্নেই সামাজিক আসনলাভ করিয়া আসিতেছেন, বৈদ্যগণ তাঁহাদের নিম্নতর জাতি বলিয়া সকলেই জানেন, এমন অবস্থায় সেন্সাস বহিতে বৈদ্যকে কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে দেখিয়া স্বজাতিপ্রিয় কায়স্থ মর্ম্মাহত হন। এই সময় বৈদ্যগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের

বৈশ্যত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভাবসাগর প্রমুখ কায়স্থগণ মনে করিলেন যে কায়স্থের স্ববর্ণানুযায়ী উপবীত গ্রহণ এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে একটী কায়স্থ সভা গঠন করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় উক্ত ভাবসাগর মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের বিশ্বকোষ আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করেন। তাঁহারা উভয়ে এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র মহোদয়ের ভবনে গমন করিয়া প্রস্তাবটী তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন, অতঃপর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পাথুরিয়াঘাটার রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা টাউন হল সভার সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন কায়স্থজাতির পক্ষে এখনও স্ববর্ণোচিত আন্দোলন কিছুই হয় নাই, বঙ্গের নবশাখজাতি সেন্সাস রিপোর্টে বৈশ্যবর্ণরূপে স্থান পাইয়াছেন, কায়স্থেরাও তাঁহাদের ন্যায় কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া গৃহীত না হইলে কায়স্থজাতির বিশেষ অপকারের সম্ভাবনা। এই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও সারদাচরণ মিত্র এবং কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত অন্যান্য কায়স্থদিগের সাহায্যে একটী কায়স্থসভা গঠন করা অবধারিত হইল এবং উক্ত রমানাথ ঘোষ মহোদয়ের বাসভবনে সভার অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল কারণ উক্ত ঘোষ মহাশয়ের পিতৃদেব ৺খেলাতচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সময় হইতেই ঐ বাটীতে কায়স্থের মঙ্গলোদ্দেশে একটী কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উহা ধীর-মন্থরগতিতে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল।(খ)

৬। উক্ত বঙ্গীয় কায়স্থসভা গঠনের পূর্ব্বে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিবেশন উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল তাহার একটী বৈঠকে বাগবাজারের প্রসিদ্ধ জমীদার নন্দলাল বসু মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হয়। সেই সময় দর্জ্জিপাড়ার মিত্রবংশীয় জমীদারগণের কোন কোন কায়স্থ মহাত্মা এবং তাঁহাদিগের পক্ষাশ্রিত কতিপয় ব্যক্তি উক্ত বসু মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে বসু মহাশয় নিজাসন হইতে উঠিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সুতরাং সভার পক্ষে সেই আপত্তি রক্ষা করা অসম্ভব হয়। আপত্তিকারীরাও এইরূপ অবস্থায় সদলবলে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং অদ্যাপি তাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থসভার প্রতিকূলেই

(খ) কায়স্থের পক্ষে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ তৎকালে নূতন ব্যাপার ছিল না ইহার বহুপূর্ব্বে (১২৫২ সনে) আন্দুলনিবাসী রাজা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আত্মীয়-স্বজন সহিত উপবীতগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ কায়স্থজাতি যৎকালে "দ্বিজ" তখন উপনয়নসংস্কার তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। উপনয়ন গ্রহণ করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করাই রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর প্রথম কায়স্থসভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলাম। বহরমপুর সভায় স্বর্গীয় কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়কে যখন আমরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি, তৎকালে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে যজ্ঞোপবীতগ্রহণ কায়স্থের পক্ষে স্বেচ্ছাচার (optional) আমি তৎকালে বলিয়াছিলাম যে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য (compulsory) ইহাতে তিনি কোনও উত্তর দেন নাই। সম্পাদক।

রহিয়াছেন। এইরূপে কায়স্থজাতির গ্রহবৈগুণ্যে সভার গোড়া হইতেই একটী বিরোধী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। (গ)

৭। বিগত ১৩০৮ সনের পৌষ মাসে উক্ত রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সুরম্য বাসভবনস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় কায়স্থসভার প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র কায়স্থ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নানা দিগ্‌দেশাগত কায়স্থগণের প্রাণে যেরূপ অতুলনীয় আবেগ ও উৎসাহ অনুভব করিয়াছিলাম এখন তাহার শতাংশের একাংশও নয়নগোচর হয় না। সেন্সাস্ রিপোর্ট এবং টাউন হলে সভাকর্ত্তৃক বঙ্গের সর্ব্বসাধারণ কায়স্থের হৃদয়ে যে নিদারুণ ক্ষোভাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহার প্রতিকারার্থে বহু কায়স্থসন্তান উত্তেজিত হইয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিস্তৃত সভা প্রাঙ্গণ এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দ্বিতল হর্ম্ম্যরাজি সমবেত কায়স্থজাতির দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন অনুমান দশ সহস্র কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ উপর নীচ স্থানে ও ছাদে সংকুলান না হওয়ায় শত শত কায়স্থ নিকটবর্ত্তী রাস্তায় ও দোকানসমূহে অবস্থিত থাকিয়া অধিবেশনের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রয়াগের চিত্রগুপ্ত কায়স্থসভা হইতেও প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন। রাজা, মহারাজা, জমীদার, তালুকদার, চিকিৎসক, বিচারক, মহাজন, উকীল, মোক্তার, সমাজপতি, কুলীন, মৌলিক, কোন শ্রেণীর লোকেরই অভাব ছিল না। এই বিরাট সভার অধিবেশনে মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কায়স্থের স্ববর্ণানুযায়ী সংস্কার গ্রহণ, সকল শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপন এবং বিবাহে বরপণাদি জঘণ্য প্রথার উচ্ছেদন এবং ব্যয় সংক্ষেপ এই তিনটী প্রস্তাব স্থির করা হয়, প্রথম প্রস্তাব কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের চিন্তাপ্রসূত। দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতি সহকারী সভাপতির পদে বরিত হন। গৃহকর্ত্তা রমানাথ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করা হয়, উক্ত সভায় স্থির হয় যে কায়স্থের শ্রেণী চতুষ্টয় হইতে দশজন করিয়া সভ্য মোট চল্লিশ জন কায়স্থ দ্বারা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

৮। এই কার্য্যকরী সমিতি (Executive Committee) গঠন সম্বন্ধে উক্ত সভায় তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। মফস্বল হইতে যে সকল প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে আমাদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ভার আমাদের হস্তে থাকিবে। কলিকাতাস্থ প্রতিনিধিগণ ইহাতে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে এই প্রকার নির্ব্বাচন করিতে হইলে অনেক সময়ের

(গ) এই সময় বঙ্গীয় কায়স্থজাতির পক্ষ হইতে একটী আবেদনপত্র তৎকালীন লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয়, উক্ত আবেদনপত্র বহুসংখ্যক কায়স্থের স্বাক্ষর ছিল। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া অনেক প্রমাণ উক্ত আবেদনে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাঁহা বিশদরূপেই প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে কায়স্থজাতির সামাজিক আসন অবধারিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। সম্পাদক।

আবশ্যক। যাহা হউক রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাতে উক্ত ৪০ জন মনোনীত হন নাই। সভা ভঙ্গ হইয়া সভ্যগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে, কয়েক দিন পরে কলিকাতাস্থ ৭০।৮০ জন কায়স্থ একত্রিত হইয়া উক্ত ৪০ জন নির্ব্বাচন করেন। সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত না হইয়া উক্ত প্রকারে মনোনীত হওয়াতে "গোড়ায় যে গলদ" রহিয়া গেল তাহা অদ্যাপি সংশোধিত হয় নাই। এখনও সম্পাদক মহাশয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে "কার্য্যকরীসমিতির" সদস্যগণের নাম পাঠ করেন ও তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হন। এই প্রকার দুষ্ট নির্ব্বাচন কায়স্থ সভার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। গত হাওড়ার টাউন হলের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে এই বিষয় লইয়া ঘোর আপত্তি ও বিতণ্ডা উপস্থিত হয়, এমন কি উপবীতী ও নিরুপবীতী কায়স্থগণ দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থসভাকে দ্বিধাকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে একত্ব রক্ষিত হয়। ফলতঃ আমাদের মনে হয় উপবীতী ও নিরুপবীতী কায়স্থগণ মধ্যে একটী দেশব্যাপী দলাদলী প্রত্যাসন্ন।

৯। রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর সভার পরে প্রতি মাসে একটী করিয়া কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় কায়স্থসভার পক্ষ হইতে কায়স্থপত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় ৺ বামাপদ পাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়দ্বয় কায়স্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ পক্ষ হইতে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্রমজুমদার মহাশয়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর মহাশয় এবং কায়স্থসভায় নিযুক্ত প্রচারকগণ পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। এদিকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ রায় জমিদার মহাশয় স্বজাতির মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগিলেন। কায়স্থসভার কীর্ত্তি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

১০। এই সময়ে কায়স্থজাতির অদৃষ্টদোষে ২টী বিরোধীদল কলিকাতাতে সৃষ্ট হইল। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কায়স্থ সভার সম্পাদকের পদের দাবী করিলে, সভার কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে বার্ষিক সভায় মনোনীত না হইলে সম্পাদক হওয়া অসম্ভব। তিনি ইহাতে রোষান্বিত হইয়া একটী বিরোধী দল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সহিত অনেক কায়স্থ যোগদান করিলেন। ইহারা বলেন যে কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ যজ্ঞোপবীতের দরকার নাই। রাজা বাহাদুর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের গোষ্ঠীপতি, এই সম্মানের পদ লইয়া তাঁহার সহিত ছাতু বাবুর পৌত্র অনাথবন্ধু দেব বাহাদুরের ভিতরে ভিতরে একটী বিবাদ চলিতে লাগিল। ইহারাও উপনয়নের বিরোধী। এই প্রকারে রাজা বাহাদুরের ও অন্যান্য বন্ধুর দল একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় কলিকাতানিবাসী কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

১১। এই সময়ে কায়স্থসভার একটী আত্মকলহ উপস্থিত হয়। চারি শ্রেণীমধ্যে

আন্তর্গণিক বিবাহ সংস্থাপন বিষয়ে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের সহিত শ্রীরামপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ের বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ইহার ফলে উক্ত রায় মহাশয় কায়স্থসভার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহিত যোগদান করেন।

ক্রমশঃ—শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা কবিরাজ ভাবসাগর।

বঙ্গসাহিত্যে কায়স্থপ্রভাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ।)

৩৩। শ্রীমধুসূদন দত্ত বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাহাতে বোধ হয় মতান্তর নাই। অন্নাল আদিরস-দুষ্ট ভারত রায়গুণাকরের কবিতা বা ক্ষুদ্র কর্ণধার সদৃশ কবিকঙ্কণের কবিতা ইঁহার কবিতার সহিত তুলনীয় নহে। কবিবর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহার দুই মন্ত্রশিষ্য। তাঁহারা উভয়েই অতীব প্রতিভাশালী হইলেও গুরুর সহিত তুলনায় হীনপ্রভ। তাঁহার সহিত তুলনায় একজন শব্দের কাঙ্গাল ও অন্যজন যেন লালিত্যের কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর কবিতার জনক। তাঁহার পর তাঁহার কোন কোন শিষ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোন কোন মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার মেঘনাদবধের ন্যায় দ্বিতীয় কাব্য আর নয়নগোচর হয় না, এ বিষয়ে আমরা এক প্রতিভাশালী লেখকের লেখনী হইতে কিঞ্চিৎ উপহার দিয়া ক্ষান্ত হইব।

৩৪। "যে কালে শ্রীমধুসূদনের উদয়, সেই কালের পরিণতি সময়ে হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়। মধুসূদন যে ভাবে পরস্বকে নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদন যে দেশী মসলায় পরস্বকে ছানিয়া নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলেন, সে মসলার ব্যবহার হেমচন্দ্র জানিতেন কি? মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাকরেদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহে, তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্দ্র পুরাদস্তুর মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। তাই "বৃত্রসংহার" ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগা খিচুড়ী হইয়া গিয়াছে। তাই বৃত্রসংহার মহাকাব্য হইলেও জাতিবৈরিতার ব্যাখ্যা-পুস্তক হইলেও, ভাষার বাঁধুনির হিসাবে ভাষার জমাট হিসাবে মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে মিল্টনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হয় না কবির শব্দ সম্পদে ও ভাবৈশ্বর্য্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোহর বলিয়া বোধ হয়। বৃত্রসংহারে তেমনি দান্তের

ইনকার্য্যের গন্ধ পাওয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইয়াছেন, এই খানে ওস্তাদ ও সাকরেদে পার্থক্য; এই টুকুতে কে ছোট কে বড় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।” এখন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন কাজেই এখন আমরা এ সম্বন্ধে ক্ষান্ত হইলাম।

৩৫। কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদনের পরও হরিশ্চন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেক কায়স্থসন্তান কাব্যজগতে অনেক কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সে সকল উল্লেখ করিবার আর অধিক আবশ্যকতা দেখি না। কারণ বিমল সৌদামিনীমালায় উদ্ভাসিত রম্য ভবনে অন্যবিধ স্নিগ্ধকর দীপমালার সমাবেশ চেষ্টা নিরর্থক।

৩৬। বঙ্গভাষার কবিতাজগতে কায়স্থসন্তানগণই যে সর্ব্বশ্রেণী ও কবিতা-কাননের পুংস্কোকিল তাহা আমরা দেখাইলাম। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে কবিতার ন্যায় গদ্যেও কায়স্থের আসন অতীব উর্দ্ধে স্থাপিত।

৩৭। আমাদের দেশে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি বোধ হয় কোন কালেই ছিল না। কত কত কায়স্থ কবি যে বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত তাহার ইয়ত্তা কে করিবে। ভাগ্যক্রমে জন্মভূমির কতকগুলি সুসন্তান এই বিস্মৃতির অতলতল হইতে দুই একটী বিমলরত্ন আহরণ করিতেছেন বলিয়া এই সমস্ত দিব্য ব্যক্তিগণ লোকচক্ষের গোচরীভূত হইতেছেন। কোন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, “আমি কেবল রত্নগর্ভ মহাসাগরের উপকূল হইতে দুই একটী উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু ইহার গভীর কন্দরে কত অমলরত্ন রহিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না।” আহা! এইরূপ কত কত কায়স্থকবি যে বিস্মৃতির গভীর কন্দরে নিহিত কে তাহার সংখ্যা করিবে। তাই আমরা কবির সহিত একস্বরে মর্ম্মভেদি উচ্ছ্বাস ছাড়িয়া আজিকার মত বাঙ্গলা কাব্যের ইতিহাস লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

‘কিশোর গাণ্ডীবধারী জামদগ্ন্য দম্ভহারী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডুবে পাথারে।’

“ভাষায়াং মানবো শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।”

ব্রাহ্মণের এই শাসনবাক্য পুরাণোক্ত নরকভয় অগ্রাহ্য করিয়া কায়স্থসন্তান মাতৃভাষার কোমল অঙ্গ সজ্জীভূত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অবশ্য ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতিও শেষে তাঁহাদের পথানুসরণ করিয়াছেন।

৩৮। উনবিংশ শতাব্দির প্রভাতকালে ইংরাজ সিবিলিয়ানদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্য লিখার দিকে রাজশক্তির দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং কেরি প্রভৃতি ইংরাজ মহাত্মাগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। এই সময় ১৮০১ সালে মহাত্মা রামরাম বসু গদ্যে “প্রতাপাদিত্যচরিত” প্রকাশ করেন। এই প্রতাপাদিত্যচরিতই বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রথম গদ্য গ্রন্থ। ইহার পর বৎসর তিনি “লিপিমালা”-নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে অনেকেই বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং গদ্যে নানা পুস্তক বাহির হইতে থাকে। তাহার পর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বঙ্গভাষার

উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন এবং বহু আয়াস ও অর্থব্যয়ে "শব্দকল্পদ্রুম" প্রকাশিত হয়। এই শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশের পরই বাঙ্গালাভাষায় যুগান্তর উপস্থিত হয় এবং অনেক কৃতী ব্যক্তি গদ্যের উন্নতিকল্পে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন। উক্ত রাজা "স্ত্রীশিক্ষা" নামক আর একখানা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৩৯। ইহার পরই অতীব প্রভাবশালী দুই মহাপুরুষ বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধনার্থ হস্তক্ষেপ করেন। ইঁহারা উভয়েই সিদ্ধহস্ত এবং উভয়েই যেন সরস্বতীর বরপুত্র। একজন কায়স্থকুলতিলক অক্ষয়কুমার দত্ত আর একজন ব্রাহ্মণ কুলভূষণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইঁহাদের অদ্ভুতশক্তি প্রভাবে যেন মূকসদৃশ বঙ্গভাষা মুখরিত হইয়া উঠিল। ইঁহাদের মধ্যে কে ছোট কে বড় তাহার বিচার করার শক্তি আমাদের নাই। জানি না শরীর ধারণ উপলক্ষে খাদ্য শ্রেষ্ঠ না পানীয় শ্রেষ্ঠ! জানি না হিন্দু সাধকের পক্ষে হর বড় না হরি বড়! তবে এইটুকু জানি যে, ইঁহাদের উভয়ের নিকট বাঙ্গালীজাতি যে ঋণী সেই জন্য চিরকাল বাঙ্গালীজাতি ইঁহাদের নিকট সমভাবে অবনত থাকিবে। এই অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমতঃ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা সম্পাদন করেন এবং ক্রমে 'বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' ২য় ভাগ চারুপাঠ, ৩য় ভাগ, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২ ভাগ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যুগান্তরের সূচনা করেন।

৪০। একজন প্রতিভাশালী লেখক বাস্তবিকই বলিয়াছেন, "অক্ষয়কুমারের ভাষা ক্ষত্রিয় পণ্ডিতের ন্যায় আবেগময়ী ও বৈভবপ্রিয়া; বিদ্যাসাগরের ভাষা অনায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় সরল ও বৈদর্ভীরীতির সংস্কৃতের ন্যায় সৌষ্ঠবময় ও প্রাঞ্জল।" ইঁহারা উভয়েই খাস সংস্কৃত ভাষা হইতে আদর্শ আনিয়া সংস্কৃত ছাঁচের বাঙ্গালা আমদানী করিয়াছেন এবং ইংরেজী প্রভৃতি প্রতীচ্য ভাষা হইতে বহুতর অমূল্যরত্ন সংগ্রহ করিয়া বেমালুম সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিয়া বাঙ্গালা ভাষার অবয়ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সংস্কৃত দেবভাষা, আর্য্য-ঋষিদের তপোবনে বর্দ্ধিতা, রাজ-দরবারে সম্মানিতা, উচ্চশ্রেণীর মুখবিরাজিতা, পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থাদি-নিষেবিতা, এবং সর্ব্বত্র আদরে রক্ষিতা। ইহার সুললিত সামনাদে তপোবন ঝঙ্কারিত হইত। সর্ব্বশ্রেণীর মনোহরণ করিত এবং সাধারণ হৃদয়ে যেন একটী অমরার পূতবারি সিঞ্চন করিয়া যাইত। উহা এত পবিত্র যে সাধারণে উহাকে সাধারণের সম্পত্তি মনে করিতে সাহস পাইত না।

৪১। এই দৈবী ভাষার সাধারণ ব্যবহার যেন উক্ত ভাষার অপমানকর বলিয়া বিবেচিত হইত, কাজেই এই দেবভাষা সংস্কৃত কখনও সাধারণ-ভাষারূপে চলিত হয় নাই। সেই জন্য আমরা সীতার ন্যায় অলৌকিক রমণীরত্নের মুখেও প্রাকৃত ভাষা শ্রবণ করিয়াছি। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এই সংস্কৃত ছাঁচে বাঙ্গালা শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উহার প্রসারও যথেষ্ট প্রসারিত হইয়াছে কিন্তু সাধারণে যেন উহা ভয়ে ভয়ে গ্রহণ করিতে লাগিল কাজেই সাধারণের মধ্যে উহার অবাধ গতিবিধি হইল না। তখন সাধারণ শ্রেণীর উপযুক্ত বাঙ্গালা রচনার আবশ্যকতা দেখা দিল। যাহাতে লোকে অসঙ্কোচে ও অনাবিলচিত্তে যে ভাষার ব্যবহার করিতে পারে এমন বাঙ্গালা সৃষ্টির নিতান্ত

অপরিহার্য্য অভাব উপস্থিত হইল। সেই সময় বাঙ্গালার সুযোগ্য সন্তান প্যারিচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ, টেকচাঁদ ঠাকুরও হুতোম রূপে দেখা দিলেন এবং তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার জন্য যে প্রাণালীর সৃষ্টি করিলেন মা আমাদের তরতর গতিতে পরমাহ্লাদে সেই প্রণালী-পথে প্রধাবিতা হইলেন। সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী উহার রস আস্বাদন করিয়া পুলকিত হইল। তারপর অনেক কৃতী বাঙ্গালী সন্তান ঐ প্রণালী সুবিস্তৃত ও সৌষ্ঠবময়ী করিয়া তুলিয়াছেন এবং অপর সাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী উহা আপনাদের নিজস্বজ্ঞানে মুক্তহৃদয়ে উপভোগ করিতেছেন।

৪২। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র আধুনিক চলিত বাঙ্গলা ভাষার জনক এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার উপযুক্ত সহচর। তাঁহারই অদ্ভুত শক্তিবলে সংস্কৃত শব্দের সহিত চলিত গ্রাম্য ভাষার অপরূপ সংমিশ্রণে সাধারণের উপযোগী চলিত বাঙ্গলার সৃষ্টি হইল। এই ভাষা আপামরসাধারণ বাঙ্গালী হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলেন। তড়িৎগতিতে উহা উন্নতিলাভ করিল। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষার সম্রাট হইলেও তিনি যে আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার জনক টেকচাঁদ ঠাকুরের শিষ্য তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই আধুনিক প্রতিভাশালী বাঙ্গালী লিখকগণ এই প্যারিচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের শিষ্য ও প্রশিষ্য।

৪৩। এই কৃতী কায়স্থকুলতিলক প্যারিচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলাল, অভেদি, যৎকিঞ্চিৎ, আধ্যাত্মিক গীতাঙ্কুর, রস্তমজীর জীবনী, রামারঞ্জিকা, ডেভিড্ হেয়ারের জীবনচরিত ও মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া অতুল যশলাভ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষাকে এক অভিনব পথে চালিত করিয়াছেন এবং সেই পথেই আজ বঙ্গভাষা অবাধগতিতে প্রধাবিতা। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিয়া একদিকে যেমন অতি আদরে উন্মার্গগামী বাঙ্গালী সন্তানদের বলপূর্ব্বক বিলাসের আপাতমধুর সুকোমল অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া কর্ম্মের কঠোর সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন আবার অন্যপক্ষে সহচরীবিরহিত সংস্কৃতের কুক্ষিগত বাঙ্গালা ভাষাকে সাধারণ-সম্মুখে আনয়ন করিয়া মনোমত সহচরীবৃন্দের সহিত মিলাইয়া দিয়া আনন্দ উৎসের উদ্ভব করিয়া দিয়াছেন। এ কৃতিত্ব অসামান্য যতদিন আধুনিক বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন তিনি ইহার জনক ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠাবান থাকিবেন। সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঙ্গালীর অতি গৌরবের ধন তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্বতোমুখী। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ তাঁহার অতুল্য। যে দিন অম্লানবদনে ও অযাচকভাবে বাঙ্গালী হিতৈষী মহামতি লং-এর জন্য সহস্র মুদ্রা রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পণ করেন সে দিন কে তাঁহাকে মুক্ত হৃদয়ে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল? ইনি মহাভারত অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে সাধারণ মধ্যে বিতরণ করতঃ যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। "মেঘনাদ বধ" রচনা করার পর তিনিই প্রথমে মধুসূদনকে সর্ব্বজন সমক্ষে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন। নাট্যসমাজের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তিনি নিজে বেণীসংহার নাটক অনুবাদ করিয়া নিজের বাটীতেই

উহার অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। হুতোমরূপে তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় সহচর। তাঁহার ভাষা এখন সকলের অনুকরণীয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের সহ তিনি আধুনিক বঙ্গভাষার গুরুর পদ পাইবার প্রকৃত অধিকারী।

৪৪। আর একজন প্রতিভাশালী লেখক দীনবন্ধু মিত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের সহচর, কিন্তু হাস্যরসে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি হাসিতে জানিতেন ও হাসাইতে জানিতেন। এ হাসি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাসির ন্যায় তরল হাসি নহে। এ হাসির বিদ্যুৎ চমকাইয়া-সহসা অন্তর্হিত হয় নাই। এ হাসিতে স্থায়িত্বের ভাব আছে, গভীরতা আছে এবং ভণ্ডকে সৎপথে আনিবার শক্তি আছে। এ হাসির দীপক রেখা এক দিন নীলদর্পণে চমকাইয়া ছিল। ইহার প্রভাবে নীলবাঁদরের মুখ পুড়িয়া গিয়াছিল। বঙ্গের নিপীড়িত প্রজাবর্গের রক্ষার উপায় হইয়াছিল। প্যারিচাঁদ মিত্র যে পথের সূত্রপাত করেন, ইনি ঐ পথ রাজপথে পরিণত করেন। তাঁহার চিত্রগুলি অপরূপ রঙ্গে রঞ্জিত, তাঁহার তুলিকা অতুলনীয়। এমন জীবন্ত চিত্র ফুটাইবার শক্তিলাভ করা অতি দুর্লভ সাধনার ফল। চরিত্রচিত্রণে ও চরিত্র স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁহার বিশেষত্ব এবং ইহাই দীনবন্ধুর দীনবন্ধুত্ব। তিনি ক্রমে নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, বিয়েপাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, যমালয়ে জীবন্ত মনুষ্য, সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা ও কমলে কামিনী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। পাঠক যদি প্রকৃত বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব দেখিতে চান, হাসির মধ্যে অমৃতধারা দেখিতে চান, কোমলতার আদর্শ মধ্যে কাঠিণ্যের ভীমমূর্ত্তি দেখিতে চান, চঞ্চল সৌদামিনীর স্থায়িত্বভাব দেখিতে চান এবং ভাষার তরতর গতির অপূর্ব্ব লহরীলীলা অবলোকন করিতে ইচ্ছা করেন তবে দীনবন্ধুর গ্রন্থ পাঠ করুন। উহাতে হাসি আছে, ব্যঙ্গ আছে ও বিদ্রূপ আছে কিন্তু উহাতে তারল্য নাই, লঘুতা নাই ও হালকাত্ব নাই।

৪৫। তাহার পর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহার লেখনী-প্রভাবে বঙ্গভাষা বহুপ্রকারে উজ্জ্বলিত হইয়াছে। তিনি নানাবিধ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া বঙ্গভাষার অঙ্গ সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। এই রাজেন্দ্রলাল মিত্রই যাবতীয় মানবের জাতীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত বাঙ্গালীজীবনের একটী সার্ব্বভৌমিক সূত্রবন্ধনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি "বিবিধার্থ-সংগ্রহ", "প্রাকৃতিক ভূগোল", "শিবজীর জীবনী", "মিবারের ইতিহাস", "ব্যাকরণ-প্রবেশ", "পত্রকৌমুদী", "রহস্যসন্দর্ভ", "শিল্পিকা-দর্পণ" ও "কামন্দকী নীতিসার" প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থনিচয় দ্বারা বঙ্গভাষার কণ্ঠ সুশোভিত করিয়া বাঙ্গালীর শিক্ষাপথ সুগম করিবার প্রথম প্রদর্শকরূপে দণ্ডায়মান।

৪৬। আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কায়স্থ-লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ইহার ন্যায় চিন্তাশীল লেখক সকল দেশেই অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার "প্রভাতচিন্তা", "নিভৃত-চিন্তা" ও "নিশীথচিন্তা" বাস্তবিকই সমুদ্রোত্থিত রত্নমালা স্বরূপ। পাঠক যদি প্রকৃতির প্রকৃত বিশ্লেষণ দেখিতে ইচ্ছা করেন,—মানব-মনোনিহিত অনুপম চিন্তা-লহরী-লীলা অব-

লোকন করিতে অভিলাষী হন এবং জগদীশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পান, তবে কালীপ্রসন্ন বাবুর গ্রন্থনিচয় পাঠ করুন। বাস্তবিকই কালীপ্রসন্ন বাঙ্গলার Carlyle, কালীপ্রসন্নের গ্রন্থ পড়িয়া যতই চিন্তা করিবে, ততই তাঁহার লেখার মাধুর্য্য পাঠকের হৃদয় অধিকার করিবে। বাস্তবিকই কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালীর গৌরব। বাঙ্গালী যে চিন্তাশীল, কালীপ্রসন্নই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী লেখকই চিন্তাশীলতায় কালীপ্রসন্নের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। কালীপ্রসন্নের "ভক্তির জয়" বাস্তবিকই ভক্তির এক অপূর্ব্ব উৎস। যিনি এই উৎসের জল একবার পান করিবেন, তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। তিনি ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা, ধর্ম্মের অনন্ত শক্তি, ধর্ম্মের সর্ব্ববিজয়িনী ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইবেন। কালীপ্রসন্নের লেখা ক্ষণিক বিজলীচমকবৎ ক্ষণমাত্রেই অদৃশ্য হয় না কিংবা পাঠকের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের তরে একটা বিলাস-তরঙ্গ তুলিয়া অন্তর্হিত হয় না, অথবা পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে আপাতমধুর ললিত তরঙ্গ তুলিয়া ক্ষণপ্রভাবৎ প্রস্থান করে না। ইহাতে পাঠক-হৃদয়ে যে এক পরিণামমধুর অমিয়-স্রোতের উদ্ভব হয়, তাহা বাহ্য দৃশ্যে কঠোর বোধ হইলেও পাঠকের চিন্তার সহিত কি যেন এক অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া যায়। যে পাঠক উহাতে বিভোর হইয়া পড়েন তিনি কিছুকালের জন্য যেন এ জগতের কথা ভুলিয়া গিয়া এক নূতন মধুময় জগতে উপনীত হইয়া এক মধুর রাসস্বাদ করিতে সমর্থ হন।

৪৭। আর দুই জন বাঙ্গালার কৃতীসন্তান মনোমোহন বসু ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ। অল্পদিন হইল ইঁহারা ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীগণ আজও তাঁহাদের অভাবে মুহ্যমান। তাঁহারা বাঙ্গলা নাটকের জনক ও প্রতিপালক। তাঁহাদের পূর্ব্বেও কেহ কেহ নাটক রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারি :—

"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।"

বাস্তবিক বাঙ্গলা নাট্যজগতে ইঁহারা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা নাট্যজগতে ইঁহারা অমর ও ইঁহাদের কীর্ত্তি অবিনশ্বর। ইঁহাদের ভাষা তরল ও সরল এবং কি যেন এক স্বর্গীয় মাদকতায় পূর্ণ। উহা পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে যুগপৎ ভয়, বিস্ময় ও হর্ষের আবির্ভাব হয়। হায়! একে একে বাঙ্গলার উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি অন্তর্হিত হইতেছে, ইহাদের স্থান কি আর পূর্ণ হইবে না!

৪৮। প্রথমে মনোমোহন বসু বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সৌষ্ঠব সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রচিত রামাভিষেক, সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র ও প্রণয় পরীক্ষায় যে মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হইয়াছে, তাহা যেন আজও বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রীর সহ মধুর উচ্ছ্বাসে ঝঙ্কারিত হইতেছে। তাহার স্বকৃত চিত্রগুলি অতি মধুর পবিত্র ও ভাস্বর। এ বিষয় তাঁহার কৃতিত্ব অসীম। ভাবসাগরে নিমজ্জমান বাহ্য-উন্মাদগ্রস্ত শান্তিরামের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা অতি উপাদেয়। তাঁহার হরিশ্চন্দ্র নাটকে যে দানশীলতা ও স্বদেশভক্তির পবিত্র উৎসের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর উপভোগ্য ও তৃপ্তিকর।

৪৯। এই মনোমোহনের সঙ্গে সঙ্গেই গিরীশচন্দ্রের অতুল বীণানিনাদ উত্থিত হয়। উহা ক্রমে

নানারাগে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালী অতৃপ্ত লালসায় উহা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল। উহা চপলার ন্যায় নানা ভাবে নানারঙ্গে নানাস্থানে নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই উহা মধুর ও নিত্য নূতন। গিরিশচন্দ্রের লেখনী অবিরামগতিতে চলিয়াছিল। তিনি প্রায় ৮০ খানা নাটক লিখিয়া বঙ্গভাষার অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু মনোহারিত্বে ও নবীনত্বে কোনখানাই কোনখানা অপেক্ষা নীচ নহে। উহার যেখানি পড়িতে বসিবে, তাহাতেই তোমার আহারনিদ্রার কথা ভুলাইয়া দিবে। যেন পরিপক্ক তস্করের ন্যায় তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সময় কোথায় লইয়া অন্তর্হিত হইবে।

৫০। আর একজন সুলেখক কায়স্থসন্তানের উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি সুবিজ্ঞ প্রবীণ লেখক চন্দ্রনাথ বসু। ইঁহার লেখা অতি সরল অথচ ভাবুকতাপূর্ণ। ইঁহার লেখা প্রথম দৃষ্টে সাগর উর্ম্মির ন্যায় তরতর গামী হইলেও রত্নাকরের গর্ভ সদৃশ, ইহার গর্ভ নানারত্ন-সেবিত। এমন গাম্ভীর্য্য-ময়ী আর্য্যভাবপূর্ণ লিখা বাঙ্গালায় অতি বিরল। তিনি একজন প্রবীণ ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি হইলেও তাঁহার লেখা প্রতীচ্যরাগরঞ্জিত নহে। তিনি আর্য্যসাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে সযত্নে এক একটী রত্ন সংগ্রহ করিয়া অতি কৃতিত্ব-সহকারে সর্ব্বসাধারণ বঙ্গবাসীসম্মুখে উহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ভক্তি ও বিস্ময়রসে বাঙ্গালী-হৃদয় পুলকিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে আমরা সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতিকে যেমন চিনিয়াছি, পূর্ব্বে যেন সেইরূপ চিনিতাম না। তাঁহার "শকুন্তলা-তত্ব" ও "সাবিত্রীতত্ব" এই বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার 'সংযমশিক্ষা' পড়িয়া যদি একজন বাঙ্গালীও সংযমী হয়, তাহা হইলে তাঁহার পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

অবশ্য আমরা জীবিত লেখকদের কথা কিছু বলিব না। কিন্তু দুঃখের কথা,—যেমনটী যাইতেছে, তেমনটী আর পাইতেছি না। তাই আমরা কবির সহ এই দুঃখগীতি গাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম:—

এবে উহা অস্তপ্রায়, কমল না শোভা পায়,
　　যখন দিবস অবসান।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

ভূতের বেগার।

গৃহস্থের বউকে ভূতে পাইলে সে যেমন লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া হাসে, কান্দে, ছুটা-ছুটি করে, আদৌ স্থির থাকিতে পারে না, এই সারা সংসারের লোকগুলাও সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া কি যেন কি মন্ত্র-বলে চালিত হইয়া যন্ত্রের ন্যায় তোপের মুখে অনল-সাগরে ঝাঁপ দিতেছে (ক), কেহ দারুণ

(ক) বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে সৈনিকবৃন্দ।

শীতের কশাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, সুগভীর সাগরতলে সলিলরাশিতে ডুবিয়া শুক্তিগর্ভে মুক্তা খুঁজিতেছে।

কেহ নিদাঘের দাহ ভুলিয়া মধ্যাহ্নে শুষ্ক মরুপ্রান্তর উল্লঙ্ঘন করিতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহী হইতেছে, কেহ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পাথর কাটিয়া খাটিয়া মরিতেছে। এই ছুটাছুটি—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—ইচ্ছামরণের মূলে কোন্ মোহিনীশক্তি ক্রীড়া করিতেছে? আমাদের "আজগুবি দুনিয়া"র কাণ্ড কারখানার বীজমন্ত্র কি? যদি কেহ নিরালায় বসিয়া ভাবিয়া দেখে সারা সংসারের ছবি চঞ্চল আলোকে চিত্রের ন্যায় তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া খেলিয়া আমোদ উৎপাদন করিবে।

তুমি লেখক; অবিরত লিখিতেছ, যশ অর্থ অথবা যে কোন উদ্দেশ্য থাকুক না কেন ক্রমাগত লিখিতেছ, কেন না তোমাকে লেখায় পাইয়াছে। তুমি বল, দেশোদ্ধার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, জ্ঞানপ্রচার, তত্ত্বান্বেষণ (ধর্ম্মসংস্কার) তোমার লেখনী-পরিচালনের উদ্দেশ্য। অথবা তুমি বল, প্রত্যাদেশ হইয়াছে বলিয়া তুমি লিখিতেছ। ম্যাটিজিনির প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, তিনি আজীবন লেখনীমুখে অনল বর্ষণ করিয়া অষ্ট্রীয়ার অত্যাচারশক্তি ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ভল্টেয়ার ও রুশোঁর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, তাঁহারা সাম্যবাদের তরঙ্গে জগতের বেলাভূমি কম্পিত করিয়াছিলেন অন্ধ কবি হোমার ও মিল্টনের মুখে বাণীর বরে কি সুধা ক্ষরিত হইয়াছিল! ভারতীর প্রত্যাদেশে মূর্খ কবি কালিদাসের মুখে কোমল, মধুর, প্রাণস্পর্শিনী স্তুতি-ঝঙ্কারে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যাদেশে বাল্মীকির "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" জগতের উপমাস্থল হইয়াছে। জয়দেবের বাসুদেব আসিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়াছিলেন বলিয়া উহাই হইয়াছে জগতের সেরা। তুকার প্রত্যাদেশ, সুরদাসের প্রত্যাদেশ, তুলসীর প্রত্যাদেশ যে খেয়ালের প্রবাহে দেশ প্লাবিত করিয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনিতে কর্ণ বধির হইতেছে। প্রত্যাদেশে গোল্ডস্মিথ কি লিখিতেন তিনি নিজেই বুঝিতেন না। নাইটিংগেলের ন্যায় গান আসিত বলিয়া সেক্সপিয়র গাইলেন, জগতের লোক শুনিয়া পাগল হইল। কবি পোপ বলিয়াছেন, কবিতা আপনা-আপনি আসিত বলিয়া তিনি কবিতা রচনা করিতেন (For the numbers came) ভাবের উচ্ছ্বাস স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া হইয়া কবি ও লেখককে তন্ময় করে। তাই তাঁহারা আত্মহারা হইয়া জীবন-বেদের নূতন শিক্ষা জগতে প্রচার করেন। তাঁহাদের এই চেষ্টার ভিত্তিমূলে ভাবের খেয়াল। খেয়ালভূত স্কন্ধে চাপিয়া তাঁহাদিগকে "যা বলায় তাঁহারা তাহাই বলেন"।

ভক্তির ভূত, প্রেমের ভূত, দেশহিতৈষিণী ভূত, সৌন্দর্য্যবোধের ভূত, বিজ্ঞানের ভূত, তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ভূত কবি ও লেখকদিগকে বেগার খাটাইতেছে। তাহারা অম্লানবদনে স্বেচ্ছায় ভূতের প্রেমের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বেগার খাটিয়া মরিতেছে।

শুধু লেখক কেন, যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি ভূতের বেগারের ধূম চলিতেছে। জননীর স্কন্ধে সন্তানবাৎসল্যে ভূত চাপিয়া তাহাদের সারাদিন সারারাত অনাহারে অনিদ্রায় কায়মনোবাক্যে প্রাণ

সঁপিয়া খাটিতে বাধ্য করে। পিতার স্কন্ধে ভূত চাপিয়া তাঁহাকে মিথ্যা জুয়াচুরি করিয়া, পরস্বাপহরণ করিয়া বিদেশে একাকী অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া, লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিয়া সন্তানের বেগার খাটিতে বাধ্য করে। স্বামীর স্কন্ধে পত্নীর প্রতি আসক্তির ভূত চাপিয়া তাঁহাকে তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর পার হইয়া, বিঘ্ন-সঙ্কুল গিরিবর্ত্ম উত্তীর্ণ হইয়া হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শোণিত বিন্দুর বিনিময়ে স্বর্ণবিন্দু সংগ্রহ করিয়া প্রেমের চরণে উপঢৌকন দিতে বাধ্য করে। পত্নীর স্কন্ধে পতি-ভক্তির ভূত আরোহণ করিলে তাঁহাকে দাসী হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া সারা জীবন খাটিয়া পরের মন যোগাইয়া সোণার শরীর আগুনে দগ্ধ করিয়া পরিশেষে সহমরণে যাইয়া বেগারের পরিসমাপ্তি করিতে হয়।

৪। বাহিরের দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া আরও একটু ভিতরে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, আমাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্ক সেওড়া গাছের ন্যায় এক একটা মস্ত ভূতের আড্ডা। দুনিয়ার ভূত তাহাতে বাস করে; এবং যখন যেটা প্রবল হইয়া আমাদের কাঁধে চড়িয়া হাঁকাইতে আরম্ভ করে, আমরা কলের পুতুলের মত তাহারই ইঙ্গিতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিতে থাকি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ছয়জন বলবান।

অত্যাচারী, যথেচ্ছাচার ভূত আমাদিগকে আঙ্গুলে করিয়া ঘুরাইতেছে। আমরা খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রম-লব্ধ ফল সঞ্চয় করিয়া ইহাদের চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি। লোভ আমাদিগের ঘাড়ে ধরিয়া অধর্ম্ম কুকর্ম্ম, ন্যায় অন্যায় করাইতেছে; আমরা যক্ষের ধন পাহারা দিয়া যাহাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি, তাহারা ছয় ভূতের পাল্লায় পড়িয়া তাহা উড়াইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছে। হিংসা, মাৎসর্য্য, পরশ্রীকাতরতা আমাদের টিকি ধরিয়া যখন হিড় হিড় করিয়া টানিতে থাকে, আমরা পিতৃপুরুষের সঞ্চয়, আমাদের খাটুনির ফল, চিন্তা জ্বরে জর জর হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, হরদম মেহনৎ করিয়া অপরকে জব্দ করিতে যাইতে নিজের দেহপাত করিতেছি। চক্ষুর যাহা দেখিতে ভাল লাগে, কর্ণের যাহা শুনিতে ভাল লাগে, নাসিকার যাহা আঘ্রাণ লইতে ভাল লাগে, রসনার যাহা আস্বাদন করিতে ভাল লাগে, যাহা স্পর্শ করিতে ভাল লাগে, তাহার জন্য সেই সকল খেয়ালের ভূতের হুকুমে অহোরাত্র খাটিয়া খাটিয়া আমরা মরিয়াও শান্তি পাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভূতের এমনই মহিমা, এমনই যাদু মন্ত্রের শক্তি যে, সকলেই ভাবিতেছি যে আমি নিজের কাযেই ব্যস্ত। অতএব আমরা পরের বেগার খাটিয়া পরোপকার করিতে প্রস্তুত হই না। এত টুকু সময়, এতটুকু পরিশ্রম, এতটুকু চিন্তা এতটুকু সঞ্চিত শ্রম-ফল (অর্থ) আমরা যে ভূত আমাদের কাঁদে বসিয়া আছে, সে ব্যতীত অপর ভূতের জন্য ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক। সন্তানের ও পত্নীর দাসত্ব ত্যাগ করিয়া—সংসাররূপ খেয়ালের ভূতের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া—অন্য কোন খেয়াল ভূতের রাজ্যে বাস করা আমাদের যেন অধর্ম্ম।

আবার ভূতের দলাদলির টানে পড়িয়া

আমাদের ধাক্কা সামলান দায়। যে সকল লোক যে ভূতের দাসত্ব করে, তাহারা অপর ভূতের দলের লোকদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। যাহারা নিজের চক্ষের মোল (mole) দেখিতে পায় না, তাহারা পরের চক্ষের বিম (Beam) লইয়া ব্যঙ্গ করে। (খ)

লোভের ভূতের দল, কামের ভূতের দলের নিন্দা করে, কামের ভূতের দল মোহের দলের নিন্দা করে। পত্নী-প্রেমের গোলামের দল স্বদেশ-প্রেমের দলকে অবজ্ঞা করে; দেশ-ভক্তি সেবকের দল রাজভক্তি সেবকের দলকে হীন চক্ষে দেখে। কিন্তু এই সকল ভূতের দল নিজের অবস্থা কেহ দেখে না। যশের লিপ্সায় খাটিয়া মরি, আর আমি মনে মনে ভাবি বুঝি স্বার্থ সাধন হইতেছে। মানের লোভে, বিলাস-ভোগের লোভে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া মনে করিতেছি আমি স্বাধীন। কিন্তু যদি কেহ বিলাসভোগের বাসনা পরিহার করিয়া, তথা কথিত আপনার জনের মায়া কাটাইয়া পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে, তাহাকে সকলেই "পাগল' 'ভবঘুরে' বলে। ভূতের বেগারের আবার ভাল মন্দ কি? তোমাকে যে পাইয়াছে, তুমি তাহার বেগার খাট, আমার স্কন্ধে যে ভূত আশ্রয় করিয়াছে, আমি সিন্ধুবাদ নাবিকের ন্যায় তাহার আজ্ঞা পালন করি। তোমাতে আমাতে অন্তর এক আঙ্গুলীমাত্র। তোমার ভূত যষ্টি তাড়না করিয়া মাথায় অঙ্কুশ মারিয়া, চক্ষে ঠুলি বাঁধিয়া তোমাকে কলুর বলদের ন্যায় খাটাইতেছে। আমার ভূত কোন্ দুর দুরান্ত হইতে মধুর সঙ্গীত ঝঙ্কারে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আলোড়িত করিয়া মর্ম্মের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া আমাকে যে মুগ্ধ করিয়া চালাইতেছে, আমি তাহা জানি না। সে আকর্ষণের হাত এড়াইতে না পারিয়া আমিও বিকল হইয়া অন্ধের ন্যায় ছুটিতেছি।

সকল ভূতের পশ্চাতে মা মহামায়া (প্রকৃতি-দেবী) লীলা বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের আত্মবোধ জাগরিত হইলে; জড় ভারের হাত হইতে নিস্তার পাইলে আত্ম-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে, তখন আমাদিগকে মুক্তির জন্য লালায়িত হইতে হইবে। সেই মুক্তি কোন্ পথে? কোন্ মন্ত্রে, কোন্ ভূতের কিরূপ সাধনা করিলে ভূতের দায় হইতে উদ্ধার হওয়া যায় তাহা মা জগজ্জননী ভিন্ন আর কাহারও জানিবার উপায় নাই। এজন্য ভূতের জ্বালায় অস্থির হইয়া ভক্ত রামপ্রসাদ কাতর-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন।

খুলে দে মা চক্ষের ঠুলী,
হেরি তোর ঐ অভয় পদ।*

শ্রীরসিকলাল রায়।

(খ) "ঝাঝর বলে স্থচ তোমার তলে একটী ছিদ্র কেন?" (লেখক)

* এই ভূতের দায় হইতে উদ্ধারের উপায় শ্রীশ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় বলিয়াছেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বভূতেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভগবদ্ভক্তি হইতে জ্ঞান, আর জ্ঞানান্মুক্তিঃ।

(সম্পাদক)।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আমরা 'প্রতিভা'কে এখনও নিয়মিত করিতে পারি নাই। বোধ হয় মাঘ মাস মধ্যে নিয়মিত করিতে পারিব। যে মাসের 'প্রতিভা,' তার পর মাসে ৭।৮ দিন মধ্যে প্রকাশ করা আমাদের নিয়ম। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাসের প্রথমে প্রকাশ করা আমরা ন্যায়ানুমোদিত মনে করি না; কেননা পূর্ব্ব মাসের সংবাদাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া পর মাসের নাম দেওয়া কি ঠিক? কার্ত্তিকের 'প্রতিভা' কার্ত্তিক মাসের ৫ই কি ৭ই প্রকাশ করিলে কেমন দেখায়। উহা ত আশ্বিন মাসের সংবাদে পরিপূর্ণ। সকল বিষয়ে সত্যপথ অবলম্বন করা উচিত। ইংরাজী দৈনিক পত্রগুলি একদিন আগে তারিখ দেয়; যথা ৭ই ডিসেম্বর যে সংবাদপত্র মুদ্রিত হয় তাহাতে ৮ই ডিসেম্বর তারিখের কোনও সংবাদ থাকে না, অথচ উহাকে ৮ই ডিসেম্বর গ্রাহকগণ পাইয়া মনে করিতেন, অদ্যকার তাজা সংবাদ পাঠ করিতেছি। আমরা মনে করি, ইহা দ্বারা সংবাদপত্র তাহার বাহাদুরী দেখায় কিন্তু ন্যায়ানুগত নহে। বর্ত্তমানে কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রতিভা' অগ্রহায়ণ মাসে পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় ১ মাস পিছনে পড়িয়াছে। ইহা সংশোধন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহা ত অর্থ-সাধ্য, আমরা অর্থশূন্য, ঋণজালে নিবদ্ধ, গ্রাহকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা তাঁহাদের করুণা-প্রার্থী। বিগত ভাদ্র আশ্বিনের যুগ্ম 'প্রতিভা'র মুদ্রণ ও কাগজ ভাল হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। আমরা কলিকাতায় টাকা পাঠাইয়া দিয়াও কাগজ আনিতে পারি নাই। অন্যের প্রেসে আমাদের নূতন নিযুক্ত লোক দ্বারা মুদ্রণ ভাল হইতেছে না। আমরা সর্ব্বতোভাবে অপরাধী, স্বীকার করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভাল ছাপা ও কাগজের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

২। 'আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা'র ভার আগামী ১৩১২ সন হইতে কোনও বিদ্বান, অবস্থাবান্ কায়স্থের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, আমার শেষ জীবন কোনও পরম-স্থানে যাপন করিব, ইচ্ছা করিতেছি। বঙ্গে বহু কায়স্থ মহাত্মা আছেন। জাতীয় একখানি মাসিক পত্রিকার ভার, আশা করি, কোনও উপনীত কায়স্থ মহাত্মা গ্রহণ করিয়া আমাকে অবসর দিবেন। 'প্রতিভা'র অবস্থা উত্তম (Glorious,) প্রায় এক সহস্র গ্রাহক আছেন, সকলেই কৃতবিদ্য ও দাতা। বৎসরান্তে আমরা খরচ খরচা দিয়াও কোনও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, তবে আমার ঋণ 'প্রতিভা'র প্রেসের জন্য, 'প্রতিভা' পত্রিকার জন্য নহে। অদ্য কাঁদাকাটী করিয়া অনেকক্ষণ আপনাদিগকে বিরক্ত করিলাম। এখন বিদায়

হই। যে মহাত্মা এই 'প্রতিভা'র ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আমাকে শীঘ্র জানাইবেন।

৩। জনৈক "সত্যপ্রিয়" কায়স্থ (আমাদের নিকট সুপরিচিত) বিগত ভাদ্র আশ্বিন 'প্রতিভা'য় শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গসাহিত্যে কায়স্থ প্রভাব" প্রবন্ধটী সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, "উক্ত প্রবন্ধের ২২দফাতে লিখিত আছে যে, শিশুরাম দাস ও ঈশ্বরচন্দ্র সরকার "প্রভাস খণ্ড" অনুবাদ করিয়াছিলেন। "সত্যপ্রিয়" মহাশয় বলেন যে, উঁহাদের মধ্যে শিশুরাম দাস তন্তুবায় কুলোদ্ভূত অর্থাৎ তাঁতি ছিলেন, কায়স্থ ছিলেন না।" সংবাদদাতা উক্ত প্রভাসখণ্ড হইতে নিম্নলিখিত পরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"তথা রাম রামানন্দ ধার্ম্মিক সুধীর।
তন্তুবায় কুলোদ্ভূত সব গুণে ধীর॥
তাঁহার তনয়দ্বয় শান্তশীল অতি।
ইষ্টনিষ্ঠ দয়াবন্ত বিগ্রহভক্তমতি॥
কনিষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ সর্ব্ব-গুণধর।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর॥
প্রাণকৃষ্ণের চারি পুত্র জগচ্চন্দ্র বড়।
গঙ্গাভক্ত গুণশীল বুদ্ধিমন্ত দড়॥
মধ্যমেতে শ্রীরাম কুমার গুণময়।
দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে ভক্তি অতিশয়॥
শ্রীরাধাচরণ নামে তৃতীয় তনয়।
সুলেখক যার সম দৃষ্টি নাহি হয়॥
সবার কনিষ্ঠ দীন শিশুরাম দাস।"

ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের নাম নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদার মহাশয় যদি কিছু বলিতে চান, আমরা সাদরে তাহা মুদ্রিত করিব।

৪। কায়স্থোপনয়ন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রংপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ২২শে কার্ত্তিক রবিবার রংপুর কায়স্থ-সভার চেষ্টায় সভার উপনয়ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ঘোষ সাং খেপুত (মেদিনীপুর)
২। " যতীন্দ্রমোহন নাগ, ঐ
৩। " ভবতারণ নাগ, ঐ
৪। " দ্বিজেন্দ্রনাথ নাগ, ঐ
৫। " নেপালচন্দ্র দেব, সেনহাটী (খুলনা)
৬। " রমেশচন্দ্র মিত্র, বাঘিল (ময়মনসিংহ)
৭। " হরলাল দাস, ভরাকর (ঢাকা)
৮। " দয়ানাথ দাস, রাজখাড়া ঐ
৯। " শিশিরকুমার হোড়, বজরা ভাঙ্গা ঐ
১০। " অক্ষয়কুমার সিংহ, বকশী, মানপুর (মেদিনীপুর)
১১। " অজিতকুমার সিংহ বকশী, ঐ

উপনয়ন-ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া আমাদের উৎসাহবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
পণ্ডিতপ্রবর " নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব।
রায় সাহেব " নন্দকুমার বসু বর্ম্মা বাহাদুর এসিষ্টাণ্ট পোলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।
" গঙ্গানাথ রায় বর্ম্মা
" যতীন্দ্রমোহন রায় বর্ম্মা চৌধুরী জমিদার
" নৃপেন্দ্রনাথ রুদ্র বর্ম্মা। ঐ

" কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ঐ
" অতুলকৃষ্ণ রায় বর্ম্মা, উকিল
" বসন্তমোহন বসু রায়, মোক্তার
" মথুরানাথ দেব ঐ
" নৃত্যগোপাল নন্দী বর্ম্মা
" কালীনাথ সরকার বর্ম্মা
" কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা
কার্য্যাধ্যক্ষ।

উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় এক বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রাধা মোহন তর্করত্ন সভাপতি ছিলেন। প্রাচ্য-বিদ্যার্ণবমহাশয় "আমাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া ক্ষত্রিয়-কায়স্থ জাতির অতীত গৌরব-কাহিনী পরিকীর্ত্তন করিয়া বঙ্গীয় সমগ্র কায়স্থজাতির যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সভার সকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন"। আমরা আশা করি, যে সকল অনুপবীতী কায়স্থ মহাত্মাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অগৌণে উপ-নীত হইয়া কায়স্থজাতির মাহাত্ম্য রক্ষা করিবেন। যে বৌদ্ধদিগের উৎপাতে কায়স্থ-গণ তাঁহাদিগের গুরু পুরোহিতদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ শত শত বৎসর পরে সেই বৌদ্ধ রাজাদিগের পুরা-তন রাজধানী রংপুরে কায়স্থগণের পুনরুপ-নয়ন একটী আনন্দপূর্ণ মহোৎসব। পক্ষা-ন্তরে যে সকল গুরু পুরোহিতগণ আজ কায়স্থ-দিগের যজ্ঞোপবীতের বাধা দিতেছেন তাঁহারা কতদূর কৃতঘ্ন তাহা আমার লেখনী কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। আবার যে সকল অধ্যা-পক সেই ভারত-প্রসিদ্ধ মসীজীবী ক্ষত্রিয়কে সচ্ছূদ্রে পরিণত করিতে চাহে তাহারা কত-দূর ইতিহাসে অজ্ঞ ও কৃতঘ্ন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

৫। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বাটী বর্দ্ধমানস্থ আকুই হইতে লিখিতেছেন—"ভাদ্র আশ্বিনের প্রতিভার ২৬৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাস বিহারী ঘোষ মহাশয় স্বজাতির প্রতি কৃপা অদ্যাপি করেন নাই। এ বিষয়ে আমিও দুঃখের কথা কিছু বলি। আশা করি, কায়স্থগণের মুখোজ্জ্বল কারিনী 'প্রতিভা'য় স্থান দান করিয়া সুখী করিবেন। ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী তোড়কোনা, আমার বাড়ী হইতে মাত্র তিন পোয়া পথ। আমার পিতৃদেব ও আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহাধ্যায়ী ছিলেন কি না জানি না, উভয়ের বয়স প্রায় সমান ছিল। উভয়ে কলিকতায় পাঠ করিতেন, বাসাও নিকটে ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ সহো-দরের নিকট, কুমিল্লায় আমার পঠদ্দশায় কখন কখন উক্ত ঘোষজ মহাশয়ের কথা শুনি-তাম। দাদা মহাশয় তখন সেখানে সবজজ ছিলেন, আমার বিদেশে থাকার জন্য কখনও ঘোষজ মহাশয় বরণ, দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। তজ্জন্য গত ১৭ই শ্রাবণ বর্ষায় ভিজিয়া তাঁহার দর্শনে গিয়াছিলেন। নীচে তাঁহার টাইপিষ্ট (Typist) বাবু আমাকে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেন। বড় লোকের কর্ম্মচারী দুঃখীকে ঠাট্টা করিবেন, বিচিত্র নহে। অন্য একটী বাবু আমাকে বসিতে কহিলেন। সে দিন রবিবার ছিল। সুতরাং মনে করিয়াছিলাম

যে ঘোষজ মহাশয়ের বরণ দর্শনটা আমার ভাগ্যে ঘটিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিলাম যে তিনি মকদ্দমা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন; এইক্ষণ সাক্ষাৎ হইবে না। আমি সেই দিন ভবানীপুর গেলাম। ২০শে শ্রাবণ ভবানীপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে পুনরায় তাঁহার দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। পথে খুব বৃষ্টি, তাঁহার বাসায় তাঁহার প্রধান অমাত্য রামবাবু। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা, তাঁহার বাড়ীও তোড়কোনা। তাঁহাকে আমার নমুনে পরিচয় প্রদান করিয়া দর্শনের অভিলাষ জানাইলাম, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। সাধারণ লোককে তিনি দর্শন দেন না,ইহা কি বিদ্যা কি অর্থের আতিশয্যের নিদান তাহা বুঝিলাম না, কারণ আমার এই দুইয়েরই অভাব। গত ১৫ই আষাঢ় সৈদাবাদে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিতও সাক্ষাতে গিয়াছিলাম, কই তিনি ত দুঃখীকে দর্শনদানে কৃপণতা করেন নাই। তিনি পরম ভাগবত, ঐশ্বর্য্যের মূল্য জানেন। ঐশ্বর্য্যে যাহার চিত্ত-বিকার না করে, তিনি দেবতা॥ হায় ঐশ্বর্য্য! তোমার মাদকতা-শক্তিই কি এই! তজ্জন্য মহারাজ নন্দ কহিয়াছিলেন যে—

মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ পশ্যতি যয়ান্ধবানদৃক্॥

ভাগবতে। ১০। ৮৪। ৬৪

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাটীতে অতিথি অভ্যাগতের আহারের ব্যবস্থাও প্রশংসা-যোগ্য। তাঁহার অমাত্য পরম বৈষ্ণব। শ্রীযুক্ত রাম-প্রসন্ন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস মহাশয়দ্বয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও অতিথির ভোজন সময়ে তত্ত্বাবধারণ করেন, ও তাঁহাদের আহার না হইলে আহার করেন না। কিন্তু ডাক্তার ঘোষজ মহাশয়ের বাসায় ২ দিনের মধ্যে পূর্ব্বাহ্ন, ১০। ১১টার সময়েও কেহ আমাকে থাকিতে বলেন নাই। সুতরাং ভিজিয়া ভিজিয়া অনেক বেলায় বাসায় আসিয়া সে দিন অনাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। আরো দুঃখের কথা যে, বর্দ্ধমান হইতে আমলে গ্রাম দিয়া বাঁধা রাস্তা গিয়াছে, আমলে হইতে তোড়কোনা আসিতে হয়, কিন্তু পথটী এখনও বাঁধান হইল না। বর্ষাকালে গমনাগমনে বিশেষ কষ্ট হয়। তোড়কোনা গ্রামে ডাক্তার ঘোষ একটী এনট্রান্স স্কুল সংস্থাপন করিয়া ঐ প্রদেশের দুঃখী বালকগণের পরম উপকার করিয়াছেন। অনেক বালক বাড়ী হইতে এক ক্রোশ দূরে স্কুলে গিয়া অধ্যয়ন করে, বিনা বেতনে দুঃখী বালকের পাঠের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু স্কুলটীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা দেখি না। এই বিষয়ে শিক্ষক-গণ ও অন্যান্য লোক দুঃখ প্রকাশ করেন। বোধ হয়, ঘোষজমহাশয়ের জীবনের সহিত উক্ত বিদ্যালয়ের জীবনও পর্য্যবসিত হইবেক।

সম্পাদকমহাশয়! "প্রতিভা'তে আপনার আশা যে—"ডাক্তার ঘোষ দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকাগণের শিক্ষার জন্য কোনও দান করিয়া তদায় বিপুল অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া যাইবেন" এ আশা কি ফলবতী হইবেক? ইতি—"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি অভিপ্রায়ে শাস্ত্রী-মহাশয় ডাক্তার ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দুই বার বিফল মনোরথ হন? তজ্জন্য তাঁহার শারীরিক কষ্ট ও মানসিক নৈরাশ্য আর্য্য মনীষিগণের বাক্য অবহেলার প্রতিফল। তাঁহারা বলিয়াছেন—

বরমসি ধারা তরুতলে বাস,
বরমিহ ভিক্ষাং বরং উপবাস।

বরমিহ ঘোরে নরকে পতনং,
নচ ধন-গর্ব্বিত বান্ধব শরণং॥

ধনৈশ্বর্য্যশালী বান্ধবদিগের নিকট কদাপি গমন করিবে না। আমাদের দেশের ধনবান্ লোক একবারে সাত্বিক-দান ভুলিয়া গিয়াছে, "তোমার বাম হস্ত জানিবে না, তোমার দক্ষিণ হস্ত কি দান করিল," এই প্রকার দান আমরা জানি না, নামের জন্য, উপাধির জন্য, সাধারণের প্রশংসা-ভাজন হইবার জন্য আমাদের দান। Charity begins at Home এই কথার সারবত্তা পাশ্চাত্য দেশের লোকই বুঝে। আমরা ভীরু, কাপুরুষ, বিদেশে টাকা পাঠাইতে পারি, কিন্তু হায়! হায়! দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, আমাদের পল্লিবাসী দীন দরিদ্র অনাথা বিধবা-দিগের দুঃখ মোচনের জন্য কোনও চেষ্টা, কোন দান অদ্যাপি কেহ করিয়াছে কি? দিগ্বধূগণ তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, "না কেহই করে নাই।" ডাক্তার ঘোষ দশলক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজ গ্রামস্থ স্কুলটী উঠিয়া যাইতেছে, তাঁহার নিজ গ্রামের পথগুলি বর্ষাকালে কর্দ্দমময় হয়। তাঁহার বিপুল অর্থের মধ্যে একলক্ষ টাকা দান করিলে স্কুলটী রক্ষা পায় ও পথ গুলিও বাঁধান হয়। কলিকাতা নগরে একটী কায়স্থ পাঠশালা, একটী কায়স্থ সভাগৃহ, কায়স্থ অনাথাশ্রম, কায়স্থ বিধবাশ্রম, স্থাপিত করিলে, উহাতে ৩।৪ লক্ষ টাক ব্যয় হয়, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিপুল অর্থের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। এই বৃদ্ধবয়সে তিনি প্রতি মাসে মোকলদিগের নিকট, একমাত্র হাইকোর্ট হইতে বিংশতি সহস্র মুদ্রা তাঁহার লৌহ সিন্দুকে আবর্ষণ করিতেছেন। আমরা আশা করি, ডাক্তার ঘোষ এইক্ষণ ঐ সকল বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

৬। ভূতের গল্প (Ghost Story) এই গল্পে যে যে নাম ধামাদি বিবরণ দেওয়া গেল, সমস্তই সত্য ঘটনামূলক। কল্পনা কিছুমাত্র নাই। বর্ত্তমান ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বিগত অক্টো-বর মাসের পিয়ারসন ম্যাগাজিন্ হইতে উদ্ধৃত। "আজ ১০ বৎসর অতীত হইল, জনৈক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া একটী বাসঘরের অনুসন্ধানে সহরের কোনও একটী নগণ্য স্থানে একটী সুন্দর দ্বিতল গৃহ তাহার দৃষ্টি আক-র্ষণ করে। গবাক্ষোপরে একটী সুন্দরী বিংশ-বর্ষদেশীয়া ইংরাজ রমণীকে দেখিয়া তিনি গৃহ ভাড়া লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রোজ নাম্নী উক্ত পরিচারিকা গৃহের দ্বারদেশ উন্মোচন করিলে, নবাগত ইঞ্জিনিয়ার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে গৃহকর্ত্রী মিস্ ইডিভিয়ান তাঁহাকে উপর নীচে সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি একে একে দেখাইলেন। দ্বিতলে উপবেশন-গৃহ ও শয়না-গার সুসজ্জিত ছিল। ইঞ্জিনিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার গৃহগুলি অতি সুন্দর কিন্তু দীর্ঘকাল খালী পড়িয়া আছে কেন?' গৃহকর্ত্রী ঠাকুরাণী কহিলেন যে,'এই পাড়াটিতে বড় লোক আসিতে চাহে না।' মিস্ ইডিভিয়াল পঞ্চ-বিংশতি বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিতা ছিলেন। আমা-দের নায়ক ইঞ্জিনিয়ারও (নাম গোপন করিয়া-ছেন) একজন ৩০।৩২ বয়স্ক যুবক, কার্ত্তি-কের ন্যায় সুন্দর। প্রথম দর্শনেই যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যুবক এই বাটীতে বাসস্থান স্থির করিলে, পরিচারিকা

রোজ তাঁহার জিনিষাদি দ্বিতলের যথাস্থানে রক্ষা করিল। আহার সহিত সপ্তাহে ১২ সিলিং দিতে হইবে তাহাও স্থির হইয়া গেল। সমস্ত দিন ভ্রমণে ক্লান্ত যুবক রাত্রি ৮টার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জুন মাস, তখনও সূর্য্যদেব সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হন নাই। লণ্ডনে জুন মাসে (আষাঢ়ে) রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সূর্য্যালোক অল্প অল্প থাকে। ৯টার পরে রাত্রিমান্ আরম্ভ হয়। নৈশ-ভোজান্তে যুবক শয়নাগারে প্রবেশমাত্রেই একটী পচাগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মপী নাম্নী গৃহকর্ত্রীর আদরের বিড়ালী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, ও একটী পশ্চাদ্‌ভাগের কুলঙ্গী মধ্যে বসিয়া রহিল। তৎকালে প্রাচীর গাত্রে উক্ত গহ্বরে যুবকের মন আকৃষ্ট হইল। তখন রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে। তিনি গর্ত্তের নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র উক্ত পচা গন্ধ বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। দেখিলেন যে গর্ত্তটী প্রাচীরের মধ্যে বহুদূর গিয়াছে, একখানি চুণকাম করা তক্তাদ্বারা উহার মুখ আবরিত রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে উহা, বারুদাদি রাখিবার একটী গুপ্ত স্থান (Gunpowder closet) মার্জ্জারী তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া আনন্দে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল। গৃহকর্ত্রীর মপীকে তিনি ভাল বাসিতেন। নির্জ্জন গৃহে তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী মনে করিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন, অনন্তর দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন হইলেন। গভীর রাত্রিতে মার্জ্জারীর চীৎকার শব্দে জাগরিত হইয়া সভয়ে দেখিলেন, বিড়ালটী গর্ত্তের প্রবেশ-দ্বারে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত করিয়া ভীষণ চীৎকার করিতেছে, আর উক্ত গহ্বর হইতে আলোকমালা উক্ত স্থানটী আলোকিত করিতেছে। উক্ত আলোক তাঁহার নিকট গন্ধকাগ্নি (Phosphorent light) বলিয়া অনুমিত হইল। তিনি দ্বারদেশ উন্মুক্ত করিয়া পরিচারিকাকে ডাকিবামাত্র রোজ ও তৎপরে গৃহকর্ত্রী উভয়ে তথায় আসিল। তখন রাত্রি ২॥০টা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, দুষ্টা বিড়ালী তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে। বিড়ালীকে গৃহান্তর করিলে যুবক দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন, সেই আলোক আর দেখিলেন না। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আর হইল না। পর দিন রাত্রি ১০টার সময় যুবকশয়নাগারে প্রবেশ করিলে, রোজ, বিড়ালীকে গৃহান্তরে আবদ্ধ করিল। যুবক মনে করিলেন, আজ নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। শয়ন মাত্রেই সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিল। গভীর রাত্রিতে গন্ধকাগ্নির দুর্গন্ধযুক্ত তীব্র আলোকে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিলেন, উক্ত গর্ত্তের দ্বারদেশে (যেস্থানে পূর্ব্ব রাত্রিতে মার্জ্জারী বসিয়া চীৎকার করিয়াছিল) একটী হনুমানের স্থায় অপূর্ব্ব জীব বসিয়া রহিয়াছে, তাহার গাত্রস্থিত সুদীর্ঘ শ্বেতবর্ণ রোমরাজি হইতে উক্ত প্রকার আলোকচ্ছটা বাহির হইতেছে। যুবক উঠিয়া বসিয়া ভাবিলেন যে এই ভীষণ জীবটী যদি তাঁহার বিছানায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গৃহাগ্নিতে সমস্ত ভস্মসাৎ হইবে। তিনি এক লম্ফে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন ও যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি পপাত ধরণী তলে। অন্য গৃহ হইতে কর্ত্রী ও রোজ একটী চীৎকার-ধ্বনি ও

পতন শব্দ শুনিয়া গৃহ মধ্যে আসিয়া দেখিল, অতিথি যুবক অচেতন ও কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। যুবক তাহার পর দিন চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী শুশ্রূষালয়ে (nursing home) আনা হইয়াছে, ও ২টী যুবতী তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে। তিনি শুনিলেন, রোজ ভ্রমবশতঃ একটী প্রদীপ তাঁহার শয্যায় রাখায়, দীপটী মশারীতে লাগিয়া ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত গৃহ অগ্নিময় হইয়া উঠে। দমকল আসিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণ করে। কিন্তু উক্ত গৃহটী, গৃহ কর্ত্রীর সমস্ত মূল্যবান বস্ত সহিত দগ্ধ হইয়া একটী প্রকাণ্ড ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। এক সপ্তাহকাল শুশ্রূষাগৃহে অবস্থান করিয়া যুবক সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোনও স্বাস্থ্যালয়ে গমন করেন, তথায় তিনি মিস্ ইডিভিয়ানের একখানি প্রেমপূর্ণ পত্র পান। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, উক্ত গৃহ সম্বন্ধে গুপ্ত কথা তাঁহাকে প্রকাশ না করায় তিনি নিজকে অপরাধিনী মনে করিতেছেন। এই দ্বিতল গৃহটী ২০০ শত বৎসর আমাদের অধিকারে ছিল। এইক্ষণ ভস্মসাৎ হইয়াছে, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, তবে আমার বহুমূল্য কতকগুলি বস্ত নষ্ট হইয়াছে। আমার জন্মের বহুপূর্ব্বে, অর্থাৎ একশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, আমাদের পরিবারের একজন আত্মীয় ব্যক্তি কাপ্তান যোশেফ্ এডিভিয়ান তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সহিত উক্ত গৃহে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে আমার পিতা ও মাতা ঐ গৃহে বাস করিতেন। এই লোকটী যেমন কৃপণ, তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। শুনিয়াছি, মাতার নিকট, যে অনাহারে ও ঔষধ চিকিৎসা অভাবে প্রথমে তাহার কন্যাটী, একটী অষ্টম বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকা, ও তৎপরে তাহার যুবতী ভার্য্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর সেই পাষণ্ড কাপ্তান একটী মূক ও বধির যুবককে আমাদের গৃহে আনিয়া মাতার নিকট তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। নিষ্ঠুর কাপ্তান উক্ত মূক বধিরকে বড়ই যন্ত্রণা দিত, সময়ে সময়ে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া অনাহারে ফেলিয়া রাখিত। আমার মাতা একদিন প্রাতঃকালে কাপ্তানকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। পোলিশ তদন্তে প্রমাণ হইল যে, উক্ত মূক ও বধির যুবক, যে দড়ি দিয়া কাপ্তান তাহাকে বাঁধিত, সেই দড়ি দিয়া কাপ্তানকে বান্ধিয়া গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া তাহার মৃতদেহ উক্ত গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। বিচারকের নিকট মূক প্রকাশ করে, আরও কয়েক জন লোকের সাহায্যে সে কাপ্তানকে নিহত করে, কে তাহারা তাহা সে জানে না। মূকের ফাঁশীর হুকুম হয়, মৃত্যুর প্রাক্কালে হাসিতে হাসিতে প্রকাশ করে যে কয়েকজনের সাহায্যে কাপ্তানকে সে নিহত করিয়া তাহার মৃতদেহ উক্ত গর্ত্ত মধ্যে রাখে। ফলতঃ, অপরের সাহায্য ভিন্ন কাপ্তানের সুদীর্ঘ স্থূল-দেহ একা মূকের দ্বারা—উক্ত গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব। সেই অবধি ভূতের ভয় উক্ত গৃহে বর্ত্তমান থাকে। কোনও অতিথি উক্ত প্রকোষ্ঠে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারে না। আপনাকে পূর্ব্বে এই কথা না বলিয়া আমি অপরাধিনী হইয়াছি। আমি এখন পরম সুখে আমার ভ্রাতার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছি, আপনি যদি এ দেশে আসেন তবে আমাদের বাটীতে আতিথ্য

[illegible] গ্রহণ করিবেন। এই ভৌতিক ব্যাপারটী এই খানেই শেষ হইল। এইক্ষণে, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির মধ্যে আত্মার অমরত্ব ও পরলোকের বিদ্যমানতা কত লোকে বিশ্বাস করেন? সাধারণতঃ লোক দুই ভাগে বিভক্ত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। অশিক্ষিত লোক আত্মার অমরত্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কথায় কথায় বলে, "সম্বন্ধ জীবনাবধি"। তাহারা জানে যে, মরণের পরপারে আর কিছু নাই। মৃত্যুই চিরনিদ্রা, আর কখনও জাগরণ নাই। "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা" এই সব প্রবচন অশিক্ষিতের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া, তাহাদিগের চরিত্র গঠন করিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন পরলোক মানেন না, মুখে কেহ কেহ বলেন, 'থাকিতে পারে, প্রমাণ কোথায়'? পরলোক সম্বন্ধে, সাংখ্য সূত্রকারের ন্যায়, তাঁহারা বলিবেন—'পরলোকাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'। এইরূপ পরলোকের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে যদি কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় নর নারীর চরিত্র একটু পুণ্যপথে প্রধাবিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতদের মধ্যে ২।৪ জন লোক আছেন, যাঁহাদের কার্য্যকলাপ দর্শনে পরলোক বেচারা চীৎকার করিতেছে—'এই সমস্ত বন্ধু হইতে আমাকে রক্ষা কর'। একজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; যাঁহার উন্মত্ত প্রলাপ 'নব্যভারতে' মধ্যে মধ্যে প্রকাশ হয়। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দিগের আত্মা, উক্ত নগেন্দ্রনাথের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দ্বারা বড় বড় প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রবন্ধ নগেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়াই বোধ হয় উহাতে কোনও নূতন তত্ত্ব নাই, কি উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের প্রতিভাও নাই। অনেকে উক্ত নগেন্দ্রনাথকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করে। বঙ্গদেশে যে সকল মহাত্মাগণ পরলোক সম্বন্ধে সাহিত্য প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পরলোক সম্বন্ধে প্রমাণ দেখাতে অনুরোধ করি। ভৌতিক গল্পে লোকে আর বিশ্বাস করে না।

৭। পাশ্চাত্য সমর-তরঙ্গ।

একজন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ বলিয়াছেন যে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে মিত্র পক্ষ ক্রমেই জয়লাভ করিবেন ও আগামী এপ্রেল মাসে জারমানির সম্রাট্ সন্ধির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ও সন্ধিও সংস্থাপিত হইবে। আমরা ঈশ্বরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে সত্বর এই ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধের অবসান হউক।

৯। ইংরাজী সাহিত্যে জারমানির নিষ্ঠুরতায় ও দৌরাত্ম্যের শত শত নিদর্শন আমরা পাঠ করিতেছি। তাহা কীর্ত্তন করিয়া প্রতিভার পবিত্র স্তম্ভ কলঙ্কিত করিতে চাহি না। তবে পাঠকগণ এই মাত্র জানিয়া রাখুন যে এমন কোনও পাপ কার্য্য জগতে নাই, যাহা জারমানদিগের যুদ্ধোন্মত্ত সেনানী নির্দ্দোষ যুদ্ধসংস্রব-হীন নরনারীর প্রতি না করিতেছে। যুদ্ধস্থান হইতে সুদূরে অবস্থিত বেলজিয়মের নগরগুলি লুণ্ঠন, অগ্নিতে ভস্মীভূত করন, সুন্দরী যুবতীগণের স্বামী ও পিতামাতার সম্মুখে বলপূর্ব্বক তাহাদের সতীত্ব হরণ, জনক জননী-সম্মুখে তাহাদের বালক বালিকাদিগের প্রতি

অকথ্য অত্যাচার—এই সমস্ত ভীষণ পাপাচার জারমানগণ হাসিতে হাসিতে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে ও করিতেছে। বৃদ্ধ, বালক বালিকাগণ, যুবতীগণ যাহাদিগের সহিত যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক ছিল না তাহারাও অত্যাচারিত হইয়াছে। আজ তিন মাস পূর্ব্বে যে জারমান জাতি জ্ঞানে, বিদ্যায়, শিল্পে এবং সভ্যতায় পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত, আজ সেই জাতি নরকের কীট। ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় এই সকল নরকাভিনয় চিত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের কবির কথা মনে আসিতেছে—

এত পাপ এত তাপ আগে জানিতাম,
নূতন ভাবেতে বিশ্ব আমি সৃজিতাম।
প্রলয় পর্য্যন্ত থাক্ তাপিত ভুবন,
প্রলয়ের অন্তে বিশ্ব করিব নূতন॥

শ্রীভগবান্ আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু হায়! প্রলয় হইবে কবে? সেই পর্য্যন্ত প্রভো! তোমার আদরের বিশ্ব ব্যাঘ্র প্রকৃতির লোক কর্ত্তৃক এই প্রকারে বিধ্বস্ত হইবে; যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু মিত্র পক্ষগণ বলিতেছেন—মাভৈঃ! যে কামানের মুখে ক্ষিপ্ত কুক্কুর কৈজার শিল্প বস্তু সম্ভার পরিপূর্ণ বাণিজ্য পোত সকল সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত করিয়াছে, যে কামানের আগুনে বেলজিয়মের সুন্দর সুন্দর নগর লুভেন, ম্যালিন, টারমণ্ডি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে, সেই কামানের মুখে ঐ কৈজারকে নতজানু করিয়া তাহার পাপ তাপের অবসান করিতে হইবে। আবার বিশ্ব নূতন সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইবে, পৃথিবীতে শান্তি সুখ চির-বিরাজিত থাকিবে। হায়! হায়! সেই সুখের দিন কবে আসিবে!" আমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক আমরা ত হৃত-সর্ব্বস্ব হইলাম, প্রজাগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, পাট-ই তাহাদের প্রধান উপজীব্য। ১৮৲ টাকার স্থলে প্রতিমণ এ বৎসর এক টাকা; দেড় টাকা বিক্রয় হইতেছে। প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে ও পাশ্চাত্য জনপদে মরণের হাহাকার ও আমাদের দেশে অন্নের হাহাকার!!"

৮। জারমান নিষ্ঠুরতা। ২। ১টী উদাহরণ না দিলে আমাদের চিত্র অসম্পূর্ণ রহিবে। যৎকালে উন্মত্ত জার্ম্মানসৈন্যগণ লুভেন বিধ্বস্ত করিল, উক্ত নগরবাসী যুদ্ধে অসংশ্লিষ্ট প্রায় সার্দ্ধ এক সহস্র নরনারী বালক বালিকাগণকে কলোন নগরাভিমুখে রেলের পশ্বাদির যানে (cattle truck) চালান দিল। ৪৮ ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে ঐ গাড়ীর মধ্যে এ প্রকার ভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছিল যে কেহ হাত পা নাড়িতে পারে নাই। একটী কথা বলামাত্র গুলি করিয়া মারিত। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটু জল ও একখানি রুটী প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ৩। ৪ দিন এই প্রকারে নানাস্থানে লইয়া বিষম যন্ত্রণা দেওয়া হয়। এয়ারসট্ নগরের প্রধান শান্তি রক্ষক তদীয় যুবতী কন্যা ও স্ত্রীর সহিত নৈস ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহারা বেলজিয়ান। হঠাৎ ৫জন জার্ম্মানসৈনিক তাঁহাদের সহিত একত্র আহার করিতে চাহিলে, শান্তিরক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনান্তে কন্যাটী শয়নাগারে প্রবেশ করিবামাত্র একটা জার্ম্মান পশু সৈনিক উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া মন্দ অভিপ্রায়ে কন্যাটীকে জড়াইয়া ধরিলে তাহার চীৎকারে তাহার জনক

উক্ত শান্তিরক্ষক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্যার প্রতি বল প্রয়োগ করিতে দেখিয়া তাঁহার পিস্তল দিয়া উহাকে নিহত করিলেন। তখন ১০।১২ জন জার্ম্মান সৈনিক উক্ত শান্তিরক্ষক ও তাহার পুত্রদ্বয়কে তাহাদের মাতা ও ভগিনীর সাক্ষাতে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। বেলজিয়মের ডিষ্ট নগরের চির-কুমারীদিগের মঠ মধ্যে (convent) একজন সুরাপানে উন্মত্ত জার্ম্মানসৈনিক, একটী সুন্দরী কুমারীর (nun) প্রতি সতীত্ব হরণ মানসে বল প্রয়োগ করিলে, মঠের একজন পুরোহিত তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হওয়াতে, উন্মত্ত সৈনিক পদস্খলিত হইয়া পড়িবামাত্র তাহার মস্তক কাটিয়া যায়। সে দ্রুত গতি বাহিরে যাইয়া তাহার সঙ্গীগণের নিকট পুরো-হিত মারিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিলে কয়েকজন সৈনিক গুলি করিয়া উক্ত পুরো-হিতকে মারিয়া ফেলিয়া দিল। আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই সকল ভীষণ পাপাচার সৈনিক গণ অবলীলাক্রমে তাহাদের উপরিস্থ কর্ম্ম-চারীদিগের সম্মুখে করিতেছে, কেহই তাহা-দের শাসন করেনা। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাশ্চত্য যুদ্ধে নগর লুণ্ঠন স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যা-চার এককালে নিষিদ্ধ ছিল, এবং যে সকল সৈনিক উক্ত অপরাধ করিত তাহার গুরু-তররূপে দণ্ডিত হইত। মিত্র পক্ষগণ মধ্যে এই নিয়ম সাবধানে রক্ষিত হয়, কিন্তু পাপাত্মা জার্ম্মানদিগের মধ্যে কোন নিয়ম, কি অনু শাসন নাই। তাহারা উন্মত্ত সয়তানের ন্যায় নির্দ্দোষী নরনারীগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছে।

৯। পাঠকগণ আগেই জানিয়াছেন যে তুরস্ক জাতি দুর্ম্মতি এন্‌ভার পাশার প্রাধান্যে পাপ ও অত্যাচারের সারথী জারমানদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। স্তাম্বোল ও তুরস্কের অন্যান্য প্রধান নগরে অনেক জারমান সেনানী ও নরনারী আজ কাল অবস্থান করিতেছে। ইহারা নাকি কৈজারের ইঙ্গিতে প্রকাশ করি-তেছে যে তাহারা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগের মসজীদে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। তাহাদিগের বক্ষস্থলের উত্তরীয়ে ও মস্তকের শিরস্ত্রাণে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, "ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারক" (There is but one God and Mahomet is His Prophet) এই প্রকার একটা মিথ্যা ভাণ করিয়া জারমান জাতি মুসলমান-দিগের প্রিয় হইতেছে।

১০। পাঠক অবগত আছেন যে শত্রুপক্ষ অষ্ট্রীয়ানগণ ক্ষুদ্র জনপদ সারভিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার রাজধানী বেলগ্রেড অধিকার করে, সারভিয়ানগণ সমবেত শক্তিদ্বারা অষ্ট্রী-য়াকে উক্ত রাজধানী হইতে বিতাড়িত করিয়া প্রায় বিংশ সহস্র অষ্ট্রীয়ার সেনানীকে অবরুদ্ধ করিয়া শত শত কামান বারুদ গোলা গুলি হস্তগত করিয়াছে। ক্ষুদ্রশক্তি সারভিয়ারদ্বারা অষ্ট্রীয়ার পরাজয়, অষ্ট্রীয়ার প্রাণে বড় আঘাত করিয়াছে। এখন শুনা যায় মিত্র পক্ষগণের নিকট অষ্ট্রীয়া আর টিকিতে পারিতেছে না, তাঁহারা নাকি শীঘ্রই মিত্রপক্ষদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা করিবে।

১১। জারমানির প্রায় ৮৬ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছে।

মিত্র পক্ষগণের সমগ্র সৈন্যও এতাধিক হইবে না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জারম্মানদিগের সৈন্যের মধ্যে শিক্ষিত সৈন্য ব্যতীত, অশিক্ষিত সৈন্য এমন কি বিদ্যালয়-সমূহ হইতে ১৬। ১৭ বৎসরের অন্তবাসিগণও ভুক্ত হইয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই কামানের মুখে টিকিতে পারিতেছে না। প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রে ভারত সমরে কুরুগণের একাদশ অক্ষৌহিণী ও পাণ্ডবদিগের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সববেত হয়। এক অক্ষৌহিণীতে ১০৯৩৫০ ইহার ৭ অক্ষৌহিণীতে পাণ্ডবদিগের পক্ষে প্রায় সাত লক্ষ পদাতি ছিল এবং কুরুদের একাদশ অক্ষৌহিণীতে প্রায় দ্বাদশ লক্ষ পদাতি ছিল। মোট কুরুক্ষেত্রে কেবল পদাতি সৈন্য প্রায় ঊনবিংশ পদাতি ছিল। উভয় পক্ষে প্রায় ৮ লক্ষ অশ্বারোহী উপস্থিত ছিল, ইহা ব্যতীত রথ ও হস্তী উপস্থিত ছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে রথী ও হস্তী নাই, কেবল পদাতি ও অশ্বারোহী আছে। পাঠক এখন বিবেচনা করিতে পারেন, জার্ম্মেনির কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব যুদ্ধ-সম্ভার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। মিত্রপক্ষগণ দ্বারা এই শত্রুসেনা বিপর্য্যস্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, অনেক সময়ের আবশ্যক।

১২। আমরা অতীব সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থাকাশ হইতে একটী উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক স্খলিত হইয়া অসীম অন্তরীক্ষে বিলীন হইয়াছে। আমাদের পরম প্রিয়, বদান্যবর পরম ভাগবত রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার তদীয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়া অদ্য বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সিংহাসনের পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতেছেন। হায় হায়! আমাদের রাজর্ষি কেবলমাত্র ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অধঃপতিত কায়স্থজাতির মহাপাপেই আজ আমরা পরিপূর্ণ যৌবনে এই মহাত্মাকে হারাইলাম। আদর্শচরিত স্বর্গীয় রামানাথ ঘোষ ও প্রায় এইরূপ বয়সে আমাদিগকে কাঁদাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে পাবনা জেলাস্থিত তারাস গ্রামে স্বর্গগত বলরাম রায় মহাশয়ের ঔরষে রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে বলরাম রায় মহাশয় বঙ্গদেশের নবাব বাহাদুরের অধীনে একটী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাজর্ষি তদীয় পিতাকে হারাইয়া একটী প্রকাণ্ড জমিদারীর ভার স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলেন। শৈশবে অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বনমালী তাঁহার দৈন্য-ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বনমালী তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পক্ষেই "অজাত শত্রু" ছিলেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও সংযম যৌবনে তাহার একমাত্র অলঙ্কার ছিল। তিনি সংসারে থাকিয়াও সন্নাসী ছিলেন। প্রায় বিংশতী বৎসর অতীত হইল তিনি তদীয় জমিদারীর ভার কৃতবিদ্য ও বিশ্বাসী লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রস্থান করেন। তথায় মুনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যোগবলে শরীর ত্যাগ করতঃ তদীয় আত্মা পরমস্থানে গমন করিয়াছে। তিনি যে আদর্শ চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

কায়স্থগণ মধ্যে যে সকল মহাত্মা সাত্বিক দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজর্ষি বাহাদুর অন্যতম। ৬০০০০৲ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি শ্রীভগবানের সেবার জন্য পৃথক্ করিয়া দিয়া প্রায় ... টাকা প্রতি বৎসরে দরিদ্রের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিতেন। বস্ত্রহীন দরিদ্রদিগকে বস্ত্রদান ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কাঙ্গালীদিগকে ভোজ্যদান তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। অনাথা বিধবাদিগের সন্তাপ নিবারণ জন্যই যেন শ্রীভগবান তাঁহার হস্তে ধন প্রদান করিয়াছিলেন! তাঁহার দানের পূর্ণ তালিকা মিতাক্ষরা প্রতিভায় সন্নিবিষ্ট করা একবারেই অসম্ভব। তিনি অর্দ্ধ লক্ষ টাকা পাবনা কলেজের উন্নতিকল্পে দান করিয়াছিলেন, পুরীর মন্দির সংস্কার, পাবনার ইন্‌ষ্টিটিউশন বিদ্যালয় ও সেরাজগঞ্জের বিদ্যালয়ের মন্দির সংস্কার, শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ডের সংস্কার, দুর্ভিক্ষ জন্য দান ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁহার বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ রায়বাহাদুর ও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ রাজর্ষি উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত, সুবিদ্বান, ও শ্রীভগবানে অনুরক্ত পুত্রদ্বয় রাখিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি তদীয় পরিবার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন।

১৮। দেশভক্তি। ভারতবাসীর ন্যায় রুস জাতির দেশ-ভক্তি ধর্ম্মমূলে নিবদ্ধ। অনেকে সৈন্যগণের গলদেশে খৃষ্টের পবিত্রমূর্ত্তি (icon) বিলম্বিত থাকে। আমাদের দেশে তারকেশ্বরের তাগার ন্যায় সকলেরই বিশ্বাস উহাতে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে। জাপানে মাইকেডোর জন্য সৈন্যগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ যে প্রকারে নিজ নিজ প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তদ্রূপ রুসের সৈন্য ও সামন্তদল জারের জন্য সমস্তই দিতে প্রস্তুত। ভারতবাসিগণও সম্রাট জর্জ্জের জন্য তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে ও ইংলণ্ডে মাতৃভূমির জন্য, রাজার জন্য নহে, সমস্তই উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, রুসের জার প্রজার প্রতি কি প্রকার অনুরক্ত তাহা নিম্নলিখিত সত্যমূলক গল্পদ্বারা প্রমাণিত হইবে। জাপানের সহিত যুদ্ধের সময়, একজন কৃষক তাহার গাভীটী লইয়া বন-পথে যাইতেছিল, এমন সময়ে আর্কপিওন সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য সম্রাটের আদেশ তাহাকে জানাইলে রাজভক্ত কৃষক তৎক্ষণাৎ তাহার গাভীকে উক্ত পেয়াদার জেম্মায় রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য নির্ব্বাচন-স্থানে প্রস্থান করিল। এক বৎসর পরে সে প্রত্যাগমন করিলে, উক্ত পেয়াদা তাহার গাভীর কথা এককালে অস্বীকার করিল। দরিদ্র কৃষক-সৈনিক তাহার উপরিস্থ সামন্তকে জানাইলে, ক্রমে ক্রমে উক্ত ব্যাপার জার শুনিয়া তাহার গাভীর বিষয় অনুসন্ধান জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করিলেন। উক্ত কমিশনের ব্যয় দ্বারা শত শত উক্ত প্রকার গাভী খরিদ করা যাইতে পারিত। কমিশন অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত পিওনকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না, তাহার পরে জার তাঁহার নিজের একটী উত্তম গাভী উক্ত কৃষক সৈন্যকে প্রদান করেন। সেই অবধি "ধেনু প্রাপ্তি" (cow finder) নামে একটী

বৃহৎ সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল, উক্ত রেজিমেণ্ট অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। ফরাসী সেনার মধ্যে একটী সুনিয়ম আছে। যে সকল বীরপুরুষ বীরত্ব দেখাইয়া রণপ্রাঙ্গণে প্রাণ ত্যাগ করে তাহাদিগের নাম উক্ত রেজিমেণ্ট হইতে কাটিয়া দেওয়া হয় না। যুদ্ধকালে যৎকালে সৈন্যদিগের হাজিরী গ্রহণ করা হয়, তখন উক্ত মৃত বীরদিগের নাম ডাক পড়িলে রেজিমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী ভারস্বরে বলেন, উক্ত সৈনিক অমুক যুদ্ধে দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থে সৈন্য তাহার জয় ঘোষণা করিয়া থাকে। এই সকল উপায়দ্বারা সুসভ্য বীরের জাতি মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখে।

১৪। তুরুস্কজাতি কি কুক্ষণেই ইংলণ্ড ও মিত্র পক্ষগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। আফ্রিকা মহাদেশে সুল্‌তানের তিনটী বৃহৎ দেশ তাঁহার বিস্তৃত সাম্রজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ফরাসীদিগের যুদ্ধে তুরুস্ক মোরক্ক দেশ হইতে বিতাড়িত হন, বলকান সমরে ত্রিপলী এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে মিশর দেশ হইতেও সুল্‌তান বিতাড়িত হইয়াছেন। কতিপয় দিবস অতীত হইল মিশর দেশের অধিপতি খিডাইভ (Khedive) ইংরাজের বিরুদ্ধে তুরস্কের সুল্‌তানের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার অপরাধে ইংরাজ তাঁহাকে সিংহসনচ্যুত করিয়া তাঁহার খুল্লতাত হুসেন সাহাকে উক্ত দেশের খিডাইভ করিয়া ইংরাজ স্বহস্তে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই প্রকারে মিশরের আধিপত্য তুরস্ক সম্রাট হারাইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে খিডাইভ, তুরস্কের অধীনে ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এক বিঘা জমিও তুরস্কের আফ্রিকা মহাদেশে নাই। বলকান সময়ে ইউরোপের জনপদগুলি তুরস্ক হারাইয়াছেন, স্তাম্বোল ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় নগর তাঁহার অধীনে আছে। বর্ত্তমান সময়ে মিশর দেশের রাজধানীর দুর্গ-শীর্ষে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার স্থলে ইংরাজের ইউনিয়ান জ্যাক (Union Jack) পতাকা সগর্ব্বে উড়িতেছে। ইংরাজ রণতরী এইক্ষণে স্তাম্বোল রাজধানীর নিকট একটী নগরী বিধ্বস্ত (bombard) করিতেছেন। স্তাম্বোল হইতে তুরস্ক তাড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে। তুরস্কের শনিগ্রহ ছাড়িতেছে না।

১৫। সম্প্রতি স্কটলাণ্ডের উত্তরে ফক্‌লাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের নিকট একটী সাগর যুদ্ধে, ইংরাজদিগের ৫খানি রণপোত জার্ম্মানদিগকে পরাজিত করিয়া উহাদের তিনখানি প্রধান প্রধান সমর-পোত জলমগ্ন করিয়া দিয়াছে। এই আনন্দ সংবাদে সকলেই সুখী হইয়াছেন। আজ কয়েকদিন হইল এম্‌ডেনের ন্যায় আর একখানি জার্ম্মান-জাহাজ ইংলণ্ডের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ইয়ার্কসাগরের অন্তর্ভূক্ত হার্টিপুল, স্কারবর, এবং হুইটবী নাম্নী ৩টী ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমণ করিয়া কতকগুলি লোক বিনষ্ট করিয়াছে। এই তিনটী ক্ষুদ্র পল্লী সমুদ্র-তীরে অবস্থিত। কোন প্রকার সামরিক যন্ত্র-দ্বারা ইহারা সুরক্ষিত ছিল না, এই প্রকার পল্লীবাসিগণকে নিস্কারণে আক্রমণ করিয়া জার্ম্মান তাহাদের নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। ভবিষ্যতে এই প্রকার আক্রমণ যাহাতে অসম্ভব হয়, ইংরাজ তাহার চেষ্টা করিবেন।

১৬। সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে "বিশ্বরাষ্ট্র সামরিক নিয়মাবলী" (international war policy) আছে, জার্ম্মানগণ তাহা

উল্লঙ্ঘন করিয়া যে যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতেছে তাহার বিচার করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, যুদ্ধান্তে কৈজারকে ইহার ফলভোগ করিতেই হইবেক। কৈজার মনে রাখিবেন "চিরদিন সকলের সমান ন যায়।"

১৭। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীর রাজ্যাভিষেক দরবার স্মরণার্থে, অত্র ফরিদপুর নগরে বিগত ১২ই ডিসেম্বর ১৯১৪ তারিখে একটী আনন্দোৎসব হইয়াছে। বালক বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধগণ সকলেই ইহাতে যোগদান করিয়া নগরের মধ্যে একটী শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত গীত গান করা হইয়াছিল।

জয় রাজেন্দ্র, ভারত-চন্দ্র প্রকৃতি-মনোরঞ্জন।
অরাতি-দমন, অনাথ-শরণ, অভাজন-জন-পালন।

জয় জয় জয় ভারত-ঈশ্বর,
জয় জয় জয় অর্দ্ধ-পৃথ্বীশ্বর,
তোমার রাজত্বে কখন তপন,
করে না অস্তগমন॥

আজি শুভদিনে মহোল্লাসে মাতি,
গাইব হে মোরা তব যশোগীতি,
সহ মহিষীর হও চিরজীবী
করি মোরা সবে আরাধন॥

ওই পূর্ব্বাশায় উদিছে তপন,
শৌর্য্যে বীর্য্যে তুমি তাঁহারি মতন,
তাঁহারি মতন দুঃখ-তম নাশি
কর তুমি সবে পালন॥

শান্তি-সুখ তুমি দিয়াছ ভারতে,
সুখ সচ্ছন্দতা সকল গৃহেতে,
নিখিগণ মাঝে তুমি মহানিধি,
রাজগণে মহা রাজন॥

১৮। ২৭এ ডিসেম্বর রবিবার, কাসিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের কলিকাতাস্থ ভবনে ৩০২ অপার সার্কুইলার রোড, অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় সর্ব্বজন-প্রিয় পরম দেশ-হিতৈষী উক্ত মহারাজার সভাপতিত্বে—একটী তিলিজাতির সম্মিলন হইবেক। সমগ্র তিলিজাতিকে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এই সম্মিলনে তিলিজাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়া বৈশ্যাধিকার যজ্ঞোপবীত গ্রহণ প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবেক। স্বজাতি-বৎসল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন।

১৯। বগুড়া জেলান্তর্গত রাইকালী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নন্দী মহাশয় লিখিতেছেন বিগত ১লা পৌষ রাইকালী কায়স্থ-সভার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত আনন্দলাল রায়চৌধুরী দেববর্ম্মা মহোদয় প্রমুখ প্রায় শতাধিক কায়স্থমহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। সকলের নাম আমরা দিতে পারিলাম না। এই সভায় প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত আনন্দলাল বর্ম্মা। ১ম প্রস্তাব—বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ মহামতি রাজা বনমালী রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে কায়স্থ-সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা পূরণ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি, রাজর্ষি মহোদয়কে তাঁহার চির-শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় দান করেন। ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। দ্বিতীয় প্রস্তাব। কায়স্থগণের আর্য্য ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য এখানে "অদ্বৈত বিদ্যালয়" নামে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত হাঁসপুকুরিয়া গ্রাম, বরনিয়া পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত দাশরথি বসু বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন তাঁহার একজন আত্মীয়ের সুন্দরী কন্যার জন্য পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা জমীদারী ষ্টেটে ম্যানেজার আছেন।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর, পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ভারতীভূষণ, হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ী। দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৯ পর্য্যায় বসুবংশীয় সুন্দরী শিক্ষিত এবং গৃহ-কার্য্য নিপুণা একটী কন্যার জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন।

৫। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনার সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র দ্বয় বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সংশ্লিষ্ট, কায়স্থ জাতিতত্ত্বে বুৎপন্ন মিত্রবংশীয় (বঙ্গজ) আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবরের একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। যে কোনও শ্রেণীর ঘোষ, বসু ও গুহ বংশীয় উপবীতী পাত্রের প্রয়োজন। যাঁহারা পণ গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ এইরূপ ত্যাগী মহাত্মাগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হউন। কন্যা সুন্দরী ও সুশীলা গৃহকার্য্যে দক্ষা ও বুদ্ধিমতী।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা। ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীরষ্টীট, কলিকাতা।

৯। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাস, জমিদার গোপীনাথপুর, পোষ্ট সাঁথিয়া জেলা পাবনা লিখিতেছেন—আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন। কন্যা সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

সূচীপত্র।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল। } ৮ম সংখ্যা।

ত্রিবর্গ।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে বর্দ্ধিত হয় আয়ুঃ যশঃ মান॥

মহাভারতের কথা, বাস্তবিক, এমনই মধুর ও তৃপ্তিজনক যে, উহার যে কোন অংশ শ্রবণ করিলে মানব-হৃদয় অসীম আনন্দে বিগলিত ও মনঃমুগ্ধ হইয়া থাকে। মহাভারতে জগতের যাবতীয় বিষয়েরই উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে কোন বিষয়েরই অসদ্ভাব নাই। এই হেতু মনীষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মহাভারতে যাহা আছে, অপর কোন স্থানে তাহা থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু যাহা মহাভারতে নাই তাহা কুত্রাপি নাই। ঋষিগণ মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের মত সৎগ্রন্থ আর নাই বলিলেও দোষ হয় না। এই মহাভারতের অন্তর্ভূত একটী ক্ষুদ্র বিষয়, "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র লিখিত হইল। আশাকরি ইহা পাঠক বর্গের অপ্রীতি বা বিরক্তিকর হইবে না।

কোন সময়ে ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়, বিদুর এবং বান্ধবাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। সে প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইলে, তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া সকলকেই কহিলেন,—হে সুধীরগণ! ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম, এই তিনটীর প্রভাব বশতঃই লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিন বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তুটী সর্ব্বপ্রধান, ও কোন্টী মধ্যম, এবং কোন্টীইবা অধম? কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয়

করিবার নিমিত্ত কোন্‌টী অবলম্বন করা মানবের কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে যথাযথ বর্ণনা কর।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা প্রতিভাশালী ও সূক্ষ্মদর্শি বিদুর, সর্ব্ব-প্রথমে, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, সুধীরে কহিতে লাগিলেন,—হে ধর্ম্মনন্দন! বহুবিধ গ্রন্থপাঠ, তপস্যাদির নিত্য অনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, সারল্য, ক্ষমাগুণ, দয়া, সত্য এবং ইন্দ্রিয়সংযম, এই গুলিন্ ধর্ম্মের অমূল্য সম্পদ। এই হেতু আপনাকে কহিতেছি যে, আপনি অবিচলিত চিত্তে, কেবলমাত্র ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্মই জগতের শ্রেষ্ঠতম বস্তু। ঋষিগণ কেবল একমাত্র ধর্ম্মবলেই বলীয়ান্ হইয়া, ইহ সংসাররূপ সুদুস্তর মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদয় লোকই একমাত্র ধর্ম্মবলেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সামান্য মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, শক্তিশালী অমরগণও ধর্ম্মবলেই উন্নতিলাভ করিয়াছেন। অর্থ ধর্ম্মেই সমাহিত রহিয়াছে। অর্থ, একমাত্র ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব, সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মই একমাত্র গুণের পদার্থ। ধীর ব্যক্তিরা একমাত্র ধর্ম্মকেই, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বস্তু বলিয়া জ্ঞাত আছেন; এবং অর্থ দ্বিতীয় স্থানীয়, আর কামকে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনি সংযতচিত্তে ও প্রসন্নমনে, নিয়ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে নিরত থাকুন এবং নিজ আত্মারস্থায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী হউন।

মহামতি বিদুর নিরস্ত হইলে, অর্থশাস্ত্র বিশারদ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ পার্থ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—হে রাজন্! এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি। এস্থানে বার্ত্তাই প্রশস্ত। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই অর্থমূলক। শ্রুতিই এই যে, অর্থই কার্য্য সাধনের মূল। অর্থ না হইলে, ধর্ম্ম ও কাম লাভ হইতে পারে না। অর্থবান্ মানবে অর্থদ্বারা অনায়াসেই উত্তম ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে। এমন কি, অর্থবলে, অতি হেয় ব্যক্তিরও অতি দুষ্প্রাপ্য কাম্য বিষয় সমূহ লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও কাম, অর্থেরই অবয়ব স্বরূপ, ইহাই শ্রুত হওয়া যায়। বাস্তবিক, অর্থসিদ্ধি হইলেই, অতি সহজে উভয়কে লাভ করিতে পারা যায়। বিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ অর্থবান্ মানবকে নিরন্তর ব্রহ্মার ন্যায় উপাসনা করিয়া থাকেন। জটাজিনধারী, দান্ত, ভস্মলেপিত দেহ, জিতেন্দ্রিয়, মুক্ত, দিগম্বর যতিরাও অর্থার্থী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচরণ করেন। বিদ্বান, শান্তস্বভাব, লজ্জাবান্ মুক্ত পুরুষেরাও শ্মশ্রুধারী ও কষায় বস্ত্র পরিধায়ী হইয়া, অর্থের সেবা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অর্থার্থী, কেহবা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী, কেহ কেহ বা কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। কেহবা নাস্তিক, কেহবা আস্তিক, কেহবা সংযমী, কেহবা অজ্ঞানী এবং কেহবা জ্ঞানী। সংসারক্ষেত্রে এইপ্রকার বহুবিধ বিচিত্র বিচিত্র পুরুষ বিদ্যমান আছেন। কিন্তু অর্থে প্রয়োজন নাই, এমন পুরুষ পরিলক্ষিত হয় না। যে ব্যক্তি ভরণীয় পোষ্যদিগকে, ভোগদানে যত্নে প্রতিপালন করেন, এবং শত্রুগণকে দণ্ডদ্বারা সর্ব্বদা শাসনে রাখেন, ইহ সংসারে তিনিই অর্থবান ব্যক্তি। ফলতঃ, আমার মতে অর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এত দূর কহিয়া পার্থ কহিলেন মহারাজ! আমার মাদৃশ

অভিমত তাহা প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে নকুল ও সহদেবের বাক্য শ্রবন করুন।

অনন্তর ধর্ম্মার্থ কুশল মাদ্রী নন্দন নকুল ও সহদেব কহিতে লাগিলেন—হে মহারাজ! মনুষ্য আসীন, শয়ান, স্থিত বা বিচরণ-কারী হউক না কেন, সর্ব্বাবস্থায় নানা প্রকার উপায়ে অর্থ সংস্থানে দৃঢ়তর যত্নবান্ হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। মহারাজ! এই দুর্লভ পথে, প্রিয় পদার্থ অর্থ হস্তগত হইলে, সংসারের সমুদায় কামনাই চরিতার্থ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যে অর্থ ধর্ম্মসংযুক্ত এবং যে ধর্ম্ম অর্থ সংযুক্ত তাহা অমৃত। ইহাই আমাদিগের মত। হে ধর্ম্মাবতার! ইহ সংসারে অর্থ বিহীন ব্যক্তির কামনা কোথায়? অধর্ম্মী ব্যক্তিরই বা অর্থ কোথায়? এ হেতু যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ বহিষ্কৃত, লোকে তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। কেহই তাহাকে সম্ভাষণ করেনা। অতএব সংযতাত্মা মানবগণ প্রধান পদার্থ ধর্ম্মকে অবলম্বন করত অর্থ সাধন করিবেন। আমাদের এই বাক্যে যাহাদিগের আস্থা আছে তাহারা সমুদয়ই লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে ধর্ম্মাচরণ পরে ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থোপার্জ্জন, পশ্চাৎ কামনার সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বলিয়া নকুল ও সহদেব বিরত হইলেন।

তদনন্তর ভীমসেন নিজ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন কামনা না থাকিলে লোকে ধর্ম্ম অথবা অর্থ, কিছুরই চেষ্টা করিতনা। অথবা কামনা সাধনের ও প্রয়াস পাইতনা। অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পদার্থ বলিয়া গণ্য। ক্ষু মুণাশী বায়ু সেবন কারী সংযতচিত্ত ঋষিগণ কামনা সংযুক্ত হওয়াতেই সমাহিত মনে তপস্যা করিয়া থাকেন। কামনা প্রভাবেই শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ, বেদ, উপবেদ, শিক্ষার পাঠ প্রভৃতি সমুদায়ই প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। বণিক্, কৃষীজীবী, গোপালক, কারুকর, শিল্পী, দৈবকার্য্য কারী প্রভৃতি সকলেই কামনা প্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। কাম প্রভাবেই লোকে সমুদ্র গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। কামই বহুবিধ আকার ধারণ করিয়া সংসারকে চালিত করিতেছে, এবং জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! আপনি অবধারিত জানিবেন যে, জীবগণ কামনা শূন্য হইয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেনা। থাকিবে না—বা পূর্ব্বে কখন ছিলও না। হে মহারাজ! কামনাই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে জানিবেন।

সুধীর ভীমসেন পুনরপি কহিলেন,—যেমন দধি অপেক্ষা নবনীত, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প এবং ফলই উৎকৃষ্ট সেইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কুসুমের সার যেমন মধু, কামই সেইরূপ ধর্ম্মার্থের সার। কামই ধর্ম্মার্থের যোনি ও আত্মাস্বরূপ। ইহ সংসারে কামনা না থাকিলে কোন ব্রাহ্মণই দান গ্রহণ করেন না; এবং কামনা বিহীন হইলে, কেহই ব্রাহ্মণগণকে দান করে না কামনা না থাকিলে বিবিধ চেষ্টাও থাকে না। অতএব ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ।

মধ্যম পাণ্ডবের কথা গুলিন মহারাজ যুধিষ্ঠির মনোযোগ সহকারে কর্ণগোচর করিতেছিলেন। ভীমসেন কহিতে লাগিলেন, হে

মহীপতে! লোকে, কামনা প্রভাব বশতঃই বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার বিভূষিতা প্রমদা দিগের সহিত বিহার করিয়া থাকে। বাস্তবিক, কামনাই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষসাধন করিতেছে। হে ধর্ম্মনন্দন! আমার এইরূপ ধর্ম্মার্থকামের সিদ্ধান্তের প্রতি আপনি বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ করিবেন না। বাস্তবিক বলিতে কি. সাধুগণ আমার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পরম অনৃশংস সার বাক্যের প্রতি অবশ্যই সমাদর করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কামনা সমস্তই তুল্যরূপে সেবনীয় বলিয়া জানিবেন; যে মানব উহাদিগের মধ্যে একটীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি অতীব জঘন্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত তিনটী বস্তুর মধ্যে যে মানব দুইটীর প্রতি ভক্তিভাব সম্পন্ন হয়, তাহাকে সুদক্ষ এবং মধ্যম স্থানীয় কহা যাইতে পারে। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামনা এই ত্রিবর্গের প্রতি ভক্তিভাব সম্পন্ন হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ। চন্দন-চর্চ্চিত বিবিধ-পুষ্প মালা বিভূষিত মহাবীর, প্রাজ্ঞ, হৃদয়বান ও ধীর ভীমসেন, কামনার এবম্প্রকার প্রশংসা করিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ মহামতি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সকলেরই অভিমত ক্ষণকাল পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদায় ব্যক্তির বাক্যই অসার বোধ হওয়াতে বলিলেন,—তোমরা সকলেই সংশয় রহিত; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যজ্ঞ। তোমরা সকলেই একে একে আমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলে, আমি যত্নসহকারে তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য কহিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—যে মহাত্মা পাপ অথবা পুণ্যানুষ্ঠান করেন না, যিনি ত্রিবর্গের কিছুমাত্রও অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি কোন দোষেই লিপ্ত নহেন, তিনি ধর্ম্মার্থকাম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ইহলোকে সমুদায় জীবই জন্ম, মৃত্যু জরা ও বিকারের বশীভূত। লোকে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দুরতিক্রম্য যন্ত্রণায় বারংবার নিপীড়িত হইয়া, মোক্ষেরই প্রভাব কীর্ত্তন করে। কিন্তু মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা অবগত নহি; ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারের মায়ামোহে দৃঢ় আবদ্ধ, তাহারা কদাপি মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না। আর যাহারা ইহ সংসারের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। অতএব কাহাকেও প্রিয় বা অপ্রিয় জ্ঞান করিতে নাই। আমি যাহা কহিলাম ইহাই সার। প্রকৃতপক্ষে দেখিলে ইহ সংসারে কেহই বিলীন ভাবে কার্য্যক্ষম নহে। বিধাতা-প্রেরিত হইয়াই সকলে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। বিশ্বপতি বিধাতা তাবৎপ্রাণীকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। অতএব তিনিই সর্ব্ব শক্তিমান। ফলতঃ, যখন ত্রিবর্গ বিহীন হইয়াও মানব মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন আমার মতে সেই পক্ষেই যত্নবান হওয়া শ্রেয়ঃ।

বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহামতি যুধিষ্ঠির এই সারবাক্য কহিলে, ভীমার্জ্জুনাদি সকলেই তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীতহইয়া, যুধিষ্ঠিরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। সকলেই ধর্ম্মরাজের সেই সিদ্ধান্ত

বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সর্ব্বজনপ্রিয় মহামনা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বস্ত ভ্রাতৃবৃন্দের এবং অন্তরঙ্গ আত্মীয় দিগের যথেষ্ট গৌরব বর্দ্ধন পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিলেন। (ক)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা।

(ক) ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অর্থ মধ্যম ও কামনা অধম। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ ও কামনাদ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে এবং ধর্ম্মপ্রভাবে আমরা রিপুগণকে দমন করি। বিদুরের এই উত্তরই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের প্রকৃষ্ট মীমাংসা। মাদ্রীনন্দনদ্বয় এই মীমাংসার পক্ষপাতী। পার্থের অর্থ ও ভীমের কামনা শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিতে পারে না। স্বয়ং যুধিষ্ঠির নিজের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মোক্ষ মার্গের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উত্তরও ঠিক হয় নাই।

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

প্রতিদান। ১

শারদ কৌমুদীস্নাত সুপ্তধরাতল,
মুখরিত বেলাভূমি চলোর্ম্মিঝঙ্কারে।
একাকী ভাসিছে শশী স্তব্ধব্যোমতল,
উর্দ্ধেধায় অম্বু-রাশি শৈলের আকারে।১
গভীর গর্জ্জনেধায় উদ্বেলসাগর,
শুভ্রফেণ বিমণ্ডিত সান্দ্রস্তূপাকার।
অন্তহীন নীলাম্বুর বক্ষে ধরাধর,
রজত ধারারমাঝে উদ্দাম আকার॥২
অসংখ্য খদ্যোতকুল নবদূর্ব্বাদলে,
সুষুপ্ত নিশীথে তারা অতি মনোহর।
হেমতি কৌমুদীজালে বিচিমালা খেলে,
স্নেহবদ্ধ-পরস্পর যেন সহোদর॥৩
স্থির ধীর অচঞ্চল নিস্পন্দ অটল,
ধরণীর আবরণ উর্দ্ধে নীলাকাশ।
ভাবমুগ্ধ ভাষাহীন উদার সরল,
ধরিয়াছে দিপ্তিমান্ হিমাংশু বিকাশ॥৪
অদূরে বিশাল তনু ঘন ঘনাকার,
পর্ব্বত বিটপীসহ সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে।
নবকিশলয় শাখা পুষ্পফলভার,
ঘন নীলিমার বুকে গিয়াছে মিশায়ে॥৫
চিত্রিত-বিহগকণ্ঠ মধুর কাকলি,
(স্বপ্নশ্রুত স্মৃতিশেষ সঙ্গীত লহরী)
সাগর গর্জ্জনেমগ্ন নির্ব্বাক সকলি,
দূর প্রতিধ্বনি রবে মুখরা শর্ব্বরী॥৬
যৌবনের অবসানে স্থির মনোভাব,
চিন্তাকুল মনে বসি শোকতপ্তপ্রাণ।
"পূর্ণনাহি হল আশা গেলনা অভাব"
কহিল বিষাদে বৃদ্ধ "কোথা প্রতিদান"॥৭
"অবিরাম প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীসম,
যাবচিন্তা গ্রাসিয়াছে সমস্ত জীবন।

যারতরে তরুতল এবে গেহ মম,
ফুল্ল বসুন্ধরা মোর শ্মশান কানন ॥৮

"যার রূপে আলোকিত সমস্ত ভুবন,
ফুলে ফুলে যারছবি হেরি অচঞ্চল।
যারশ্বাস বহিতেছে মলয় পবন,
পূর্ণ শশধর মুখ অম্বর অঞ্চল ॥৯

"জীবনের শান্তিময়ী প্রেম-নির্ঝরিণী
হৃদাকাশে ধ্রুবতারা নয়নের জ্যোতিঃ।
কোথা সে গিয়াছে চলি সে যে একাকিনী।
সুদূর কোথায়গেছে সে যে ভীরুমতি ॥১১

"নশ্বর দেহেরভার ছেড়েছ তোমার,
সেইসাথে মমভার কেটেছ কি সখি?
দেহমুক্ত সত্যবিন্দু তুমি যে আমার,
ত্রিভুবন তোমাভরা দেখিচন্দ্রমুখী ॥১২

"অবিরাম হাহুতাশ মর্ম্মভেদী শোক,
অবিরাম অশ্রুধারা নিশ্বাস গভীর।
পশেনা কি যেথা তুমি কোথা সেই লোক
ঐ বারিধির পারে আছে তার তীর? ॥১৩

"স্থূলদেহ শক্তিহীন ব্যোম সন্তরণে,
নতুবা হেথায় পড়ি কে করে ক্রন্দন।
দেখিতাম কোথা তুমি ভুলেছ কেমনে,
ভুলিতাম শোক তাপ হেরিয়া আনন ॥১৪

"বিজলীর মত ঐ নীলমেঘ গায়,
পারনাকি একবার দেখা দিতে তুমি।
পারনাকি শান্তিদিতে এই অভাগায়,
পারনাকি তুলেনিতে হতে মর্ত্ত্যভূমি ॥১৫

"পারনাকি আবরিতে এনয়ন মম,
নিদ্রার কোমলকরে গভীর নিশীথে।
পারনাকি নিবারিতে হৃদয়ের তমঃ,
স্বপনে তথায় পশিক্ষণ আচম্বিতে ॥১৬

"ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ জীবনে আমার,
যারতরে বিন্দু বিন্দু হৃদয় শোণিত।
ত্যজিলাম অশ্রুরূপে, প্রতিদান তার
বিস্মৃতি উপেক্ষা প্রিয়ে তার সমুচিত?" ॥১৭

অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী রতন ভূষিতা,
দীপ্তিমান্ মণিময় কিরীটকুন্তলা।
নন্দন কুসুম-দাম হৃদেতরলিতা,
বিমান-আসীনাদেবী সম্মুখে উদিলা ॥১৮

উজলি উঠিল দিশি সেরূপ প্রভায়,
পূর্ব্বাশার দ্বারযথা উষার বিকাশে।
সম্ভাষি পুরুষবরে করুণ ভাষায়,
তুলিল মধুর তান স্তিমিত আকাশে ॥ ১৯

"অকারণে অনুযোগ এদাসীর প্রতি
করতুমি ভগ্নহৃদি হৃদয়-দেবতা।
সতীত্বের পুরস্কার মম এমিনতি,
তবপাদপদ্মদেব হৃদে মোর গাথা ॥২০

"তুমি আমি মর্ত্ত্য ব্যোম বিশ্ব চরাচর,
সকলি ত নিমজ্জিত মহাবিশ্বরূপে।
মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ আনন্দ আকর,
মেলিদেব! জ্ঞান-আঁখি হের বিশ্বভূপে ॥২১

"ঐ প্রতিধ্বনি যথা অস্তিত্ব রহিত,
শব্দহতে নাহি তারা স্বতন্ত্র জীবন।
তুমি আমি প্রতিধ্বনি সত্য বিশ্বজিৎ,
হের দেব হের দেব বুঝিবে এখন ॥২২"

অকস্মাৎঅন্তর্হিতা নীলমেঘগায়,
কোথায় চলিয়াগেলা ত্রিদিব-সুন্দরী।
সংজ্ঞাহীন স্পন্দহীন আনিরুদ্ধ প্রায়,
নীলমেঘে লগ্ন আঁখি সৈকতে শর্ব্বরী ॥২৩

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মিত্র।
পুরী।

কেমনে পাইবশান্তি। ২ (ক)

হায়, কিহ'ল কিহ'ল বলিযাপি রাত্রিদিন।
কেন, কিছুতে নাবুঝেমন বড় জ্ঞানহীন॥
দেখি, প্রতিদিন এজগতে কত আসে যায়।
জানি, কর্ম্মফলচক্রে জীব সুখদুঃখপায়॥
জানি, সংসারের সুখদুঃখ জ্ঞানীচক্ষে সম।
তবু, বুঝেও বুঝিতে নারে মূঢ়মন মম॥
আছে, জন্মান্তর সত্যবটে সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
তাই, শিশুরাও শান্তিপায় পূর্ব্বকর্ম্মফলে॥
সত্য, ব'লেছেন নিজেহরি দেহীর যেমন।
আছে, কৌমার যৌবনজরা দেহের পতন॥
হয়, সেরূপ অবস্থামাত্র দেহান্তরে স্থান।
তাই, স্থিরজানি ধীর শোকেনহে মুহ্যমান॥
কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! দেবীমায়া দুরত্যয়া কত।
তাহা, নাহ'লে কি ব্যাধশরে নিজে হন্ হত॥
দেখ, পূর্ণভগবান্ শোকেহয় মুগ্ধভাব।
যেন, দেখালেন এজগতে শোকের প্রভাব॥
মম, স্নেহের পুত্তলিকন্যা রূপেআলো করে।
যেন, ছলিবারে এসেছিল দেবী মমঘরে॥
বাছা, যন্ত্রণার ব্যপদেশে মোরে ছাড়িগেলা।
কিন্তু, মৃত্যুকালাবধি যেন সদানন্দ ছিলা॥
মোরা, কতরাত্রি অনিদ্রায় সজল নয়নে।
তার, শয্যাপার্শ্বে বসি সদাছিনু ক্ষুণ্ণমনে॥
সদা, স্মরি ভগবানে তার মঙ্গল কারণ।
ছিনু, প্রার্থনা নিরত মোরা শ্রীহরি সদন॥

(ক) বহুটী অতি শিশুজীবনে লোকান্তরে যায়। বিগত ১৩১০ সনের ২৭শে চৈত্র পূর্ণিমার দিবসে মৃত্যুহয়, উহাকে অপূর্ণ বলিয়া লোক ডাকিত। আমরা এই কবিতাটী বোধহয় গত বৈশাখমাসে পাই, আশাকরি আমাদের মুদ্রণের বিলম্ব পাঠকগণ ও কবি ক্ষমা করিবেন। সম্পাদক।

তবু, বিধি কেড়েনিল মম হৃদয়ের ধন।
তাই, খুঁকিমাও যেন মোর মুদিল নয়ন॥
খুকি, অবহেলে ত্যজি মায়া সুখনিদ্রাছলে।
যেন, সুস্থদেহে নিদ্রাহ'তে মহানিদ্রা গেলে॥
মোরা, ক্ষুদ্রবুদ্ধিজীব তাই হয়েছি বিহ্বল
হ'য়ে, শিশু কেমনে মা কাটিয়াছ মায়াজাল॥
এবে, বসন্ত হইলঅন্ত গ্রীষ্মকাল হবে।
পরে, বর্ষা শরদাদিভুঞ্জি হিম শীত পাবে॥
বাছা, কেমনে সহিবে তুমি এ সকল ক্লেশ।
তুমি, শয্যাবস্ত্রহীনহ'য়ে গেছ কোন্‌দেশ॥
মাগো, সায়ং প্রাতে হিমভয়ে কত যত্নক'রে।
ওমা, রাখিতাম দ্বাররুদ্ধ তব সুখতরে॥
বিধি, করিয়াছে এবে মোরে এমনি কঠিন।
অহো, শূন্যবক্ষে পাঠায়েছি আজ কিছুদিন॥
হায়, পাবনাকি সেই মুখ করিতে চুম্বন।
আর, ফিরে নাহি পাব সেই চাঁদমাখা ধন॥
হরি, যদিনাহি ফিরেদাও মোরপ্রাণসমে।
তারে, তবপদে রেখো যেন কোথা না জনমে॥
অহো, ভগবন্! অত্যাশ্চর্য্য তোমার মহিমা।
মোরা, কিছুনা বুঝিতেপারি তবতত্ত্বসীমা॥
বটি, অধম দুরাত্মামতি ওহে ভগবন্
কর, অধমে তারণ ভব বন্ধন মোচন॥
হায়, রেখেছ যে অত্যাশ্চর্য্য মায়ার বন্ধনে।
আহা, আর না সহিতে পারি দেহ মুক্তিধনে॥
হায়, আর যেন নাহিহয় সংসার বাসনা।
প্রভো, আর যেন নাহি ভুঞ্জি গর্ভেতে যাতনা॥
দেহ, খুঁকিমাকে চিরশান্তি চরণের পাশে।
আমি, পিতার কর্ত্তব্যবশে মাগেবড় আশে।
যেন, আর তার গর্ভবাস যাতনা না হয়।
শেষে, তবপদে যেন মোর স্থানপ্রাপ্তিহয়॥

সম্পাদক মহাশয়,   জ্ঞানবয়োবৃদ্ধিময়,

বৃথাকাজে কাটাইনুকাল।

এসংসার ভূমিহয়, বিষক্রমি কীটময়,
কেমনে ছিড়িব মায়াজাল ॥
সংসারের সুখ যত, ভুঞ্জেজীব অবিরত,
দুঃখের চরমমাত্র তাহা।
উষ্ট্রগণ কাঁটাখায়, চর্ব্বণে শোণিতবয়,
তবু ত্যজিতে না চায় উহা॥
সেইরূপ মুগ্ধমোরা, নিতান্তই হ'য়েসারা
সুধাত্যজি বিষ ভালবাসি।
পুনঃ পুনঃ আসি যাই, দিব্যপথে নাহি যাই
যেথাগেলে সদানন্দেভাসি ॥
আপনি পরমজ্ঞানী, সারতত্ত্বে মহাধনী,
নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী।
কেমনে হইবপার, এই ভব পারাবার,
মায়াজাল ছিন্নভিন্ন করি ॥
বিন্দুজ্ঞান দিয়াভিক্ষা, আমাকে করুনরক্ষা,
অসহায় ঘুরে ঘুরে মরি।
কি করিব যাব কোথা, শান্তিধন পাব কোথা,
যাতনায় ছট্ ফট্ করি ॥ (খ)

শ্রীহরিহর ঘোষবর্ম্মা।

(খ) অগ্নিহোত্রী মহাশয়! আপনাকে উপদেশ দেই এমন সামর্থ্য আমার নাই। তবে মহর্ষি বলিয়াছেন—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

আপনি জীবব্রহ্ম, সংসারের ভোক্তা নহেন, সাক্ষীস্বরূপ রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি দেখিবেন। আনন্দময় পরলোকের দ্বার যে মৃত্যু খুলিয়াদেয় সে মৃত্যু ও আনন্দময়; অধিক আর কি বলিব। সম্পাদক।

বাল-বিধবা। ৩

অনাঘ্রাত নিবেদিতা সেফালিকাফুল
বালিকা বিধবাসতী এ বিশ্বে অতুল।
দেবপদ ভ্রষ্ট পূত নির্ম্মাল্যের প্রায়
সংসার মন্দিরেবালা লুণ্ঠিত ধরায়।
অনাসক্ত যোগরত যোগিনীরপ্রাণ
যাপিতেছে আজীবন পতিপদ ধ্যানে।
বালব্রহ্মচারিণীর মূরতি মধুর,
শুদ্ধশান্ত চিত্ততার ভকতি প্রচুর।
ভেদজ্ঞান নাহি তার নাহি আত্ম-পর,
ভাবে পতি পুত্র তার বিশ্ব চরাচর।
অপূর্ব্ব পবিত্রমূর্ত্তি স্নেহের-আধার,
এ বিশ্ব আবরিয়াখে বুকে আপনার।
পতির পবিত্রস্মৃতি বুকে আবরিয়া,
নিরন্তর ধ্যায় সতী জীবন ভরিয়া।
সাধক দেখেনিতার দেবতা কেমন,
তবু তার স্মৃতিসুখ পবিত্র মিলন।
গড়িয়ে কল্পিত মূর্ত্তি হৃদে আপনার,
ভকত তাঁহারিধ্যানে মগ্ন অনিবার।
তেমতি শৈশবে বালা দেবতা তাহার,
স্বপনে দেখেছে কিংবা ভুল কল্পনার।
সেই কল্পনারসৃষ্টি স্বপন-মূরতি,
আঁকিছে বালিকাপ্রাণে ক্ষীণসুখস্মৃতি।
পূজে বালা সেইমূর্ত্তি ধ্যায় দিবা নিশি,
গোপনে আপনমনে বড় ভালবাসি।
হেনপূত অনাশক্ত মূর্ত্তি করুণার,
ত্যাগমন্ত্রে অভিষিক্ত নাহিবিশ্বে আর।
পরসেবা অনুরক্ত চির-তপস্বিনী,
নরকুলে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রদায়িনী।
পবিত্র জীবন বঙ্গে বাল-বিধবার,
পরাগে সৃজিতওই মূর্ত্তি বিধাতার।

কভু ক আদর বিশ্বে নির্ম্মাল্যের ন্যায়,
পবিত্র কুসুম যেন না লুটে ধরায় ॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

দুঃখিনী। ৪

জীর্ণবাস শীর্ণদেহ কোঠরে নয়ন,
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ মলিন বদন।
তৈলহীন কেশগুচ্ছ রুক্ষ শণ প্রায়,
রাজপথে কাঙ্গালিনী যাচিয়া বেড়ায়।
কতদিন অনশন অর্দ্ধাশনে তার,
রক্ত মাংশ শূন্য তনু অস্থিমাত্র সার।
ক্ষুধা ব্যস্ত ভয় ত্রস্ত দীনা অনাথিনী,
বায়ু ভরে ভাঙ্গি পড়ে মৃদুল-গামিনী।
বৈশাখের ঝড়-বৃষ্টি প্রচণ্ড তপন,
উদর-জ্বালায় সব করি উল্লঙ্ঘন।
ফিরে বামা ধনী-দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা তরে,
যাচে কঙ্কালের হস্ত তুলি' সকাতরে।
অভাগী শুনে না কভু সুমধুর বাণী,
কাঁদে না দুঃখিনী-দুঃখে এ বিশ্ব-পরাণী।
অর্দ্ধচন্দ্র দানে কিংবা কর্কশ বচনে,
দূরকরি' দেয় গানে হেন দুঃখি জনে।
লক্ষ্মী-পুত্র গৃহে যদি করে পদার্পণ,
মুক্ত হস্তে তাঁর সেবা করে গৃহিগণ।
অক্ষুধায় দেয় মুখে ক্ষীর সর ননী,
এমনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বিপুলা ধরণী। (ক)

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

বাসনা। ৫

তোমার এ আর্য্যাবর্ত্তে, জীবন-আবর্ত্তে ঘুরি,
যেন আমি আসি বার বার।
সর্ব্বকর্ম্ম বিরহিত, জড়-সম-মৃত্যু, প্রভো,
সেত নয় কাঙ্ক্ষিত আমার ॥১
অশ্রান্ত গতির মধ্যে, আমি সদা চাহি স্থিতি,
এক জন্ম শেষ নহে কার।
নহে ভোগ শুধু ত্যাগ, ত্যাগের বিমলানন্দে,
কর্ম্ম মোর পরউপকার ॥২
ধরার কর্ত্তব্য যত, তব কর্ম্ম মনে করি'
অনুদিন সাধিব নীরবে।
সর্ব্ব কোলাহল মাঝে, আত্মা সদা রবে মগ্ন,
তব-যুগ্ম-চরণ-রাজীবে ॥৩
আজ যাহা পারি নাই, জন্মে জন্মে উদ্‌যাপিব,
এক মনে সে মহাসাধনা।
সংসারের শোক দুঃখ, বহিয়া আনিবে প্রাণে,
শান্তি-ভরা-তোমারি সান্ত্বনা ॥৪
হৃদয় কমলাসনে, যে দিন হেরিব প্রভো!
সুমঙ্গল তব অধিষ্ঠান।

(ক) আমরা দানসেবা বঙ্গে প্রায় দেখি না। কলিকাতার ন্যায় মহানগরে কাঙ্গাল ভোজন জন্য কোনও গৃহ নাই। কায়স্থগণ লক্ষলক্ষ মুদ্রা শিক্ষাবিভাগে দিতেছেন, কিন্তু কাঙ্গালের জন্য একটী কপর্দ্দক কেহ দেন না। বঙ্গদেশে সাত্ত্বিক দান নাই কেবল নামের জন্য তামসিক দান। কাঙ্গাল সেবা করিলে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মহারথীগণ বলেন উহাতে দরিদ্রতা (pauperism) বৃদ্ধি পাইবে। হায়! হায়! এই জঘন্য শিক্ষা হিন্দুকে কে দিল? ঋষিগণ তারস্বরে আকুমোরকা হিমালয় প্রকম্পিত করিয়া বলিয়াছেন— "দরিদ্রাণ্ ভরকৌন্তেয়।" সম্পাদক।

দেবতা গো, সে মুহূর্ত্তে, তোমার চরণ তলে
হয় যেন মোর অবসান ॥৫

শ্রীহরিদাস গুহ দেববর্ম্মা
বেতিলা

প্রাণকথা।

(১)

যাঁহার প্রসাদ-লব্ধ এ শরীর-মন,
করিনু তাঁহার কার্য্যে আত্মসমার্পণ।
ক্ষুদ্র আমি, অণু আমি, নাহিক সম্বল,
তাঁহার রাতুল-পদ ভরসা কেবল ॥

(২)

এ সংসার নহে কভু নিত্য নিকেতন,
পান্থশালা সম ইহা বিশ্রাম ভবন। (খ)
অবথা মজিয়ে মোহে হইয়ে আকুল,
অসারেই সারভাবি করিতেছি ভুল ॥

(৩)

মায়াময় এ সংসার নিশার-স্বপন,
মরুভূমে মরীচিকা যথা প্রলোভন।
ভ্রমে তাহে বন্ধুরূপী যত দস্যুদল,
বিভুপদ 'ওয়েসিস' ভরসা কেবল ॥

(৪)

জগত শরণ প্রভু পতিতপাবন,
লভিবারে তাঁর পদ নাহি আকিঞ্চন।
মোহে ভুলি ভজি সদা কামিনী-কাঞ্চন,
আপনারে বিজ্ঞ ভাবি করি আস্ফালন ॥

(৫)

বিশ্বনাথ! এই বিশ্ব বিষের আধার,
তব পদ তাহে শুধু সুধার ভাণ্ডার।
ও পদ-পঙ্কজ-মধু হয়ে মধুকর,
পান করিবারে যেন পাই নিরন্তর ॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

শূদ্রাচারী কায়স্থের প্রতি।৭

কায়স্থ!
তুমি আর্য্যবংশ, আর্য্যের নন্দন,
তবে কেন হীন-প্রায়,
অঙ্গে শূদ্রত্ব কালিমা করেছ লেপন?
ছিছি মুছে ফেল শূদ্রত্ব কালিমা.
লজ্জা ভয় নাহি হায়,
হইয়াছ শিবা প্রায়,
তুমি যে সিংহের জাতি বিদিত ভুবন!
ক্ষত্রিয় কুমার হয়ে,
শূদ্রত্ব পসরা লয়ে,
ভ্রমিতেছ দ্বারে দ্বারে,
এর চেয়ে অপমান কিবা আছে আর?
এছার জীবনে বল কাজকি তোমার।
ডুবাও গভীর জলে শূদ্রত্ব কালিমা,
হৃদয়ে অঙ্কিত কর ক্ষত্রিয়মহিমা।
নিভে যাক্ শূদ্রত্ব আগুন,
নব-বহ্নি জ্বালিয়া আবার,
সাক্ষী করি দেব হুতাশন।
আর্য্য-চিহ্ন ব্রহ্ম-সূত্র করহ ধারণ,
দেব বংশে জন্ম লয়ে,
চিত্র গুপ্ত সুত হয়ে,
হইয়াছ ব্রাহ্মণের গোলাম নফর।

(খ) অথবা কর্ম্মক্ষেত্র সম ইহা অশ্রান্ত কর্ম্ম। সম্পাদক।

ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতুমি ক্ষত্রিয় প্রবর। (গ)
জিজ্ঞাসিলে কহ এবে,
ঘোষ দাস বসু দাস,

(গ) চাতুর্ব্বর্ণ, সৃষ্টিহইবার আগে সর্ব্ব প্রথমে ক্ষত্রিয় সৃষ্টিহয় তাই ভীষ্ম শান্তিপর্ব্বে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনং।"

ক্ষত্রিয়, লোক-শ্রেষ্ঠ ও অবিনাশী পরশুরামের নিক্ষত্রিয় একটা প্রলাপ মাত্র।

সম্পাদক।

কোথায় শিখিলে কহ কেন মিথ্যাভাষ
এ যন্ত্রণা সহে কিগো প্রাণে।
ক্ষত্রিয়ের তুল্য জাতি নাহিক ধরায়,
যেনে শুনে তবে কেন হায়,
হইয়াছ মৃত প্রায়।
জাতি ধর্ম্ম রাখিবার তরে,
হও সবে আগুয়ান্।
স্বধর্ম্মে নিধনো শ্রেয়ঃ কহিলেন ভগবান্।

শ্রীদাশরথি দেববর্ম্মণঃ।
হাঁসপুখুরিয়া।

শূদ্র ও কায়স্থ।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পূজ্যপাদ রংপুরের চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীল রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয় লিখিতেছেন—

অধুনা আমাদের প্রধান কার্য্য ধর্ম্মপ্রচার। মনু বলিয়াছেন—

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুঃ দানমেকং কলৌযুগে॥

কলিযুগে আমাদের দানই প্রধান কর্ম্ম। দানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ধর্ম্মদান, "প্রতিভা" যে কার্য্যে আজি নিযুক্ত আছে। দ্বিতীয় বিদ্যা-দান, তৃতীয় প্রাণদান ও চতুর্থ অন্নদান। এই প্রবন্ধে কায়স্থ ও শূদ্র জাতির ধর্ম্ম কি তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। আশাকরি বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি চিত্রগুপ্তের স্বধর্ম্ম পরিপালন করিবেন।

১। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে তথাবেদের সর্ব্বত্র আর্য্য বা সুর এবং অনার্য্য বা অসুর বা দস্যু বা দাসবলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই দাস বর্গ ঋগ্বেদে ১।১৩০।৮০,৯।৭১।১৭, ২।২০।৭,৪।১৬।১০, এবং ৭।৫।৩ ইত্যাদি সূক্তে কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার। আর্য্যগণ ইহাদিগকে শূদ্র বা অনার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে ইহারাই শূদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (পুরুষসূক্তের বর্ণোৎপত্তি বচন দ্রষ্টব্য)

২। ঋগ্বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—

"দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্দাসমুপক্ষয়পায়তাম অধরং নিকৃষ্ট মহুরম্।"

অর্থাৎ যাহারা অনার্য্য এবং কদাকার তাহারাই শূদ্র বা দাস।

৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আছে—

দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ। অসুর্য্যঃ শূদ্রঃ।

অর্থাৎ যাহারা অসুর বা অনার্য্য তাহারাই শূদ্র।

"আর্য্যা ত্রৈবর্ণিকঃ অনার্য্য শূদ্র॥" শূদ্র মূলতঃ অনার্য্য জাতি।

৪। অমরকোষে—

আর্য্য সৎকুলোদ্ভবঃ। এবং

"শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।"

৫। বাচস্পত্যাভিধানে—

কর্ত্তব্যমাচরণ কাম মকর্ত্তব্যমনাচরণ্।

তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বৈ "আর্য্য" ইতিস্মৃতঃ॥

৬। শূদ্রঃ—শুচ (to purify or cleanse) রক্ (affix) the vowel made-long and চ changed into, দ wilson.

৭। শূদ্রঃ—শুচ, রক্ পুং চস্যদঃ দীর্ঘশ্চ।
ইতি শব্দস্তোম মহানিধি। (ক)

৮। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক বিশেষ প্রণিধান করিলেও শূদ্র যে অনার্য্য তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ।"

বর্ণ না বলিয়া জাতি বলিবার কারণ আছে। তদ্ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণ কিম্বা জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজ (অর্থাৎ আর্য্য) চতুর্থ এক জাতি শূদ্র। (খ)

৯। এই জন্যই পরাশর বলিয়াছেন—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জলন্তমপি পাতয়েৎ॥"

১০। আর্য্য বা দ্বিজগণ এই শূদ্র বা অনার্য্য জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ভগবান্ মনু দশম অধ্যায়ের ১২৫ শ্লোকে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

"উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥"

উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণবস্ত্র এবং শয়নজন্য খড় বা বিচালি দিবে যেমন গরু ঘোড়াকে দিয়া থাকে।

১১। আরও বলিতেছেন—ঐ অধ্যায়ের ১২৬ শ্লোকে

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥"

অর্থাৎ সংস্কারহীন বশতঃ শূদ্রের কোনধর্ম্মে অধিকার নাই।

১২। মহর্ষি উশনাও শুক্রনীতি স্মৃতিতে বলিয়াছেন—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণোযোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥"

গ্রামপতি ব্রাহ্মণকে, লেখক কায়স্থকে, শুল্কগ্রাহী বৈশ্যকে এবং প্রতিহার শূদ্রকে করিবে। ক্ষত্রিয়স্থলে কায়স্থ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) শুচাং শোকং দ্রবতি=শূদ্রঃ। অর্থাৎ শোক ও মনস্তাপে পূর্ণ যুদ্ধ হইতে যে পলায়ন করে (coward) সম্পাদক।

(খ) শূদ্র ৪র্থ বর্ণ, উহা নিম্নজাতীয় এক-জাতি অর্থাৎ এক জন্মা, দ্বিজন্মা নহে। পঞ্চম বর্ণ নাই, উক্ত চারিবর্ণ ব্যতীত যে অন্যান্য জাতি আছে তাহারা বর্ণসঙ্কর অন্তর্গত। কেহ কেহ কায়স্থকে পঞ্চম বর্ণ অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে ক্ষত্রিয়বিদ্বেষ। সম্পাদক।

১৩। মনু ৮ম অধ্যায় ৮১ শ্লোকে—বলিয়াছেন শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ কি কোন ব্রতের আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে গমন করিবে; শূদ্র আর্য্য হইলে এরূপ হইত না।

১৪। আশ্বলায়ণ শ্রৌত সূত্রানুযায়ী গোত্রপতি ভৃগুআদি সপ্ত ঋষি। শূদ্রগণ আর্য্য গোত্রস্থ নহে। কারণ আর্য্যগোত্র এবং প্রবরমালা আর্য্যবংশোদ্ভব ব্যতীত অন্যের থাকিতে পারে না। কায়স্থ আর্য্যগোত্রস্থ।

১৫। "পদ্মপুরাণের"মতে (পাতালখণ্ড)

"অনেক ব্যবহারস্থ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রবৈ।
তেষামুত্তমতাংযাযাৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥"

অর্থাৎ অনেক ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয় মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অক্ষরোপজীবী কায়স্থ।

১৬। বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ডে আছে—

"অসিনা রক্ষিতংরাজ্যং মস্যাদি স্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ মযাকিল।"

অর্থাৎ অসিদ্বারা রাজ্য রক্ষিত হয়, মসী রাজ্য স্থাপনার্থ আবশ্যক, এতদুভয়ই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম। রাজ্যরক্ষার্থে অসির যেরূপ প্রয়োজন, রাজ্য পালনার্থে লেখনীরও তদ্রূপ প্রয়োজন।

১৭। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—(১।৪।১১।)

"যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমোরুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমোমৃত্যুরীশানঃ। অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম প্রভৃতি দেবতা ক্ষত্রিয়। এই যমই চিত্রগুপ্ত। যমতর্পণ মন্ত্রে তাহা দ্রষ্টব্য।

১৮। যমতর্পণ মন্ত্রে ক্ষত্রিয় দেবতা যমের ১৪ শটি নাম

"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

১৯। মহর্ষি উশনা বলিয়াছেন (৩।৮ উশনঃ সংহিতা)

"চিত্রগুপ্তবলিং দত্বা তদন্নং পরিবিচ্য চ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ॥"

অর্থাৎ ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক জলদ্বারা ভোজ্যান্ন বেষ্টন করিয়া পরিষেচন মন্ত্র পাঠান্তে চিত্রগুপ্তকে অন্নবলি দিবে। পরে সেই অন্ন অশন করিবে। চিত্রগুপ্ত দেবক্ষত্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট ও উক্ত প্রকারে সম্মানিত ও পূজিত হন

২০। বেদান্ত সূত্রের ১ম অধ্যায় ৩য় পাদে আছে—

"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরশ্চ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"
অর্থাৎ চৈত্ররথের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়াতেই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এই চৈত্ররথ চিত্রগুপ্ত তনয় চিত্ররথের পুত্র।

২১। ভবিষ্যপুরাণে আছে—(বাচস্পত্যাভিধান ধৃত)

"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাস্সৃজস্ব ভোঃ পুত্র? ভুবিভার সমন্বিতাঃ।"

ব্রহ্মা বলিয়াছেন হে পুত্র! তুমি কায়স্থ সংজ্ঞায় চিত্রগুপ্ত নামে জগতে খ্যাত হইবে এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই যথাবিধি পালন করিয়া ভূভার সমন্বিত প্রজা উৎপন্ন করিতে থাকিবে।

২২। গরুড়পুরাণে আছে—(প্রেতকল্প ৭ম অধ্যায়)

"রুদ্রঃ সংহারমূর্ত্তিশ্চ নির্ম্মিতো ব্রহ্মণাততঃ।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্ট শ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥"

অর্থাৎ রুদ্র সংহার মূর্ত্তিতে সমস্ত সংহার করিলে ব্রহ্মা পুনরায়, চিত্রগুপ্ত সংযুত ধর্ম্মরাজ ও সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন।

২৩। গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে ১২শ অধ্যায়ে আছে—

চিত্রগুপ্ত পুরংতত্র যোজনানাস্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥

বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্ত পুর, সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করেন। কায়স্থ দেব-ক্ষত্রিয় না হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পাপপুণ্যের বিচার ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইত না।

২৪। স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডের ১২৬ অধ্যায়ে

"স চিত্রগুপ্তনামাভূদ্বিশ্বচারিত্র লেখকঃ।"

সেই চিত্রগুপ্তই সংসার-চারিত্র লেখক।(গ)

২৫। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ১২৫ অধ্যায়ে; মৎস্য পুরাণের ৯৩ অধ্যায়ে; গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডের ৭মঅধ্যায়ে এই চিত্রগুপ্ত দেবেরই পূজার বিধান আছে।

২৬। স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্তবর্ণ কি জাতি ক্ষত্রিয় রাজ কন্যার পাণি প্রার্থী হইতে পারেনা। আদিত্য, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি দেবতাগণ দময়ন্তীকে নলরাজার অনুরাগিনী জানিয়া, নলরাজার বেশ ধারণ পূর্ব্বক দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলে দময়ন্তীর সখী ছদ্মবেশী দেবগণকে চিনিতে পারিয়া দময়ন্তীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, উত্তর নৈষধ চরিতে স্বয়ম্বর সভাস্থ চিত্রগুপ্ত দেবের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়:—

(১৪শ সর্গ)

দৃগ্‌গোচরংভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধংতু পত্রস্যমসীদ একো মসের্দ্ধ চোপরি পত্রমস্থঃ।

অর্থাৎ অনন্তর চিত্রগুপ্ত দৃষ্টি গোচর হইলেন। ইনি কায়স্থ এবং উচ্চগুণ যুক্ত। একমাত্র ইনিই ঊর্দ্ধকপাল রূপ পত্রে মসীদান করেন ইনি মসীর উপর জয় পত্র দিয়াছেন। এস্থলেও কায়স্থ চিত্রগুপ্তই ক্ষত্রিয় যম রাজ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়াই মহাত্মা শ্রীহর্ষ, ইন্দ্রাদি ক্ষত্রিয় দেবগণের সহিত ক্ষত্রিয় রাজকন্যা দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থীরূপে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে কায়স্থজাতির স্থান যে অতি উচ্চ ছিল তাহা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

২৭। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম, মধ্যভারত, বেহার, বঙ্গ ও উড়িষ্যাতে বাস করেন। বঙ্গ ব্যতীত সর্ব্বত্র কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারী। ১০ম বা ১১শ বৎসরে ইহাঁদের পুত্রাদির উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে এবং দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে ক্ষত্রিয়াচারী

(গ) শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্তদেবের বংশধর কায়স্থ জাতিকে যে সকল ব্রাহ্মণগণ বিদ্বেষ করেন মরণান্তে তাঁহাদের কি প্রকার নরকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তহা একবার সেই সেই ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিবেন।

সম্পাদক।

চান্দ্রসেনী কায়স্থগণ বাস করেন। চৈত্রগুপ্ত কায়স্থগণ সূর্য্যবংশীয় ও দাক্ষিণাত্যের কায়স্থগণ চন্দ্রবংশীয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অধ্যাপকগণ সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-বিবরণ না জানিয়া কায়স্থ শূদ্র সচ্ছূদ্র ইত্যাদি বলেন ইহারা সকলেই কৃপার পাত্র।

২৮। মেধাতিথি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

রাজাগ্রহার শাসনাস্তেক কায়স্থহস্ত-লিখিতাস্তেব প্রামাণী-ভবন্তি।" অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির::শাসন যাহা কেবল কায়স্থ হস্তলিখিত তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে কায়স্থ তৎকালে লেখক ছিলেন। (ঘ)

২৯। মৎস্য পুরাণের ১১৫ অধ্যায়ে কায়স্থ সম্বন্ধে :—

উপায় বাক্য কুশলঃ।সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ—
বহ্বর্থ বক্তাচাল্লেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।

হে নৃপোত্তম! উপায় বাক্‌কুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অল্পকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই রাজধর্ম্মাধিকরণের উপযুক্ত লেখক।

৩০। গরুড় পুরাণের ১১২ অধ্যায়ে কায়স্থ সম্বন্ধে:—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী-হ্যেব সাধুঃস লেখকঃ।।"

যিনি মেধবী, বাকপটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী-সেই সাধুই লেখক।

৩১। শূলপাণি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম অধ্যায়ের টীকায় কায়স্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

"কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ ॥"

অর্থাৎ রাজসম্বন্ধ প্রযুক্ত কায়স্থগণ প্রভাবশালী।।" ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে কায়স্থগণ রাজবংশীয়।

৩২। সোমদেব "কথাসরিৎসাগরে" বলিয়াছেন :—

"কায়স্থোহি করোত্যেকো ব্যাপারং
ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখত্যাৎ পুংসয়তিচ ক্ষণাৎ বিশ্বংকরস্থিতম্ ॥"

কায়স্থ এককই ব্রহ্মা ও রুদ্রের কার্য্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণ কাল মধ্যে করস্থিত সমস্ত বিশ্বলোপ করিতে পারেন। অর্থাৎ শাস্ত্রে উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত তাঁহার ইচ্ছাধীন।

৩৩। কহ্লণ-ভট্ট বিরচিত কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় ৫২৭ শকে অশ্বঘোষ বংশীয় কায়স্থ নৃপতি কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করেন।

"অশ্বঘোষ-কায়স্থকূলে দুর্লভ বর্দ্ধনম্।
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি
প্রথাম্।।"

মহারাজ দুর্লভ বর্দ্ধন হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত ১৬ জন কায়স্থ নৃপতি ২৬১ বৎসর রাজত্ব করেন। মহারাজ দুর্লভবর্দ্ধন গোনন্দ বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা বলাদিত্যের কন্যা অনঙ্গ

(ঘ) মিতাক্ষরাকার তদীয় ব্যবহার অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

শ্রুত্যধ্যয়ন সম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকোদ্বিজাতি,
স্তৎসাহচর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতি।

কায়স্থ লেখক যে দ্বিজাতি তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। সম্পাদক।

লেখাকে বিবাহ করেন। কায়স্থরাজ জয়াপীড় কাশ্মীরের একজন প্রবল পরাক্রান্ত-দিগ্বিজয়ী মহাবীর এবং সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী-ছিলেন। পাণিনিসূত্রের কাশিকা নাম্নী বৃত্তি পাঠে জানা যায় যে তিনি চতুর্ব্বেদেই সুপণ্ডিত ছিলেন। জয়াপীড় ও মহারাজ তারাপীড়ের নাম "কাদম্বরীতে" উল্লিখিত আছে। এই অশ্বঘোষ বংশ বঙ্গে ঘোষবংশ বলিয়া সুপরিচিত।

৩৪। মহামতি আকবরের ব্যাবস্থাসচিব কায়স্থকুল-মণি মহাবীর রাজা টোডরমল, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর দক্ষিণবাহু মহাবীর বাজিপ্রভু ও চিৎনিস বালাজী আবাজী প্রভৃতি কায়স্থ-কুলতিলকের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মহাবীর বাজিপ্রভু সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথে বিজাপুরের অগণ্য সমুদ্র-তরঙ্গবৎ দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজপ্রাণ বিনিময়ে শিবাজীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (৬)

৩৫। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে ৬ জন কায়স্থ ছিলেন।

কায়স্থ ভৌমিকগণ।

১। চন্দ্রদ্বীপে-কন্দর্পরায়, বঙ্গজ কায়স্থ।

২। যশোহরে প্রতাপাদিত্য, বঙ্গজ কায়স্থ।

৩। ভূষনায় মুকুন্দরাম রায় বঙ্গজ কায়স্থ।

৪। বিক্রমপুরে চাঁদ রায়, কেদার রায় বঙ্গজ কায়স্থ।

(৬) বাজিপ্রভু পদ্যে রচিত ৵০ মূল্যে আমরা বিক্রয় করিয়াথাকি।

সম্পাদক।

৫। দিনাজপুরে—গণেশ রায়, উত্তর রাঢ়ীয়।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঊনবিংশতি বার মোগল বাহিনীকে পরাভূত করেন। মহারাজ প্রাতাপাদিত্যের ন্যায় কায়স্থ কুলরত্ন সীতারামের বীর গাথাও বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতা কাহারও অবিদিত নহে।

৩৬। মনুসংহিতার ৯মঅধ্যায়ের ৩২২ শ্লোক প্রণিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বক পাঠ করিলেই, বঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কিজন্য একত্র আসিয়াছিলেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে। পারে। তাহাএই:—

"না ব্রহ্মক্ষত্র মৃধ্নোতি নাক্ষাত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় সমৃদ্ধ হয়না, ক্ষত্রিয় ব্যতীত ও ব্রাহ্মণ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সংমিলিত হইলেই ইহলোক ও পরলোকে ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। টীকাকার লিখিতেছেন:—
(শ্রীযুক্তপ্রসন্নকুমার স্মার্ত্তচূড়ামণি কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

"ব্রাহ্মণ রহিতঃ ক্ষত্রিয়োবৃদ্ধিং ন যাতি। এবং ক্ষত্রিয় রহিতোঽপি ব্রাহ্মণো ন বর্দ্ধতে রক্ষাং বিনা যাগাদি কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ, কিন্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়শ্চ পরস্পর সম্বদ্ধ এবেহ লোকে পরলোকে চ ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষব্যাপ্তা বৃদ্ধি মেতি॥"

৩৭। বহু পাচক ব্রাহ্মণের মুখে শুনা যায় "দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছি।" কিন্তু কোনও প্রাচীন কুল কারিকায় একথার সমর্থক কোনও বচন নাই।

৩৮। পণ্ডিত প্রবর ধ্রুবানন্দের কারিকাই অতিপ্রাচীন, তাহাতে আছে:—

"যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণা পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলঞ্চ সংজ্ঞকাৎ ॥"

"যজ্ঞার্থে" এবং "তথ" ঐ দুইটি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। অর্থঃ—যজ্ঞ সম্পাদনার্থে পাঁচটি ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি কায়স্থ, কোলঞ্চ নামক দেশ হইতে, মহারাজ (আদিশূর) কর্তৃক আনীত হইয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ বলিয়াছেন আদিশূরের রাজত্ব কালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রভাব ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতি ছিলনা। কোলঞ্চ বা কান্যকুব্জদেশে কায়স্থগণ তৎকালেও অদ্যাপি উপবীতধারী ও ক্ষত্র চার সম্পন্ন।—

৩৯। আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জাধিপতি সন্নিধানে প্রেরিত পত্রের অনুলিপি ধ্রুবানন্দ প্রদান করিয়াছেন তাহা এই:—

"ভয়যুতমনপত্যং পুত্রযজ্ঞে প্রবর্ত্তং।
অবনিজ কৃপয়া মামাশ্রিতং শাস্ত্রদক্ষ ॥
সুজিত সৌগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রযান্তু ॥"

হে শাস্ত্রদক্ষ! অপত্যহীন, অতএব ভয়যুক্ত, পুত্রযজ্ঞে প্রবৃত্ত, আমাকে নিজ কৃপায় আশ্রয় দান করুন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশিষ্ট মদীয় বঙ্গরাজ্যে সংকুল-সম্ভূত-দ্বিজদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করুন। (চ)

৪০। পুত্রযজ্ঞ সম্পাদনার্থে তপঃ প্রভাবশালী পাঁচজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ-রক্ষার্থে উচ্চকুল সম্ভূত মহাবীর পাঁচজন কায়স্থক্ষত্রিয়ও প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ বলিয়াছেন:—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে-প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশঃ ॥

কায়স্থ পাঁচজন ও ব্রাহ্মণ পাঁচজন এই দশজন। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ দ্বিজাত বলিয়াই।

"উপযুক্তা দ্বিজাদশ" বলিয়াছেন। (ছ)

৪১। বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে রাজবংশ সমুদ্ভব পণ্ডিতবর ধ্রুবানন্দ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

ঘোষ বসু গুহ মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলিনঃ।
নব গুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ ॥"
একোনবিংশতি গোড়া নাগ নাথোথ দাসকঃ।
সপ্ত গুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যাঃ সংকু লাদ্ভবাঃ ॥"

(চ) এই পত্র খানির কতকাংশ মাত্র এই স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সমগ্র পত্র উক্ত মিশ্র কারিকায় আছে তাহা সমালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধহইবে আদিশূর ৫জন ব্রাহ্মণ ও ৫জন ক্ষাত্রের কায়স্থ যজ্ঞার্থে চাহিয়াছিলেন। পত্রের একটী স্থানে লিখিত আছে—

সুকৃত সুকৃতসংঘা সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষা লপিত
হত বিপক্ষঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতজ্ঞঃ।

লপিত হতবিপক্ষাঃ অর্থ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা যাঁহারা শত্রুগণকে বধ করিতে পারেন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ। সম্পাদক।

(ছ) বঙ্গেশ্বর যুদ্ধ ঘোষণার অগ্রে বীরসিংহকে লিখিয়াছিলেন—

যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রাণ্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপঃ।
নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথাত্বমতিংকুরু ॥

এই সমস্ত প্রমাণ থাকাসত্ত্বেও যাহারা পঞ্চ কায়স্থকে শূদ্র বলেন, তাঁহারা কৃপারপাত্র।

... সম্পাদক।

রাজবংশ সম্ভূত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র আদি কুলীনগণ আচার বিনয়াদি নবগুণযুক্ত। এবং ১৯ জন গৌড়কায়স্থ, এবং নাগ, নাথ ও দাস সপ্তগুণযুক্ত এবং রাজন্য ক্ষত্রিয়। আদিশূর ব্রাহ্মণ দিগের ন্যায় ইঁহাদিগকেও বাসের জন্য এক এক খানি গ্রাম দান করেন।

৪২। যে পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন উঁহারা যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন তদ্বিষয়ে:—

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহণৌ বিপ্রাঃ পক্তি বেশ সমন্বিতাঃ।"
ধ্রুবানন্দ।

প্রধানগণ (কায়স্থগণ) গজ, অশ্ব, নরযানে এবং বিপ্রগণ গোযানে, যোদ্ধ্‌বেশে আগমন করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে গোযানই অতি পবিত্র ছিল।

৪৩। এসম্বন্ধে দেবীবরও বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন:—

"গোযানাদাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃসুধীঃ॥"

গোযানে ব্রাহ্মণগণ, ঘোষ, বসু ও মিত্র অশ্বারোহণে, কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত গজারোহণে এবং সুপণ্ডিত গুহ শিবিকারোহণে বঙ্গে আগমন করেন।

৪৪। পণ্ডিতবর ধ্রুবানন্দের কারিকায় প্রথমাগত পঞ্চ কায়স্থের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মকরন্দ ঘোষের পরিচয়—

১। সুকৃতালি কৃতগৃহ এস কৃতী, ক্ষিতি
দেবপদাম্বুজ চারুরতঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি, দ্বিজবন্দ্য
কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ॥
সচ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং, প্রথিতেজ্জ্বল্যশঃ
সুরলোকবশঃ।
সততঃ সুসুখী-সুমতিশ্চ সুধীঃ, শরদিন্দু
পয়োহম্বুধিকুন্দযশাঃ
স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈবএব, তদেগাত্রে
দেবতা কালিকাপ্রপূজ্যা
শ্রীভট্টস্যশিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্রগণ্যঃ, সূর্য্য
ধ্বজধরোহপি শূরাগ্রগণ্যঃ

অর্থাৎ পুণ্য ইঁহার বসনস্বরূপ, ইনি কৃতী ক্ষিতিদেব ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে ইঁহার অতিশয় ভক্তি, ইনি যতি, মকরন্দ ইঁহারনাম, দ্বিজ দিগের বন্দনীয় কুলোদ্ভূত ভট্ট নারায়ণ ইঁহার মুক্তিপথ; দেবলোক ইহার প্রতি প্রসন্ন; ইনি ঘোষকুলাম্বুজের ভানু সদৃশ; বিকাশিত চন্দ্রের ন্যায় ইহার যশঃ; ইনি সতত সুখী, সুমতি ও সুধী; ইহার যশঃ শরচ্চন্দ্র পয়োম্বুধি ও কুন্দ সদৃশ শুভ্র; ইনি সৌকালীন গোত্রজ এবং শৈব; কালিকা ইঁহার কুলদেবতা। ইনি মহাতান্ত্রিক, সূর্য্যধ্বজ কুলসম্ভূত ও বীরশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীভট্টের শিষ্য। দশরথ বসুর পরিচয়—

২। "বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো, বসুতুল্যা বসু
বংশোদ্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতাগুণার্ণবৈঃ, নিয়তং তেজস্বিনো
ভবন্তু হ॥
দশরথো বিদিতোজগতীতলে, দশরথঃ প্রথিতঃ
প্রথমকুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী, বিজয়তে বিভবৈঃ
কুলসাগরৈঃ
সচচৈত্তকুলাম্বুজহর্ষাসনঃ, গৌতমো গোত্রজঃ
শ্রীদক্ষিণ কালিমহাত্মা।
সুধীরোধার্ম্মিকোঽতি নির্ম্মলশ্চ, মহাতান্ত্রিকো
বীরগণাগ্রগণ্যোভিমানী।

অর্থাৎ বসুবংশজাত রাজগণ বসুতুল্য চক্রবর্ত্তী নরপাল, ইঁহারা গুণগ্রামদ্বারা জগতে বিদিত। কুলশ্রেষ্ঠ দশরথ এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কুলগৌরব ও যশে সর্ব্বজয়ী। ইনি চৈত্তকুলের চন্দ্রস্বরূপ, গৌতম গোত্রজ এবং দক্ষের শিষ্য। ইনি ধার্ম্মিক, মহাতান্ত্রিক, বীরাগ্রগণ্য অভিমানী। বিরাট গুহের পরিচয়ে—

৩। "অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ॥
বিরাট পুরুষসমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসঃ মহাবাহুঃ কাশ্যপ গোত্রসম্ভবঃ॥
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ।
সদাদ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্তসত্ত্ববানয়ং শরৎশুধাংশুবদ্যশঃ॥"

ইনি অগ্নিকুলোদ্ভূত গুহবংশজ, কুলপদ্মের মধুপ এবং বিবিধ পুণ্যসমন্বিত। ইঁহার নাম বিরাট। ইনি বিরাট পুরুষসম গরীয়ান্, সুতাপস, মহাবাহু, কাশ্যপ গোত্রজ, শ্রীহর্ষের শিষ্য এবং কালিকার ভক্ত। ইনি দ্বিজপরিপালক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, সকলের প্রতি প্রীতিমান এবং প্রভূত বলশালী। ইঁহার শরদিন্দুবৎ বিমল যশঃ। কালিদাস মিত্রের পরিচয়ে—

৪। "প্রতাপতাপনোত্তপ্তদ্বিষালি যোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশাসন্ধৌ কালিদাস চন্দ্রকঃ।
স চ বৈষ্ণব প্রধানঃ রথিনাং বরোহয়ং।
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্র গোত্রঃ॥
শাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরশ্চপ্রাজ্ঞঃ।
আদ্য প্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য॥"

মিত্রবংশসাগরে কালিদাস চন্দ্রস্বরূপ দীপ্তিমান। ইঁহার প্রতাপরূপ রবিকরে শত্রুগণ উত্তপ্ত। ইনি বহু রমণীর ভর্ত্তা, বিশ্বামিত্র গোত্রজ, ছান্দড়ের শিষ্য, বৈষ্ণব প্রধান এবং রথিশ্রেষ্ঠ। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল, সুধীর ও প্রাজ্ঞ। আদ্যাপ্রকৃতি ইঁহার কুলদেবী। পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয়ে—

৫। "অয়ঞ্চ পুরুষোত্তম অগ্নিদত্ত কুলোদ্ভবঃ।
সুদত্ত বংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাকৃতি মহামানীচ কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ।
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥ (ক)
স চ শৈব সেনাধরো শৈবরয় রথিনাঞ্চরথী
মৌদ্‌গল্য গোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ তাস্বরশ্চবলী পিণাকপাণিঃ
কুলদেবতা চ॥"

সুদত্তবংশের দীপক পুরুষোত্তম অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভূত। ইনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহাকৃতি, মহামানী ও কুলীনদিগের অগ্রগণ্য। ইনি সকলের রক্ষার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন। ইনি মৌদ্‌গল্য গোত্রজ, শৈব, মহাদেব ইঁহার কুলদেবতা। ইনি সেনাধর, রথীদিগের অগ্রগণ্য, শস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, তেজস্বী ও মহাবল। কিন্তু, ইনি কাহার শিষ্য, ধ্রুবানন্দ তাহা বলেন নাই। কারণ ইহার গুরু দত্ত আসেন নাই।

৪। বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস "ধ্রুবানন্দ কারিকায়" দেখাযায়:—

(ক) দত্ত মহাশয় স্বয়ং আদিশূরকে বলিয়াছিলেন—এতেষাং রক্ষণায়চ আগতোস্মি তবালয়ে

অর্থাৎ বিপদ হইতে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্ত আমি আপনার ভবনে আসিয়াছি। সম্পাদক

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠঃ নামকঃ।
অম্বষ্ঠস্তুবংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥
ররাজ রাঢ়-বারেন্দ্রস্যাধিপত্যেন তেজসা।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ॥"

অর্থাৎ মহারাজ আদিশূর চিত্রগুপ্তজ অম্বষ্ঠ-কুলজাত কায়স্থ ছিলেন। তিনি গৌড়াধিপ বৌদ্ধ রাজগণকে পরাজয় করিয়া তেজঃ প্রভাবে রাঢ় বারেন্দ্র পঞ্চগৌড়ের অধিপতি হইয়াছিলেন। আদিশূরের অপরনাম জয়ন্তাশূর। (ঝ)

৪৬। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই—আকবরিতে লিখিয়াছেন যে শূর বংশীয় কায়স্থ নৃপতি গণের রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে ভোজ বংশীয় কায়স্থ রাজগণ ৫১০বৎসর গৌড়ে রাজত্ব করেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে সেই পঞ্চ গৌড়াধিপতি মহারাজ আদি-শূরের রাজধনা ছিল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সম্মানিত হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী যে সমস্ত বাসগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি আজ-পর্য্যন্তও বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন গ্রাম কালসংকারে গঙ্গাগর্ভেলীন হইয়াছে।

৪৭। মহারাজ আদিশূরের পরে তদ্বংশীয় চৌদ্দজন রাজা অল্পকাল গৌড়ে রাজত্ব করেন। তৎপরে পাল বংশীয় কায়স্থ নৃপতিগণ সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষ অর্থাৎ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গৌড়ের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হওয়ায় বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় কায়স্থগণ ব্রহ্মসূত্র ত্যাগ করিয়া তন্ত্রমতে দ্বিজত্ব গ্রহণ করেন।

৪৮। ধ্রুবানন্দ বলিতেছেন :—
গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদা।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততোকালে গতেচাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্।

অধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণের সম্মানরক্ষক সকল কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র এবং গায়ত্রীত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কিছুকাল গতে আগম মতে দীক্ষিত হন। (ঞ)

৪৯। ভবিষ্য পুরাণে আছে—চিত্রগুপ্তের পত্নী প্রথমা ইরবতী, ইনি ধর্ম্ম শর্ম্মার কন্যা, দ্বিতীয়া দেববালা দক্ষিণা।
ইরাবতীর গর্ভেঃ—আটপুত্র যথা
চারুঃ সুচারুশ্চিত্রাখ্যো মতিমান্ হিমবাং স্তথা।
চিত্রশ্চারুশ্চারুণশ্চ অষ্টমোঽতীন্দ্রিয়স্তথা॥"
চারু, সুচারু, চিত্র, মতিমান্, হিমবান, চিত্র-চারু, আরুণ ও অতীন্দ্রিয়।
দক্ষিণার গর্ভেঃ—চারিপুত্র—যথা
"ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্।"
ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু এবং বীর্য্যবান্।—

(ঝ) কেহ কেহ মনে করেন যে এই কায়স্থ অম্বষ্ঠকুল হইতে বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জাতি সমুৎপন্ন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের হিমবান্ পুত্রের বংশধরকে অম্বষ্ঠ বলে। সম্পাদক।

(ঞ) দীক্ষা দ্বিবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণগণের মান ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বৌদ্ধ রাজাদিগের উৎপীড়নে গায়ত্রীসূত্র ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক দীক্ষার গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় বঙ্গীয় কায়স্থগণের দ্বিজত্ব কখনও নষ্ট হয় নাই।

সম্পাদক।

"পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচারন্তে মহীতলে॥"
সর্ব্বসমেত চিত্রগুপ্তের এই বিখ্যাত দ্বাদশ জন পুত্র, ইঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন।

৫০। যথা—

"মথুরায়াং গতশ্চারু মাথুরস্বমিতোগতঃ।
সুচারু গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ॥
ভট্টনদীং গতশ্চিত্রো ভট্টনাগরিকঃ স্মৃতঃ।
শ্রীবাসনগরে ভানুস্তস্মাচ্ছ্রীবাস সংজ্ঞকঃ॥
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ।
সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা সখসেনত্বমাগতঃ॥
সুরসেনং বিভানুশ্চ তেন সূর্য্যধ্বজঃ স্মৃতঃ।

উক্ত কারণেই মাথুর, গৌড়, ভট্টনাগরিক, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, সখসেন, সূর্য্যধ্বজ—ইত্যাদি নামে, কায়স্থগণ শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল।

৫১। যে সকল ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকগণ কায়স্থকে শূদ্র ও সচ্ছূদ্র বলেন তাহারা এই সকল কায়স্থগণের কোনও সংবাদ রাখেন না। (ট)

৫২। মহারাজ আদিশূর বিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন তাঁহার দ্বিতীয় পত্র এইরূপ ছিল:—

"যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ নরাধিপ।
নোচেৎ দেহি রণং রাজন্ যথাভব মতিং কুরু॥

হে রাজন্! যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক বলিয়া তাহা প্রার্থনা করিতেছি যদি তাহা না দেন তবে যুদ্ধ অপরিহার্য্য, যাহা অভিরুচি হয় করুন।

৫৩। বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এই দুই উচ্চজাতির মধ্যেই কেবল মহারাজ বল্লালসেন দেবকৌলীন্য নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। যে কয়টীগুণে ব্রাহ্মণগণ কৌলিন্যপদ লাভ করিয়াছিলেন, কায়স্থগণও ঠিক সেই কয়টিগুণে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের কুললক্ষণ "নবগুণ" বোধহয় বঙ্গের কুল-ললনাগণও অবগত আছেন। কায়স্থ তখনও দ্বিজ বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন।—

"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

শাস্ত্রানুসারে তপস্যা, বৈদিকাচার ও আবৃত্তি বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতিভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। বৈদিক "আচার" বল্লালপর্য্যন্তও কায়স্থ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বেদ বিদ্যাকেই "বিদ্যা" বলে, "বিনয়" ক্ষত্রিয় সমাজেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। (ঠ)

৫৪। পদ্মপুরাণেও কায়স্থের বৃত্তিত্রয়ের উল্লেখ আছে, যথা—

"দ্বিজাতীনাং যথাদানং যজনাধ্যয়নং তথা।"

৫৫। বিনয় গুণের অভাবেই মহাকৃতি নারায়ণদত্ত নিষ্কুল হইয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ বলিয়াছেন মহারাজ বল্লালসেন দেবকর্ত্তৃক সমীকরণ সময়েই

(ট) আমরা অনুরোধ করি এই সকল কায়স্থতত্ত্বে অনভিজ্ঞ অধ্যাপকগণ রংপুরের চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কায়স্থতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে ভাল হয়।

সম্পাদক।

(ঠ) বিদ্যা কাহাকে বলে—

অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতা চতুর্দ্দশঃ॥

এই সকল বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন যে জাতির কুললক্ষণ তাহাকে সচ্ছূদ্র বলা রঘুনন্দনের অপরিণামদর্শিতা ভিন্ন আর কি বলাযাইতে পারে।

সম্পাদক।

"দত্তবংশ সমুদ্ভূতো নারায়ণোমহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতিস্তং নিষ্কুলং বিনয়াহীনং॥"

৫৬। চন্দ্রদ্বীপে রাজ্যস্থাপন কালে বঙ্গে যাইয়া যাঁহারা বসতি স্থাপন করেন, তাঁহারা "বঙ্গজ কায়স্থ" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাকৃতি নারায়ণ দত্ত তাঁহাদের অন্যতম যথা—

"বসুবংশে মুখ্যৌ দ্বৌ নাম লক্ষ্মণ পুষণৌ।
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজো মহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ বসুবংশে লক্ষণ ও পুষণ, ঘোষবংশে চতুর্ভুজ গুহবংশে দশরথ এবং মিত্রবংশে তারাপতি ইহারা কৌলীন্যপদ লাভ করিয়া বঙ্গে বসতি করার জন্য "বঙ্গজ"এবং দত্তবংশে নারায়ণও বিনয়াভাব বশতঃ মধ্যাল্য পদ লাভ করিয়া বঙ্গে আসিতেছিলেন।

৫৭। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলনে "তন্ত্রের" উৎপত্তি। তন্ত্রোক্ত "আধ্যাত্মিক জ্ঞান" গ্রহণ করিয়াই কান্যকুব্জাগত কায়স্থ বংশধরগণ বৈদিক আচারে অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ বল্লালের সময়েও বৈদিক সংস্কার কায়স্থ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ গণের দ্বারা তন্ত্রের প্রচার হয়। কেহ কেহ তন্ত্রশাস্ত্রকে অথর্ব্ব বেদের উপবেদ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে, কারণ তন্ত্রশাস্ত্র বেদানুগত নহে, বরং বেদ বিরোধী যথা :—

তন্ত্রে বেদ পুরাণাদির নিন্দা প্রসঙ্গে আছে—

"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকাইব।
একৈব শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুল বধূরিব॥

বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদ বেদমধ্যেও পরিগণিত নহে। কারণ শাস্ত্রেই আছে—

"ত্রয়ীবৈ বিদ্যা ঋগ্যজু সামানি।"

অসমাপ্ত (ক্রমশঃ)।

শ্রীরাধারমণ তর্করত্ন।

কায়স্থকুলরত্ন রাজর্ষি ভক্তিভূষণোপাধিক তাড়াশাধীশ্বর রায় বনমালিরায় বাহাদুরস্য বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত্যুপলক্ষে শোকসান্ত্বনা।

কম্পং কস্য লতাসু মন্দপবনৈঃ শশ্বৎ সমুৎপাদয়ন্
হাসং পুষ্পময়ং নিরস্য সহসা শীতাশ্রু সম্পাতয়ন্।
পর্ণানামপশোভতাং, মলিনতাং বৃক্ষেষু চাপাদয়—
ন্নক্ষেমাগম সূচনায় কিমহং শীতর্ত্তুরাসাদিতঃ? ১

কীণাৎক্ষীণতরঃ ক্রমাদিনকরো বিষণ্ণ বিভায় কিম্
দেশত্তৈব? দিশোগতা মলিনতামিন্দুশ্চ হীনপ্রভঃ
নিস্তব্ধা প্রকৃতির্বতঃ পিককুলং মূকং বিশীর্ণা জনা
বঙ্গামঙ্গলসূচনায় কিমিদং সৌন্দর্য্যহীনং জগৎ। ২

যো দীনানপুষৎ স্বপোষমনিশং স্তীত্বেষভীতিন্দদৌ
যো দ্বেষ্যানপি সম্মতান্ বিনয়িনোপশুং সুবন্ধুনিব
যো দুষ্টান্ প্রজহৌ প্রিয়ানপি বিবৈর্দ্দ ষ্টং স্বহস্তংযথা
যো নিত্যং পরিরক্ষতিস্ম শরণায়াতান্ সমস্তান্ জনা
যঃ কায়স্থকুলামৃতোদধি লবৎপূর্ণেন্দুরাসীৎ
তাড়াশেন্দ্র, বারেন্দ্র-বংশ ভবসৎকায়স্থ-বৃন্দেশ্বরঃ।
দেবব্রাহ্মণতীর্থমানন মহাদানাদিভির্যশ্চ-সন্
ইন্দ্রত্বং গুণগৌরবৈঃ সমগমৎ কায়স্থবংশোদ্ভবান্ ।৪
যো বাক্যৈর্ম্মধুরৈঃ সুতৃপ্তিমনয়ৎ সর্ব্বাংস্তথা কীর্ত্তিমান্
যঃ সর্ব্বেষগমৎ সমুন্নতিপদং জ্ঞানেষু কার্যেষু চ।
যঃ কুর্ব্বন্নিরতং স্বধর্ম্মবিহিতং কার্য্যং সুধীয়োমহান
শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র-বন্দন-মনা বৃন্দাবনে প্রাবসৎ। ৫
সাধূনাং শরণং জিতেন্দ্রিয়গণং জ্ঞানেন্দুশুদ্ধান্তরং
রাজ্ঞঃ কর্ম্মসু ধর্ম্মবর্ত্মসু সদা নিঃসঙ্গ সংসেবিনম্।
দৃষ্ট্বা যং জনকোপমং সুকৃতিনং "রাজর্ষি"রিত্যাখ্যয়া
সানন্দাভিনন্দিতং বিদধিরে সর্ব্বেগুণগ্রাহিণঃ।৬
যঃ শ্রীমদ্বনমালিনামললিতোদ্গীতাবলীং সর্ব্বদা
শিল্পাপোবনপূর্ব্বিকাং সুবিমলাং মালামিব দেগলে।
লোকে শ্রীবনমালিরায় ইতি সৎস্বর্ণ নামাভবন্
শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-নিবহাম্ভোজেষভৃঙ্গায়ত।৭
শ্রুত্বা যস্য যশঃ প্রজাকুল বিপত্ত্রাণানুকূল্যাশ্রয়ং
বিদ্যামন্দিরসম্পদামপি নবদ্বীপাদি সিদ্ধস্থলে।
সন্তুষ্টঃ স্বয়মুচ্চমাননপদং তদ্ "রায়বাহাদুরে"
আখ্যাতং প্রদদৌসুধীরসচিবৈঃ সম্যক্ বঙ্গেশ্বরঃ।৮
ক্ষৌণী মণ্ডল-দণ্ড-খণ্ডন সদাদর্শ প্রদর্শায় যং
শ্রীবৈকুণ্ঠপতির্নিদেশবশগং যোগাদিহ প্রৈষয়ৎ।
মায়ামোহমহাবিষাম্বুধিভবং নিস্তারয়ন্ হেলয়া
বৈকুণ্ঠং বিরহাতুর স্তমধুনা নিন্যে পুনঃ সোচ্যুতঃ। ৯
তং কিংচন্দ্রবিহীনমম্বরমিব ম্লানায়তে নোজগং
তং কিমুস্ত নিসর্গসঙ্গতিরসৌ শীতর্ক্ষু রতার্জ্জিনঃ।
যুক্তশ্চেদমশেষমঙ্গলকরং তং মানবেন্দ্রং বিনা
ঘোরাশেষাবরতরে শুগম্বুধিবরে সর্ব্বে বয়ং পাতিতাঃ।১০
রাজর্ষে সুচিরায় রাজ বিষয়ো বৈকুণ্ঠধাম্নি স্ফুরন্
ত্বৎসৎকীর্ত্তিগুণপ্রণদ্ধ্দয়ান্যস্মাং স্তু মা বিস্মরঃ।
আপৃষ্টং করবাম কেন বিধিনা সাধো বয়ন্তেক্ষমা-
শ্চিত্তে চারু বিচিন্ত্য চৈতদধুনা যত্নেরমন্নঃ কুরুঃ। ১১

তব দেহবিমুক্তিতঃ সুতৌ
প্রতরাং শোকক্ষবাণু পাতিতৌ
প্রগতৌ কিমসহ্য বেদনং
ন চ শক্তাবত বর্ণনে বয়ম্।১২
রুদিতোত্র মুহুর্মুহুঃ সুতৌ
বিলপন্তাবিতি শোককাতরৌ
বতত্বেক সমাশ্রিতা ভৃশং
নিরুপায়া বয়মাস্মহেধুনা।১৩
তববাহ্যধুরং জনাবনীঃ
প্রবহামঃ কথমত্র দুর্ব্বলাঃ।
করিসংবহনীয় দুর্ভরং
কিমু বোঢ়ুমলং মৃগাঃ পতিঃ। ১৪
দয়িতা তব চার্দ্ধভাগিনী
সুখদুঃখেষু সদানুচারিণী
পতিমাত্র গতাত্মজীবনা
ত্বয়ি যাতে পরিহায় সম্প্রতি। ১৫
শয়ন প্রগতাং সমাশ্রিতা
বিবশা বাক্য-বিলোপ-বিহ্বলা
মলিনা প্রবিকীর্ণমূর্দ্ধজা
পরিষিক্তা নয়নাম্বুনোরসি। ১৬
ভো ভো রাজকুমারকৌপতিরতেভো রাজিমাতঃ বৃথা
নাক্রন্দং শুচযেব মাধ্বসত বো দীনোয়মাবেদয়ৎ।
আত্মা নির্ব্বিকৃতি র্ব্বিনাশরহিতস্তস্মান্ন শোচ্যোনৃপঃ
কর্ত্তব্যং কুরুতত দীয় সুহৃতঃ দৃষ্ট্বা সমস্তব্যতু।১৭

রমানাথেনাথে নিখিল ভুবনানাং দৃঢ়মতে
প্রভোবঃ সম্ভাব্য কিমুখলু নবঃ ক্লেশবিপদাম্।
ত্যজন্ স্থূলং দেহং সকল বিপদার্ত্তৈঃ পরমহো
গতোসৌ বৈকুণ্ঠং ন হি নহি চিরধর্ব্বাস্ত রভবৎ ।১৮
জয় জয় জগদীশ! ক্ষেম কারুণ্যপূর্ণ!
প্রভবতু ভবদর্থে রায় রাজর্ষি ভূতঃ।
তনয় যুগলমস্যাদর্শভূতাঞ্চ স্ত্রীং
নয় সুবিমলবুদ্ধিং শোক মোহার্ণবেভ্যঃ। ১৯
সচিবকুল মভূদত্যাকুলং শোকবহ্নং
বিচলিতমতয়োমী বান্ধবাদুঃখবেগাৎ।
বিতর হৃদি বিশেষ ধৈর্য্যমেষাং পরাত্মন্
প্রভু কৃতিষু কৃতজ্ঞাঃ সর্ব্বদামী সুচিন্তাঃ। ২০

ষট্‌ত্রিংশদধিকাষ্টাদশশত শকীয়া
মার্গশীর্ষস্যোনত্রিংশদ্দিবসীয়া
কৃতিরিয়ম্।

পাবনা প্রদেশান্তর্গত গুনাইগাছা গ্রাম বাস্তব্য
কাব্যরত্ন বিদ্যারত্নোপাধিক দীনাতিদীন
শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ দেববর্ম্মণঃ।

শিশির।

দুরন্ত শিশির নির্ম্মম হৃদয়
হরিয়াছে বন-শোভা,
চারু তরু লতা শীর্ণ শোভাহীন
নহে আর মনোলোভা। ১

বিরস মলিন বনে বৃক্ষরাজি
ফুল নাহি ফুটে আর,
নাহি আসে অলি, প্রেমরাগ ভরে
কুঞ্জে করিয়া ঝংকার। ২

ভ্রমর গুঞ্জনে সদা মুখরিত
ছিল যেই বনস্থল,
প্রজাপতি কুল ছুটিত যে খানে
ফুল্লবনে অবিরল। ৩

কলকণ্ঠগণ, করিত কূজন
বিমোহিয়া কবি প্রাণ,
আনন্দে বিহ্বলে ভাবুক যতেক
শুনিত বিহগ গান।৪

কুমুদ কহ্লার নাহি শোভে আর
সরসীর স্থির জলে,
ফুল্লশতদল প্রেম অনুরাগে
না ডাকে মরাল দলে।৫

কোমল অনিল নাবহে মধুর
দেহ স্পর্শসুখকর,
শিশির সমীর তুষার শীতল
দংশে আজি কলেবর।৬

প্রকৃতি সুন্দরী মনোহরা বেশে
করিত যে স্থলে বাস,
দুর্দ্ধর্ষ শিশির পশিয়াছে তথা,
সঞ্চারিয়া জীবে ত্রাস।৭

হীন প্রভ রবি শিশির প্রভাবে
দক্ষিণ-অয়ন-পথে,
দ্রুত পলায়ন করে ভীত চিতে,
উঠি সপ্ত-অশ্ব-রথে।৮

সুধাংশু সুন্দর মলিন বিমানে
মলিনা যামিনী তাই।
না করে চকোর শূন্যে আনাগোনা,
স্বারে না দেখিতে পাই।৯

প্রকৃতির ভাব শিশিরাধিকারে
বিপর্য্যয় দেখা যায়,
ভাবুক সুজন সিদ্ধান্তে নিপুণ
বুঝে সেই সমুদায়।১০

সুখে দুঃখ মাখা দুঃখ সুখাকর
অন্যে বুঝিবারে নারে।
ভারতী প্রসাদে, রহস্য নিগূঢ়
কবি সে বুঝিতে পারে।১১

শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী।
গৌড়পাড়া।

গরুড়স্তম্ভলিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৪)

ফাল্গুন-চৈত্র প্রতিভার ৫০৬ পৃষ্ঠাহইতে।

দেবগ্রাম ভবাতস্য পত্নী বব্বাভিধাহভবৎ।
অতুল্যা চলয়ালক্ষ্ম্যা সত্যাচাপ্যনপত্যয়া ॥ ১৬ ॥

সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়াস্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অনপত্যয়া সত্যা চ অপি অচলয়া লক্ষ্ম্যা (উপলক্ষিতা) অতুল্যা দেবগ্রামভবা বব্বাভিধা তস্যপত্নী অভবৎ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ।

দেবগ্রাম নিবাসিনী, অপত্যরহিতা, সতীত্ব সম্পন্না এবং অচলা লক্ষ্মীর ন্যায়, লাবণ্যে অতুলনীয়া বব্বা নাম্নী তাঁহার (কেদার মিশ্রের) পত্নী ছিলেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।

দেবকীব সা তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং লক্ষ্ম্যাঃ পতিং পুরুষোত্তমং গোপাল প্রিয়কারকং তনয়ং অসূত ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

দেবকীর ন্যায় সেই দেবী, কেদার মিশ্রের ঔরষে, যশোদা যেমন লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কারক পুরুষোত্তম একটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

---

(১৬) শ্রীকেদারমিশ্রের পত্নীর বর্ণনা হইতেছে। তাহার নাম ছিল বব্বা। এই প্রকার নামের অর্থ সংগ্রহকরা কঠিন। তিনি দেবগ্রাম উৎপন্না, অনপত্যয়া,—অপত্যরহিতা, অর্থাৎ পূর্ণযৌবন সম্পন্না। মাতৃভাবের অভাব বশতঃ ভালবাসা সন্তানাদিতে পর্য্যবসিত হয় নাই। স্বামীপ্রেমে তদীয় হৃদয় পূর্ণছিল। সতীত্বসম্পন্না। ছন্দ অনুষ্টুপ।

(১৭) বব্বাদেবীকে কবি উভয় দেবকী ও যশোদার সহিত তুলনা করিতেছেন। দেবকী

জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নঃ ক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামোরাম ইবাপরঃ॥ ১৮॥

কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষুর্যন্নৃপশ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরাস্তু কাতস্য॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ।

যঃ জমদগ্নি কুলোৎপন্নঃ সম্পন্নঃ ক্ষত্রচিন্তকঃ অপরো রামইব শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যঃ রামঃ (অভবৎ)

বঙ্গানুবাদ।

যিনি যমদগ্নি কুলোৎপন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শ্রীগুরব-মিশ্র নামক অপর রাম ছিলেন॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ।

যঃ কুশলঃ গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষুঃ (সুতরাং) নৃপ শ্রীনারায়ণ পালঃ চ যং বহুমেনে, তস্য অপরা কা প্রশস্তিঃ অস্তু॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ।

যিনি-সর্ব্বকর্ম্ম কুশল, গুণবান্, সদ্বিবেচক এবং শত্রুকে পরাজয়েচ্ছু, সুতরাং শ্রীনারায়ণ পাল রাজা ও যাঁহাকে বহুরূপে মান্য করিতেন, সে ব্যক্তির অপর প্রশস্তি, অর্থাৎ অন্য প্রশংসা পত্র আর কি হইতে পারে?১৯।

শ্রীভগবান্‌কে প্রসব করেন, কিন্তু যশোদাদেবী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে তাঁহাকে প্রসব না করিয়াও পুত্ররূপে (স্বীকৃতং) আত্মস্বীকৃত করিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীকেদার মিশ্রের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত একটী পুত্র গর্ভে ধারণ করেন ও পুত্ররূপে তাঁহাকে আত্মস্বীকৃত করিয়াছিলেন। ছন্দ আর্য্যা।

(১৮) এই শ্লোকে কেদার মিশ্রের পুত্র শ্রীগুরব মিশ্রের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। এই গুরবমিশ্র রাজা নারায়ণদেব পালের মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ও উদ্যোগে এই গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় ও এই প্রশস্তি খোদিত হয়। বিগত ১৩২০ সনের শ্রাবণ মাসের প্রতিভায় গরুড়স্তম্ভের বিবরণ আরম্ভ করি। ১৩২০ সনের প্রতিভার ১৮০ পৃষ্ঠায় পাঠকগণ এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে দেখিবেন। ছন্দ অনুষ্টুপ।

(১৯) এই শ্লোকে শ্রীগুরব মিশ্রের প্রশংসাগীত হইতেছে। তাঁহারই মন্ত্রণাবলে নারায়ণ দেব পাল নরপতি অনেক শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। ছন্দ আর্য্যা।

বাচাং বৈভবমাগমেষ্বধিগমং নীতেঃ পরান্নিষ্ঠতাং
বেদার্থানুগমাদসীমমহসো বংশস্য সম্বন্ধিতাং।
আশক্তিং গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং নিষ্ণাততাং জ্যোতিষো
যস্যানল্পমতে রমেয় যশসো ধর্ম্মাবতারোঽবদৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্য অমেয় যশসো, অনল্পমতেঃ, জ্যোতিষঃ নিষ্ণাততাং, মহতাং গুণকীর্ত্তনেষু আশক্তিং, বেদার্থানুগমাৎ অসীম মহসো বংশস্য সম্বন্ধিতাং, নীতেঃ পরাং নিষ্ঠতাং, আগমেষু অধিগমং, বাচাং বৈভবং ধর্ম্মাবতার (ইতি শব্দ এব) অবদৎ। ২০।

বঙ্গানুবাদ।

যে রাজার অপরিমিত যশ, সুগভীর ধীশক্তি, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিতা, মহাজনগণের গুণ কীর্ত্তনে যোগ্যতা, বৈদিক আচার পরিপালনজন্য বিশুদ্ধতা ও মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ, শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য. আগমশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা, বাক্‌পটুতা ইত্যাদি গুণগ্রাম স্বয়ং ধর্ম্মাবতার এই শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইত।২০।

---

(২০) রাজা শ্রীনারায়ণ পালের, গুণ কীর্ত্তিন করা, হইতেছে। তদীয় প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে যে"স্বয়ং ধর্ম্মাবতার"বলিয়া অভিনন্দিত করিত তাহার প্রকৃত কারণ যে তাঁহাতে ঐ সকল গুণ-ছিল। তিনি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহৎগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাই লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মের অবতার বলিত। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে এইটী প্রশস্তি, অর্থাৎ প্রশংসা বাক্যে পরিপূর্ণ। ছন্দ শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

৬। "ব্রাত্য কায়স্থচন্দ্রিকার" সমালোচনা অদ্য শেষ করিব। সিদ্ধান্ত মহাশয় ব্রাত্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, তিনি প্রমাণ করিতে চান যে বঙ্গীয় কায়স্থ বহুদিনের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তেও উপনয়নার্হ নহে। এই সিদ্ধান্ত অতিশয় ভ্রম মূলক। মূল বেদের ব্রাহ্মণে প্রধানতঃ দ্বিবিধ ব্রাত্য দেখাইবার এক শ্রেণীর ব্রাত্য অতীব পবিত্র ও পূজ্য এবং

অপর শ্রেণীর ব্রাত্য ঘৃণিত ও আর্য্যসমাজ বহির্ভূত। ১৩১৬ সনের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়—"ব্রাত্য কায়স্থের প্রায়শ্চিত্ত কি ?" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের গবেষণা ও অনুশীলন বিদ্বৎ-সমাজে সর্ব্বথা আদরণীয়। উক্ত প্রবন্ধ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে ব্রাত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আর্য্য-ব্রাত্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

যদ্যস্যৈবং বিদ্বান্‌ব্রাত্যোঽতিথিগৃহাণ্‌গচ্ছেৎ। ১
স্বয়মেনমভ্যুদেত্যব্রূয়াৎব্রাত্য কাবাৎসীর্ব্রাত্যোদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথাতে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য যথাতে নিকামস্তথাস্ত্বিতি॥ ২

(অথর্ব্ববেদ ১৫কাঃ ১১বং ২মঃ)

অর্থাৎ যাহার গৃহে বিদ্বান্ ব্রাত্য অতিথি আগমন করেন, গৃহস্থ স্বয়ং সসম্ভ্রমে তাঁহার প্রিয়বস্তু আদিদ্বারা তর্পণ করিবেন এবং কোথা হইতে আগমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করত তাঁহার নিকট গৃহস্থের মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন। এখন দেখিতে হইবে বঙ্গীয় কায়স্থসম্প্রদায় কোন্ শ্রেণীর ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ?

৭। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে অনার্য্য-ব্রাত্য গরগির ও নৃশংস আদির বিবরণ আছে, তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র দোষ ও বঙ্গীয় আর্য্য কায়স্থ জাতিতে নাই ও কখনও ছিলনা। অপবিত্র শ্রেণীর ব্রাত্য. কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের অন্ত্যজ, মনুস্মৃতির দস্যু, বিষ্ণুপুরাণীয় ম্লেচ্ছ, যাহাদের উৎপত্তি রামায়ণে "সুরভি যোনজ" বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা অনার্য-ব্রাত্য সম্বন্ধেই প্রযুজ্য হইবে ! ব্রাত্য বলিলেই নিন্দনীয় নহে। অনার্য্য ব্রাত্য ঘৃণিত কিন্তু আর্য্য বিদ্বান ব্রাত্য অথর্ব্ববেদে যাহাদিগের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাঁহার সর্ব্বদা পূজনীয়। সিদ্ধান্ত মহাশয় মনে করেন ব্রাত্য হইলেই নিন্দনীয় এইটী তাঁহার বিষম ভুল। ইহাতে প্রমাণ করিতেছে তাঁহার বিদ্যা বেদও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আদৌ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রকার বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের কায়স্থদিগের সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে বাসনা কোথা হইতে আসিল হা ধিক্ !

৮। বঙ্গীয় আর্য্য কায়স্থগণ শুদ্ধব্রাত্য, কেননা তাঁহাদের মধ্যে বৈদিক সংস্কারের সম্পূর্ণ অভাব কখনও ছিল না ও নাই। তাঁহাদের মধ্যে বেদব্রতের চ্যুতি হয় নাই। এই আর্য্য-ব্রাত্য প্রাচীন কালে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার জলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পবিত্র ব্রাত্য কোন্ বংশজাত তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। নহুষ পুত্র যযাতি সত্যযুগে তদীয় জরাভাব শর্ম্মিষ্ঠা পুত্র পুরুতে দেন, সেই পুরুবংশ বহুদিন ভারতে রাজত্ব করেন। দেবযানীর জ্যেষ্ঠপুত্র যদু জরাভার গ্রহণ না করায় ব্রাত্য অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মথুরাদিস্থানে বাস করেন, তাঁহারা ইতিহাসে যদুবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যদুবংশ হইতে বৃষ্ণিক ও অন্ধকবংশ উৎপন্ন হয়। আমাদের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষ ভাগে এই বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সান্দিপণি মুনির নিকট উপনীত হইয়া বলরামের সহিত চতুঃষষ্টিবিদ্যা ও সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন। তিনি লোক শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে যদুবংশ সত্যযুগে ব্রাত্য হইয়াছিল তাহার একজন শক্তিমান মহাপুরুষ দ্বাপরের শেষভাগে

বিনাপ্রায়শ্চিত্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ব্রাত্যত্ব ৯০০ বৎসরের বেশী নহে। হিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজীতে লিখিত আছে—

নয়শত চৌরানই শকপরিমাণে,
আসিলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে।
পঞ্চ কায়স্থসঙ্গে আরোহণ গোযানে,
সম্মান পুর্ব্বক ভূপ রাখিলাদশজনে॥

বর্ত্তমানে ১০৩৬ শকাব্দা, তাহা হইলে আজ হইতে ৮৪২ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থগণ কনোজ হইতে আদিশূরের সভায় উপস্থিত হন। তৎকালে কায়স্থদিগের গলদেশে যজ্ঞোপবীত ছিল তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে, (ক) সে সকল এই সমালোচনায় বিবৃত করিতে গেলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। সত্যযুগে ব্রাত্য হইয়া দ্বাপরে যদি বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনীত হওয়া যায়,তবে ৮৪২ বর্ষ পরে বঙ্গীয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ কেন বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনীত হইবেন না? তথাপি বিদ্বেষী শস্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের দৌরাত্ম্যে কায়স্থগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

যদ্যদাচরতিশ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১ ৩অঃ।

শ্রীভগবান্ যাহা করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমরা অনায়াসেই অনুসরণ করিতে পারি।

শ্রীভগবান্ যে ব্রাত্য ছিলেন। তাহা ভূরিশ্রবা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কৌরব সমরে বার্ষ্ণেয় সাত্যকি যৎকালে দ্বৈরথ যুদ্ধে কৌরব ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন ভূরিশ্রবার হস্তদ্বয় ছেদন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন।

ব্রাত্যাঃসংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ প্রকৃতৈবচ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথংপার্থ প্রমাণং ভবতাকৃতাঃ।১৫
মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব ১৪ অঃ

হে পার্থ, বৃষ্ণি ও অন্ধক ব্রাত্যদিগের সহিত তোমার মিত্রতা জনিত এই গর্হিত কর্ম্ম তুমি করিয়াছ। এই সকল প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে যদু, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ যুগান্তরীয় প্রসিদ্ধ ব্রাত্য (উপনয়নরূপ ব্রত হইতে বিচ্যুত) হইয়াও তাৎকালিক প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়ের সহিত আদান প্রদান করিতেন। আর বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ কেবল মাত্র ৯০০ শতবৎসর বৌদ্ধ উৎপাতে ব্রাত্য থকিয়াই সচ্ছুদ্র হইলেন। এই প্রকার অশাস্ত্রীয় কথা যাহারা পুস্তকে লিখিতে পারে তাহারা কৃপার পাত্র।

৯। যদি সিদ্ধান্ত মহাশয় বলেন আমি ঐতিহাসিক প্রমাণ মানি না আমাকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখান। তথাস্তু। মিতাক্ষরাতে নিম্নলিখিত আপস্তম্ব বচনধৃত হইয়াছে—

যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সম্বৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং॥

অর্থাৎ যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই,একবৎসর কাল তাহার ত্রিবেদবিহিত ব্রহ্মচর্য্য প্রায়শ্চিত্ত ও যাহার প্রপিতামহ

(ক) তৎকালে কেন বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত কায়স্থ গণের আদিপুরুষের গলদেশে যে যজ্ঞোপবীত বিলম্বিত ছিল তাহা গৌড় মহাবংশাবলী প্রণেতা মহাত্মা ধ্রুবানন্দ স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্পাদক।

হইতে উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ পথে আসেনা তাহারা ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। কলিতে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব। শাস্ত্রে আছে যথা—

কৃতেব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেবচ।
কৃচ্ছাদীনাস্তুসর্ব্বেষাং মূল্যন্ত্ব দ্বাপরে কলৌ॥

অর্থাৎ সত্যযুগের প্রায়শ্চিত্ত ব্রত, ত্রেতাতে ধেনুদান, দ্বাপর ও কলিতে তেহার মূল্য দান। যে কাশীতে সিদ্ধান্ত মহাশয় বাস করিতেছেন তাহার প্রধান পণ্ডিত রামমিশ্র স্বামী মহাশয় দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প ব্যবস্থা দিয়াছেন সিদ্ধান্ত মহাশয় তাহা জানেন। তদনুসারে দরিদ্র কায়স্থগণ ৩৷৷০ পয়সা (তাম্রমান) দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। এখন সিদ্ধান্তমহাশয় শাস্ত্রের প্রমাণ পাইলেন কিনা যদি কোন কোন মূর্খ অধ্যাপকদিগের ন্যায় সিদ্ধান্ত মহাশয় নিজর জিদ রাখিবার জন্ত বলেন যে"প্রপিতামহাদেঃ" শব্দের অর্থ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ নিম্নস্থ পুরুষগণ বুঝাইবে, উর্দ্ধতন পুরুষ বুঝাইবেনা,তাহা হইলে নানুস্মর্য্যাতে শব্দের সঙ্গতি হয় না। কারণ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ পর্য্যন্ত উপনয়ন সকলেরই স্মরণ আছে। এখানে সিদ্ধান্ত মহাশয় যদি হটাৎ নিজ পক্ষ সমর্থনজন্ত পারস্করের"ত্রিপুরুষ পতিত সাবিত্রীকানাং" ইত্যাদি শ্লোক আওড় ইয়া আপস্তম্বের শ্লোকটীর এক বাক্যতা করিয়া ফেলেন, তাই তাঁহাকে বলিতেছি যে পারস্কর মহামতি ত্রিপুরুষ ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া তদূর্দ্ধতন পুরুষের প্রায়শ্চিত্তের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই, করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের উপনয়ন হইবে না এ প্রকার যুক্তি মূর্খভিন্ন বুদ্ধিমান স্বীকার করেন না। আপস্তম্ব দ্বিবিধ ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাদের পিতা ও পিতামহেরা উপনয়নহীন তাহাদের এক বৎসরকাল ও যাহাদের প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না,তাহাদের জন্য ১২বৎসর ব্রহ্মচর্য্য। পারস্কর কেবল ত্রিপুরুষের ব্রাত্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ত্রিপুরুষের ব্রাত্যের ব্যবস্থা হইল একটী হোম মাত্র ও চতুর্থ পুরুষের ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত হইলে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য। সিদ্ধান্ত মহাশয় বৃহস্পতির উপদেশ মনে করিবেন—

"যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

১০। সিদ্ধান্ত মহাশয় কায়স্থকে অন্ত্যজ জাতি করিতেচান। তাঁহার প্রমাণ ব্যাসসংহিতা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকারকুটুম্বিনঃ
এতেহন্ত্যজা সমাখ্যাত" ইত্যাদি।

মূল পাঠ হইতেছে বণিক বিরাটকায়স্ত মালাকার অর্থাৎ বণিক বিরাটকায় মালাকার ইত্যাদি। বিরাটকায় নামা একটী নীচ জাতি আছে। ভুবন প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ বলিতে ব্যাস কেন ব্রহ্মারও সাহস হয় না। এইস্থলে পাঠকগণ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের বিদ্যার দৌড় বুঝিবেন!

১১। "মাহিষ্যবনিতাস্বেনু বৈদেহাদ্যপ্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতিপ্রোক্তঃ" ইত্যাদি

অর্থাৎ মাহিষ্য স্ত্রীতে বৈদেহ জাতি হইতে উৎপন্ন পুত্রকে কায়স্থ বলে ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত মহাশয় বলেন যে এই প্রকার নীচ কায়স্থ অন্যদেশে থাকিতে পারে কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ উঁহাদের মত নহে। তথাপি কায়স্থ যে একটী বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি তাহা প্রমাণ করিতে

উক্ত শ্লোক কমলাকর ভট্টের উক্তি বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থের গুরুপুরোহিত ও তাঁহাদের দান ও প্রতিগ্রহ গ্রহণকরিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতি আজিও বাঁচিয়া আছেন তাই আপনার জাতিকে রক্ষাকরিবার জন্য সিদ্ধান্ত মহাশয় কায়স্থকে বৈদেহপুত্র বলিতে চান না। উক্ত কায়স্থ বিদ্বেষী কমলাকর ভট্টের "শূদ্রধর্ম্মতত্ব" এক খানি আধুনিক পুস্তক,মাত্র ২৫০ বৎসর বয়স। কমলাকর স্কন্দপুরাণের দোহাই দিয়া উক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু স্কন্দপুরাণের কোনও অংশে, অথবা নারদপুরাণে স্কন্দপুরাণের যে বিস্তৃত অনুক্রমণিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উক্ত বিষয় পাওয়া গেল না, সুতরাং মনেকরি যে উক্ত কায়স্থ, প্রাচীনলোক প্রথিত কায়স্থ সম্বন্ধে না হইয়া কোনও আধুনিক নীচবংশ সম্বন্ধে হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে— "হারাইয়া তারাইয়া কাশ্যপগোত্র" তদ্রূপ কায়স্থ সম্বন্ধেও 'হারাইয়া তারাইয়া কায়স্থজাতি" বিরাট হইলে এই প্রকার গোলযোগ অনিবার্য্য। মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজপুত ও মাহিষ্যজাতির সংস্রবে "কায়স্থ" নামধেয় ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার "গোলাম কায়স্থ" নামক শূদ্র বংশ আছে। তাহাদের সহিত আমাদের কোনও সংস্রব নাই। বিশেষতঃ কমলাকর এই শ্লোক গুলির শেষভাগে লিখিয়াছেন— "অধমোঽশূদ্রজাতিভ্যঃ" কিন্তু তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্ট তাঁহার "কায়স্থ ধর্ম্মপ্রদীপে" লিখিয়াছেন ইহারা"অধমোঽবৈশ্য জাতিভ্যঃ"এমতস্থলে উক্ত উদ্ধৃত শ্লোকগুলি শূদ্র কি বৈশ্যজাতি সম্বন্ধে তাহাও নিরাকরণ করা যায় না।

১২। সিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তিকায় ৩১ পৃষ্ঠায় মিতাক্ষরাকারের উক্তি "কায়স্থ গণকালেখকাশ্চ" উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত মিতাক্ষরাকার তাঁহার ব্যবহার অধ্যায়ে কায়স্থজাতির বৃত্তিও জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে কায়স্থ দ্বিজাতি। তিনি লিখিতেছেন— "শ্রুত্যধ্যয়ন সম্পন্ন মিত্র্যৈকেগণকো দ্বিজাতিস্তৎ সাহচর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।" অতএব সিদ্ধান্ত মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন দ্বারাই কায়স্থগণ যে গণকও লেখক ছিলেন ও তাঁহারা দ্বিজাতি ইহা প্রমাণ হইল। এমতস্থলে কোন্ প্রমাণের বলে সিদ্ধান্ত মহাশয় কায়স্থকে সচ্ছূদ্র বলিতে চান? মিতাক্ষরা একটী প্রামাণ্য গ্রন্থ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহা দায়ভাগের ন্যায় হিন্দুদিগের মধ্যে সম্মানিত।

১৩। সিদ্ধান্ত মহাশয় বলিতেছেন— কায়স্থগণ মরণাদিতে ক্ষত্রিয়ের অশৌচ প্রতিপালন করেন না। আমরা আগেই বলিয়াছি ভারতীয় উপনীত কায়স্থগণ প্রায় ২৫।২৬ লক্ষ ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় নিরুপবীত কায়স্থগণ মাসাশৌচ পালন করেন। ইহা শাস্ত্রসঙ্গত।

"উপবীতী ক্ষত্রিয়শ্চদ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবতীশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধতে তথা॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

উক্ত প্রমাণানুসারে বঙ্গীয় নিরুপবীত কায়স্থ একমাস অশৌচ পালন করিবেন, কিন্তু উপবীতী হইয়া ১২ দিন অশৌচ পালন করিবেন, কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণগণের দৌরাত্ম্যে উপনীত কায়স্থগণ যে তাঁহাদের ধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেছেন না তাহার

প্রত্যবায় সেই সেই বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিতগণ অবশ্যই ভোগ করিবেন।

১৪। সমস্ত বহিখানি সমালোচনা করিবার সময় আমাদের নাই, সমস্ত বিষয়েই সিদ্ধান্ত মহাশয় পল্লবগ্রাহী, পূর্ণতা কাহাকে বলে তিনি জানেন না, কায়স্থজাতি দুইভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত। ১। চৈত্রগুপ্ত ২। চান্দ্রসেনী। সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও ধর্ম্মরাজ যমের অনুজ তাহা সিদ্ধান্ত মহাশয়ের স্বীকার করিতেই হইবেক। বেদ বলিতেছেন যম দেবক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদে যে পুরুষসূক্তের (ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীত) চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হয়তাহার বহুপূর্ব্বে দেবক্ষত্রিয় সমাজ সৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা একমাত্র ছিলেন, তিনি পরিপালনাদি কার্য্যের জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান সৃষ্টি করেন।—

"যান্যেতানি দেবত্রাক্ষত্রানীন্দ্র বরুণঃ।
সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমোমৃত্যুরীশান ইতি।

অতএব যম ক্ষত্রিয় প্রমাণ হইল শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব যমের অনুজ ও চতুর্দ্দশ যমের অন্যতম যথা।

বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ স্রষ্টঃ সূর্য্যোস্তেজ বিবৃদ্ধিমান।
ধর্ম্মরাজ স্ততস্‌সৃষ্ট শ্চিত্রগুপ্তেন সংবৃতঃ॥

গরুড় পুরাণ প্রেতকল্প ৭ম অঃ।

এই প্রমাণে সিদ্ধ হইলে যম ও চিত্রগুপ্ত যমজ-ভ্রাতা। যমতর্পণে আছে—

"বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈনমঃ।"

শ্রীহর্ষের উত্তর নৈষধ চরিতে চিত্রগুপ্ত, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় ক্ষত্রিয়গণের সহিত উপস্থিত হন। তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যমান আছে তহা উদ্ধৃত করিবার আমাদের সময় ও স্থান নাই।

১৫। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় আমাদের প্রণীত কায়স্থ তত্ত্বের পরিশিষ্টে ব্যবস্থা পত্রগুলি মনযোগের সহিত পাঠ করিবেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ একবাক্যে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। বঙ্গীয় কায়স্থ দিগের ব্রাত্যতা একটী উপপাতক মাত্র শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক গঙ্গাস্নানে উহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়, অদ্যাবধি প্রায় একলক্ষ কায়স্থ উপবীতী হইয়াছেন। এই স্রোত, সিদ্ধান্ত মহাশয় কেন স্বয়ং ব্রহ্মাও রোধ করিতে অক্ষম। আমরা অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহার সচ্ছিদ্র পাতিখানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া কায়স্থ জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। সিদ্ধান্ত মহাশয় যদি এই সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে চান, তবে আমরা সাদরে উহা প্রতিভায় মুদ্রিত করিব। আর যদি এই সমালোচনার প্রতিবাদ তিনি কোন কাগজে না করেন তবে আমরা মীমাংসা করিব যে সিদ্ধান্ত মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিতে অপারক। ইতি।

সম্পাদক।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

তিন ঘণ্টার মধ্যে মধু বাবু তাঁহার পত্রের উত্তর পাইলেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি আপীল করিলে পর, আপীল আদালত কি রায় দেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তির মনোভাব যদ্রূপ হয়, এই যুবক ও ঠিক সেই-রূপ কেপমান বক্ষে, কম্পিতহস্তে, পত্রের খাম খুলিয়া পড়িলেন,—ছোট পত্র।

"মধু দাদা,

দাদা বৈকি। তুমি আমার মত জানিতে চাহিয়াছ। আমি কি বিবি, যে আমার লজ্জা নাই? যাহাই হউক, শীঘ্রই একবার আইস। পদ্মে মধু থাকে অথবা মধুতে পদ্ম থাকে, তাহার পরীক্ষা করিব ইতি।

তোমার চিরস্নেহের সুশীলা।"

পত্র পড়িয়া ও এই উচ্চশিক্ষিত যুবক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রখানি হেঁয়া-লির মত;—"দাদা বৈকি,"—"পদ্মে মধু থাকে অথবা মধুতে পদ্ম থাকে," ইহার উদ্দেশ্য কি? কাহাকে এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবেন? অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিত ত নাই,—কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? রাত্রিজাগরণ ক্লিষ্ট, বিশীর্ণ শুষ্কমুখ,—শ্রীহীন রুক্ষ অবস্থায় মধু সুশীলার বাটীতে গমন করিলেন। বিচারকের সমুখে দণ্ডাজ্ঞা শুনিবেন, সেই ভাল; এত সন্দেহ আর সয় না।

মধু আসিয়াই দেখিলেন, চায়ের জল প্রস্তুত;—তিনি আসিয়া বসিবা মাত্র স্মিতমুখী সরলা সুশীলা চা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। চা পান করিয়া তাঁহার রাত্রি জাগরণের ক্লেশ অনেকটা অপগত হইল। চা খাওয়ার পর স্নানহারের ব্যবস্থা হইল, যুবক ও কলের পুতু-লের মত স্নানাহার করিলেন। যে জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে একটি কথাও তাঁহার মুখদিয়া বাহির হইল না।

মধু স্নানাহারের পর সুশীলার গৃহে বসিয়া তাঁহার বই গুলি নাড়া চাড়া করিতেছিলেন। সহসা একখানি হাতের লেখা বাধান খাতা তাঁহার হাতে উঠিল। এই খাতা খানি তিনিই আজ তিন বৎসর পূর্ব্বে সুশীলার জন্ম-তিথির দিনে উপহার দিয়াছিলেন। খাতার উপর সোণার জলে "সুশীলা সুশীলা" লেখা আছে। খাতার ভিতর হাতে লেখা অনেক গুলি কবিতা আছে, লেখা গুলি মুক্তার মত পরিপাটি, সুন্দর। একটি কবিতা তিনি পড়িলেন,—

প্রার্থনা।

নর নারী, ভগবন্, তোমার সৃজন,
উভয়ের একরূপ আত্মা দেহ, মন,
উভয়ের রাগদ্বেষ একরূপ, পরমেশ
একরূপ সুখ দুঃখ, উভয়ের প্রাণে,
উভয়ে সমান, প্রভো তোমার বিধানে।

(২)

নরের দুহিতা নারী, ভগিনী, জননী,
নরের দয়িতা নারী, সখী প্রণয়িনী,
নর কি নারীর পর? পিতা, পুত্র সহোদর
প্রাণাধিক পতি, সখা, প্রণয়-ভাজন,
নরনারী তুল্য, ভিন্ন নহে কদাচন।

(৩)

তবে নর কেন বঙ্গে সর্ব্বদা স্বাধীন?
নারীগণ কেন বল হেন পরাধীন?
দিবানিশি অন্ধকারে, অন্তঃপুর কারাগারে,
কেন বন্দীভাবে নারী কাটাইবে দিন?
কেন তারা হেয় এত শিশু হতে হীন?

(৪)

ক্ষুদ্রশিশু তরে দেখ উন্মুক্ত দুয়ার,
পারেনা বাহিরে যেতে জননী তাহার।
গাঢ় আবরণ দিয়া সদা রাখে লুকাইয়া
নারী কি ঘৃণিত এত?—এত কদাকার?
যদি নহে,—তবে এত ঢাকা কেন তার?

(৫)

পাঁচবৎসরের শিশু পশিয়া ভবনে,
বলে তার জননীরে অম্লান বদনে,
"কারেবলে "দশ বার," তুমি কি বলিতেপার?
বাষ্পস্থ জল ঝড় কেমনেতে হয়?
তুমি যে মেয়ে মানুষ—জাননা নিশ্চয়।"

(৬)

ভাইবলে ভগিনীরে, তুই মেয়ে ছেলে
তুই কি বুঝিবি বল্? আমারে দে ফেলে,"
করিয়া তাচ্ছল্য অতি, স্বামী কন স্ত্রীর প্রতি
"স্ত্রীবুদ্ধিপ্রলয়ঙ্করী—মিথ্যা কথা নয়।
তোমাদের যে চরিত্র। ব্রহ্মা পান ভয়।"

(৭)

অবিদ্যার অন্ধকারে বঙ্গনারীগণ,
আকণ্ঠ আছেন মগ্ন দেখ নারায়ণ,
ভূত প্রেত, আছে যত, উপধর্ম্ম শত শত
সকলি নারীর কাছে পায় সমাদর,
ধর্ম্ম কোথা? নহে কভু শ্রবণ গোচর।

(৮)

মরমে মরম কথা কহা নাহি যায়।
নারীর এ অপমানে বুক ফেটে যায়!
বঙ্গের নারীর স্বামী? কি লজ্জা! কেমনে আ
বলিব সকল কথা? পশুর মতন
বনিতার প্রতি হয়। তাঁর আচরণ!

(৯)

বিবাহ? বিক্রপমাত্র! ঘোর অত্যাচার!
প্রেমহীন, স্নেহহীন, ঘৃণিত ব্যাপার!
ইন্দ্রিয় সেবার তরে পুরুষ বিবাহ করে
প্রেম নাই—দেহ লয়ে শুধু ব্যবহার!
বঙ্গেতে ইহারি নাম বিবাহ-সংস্কার!

(১০)

সহিছে বঙ্গের বালা এই অপমান,
নিত্য নিত্য ঘরে ঘরে, সাক্ষী ভগবান্
ছি ছি! ক্রীতদাসীর মত স্বামীর সেবায় রত!(ক)
বঙ্গের মহিলা যত! তাহাদের প্রাণ
কেমনে সহে এ জ্বালা তারা কি পাষাণ?

(১১)

বঙ্গের মহিলা যত প্রকৃত পাষাণ,
নচেৎ পশুর মত কারে দেয় দান, (খ)
যার তার হাতে ধরে, গলবস্ত্রে যোড়করে,

(ক) স্বামীর সেবায় দাসীত্ব হয় না।

সম্পাদক।

(খ) প্রদানমপিকন্যায়াঃ পশুবৎ কোঽনুমন্যতে?

মহাভারতে, সুভদ্রাহরণ পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্য।

লেখক।

সাথে দেয় মণিমুক্তা রত্ন-অলঙ্কার,
নগদ রৌপ্যের চক্র হাজার হাজার ?

(১২)

কেন এ নিগ্রহ বল বঙ্গ বালিকার ?
কেন এ লাঞ্ছনা বল, পিতার মাতার ?
সংক্রামক রোগ আসি,দেহ কি বসেছে গ্রাসি,
অথবা হয়েছে তার চরিত্র স্খলন,
এমন কি দোষ তার ? যাহার কারণ

(১৩)

ঘুষ দিয়ে, পায়ে সেধে, পশুতুল্য নরে,
দিতেছে কমল-কলি তুলিয়া আদরে ?
হায় ! কি মনস্তাপ, বুঝেনা আপন বাপ,
একি ঘোর অপমান আপন কন্যার,
কি ঘোর এ অপমান তাঁর আপনার।

(১৪)

ডুবেছে বঙ্গের নারী অবিদ্যা-সাগরে,
আত্মসম্মানের বোধ তাহার অন্তরে,
বিন্দুমাত্র নাই আর ! তাই সেই পাপাত্মার
অপবিত্র করে সঁপে দেহ আপনার !
ব্যাভিচারে বলে" বিয়ে" এক মোহ তার !

(১৫)

ভগবন্ দাও বল ক্ষুদ্র এ পরাণে,
বাঁধিব এ মন মোর কঠিন শাসনে।
কাপুরুষ পশু সম, নরাকৃতি নরাধম
পামরে দিবনা দেহ,—প্রতিজ্ঞা আমার।
দাও বল, এই ভিক্ষা,-চরণে তোমার ॥ (গ)

সুশীলা পরমানন্দে মধুকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, মধু পদ্মিনীর হৃদয়ে স্থান পাইলেন। মধু ওরফে শ্রীমান্ ললিতমোহন মহোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বাড়ী গিয়া তাঁহার ঠাকুরমার পূজার ঘরের বন্ধ দরজায় খুব-জোরে ধাক্কা মারিলেন। এমন ধাক্কা, যে তাহার শব্দে ধ্যানমগ্নাবস্থিতা বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন এবং সভয়ে বলিয়া উঠিলেন "কে রে ?"

মধু নির্ব্বাক। ঠাকুরমা আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দেখেন তাঁহার হারানিধি সম্মুখে। অনেকদিন হইল ললিত পিতামহীর নিকট আসেন নাই, তাঁহাকে বিরক্ত করেন নাই, হাসান নাই। অনেকদিন পরে পৌত্রকে পাইয়া, বৃদ্ধা আনন্দগদ্গদকণ্ঠে তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া নিকটে বসাইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধা এবং যুবকের মধ্যে মৃদুস্বরে পরামর্শ চলিল। অবশেষে যুবক পিতামহীর পদধূলী মস্তকে ধরিয়া বিদায় হইলেন।

মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে উকীলবাবু কৃতবিদ্য পুত্রের বিবাহ দরিদ্রকন্যা সুশীলার সহিত দিতে সম্মত হইলেন। ধনী ও ব্যারিষ্টার

(গ) আর্য্যনারী সকল যুগেই স্বাধীন ও শিক্ষিতা ছিলেন, মুসলমান রাজত্বে এই ঘৃণিত অবরোধ প্রথা সমাজকে ও অজ্ঞানান্ধকারে বঙ্গীয় রমণীগণকে অবগুণ্ঠিত করিয়াছে—
"যত্র নার্য্যস্তপূজ্যন্তে রমন্তে তত্রদেবতাঃ"
মনু।

ইংরাজকবি টেনিসন লিখিয়াছেন—
The woman's cause is man's,
they rise or sink
Together dwarfed or God-like,
bond or free;
If she be small, slightnatured,
miserable
How shall man grow ?
রমণীগণের ন্যায় আমরাও পরাধীন। সম্পাদক

বৈবাহিকের প্রলোভন তিনি ত্যাগ করিলেন। সুশীলাকে তিনি অগ্রে দেখিয়াছিলেন তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতার গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছিলেন, বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সময় অনেকবার তিনি সুশীলাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছিলেন; —যেহেতু প্রতি বৎসরই সুশীলা তাহার শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইত। তথাপি, আচার রক্ষার্থ কন্যা আশীর্ব্বাদের একটা দিন স্থির করিলেন।

বিজ্ঞ ও প্রবীন উকিল বাবু নিজ মাতুল এডভোকেট সাহেবকে (এড্‌ভোকেট শব্দের সঙ্গে "বাবু" মানায় না, তাই "সাহেব" বলিলাম) সঙ্গে লইয়া শ্রীমতি সুশীলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। হায়, মাতৃ-পিতৃহীনা কন্যাকে কে সাজাইয়া বাহির করিবে। বৃদ্ধাঝি যথাশক্তি সাজাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলে ও সুশীলা তাহাতে সম্মতা হইলেন না? তিনি বলিলেন,—"গুরুজনের নিকট, বিশেষতঃ পিতার নিকট—কন্যার আর সাজসজ্জা কেন? ধূল ধূসরিত মলিনাঙ্গ শিশুকে কি পিতা সযত্নে কোলে লন না?"—অবশেষে তিনি তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য একখানি সাড়ী পরিয়া নিরাভরণ, অথচ লজ্জা লাবণ্য ও শালীনতারঞ্জিত দেহে, সঞ্চারিণী একটী নব পল্লবিনী লতার মত, আগন্তুক ভদ্র লোকদিগের সম্মুখে আসিয়া ঈষদবনতবদনে দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ় দুই ব্যবহারাজীব এই কন্যার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ললিতের পিতা বহুদিন পূর্ব্বে যে সুশীলাকে বার বার দেখিয়াছেন,—এ কি সেই! তাঁহার মাতুল চমৎকৃত হইয়া সুশীলার রূপের অতিশয় প্রসংশা করিলেন। কন্যা দেখিয়া উভয়েই আশাতিরিক্ত প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভলগ্নে, এক জ্ঞাতি ভ্রাতা আসিয়া সুশীলাকে ললিত মোহনের করে সম্প্রদান করিলেন। বর ও বরের পিতা বহুধন সম্পত্তির প্রলোভন সত্ত্বেও যে কপর্দ্দক মাত্র ও গ্রহণ না করিয়া অনাথা এক দরিদ্র কন্যাকে গ্রহণ করিয়া প্রয়াগের প্রবাসীকায়স্থ সমাজে এক অত্যুৎকৃষ্টআদর্শ স্থাপন করিলেন তাঁহাদের এই কীর্ত্তি সংবাদপত্র যোগে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। আমরাও সংবাদ পত্রেরই কল্যাণে এই পুর্ণ্যময়ী কথা জানিতে পারিয়া তাহার প্রচার করিতেছি। এই আখ্যায়িকাটির বিবরণ মৌলিক সত্য,—তবে আবশ্যকানুরোধে পাত্র পাত্রীর নাম ধাম রূপান্তরিত করিয়াছি। আর একটি কথা, আমরা সংবাদ-বাহিক নাহি পরন্তু গল্প লেখক,—কাজেই, আমরা নিরঙ্কুশ। এই নিমিত্ত, যে সকল পাঠক এই গল্পের প্রকৃত নায়ক নায়িকাদিগের সহিত পরিচিত, তাঁহারাও আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এ আশা করিতে পারি।

পরিশেষে মনে প্রশ্ন উঠিতেছে,—এই বিবাহে কে জিতিলেন মধু না সুশীলা? পাঠক হয়ত বলিবেন মধু,—পাঠিকা ঠাকুরাণীর স্বভাবতঃ সুশীলারই প্রতি অধিক মমতা হইবে। আমরা কিন্তু বলি উভয়েই জিতিয়াছেন। সংসার মরুভূমিতে মনোমত পতি অথবা পত্নীর ন্যায় বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই। বঙ্গসমাজে এইরূপ প্রকৃত প্রেমমূলক বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, প্রজাপতি তাহাই করুন। সমাপ্ত।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

মহাসমর।

ক্ষত্রেত্রের মহালীলা কর সবে নিরীক্ষণ,
পৃথিবী-ব্যাপক এর নৃত্য কিবা বিভীষণ!
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে, ইউরোপে, এসিয়ায়,
সমস্ত সাগর বক্ষে,মহাদেশ আফ্রিকায়,
নগরে প্রান্তরে, বনে, উচ্চ-শীর্ষ-গিরিগাত্রে,
জল-তলে, জলা-ভূমে, সমতলে, শস্যক্ষেত্রে,
জ্বলিছে কি বিভীষণ যেন ঘোর কালানল,
পাশ্চত্য-সভ্যতা বুঝি গেল এবে রসাতল!
যার দোষে ঘটিল এ জগতের অপকার,
নিশ্চয় বিধাতৃ কোপ জ্বলিছে মস্তকে তার!
জার্মান, ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, রুষ, তুর্কী,অষ্ট্রীয়ান্,
সার্ব্বিয়ান্, মণ্টিনিগ্রীণ, বীর-কর্ম্মা বেল্‌জিয়ান্,
হিন্দু, আফ্রিকার টার্কো, রুষ জয়ী সে জাপান,
বুর, পর্ত্তুগীজ, আর ইটালীর সুসন্তান,
আরব, মুসলমান, সকলেই করে রণ,
আরো সুসজ্জিত আছে কত ক্ষত্র অগণন।
কেহ আত্ম-রক্ষা জন্য, কেহ আশা করি জয়,
করিতেছে অকাতরে বসুধার লোকক্ষয়।
হায়! হায়! বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞানের চতুরতা
ঘটাল কি অবশেষে এই ঘোরারাজকতা!
স্বাধীনতা মানবের কিবা প্রিয়তম ধন!
তার জন্য বেল্‌জিয়ম্ করিল কি প্রাণ-পণ।
হেন আত্ম-বলিদান কে দেখেছে কবে আর?
একটি সমগ্র দেশ হইয়াছে ছার খার।
স্বাধীনতা রক্ষা জন্য করিতেছে রণ,
বিজেতা আসিয়া তারে করিয়াছে আক্রমণ।
স্বাধীনের চিরবন্ধু ইংলণ্ডের অধীশ্বর,
বন্ধুগণ জন্য আজ করিছেন এ সমর।
দুর্ব্বলের হিত জন্য স্থায়ী শান্তি উৎপাদিতে,
ব্রতী হয়েছেন তিনি এই মহা-যুদ্ধব্রতে।
কত করিলেন চেষ্টা যুদ্ধ যাতেনাহি হয়,
তথাচ না নিবারিত হল এই লোকক্ষয়!
বহু দিন হতেছিল সমরের আয়োজন,
তার উদ্গীরণে হল এই কাল মহারণ।
সঞ্চিত বিষের যথা অবশ্য বিকাশ হয়ে,
পরিণত করে দেহ ক্ষয়শীল মহাক্ষয়ে
সেইরূপ ইউরোপে যুদ্ধের এ আয়োজন
একটী ঘটনা নহে এই যুদ্ধের কারণ,
লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়, ধরিত্রীর সর্ব্বনাশ,
হইতেছে চারিদিকে, নাহিমিটে যুদ্ধ আশ।
ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে আমাদের শত্রুগণ
কেবল হনন জন্য করে দিবারাত্রি রণ।
যুদ্ধের কি বিভীষিকা কে বলিতে পারে বল?
বীরদর্পে বসুন্ধরা করিতেছে টলমল।
কামানের গোলাবৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুৎপাত,
অবিরাম ধ্বংস, মৃত্যু হইতেছে দিনরাত।
নিকটে আসিলে শত্রু সঙ্গীনে সঙ্গীনে রণ,
রুধিরাক্ত পরস্পর করে মৃত্যু আলিঙ্গন।
অস্ত্রাঘাতে, অগ্ন্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর,
মৃত কেহ, মৃতবৎ কেহ শত শত নর।
সহস্র সহস্র লোক দগ্ধ হয়ে একবারে,
উড়ে যায়,কোথা যায় কেহনা দেখিতে পারে।
সমর প্রাঙ্গনে থাকে হতাহত কতজন,
মৃত ও জীবিত করে পরস্পরে আলিঙ্গন।
যাহাদের ভাগ্য ভাল, শকটে বোঝাই হয়ে
প্রত্যাবৃত্ত হয় গেহে, কেহ বা চিকিৎসালয়ে।

যদি কেহ দেখে থাক এ হেন শকট হায়!
দুর্গন্ধ, রোদন-পূর্ণ, পূর্ণ মৃত্যু যাতনায়,
বুঝিবে সমর করে কি নরক উৎপাদন,
বুঝিবে সমর ক্ষেত্র যমের কি নিকেতন,
বুঝিবে ক্ষত্র ও যম যমজ ও সহোদর,
মৃত্যু বিকীরণ করি জগতের হিতকর।
মৃত্যু আলিঙ্গিয়া যীশু জগতের পরিত্রাতা।
মৃত্যু উপদেশ করি কৃষ্ণ ভবে মোক্ষদাতা।
জলে ও বিষম যুদ্ধ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ,
পক্ষাপক্ষে কত তরি জলতলে নিমজ্জন।
পণ্য, সৈন্য, লোকজন জলধির গর্ভে হায়!
ডুবেগেল, নষ্ট হল বাণিজ্য ও ব্যবসায়!
জগতবাসীর কত ক্ষতি হল এ প্রকারে,
দুর্ভিক্ষ আসিল, পূর্ণ কত দেশ হাহাকারে।
একাকীনী এম্‌ডেন পঞ্চাধিক বিংশতরী
ডুবাইল পণ্য সহ হায় কত ক্ষতি করি।
করিল যখন ধৃত অষ্ট্রেলিয় যুবজন,
তোপমুখে পড়িসবে হইলেক অদর্শন।
এই মত লোকক্ষয় হতেছে জলধি বুকে।
কেহ কি বর্ণিতে তাহা পারে বল একমুখে?
আকাশে ও যুদ্ধ হয় নভশ্চর যান দ্বারা,
ধরাতলে লোক তাহে পড়িতেছে কত মারা।
স্ত্রী-বালক, বৃদ্ধ জন্তু তাহারা ত দায়ী নয়,
তাহারাও এই যুদ্ধে যাইতেছে যমালয়।
যুদ্ধের যে ধর্ম্ম আছে, তাহা কিন্তু নাই এবে,
যে যাহারে যে প্রকারে পাবে মারে এ ভাবে।
এই মহা ক্ষত্রলীলা অহো কি প্রলয়ঙ্করী!
অথচ নহেত ইহা, একান্ত অশুভকরী।
পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহে বাণিজ্য ও ব্যবসায়,
প্রতিদ্বন্দী বৈরীভাব অন্ত-সলিলার প্রায়
ভিতরে ভিতরে ছিল চলিত প্রতিনিয়ত,
এই মহা যুদ্ধে তার বেগ হবে প্রতিহত।

সশস্ত্র শান্তির আর নাহি হবে প্রয়োজন,
আপনেই শান্ত রবে জগদ্বাসী সর্ব্বজন।
দুর্ব্বলের প্রতি আর প্রবলের অত্যাচার
নিষ্কারণে অকস্মাৎ নাহি হবে পুনর্ব্বার।
দরিদ্রের গৃহে অন্ন হবে পুনঃ উপস্থিত।
সভ্যতা নূতন পথে হবে পুনঃ প্রধাবিত।
বিধাতার ইচ্ছা বল কে ভাল বুঝিতে পারে?
অশিব হইতে পারে পরিণত শিবাকারে।
ইহাতে ভারতে হবে নানাবিধ উপকার,
সমস্ত বৃটিস্ রাজ্যে বৃদ্ধি হবে একতার।
ভারতের ক্ষত্র-শক্তি এ যুদ্ধে সুপ্রকাশিত,
রাজা প্রজা সম্বন্ধ ও হইল সুদৃঢ়ীকৃত।
আমাদের রাজভক্তি দেখিয়া বৃটিস্‌গণ
ভারতের মূল্য এবে করিবেন নিরূপণ।
ভারতে নূতন যুগ হবে এবে উপস্থিত,
ভারতের প্রীতি হবে আহা এবে বিবর্দ্ধিত।
ইংরাজ ভারতবাসী জন্ম-স্বত্ব তুল্য হয়ে
শোভিবে সাম্রাজ্য ভাবি-একতার অভিনয়ে।
ভারতের ক্ষত্র-শক্তি হবে আরো বিকশিত,
সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য হবে নিত্য নিয়োজিত।
ক্ষত্রিয়ের ম্লানতেজ, মেঘ-মুক্ত সূর্য্য-প্রায়,
এই যুদ্ধ অন্তে পুনঃ শোভা পাবে প্রতিভায়।
ক্ষত্রত্ব অমূল্য নিধি, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়,
প্রত্যেক ব্যক্তিতে পারে হতে এর উপচয়।
কি যাজক, পণ্যজীবী, কিবা শ্রমজীবী আর,
ক্ষত্রিয়ত্বে সকলের আছে তুল্য অধিকার।
দেশ রক্ষা হেতু দায়ী জাতির প্রত্যেক জন,
ক্ষত্রিয়ত্ব বিনা তাহা হয় কি হে সম্পাদন?
এই যে বিপুল যুদ্ধে বহু সৈন্য উপস্থিত,
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীহতে হইয়াছে সংগৃহীত।
বিভিন্ন বর্ণের লোক ভারতের ক্ষত্র যাঁরা,
শ্বেত কৃষ্ণ ক্ষত্রধর্ম্মী কিন্তু ভিন্ন বর্ণ তাঁরা।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় বটে পরিপূর্ণ ক্ষত্র-রক্ত,
এই কথা মনে রেখ যদি হও দেশ ভক্ত।
সময়েতে এ ভাবের হবে অতি প্রয়োজন, (ক)
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে মাত্র বৃথা আস্ফালন।
ক্ষত্রত্ব লৌকিক শক্তি সদা বিকশিত নয়,
প্রয়োজনমত হয় সেই শক্তি অভ্যুদয়।
এ যুদ্ধের পরিণাম হবে যাহা, সুনিশ্চয়,
ইংলণ্ডের হবে জয় জার্ম্মাণির পরাজয়।
জার্ম্মাণীতে ক্ষত্র ভাব বটে বলবত অতি,
জার্ম্মাণীর শিক্ষা দীক্ষা বটে অতি সুমহতী।
কিন্তু তার দুরাশায় পৃথিবীর অমঙ্গল,
এজন্যই তার পক্ষে নাহি হবে ভাল ফল;
রণোন্মাদে অত্যাচার করে সৈন্যগণ তার,
স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট অসহ্য এ পাপাচার।
যেখানে পাপের বৃদ্ধি ক্ষত্রত্ব নিষ্ফল তথা,
ক্ষত্রত্ব পবিত্র বৃত্ত মাত্র স্বার্থত্যাগ কথা।
জগতের হিত এর শুন গূঢ় অভিপ্রায়,
হিত সহ বিজড়িত ধর্ম্মভাব বসুধায়।
যেখানেই ধর্ম্ম, জান সেখানেই জয় হয়,
"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়"আমাদের শাস্ত্রে কয়,
যতোধর্ম্ম স্ততোজয় এই মহাঋষি-বাক্য,
এই যুদ্ধে ফলে কিনা সকলেই কর লক্ষ্য॥

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

(ক) সে সময় অতি নিকট কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের রাজভক্তি দেখিয়া মহানুভব ইংরাজ জাতি আমাদিগকে সৈনিক বিভাগে কমিশন দিতে পারেন।

সম্পাদক।

আমি কি?

আমি কি? আমি কি ব্রাহ্মণ? যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন পরমপুরুষ বৈকুণ্ঠবিহারী হরি সাদরে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন আমি কি সেই ব্রাহ্মণের সন্তান? যে ব্রাহ্মণ পরোপকার সাধনোদ্দেশে নিজ অস্থি দান করিয়া জগতে অত্যাশ্চার্য্য আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমি কি সেই ব্রাহ্মণের বংশধর? যে ব্রাহ্মণ সংসারের ভোগস্পৃহা পদদলিত করিয়া জীবিত কাল পর্য্যন্ত গহন কাননে পর্ণকুটীরে—পর্ব্বত কন্দরে বৃক্ষতলায় বাস করিয়া জগতে বেদ বেদান্তাদি নিখিলশাস্ত্র আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন ও যাঁহারা ধর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চায় চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া জগতে সমুদায় জাতির শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন, আমরা কি সেই ব্রাহ্মণের অধস্তন পুরুষ? যে ব্রাহ্মণের মুখে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এমন কি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন (ক) আমরা

(ক) সতাংশুশ্রূষণেচক্রুঃ কৃষ্ণঃপাদাবনেজনে। ভাগবত ১০ম স্কন্দে ৭৫ অঃ ৪। সম্পাদক।

কি সেই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শাখা? কিরূপে বলিব? আর আজ বলিলেই সে কথা বিশ্বাস করে কে? ব্রাহ্মণের বিকার আমরা আজ কর্ম্মদোষে এমন হইয়াছি যে, স্বীয় পরিচয় দিবার সূত্র কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই না। হায়রে পরিণাম! হায়রে পরিবর্ত্তন!

লোকে কথায় বলে বৃক্ষ তোমার নাম কি? "ফলেন পরিচিয়তে। ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয়। আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা কিরূপে প্রমাণ করি। প্রমাণ সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সকলেই একবাক্যে সাধারণতঃ ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। প্রথম প্রত্যক্ষ সাংখ্য দর্শনকার বলেন—প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং। অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ায় আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। এমতস্থলে গলদেশে ত্রিদণ্ডীরূপ বিষয়ের সহিত দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ ব্যতীত আর কোন চিহ্ন দেখাইবার আমার উপায় নাই। তাহাতে বিচক্ষণ দর্শক বিশ্বাস করিবে কেন। ত্রিদণ্ডী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিনজাতিরই সম্পত্তি উহা আমার একার নহে। (খ) সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া আমি ব্রাহ্মণ ইহা প্রমাণ করার আশা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ অনুমান—প্রথমে সামান্য লক্ষণের জ্ঞান, তৎপরে সেই সামান্য লক্ষণ যে বিশেষ স্থলে প্রযোজ্য, তাহার জ্ঞান, পরিশেষে এই দুই জ্ঞানের সংযোগে অনুমান হয়। অনুমান ত্রিবিধ পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট। পূর্ব্ববৎ যেমন আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। কেননা মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় আমার এ জ্ঞান আছে, তৎপর যখন আকাশে মেঘ দেখিতেছি তখন বৃষ্টির অনুমান করিতে পারি। ফলতঃ কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। হায়রে আমার অদৃষ্ট! ভৃগু বশিষ্ঠাদি কারণরূপী ব্রাহ্মণের অদ্ভুত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া এমনকি সেদিনের ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য বা পরমহংসদেবকে দেখিয়া, তাঁহাদের কার্য্যরূপী আমাকে কে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতে পারে। কারণরূপী পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা ব্রাহ্মণের গুণ আমারূপী কার্য্যে এমন কি আছে যে তদ্দ্বারা পূর্ব্ববৎ অনুমানে লোকে আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিবে। পক্ষান্তরে কার্য্য দৃষ্টে কারণের অনুমানের নাম শেষবৎ। যেমন জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান বা বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের অনুমান। মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি হয় না। যখন বৃষ্টি হইতেছে তখন মূলে অবশ্যই মেঘ আছে ইহারই নাম শেষবৎ অনুমান। এমতাবস্থায় সন্ধ্যাবন্দনা ব্রহ্মচর্য্যাদি বিহিন বৃথা ত্রিদণ্ডীধারী, শবৃত্তি অবলম্বনকারী, আচার বর্জ্জিত, হোটেল বিহারী, সাত্বিকভাবশূন্য, বেদজ্ঞান বিরহিত, আমার ন্যায় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য দর্শনে, কে অনুমান করিতে পারিবে যে ঐ সমুদায় কার্য্যের কারণরূপী আমি একজন ব্রাহ্মণ; সুতরাং শেষবৎ অনুমানের আশ্রয় লইতে বলাও বৃথা। পরিশেষে সমান্যতঃদৃষ্ট—পূর্ব্বে একপদার্থ অবগত আছি, তাহার ন্যায় অন্য পদার্থ দেখিয়া, শেষে যে পদার্থ দেখিলাম তাহা যে পূর্ব্বদৃষ্ট

(খ) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
(মনু।৪। ১০ অঃ)
সম্পাদক।

পদার্থের সহিত এক জাতীয় এতাদৃশ অনুমানের নাম সামান্যতঃ দৃষ্ট। ফলতঃ গুণের সামান্য সাম্যদৃষ্টে এতাদৃশ অনুমান করিতে হয়। যে মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া আমি পরিচয় প্রদান করি, তাহার অসীম অত্যাশ্চর্য্য গুণের এক কণাও তো আমাতে নাই? তবে আমি কেমন করিয়া তোমাকে বলিব যে সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান বলে দেখ—আমি ব্রাহ্মণ? সুতরাং আমার অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব ব্রাহ্মণত্ব কোন প্রকার অনুমানেই উপলব্ধি হইবার উপযুক্ত নয়। তৎপরে শব্দ—ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ-শূন্য শ্রুতি বচনই আপ্ত বা বেদবাক্য। ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই শব্দ প্রমাণ। কিন্তু হায়রে আমার পোড়া অদৃষ্ট! কোন পুরাণেই ত আমার ন্যায় উপরোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান কারীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? তাহাদের মতে যাহা ব্রাহ্মণের লক্ষণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের আচার ব্যাবহার ও কর্ত্তব্যতা, তাহার এক তিলও তো আমাতে নাই? তবে প্রাচীন কালের অভ্রান্ত ঋষিগণের মতে আমি ব্রাহ্মণ না হইলেও নব্য সমাজের অগ্রগণ আমাকে এখনও বামণ ঠাকুর বলেন—আমি বামণ বলিয়া আমা দ্বারা পাল্কী বহন করান না—তাই আমি ব্রাহ্মণ। সুতরাং নব্য অগ্রগণের বচনই আমার আপ্ত বচন। এখন আর প্রাচীনের সম্মান নাই—প্রাচীন স্মৃতি ও প্রাচীন ন্যায়ের আদর নাই। সকলেই নব্য-স্মৃতি ও নব্যন্যায় যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সুতরাং নব্যমতই প্রবল, তাই আমি গর্ব্বের সহিত এখনও বলি আমি ব্রাহ্মণ।' যদি কোন প্রাচীন শাস্ত্রদর্শী আমাকে (আমি যে ব্রাহ্মণ) ইহার প্রমাণ দিতে বলেন তবে আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব কেন?

বাল্যকালে পিতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া পাঠ করিয়াছি 'ষট্‌কর্ম্মশালীত্বং ব্রাহ্মণত্বং। যজনং, যাজনং অধ্যয়নং অধ্যাপনং দানপ্রতিগ্রহঃ।' ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ ইত্যাদি।' অর্থাৎ যজন যাজন প্রভৃতি ৬টীই ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—ঐ ষট্‌কর্ম্মশালী ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। আমরা এখন মনেকরি ওগুলি প্রলাপ বাক্য, কেননা উহার একটীও বিনানুষ্ঠানেই আমি ব্রাহ্মণ। যজন তো করারসাধ্যই নাই—করিবই বা কিরূপে? শাস্ত্রে উহার যেরূপ লক্ষণ আছে তাহার শব্দগুলি পাঠ করিতেই গলদ্ ঘর্ম্ম, এমতাবস্থায় তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানের সাধ্য—কি? শাস্ত্র বলেনঃ—"পশুক্ষীরাজ্য পুরোডাশস সৌষধি চরুপ্রভৃতিহির্ব্বর্হিভিঃ খদির পলাশাশ্বত্থন্যগ্রোধোডুম্বর প্রভৃতিভিঃ সমিদ্ভিঃ স্রুক্‌স্রুবোদুখল মুষল কুঠার খনিত্র যূপদারুদর্ভচর্ম্ম গ্রাব পবিত্র ভাজনাদিভির্দ্রব্যোপকরণৈরুদ্গাতৃ হোত্রধ্বর্য্যু ব্রহ্মাদির্ভি ঋত্বিগ্‌ভিঃ কাম্যনৈমিত্তিকানাং পশ্বাদিপূর্ব্বকানাং যথোক্তদাক্ষিণানাং সম্পাদনং যজনং।" ইতিশ্রাদ্ধবিবেকধৃত দেবলবচনম্॥ বিশেষতঃ বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের মূল্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধিপাইতেছে, তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদিতে ঘৃতের ব্যয় না করিয়া সেটুকু আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ আহারের সময় পাইলেও লাভবান মনেকরি। সুতরাং আমি যজনের মোটেই পক্ষপাতী নাই। যাজন তো করিবই না, যাজন করিয়া কি অবশেষে যজমেনে বামণ হইব? যদিও তাহাতে আতব চাউল রম্ভা দধি প্রভৃতি মাঝে মাঝে পাইবার সম্ভাবনা আছে;

তথাপি কপালে লম্বমান চন্দনের তিলক, গায়ে নামাবলী দিয়া, দোদুল্যমান শিখা সমন্বিত পঞ্জিকার সংক্রান্তি পুরুষের ন্যায় বাড়ী বাড়ী যাইতে বড়ই লজ্জা বোধ হয়। আর আমি যাজনই বা করিব কি? আমার পড়াশুনা নাই—আচার নিষ্ঠানাই শিক্ষানাই ইচ্ছাওনাই বিশেষতঃ যখন ষোল আনা বিলাসিতা ভোগ করিয়া বিনাকর্ম্মানুষ্ঠানেও আমি ব্রাহ্মণ তখন যাজন করিতে যাইব কোন দুঃখে? অধ্যয়ন করিয়াছি বটে—দু'পাতা বাঙ্গলা দু'পাতা ইংরেজী ফলতঃ শবৃত্তি অবলম্বন করিতে যতটুক প্রয়োজন। সংস্কৃত পড়িব কেন,তাহাতে তো ভাল চাকুরী পাওয়া যায় না?—তবে অনুস্বর পড়িয়া বৃথা নাসিকার ক্ষয় করিয়া লাভ কি? তাই অধ্যয়ন কালে পণ্ডিত মহাশয় ফাঁকিতে পড়িয়াছেন। অধ্যাপনা করাইব কি? একে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য তাহার উপর বিলাসের ক্রীড়া পুত্তলী! তবে যদি টাকার খাতিরে কোনও স্কুলে অধ্যাপনা করাইতে হয় তখন বড় জোর ২।১ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতেপারি। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন আমার সর্ব্বদাই অভাব, সর্ব্বদাই আমার মুখে 'দীয়তাং, সুতরাং আমার কি দান করিবার সাধ্য আছে? তাই দানের পাত্র দেখিলেই হাঁফ ছাড়িয়া দূরে তাড়াই অতিথি অভ্যাগত দেখিলেই বাড়ী ভিতর যাইয়া বলাই "এখানে স্থান হইবে না।" শ্রাদ্ধাদির তো কথাই নাই—নিজেরই যখন ষোল আনা অভাব—তার উপর বংশে কে কবে মরিয়াছে তাহার জন্য আবার টাকা পয়সা ব্যয় করিব? তবে "প্রতিগ্রহ" করিতে সিদ্ধহস্ত, তাহাতে আমি এমনি উদার যে জাতিবর্ণ বিচার করিনা। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া বলিয়াছিলেন 'তোরা কে নিবি প্রেম নে।' আমিও তদ্রূপ জাতিবর্ণ পাত্রাপাত্র কিছুমাত্র বিচার না করিয়া হস্ত পাতিয়া বলিতেছি—'তোরা কে দিবি রে দে।' ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি কিছু করি তবে সে প্রতিগ্রহ। বোধহয় এই একমাত্র কর্ম্মের ষোল আনা অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি বলিয়া, এখনও আমাকে ব্রাহ্মণ বলে। আমি যে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে জন্মিয়াছি তাহা বেশ বুঝিতেপারি—তাই আমরা মুখসর্ব্বস্ব। আমাদের বৃথাবাগাড়ম্বরে জিহ্বার লালসায় নিমন্ত্রণে যাইবার অগ্রহাতিশয় দর্শনে 'দশে না মানুক আপনিই মুখ পাত্র' ইত্যাদি ভাবাবলোকনে কে অস্বীকার করিতে পরিবেন যে আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিনাই। হায়রে ষট্কর্ম্মশালী, যে কপিল কণাদের অদ্ভুত জ্ঞান গরীমার কথা অন্তের মুখে শ্রবণ করিয়া এখনও আমাদের বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠে,—বিপুলরাজ্যেশ্বর চিরসুখের ক্রোড়ে পালিত প্রবল শক্তিশালী ক্ষত্রিয় রাজ বিশ্বামিত্রের, যে ব্রাহ্মণ হইবার প্রয়াসের গল্প এখনও লোকের নিকট বলিবার সময় স্বীয় অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, আমরা সেই ব্রাহ্মণের বংশধর হইয়াও নিজের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিবার কিছুই পাইনা—একি কম পরিতাপের বিষয়?

মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেনঃ—"দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানং ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচন যাজন প্রতিগ্রহাঃ।" বেদাধ্যয়ন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও দান এই তিনটী দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু বেদ অধ্যাপনা যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহার্থ বিশেষ ধর্ম্ম

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীবিকা নির্ব্বাহার্থ এই কয়েকটি করিবেন না। মহর্ষি অত্রি ব্রাহ্মণগণকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন

"দেবোমুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রাঃদশবিধাঃস্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণ দশপ্রকার—দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল। তন্মধ্যেঃ—

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনং।
আতিথির্বৈশ্যদেবঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ যথাবিধি ত্রিসন্ধ্যা, স্নানজপ হোম প্রত্যহ দেবপূজাদি অতিথিসৎকার ও বৈশ্যদেবকৃত্যাদি অহরহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি দেবব্রাহ্মণ।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥'

যিনি বনবাসে শাকপত্র ফলমূলে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও প্রত্যহশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি মুনি ব্রাহ্মণ।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

যিনি আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্ত বেদান্ত অধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচার করেন, যিনি সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক আসক্তিবর্জ্জিত তিনি দ্বিজব্রাহ্মণ।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্ব সম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥

যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্ধারী হইয়া আহত প্রত্যাহত হয়েন—বিপক্ষকে আঘাত করেন এবং যিনি ক্ষত্রিয় জনোচিত ভোগের প্রয়াসী তাঁহাকে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বলাযায়।

কৃষি কর্ম্মরতোযশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্যউচ্যতে॥

যিনি কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত গোপালক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী তাঁহাকে বৈশ্যব্রাহ্মণ বলে।

লাক্ষালবণ সংমিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥

যিনি লাক্ষালবণ সম্মিশ্র বস্তু কুসুম্ভ, দুগ্ধ ঘৃত মধুমাংস প্রভৃতি বিক্রয় করেন তিনি শূদ্র-ব্রাহ্মণ।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

যিনি চোর তস্কর, সূচক (পারুষ্যাদি দোষযুক্ত) দংশক (পরাপকারী) মৎস্য ও মাংসে লোলুপ তিনি নিষাদ ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মতত্ত্বং নজানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।

যিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্রের বলে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্বিত। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পশু, ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃ সুচ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥'

যিনি পরোপকারার্থ পরকর্তৃকদত্ত বাপীকূপ তড়াগ আরাম প্রভৃতি জলাশয় নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করেন তিনি ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ।

ক্রীয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যিনি ক্রীয়াহীন (১) মূর্খ (২) সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত

(১) ক্রিয়াহীন—ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য যজনাদি ষট্‌কর্ম্ম বর্জ্জিত।

(২) মূর্খ—(ক)বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান বিরহিত।

(৩) ও নির্দ্দয় (৪) তাঁহাকে চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলাযায়॥ সুতরাং যিনি ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম বর্জ্জিত বেদাদিশাস্ত্র-জ্ঞান বিরহিত ও আত্মানাত্ম বিবেকদ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান বর্জ্জিত—পরক্লেশ মোচনে অনিচ্ছুক, তাহাকে চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলাযায়। এই সকল লক্ষণাদি আলোচনা করিয়া আমারমনে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে—সর্ব্বদাই চিন্তাকরি আমি কি? তবে সুখের বিষয় আর ঠাকুর দয়া করিয়া সকলের শেষেই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী রাখিয়া দিয়াছেন। নতুবা উপায় হইত কি? ক্রমশঃ।

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উপলী।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

প্রতিভার গ্রাহক মহোদয়গণ ও আমাদের বন্ধুবান্ধবগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে আমরা কলিকাতা হইতে একটী রয়েল মুদ্রা-যন্ত্র ফরিদপুরে আনিয়াছি। আশাকরি আমরা শীঘ্র প্রতিভাকে নিয়মিত করিতে পারিব। অপরের প্রেসে আর প্রতিভা মুদ্রিত হইবে না। অধুনা গ্রাহক মহাত্মাগণ আমাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া এই কষ্টের সময় আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। প্রতিভাপ্রেস এখন পূর্ণ ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে, কায়স্থ মহোদয়গণ আমাদিগকে সর্ব্ববিধ মুদ্রণকার্য্য দিতে পারেন।

২। কায়স্থোপনয়ন। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষদেববর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় লিখিতেছেন—"হাঁসাইল কায়স্থ সমিতির যত্নে উক্ত সমিতির কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস রমণীমোহন চন্দ্র, এবং মোহিনীমোহন দাষ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৩। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

(খ) ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—"মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ।" এই দেহে যাহার আমি জ্ঞান আছে আত্মানাত্ম বিবেকদ্বারা যাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই তিনিই মূর্খ।

(৩) সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত—মনুক্ত দশলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের লেশমাত্রও যাহাতে নাই।

(৪) নির্দ্দয়—'যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদিযায়তে ইচ্ছা সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥' যত্নের সহিত পরের ক্লেশ দূর করিবার যে মানসিক ইচ্ছা তাহার নাম দয়া। এই ইচ্ছা যাঁহার নাই, তিনি নির্দ্দয়॥

ব্রাহ্মণ পাঠক! উপরোক্ত লেখায় কোন বিষয় সন্দেহ হইলে মনু ও অত্রিসংহিতা পাঠ করিয়া দেখিবেন—তবে রাগ করিবেন না। মনে রাখিবেন আমিও আপনাদের ন্যায় একজন।

লেখক।

নদীয়া জিলান্তর্গত সোমশপুর কায়স্থ সভার উদ্যোগে ও কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের অক্লান্তযত্নে, ফরিদপুর জিলান্তর্গত খামখানপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কর দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে বিগত ১৭ই মাঘ রবিবারে, বিশেষ সমারোহে নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। রাজবাড়ী নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাকাশী গোস্বামী ভাগবতভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে, ঘনশ্যামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ শর্ম্মণঃ রায় মহাশয়ের ভন্ত্রধারকত্বে, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ রায় মহাশয়ের অধ্বর্য্যুত্বে, এবং আলিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র শর্ম্মণঃ ভৌমিক মহাশয়ের সদস্যতায় উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। উপনয়ন স্থলে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ দেববর্ম্মা
২। " কুমুদবিহারী গুহ "
৩। " ত্রৈলোক্যনাথ গুহ "
৪। " রমণীমোহন গুহ "
৫। " কৈলাসচন্দ্র গুহ "
৬। " মহেন্দ্রচন্দ্র গুহ "
৭। " যতীন্দ্রমোহন গুহ "
৮। " জিতেন্দ্রমোহন গুহ "
৯। " সুরেন্দ্রকুমার গুহ "
১০। " হৃদয়নাথ সরকার "
১১। " ত্রৈলোক্যনাথ সরকার "
১২। " কৃষ্ণচরণ সরকার বিএ "
১৩। " যাদবচন্দ্র কর "
১৪। " শশিভূষণ কর "
১৫। শ্রীযুক্ত কালীমোহন কর দেববর্ম্মা
১৬। " মনোমোহন কর "
১৭। " সীতানাথ ঘোষ "

সর্ব্বসাকিন খামখানপুর।

উপনয়নান্তে স্থপ্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় উপনীত মহাত্মাগণের একটী সুন্দর ফটো তুলিয়াছিলেন।

৪। আমাদের প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় রাঁচী হইতে লিখিতেছেন—"ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গোকর্ণ নামক গ্রামে আমার বাটীতে বিগত ৩ শরা কার্ত্তিক মঙ্গলবার আমাদের আদি দেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পদ্ধতি অনুসারে পুরোহিত শ্রীযুক্ত সর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী সকলেই উপস্থিত হইয়া প্রসাদাদি দাক্ষিণ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমাদের ধারণা যে ফরিদপুর জেলাস্থ-কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের ন্যায় আর জগতে কুত্রাপি নাই। উপনীত কায়স্থ বর্জ্জন ও শূদ্রাদি জাতির পৌরোহিত্য করিয়া এই ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতেছেন ও হইবেন।

৫। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে সম্প্রতি কলিকাতায় যে বৈদ্যসম্মিলনী খুব ধূমধামের সহিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ চিকিৎসকগণকে অম্বষ্ঠগণ আহ্বান করেন নাই। একথা যদি সত্য হয় তবে উক্ত সম্মিলনকে নিখিল ভারতীয় বৈদ্যগণের মহামিলন বলা যাইতে পারে না। আমাদের

দেশে বিশেষতঃ কালকাতা মহানগরে দলাদলি আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি যদি এই মহামিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহাহইলে ভারতীয় চিকিৎসকগণকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নিমন্ত্রণ করা কি উচিত ছিল না? এখন বৈদ্যশব্দে অম্বষ্ঠ কি চিকিৎসক বুঝায়? আমরা যতদুর জানি ইহার ধাতুগত অর্থ বেদ+ষ্ণ্য=বৈদ্য, আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তা। একজন চণ্ডালও যদি আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাকেও বৈদ্য বলা যাইতে পারে। বৈদ্য অর্থে অম্বষ্ঠ নহে। এমত অবস্থায় এ প্রকার দলাদলি অতিশয় নিন্দনীয় ও জঘন্য। এই প্রকার সম্মিলনে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতি হইবে না, কেবল দলাদলির বহ্নি উত্তেজিত করা হইবে।

৬। গত বড়দিনের বন্ধোপলক্ষে মাদ্রাস নগরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (The National Congress) একটী সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও দলাদলির সম্পূর্ণ ভাব বর্ত্তমান ছিল। এই পরশ্রী ঈর্ষার মূলে আমরা ভারতের সর্ব্বস্ব বলিদান দিয়াছি এখনও দিতেছি। হায়হায় আমাদের জ্ঞানচক্ষু কবে উন্মিলিত হইবে স্বার্থত্যাগ করিতে আমরা কবে শিখিব? এই প্রকার বিচ্ছিন্ন কনগ্রেস দ্বারা ভারতের কি উপকার হইবে আমরা জানিনা? এই প্রকার কনগ্রেসে অর্থের ও বক্তৃতার শ্রাদ্ধ হয় মাত্র, কোন৹ প্রকার দেশহিতৈষী কার্য্য সম্পাদিত হয় না।

৭। উক্ত সময়ে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিগত ১১ই পৌষ শনিবার কন্‌গ্রেস পাণ্ডালে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উহার অধিবেশন হয়। রাজনৈতিক কন্‌গ্রেসে ও শিল্প বাণিজ্যের সম্মিলনে (Industrial conference) একটী প্রস্তাব বিশেষ ভাবে সমর্থিত হয় উহা এই—"ব্রিটিস সাম্রাজ্যের সম্মানও গৌরব রক্ষার্থে ভারতীয় সৈন্যগণ পাশ্চাত্য মহাসমরে নিযুক্ত হওয়া আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সকলেই আশা করিতেছেন শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের সম্রাট্ ও মিত্রপক্ষগণ অচিরাৎ জয়লাভ করিবেন। ভারতের মধ্যে মাদ্রাস শিল্প সম্বন্ধে অতিশয় অবনত। মাদ্রাসীগণ এবিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী। এই কনফরান্সের মূলকথা এই যে কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্যে ভিন্ন দেশীয় শিল্পের ও বাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব। জারমানের উন্নতি কেবল রাজার অনুগ্রহে।

৮। গুরখা জাতি। যে গুরখা জাতি পাশ্চাত্য সমরে বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহাদের বিষয় অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। ইহারা ভারতের প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় শিশোদিয়া কুলহইতে উৎপন্ন,সুতরাং ভারতীয় কর্ম্মবীর-ক্ষাত্রিয় জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নেপাল ইহাদের স্বদেশ, উদয়পুরের রাণাবংশ ও এই শিশোদিয়া বংশসম্ভূত গুরখা জাতি সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করেন।

৯। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।—গত ৪টা মাঘ সোমবার—খুলনাজেলায় পিলজঙ্গ-নপাড়া গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলীন শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন

হইয়াছে। এই আগুশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানবাসী বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নওপাড়ায় উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধসভার শ্রীবৃদ্ধি ও তত্রত্য ঘোষবংশের এই প্রথম প্রবর্ত্তিত ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধের জন্য উৎসাহদান করিয়াছিলেন। যে সকল অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নবদ্বীপবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এবং খুলনাজেলাস্থ নানা গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থপ্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ অগ্নিহোত্রী এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় কায়স্থসমাজে উপনয়ন সংস্কার প্রচলনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ জেলার যাঁহারা এখনও উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই—বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বর্ত্তমান মাসে উপনয়ন গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ঘোষ মহাশয়গণের ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা ও নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ম্মকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইলে পর যাঁহারা কায়স্থসমাজের উপবীত প্রচলন ও ত্রয়োদশাহে আগুশ্রাদ্ধ কার্য্যের বিরোধী, সেই সকল স্থানীয় অধ্যাপক পণ্ডিতগনকে বিচারার্থ আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহই বিচারার্থ উপস্থিত হইতে সাহসী হন নাই। এই ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধকার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন হইলে পর ভোজোৎসবের দিন নওয়াপাড়া, পীলজঙ্গ, লক্ষপুর, উত্তরপাড়া, রাধানগর, মূলঘর, বাহিরদিয়া, উৎকুল, মহেশ্বরপাশা, বানিয়াভাঙ্গা, সাতবাড়িয়া, সৌভাগ, প্রভৃতি গ্রামের ঘোষ, বসু, মিত্র, চৌধুরী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশীয় ন্যূনাধিক দেড়শতাধিক বঙ্গজ জাতীয় ভোজে যোগদান করিয়া কর্তৃপক্ষগণকে উৎসাহিত এবং ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি এপ্রদেশের কায়স্থ সমাজ আর পরমুখাপেক্ষী না হইয়া শীঘ্র জাতীয় সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক কায়স্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

১০। রংপুর কায়স্থসভার সম্পাদক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন—"রংপুর কায়স্থ সভার যত্নে স্বজাতীর একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৯শে কার্ত্তিক বরিশাল গাভা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার ও ঢাকা বজরাভাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাষ এবং গত ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায় দেববর্ম্মা অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটীতে তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় শাস্ত্রানুসারে ক্ষাত্রাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সভার সহকারী সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু দেববর্ম্মা রায়সাহেব, চক্রবর্ত্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর মহোদয়ের

চেষ্টা ও আগ্রহ অতীব প্রশংসার্হ। চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কায়স্থবংশের সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ তর্কভূষণ মহাশয় প্রত্যেক উপনয়ন স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় সমগ্র কায়স্থজাতি এক ধর্ম্ম হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় কতকগুলি অলস সংরক্ষণশীল কায়স্থদিগের জন্য সমাজ-সংস্কার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে না।

১১। আমরা অতীব সন্তপ্ত অন্তরে অবগত হইলাম, বিগত ৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর আমাদের পরমাত্মীয় কায়স্থ সমাজের স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু দেববর্ম্ম মহাশয়কে হত্যা করিবার জন্য দুইজন ছদ্মবেশী লোক তাঁহার গৃহমধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ২টী পিস্তল ছুড়িয়া নিহত করিবার একটী ভীষণ চেষ্টা করে। পরমেশ্বরের অপার কৃপায় বসুজ মহাশয় দ্রুতবেগে গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

১২। জলপাইগুড়ী কায়স্থ সভার বিবরণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বিএল মহাশয় জলপাইগুড়ী হইতে লিখিতেছেন—আমার বাটীতে বিগত ১৪ই পৌষ মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বিএল, অক্ষয়কুমার মৌলিক দেববর্ম্মা, হরিনাথ গুপ্ত দেববর্ম্মা, সুরেন্দ্রকুমার নাগ দেববর্ম্মা, ভুজঙ্গভূষণ নাগ দেববর্ম্মা, বনমালী রায় সরকার দেববর্ম্মা প্রমুখ ১৬ জন প্রধান প্রধান কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বিএল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা কায়স্থ সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ সরকার দেববর্ম্ম মহাশয় কায়স্থজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন, বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি যে দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় তাহা প্রমাণ করত প্রত্যেক কায়স্থের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপন্ন করেন। ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন গ্রহণ না করিলে কায়স্থ বংশোদ্ভব কোনও ব্যক্তিই "কায়স্থ" জাত্যুপাধি ধারণ করিতে সক্ষম হন না। তদনন্তর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হয়। ১ম। এই সমিতি জলপাইগুড়ী কায়স্থসভানামে অভিহিত হইল। ২য় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নন্দী প্রমুখ একাদশ সভ্য দ্বারা একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। ৩য় শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ ঘোড় বিএল, মহোদয় ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ৪র্থ এই সভাকে কলিকাতাস্থ কায়স্থ সভার শাখা সভারূপে গণ্যকরা হউক। ৫ম এই সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার আহূত হইয়া কায়স্থ সমাজের উন্নতিকর বিষয় সমুদায় আলোচিত হইবে। ৬ষ্ঠ এই সভার সাহায্যার্থে সমিতির সভ্যগণের মাসিক যথাসাধ্য চাঁদা দিতে হইবেক। ৭ম সভার কার্য্যবিবরণীর এক এক খণ্ড প্রতিলিপি কলিকাতাস্থ কায়স্থ সভায় আনন্দবাজার পত্রিকায় ও ফরিদপুরের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায়, প্রেরিত হইবেক। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

এতদিন পরে জলপাইগুড়ীর কায়স্থ মহোদয় গণের চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছে, সুখের বিষয়, কিন্তু সভ্যগণের মধ্যে জলপাইগুড়ী কায়স্থ মহোদয়গণের নেতা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় মহাশয়ের নাম আমরা দেখিলাম না। তিনি কি এই মহৎ আন্দোলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন মহাত্মা কি বুঝিতে পারেন না যে কায়ে স্থিত ছিলেন তিনিই কায়স্থ। ব্রহ্মার শরীর হইতে আমাদের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উদ্ভব। চিত্রগুপ্তদেব ও দেবক্ষত্রিয়, সুতরাং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে আমরা কায়স্থ হইতে পারি না যজ্ঞোপবীত বিহনে কায়স্থের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও পণ্ড হয়।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। আবদুল্লাবাদ নিবাসী ৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একটী বিবাহ যোগ্য দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা লাবণ্যময়ী সুশিক্ষিতা কন্যা আছে। তাঁহার জন্য বঙ্গজশ্রেণীর কায়স্থ পাত্রের আবশ্যক। কন্যার পিতা বার্ষিক ৪০০্ আয়ের যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্তকন্যার স্ত্রীধন হইবে। শ্রীনীলকান্ত বসু, আর্য্যকণ্ডপাড়া, ফরিদপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয় গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পাণ্ডুয়া [illegible] রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ভাবতাভূষণ, হরিনাবাড়ী, [illegible]। দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৬ পর্য্যায় বসুবংশীয় সুন্দরী শিক্ষিতা এবং গৃহ-কার্য্য নিপুণা একটী কন্যার জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন।

৫। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, [illegible] কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে [illegible] ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া (নদীয়া)।

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুগার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, ডিব্রুগড়, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র দ্বয় বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সংশ্লিষ্ট, কায়স্থ জাতিতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন মিত্রবংশীয় (বঙ্গজ) আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবরের একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। যে কোনও শ্রেণীর ঘোষ, বসু ও গুহ বংশীয় উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। যাঁহারা পণ গ্রহণে বীতস্পৃহ এইরূপ ত্যাগী মহাত্মাগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হউন। কন্যা সুন্দরী ও সুশীলা গৃহকার্য্যে দক্ষা ও বুদ্ধিমতী।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্ম   ৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার [illegible] গোপালপুর, পোষ্ট সাঁথিয়া জেলা পাবনা লিখিয়াছেন—আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন। কন্যা সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

১০। নিম্নলিখিত ৩টী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। [illegible] পোঃ শিবালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের নিকট [illegible] (ক) নালী নিবাসী ২৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২২্ বৃত্তি পাইয়াছে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২৩।২৪ কলিকাতার কোনও কলেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।২৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বেতন জলপাইগুড়িতে চা বাগানে ৩০্ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

সূচীপত্র।

১৩২১ বঙ্গাব্দ, মাঘ ও ফাল্গুন

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২১ সাল। } ১০ম, ১১শ, সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ।—তৎ (আত্মতত্ত্বং) এজতি (চলতি), তৎ ন এজতি (স্বতঃ ন এ চলতি)। (কিঞ্চ) তৎ দূরে (বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষাং অপ্রাপ্যত্বাৎ)। তৎ উ অন্তিকে (সমীপে বিদুষাং আত্মত্বাৎ ন কেবলং দূরে অন্তিকে চ)। তৎ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অন্তর্ (অভ্যন্তরে) তৎ উ (অপি) অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ॥৫॥

ভাষ্যম্।—ন মন্ত্রাণাং জামিতাস্তীতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ। তদেজতীতি তদাত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং তদেজতি চলতি তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতী-বেত্যর্থঃ। কিঞ্চ তদ্দূরে বর্ষকোটিশতৈরপ্য বিদুষামপ্রাপ্যত্বাদ্দূর ইব। তৎ উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ তদ্বন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব বিদুষামাত্মত্বান্ন কেবলং দূরেঽন্তিকেচ। তদন্তরভ্যন্তরেঽস্য সর্ব্বস্য। য আত্মা সর্ব্বান্তর ইতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্ব্বস্য জগতো নামরূপক্রিয়াত্মকস্য তদু অপি সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতো ব্যাপকত্বাদাকাশবন্নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাদন্তঃ। প্রজ্ঞানঘন এবেতি চ শাসনান্নিরন্তরম্ চ॥৫॥

অনুবাদ।—দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় দৃঢ়তার জন্য পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ পুনর্ব্বার বলা হইতেছে। সেই প্রকৃতি আত্মতত্ত্ব গমন করেন, তিনি আবার গমন করেন না; অর্থাৎ স্বভাবতঃ অচল হইয়াও সোপাধিকরূপে গমনশীল বলিয়া অনুভূত হন। পরন্তু তিনি দূরে, কারণ অজ্ঞানী ব্যক্তি

শতকোটিবর্ষেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। ইনি আবার জ্ঞানীপুরুষদিগের সম্বন্ধে অতি দূরে ও অতি নিকটেও বর্ত্তেন, যেহেতু ইনি তাহার আত্মা। সেই আত্মতত্ব এই সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে বিদ্যমান; এবং ইনিই আবার সমস্ত জগতের বাহিরেও অবস্থিত ॥৫॥

যস্তু সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (মুমুক্ষুঃ) সর্ব্বানি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চঃ আত্মানং (অনুপশ্যতি) সঃ ততঃ (তস্মাৎ) এব দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে (বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি) ॥৬॥

ভাষ্যম্।—যস্তু যঃ পরিব্রাড়্ মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তান্যাত্মন্যেবানুপশ্যত্যা-ত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু চ তেষাং চাত্মানং তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মান-মাত্মত্বেন যথাস্য দেহস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্যাত্মহং সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিভূতশ্চেতয়িতা কেবলো নির্গুণোঽনেনৈব স্বরূপেণাব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানামহমেবাত্মেতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং নির্ব্বিশেষং যস্ত্বনুপশ্যতি স ততস্তস্মাদেব দর্শনান্ন বিজুগুপ্সতে বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি। প্রাপ্তস্যৈবানু-বাদোঽয়ম্। সর্ব্বা হি ঘৃণাত্মনোঽন্যদ্দুষ্টং পশ্যতো ভবত্যাত্মানমেবাত্যন্তবিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্যতো ন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব। ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি ॥৬॥

অনুবাদ।—যে পরিব্রাজক মুমুক্ষু অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে দর্শন করেন অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক দেখেন না এবং নিজের আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মারূপে বিরাজমান এইরূপ অনুভব করেন, তিনি এবম্বিধ সম্যক্ দর্শনলাভ করিয়া কাহাকেও ঘৃণা করেন না, অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে ভেদজ্ঞানশূন্য সমদর্শী হইয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় অব-স্থিতি করেন ॥৬॥

যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ।—যস্মিন (কালে আত্মনি বা) (তানি এব) সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ (আত্মাএব সংবৃত্তঃ) (ইতি পরমার্থবস্তু) বিজানতঃ তত্র (তস্মিনকালে আত্মনি বা) একত্বং অনুপশ্যতঃ (আত্মৈকত্বং পশ্যতঃ) কো মোহঃ কঃ শোকঃ ভবতি ॥৭॥

ভাষ্যম্।—ইমমেবার্থমন্যোঽপি মন্ত্র আহ। যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি। যস্মিনকালে যথোক্তাত্মনি বা তান্যেব ভূতানি সর্ব্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদাত্মৈবাভূদাত্মৈব সংবৃত্তঃ পরমার্থবস্তু বিজানতস্তত্র তস্মিন কালে তত্রাত্মনিবা কো মোহঃ কঃ শোকঃ। শোকশ্চ মোহশ্চ কামকর্ম্মবীজমজানতো ভবতি। ন ত্বাত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ কো মোহঃ কঃ শোক ইতি। শোক-

---

টীকা। উক্তাত্মজ্ঞানস্য ফলং বিধিনিষেধাতীতজীবন্মুক্তস্বরূপেনাবস্থানমিত্যাহ। যস্তিতি ॥৬॥

মোহশোকবিদ্যাকার্য্যয়োরাক্ষেপোসংভব প্রদর্শনাৎ সকারণস্য সংসারস্যাত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতি ॥৭॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বকথিত মন্ত্রের অর্থ পুনর্ব্বার এই মন্ত্রে বলা যাইতেছে। যে সময় আত্মাই সমস্ত ভূতগ, এইরূপ জ্ঞান জন্মে সেই সময় এইরূপ সর্ব্বভূতে একাত্মদর্শী ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন মোহ বা কোন শোকের উদয় হয় না,কারণ শোক ও মোহ কাম্যকর্ম্মবীজ হইতে উৎপন্ন হয়। যখন জীব জানে না যে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মা দুঃখাদিদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, তখন শোক-মোহাদিদ্বারা অভিভূত হয় এবং বলিয়া থাকে "আমি হত হইলাম, আমার পুত্র নাই, আমার ক্ষেত্র নাই ইত্যাদি," তৎপর পুত্রাদি কামনা করিয়া দেবতার আরাধনা করে। ইহা শুধু অবিদ্যার ফল, কারণ আত্মার একত্ব দর্শন করা হয় নাই। আত্মার বিশুদ্ধ গগনসদৃশ একত্ব অনুভব করিলে কোথা হইতে মোহ, কোথা হইতে বা শোক উপস্থিত হইবে? সমস্ত পদার্থ একমাত্র আত্মা, এইরূপ পরমার্থজ্ঞান হইতে শোকমোহাদিরূপ সংসারের অত্যান্তিক উচ্ছেদ সাধিত হয় ॥৭॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেবব ।

বুদ্ধদেবের দন্ত।

প্রথম দন্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

বুদ্ধদেবের দন্তের কাহিনী অতি অদ্ভুত। এই দন্তের ধ্বংসবিষয়ক বিবরণ পর্টুগিজ ঐতিহাসিক এবং অপর ইয়ুরোপীয় ইতিহাস-লেখকগণ এমন বিস্তারিত ও বিশিষ্ট ভাবে, প্রমানসহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এই দন্ত ধ্বংসের সত্যতা বা নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের লিখিত সিংহলের ইতিবৃত্ত পাঠে,—কেণ্ডীর মালিগাওয়ামন্দিরস্থ গৌতম দন্তটী যে জাল দন্ত অর্থাৎ উহা প্রকৃত দন্ত নহে, তাহার সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বৌদ্ধগণ

টীকা। নিরতিশয়ানন্দস্বরূপগত এব দুঃখাস্পৃষ্টমাত্মানমজানতঃ শোকে ভবতি হা হতোহহং ন মে পুত্রোহস্তি ন মে ক্ষেত্রমিতি। ততঃ পুত্রাদীন্ কাময়তে তদর্থং দেবতারাধনাদি চিকীর্ষতি ন ত্বাত্মৈকত্বং পশ্যতস্ততোহন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং শোকদেবাবিদ্যাকার্য্যত্বাবধারণাম্মূলাবিদ্যা নিবৃত্ত্যৈব শোকাদেরাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্বিদ্যাফলত্বেন বিবক্ষিতা। লয়মাত্রস্ত সুষুপ্তেহপি ভাবাদিত্যাহ। শোকশ্চ মোহঃশ্চেত্যাদিনা ॥৭॥

উক্ত দন্তকেই আসল দন্ত বলিয়া স্বীকার ও মান্য করিয়া থাকেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। পর্টুগিজ যুদ্ধের সময় ও তৎপরে 'দিয়েগো দি কোটা' নামক জনৈক সুবিখ্যাত পর্টুগিজ ইতিহাসবেত্তা সিংহলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনেক বিষয় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া দন্ত সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত ইতিহাসে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে সুন্দর-ভাবেই বুঝা যায় যে বর্ত্তমান দন্তটী বাস্তবিকই কৃত্রিম। কিন্তু ভিন্নদেশীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাব-লম্বীগণের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে তাহার অনুরূপ অপর প্রমাণও গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ শ্রমণ-গণের বাক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া 'কোটা'র বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে যাহাদিগের রুচি বা অভিলাষ হয় তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। পালি ভাষার লিখিত "দাতবংশ" পাঠে, এই দন্ত সম্বন্ধে অবিশ্বাসের গতি অন্য পথে চালিত হইতে থাকে। "বুদ্ধদেবের দন্ত নষ্ট করা হইয়াছে"—ইহা প্রচার করিয়া বৌদ্ধগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিবার বাসনা খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণের মনে ছিল কিনা, নিরপেক্ষ পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

পূর্ব্বকথিত পর্টুগিজ ঐতিহাসিক দিয়েগো দি কোটা স্বরচিত ইতিহাসের এক স্থানে বিবৃত করিয়াছেন যে,—"ব্রহ্মদেশের (Burma) অধীশ্বর যৎকালে শ্রবণ করিলেন যে বৌদ্ধগণের পরম আদরের সামগ্রী গৌতম বুদ্ধের আসল দাঁতটী পর্টুগিজেরা ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তী গোয়া (Goa) নামক স্থানে লইয়া গিয়াছে, তখন তিনি নিয়তিশয় দুঃখিত হইলেন এবং 'মার্টিনো আল্‌ফঞ্জো' নামক জনৈক পর্টু-গিজ মহাজনকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। এই ব্যক্তি, তাহার জাহাজ লইয়া পেগু (Pegu) বন্দরে অবস্থিতি করিতেছিল। ব্রহ্মরাজ এই বিদেশীয় মহাজন বণিককে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন যে, 'যদি তুমি গোয়ার গভর্ণর জেনারেলকে বলিয়া গৌতম বুদ্ধের দন্তটী আমাকে অর্পণ করিতে সমর্থ হও, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।' আল্‌ফঞ্জোর পরামর্শ ও উপদেশানুসারে ব্রহ্ম-দেশের বৌদ্ধ নরপতি কয়েকজন বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে দূতস্বরূপ তাহার সহিত ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এবং দন্তটী প্রাপ্তির নিমিত্ত যে কোন প্রকার চুক্তিপত্র লিখিত হইবে, তাহাতে তাহাদিগের নাম স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিলেন।"

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে পর্টুগিজ সমর আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের অবসানে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্টিনো আলফঞ্জো গোয়াতে উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্মদেশীয় রাজার দূতগণের আগমন সংবাদ গভর্ণর জেনারেলকে প্রদান করিল। তথায় কিয়দ্দিবস বিশ্রামের পর, যথোপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মরাজ-দূতগণ পর্টুগিজ গভর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাহাদিগের রাজার অভিপ্রায় ও অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। রাজার নামে দন্তটী চাহিয়া দূতগণ কহিল, 'এই কার্য্যের জন্য যে কোনরূপ চুক্তি-পত্র লিখিত হয় হউক, আমরা তাহাতে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছি। পর্টুগালের ... আমাদিগের অধীশ্বর চিরবন্ধুত্ব সূত্রে

আবদ্ধ হইতে একান্ত ইচ্ছুক। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই আমরা মালাবার দুর্গে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করিতে সম্যক্ সম্মত আছি।' এতদ্ব্যতীত দূতগণ আরও অনেক বস্তু প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। গভর্ণর জেনারেল, যত শীঘ্র সমর্থ হন, প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন বলিয়া ব্রহ্মরাজ-দূতদিগকে সম্মান সহকারে বিদায় দান করিলেন। গভর্ণর জেনারেল তাঁহার সেনাপতি ও রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মরাজের সঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই কার্য্যে অত্যধিক অর্থাগমের উপায় হইবে বলিয়াই, সকলে অবিলম্বে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে ব্যস্ত হইলেন।

গোয়ার তদানীন্তন কালের 'আর্চ্চ বিশপ্' ডন্ গ্যাস্পার, এই বিষয় শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে গভর্ণর জেনারেলের সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—"সাবধান! সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন আনিয়া দিলেও, এই দন্ত ব্রহ্মরাজকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না, কেননা তাহা হইলে, এক মাত্র পরমপিতা পরমেশ্বরের অবমাননা করা হইবে; এবং যে ভক্তি এক মাত্র পরমেশ্বরেরই প্রাপ্য, অজ্ঞান মূর্খ পৌত্তলিকেরা তাহা এই অকিঞ্চিৎকর ও অসার দন্তকেই প্রদান করিবে।" ইহা ব্যতীত আর্চ্চ বিশপ্ মহোদয় এই বিষয়ে স্বীয় সুসার মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন; এবং গির্জায়, এই দন্ত ব্রহ্মরাজকে প্রদান করিলে যে যে পাপ হইবে,—সে সকল বিষয় বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া, দন্ত প্রদানের বিরুদ্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিলেন। সেই সময়ে উপাসনাগার গির্জায় গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার পারিষদবর্গও উপস্থিত ছিলেন। এই ইতিহাস বিখ্যাত গভর্ণর জেনারেলের নাম 'ডন্ কন্‌ষ্ট্যান্‌টাইন্'। তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, উদারচেতা ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এবং ঈশ্বরকে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহার সভাসদমণ্ডলীর অভিপ্রায় শিরোধার্য্য করিয়া, এই দন্ত দিবার বিষয়ে কোনরূপ উক্তি না করিয়া, সাধারণের মতামত জানিতে চাহিলেন। অনন্তর তিনি এক প্রকাণ্ড সভা আহ্বানপূর্ব্বক আর্চ্চ বিশপ্ এবং অপরাপর ধর্ম্মযাজক, সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে সেই সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। এই সভায়, তিনি সভাস্থ সকল ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই দন্তের নিমিত্ত ব্রহ্মরাজ বিস্তর অর্থ দিতে স্বীকৃত আছেন। এক্ষণে অর্থের অভাবও যথেষ্ট; এই টাকা প্রাপ্ত হইলে, আমাদিগের বর্ত্তমান অভাব দূর হয়, অর্থচিন্তায় বিব্রত হইতে হয় না।—অনেক তর্কবিতর্ক ও আলোচনার পর স্থির হইল যে দন্তটী প্রদান করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, তাহা হইলে প্রতিমাপূজায় উৎসাহ দান এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপমান করা হইবে। অর্থ অথবা রাজ্য ত অতি তুচ্ছ বিষয়; সমগ্র পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইলেও দন্তটী অর্পণ করিবার কথা মনে স্থান দেওয়াও অবিহিত। যাজক সম্প্রদায়স্থ সকল লোকেই এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

অবিলম্বেই উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ এবং সমস্ত সভাস্থ ব্যক্তিকর্ত্তৃক তাহা স্বাক্ষরিত

হইল। * অনন্তর গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাঁহার খাদাঞ্চীকে আহ্বান পূর্ব্বক দাঁতটী আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দন্ত আনীত হইলে, তাহা আর্চ্চ বিশপের পবিত্র হস্তে প্রদান করা হইল। তিনি স্বহস্তে সেই সেই দাঁত হামামদিস্তায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অবশেষে সেই ভস্মরাশি অতীব যত্নসহকারে নিঃশেষে কুড়াইয়া লইয়া,তৎসমুদায় নিকটবর্ত্তী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে সকলেই অলিন্দে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আর্চ্চ বিশপ বাহাদুরের এই পুণ্য কার্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

গভর্ণর জেনারেলের এই কার্য্যে অনেকেই আপত্তি করিয়াছিলেন। কেননা, বৌদ্ধগণ এই দন্ত ব্যতীত অপরাপর অনেক প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে পারে। এবং এক খণ্ড অস্থি সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দারা এই প্রকার আর একটী দন্ত প্রস্তুত করিয়া, তাহাকেও ত অকৃত্রিম 'বুদ্ধ দন্ত, বলিয়া সকলের সমীপে প্রকাশ করিতে ও তাহার পূজা করিতেও পারে। কিন্তু প্রকৃত দন্তটী প্রাপ্ত হইলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মরাজ যে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন, তদ্দারা গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অর্থাভাব অনায়াসেই বিদূরিত হইত। অনেকেই উক্তরূপ মনে করিয়া গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যে অসন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কিন্তু এসকল কাহিনী এক পক্ষের। এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ সন্দিহান হইয়া থাকেন। এ ঘটনা অলীক বলিয়াও অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

* এই মন্তব্যের একখানি প্রতিলিপি এখনও গোয়ার মহাফেজ খানায় রক্ষিত আছে। লেখক।

দ্বিতীয় দন্ত।

পূর্ব্বোল্লিখিত দন্তটীর ধ্বংস সাধন হইলে, যে প্রকারে দ্বিতীয় একটী দন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, মিঃ ইমার্শন্ টেনেণ্ট্ (বিখ্যাত ঐতিহাসিক) তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পেগুরাজকে কতিপয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, যে কোন সিংহলী রাজদুহিতা তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবেন। এই বিশ্বাসে উক্ত অধিপতি ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলের রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন কালের সিংহলাধিপ ডন্ জোয়ান্ ধর্ম্মপাল নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং পেগুর গণকগণের অভিব্যক্তি নিষ্ফল হইবার উপক্রম দৃষ্টে, রাজা ধর্ম্মপালের রাজবংশীয় জনৈক অমাত্য, তাঁহার নিজ কন্যাদানের প্রস্তাব করিলেন। এবং পেগুরাজের দূতদিগকে কহিলেন যে 'গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত দন্ত আমার নিকট আছে, আমি উহাকে অতি সংগোপনে ও যত্নে রক্ষা করিয়াছি। খ্রীষ্টানেরা সে দন্তের সন্ধান পায় নাই। তাহারা গৌতম দন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া যে কথা প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক। তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।' অমাত্য মহাশয়ের এই কৌশলটী বেশ কার্য্যকরী হইল। জাল রাজকুমারীকে পেগুরাজার

সদনে প্রেরণ করা হইল। প্রকৃত রাজকুমারী জ্ঞানে, মন্ত্রীকন্যাকে পেগুরাজ যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর গৌতমের দন্ত আনয়নার্থ পেগুরাজ সিংহলে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত, আসল বলিয়া নকল দাঁত লইয়া, উহা পেগুর অধিপতির হস্তে প্রদান করিল।

এই দ্বিতীয় দন্তটী ব্রহ্মদেশে নীত হইলে, তথাকার বৌদ্ধ শ্রমণগণ ও অপরাপর প্রধান প্রধান লোক সম্মিলিত হইয়া, উহা অতীব যত্নসহকারে গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে একটী অতি মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এই দন্তটীকে সযত্নে স্থাপিত করা হইল।

তৃতীয় দন্ত।

মিঃ ইমার্শন টেনেণ্ট্ লিখিয়াছেন যে, কেণ্ডীর রাজা বিক্রমবাহু যে মুহূর্ত্তে শ্রবণ করিলেন যে তদীয় কোটা নগরস্থ জ্ঞাতি পেগুর অধিপতিকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সমুদায় বিবরণ বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়া পেগুর অধীশ্বরকে তৎসমুদায় জ্ঞাত করিলেন, এবং উক্ত কার্য্যের প্রতিবিধান মানসে পেগুরাজকে নিজ দুহিতা দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন; আর—তদ্ভিন্ন আরও বলিয়া পাঠাইলেন যে কলম্বো * নগর হইতে প্রেরিত দন্তটী আসল নহে, পরন্তু নকল। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে দন্তটী পর্টুগিজগণ কর্ত্তৃক গোয়া নগরে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাও জাল দন্ত ব্যতীত আসল দন্ত নহে। কিন্তু আমার নিকট যে দন্ত আছে, তাহাই তাহাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রকৃত দন্ত। কিন্তু পেগুর অধীশ্বর কেণ্ডীরাজ বিক্রমবাহুর এ সকল বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই।

বিদেশীয় ব্যক্তিবর্গ, পর্টুগিজ ইতিহাসবেত্তার বর্ণিত উক্ত বিবরণ যথার্থ বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত ঐ সকল ঘটনাবলী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই লক্ষিত হয় না। গোয়ানগরে প্রকৃত দন্ত বিনাশের বিষয়ে মিঃ টেনেণ্ট্ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমসাময়িক অপরাপর লেখকেরাও সে বিবরণ সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কেণ্ডীনগরের "মালগবে" যে দন্তটী স্থাপিত আছে, সেটী নকল দন্ত। ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বিক্রমবাহু ইহা স্থাপন করেন। গৌতম বুদ্ধের আসল দন্ত তৎপূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে, পর্টুগিজেরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমান পীঠের আকার পরিদৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহা কোন ক্রমেই মানবের দন্ত হইতে পারে না। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ যে দন্তের অর্চ্চনা করিতেন, বোধ হয় সেটী মানবেরই দাঁত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান দাঁতটি দুই ইঞ্চী লম্বা এবং এক ইঞ্চী প্রশস্ত! অনেকেই অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান দন্তটী প্রকৃতপক্ষে একখণ্ড (টুক্‌রা) হস্তিদন্ত; কালক্রমে উহার

* কলম্বো (Colombo) সিংহলের বর্ত্তমান রাজধানী। পূর্ব্বে কেণ্ডীনগর (Kandy) সিংহলের রাজধানী ছিল। কলম্বো একটী প্রধান বন্দর। লেখক।

বর্ণবিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহার আকার ও গঠন মানবের দন্তের মতন নহে। ইহা কুম্ভীর-দন্তের অনুরূপ। দন্তটী এত বৃহৎ ও মানব-দন্ত হইতে আকৃতিতে এরূপ বিভিন্ন হইলেও যে,লোকে ইহাকে গৌতম দন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার কারণ আছে। প্রাচীন কালের লোকেরা যে সকল দেবতার কাহিনী ভালবাসিতেন, সে সকল দেবতাদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দন্ত, চারি পাঁচ মুণ্ড, চারি ছয় বা দশ হাত ছিল, এইরূপ জানা যায়।

প্রাচীন কালে, চীনদেশে, কুলবাই খাঁ নামে এক মহাপ্রতাপশালী সম্রাট্ রাজত্ব করিতেন। একদা তিনি পেগুর রাজার নিকট হইতে কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। চীন সম্রাটের দূতগণ ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করায়, পেগুর অধীশ্বর একান্ত বিরক্ত হইয়া ক্রোধবশে তাহাদিগকে বধ করেন। এই অশুভ সংবাদ প্রাপ্তির পর সম্রাট্ কুলবাই খাঁ ব্রহ্মদেশ অধিকার ও রাজধানী লুণ্ঠন করিলেন। পরে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে কুলবাই খাঁ সিংহল দ্বীপের রাজার নিকট বুদ্ধদেবের দন্ত দাবী করাতে, সিংহলেশ্বর দুইটী দন্ত এবং কয়েকগাছি কেশ, প্রস্তর নির্ম্মিত কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটী অতি সুন্দর কৌটায় করিয়া, কুলবাই খাঁর সদনে প্রেরণ করেন। ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো স্বয়ং এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত মার্কো পোলো বহু দিবস পর্য্যন্ত উক্ত চীন সম্রাট্ কুলবাই খাঁর সরকারে উচ্চ কার্য্য করিয়াছিলেন।

সিংহলের মধ্যপ্রদেশে কেণ্ডীনগর অবস্থিত। এই সুন্দর নগরটী প্রাচীনকালে সমগ্র সিংহলেরই রাজধানী ছিল। তথাকার যে বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের বর্ত্তমান দন্ত রক্ষিত আছে তাহার নাম "দলদ মালগব"; প্রাচীন রাজভবনের প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহা স্থাপিত। মন্দিরটী তাদৃশ বৃহৎ নহে। উহার সম্মুখের দেওয়ালটী প্রস্তর বিনির্ম্মিত ও নানাপ্রকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট। কেণ্ডী নগরের চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত। উহা সমুদ্রের সমতল ভূমি হইতে ৯২০০ হস্ত উচ্চ উপত্যকায় সংস্থিত। এই নগরে গভর্ণরের বাড়ীটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা। এমন সুন্দর মনোহর ও প্রকাণ্ড অট্টালিকা সিংহলে আর দৃষ্ট হয় না। এখানকার শেষ রাজা এক মাঠ কাটিয়া এই নগরে একটী অতি প্রকাণ্ড সরোবর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই পরম রমণীয় সুবৃহৎ সলিলাধার থাকাতে কেণ্ডীনগরের বাহ্য সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। বৌদ্ধেরা প্রতিবৎসর বহুদূর দেশদেশান্তর হইতে তথায় গিয়া গৌতমদন্তের পূজা করিয়া থাকেন। এই দন্ত দেখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের অধিপতি মহামতি সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব্ ওয়েল্স অবস্থায়, কেণ্ডীর মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষেই কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে অতীব সমারোহের সহিত বর্ত্তমান দন্ত সিংহলদেশবাসীগণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সিংহলে যে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে, তাহাকে "দালাদ পিরুয়া" বলে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার সমিতি। (ক)

গত ২২ শে মাঘ বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতার ওভারটুন হলে Hindu marriage Reform League অথবা হিন্দু বিবাহ সংস্কার সমিতির চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল এবং টাঙ্গাইল সন্তোষের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন সুশোভিত করিয়াছিলেন। এই সভাক্ষেত্রে কলিকাতার গণ্য মান্য অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন,—তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনবৃন্দের নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি যথা,—সার শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাইট্,(লাহোর চীফ্-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি), রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, মিস্ কেরি এ টেনাণ্ট, মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি,আই, ই, ডাক্তার এম, এন, মল্লিক, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার বলাইচরণ সেন ইত্যাদি।

২। সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আচারনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সামাজিক শুভসাধনে তিনি সর্ব্বদা তৎপর ইত্যাকার পরিচয় প্রদানান্তে রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করিলে এবং রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর তৎপ্রস্তাবের সমর্থন করিলে রাজা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করতঃ স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। ইংরাজী ভাষায় এই অভিভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল; তাহার বিস্তৃত অনুবাদ প্রদান করিবার স্থান আমাদের নাই, সুতরাং আমরা সেই অভিভাষণের স্থূল মর্ম্ম মাত্র প্রকাশ করিলাম।

৩। রাজা মহোদয় বলিলেন,—"আমার সুযোগ্য বন্ধুবর রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর যখন আপনাদের এই মহতী সভার নেতৃত্ব ভার লইবার নিমিত্ত প্রথম অনুরোধ করিয়াছিলেন,—আমি প্রকৃতই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, এবং পরে যখন জানিলাম যে এই সমিতি আমাদের বালকবালিকাদিগের বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়স অবধারণ করিয়া দিতে কিছুমাত্র বাঁধাবাঁধি করেন নাই—তখন আমার মনের সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। আমি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আশৈশব হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি এবং স্বভাবতঃই আমি একটু রক্ষণশীল; তথাপি আমি একথা স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই

(ক) অত্যধিক বিলম্বে এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত হওয়াতে আমরা অপরাধী, কিন্তু মূল প্রবন্ধের গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।
সম্পাদক।

প্রস্তুত যে আমি কদাচ যুক্তিহীন বাঁধাবাঁধি কিংবা গোঁড়ামী অথবা ভণ্ডামীর ধার ধারি না;—অপর পক্ষে, আমি সর্ব্বদাই দেশ কাল বুঝিয়া তদনুসারে চলিতেই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি চিরকালই উন্নতির উপাসক এবং আমাদের উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গোঁড়ামি যে সকল শৃঙ্খল ও বাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা কখনও আমার হৃদয়ের উদারতা বা চিত্তবৃত্তির অবাধ প্রসারতাকে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা আমার চিরন্তন দৃঢ় বিশ্বাস যে জগতের সনাতন এবং আদি অত্যুদার ধর্ম্ম,—যে ধর্ম্ম স্বয়ং ব্রহ্ম-বাক্যদ্বারা বিঘোষিত হইয়া মানব সমাজে সুখ এবং শান্তির অনন্ত অমৃত প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়াছে ও মনুষ্যের নিকট ভগবানের অগাধ জ্ঞান ও অনন্ত দয়ার সুসমাচার বিতরণ করিয়াছে, যে ধর্ম্ম অজ্ঞান মানবকে পরম প্রভুর সেবা ও আরাধনায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের ইহপরলোকের উপকার সাধন করিয়াছে, সেই ধর্ম্ম কদাপি নানা অমঙ্গলের ও অসুখের নিদানভূত শিশু বিবাহের সমর্থন করিতে পারে না। আমাদের সমাজে প্রচলিত শিশু বিবাহ যে নিবারণ করিতে হইবে এবং বালক বালিকার বিবাহযোগ্য বয়স যে অবশ্যই বাড়াইতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, তবে আমি বাঁধাবাঁধি ভাবে যে কোন একটা বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার পক্ষপাতী নহি। প্রত্যেক বালক বা বালিকার বিবাহযোগ্য বয়স নির্দ্ধারণকালে তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবক তাহাদের প্রত্যেকের স্বভাব, স্বাস্থ্য, শারীরিক এবং মানসিক পরিণতি, শিক্ষা (কিংবা অপর যে কার্য্য করে তাহা), পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন এবং তবে তাহাদের বিবাহের যোগ্য বয়স নির্দ্ধারণ করিবেন,—ইহাই আমার মত। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বড়ই উদার, বড়ই স্থিতিস্থাপক, সুতরাং আমাদের সমাজে এখন বিবাহযোগ্য বয়স যাহা প্রচলিত আছে, তাহা যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে যে এবম্প্রকার বিবাহকে আমাদের ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির অনুমোদিত করা যাইতে পারিবে না, এমন আমি কদাপি মনে করি না। বাল্যবিবাহরূপ কুরীতি যে আমাদের সমাজের বলবীর্য্য শোষণ করিতেছে তাহা নিশ্চয়। মৃত্যুর সংখ্যা আমাদের সমাজে অত্যধিক। দেশের কত সুসন্তান যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া দেশ ও সমাজকে দরিদ্র করিতেছেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? তাঁহারা লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়াও যেন আমাদিগের প্রতি সামাজিক বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন সন্তানোৎপাদন রূপ মহান উদ্দেশ্যের মূলেই বিবাহ সমস্যা। যদি আমরা আমাদের সমাজে বলবীর্য্যশালী সুপুরুষ এবং বীরপ্রসূ সুজননীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমরা জগতে জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যুক্ত দীর্ঘজীবি জাতিরূপে থাকিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ধীরে ধীরে জাতির বিশেষত্ব লোপ না করিয়া, আমাদের সামাজিক ও নৈতিক বিধি ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। ধীরে ধীরে সংযতভাবে ক্রমোন্নতিই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা; আমাদিগকেও

এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। উপদেশ এবং উদাহরণের দ্বারা আমাদিগকে বাল্যবিবাহের কুফলগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে এবং ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যে সকল কুসংস্কারমূলক রীতিগুলি জড়াইয়া আছে, সেগুলিকেও একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। বালক ও বালিকা উভয়েই যখন বিবাহের দায়িত্ব এবং দাম্পত্য জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে একান্ত অক্ষম থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে কি প্রকৃত বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হইতে পারে? কদাপি না। কিন্তু যদি আপনারা অধিকতর বয়সে বালিকাদের বিবাহ দিতে চাহেন, তাহা হইলে, যে পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ না হইতেছে, ততদিন যাহাতে তাঁহারা শুভকর কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, সে ব্যবস্থা অবশ্যই আপনাদিগকে করিতে হইবে। শিক্ষাই জগতে এই মহা কর্ত্তব্য, এই মহৌষধি; সুতরাং এ ক্ষেত্রে শিক্ষাই আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিতে পারিবে। (খ)

৪। ইহার পরে বক্তা আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কতগুলি আবশ্যক কথা বলিয়াছেন এবং কি উপায়ে অন্তঃপুরে শিক্ষার বিমল আলোক বিকীরিত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া সম্প্রতি পরিত্যক্ত বেলভেডিয়ার প্রাসাদে একটী নারীবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া ও অবশেষে পরমপিতার নিকটে এই সমিতির উদ্দেশ্যের সফলতার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন যে সামাজিক উন্নতি ভিন্ন কখনও কোন জাতি, প্রকৃত বড় হইতে পারে না।

৫। ইহার পরে সভাপতি মহাশয়ের নিয়োগক্রমে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাইট মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"যে শুভসময়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকার গৌরবের শিখরদেশে বিরাজ করিতেছিলেন, সে সময়ে দেশে শিশুবিবাহের বা বালবিবাহের অস্তিত্ব ছিল না। সে সময়ে ভারতবর্ষে মানবজ্ঞানগম্য বিষয়ে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছিল, বালবিবাহের ফলস্বরূপ অকালজাত নরনারীর দ্বারা সেরূপ উন্নতি সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র আজ্ঞা করিয়াছেন যে কোন পুরুষই ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপনের পূর্ব্বে (ত্রিশবৎসরের ন্যূন বয়সে যে ব্রত সমাপ্ত হইত না) গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকারী নহে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ধর্ম্মশাস্ত্র বালবিবাহ অনুমোদন

(খ) আমরাও এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। আমাদের মাতৃজাতিকে সর্ব্বপ্রকার উদারশিক্ষায় শিক্ষিত না করিলে, তাঁহাদের মধ্যে আত্মবোধ জাগরিত না হইলে, আমাদের গত্যন্তর নাই। একখানি মোটর গাড়ীর চাকা ও আর একখানি গরুর গাড়ীর পুরাতন চাকা লইয়া খুবভাল গাড়ীতে লাগাইলেও সে গাড়ী কদাপি ভাল চলিবে না। গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে "কায়স্থ পত্রিকায়" আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিমত সমাজে নারীশিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। তৎপ্রতি পাঠকপাঠিকাগণের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি।

লেখক।

করেন নাই (গ)। অতএব আমাদিগের পক্ষে সেই প্রাচীন কালের শাস্ত্রমর্য্যাদা ও ব্যবহারের পুনঃ প্রচলন করিতে হইবে। 'দ্বিরাগমন' বলিয়া যে একটী প্রথা ছিল,—তাহা দ্বারাও দেখা যাইতেছে যে যাহাদের বাল্য-বয়সে বা অল্পবয়সে বিবাহ হইত তাহারাও প্রকৃত বয়স প্রাপ্তির পূর্ব্বে কদাচ স্বামী স্ত্রী ভাবে একত্র হইত না। বেহুলার উপাখ্যান আপনারা স্মরণ করুন, তাঁহার কার্য্যাবলী আপনারা স্মরণ করুন, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষদেশীয়া বালিকার পক্ষে কি সেই সকল কার্য্য সম্ভব ? কদাপি নহে। অতএব দেখুন, প্রাচীন সময়ের আচারও বাল্যবিবাহের সমর্থন করে না। পশ্চিম বঙ্গে, আজ কা'ল বরের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ গোল নাই; সাধারণতঃ বালকেরা একবিংশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতেছে না। কিন্তু বালিকাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন অত্যন্ত অধিক।"

(গ) আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে শিশুবিবাহ কিংবা বাল বিবাহের অনুমোদন করেন না, প্রত্যুত শাস্ত্রে সমস্ত সভ্যদেশ প্রশংসিত যৌবন-বিবাহই উত্তম কল্প বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা আমারা এই প্রতিভায় পূর্ব্বেই (চৈত্র সংখ্যা ১৩১৯, শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যা ১৩২০) দেখাইয়াছি। যাঁহারা মনে করেন যে আমরা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে ভুল করিয়াছি (অথবা ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝাইয়াছি) তাঁহারা এই প্রবীন ব্রাহ্মণ বিচারপতির উক্তির প্রতি একটু মনোযোগ দিবেন, আশা করি। এক উত্তম পুরুষের একবচন ভিন্ন আর সকলেই ভ্রান্ত,—এরূপ ধারণা ভাল কি ? লেখক।

এই বক্তৃতার শেষে পূজনীয় প্রবীণবক্তৃ মহাশয় উপস্থিত জনগণকে সমিতীর উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করিলেন।

৬। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অতঃপর দণ্ডায়মান হইয়া সমিতি ও তাহার প্রাণস্বরূপা মিস্ টেনাণ্টের সর্ব্বাগ্রে প্রশংসাবাদ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন যে, সকল দেশেই সময়ের প্রভাবে বিবাহনিয়ম সম্বন্ধে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। তিনি য়ুরোপে প্রচলিত আচারের পক্ষপাতী নহেন এবং এ দেশের আচারকেও তিনি দোষশূণ্য মনে করেন না। সভাসমিতিতে বক্তৃতাদ্বারা এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাদিতে উপযুক্ত প্রবন্ধদ্বারা এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আলোচনা চলিতে থাকিলে বিশেষ উপকার হইবে এবং বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে একটা দেশকাল পাত্রোচিত সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

৭। রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর বলিলেন যে বক্তৃতা ব্যর্থ নহে। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে লোকে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন, চিন্তা ক্রমশঃই কার্য্যে এবং কার্য্য আবার ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হয়; অভ্যাসই আবার দেশের রীতি প্রচলিত করিয়া দেয়। বর্ত্তমান কালে আমারা কতকগুলি সন্দিগ্ধ শাস্ত্রবচনের নিকট বিনা বিচারে শির বেচিতেছি। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়, তাহা উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বিবাহের মন্ত্রগুলি যে কত বহুমূল্য তাহা অবোধ বালক বালিকা কি বুঝিবে? বাল্যবিবাহ স্বর্গীবেরও প্রতিকূল।

বালিকার শারীরযন্ত্রের কোনকোন পরিবর্তনকে বিবাহের যোগ্য বয়স নির্দ্ধারণের অমোঘ চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাহা কি উচিত? শিশুর দাঁত দুই একটি উঠিলেই কি সে চালভাজা খাইয়া বাচিতে পারে? বাল্যবিবাহের ফলে আমাদের দেশে পুরুষ সাধারণতঃ চল্লিশ বা পঞ্চাশবৎসরে এবং নারী আরও নিতান্ত অল্পবয়সে বৃদ্ধত্ব লাভ করিতেছেন। বিবাহযোগ্য বয়স একটু বাড়াইয়া দিলে এই সব কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করা যাইতে পারে।

৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন যে তিনি এই সমিতির মিস্ টেনাণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার নিমিত্তই সভায় আসিয়াছেন। মিস্ টেনাণ্ট এই সমিতির উদ্দেশ্য সাধনার্থ যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেছেন। তিনি হিন্দুসমাজকে সময়োচিত পরিবর্তনের পথে লইতেছেন, কিন্তু কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাই তিনি সমগ্র ভারতের প্রচলিক আচার ব্যবহারের প্রতি অল্লাধিক লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন।

৯। ডাক্তার এস, কে, মল্লিক মহাশয় গাত্রোত্থান করতঃ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতামুখে সাধারণের নিকট এই কয়টি প্রশ্ন সাধারণের নিমিত্ত উপস্থাপিত করিলেন; যথা (১) আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি; এই উন্নতি অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত, যাহাতে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ অকালজাত এবং দুর্ব্বল না হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত কিনা? (২) যদি কেহ ভাল ঘোড়া, গরু কি কুকুর উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ ঈপ্সিত জন্তুর পিতা ও মাতার কিরূপ অবস্থা, শৈশব বা যৌবন,—বাছিয়া লইবেন? (৩) আমাদের সমাজের বর্তমান দারিদ্র্য সময়ে, যদি কোন স্ত্রীলোকের ভরণপোষণের কোন উচিত উপায় না থাকে, তাহা হইলে কিরূপ অবস্থায় তিনি পতিত হন? (৪) আমাদের পুত্রকন্যাদিগের উৎপাদন, ও লালন পালন সম্বন্ধে আমাদের কোন নিশ্চিত দায়িত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় কি না? (৫) আমাদের বালকগণ অথবা যুবকগণ বিদ্যাশিক্ষাসময়ে বিবাহিত হওয়া (বিবাহের দ্বারা যুবকের শরীরে যে সকল অনিবার্য্য পরিবর্তন আসে তাহাতে নিশ্চয়ই তাহার পাঠোন্নতির ব্যাঘাত জন্মে) বাঞ্ছনীয় কি না? (ঘ)

১০। ডাক্তার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনী লাল বসুজ মহাশয় প্রথমে এই সমিতি এবং বিশেষতঃ মিস্ টেনাণ্টকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের দিক হইতে এ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন যে বর্তমান সময়ে এদেশে মহিলাবৃন্দ ও শিশুদিগের মধ্যে যে অত্যধিক মৃত্যুসংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে যাবতীয় চিকিৎসকের সর্ব্বাদিসম্মত অভিমত এই যে বাল্যবিবাহই তাহার কারণ। স্ত্রীরোগ মাত্রেরই নিদান অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অধিকাংশ স্থলেই বালিকা অকালে জননী হইয়াই এই রোগের

(ঘ) আমরাও প্রতিভার পাঠক পাঠিকাগণকে সুবিজ্ঞ ডাক্তার মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা উত্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। এই প্রশ্ন পঞ্চকের প্রত্যেকটিই যে বাল্যবিবাহরূপ বিশাল সমস্যার প্রত্যঙ্গস্বরূপ মাত্র, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। লেখক।

ধ্বলিত হইয়াছেন। মহিলাদিগের মধ্যে যক্ষ্মাকাশের যে এত সর্ব্বনাশকর উৎপাত দেখা যাইতেছে, তাহারাও মূল এই অকাল মাতৃত্ব! আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য রাজর্ষি সুশ্রুত পুরুষের পক্ষে পঞ্চবিংশ এবং নারীর পক্ষে ষোড়শ বিবাহের সর্ব্বনিম্নকাল বলিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে একতম এবং হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে গেলে তাঁহার এই আদেশ পরিপালন করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

১১। সর্ব্বশেষে এই সমিতির প্রাণশক্তিস্বরূপা নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতের শরীরিণীবিগ্রহরূপা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের প্রীতিমিলন স্বরূপিণী গরিয়ান্ ব্রিটনের মহীয়সী দুহিতা মিস্ টেনাণ্ট সানন্দ করতালিধ্বনির মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইলেন। কিরূপে তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, কিরূপে তিনি ভারতের মিত্র ও করদ ভূপতিবর্গের সহায়তা লাভ করিয়াছেন, কিরূপে তিনি বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট পঞ্চশতমুদ্রা সাহায্য পাইয়াছেন, কিরূপে তিনি ভারতে প্রায় একশত শাখা সমিতি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা বলিলেন। অবশেষে যথারীতি যথাযোগ্যপাত্রে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হইল। ধন্য মিস্ টেনাণ্ট! ধন্য তিনি! ধন্য নারীর শক্তি। এই একটী বিদেশিনী নারীর শক্তি দেখিয়া কে না বলিবে, "শক্তি ভিন্ন ব'সে পাথর জগা কাঠ"? কে না স্বীকার করিবে, "The hand that rocks the craddle rules the world?" আজ যদি এই ইংরেজ দুহিতার মত উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্বহিতব্রত পাঁচজন ভারতললনা এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে সিদ্ধি আমাদের করতলগত হইত। হায়! কবে ভারতের সে দিন আসিবে? জগদীশ্বর, প্রভো, তুমি ভারতের নরনারীকে সুপথে পরিচালিত কর, ভারত আবার তাহার পূর্ব্বগৌরব লাভ করিয়া ধন্য হউক। আমরা বার বার এই প্রার্থনা করিয়া তোমার সেই বরেণ্য ভর্গ ধ্যান করি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

ভারতের বৈবাহিক রহস্য।

"সর্ব্বেভ্যঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ"

গত লোকসংখ্যাগ্রহণের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব মহোদয় অতিশয় যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সমাজের নানাবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করতঃ সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের সন্ততি আছে এবং যাঁহারা ভারতের

সমাজতত্ত্বের রহস্য সকল বুঝিবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই ইতিহাস পুস্তক সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এই পুস্তক হইতে ভারতের নানাস্থানে, নানা সমাজে প্রচলিত নানাবিধ বিবাহপ্রণালীর রহস্য, অতিশয় সংক্ষেপে পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

প্রথমতঃ, স্ত্রীর বহুবিবাহ। ভারতের স্থানে স্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতে, এক নারীর একই সময়ে একাধিক পতিগ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রভাবে এই প্রথা মরণোন্মুখী হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা একেবারে লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে একমাত্র দ্রৌপদী দেবীর বিবাহদ্বারা এই প্রথার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়, কিন্তু মহাভারতের ঋষি এই বিবাহকে সাধারণ প্রথাসম্মত ত বলেনই নাই, বরং উহাকে বিশেষ ব্যতিরেক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার বৈধতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত লৌকিক এবং অলৌকিক বহুবিধ যুক্তির ও কারণের অবতারণা করিয়াছেন। কাজেই দ্রৌপদী দেবীর বিবাহ হইতে আমরা এই প্রথা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাইতেছি না।

নারীর বহুপতিত্বমূলক বিবাহপ্রথা অতিশয় প্রাচীন এবং উহা একদিকে বিবাহবন্ধন বিহীন-যৌনসংসর্গপ্রথা এবং অন্যদিকে এক-পতি-ও-এক-পত্নীত্ব-মূলক-বিবাহ-প্রথার মধ্যবর্ত্তী একরূপ সম্বন্ধ মাত্র। সম্প্রতি এই বহুপতিত্বমূলক বিবাহ ব্যবস্থার দুইপ্রকার রূপ এই ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) মাতৃমূলক সম্বন্ধ অর্থাৎ যে সম্বন্ধে পতিসমূহ পরস্পর কোন প্রকার শোণিত সম্পর্কে সম্পর্কিত নহেন, এবং (২) ভ্রাতৃমূলক সম্বন্ধ অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সহোদর অথবা জ্ঞাতিবন্ধু সম্পর্কিত ভ্রাতৃগণ (ক) একযোগে কোন এক নারীকে বিবাহ করেন। প্রথম প্রকার সম্বন্ধের পতিগণকে প্রণয়ী বা উপপতিমাত্র বলিলেও চলে, যেহেতু তাহাদের সকলের একত্র অথবা পৃথগ্‌রূপে সেই নারীর উপর কোন অধিকার অথবা স্বত্ব নাই; তাঁহারা সেই নারীর স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে এবং অবসরমত তাঁহার প্রণয়-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন। এ ক্ষেত্রে নারী তাঁহার পিত্রালয়েই বাস করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে নারী পতিগৃহেই বাস করতঃ সময় ও সুবিধামত পতিগণের মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। এই শেষোক্ত প্রকার বিবাহ, বর্ত্তমানসময়ে উত্তর ভারতবর্ষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; তবে এখনও হিমালয় পর্ব্বত সন্নিহিত প্রদেশে, অর্থাৎ তিব্বত, ভোটান ও কুলু প্রভৃতি পঞ্চনদ পার্ব্বত্যপ্রদেশে কানেত (Kanets) এবং অপরাপর শূদ্রবর্ণের মধ্যে উহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়াযায়। কাশ্মীররাজ্যে ঠক্কর (Thakkars) এবং মেঘ (Meghs)জাতির মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রী তাহার দেবরগণের সহিত স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন কন্যা-হত্যার প্রথা ঐ সকল দেশে বেশ প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে সম্ভবতঃ নারীর অভাব বশতঃ যুক্তপ্রদেশের গুইয়ার (Guiars),

---

(ক) ইংরাজীতে যাহাদিগকে (Cousin) বলে অর্থাৎ পিতৃব্য, মাতুল, মাতৃস্বসা ও পিতৃস্বসার পুত্রগণ।　　লেখক।

পঞ্জাবের জাঠ এবং অম্বালা জিলার পর্ব্বতীয় ভূভাগে হিন্দুদিগের মধ্যেও এই প্রথার অস্তিত্ব ছিল। সাঁওতালদিগের মধ্যে স্বামীর ভ্রাতৃগণ যেরূপ ভ্রাতৃজায়ার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করে, স্বামীও আবার নিজ স্ত্রীর ভগিনীদিগের সহিত ইচ্ছানুরূপ যৌনসম্বন্ধ সংস্থাপন করে। এই প্রথারই আবার আর একরূপ তিব্বতের লাডক প্রদেশে দৃষ্ট হয়। এই প্রথানুসারে এক ভ্রাতা বিবাহ করিলে সেই বিবাহিতা নারী যেমন স্বামীর সমুদয় ভ্রাতার ভোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই নারীও তদ্রূপ ইচ্ছা করিলে,তাহার ভগিনীগুলির মধ্যে যতগুলিকে ইচ্ছা নিজের সপত্নীস্বরূপে ভর্ত্তৃগৃহে আনয়ন করিতে পারে। খোন্দ জাতির মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিবার পর, যতদিন তাহার অনুজেরা বিবাহ না করে ততদিন তাহারা (সেই অবিবাহিত অনুজেরা) অগ্রজপত্নীর প্রণয়ের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের মধ্যে নীলগিরি প্রদেশের টোডা এবং কুরুম্ব জাতি ও মালবার প্রদেশের টোলকোল্লান জাতির (Tolkollans, চর্ম্মপরিস্কার করা ও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়, অর্থাৎ ইহারা চর্ম্মকার জাতি) মধ্যে স্ত্রীর বহুপতিত্ব মূলক বিবাহ এখনও সমাজানুমোদিত বৈধ অনুষ্ঠান রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশের কামালান জাতির (Kammalans)এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, সকল সহোদর ভ্রাতার একই দিনে একত্র মিলিয়া একটি নারীকে বিবাহ করিবার প্রথা আছে। ঐ প্রথামতে ভ্রাতৃগণ বিবাহ সময়ে সমুদয় আবশুক আচার এক যোগেই নিষ্পন্ন করে; বিবাহের পর ঐ রাত্রিতেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করে, অপরাপর ভ্রাতারা, পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্টদিনে, স্ত্রীসমাগমলাভ করিয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মাদুবর (Maduvars) জাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মাতৃমূলক বহুপতিত্বমূলক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে এবং কল্লন (Kallan) জাতির স্ত্রী এক সময়ে দশজন পর্য্যন্ত পতি বা উপপতি রাখিতে পারে, এবং ঐ স্ত্রীর কোন সন্তান সন্ততি হইলে ঐ দশজনের সকলেই উহাদের পিতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মায়ার (Mayars) জাতির মধ্যে এই প্রথা অত্যাল্পকাল পূর্ব্বেই যে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে। এই বহুপতিত্বমূলক বিবাহ এবং বিবাহের পূর্ব্বে অবিবাহিত যুবক যুবতীর অবাধ ও যথেচ্ছ মিলনপ্রথা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গেইট মহোদয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহ বন্ধনচ্ছেদ। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাহ ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান বা "সংস্কার" সুতরাং বিবাহিত দম্পতীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার সম্বন্ধে কোন বিধান নাই; দম্পতির জীবিতকালের কথা দূরে থাকুক, উভয়ের মধ্যে একতরের মৃত্যু হইলেও বিবাহবন্ধন অটুট থাকার কথা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে তাহা সত্য বটে (খ) তথাপি দ্বিজ-বর্ণের কতিপয় উচ্চজাতী ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই, নিম্ন জাতির মধ্যে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ

(খ) প্রথমং সংস্থিতাভার্য্যা পতিং প্রেত্যপ্রতীক্ষতে।
পূর্ব্বং মৃতঞ্চ ভর্ত্তারং পশ্চাৎসাধ্ব্যনুগচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥
মহাভারতে, শকুন্তলোপাখ্যান, আদিপর্ব্বে, ৭৪ অধ্যায়ে। লেখক।

অতি সাধারণতঃ এবং প্রায়ই হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের উত্তরপ্রান্তে কতিপয় নিম্নজাতির মধ্যে স্বামী একটী পান ছিঁড়িয়া দিলেই সুদৃঢ় বিবাহগ্রন্থি জন্মের মত ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিবাহবন্ধনচ্ছেদের প্রথা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; যে স্থানে নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তথায় এই প্রথা একেবারে লোপ হইয়াছে বলিলেও চলে।

তৃতীয়তঃ, পুরুষের বহু পত্নীত্বমূলক বিবাহ। পূর্ব্বে, আমাদের দেশে পুরুষের বহুপত্নীত্বমূলক বিবাহ খুব প্রচলিত ছিল। উপকথার রাজা মাত্রেরই দুই রাণী, কাহারও আবার শত শত রাণী থাকিতেন। রামায়ণের রামচন্দ্র ও তাঁহার তিন ভ্রাতার একটি করিয়া পত্নী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতার অনেকগুলি রাণী ছিলেন। মহাভারতের নায়ক পাণ্ডবদিগের এক দ্রৌপদী সাধারণ রাণী ছিলেন, তদুপরি আবার প্রত্যেকের এক বা ততোধিক স্ত্রী ছিলেন। অর্জ্জুনের ত সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা এবং উলুপী নামে তিনজন পত্নী ছিলেন। ঐতিহাসিক সময়েও রাজাদের একাধিক রাণী ছিলেন এবং এখনও অনেক নৃপতির একাধিক মহিষী বর্ত্তমান আছেন। সাধারণ গৃহস্থদিগের মধ্যে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের কুলীনগণও এক এক রাজার মত কুড়ি কুড়ি ব্রাহ্মণী করিতেন। এ সম্বন্ধে মুসলমান ভ্রাতৃগণ আবার হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর ছিলেন। আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়, তাঁহাদের নবাব বাদসাহদিগের হারেমে অর্থাৎ অন্তঃপুরে বেগমগণ শোভা পাইতেন (গ)। সম্প্রতি ইংরাজী সভ্যতায় এই বহুবিবাহের বেগ খুব থামাইয়া দিয়াছে, এমন কি, নবাব ও রাজাভিন্ন সাধারণ ধনবান্ গৃহস্থের ঘরেও বহু বিবাহ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়, দরিদ্রের ত কথাই নাই।

চতুর্থতঃ, কেনাবেচার বিবাহ। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব বলিতেছেন যে ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব বশতঃ বিবাহ অথবা যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে অনেক শিথিল হইতেছে অর্থাৎ অনৈতিক আচার ব্যবহার লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু একদিকে অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতে বিবাহ একপ্রকার দোকানদারীতে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষার উন্নতির সহিত বরপণের বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং কোথাও সমাজবিশেষে কন্যাবিক্রয় চলিতেছে। "দোকানদারের জাতি" ইংরাজও আমাদের মত ধর্ম্মপ্রাণ (!) জাতির সর্ব্বপ্রধান ধার্ম্মিক সংস্কার পবিত্র পরিণয়কে দোকানদারী বলিবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং তাঁহার কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পঞ্চমতঃ, বিবাহিতের অনুপাত বয়স ও বৈধব্যের কথা। ভারতবর্ষ প্রজাপতির

(গ) মুসলমান আইনে কিন্তু কোন পুরুষই আইনতঃ এককালে চারিটীর অধিক স্ত্রী রাখিতে পারেন না। হিন্দু আইন এ সম্বন্ধে কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। তবে এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্ত্রীর দোষমূলক কয়েকটী হেতু আছে। লেখক।

খাসদখলী জমিদারী, এখানে নর অথবা নারীর মধ্যে প্রায় কেহই অবিবাহিত থাকে না; তাই "জন্ম" ও "মৃত্যু" এই দুই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার সহিত "বিবাহ"ও এদেশে অচ্ছেদ্যরূপে মিলিত হইয়া "জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ" এই পদের সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রিশবৎসর বয়স্ক ত্রিশ জন পুরুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র অবিবাহিত এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক চতুর্দ্দশ জন বালিকার মধ্যে একজন মাত্র অবিবাহিতা আছেন। এতদপেক্ষা অধিক বয়সে, কেবল মাত্র ঘৃণিত চিররোগী, বেশ্যা ও সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন, আর কেহই প্রায় অবিবাহিত থাকে না। ভারতে বিবাহের একাধিপত্য যেরূপ প্রবল, আবার অল্প বয়সে বিবাহের সংখ্যাধিক্য ও তদ্রূপ প্রণিধানের যোগ্য। সমগ্র ভারতবর্ষে দশবৎসরের অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা ২৫লক্ষ এবং পঞ্চদশ বৎসরের অপেক্ষা ন্যূন বয়স্কা বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা ৯০ লক্ষ! বিধবার অত্যধিক সংখ্যাও এদেশের আর একটী বিশেষত্ব; ভারতে সমগ্র নারী-সংখ্যার শতকরা ১৭ জন বিধবা, কিন্তু পশ্চিম য়ুরোপের এই সংখ্যা ৯ (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক) এর অধিক নহে। পশ্চিম য়ুরোপের বিধবার সংখ্যার সহিত ভারতের বিধবার সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে যে সে দেশে চল্লিশ বৎসরের অল্পবয়স্কা বিধবার শতকরা গড় কেবল মাত্র ৭, এদেশে উহার সংখ্যা ২৮; আবার এদেশে বিধবার সংখ্যা শতকরা দশ, এবং বিধবার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অপেক্ষাও ন্যূন, অথচ য়ুরোপের কোনও স্থানে এই বয়সে বালিকার বিবাহই হয় না। শিশুবিবাহ এবং বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রতিষেধ—এই দুই কারণেই প্রধানতঃ, বিধবার সংখ্যা এদেশে এত বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাই গ্রন্থকার মহোদয় অনুমান করেন, যেহেতু নিম্নশ্রেণীর যে সকল জাতির মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত আছে, ঐ সকল জাতির মধ্যে শিশু-বিবাহের অধিকতর প্রচলন থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের বিধবার সংখ্যা অপেক্ষা কম।

ষষ্ঠতঃ, বৈবাহিক সম্বন্ধের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের জন্য প্রাচীন অনেক অনৈতিক বা স্বেচ্ছাচার মূলক যৌন-সম্মিলন প্রথার উচ্ছেদ অথবা প্রাখর্য্যের হ্রাস হইয়াছে। নারীর বহু পতিত্বমূলক বিবাহের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহারা চিরকাল হইতে এই প্রথার বশীভূত ছিল, তাহারাও ক্রমশঃ একপতি এবং একপত্নীব্রত-মূলক-বিবাহ-প্রথা গ্রহণ করিতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর স্বেচ্ছামত মিলন রহিত হইতেছে। বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়া পদ্ধতিরও প্রভাব কমিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতের সর্ব্বত্রই, সর্ব্বসমাজে, যৌন সম্মিলন নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে। শিশু-বিবাহের সংখ্যাও যেন কিছু হ্রাস হইতেছে। বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ-পদ্ধতি যেমন উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানের বা মর্য্যাদার একটা বিশেষ চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হয়, এই ভাব তদ্রূপই ক্রমশঃ সমাজের নিম্ন-স্তরেও প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার ফলে নিম্ন সমাজগুলিতেও বিধবাবিবাহ বন্ধ না হউক, ঐ প্রথাকে ভাল চক্ষুতে কেহ দেখিতেছে না। নিম্নস্তরের লোকেরা আবার

শিশু-বিবাহকেও মর্য্যাদার চিহ্ন ভাবিয়া এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে। নূতন সভ্যতার দ্বারা নিম্নজাতিগুলি উচ্চজাতিসমূহের ক্রমশঃ নিকটস্থ হওয়ায় উচ্চজাতিসমূহের সামাজিক দোষগুলি নিম্নজাতীয়েরা গুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বালবিধবাদিগের পুনর্বিবাহ কার্য্যতঃ প্রচলিত না হইলেও উহার বিরুদ্ধে সাধারণ লোকমত আর পূর্ব্ববৎ তীব্র নাই এবং কেহ অক্ষতযোনি বিধবাবালার বিবাহ দিলে বা পাণিগ্রহণ করিলে স্বজাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের নিকট তাঁহাকে আর বিশেষ কোন নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় না। ইহাও বিশেষ লাভ বলিতে হইবে যে অনেকেই এইরূপ বিবাহের আন্তরিক অনুমোদন করিয়া থাকেন। (ঘ)

অতিশয় সংক্ষেপে এই অত্যাবশ্যক এবং আমোদজনক প্রসঙ্গের পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। এই ভারতবর্ষের মধ্যেই সভ্য, অর্দ্ধসভ্য এবং অসভ্য সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে কতরূপ ভেদ রহিয়াছে, কতরূপ প্রাচীন প্রথা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কত নূতন প্রথা নিত্য আমদানী হইতেছে। অধিক কি একসম্প্রদায়ে যাহা পবিত্র বিবাহ, অন্য সম্প্রদায়ে তাহাই ঘৃণিত পশ্বাচার! সুতরাং প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহাতে জন্ম ও মৃত্যুর ন্যায় বিবাহ ঈশ্বরকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। সভ্যাসভ্য মানুষ কেন, জীবমাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যু একই প্রকার—উহাতে দেশ, জাতি, পাত্র-কাল কিছুরই ভেদ নাই। কিন্তু বিবাহ সেরূপ নহে; কোথায়ও স্বেচ্ছামিলন, কোথায়ও সাময়িক ক্ষণস্থায়ি মিলন, কোথায়ও বা জীবনান্ত অচ্ছেদ্য মিলন। তাই, যাঁহারা বিবাহকেও জন্মমৃত্যুর ন্যায় বিধাতার অমোঘ বিধান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের এই প্রস্তাবে ভাবিয়া দেখিবার অনেক বিষয় আছে সন্দেহ নাই।

শ্রীসংবাদ ষট্‌পদ।

(ঘ) আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে আমাদের কায়স্থ সমাজে বালবিধবার বিবাহ সকলেই অনুমোদন করেন না, মধ্যে মধ্যে কেন যে আপত্তি উত্থাপিত হয় আমরা বুঝি না। সম্পাদক।

প্রতিহন্তা। (ক)

(গল্প)

"কেমন আছে নানা দিদি" মিষ্টার ম্যাকিনী সাহেব শয্যাশায়ী একটী বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "আর সাহেব ডাক্তারের ঔষধে আমার কোন উপ-

(ক) কোন ইংরাজী গল্প হইতে অনূদিত। সম্পাদকা।

কার হইবে না, অদ্য রাত্রিতেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার শেষ কথাগুলি তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।" বৃদ্ধা রমণী এই বলিয়া শয্যার উপরে উপাধান অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ম্যাকিনী সাহেব একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন,"তুমি দিদি বড় ভয় পাইয়াছ,এতশীঘ্র তোমার মৃত্যু অসম্ভব"। "না সাহেব আমার কথা অবিশ্বাস করিও না। আমার বাক্সমধ্যে একশত টাকা আছে, উহাদ্বারা রামসিংএর সাহায্যে আমার শ্রাদ্ধ শান্তি করিবে। আমার ঐ বাক্সমধ্যে একটি ক্ষুদ্র ঝাঁপীতে একখানি ভূর্জ্জপত্রে গুপ্তধনের সংবাদ লিখিত আছে, সে আমার দেশের লেখা, তুমি পড়িতে পারিবেনা। আমাকে দাও আমি পড়িয়া দিতেছি।"

ম্যাকিনী বাক্স খুলিয়া ঝাঁপী হইতে ভূর্জ্জপত্র বৃদ্ধাকে দিলে সে অতি ক্ষীণস্বরে পাঠ করিতে লাগিল—"এই কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম গঙ্গাতীরে শিবপুর গ্রামের প্রান্তভাগে একটী প্রাচীন ভগ্ন শিবের মন্দির আছে। উক্ত মন্দির হইতেই গ্রামের নাম শিবপুর। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গের চতুপার্শ্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র দেবতাদিগের মূর্ত্তি আছে। উক্ত বরুণদেবের উন্নত দক্ষিণ হস্তের ছায়ায় তারকা চিহ্নিত স্থানে সোণারগণ তাহাদিগের অসংখ্য ধনরত্নরাজি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।" নানা বাই ভূর্জ্জপত্রখানি সাহেবের হাতে দিয়া বলিল, "সাহেব তুমি আমারভাগ্যবিধাতা তোমার অন্নে আজ অর্দ্ধ শতাব্দী আমার দেহ পালিত হইয়াছে, তুমি আমারঅতি যত্নের বস্তু ও আদরেরধন। দুইচারিদিনের মধ্যে একাকী উক্ত মন্দিরে রাত্রিতে প্রবেশ করিয়া ধনরত্নপূর্ণ বাক্সটী আত্মসাৎকরিবে। সাবধান! সাবধান! আর কেহ যেন এই সংবাদ জানিতে পারে না, তোমার বন্ধু বেলমণ্ট সাহেব ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে না পারে। বেল্‌মন্‌ট্‌ তোমার বন্ধু নয়, তোমার পরম শত্রু জানিবে"। বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া ভূর্জ্জপত্র গ্রহণ করতঃ ম্যাকিনী ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে গমন করিলেন। এইস্থলে বৃদ্ধা, ম্যাকিনী ও বেল্‌মন্‌ট্‌ সাহেবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত পাঠকের জানা আবশ্যক।

উক্ত ঘটনাটী খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৪, ১৪ই জুন তারিখে কলিকাতা রাজধানীতে হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলতা তিরোহিত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যে শান্তি সুখ বিরাজ করিতেছিল। জন ম্যাকিনী ও ফ্রেডারিক বেলমণ্ট ইংরাজদ্বয় ইংলণ্ড হইতে উক্ত বিদ্রোহ সময়ে ভারতে আসিয়া নানা প্রকার বিপদজাল অতিক্রম করিয়া অধুনা কলিকাতাস্থ ম্যাকিনন্‌ কোম্পানীর গৃহে ম্যাকিনী মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে ও বেল্‌মণ্ট ২০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন। উভয় বন্ধু চৌরঙ্গীতে একটি দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন। রাজপুত ললনা নানা বাই ম্যাকিনী সাহেবের পত্নীর পরিচারিকা ছিলেন। আজ দুই তিন বৎসর হইল তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে বিশ্বাসী পরিচারিকা সাহেবকে ত্যাগ করে নাই। ম্যাকিনী সাহেবের পুত্র লণ্ডনে একজন চিকিৎসক। বেল্‌মন্‌টের স্ত্রীপুত্রাদি ইংলণ্ডের লিস্টার (Leister) নগরে বাস করিতেন। এই সময়ে

ম্যাকিনী সাহেবের বয়স ৫৫ বৎসর, বেল্‌মনট্ট ৩১ বৎসরের যুবাপুরুষ ও বলিষ্ঠ কায়।

অন্ত ১৫ই জুন প্রাতঃকাল, প্রফুল্ল রক্ত পুষ্পগুচ্ছভারাবনত কতকগুলি সুদীর্ঘ কৃষ্ণচূড়াবৃক্ষ রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে পরম রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছিল। উভয় বন্ধু তাঁহাদের দ্বিতল বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রকৃতির রম্য শোভা মুগ্ধনয়নে দর্শন করিতেছিলেন। সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান, চৌরঙ্গীর রাস্তা বহুজনের কোলাহলে মুখরিত, শত শত অশ্বযান সবেগে ধাবিত হইতেছিল। ম্যাকিনী কহিল, "বেলমনট্ট, নানার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে সৎকারের জন্ত পাঠাইয়াছি। তাহার শ্রাদ্ধাদি তাহার ভাগীনেয় রাম সিংএর গৃহে সম্পাদিত হইবে।" সহসা বেলমনট্ট জিজ্ঞাসা করিল "নানা কতটাকা রাখিয়া গেল?" ম্যাকিনী কহিল, "যৎসামান্ত একশত টাকা মাত্র, তাহা তাহার শ্রাদ্ধে ব্যয় হইবে।" "তুমি কি পাইলে?" "একরকম কিছুই নহে" "একরকম কি হে" বলিয়া বেলমনট্ট সুতীক্ষ্ন নয়নে ম্যাকিনীর অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতে যেন তাহার দিকে ঘনঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বেল্‌মনট্ট অতিশয় ধূর্ত্ত। সরলপ্রাণ বৃদ্ধ ম্যাকিনী কহিয়া ফেলিল, "নানা আমাকে কোন গুপ্তধনের বিবরণ দিয়াছে।" "কোথায় সে বিবরণ? এখনই আমার নিকট আন!" তীব্র দৃষ্টিপাতের সহিত প্রভুর স্থায় এই আদেশ প্রদত্ত হইবামাত্র ম্যাকিনী মন্ত্রমুগ্ধের ন্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। নিকটে তৃতীয় ব্যাক্তি থাকিলে সে মনে করিত বেল্‌মনট্ট বৃদ্ধ ম্যাকিনীকে মন্ত্রমুগ্ধ (Hypnotised) করিয়াছে। ফলতঃ নানার নিষেধবাক্য তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া কম্পিতহস্তে ভূর্জ্জপত্রখানি বেল্‌মনট্টের নিকট দিলেন। তখন কে যেন অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে বলিল, 'তোমার সর্ব্বনাশ তুমি নিজেই করিলে।' ম্যাকিনী মনে করিল "সেই প্রেমময়ী নানার নিষেধবাক্য শুনিলাম না, হায় হায়, কি করিলাম।" বেল্‌মনট্ট দেশীয় ভাষা বেশ জানিত, ভূর্জ্জপত্র পাঠকরিয়া কহিল, "আগামী কল্য সন্ধ্যাকালে শিবপুরে যাইয়া গুপ্তধনের উদ্ধার করিব।" ম্যাকিনী স্বীকার করিলে বেল্‌মনট ভূর্জ্জপত্রখানি স্বীয় কোটের পকেটে রাখিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

অন্ত ১৬ই জুন। সন্ধ্যাকালে উভয় বন্ধু একটী খনিত্র লইয়া ভগ্ন শিবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া কুলকুল রবে সুরধুনী প্রবাহিত হইতেছিল। ত্রয়োদশীর শুক্লানিশি, মঙ্গলবার, পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণ মন্দির গাত্রে, গঙ্গাজলে নিপতিত হইয়া একটী সুরম্য দৃশ্য প্রকটিত করিতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, অপর পার্শ্বস্থ নারিকেল, খর্জ্জুর, গুবাক শ্রেণীর সুনীল রেখা প্রতীয়মান হইতেছিল। ১৫ মাইল ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত সাহেবদ্বয় মন্দির সোপান সন্নিহিত গঙ্গাতীরে কোমল দূর্ব্বাদলমণ্ডিত একটী স্থানে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ম্যাকিনী কহিলেন, "বন্ধু, আজ যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহার অর্দ্ধেক অংশ তোমার।" বেল্‌মনট গম্ভীর স্বরে কহিল "এই সমস্ত ধনে তোমার একমাত্র অধিকার, কারণ নানা সমস্তই তোমাকে দিয়াছে। ভূর্জ্জপত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা

যদি সত্য হয়,তবে বোধ হয় শতসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে কোন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সোণার, স্বর্ণ-কারগণ বাস করিত। তাহারাই এই সকল দেবদেবীর জন্য নবরত্ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই পঞ্চচূড় মন্দিরটীর চারিদিকে আর চারিটী মন্দির ছিল, ইহাকে হিন্দুগণ নবরত্ন বলে। চারিদিকের মন্দির কালক্রমে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, পঞ্চচূড় আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া তোমার বদান্যতা প্রকাশ করিতেছ, তুমি ধন্য। দেখ দেখ, বিমল চন্দ্রকিরণে সমস্ত মন্দির আলোকিত, আইস আমাদিগের কার্য্য আরম্ভ করি।" এই সকল কথা ম্যাকিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা সন্দেহ ; কারণ পরিশ্রান্ত ম্যাকিনী তন্দ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন নানা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া বলিতেছে, 'মূর্খ, কি করিলে ? যাহা মানা করিয়াছিলাম তাহাই করিলে ? তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।' বেল্‌মণ্টের আহ্বানে তাঁহার চৈতন্য হইল কিন্তু সেই সময় গুপ্তধন লাভার্থে তাহার আর আগ্রহ ছিল না। কি করেন, মন্ত্রচালিতের ন্যায় বেল্‌মণ্টের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন মধ্যস্থলে উচ্চ বেদিকার উপর প্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণের শিবলিঙ্গ এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্দ্র,সূর্য্য, বরুণ দেবতার বিগ্রহ সকল পৃথক্ পৃথক্ বেদীতে অবস্থিত। বেল্‌মণ্ট জানিত, এই সকল দেবতা-উৎসৃষ্ট ধনরত্ন-বিবরণ কখনও মিথ্যা হয় না, কারণ হিন্দু দেবদেবীকে বড় ভয় করে। সে উৎসাহ সহকারে যে স্থানে রত্ন লুক্কায়িত আছে, সে স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে বলিল, "ম্যাকিনী, এই দেখ বরুণ দেবতা (God of the ocean)। এই ইঁহার উন্নত দক্ষিণ হস্ত, ইঁহার নিকট দশ বার ফিটের মধ্যে তারকা চিহ্নিত কোন স্থানে প্রোথিত ধন লুক্কায়িত আছে।" প্রফুল্ল চন্দ্রালোকে আলোকিত প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরতল উভয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে একখানি তারকা খোদিত প্রস্তর দেখিয়া বেল্‌মণ্ট চীৎকার করিয়া বলিল "Good luck; আমাদের অদৃষ্ট ভাল।" বহুযত্নে উক্ত প্রস্তর অপসারিত হইলে উহার নিম্নে লৌহ কড়া সংলগ্ন একখানি বৃহৎ প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রস্তরের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর তন্মধ্যে একটি লোহার বাক্স। বাক্সের আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা গেল, উহার মধ্যে মহার্ঘ্য কৌষেয় বসনাবৃত অনেকগুলি রত্ন মাণিক্য বিমল চন্দ্রালোকে ঝলমল করিয়া উঠিল। ম্যাকিনী কহিল "কি সৌভাগ্য! এই সকল রত্নরাজি সমভাগে উভয়ে বিভক্ত করিয়া লইলে আমরা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইব।

বেল্‌মণ্ট সবেগে দাঁড়াইয়া কর্কশস্বরে কহিল "কি বলিলি ? অর্দ্ধেক লইব ? আমি সমস্তই লইব" বলিয়া ক্রোধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই নির্জ্জন স্থানে বেল্‌মণ্ট বৃদ্ধ ম্যাকিনীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল। পাষণ্ডের অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং সহসা আক্রান্ত হইয়া ম্যাকিনী বীরের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে লাগিল এবং অবশেষে গলা ছাড়াইয়া লইবামাত্র, দুরাত্মা বেল্‌মণ্ট তাহার পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া আমূল ম্যাকিনীর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ

করিয়া দিল। "নানা আগেই আমাকে সাবধান করিয়াছিল, হায়, হায় প্রাণ গেল" ম্যাকিনী সচিৎকারে এই বলিয়া মন্দিরতলে গড়াইয়া পড়িল। দেবতাস্থান মানুষের রক্তে প্লাবিত হইতে লাগিল, বেল্‌মণ্ট বন্ধুর প্রাণ শূন্য দেহ তথায় রাখিয়া ধনরত্নরাজি গ্রহণ করতঃ তীরবেগে প্রস্থান করিল।

* * * * * *

উক্ত ঘটনা হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল অতীত হইয়াছে। আর্য্যঋষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইলেও অপরিহার্য্য। সর্ব্বশক্তিমান কালও ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। বেল্‌মণ্ট যে প্রকার নৃশংসভাবে তাঁহার বন্ধুকে হত্যা করিল, তাহার প্রতিশোধ কাহাদ্বারা, কি প্রকারে সংসাধিত হইল তাহাই এইক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

অদ্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ ১লা মে। ডাক্তার ক্যামেরো ম্যাকিনী লণ্ডনের হার্‌লে ষ্ট্রীটের একটী রম্য দ্বিতলগৃহে উপবিষ্ট, ইনি হতভাগ্য জন্ ম্যাকিনীর একমাত্র পুত্র। কতকগুলি পুরাতন ভারতীয় ও ইংরাজী সংবাদপত্রের কর্ত্তিত অংশসকল সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তিনি সেইগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত সাময়িক ক্রমানুসারে সজ্জিত করিতেছেন—"১৬ই জুন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, মিঃ জন্ ম্যাকিনী, কলিকাতার ম্যাকিনন্ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী, কোন অজ্ঞাত দস্যুদ্বারা শিবপুর শিবমন্দিরে নিহত হন। তাহার বক্ষঃস্থলে একটী গভীর সাংঘাতিক ক্ষত ছিল, তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার নিকট থাকা সোনার ঘড়ি চেন ও নগদ টাকা অপহৃত হয় নাই। কে কি নিমিত্ত তাঁহাকে হত্যা করিল, পুলিস অবধারণ করিতে পারে নাই।" কিন্তু, ডাক্তার মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "বেল্‌মণ্ট্ যে তাহার সঙ্গে ছিলেন তাহার কোন কথাই এই সংবাদপত্রে নাই। এই কথা আমার প্রিয়তম মৃত পিতা তাঁহার ডাইরীতে না লিখিয়া গেলে আমি বেল্‌মণ্টের কোন সংবাদ জানিতে পারিতাম না। এখন দেখা যাউক পিতার দৈনিকে কি লেখা আছে।—'১৪ই জুন ১৮৬৪—আগামী ১৬ই তারিখে আমি ও বন্ধুবর বেল্‌মণ্ট্ মৃত নানার কথিত গুপ্তধন উদ্ধার জন্য শিবপুর মন্দিরে উদ্দেশে যাত্রা করিব আমাদের মধ্যে স্থির হইয়াছে যে, যে ধনরত্ন অলঙ্কারাদি পাওয়া যায় তাহা উভয়ে সমভাগে বিভাগ করিয়া লইব।'—পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তমাত্র আমি কলিকাতায় আমার বিশ্বাসী ভৃত্য আর্থার কলিন্‌সকে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার বস্ত্রাদি কাগজ পত্র ও নগদ টাকা ব্যতীত হীরক কাঞ্চন বিনির্ম্মিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার কিছুই পাই নাই। পিতা যে ধনরত্নের কথা ডাইরীতে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কোথায় গেল? আমার বোধ হয়, ধূর্ত্ত বেল্‌মণ্ট্ আমার পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়াছে। কারণ কলিন্স্ বলিয়াছিল যে উক্ত ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের শেষভাগে ম্যাকিনন্ কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বেল্‌মণ্ট্ কলিকাতা হইতে নিরুদ্দেশ হয়।

"একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে—'বিগত ৩রা আগষ্ট ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক বেল্‌মণ্টের লিষ্টার নগরে মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র আর্থার বেল্‌মণ্ট্ এক্ষণ তাহার

সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।'—সকলে বলে যে ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রচুর ধনরত্ন অলঙ্কারাদি তাহার নিকট আছে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত ধনরত্নাদি আমার পিতার সম্পত্তি, যাহা তিনি শিবপুর মন্দিরে প্রাপ্ত হন। আজ কয়েক দিন হইল আমি কলিন্স্‌কে বেল্‌মণ্টের সন্ধান লইবার জন্য পাঠাইয়াছি।"—উক্ত দিবস অর্থাৎ ১লা মে ১৮৮৯, কলিন্স্‌ উপস্থিত হইয়া ডাক্তারকে বলিল "আগামী ১৪ই জুন লণ্ডনে আর্থার বেল্‌মণ্টের সহিত মাননীয়া মিস্ স্থাফ্‌টনের বিবাহ হইবে, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বরকন্যা সিটন হোটেলে বাস করিবেন, মেজর ডেনিস্ তাহার বিশেষ বন্ধু।" এই বলিয়া কলিন্স্‌ চলিয়া গেল।—ডাক্তার মনে করিলেন "মেজর ডেনিসের সহিত আমার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক, তাহা হইলে বেল্‌মণ্টের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইতে পারে।" এই ঘটনা হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে মেজর ডেনিসের সাহায্যে বেলমণ্টের সহিত ডাক্তার ম্যাকিনীর পরিচয় হইয়া গেল। তৎকালে লণ্ডনে যে সকল চিকিৎসক বশীকরণ (Hypnotism) শক্তি প্রভাবে রোগীকে আরোগ্য করিতেন তন্মধ্যে ডাঃ ক্যামরো ম্যাকিনী অন্যতম। তিনি তাৎকালিক নান্সী কলেজে অধীত উক্ত বিদ্যাপ্রভাবে রোগীদ্বারা তাঁহার অনাগত আদেশ (Post Hypnotic suggestion) পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন। একদা, ১৮৮৯ মে মাসের শেষভাগে সিটন হোটেলে বেলমণ্ট্‌ ও ডাঃ ম্যাকিনী পানাহারে নিযুক্ত ছিলেন। বেল্‌মণ্ট্‌ বলিলেন "ডাক্তার, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত শিরোরোগে আমি সময় সময় বড় কষ্ট পাই। তুমি বশীকরণ প্রভাবে আমাকে আরোগ্য করিয়া দাও। আমি শুনিয়াছি তুমি উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।" ডাক্তার কহিল "তোমাকে আমি আয়ত্তীকৃত করিতে পারি কিনা প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক। বশীকরণ প্রভাবে আমরা অনেক রোগ আরোগ্য করিতে পারি। দৈহিক যন্ত্রের বিকার জনিত (Functional diseases) কতকগুলি রোগ বিশ্বাসেই আরোগ্য হয়। আমরা রোগীকে বিশ্বাস করাইয়া দেই যে তোমার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে। সুগভীর তন্দ্রাবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস উপস্থিত হইলে সেই সময়েই রোগের নিরাময় হয়। তন্দ্রাবস্থায় রোগীর ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে আমরা আয়ত্তীকৃত করিয়া এই সমস্ত আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করি।" ডাঃ ম্যাকিনী এই বলিয়া বেল্‌মণ্টের প্রতি ঘন ঘন তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। চারিচক্ষু সমরেখায় সংযুক্ত হইবামাত্রেই বেল্‌মণ্ট চেয়ারে তন্দ্রাবিষ্ট হইল, চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত, হতচৈতন্যের ন্যায় হইয়া পড়িল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল—

বেল্‌মণ্ট, তুমি কি নিদ্রা যাইতেছ?

হাঁ, যাইতেছি।

গভীর নিদ্রা?

হাঁ, গভীর নিদ্রা।

আমার ঘড়ির টিক্ টিক্ শুনিতে পাও কি?

হাঁ, শুনিতেছি।

তোমার শিরোরোগ আরোগ্য হইয়াছে ত?

হাঁ, হইয়াছে।

সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইয়াছে?

হাঁ, সম্পূর্ণ ভাবে।

এখন জাগ্রত হও।

বেল্‌মণ্ট তৎক্ষণাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া

উঠিয়া বসিল ও কহিল "তোমার বশীকরণে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।"

উক্ত ঘটনার ২।৩ দিন পরে বেল্‌মন্ট, ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ অনামিকায় একটী সুন্দর হীরকমণ্ডিত স্বর্ণাঙ্গুরী দেখিয়া বলিল, ডাক্তার, এই অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলে? ডাক্তার বলিল ভারতবর্ষ হইতে আমার মৃত পিতার সম্পত্তির সহিত পাইয়াছি,আরো কতকগুলি রত্নালঙ্কার পাইয়াছি তাহা তোমাকে দেখাইতেছি। এই বলিয়া একটী ড্রয়ার হইতে কতকগুলি উজ্জ্বল মূল্যবান মণিরত্ন বেল্‌মন্টকে দেখাইলেন; বেল্‌-মন্ট কহিল ইহা অপেক্ষা অধিকতর দীপ্তিমান যে সকল বহুমূল্য প্রস্তরাদি আমার পিতা ভারতবর্ষ হইতে আনিয়াছিলেন তাহাও তোমাকে আগামী কল্য দেখাইব, অদ্য আর একবার তুমি আমাকে তন্দ্রাভিভূত (Hypnotic sleep) কর। ডাক্তার মনে মনে চিন্তা করিল মূর্খ, তোমার ইচ্ছাশক্তিকে আমি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তীকৃত করিয়াছি, যেমন ক্ষুদ্র-মৎস্যের টোপদিয়া লোকে বড় বড় মৎস্য ধরিয়া লয় তদ্রূপ আমার যৎসামান্য মূল্যের প্রস্তরগুলি দেখাইয়া তোমার বহুমূল্য ধনরত্নরাজি আত্মসাৎ করিব। তোমার পিতা আমার পিতাকে নিহত করিয়া যে সকল ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়াছিল তাহত উদ্ধার করিবই তাহার পর মুক্ত আমার পিতৃহত্যার ঋণ তোমাদ্বারাই আমি পরিশোধ করিয়া লইব। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার কহিল, আইস, তোমাকে তন্দ্রাভিভূত করি। ডাক্তার দুই চারিবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর্থার বেল্‌মন্ট, নিদ্রাযাও, একখানি সোফায় অর্দ্ধ শায়িতভাবে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া বেলমন্ট নিদ্রাভিভূত হইল, ডাক্তার দাঁড়াইয়া নিদ্রিত বেলমন্টের দেহের উপরে তাহার দক্ষিণহস্ত ২।৪ বার সঞ্চালন করিয়া কহিল, কেমন, নিদ্রা যাইতেছ কি না?

হাঁ, যাইতেছি।

তোমার পিতার মৃত্যুকালে তুমি উপস্থিত ছিলে?

হাঁ, ছিলাম।

তিনি ১৮৮৪ সনে মরেণ?

হাঁ।

তিনি ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি হীরকাদি মণিরত্ন আনিয়াছিলেন?

হাঁ, আনেন।

বলদেখি মৃত্যুকালে তিনি কি বলিয়াছিলেন? বেলমন্ট চমকিত হইয়া উঠিল ডাক্তারও তৎক্ষণাৎ দুইচারি বার হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাঁহার নিদ্রা গাঢ়ভূত করিয়া দিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, মৃত্যুকালে তোমার পিতা কি বলিয়াছিল বল।

বেলমন্ট কহিল তিনি বলিয়াছিলেন—"বৃদ্ধা নানা ঠিক বলিয়াছে কেবল আর্থারের জন্যই এই নৃশংস কাজ আমি করিলাম, হা, হা, আমার ছুরিকা রক্তমাথা, বরুণদেব তোমার নিকট এই বৃদ্ধ হতভাগ্য জ্যাকের বলি গ্রহণ কর," ডাক্তার কহিল চুপকর আর বলিতে হইবে না আমি সমস্তই বুঝিয়াছি; ডাক্তার ভাবিল আজ কি সুখের দিন, আমার পিতৃহন্তার পুত্র সুগভীর তন্দ্রাভিভূত (Hypnotised sleep) অবস্থায় আমার সম্মুখে নিশ্চেষ্ট এবং আমার পিতার গুপ্তধন শীঘ্রই আমার করতলগত হইবে।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার কহিল—

বেলমন্ট জাগ্রত হও। বলামাত্র তাড়াতাড়ি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া উঠিয়া বসিল ও কহিল ডাক্তার তোমার ক্ষমতা আশ্চর্য্য, যে নিদ্রা-সুখে আমি বঞ্চিত, তোমার বিস্তাবলে তাহা আমি লাভ করিতেছি, ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি। আগামী কল্য রাত্রে আমার বহুমূল্য প্রস্তর রাজি তোমাকে দেখাইব। এই কথা বলিয়া বেলমন্ট চলিয়াগেল।

অদ্য ৭ই জুন ১৮৮৯ বেলমন্টের বিবাহের আর ৭ দিন বাকী আছে, প্রতিদিন রাত্রি ৮টা বাজিলেই কোন অদৃশ্য শক্তিদ্বারা বেলমন্ট আকর্ষিত হইয়া ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইতে যেন বাধ্য হইত। বেলমন্ট তাঁহার পিতৃদত্ত হীরকাদি রত্নরাজি লইয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাক্তারের গৃহে উপস্থিত হইল, এবং বস্ত্র হইতে রত্নগুলি উন্মোচন করিয়া ডাক্তা-রের টেবিলের উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া দিল; গৃহস্থিত গ্যাসালোক প্রতিবিম্বিত হইয়া রত্নরাজি উজ্জ্বল প্রভায় ঝলমল করিয়া উঠিল। ঘড়িতে ৮টা বাজিবামাত্র ডাক্তার বেলমন্টের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল—"আর্থার বেলমন্ট তুমি স্থির হইয়া এই চেয়ারে উপবেশন কর, তোমার ইচ্ছাশক্তি (Will) এক্ষণ সম্পূর্ণরূপে আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে" বেলমন্ট তদমত হইয়া জড়ের ন্যায় উপবিষ্ট রহিল। ডাক্তার বলিতে লাগিল "আর্থার বেলমন্ট তোমার পিতা যখন শিবপুর মন্দিরে বরুণ দেবতার সম্মুখে আমার পিতাকে হত্যা করিয়া এই সকল রত্নালঙ্কার আত্মসাৎ করেন, ঈশ্বরের কৃপায় সেই সকল রত্নরাজি অদ্য আমার সম্মুখে উপস্থিত, আমি আমার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া এই সকল রত্নরাজি গ্রহণ করিলাম, এই মুহূর্ত্ত হইতে ইহাদের বিবরণ তোমার স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হউক, তুমি যে কখন এই সকল বহুমূল্য প্রস্তরাদি দেখিয়াছ কি পাইয়াছ তাহা তোমার মনে থাকিবে না। (খ)

এই সময়ে বেলমন্ট স্থিরনয়নে ডাক্তারের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ডাক্তার বলিতে লাগিল "রত্নরাজি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাই যথেষ্ট, এইক্ষণ আমার পিতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত তোমার করি-তেই হইবে। অবশ্য তুমি সে হত্যায় লিপ্ত নহে তথাপি পিতৃধনের ন্যায় তাঁহার কৃত পাপ পুণ্যের অধিকারীও তুমি। তোমার জীবনদ্বারা আমি সেই নিদারুণ হত্যার প্রতি-শোধ লইব। তোমার পিতা"হন্তা" আমি "প্রতিহন্তা"। রত্নরাজি আত্মসাৎ করিতেই তোমার পিতা আমার পিতাকে নিহত করে; বশীকরণ বিদ্যাপ্রভাবে তোমাকে নিহত করি-বার আমার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য। (১) পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ (২) বশীকরণ (Hypnotic suggestion) বিদ্যার কতদূর শক্তি তাহার পরীক্ষা; অনাগত কালে ইহার শক্তি কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই তোমাদ্বারা আমি পরীক্ষা করিব। আর্থার বেলমন্ট আমি যাহা যাহা

(খ) এই বিদ্যাবলেই বোধহয় দুর্ব্বাসা সুদূরস্থিত হস্তিনাপুরে দুষ্মন্ত রাজার স্মৃতি হইতে শকুন্তলাবৃত্তান্ত বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। লেখক।

বলিতেছি তাহা তুমি উপলব্ধি করিতেছ কি ?" বেল্‌মণ্ট্‌ অতিকষ্টে কহিল—"হাঁ, করিতেছি, আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না আমাকে ছাড়িয়া দাও।" তৎকালে বেল্‌মন্টের গলাশুষ্ক, সমস্ত মুখ পাণ্ডুর বর্ণ চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষ, শোক ও ভয়ে তাঁহার মন সমাচ্ছন্ন। চক্ষুর পলক অথবা অক্ষিস্পন্দন করিতেও যেন তাঁহার শক্তি ছিল না। তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণভাবে ডাক্তারকে দিয়া একটী জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া ছিল। নির্দ্দয় ডাক্তার কহিল আর ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আগামী বৃহস্পতিবার তোমার বিবাহের দিন সেইদিন তুমি ও তোমার ভাবীপত্নী মাননীয়া মিস্‌ স্থাফ্‌টন্‌ যৎকালে উপসনা গৃহে পবিত্র বেদীর সম্মুখে দাড়াইয়া পুরোহিত ও সমবেত আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে দাম্পত্য জীবনের পবিত্র শপথ গ্রহণ করিবে তখন পুরোহিতের সহিত তোমার বলিতে হইবে— "আমি আর্থার বেল্‌মন্ট তুমি ভায়োলেট নেভিলী স্থাফ্‌টন তোমাকে আমার পত্নীত্বে বরণ করিলাম, সুখ দুঃখে, রোগে শোকে, বিপদে সম্পদে আমি আজীবন তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিব ও প্রতিপালন করিব যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে—"

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র তোমার জীবন সংগ্রাম পরিসমাপ্তি হইবে, সেই স্থানেই তোমার মৃত্যু অপরিহার্য্য।

এই সময় বেলমন্ট উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইল না, মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। ডাক্তার কহিল এইক্ষণ রাত্রি ৯টা বাজিবার ১০মিনিট বাঁকী আছে—৯টা বাজিবা মাত্র তোমার এই মোহিনী-নিদ্রা অপসারিত হইবে। এইকথা বলিয়া ডাক্তার তন্দ্রাভিভূত বেল্‌মন্টকে চেয়ারে শায়িত রাখিয়া ৯টা বাজার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঘড়িতে ৯টা বাজিবামাত্র বেল্‌মন্ট জাগ্রত হইয়া বলিল—ডাক্তার আমার মাথাধরা আর নাই আমি বেস সুস্থ হইয়াছি। একটী চুরুট লইয়া বেল্‌মন্ট চলিয়া গেল।

হায়রে প্রাক্তন! হায়রে মানুষ! তুমিনা বুঝিয়া পাপ কর, পরে পতঙ্গের ন্যায় পাপাগ্নিতে ঝাপদিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ফেল, বেলমন্ট, আজ কোথায় বা তোমার বহুমূল্য রত্নরাজি এমন কি তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত তোমার পরম শত্রু ডাক্তার ক্যাম্‌রো ম্যাকিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তুমি নিশ্চিন্তমনে চলিয়া গেলে।

এই শোকাবহ মর্ম্মান্তিক অভিনয়ের শেষ দৃশ্য পাঠককে আর দেখাইতে ইচ্ছা করি না। ইচ্ছাশক্তি (Will Power) জগতে প্রবলা, এই শক্তি যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন মানুষ রোগ শোক মরণ হইতে জীবনকে রক্ষা করিতে পারিবে।

অদ্য ১৪ই জুন ১৮৮৯ বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে বেলমন্টের বিবাহ উপলক্ষে উপাসনা মন্দির লোকে লোকারণ্য। কন্যাযাত্রিগণ বরের সহিত সুরম্য বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া উপস্থিত। পুরোহিত মহাশয় বেদীতে আসীন হইয়া শুভ পরিণয়ের মঙ্গল কামনায় সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যা শিবশক্তির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বর-কন্যা নতজানু হইয়া সেই প্রার্থনামন্ত্র ধীরে ধীরে সমস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে

বাইবেল চুম্বন করিয়া বেল্‌মন্ট বলিতে লাগিলেন—

"আমি আর্থার বেল্‌মন্ট তুমি ভাওলেট নেভিলী স্যাফ্‌টন তোমাকে আমার পত্নীত্বে বরণ করিলাম, সুখেদুঃখে, রোগে শোকে, সম্পদে বিপদে আমি আজীবন তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিব ও প্রতিপালন করিব যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু—মৃত্যু আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেল্‌মন্ট আর কথা কহিতে পরিল না, তাহার বিকৃত মুখভঙ্গী দেখিয়া মিস্‌ স্যাফ্‌টন চিৎকার করিয়া উঠিল, বেল্‌মন্টের সংজ্ঞাশূন্য দেহ তদীয় ভাবী পত্নীর বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। উপাসনাগৃহে হুলস্থুল পড়িয়াগেল অনেক চেষ্টাকরিয়া ও চিকিৎসকগণ বেল্‌মন্টের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না,তাঁহারা মীমাংসা করিলেন,তীব্র উত্তেজনা বশতঃ হটাৎ তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি নিরুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মৃত দেহ ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইল। কোথায় বা আনন্দপূর্ণ বিবাহ, আর কোথায় বা শোকপূর্ণ মৃতদেহের ব্যবস্থা, উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এই উপাখ্যানের উপসংহার করিল। ইতি

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

জয়দেব দশাবতার (গীত)। ১

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদম্‌
কেশব ধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে। ১

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি ধারণকিণ চক্র গরিষ্ঠে
কেশব ধৃত কূর্ম্ম শরীর
জয় জগদীশ হরে। ২

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না
কেশব ধৃত শূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৩

তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্‌
দলিত হিরণ্য কশিপু তনু ভৃঙ্গম্‌
কেশব ধৃত নরসিংহ রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখ নীরজনিতজন পাবন
কেশব ধৃত বামন রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৫

ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগত পাপম্‌
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্‌
কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৬

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ম্
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ম্
কেশব ধৃত রাম শরীর
জয় জগদীশ হরে। ৭

বহসি বপুষি বিশদে বসনংজলদাভম্
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্
কেশব ধৃত হলধর রূপ
জয় জগদীশ হরে। ৮

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতি জাতম্
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে। ৯

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূম কেতু মিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃত কল্কি শরীর
জয় জগদীশ হরে। ১০

—

অজর, অমর (২)

ক্ষুদ্র জলবিম্ব সম সময়-সাগরে,
উঠিয়া, মিশিয়া গেল কোথা চিরতরে ?
কোথা হ'তে আসি তুমি গিয়াছ কোথায়,
হেলায় তোমারে আমি দিয়াছি বিদায়।
এঘৃণ্য জগৎ হায় ! এমনি অসার,
কারো ভাগ্য নাহি হেথা যোগ্য পুরস্কার।
ক্রমে তব স্মৃতি তাই পাইতেছে লয়,
মাটির ও দেহ যেন মাটিতেই ক্ষয়।
এজীবনে আর কভু তোমাতে আমাতে,
হবেনাকো দেখা, আর পাবনা মিলিতে।
যত দিন রব ভবে রহিব কি একা,
বিষাদে থাকিব হেথা নাহি পাব দেখা ?
সে অতুল প্রেমের কি এই পরিণতি,
এই কিরে নিরদয় বিধির নিয়তি ?
ভবের এপারে কিহে নাহি হেন স্থল,
দয়ার্দ্র পুরুষ যথা মুছি অশ্রুজল
নিবায় প্রাণের জ্বালা—শ্মশান অনল,
হৃদয়ে ঢালিয়া শান্তি দেহে দেয় বল।
আর কহে—যতপ্রাণী বিধাতার কায়া,
নহে তারা ভোজবাজি নহে মিছা মায়া।
নহে পঞ্চভূত শুধু ভৌতিক ধরার,
"অজর অমর" তারা জীব অমরার।

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার বসু বর্ম্মা

—

বিয়োগে মিলনে (৩)

বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার আদেশে,
পিতৃ রাজ্য ত্যজি যবে রাম গেলা বনে
ভ্রাতৃ প্রেমে মুগ্ধচিত্ত সুমতি লক্ষ্মণ
রহিতে নারিলা পিতৃ-সুখ নিকেতনে।
হইলেন সহযাত্রী, মাতৃ-স্নেহ পাশ,
রাখিতে অক্ষম বাঁধি, হল পরাজিত
সুগভীর পত্নীপ্রেম অতুল জগতে।
কে বুঝিবে সৌমিত্রীর মহান এ ব্রত।
অশ্রু পূর্ণনেত্রে মাতা দিলেন বিদায়
হৃদয়ে বহিয়া গেল প্রবল তুফান,
বাহিরে সে ঝটিকার হলনা বিকাশ,
শুধু নেত্রবারি সিক্ত হইল বয়ান।
সুন্দরী উর্ম্মিলা দেবী বজ্রাহতা প্রায়
নীরবে আসীনা নিজ প্রকোষ্ঠে নিশ্চল,
আপনার ভাগ্যহত শুনিয়া শ্রবণে,
শত চিন্তা পরিব্যাপ্ত কম বক্ষঃস্থল।
প্রাণেশ নীরবে পশি প্রণয়িনী পাশে

দাঁড়াইয়া শব্দহীন বিমলিন মুখে,
বিদায় চাহিতে তাঁর সরিল না বাণী
কি এক ভাবের স্রোত প্রবাহিল বুকে।
পতি পানে সতী চাহি প্রাণে শিহরিল
কাঁপিল অন্তর তাঁর কাঁপিল শরীর,
বুঝিলা পতির হিয়া কতদুঃখ ভরা,
ক্ষণেক সহাস্য মুখ হল যুবতীর।
মধুর-ভাষিণী দেবী পতি দেবতায়
অশ্রুপূর্ণ আঁখি যুগে, শুষ্ক হাসিসহ,
কর্ত্তব্য পালন তরে কঠোর হৃদয়ে
বিদায় প্রদানি হেরে তমঃ ময় গৃহ।
দীর্ঘ চতুর্দ্দশবর্ষ গত, সেই হতে
কুন্তল কলাপ কৃষ্ণ করেনি বন্ধন,
মাখেনি কুন্তলে তৈল, সুষমা নিদান,
আভরণ করেনাই, বরাঙ্গ শোভন।
বিলাসের উপাদান উপেক্ষিয়া যত,
তুচ্ছ তৃণ গুল্মসম; তাপসীর ব্রত
করিলেন সমাশ্রয় ধরি যতি বেশ,
লভিলা তাপসী প্রাণ, উদার সংযত।
রাজ অন্তঃপুর মাঝে হতে সেই দিন
যথা রোগ যথা শোক যথা দুঃখরাশি
করে তীব্র হাহাকার তথা প্রেমময়ী
দয়াহৃদে উপনীতা উর্ম্মিলা তাপসী।
উর্ম্মিলার মহাব্রতে রাজ অন্তঃপুর
আলোকিত, উপকৃত, স্তম্ভিত বিস্মিতঃ।
উর্ম্মিলার মহাপ্রাণ, অনেকের প্রাণে
পশিয়াছে যেন তীব্র দামিনীর মত।
উচ্চব্রত হৃদে ধরি-পতি-সহবাস
বঞ্চিতা উর্ম্মিলাদেবী যাপিলা সময়
সুদীর্ঘ, পবিত্রভাবে, শান্তিতে বিমল,
পতিপ্রেমে বিশ্বপ্রেম হইল উদয়।
আজ অযোধ্যার ঘরে ঘরে মহোৎসব
নৃত্য, গীত, প্রতিগৃহ হাস্য মুখরিত,
হর্ষফুল্ল রাজবর্ত্ম পূর্ণজন স্রোতে,
শোক দৈন্য হাহাকার দূরে বিতাড়িত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা, সর্ব্বজন-প্রিয়,
চতুর্দ্দশবর্ষ পরে ফিরিলেন দেশে,
আনন্দের পারাবার বহে খর স্রোতে,
সমগ্র অযোধ্যাবাসী চলিলেন ভেসে।
তপস্বিনী উর্ম্মিলার তাপসীর বেশ
লইলেন খুলি দলে পুরাঙ্গণাগণ।
চিকুর তৈলাক্ত করি বাঁধিলা সুন্দর,
বর অঙ্গে পরাইলা বস্ত্র আভরণ।
দেবীর শয়ন কক্ষ হল সুসজ্জিত,
উর্ম্মিলা সতীরে রাখি, তথায় যতনে,
পুরনারীগণ গেলা, হাসিমুখে চলি,
পতি প্রতীক্ষায় সতী রহিলা নির্জ্জনে।
নীরব নিস্তব্ধ কক্ষ, নীরব উর্ম্মিলা,
চিন্তামগ্না, ধ্যানমগ্না যেন যোগিগণ,
বহুকাল অন্তে তাঁর প্রাণ প্রিয়তমে,
চিন্তিছে কিরূপে করি, করে সম্ভাষণ।
হৃদয়ের আকুলতা, প্রাণ-প্রিয়-ভাবা,
যেইরূপে সম্ভাষণে করিলা মন্ত্রণা,
রসনা লাজের বশে, ঘোষে অক্ষমতা,
প্রকাশিতে সে সকল সমস্ত হলনা।
মন্ত্রণা হলনা স্থির অধীরা সুন্দরী,
নতমুখী স্থির দৃষ্টি চাহি ভূমিতলে।
আরাধ্য দেবতা কক্ষে দাঁড়ায়ে নীরবে,
উর্ম্মিলার দশা আজ তারো মর্ম্মস্থলে।
বহুপরে নতমুখী চাহি উর্দ্ধপানে,
দেখিলা সম্মুখে পতি, কাঁপিল হৃদয়।
শিহরিল সর্ব্বঅঙ্গ, ফুটিলনা বাণী,
অন্তরে জন্মিল এক নব লজ্জাভয়।
সহাস্য বদনেধীর, উর্ম্মিলা-বল্লভ,

ব্রীড়াময়ী উর্ম্মিলায়—প্রেম-প্রতিমায়,
করে ধরি তুলি বক্ষেঃ করিলা স্থাপন,
আলিঙ্গন দেহে দেহে আত্মায় আত্মায়।
লজ্জাভয় গেলদূরে অশ্রু ঝরে চোখে,
বদনে উদিল হাসি, এল ফিরে সব,
প্রণয় সম্বল যাহা ছিল দম্পতীর,
দীর্ঘকাল পরে আজিধরি মূর্ত্তিনব।
সন্ন্যাসী লক্ষণ বীর হইলেন গৃহী,
হৃদয় ভাণ্ডারে ধরি মনুষ্যত্ব-মণি,
তাপসী উর্ম্মিলাদেবী রাজ-কুলবধূ,
তাপসী-হৃদয় লয়ে হইলা গৃহিণী।
গাঢ়দুঃখ অমানিশা হইল বিলয়,
স্নিগ্ধ সুখ জোছনায় ভরি প্রাণমন।
বিগত বেদনা যত, উজল আলোকে,
করিলা সুখদ আজি উর্ম্মিলা লক্ষণ।
পতিদেব পত্নীদেবী বিয়োগ-মিলনে,
দেবভাব ছড়াইলা মরত ভুবনে।

শ্রীশরতচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

প্রার্থনা (৪)

তুমি সর্ব্বময়, উৎপত্তি প্রলয়,
তোমাহতে হয় হরি।
আধেয়-আধার, সর্ব্ব-মূলাধার
কর্ণধার ভব-তরি।
অধিকারী ভেদে, কভু স্বরূপেতে,
মুরলী বাজাও ব্রজে।
গোপকুলাঙ্গনা, পাসরি আপনা,
সাধেকি ও পদে মজে।
আয়ানে ছলিতে, অভেদ দেখাতে,
শক্তিমান সর্ব্বেশ্বর।
বাঁশরি ত্যজিলে, কালা কালী হলে,
পদতলে দিগম্বর।
নবদ্বীপমাঝে, সন্ন্যাসীর সাজে,
দণ্ড কমণ্ডলুধরি।
উদ্ধারিতে দীনে, হরিগুণ গানে,
প্রেমে মেতে বল হরি।
জগাই মাধাই, পাপিষ্ঠ দুভাই,
প্রেমে ভক্তি গুণে তারা।
জ্ঞান চক্ষু পেয়ে, আহ্লাদে নাচিয়ে
নাম গানে মাতোয়ারা।
তব লীলা-মৃত, নিগমে বর্ণিত,
শক্তির আরাধ্য তুমি।
তর্কে বহু দূর, ভক্তির ঠাকুর,
দীন-বন্ধু দীন-স্বামী॥
ভ্রমি মোহ ঘোরে, ভক্তিদান ক'রে
কেহ নাই তরাইতে।
দিয়ে পদাশ্রয়, কর দয়াময়,
চরিতার্থ এ পতিতে॥

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার বর্ম্মা

ঐশ্বর্য্য ও বংশমর্য্যাদা। ৫

ঐশ্বর্য্য কহিল ডাকি বংশমর্য্যাদারে,
"হেশুভে, সম্ভ্রমময়ি! সুধাই তোমারে
কি সুখে যাপিছ দিন কুলীনের ঘরে
কিবা সমাদর গৃহী, পোষে তব তরে?
লভিতে তোমার কৃপা, অনুগ্রহ বর,
কামনা করিছে নর হৃদে নিরন্তর।
কোন্ মূঢ় এজগতে অবহেলে তোমা,
কে না চায় লভিবারে ত্রিদিব গরিমা?
রাতুল চরণ তব পূজিবার আশে,
রত্নপাত্র অর্ঘ্য নর অর্পিছে হরসে।
যদিও প্রসাদে মোর সুখীনর ভবে
তবু তারা তব সম মোরে পুজে কবে?
জগতের নরনারী বাঞ্ছিলে তোমারে,
দেবতা সম্ভ্রমে তোমা নমে নতশিরে।

থাকুক অন্যের কথা, রাজা মহারাজ,
তবপাশে নতশিরে করিছে বিরাজ॥"
শুনিয়া এহেন বাণী ঐশ্বর্য্যেরমুখে,
উত্তরিল বংশখ্যাতি নিমজ্জিত দুঃখে।
"কি কহিলে হে ঐশ্বর্য্য হাসাইলা মোরে
বৃথায় মজিলে তুমি কল্পনার ঘোরে।
জগত যে তব বশ আমি বড় কোথা,
ঐশ্বর্য্যের দাস নর, শোননি এ কথা?
তোমার কুহকে নর ত্যজে কুলমান,
ত্যজে দেশ পিতামাতা,শেষে আত্মপ্রাণ।
হের দেখ অভিজাত অর্থের আশায়,
নীচকাছে উচ্চকুল করিছে বিক্রয়।
যে তোমার কৃপাবিন্দু পারে লভিবারে
ধার্ম্মিক কুলীন শ্রেষ্ঠ সবে বরে তারে।
গুণিজন সদা তার গুণগান গায়।
অধম হলেও সে যে বংশ খ্যাতি পায়।
বংশে কিবা আসে যায় অর্থই সকল,
অর্থহীনে বংশ নাই জীবন বিফল।
একদিন ছিল যার প্রভুত্ব অপার,
সেই আমি আজ হায়ঘৃণিত সবার।"(ক)
এত বলি বংশ খ্যাতি অশ্রু বিসর্জ্জিল,
সমদুঃখে দুঃখী হয়ে ঐশ্বর্য্য কহিল।
"কাঁদিওনা হে মানিনি, বংশ নহে ক্ষীণ
ঘুচিবে তোমার দুঃখ আসিবে সুদিন।
কায়স্থ সমাজে বঙ্গে গৌরব সাধনে.
জাগিয়াছে ক্ষত্রশক্তি শূদ্রত্ব নিধনে।
হীনতা কায়স্থগণ দিয়া বিসর্জ্জন,
তোমার শ্রেষ্ঠত্ব এবে করিবে স্থাপন।

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ

(ক) ইংরাজী গোত্র, দালান গাই,
ইহারচেয়ে আর কুলীন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর,
লোহার সিন্দুক আর টিনের ঘর॥ সঃ।

মেদিনীপুর সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি মহোদয় ও ভদ্র মহোদয়গণ।

মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। সাহিত্য-সমাজের এই দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদের ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী কোবিদগণ যে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের সাদর সমাহ্বানে উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে সাহিত্য-সমাজ ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে। সাহিত্য-সমাজ বীণাপাণির অভ্যর্চ্চনায় নিযুক্ত। সুতরাং ক্ষুদ্র হইলেও পূত। বীণাপাণির মন্দিরে আপনাদের ন্যায় বুধগণের আগমন সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্য-সমাজ-মন্দিরে পরনিন্দা নাই, পরচর্চ্চা নাই। এখানে ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা রাগ দ্বেষ বা অসূয়া নাই। এখানে ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার নাই এবং বাগাড়ম্বর বহুল সুদীর্ঘ বক্তৃতা নাই। এখানে আছে কেবল কচ্ছপী বীণার প্রাণমাতানো ঝঙ্কার। তুম্বুরু নারদ প্রভৃতি সকলে সে রসে বিভোর। আশা করি আপনারা কচ্ছপী বীণার রসাস্বাদ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

সাহিত্য' পদ 'সহিত' শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য শব্দে আমরা কাব্য নাটক ও অলঙ্কার বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সাহিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ "যাহা প্রত্যেক গ্রন্থেই বর্ত্তমান"। সুতরাং এই প্রকার বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিলে মহী-বাক্য অথবা গদ্যপদ্যময় গ্রন্থকে সাহিত্য বলা যাইতে পারে। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পুস্তকেও সাহিত্য ভাবে অধ্যয়ন করা চলে। ইহার অর্থ অনেকটা Literature শব্দের ন্যায় হইয়াছে। ইংরাজীতেও Philosophical Literature, scientific Literature বলা হইয়া থাকে। সাহিত্য-সমাজ শব্দে "সাহিত্য" এই বিস্তৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য-সমাজের কার্য্যক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত।

সাহিত্য-সমাজ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(১) বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন এবং তজ্জন্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য ভূগোল প্রভৃতির আলোচনা এবং তৎ তৎ সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা। (২) মেদিনীপুর জেলা এবং সমগ্র বঙ্গদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক অনু-সন্ধান ও প্রাচীন কাব্যাদির সংগ্রহ।

ভাষাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। Max Muller বলিয়াছেন, মনুষ্য ও পশুগণের মধ্যে ভাষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবধান। পাশ্চাত্য বুধগণ অনেকে বলেন যে প্রাচীনকালে মনুষ্যজাতির এক ভাষা ছিল। Max Muller তাহা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ বলিতেন, হিব্রু ভাষাই মনুষ্যজাতির আদিম ভাষা। বেবেলমন্দির নির্ম্মাণ কালে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া নানা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই ধারণা অপগত হইয়াছে। আমরা বলি বৈদিক সংস্কৃতই মূলভাষা, তাহা সৃষ্টিকালে প্রজাপতি সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। পালি বৈয়াকরণ কাত্যায়ন ও বৌদ্ধগণ বলেন কল্পারম্ভে মাগধী ভাষাই প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল এবং উহাই মূল ভাষা। ফলতঃ বৈদিক সংস্কৃত যে সর্ব্বা-পেক্ষা প্রাচীন ভাষা সে সম্বন্ধে অনেকেই একমত।

ঋগ্বেদে কথিত আছে—

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ংতি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদংতি ॥

এই শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় পূর্ব্বে অপর তিন প্রকার ভাষা ছিল। তাহা সাধারণ লোকে জানিত না। চতুর্থ ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সাধারণে তাহাতে কথা বলিত। এই

ভাষা কি বৈদিক সংস্কৃত, না অন্য কোনও ভাষা তাহা নিরূপণ করিবার আমাদের সাধ্য নাই। শাখ্যায়ণ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে গমন করে।

এই প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত ব্যতীত আমরা আরও প্রাচীন ভাষা দেখিতে পাই।

(১) ললিত বিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে যে গাথা রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথক্ সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের সময়ে মধ্যবিত্ত সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল।

(২) তৃতীয় ও চতুর্থ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে শিলালিপি প্রভৃতিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত ও বর্ত্তমান ভাষা সমূহ হইতে পৃথক্। Max Muller ইহাকে প্রাচীন অপভ্রংশ বলিয়াছেন।

(৩) পালি ভাষা।

(৪) প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ।

বৈদিক সংস্কৃত অধিকতর প্রাচীন কি প্রাকৃত অধিকতর প্রাচীন কি উভয়ে এককালে প্রচলিত ছিল এ বিষয়ের মতদ্বৈধ আছে। ইহা বিচার করিবার সময় নহে। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন আর্য্যগণ অনার্য্য সংস্রবে দেশীভাষা হইতে অনেক কথা ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রকারে বৈদিক ভাষা হইতে আদি প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বেই বৈদিক ভাষার রূপান্তর হইয়া লৌকিক সংস্কৃত ভাষাতে পরিণত হইয়াছিল। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার বলেন, পাণিনি খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অধ্যাপক ভাণ্ডারকার বলেন, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। যাহা হউক তিনি যে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাঁহার সময়েও এক প্রকার প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। ফলতঃ যে দিন বুদ্ধদেব তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার উপদেশ ও কার্য্যাবলী সকলের বোধগম্য হইবার জন্য পালি ভাষায় নিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সে দিন এক যুগান্তর উপস্থিত হয়।

পালিভাষা প্রাকৃত ভাষার প্রাচীন রূপ। পালিভাষায় এরূপ কতকগুলি পদ আছে যাহা নব্য প্রাকৃতের অনুমোদিত নহে। বুদ্ধদেব ও মহাবীর এই ভাষায় স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জিনবচন। মহাবংশে উল্লিখিত আছে ইহা মগধের ভাষা।

প্রাকৃত ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) যাহা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে লিখিত যথা মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি।

(২) যাহা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে লিখিত নহে যথা অপভ্রংশ। হেমচন্দ্র যে অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে আভীরী, আবন্তী, গৌর্জ্জরী, বাহ্লিক, গৌরী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্রী প্রভৃতি প্রধান।

নাট্য শাস্ত্রকার ভরত বলেন, সংস্কৃত ব্যতীত দুইটী ভাষা আছে, ভাষা ও বিভাষা। দণ্ডী বলেন ভাষা চারি রকম—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে

শাতবাহন রাজার মন্ত্রী গুণাঢ্যকে কাণভূতি নামে এক পিশাচ শোণিতে লিখিত সপ্তভাগে বিভক্ত কথাময় গ্রন্থ প্রদান করেন। গুণাঢ্য তাহা শাতবাহন রাজাকে প্রদান করিতে চাহিলে রাজা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন তজ্জন্য গুণাঢ্য শেষভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত ভাগ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। অবশেষে রাজা গুণাঢ্যের ছাত্রগণের নিকট শেষভাগ গ্রহণ করেন। পৈশাচী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থ দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে উল্লেখ করিয়াছেন--"ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্।" শাতবাহন বা অন্ধ্রভৃত্য রাজগণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে খ্রীষ্টাব্দ প্রারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে প্রায় তিনশত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পৈশাচী ভাষা শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনেকে বলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণপণ্ডিত গৌড়ী প্রাকৃত এই পৈশাচী ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া লিখিয়াছেন। দণ্ডী কাব্যাদর্শে গৌড় দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সমাসবহুল গৌড়ীরীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণেও গৌড়ীরীতির উল্লেখ আছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন, গুপ্তাধিকার কালে বৈদিক কর্ম্মমার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে পুরাণ সকল বর্ত্তমান আকারে সজ্জিত ও সংগৃহীত হয়। এই মতে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে গৌড়ীরীতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। কাব্যপ্রকাশে গৌড়ীরীতি পরুষা বলিয়া উল্লিখিত আছে। পৈশাচীভাষার সহিত প্রাচীন বাঙ্গলার সৌসাদৃশ্য আছে। Max Muller অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলেন। ফলতঃ প্রাচীন বাঙ্গলাভাষা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে এ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে সকলেই একমত। পূর্ব্বে অনেকেই মনে করিতেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গলাভাষার জন্মদাতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঙ্গলাভাষায় অনেক সন্ধি সমাস বহুল সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে যে বাঙ্গলাসাহিত্য ছিল তদ্বিষয়ে অনেকেই জানিতেন না এবং বলিলেও বিশ্বাস করিতেন না। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকের বিষয় প্রকাশ করিলেও পূর্ব্বে অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করিতেন যে বাঙ্গলাভাষা নব্যভাষা এবং উহাতে শব্দসম্পদ আদৌ নাই ও চিন্তা করিয়া লিখিতে গেলে অনেক কথা নূতন রচনা করিয়া লিখিতে হয়।

ঈশ্বরের কৃপায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সে ভ্রান্ত ধারণা অপনীতপ্রায় হইয়াছে। নেপাল, তিব্বত, জাপান হইতে নানা প্রাচীন পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহা হইতে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস জানিতে গেলে বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস জানা আবশ্যক। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে কীকট বা মগধদেশের উল্লেখ আছে ("কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপংতি ঘর্ম্মং") ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "পুণ্ড্র" এবং ঐতরেয় আরণ্যকে "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে বিদেহ দেশে আর্য্যধর্ম্মের বিস্তার এক সুন্দর রূপকচ্ছলে বর্ণিত আছে। অথর্ব্ব বেদেও অঙ্গ ও মগধ দেশের উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান আছে। মনু বলেন—

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

সুতরাং পুরাকালে আর্য্যসভ্যতা এই সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোন্ সময়ে আর্য্য-সভ্যতার আলোক এই সকল দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা জানা সুকঠিন। হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ বলির পাঁচ পুত্র ছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। সম্ভবতঃ ইহারাই বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিয়া স্বীয় নামানুসারে দেশের নামকরণ করিয়াছিলেন।

জৈনদিগের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব ব্যতীত অন্যান্য এয়োবিংশ তীর্থঙ্করের সহিত এ দেশবাসীর সংশ্রব ঘটিয়াছিল। জৈনদিগের অঙ্গ ও কল্পসূত্রকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে প্রায় অষ্টম শতাব্দী পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চাতুর্য্যাম মত প্রচার করেন। জৈনদিগের শেষশ্রুত কেবলী ভদ্রবাহুর চারিজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্য গোদাস হইতে চারিটি শাখার সৃষ্টি হয় যথা তাম্রলিপ্তিকা, কোটীবর্ষীয়া, পুণ্ড্র বর্দ্ধনিয়া, ও দাসীকর্ব্বটীয়া। সুতরাং দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে যে জৈনধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

রাজা চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। জৈনগণ বলেন যে তিনি ভদ্রবাহুর শিষ্য ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তৎসময়েও জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। পরে রাজা প্রিয়দর্শী অশোক প্রথমতঃ বৈদিক মার্গানুসারী থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তৎসময়েই বঙ্গাদি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপৌত্র দশরথ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সম্ভবতঃ তৎসময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। উদয়গিরির হাতীগুম্ফাগুহায় ১৬৪ মৌর্য্যাতীতাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল, মগধপতিকে বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তৎসময়ে সম্ভবতঃ বাঙ্গলা দেশে জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল।

মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বল বৃহদ্রথ রাজাকে তাঁহার সেনানী পুষ্পমিত্র বলদর্শনব্যপদেশে অনার্য্যভাবে নিহত করেন। পুষ্পমিত্র যে রাজবংশের আদিপুরুষ তাহা শুঙ্গ বা মিত্রবংশের নামে অভিহিত। পুষ্পমিত্র গ্রীকনৃপতি মিলিন্দকে জয় করিলেও সম্ভবতঃ খারবেলের অধিকৃত বঙ্গদেশ জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁহার রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন এবং পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শুঙ্গবংশীয়গণ (ক) ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। শুঙ্গবংশীয় ও কাণ্ববংশীয়গণ ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইলে কিছুকাল অন্ধ্রভৃত্যগণ প্রবল প্রতাপে রাজ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে শকরাজগণের আক্রমণে ভারত-

(ক) এ স্থলেও দেখা যাইতেছে যে শুঙ্গবংশ ক্ষত্রিয় ছিল। সম্পাদক।

বর্ষ বিপর্য্যস্ত হয়। কুষাণবংশীয় সম্রাট্ কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র জয় করিয়া স্থবির বুদ্ধঘোষকে আনয়ন করেন। পার্শ্বিকের উপদেশানুসারে তিনি কুণ্ডল বন-বিহারে যে বৌদ্ধসমিতি সমবেত করিয়াছিলেন তাহাতে ত্রিপিটক সম্বন্ধে বিবাদ মীমাংসিত হয় এবং কনিষ্কের সময়েই মহাযান মত প্রবর্ত্তিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই মহাযান মতের প্রধান প্রচারক। সম্ভবতঃ কনিষ্কের সময়েই এই মহাযান মত বঙ্গদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল। কালে এই মহাযান মত সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। মহাকবি ভবভূতি মালতীমাধব নাটকে কাপালিক অঘোরঘণ্টের বীভৎস কার্য্যের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পুষ্করাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া শুশুনিয়া পাহাড়ে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। এই সময়ে গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। পরাক্রমশালী সার্ব্বভৌম রাজা সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে বঙ্গদেশাদি সমগ্র ভারত জয় করেন এবং শকগণকে বশে আনয়ন করেন। রাজা সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গদেশকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া শাসন জন্য সামন্তগণকে নিযুক্ত করেন। এবং তদবধি সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্তবংশীয়গণ বঙ্গদেশের নানাস্থানে শাসন করিতেন। গুপ্তবংশীয়গণ ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন এবং বৈদিক মার্গ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বহুশতাব্দী-প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। ফাহিয়ান ও হুয়েনসাঙ্গ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। গুপ্তরাজ-গণের বংশসম্ভূত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন কিন্তু রাজা হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় প্রবল হয়। সমগ্র বাঙ্গলাদেশ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের শাসনাধীন ছিল। অতঃপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ও কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মদেব বঙ্গদেশ জয় করিয়া গৌরব অর্জ্জন করিলে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গদেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাজা আদি-শূর তজ্জন্যই কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা আদিশূর বৈদিক কর্ম্মমার্গের প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপাল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অব্যাহত থাকে। সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিলেও বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বুদ্ধদেবের বন্দনা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে আদৌ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের আদেশানুসারে "ত্রিপিটক" পালিভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ প্রাকৃতের বেশী আদর করিতেন সেজন্য প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বেশী আলোচনা হয়। তাহাতে

ক্রমশঃ দেশীভাষার সংমিশ্রণে বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা পাঠ করিলে অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি "সুভাষিতসংগ্রহ" ও "দোহাকোষপঞ্জিকা" নামক দুইখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহা প্রাচীন বাঙ্গলাভাষায় লিখিত ও ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত। সিদ্ধাচার্য্য লুই বাঙ্গলাদেশের লোক ছিলেন। ইনি "সহজযান" মত প্রচারক। একসময়ে বাঙ্গলাদেশে সহজিয়া মতের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কলচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি লোকায়ত ধর্ম্ম এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে খুব প্রচলিত ছিল ও তৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছিল। এক্ষণে সকলে উহাদিগকে ভ্রমক্রমে তন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

প্রাচীন বঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে রামাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণ" উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকে মাধ্যমিক বৌদ্ধমতানুসারে শূন্যের শ্রেষ্ঠতা বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকে বৌদ্ধদের ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্মের পূজা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। ইহার সৃষ্টিপত্তন মহাযান বৌদ্ধদের মতানুসারে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রামাই পণ্ডিত বলিয়াছেন যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে সৎধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ জর্জ্জরিত হইলে ধর্ম্ম, যবন, ও বিষ্ণু, পয়গম্বর, গণেশ, গাজী, কার্ত্তিক, কাজী, চণ্ডিকা, হাসাবিবি প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া গৌড় আক্রমণ করিয়া দেবমন্দির ভগ্ন করেন। এই ঘটনার সহিত বখ্‌তিয়ার খিলিজির গৌড় আক্রমণের সংস্রব আছে বোধ হয়। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগণের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ মুসলমানগণকে বাঙ্গালা দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

জৈন মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজা মাণিকচাঁদের পুত্র বৌদ্ধ-নরপতি রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তৎসময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে এক বিপ্লব উপস্থিত হয়। বৌদ্ধনরপতিগণের প্রভাব হ্রাস হইয়া এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। তৎকালে পূর্ব্বে হরিধর্ম্মদেব ও পশ্চিমে সেন রাজবংশ বৈদিকমার্গ প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা করেন ও তাহাদের চেষ্টাও ফলবতী হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া তাহা এক্ষণে কেবল মাত্র ডোমদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহারা এখনও ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই আলবেরুণীর সময়ে তাহারা হিন্দুজাতির ও বর্ণের বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইত। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম, সীতারাম, প্রভুরাম, শ্যামপণ্ডিত, রামচন্দ্র, সহদেব প্রভৃতি অনেকেই ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলারা চৈত্র মাসের শেষে নীলের উপবাস করিয়া থাকেন। ইহাও বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ।

সেনবংশোদ্ভব নেপালজয়ী বিজয়সেন বৈদিকধর্ম্ম প্রচারে অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য ক্রমশঃ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার চলন হয়। সকলে পালি ও প্রাকৃত ভাষার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তজ্জন্য, কালে লিখিত বাঙ্গলা

ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃতবহুল হইয়া পূর্ব্ব আকৃতি পরিত্যাগ করে। মুসলমান শাসনকালে অনেক পার্শী কথাও বাঙ্গলাভাষার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রায় এক চতুর্থাংশ পার্শীভাষা বা তদ্ভুত। বৈষ্ণবকবিদের লিখিত পুস্তকে বৃন্দাবনী ভাষারও প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মাধিকরণে এখনও যে ভাষা চলিত তাহার মধ্যে অনেক পার্শীকথা আছে এবং তাহা পুস্তকে লিখিত ভাষা হইতে কতকটা পৃথক্।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে মুসলমান বাঙ্গলাদেশ জয় করিবার পূর্ব্বে এদেশে বৃহৎ বাঙ্গলা সাহিত্য ছিল। মুসলমান আক্রমণের পরে ও ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ভাষায় নানা পুস্তক রচিত হয় যথা—ধর্ম্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, বৈজনথিমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কমলামঙ্গল, শারদামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পারসী, পর্ত্তুগীজ, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। এবং কথিত ও লিখিত ভাষায় অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে বাঙ্গলা লিপির কথা বলিব। মোক্ষমূলার বলেন, অশোকলিপি সর্ব্বপ্রাচীন এবং তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতে বর্ণলিপি বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। পিপরাবায় বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হইয়া তাঁহার মতের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ডাক্তার বুহ্লর বলেন, সিরীয় বণিকগণ বহুপূর্ব্বকালে ভারতে বাণিজ্য করিত। ঋগ্বেদে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের বাবেরুজাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বাবেরু বা বেবিলোনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যসংস্রব ছিল। সম্ভবতঃ ফিনিসীয় বণিকদের যত্নে সেমিটিক লিপি ভারতে আনীত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। আমরা এই মতের যুক্তিবত্তা স্বীকার করি না। শুক্ল যজুর্ব্বেদে "অক্ষর" শব্দের উল্লেখ আছে :—

"অক্ষরপংক্তিশ্ছন্দঃ পদপংক্তিশ্ছন্দঃ বিষ্টারপংক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরোভ্রজশ্ছন্দঃ"।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত ললিতবিস্তারে ৬৪ প্রকার বর্ণলিপির উল্লেখ আছে। জৈনদিগের সমবায় সূত্রেও ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। জৈনদিগের মতে ঋষভদেব দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ১৮প্রকার লিপিশিক্ষা দেন। তন্মধ্যে আদিলিপির নাম ব্রাহ্মী। হুয়েনসাঙ্গ বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেব ভারতীয় বর্ণমালার সৃজন করিয়াছেন। হুয়েনসঙ্গের সময় ৪৭টী অক্ষরমাতৃকা ছিল। ললিতবিস্তারে ৪৫টী অক্ষরমাতৃকার উল্লেখ আছে। ডাক্তার বুহ্লর বলেন, মগধাদি স্থানে প্রচারিত অশোকলিপিই ব্রাহ্মীলিপি। সাহাবাজগড়ী ও মানসেরাতে উৎকীর্ণ অশোকলিপি খরোষ্ঠীলিপি নামে প্রসিদ্ধ। কানিংহাম ইহাকে গান্ধারলিপি বলিয়াছেন। খরোষ্ঠীকে বুহ্লার সেমেটিক বর্ণমালার অরমিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পিপরাবার পাত্রে যে প্রকার ব্রাহ্মীলিপি উৎকীর্ণ আছে নানাগাড়ীর অস্থলিপিতেও প্রায় সেই প্রকার লিপি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ শকাধিকারের সহিত ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অবশেষে ইহা হইতে গুপ্ত ও গ্রহলিপির

উৎপত্তি হয়। গুপ্তলিপি গুপ্তরাজগণের শিলালিপি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। শারদা, শ্রীহর্ষ ও কুটিল এই তিন প্রকার লিপি গুপ্তলিপি হইতে উদ্ভূত। কুটিল অক্ষর ১০৪৯ সম্বতে উৎকীর্ণ ছিন্দরাজ লল্লের শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় এবং গয়াজেলার অন্তর্গত আফর-পুরে উৎকীর্ণ তঙ্কাদিত্যের লিপিতেও এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন কুটিল অক্ষর হইতে বর্ত্তমান বঙ্গলিপির উৎপত্তি হইয়াছে।

বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মদেবের শিলালিপিতেই বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। "গর্গযবনাধম প্রলয় কালরুদ্র" বিশ্বরূপসেনের তাম্রলিপিতে এবং ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকবল্ল মহারাজের শিলালিপিতে আধুনিক বাঙ্গলার ন্যায় অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে মহামতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সপ্ততিবর্ষ বয়সে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত সুতুঙ্গশিখর অতিক্রম করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধমহাযান মত প্রচার করেন। এই সময়ে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত তাঁহার সমভিব্যাহারে তিব্বতে গমন করিয়া সৎধর্ম্মের প্রচারে সহায়তা করেন। অতি শুভক্ষণেই তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ক্ষেমেন্দ্রের অবদান কল্পলতা প্রভৃতি ভারতে লুপ্ত অনেক গ্রন্থ এক্ষণে তিব্বত হইত উদ্ধার হইতেছে। তেঙ্গুরে যে সকল পুস্তক আছে তাহার তালিকা এখন পর্য্যন্তও প্রস্তুত হয় নাই। তাহা প্রস্তুত হইলে বাঙ্গলাভাষার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাইবে আশা করা যায়। তিব্বত হইতে সৎধর্ম্ম জাপানে প্রচারিত হয়। জাপানের বৌদ্ধগ্রন্থ সকল এখনও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত হয়। জাপানে হুরিয়ুজি মন্দিরে এখনও ষষ্ঠ শতাব্দী প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি রহিয়াছে। যখন বঙ্গাক্ষর জাপানবাসীগণের নিকটে এত পবিত্র তখন আমাদিগের নিকট অধিকতর পবিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। (খ)

দণ্ডী, দশকুমারচরিতে মিত্রগুপ্তচরিত্র বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—"দেব! সোহহমপি সুহৃদ্ সাধারণ ভ্রমণ কারণঃ সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য বাহোদ্যানে মহান্তমুৎসব সমাজমা-লোকয়ম্।" দণ্ডী যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎসময়ে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং সুহ্মদেশ মেদিনীপুর বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্মদেশকে রাঢ়দেশ বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণে তাহা সমীচীন মনে হয় না। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমদিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে।—

ততঃ সুহ্মান প্রসুহ্মাংশ্চ সপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যযাৎবলী ॥

* * * * *

(খ) বঙ্গাক্ষরের ন্যায় সুন্দর অক্ষর জগতে অন্য কোনও ভাষায় নাই। সম্পাদক।

সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥
সুহ্মনামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরগামিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভারতর্ষভঃ ॥

তৎকালে বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশে পুণ্ড্র (মালদহ), কৌশিকীকচ্ছ (হুগলীজেলা), তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত মেদিনীপুরের অধীশ্বর ছিলেন। হুণরাজ, তোরামণ ও মিহিরগুলের আক্রমণে গুপ্তরাজ্য ধ্বংস হয়। স্কন্দ-গুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রও তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। অবশেষে করুরক্ষেত্রে যশোধর্ম্মদেব মিহিরগুলকে পরাজয় করিয়া যে অখণ্ডরাজ্য সংস্থাপন করেন, মেদিনীপুর তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে স্থানীশ্বরের বর্দ্ধন-বংশ প্রবল হইলে রাজা হর্ষবর্দ্ধন সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করেন। ফাহিয়ান ও হুয়েনসাঙ্গ তাম্র-লিপ্তের বর্ণনা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রচোল দিগ্বিজয়কালে সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জয় করিয়া-ছিলেন। সেনবংশের প্রতিষ্ঠা হইলে রাজা বিজয়সেন কলিঙ্গ পর্য্যন্ত দক্ষিণে অধিকার করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন। তৎকালে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ বল্লালসেনের অনুমোদিত তান্ত্রিকমতের বিরোধী হয়। বল্লালসেন, যাঁহারা হিন্দু তান্ত্রিকমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলেন। কুলজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে যাহারা উক্ত কুলমর্য্যাদার বিরোধী হইলেন তাহারা মেদিনীপুরে আসিয়া বাস করেন এবং মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হয়েন। অনেকে বলেন দেবীবর ঘটক গঙ্গাধর ভট্টের প্রতিকূলতায় এখানে মেল বন্ধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এবিষয়ে অধিক বলিয়া আর সময় ক্ষেপণ করিব না। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে সকলেই বুঝিয়াছেন যে আমাদের দেশ প্রাচীন, আমাদের ভাষা প্রাচীন। আমাদের দেশের ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির একান্ত যত্নে উষার উন্মেষ হইতেছে; এখনও অনেক বাকী। সাহিত্য সমাজ আলোকের আবরণ উন্মোচন করিয়া অন্ধকার অপসৃত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বীণাপাণির আশীর্ব্বাদে তাহা সফল হউক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সভামণ্ডপে আগমন করায় আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আশা করি চিরকাল আমাদের উপর এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করি-বেন। আশা করি আপনারা সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিবেন।

মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ, ১০ই চৈত্র, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

কায়স্থ-বালিকার প্রাণ।

(সত্যঘটনা পূর্ণ)

"শত্রু! শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত।
রক্তমাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ নহে কি শত্রুর প্রাণ?"
একজল ভিন্ন জলাধার।
পিতামাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি-পুত্র মহাবিশ্বে,
এই প্রেমে তৃপ্তি নাহি পায়,
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি যেন অনন্ত আছে,
প্রেম-সিন্ধু সেই দিকে ধায়।"

"কুরুক্ষেত্রের" এই অমৃতময়ী কবিতাটী পড়িতে পড়িতে আজ একটী দেব-বালিকার একদিনের একটী ক্ষুদ্র কাহিনী—একটী অপূর্ব্ব পুণ্যস্মৃতি মনে পড়িল। ঘটনাটী ক্ষুদ্র হইলেও স্বর্গীয় অমৃত নির্ঝরিণীর ন্যায় বড় প্রেম-প্রীতি ও পবিত্রতাপূর্ণ—বড় স্নিগ্ধ শীতল, বড় শিক্ষাপ্রদ। তাই এতদিন পর "প্রতিভার" সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগকে সে অমৃতবিন্দু উৎসৃষ্ট করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সে বেশীদিনের কথা নয়। প্রায় দশ-বৎসর পূর্ব্বে আমি একটা উৎসব উপলক্ষে আমার জনৈক ধনবান কায়স্থ-বন্ধুর ভবনে উপস্থিত ছিলাম। বন্ধুবর সুশিক্ষিত ধনবান জমিদার। তাঁহার একমাত্র স্নেহের দুহিতার নাম অমিয়বালা। অমিয়বালা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী এবং স্নেহ মমতায় দয়াবতী ভগবতী। বন্ধুবর পুত্রহীন। সুতরাং অমিয়-বালাই তাঁহার 'সাত রাজার ধন এক মাণিক্য।' দশবৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা অমিয়বালা তাহার মাতাপিতার ষোল আনা স্নেহ ভালবাসার অধিকারিণী হইয়া রাজবালার ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিত। অমিয়বালা পরোপকারিণী ও মধুরভাষিণী বলিয়া সকলে-রই আদরিণী স্নেহ-প্রীতিময়ী বালিকা ছিলেন। সে সময়ে অমিয়ের ন্যায় সুশীলাবালা সে অঞ্চলে আর কেহ ছিল না। তাই সকলে তাহাকে মূর্ত্তিমতী দেবীবালা জ্ঞানে আপনার প্রাণে যারপরনাই শ্রদ্ধা করিত।

বন্ধু-ভবনের অনতিদূরে "সুরপুরে" এক ধনবান ব্রাহ্মণ তালুকদারের বাস। এখনও তাঁহারা তেমনি বিষয়সম্পদের ক্রোড়ে পরম সুখে লালিত পালিত হইতেছেন। কিন্তু এ সমৃদ্ধ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের এ সুখ-শান্তির মূলে এক ক্ষুদ্র বালিকার এতটুকু পরদুঃখ-কাতরতারূপ স্বর্গীয় অমৃত প্রবাহিনী প্রবা-হিত না হইলে কে জানে কঠোর সংসার তাড়নায় আজ তাহারা কোন অকূল সাগরে ভাসিয়া যাইতেন। দয়াময় শ্রীভগবান্ এত-টুকু এক ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আপনার অনন্ত দয়াসিন্ধুর একবিন্দু অর্পণ করিয়া একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধন মান প্রাণ রক্ষা করিলেন। বালিকার সে ক্ষুদ্র কাহিনী ঠিক যেন স্বর্গভ্রষ্ট দেববালার পবিত্র মুখনিঃসৃত

অমৃতবাণী—যেন বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের বিশ্বপ্রেমপ্রসূত অনন্ত প্রেমনির্ঝরিণী।

ধনবান ব্রাহ্মণ তালুকদার ক্রমাগত মামলা মোকদ্দমা, ঘোর অপব্যয়, বিষম বিলাসিতা ও সুরাপান প্রভৃতি দোষে অর্থহীন ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণের উপর ঋণ করিয়া তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ও মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইল। ঋণ আর মিলে না। সুযোগ বুঝিয়া প্রতিবাসী ধনবান জমিদার ঋণের দায়ে ব্রাহ্মণের সমস্ত সম্পত্তি নিলামে কিনিয়া লইলেন। অবশেষে একজন প্রাচীন সম্মানিত ব্রাহ্মণ তালুকদার পথের ভিখারী হইয়া পড়িলেন। এতদিনে ব্রাহ্মণের সুরাপান, অমিতব্যয় ও বিলাসিতার বিষময় ফল ফলিল। তাঁহার এ শোচনীয় অবস্থার বিষয় কেহ ভাবিল না—বিপন্নের দুঃখে কাহারও চক্ষে একফোঁটা উষ্ণঅশ্রু পতিত হইল না।

একটি নূতন সম্পদ লব্ধ হইলে—কোন জটিল মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলে কিংবা অন্য কোনরূপ লাভজনক শুভঘটনা সংঘটিত হইলে অনেকের গৃহেই আনন্দোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। নূতন সম্পত্তি লাভ হওয়ায় জমিদার বন্ধুর ভবনেও সেইরূপ একটা উৎসব আমোদের মহাঘটা হইতেছিল। নৃত্য গীত বাদ্য ও আনন্দ কোলাহলে বন্ধু-ভবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

এমত সময় বন্ধুর বালিকাকন্যা অমিয়বালা অতিশয় আদরে স্নেহময় পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"বাবা আজ আমাদের বাটীতে এত উৎসব কেন?" কন্যার প্রশ্নে পিতা উত্তর করিলেন, মা, আমার একজন পরম শত্রু—একজন অপব্যয়ী তালুকদারের সমস্ত সম্পত্তি আমরা ঋণদায়ে নিলামে ক্রয় করিয়া লইয়াছি, তাই আজ এত উৎসব আনন্দ। পিতার উত্তর শুনিয়া পরদুঃখকাতরা দয়াবতীবালিকা ছল ছল নেত্রে বলিল,—„তা বাবা আমাদের বাটীতে এত উৎসব আনন্দ আর সেই হতভাগ্য তালুকদারের ঘরে বুঝি বা আজ উনানে হাঁড়িও চড়ে নাই?—বাবা শত্রু হউক, বিপক্ষ হউক, তাঁহারাও মানুষ, আমার প্রাণে বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি সকলকে এ উৎসব করিতে বারণ কর, আর দয়া করিয়া যাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরিয়া দাও। সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলে সে একদিন অবশ্যই এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। আমরা তাঁহার সকলবিষয় সম্পদ কাড়িয়া লইলে তাঁহার যে আর কিছুই থাকিবে না। আহা ভদ্রলোক হইয়া—তালুকদারের সন্তান হইয়া শেষে কি তাঁরা পথের কাঙ্গালের ন্যায় ভিক্ষা করিয়া খাইবে?

কন্যার এ দয়ার কথা শুনিয়া সহৃদয় পিতা যারপর নাই সুখী হইলেন। তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণ তাঁহার বিষয়-বিভব ফিরিয়া পাইলেন। বালিকার এ দয়ার কথা চারিদিকে প্রচারিত হইলে সকলে তাঁহাকে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-তালুকদার স্বয়ং আসিয়া সেই দেববালাকে সস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া "মা, তুমি রাজরাণী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ পুষ্প অর্পণ করিলেন। বালিকার জীবন সার্থক হইল।

বিপদে পড়িলে অনেকেরই সুশিক্ষা হয়

—অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠে এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অমিতব্যয়ী তালুকদার মিতব্যয়ী হইয়া অল্পদিন মধ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন। একটী ক্ষুদ্র বালিকার পরদুঃখ-কাতরতায় একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধন মান ও জীবন রক্ষা পাইল। অনন্ত দয়ার-সাগর চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবান্ একটী বালিকার মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইয়া এক দুস্থ ব্রাহ্মণপরিবারের প্রাণে কর্ত্তব্য বুদ্ধির সঞ্চার করিয়া দিলেন। অশান্তির ঘরে শান্তির দেবতা চির-প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চির মঙ্গল ময়ের পদাঘাতে অমঙ্গল অসুরের ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। মূর্ত্তিমতী পুণ্যপ্রতিমা আসিয়া পাপেরঘর আলো করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিলেন। বালিকার পরদুঃখকাতরতা সার্থক হইল। ধন্য বালিকা! কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"আছে আর কিবা সুখ হায়!
ঢালিয়া অমৃতমৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়
রমণী-জীবনগঙ্গা বহিয়া না যায়!"

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রতিবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আদিশূরের সভায় ভট্টকবি বিরাটগুহকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন——

অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতোবিবিধ পুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ॥ ইত্যাদি

* * * * * *

পুরুষোত্তম দত্তকে নির্দ্দেশকরিয়া বলিয়াছেন—

অয়ঞ্চ পুরুষোত্তম অগ্নিদত্ত কুলোদ্ভবঃ।
সুদত্ত বংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ॥

* * * * *

স আগতো বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ। ইত্যাদি

এই প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে, বিরাটগুহ আপনাকে সঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য বলেন নাই। তৎপর তেজস্বী ও বিদ্বান পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয়ে ভট্টকবি বলিয়াছিলেন, তিনি এইসকল ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। এই পরিচয় শুনিলে

কে না বলিবে, কে না বুঝিবে যে উঁহারা কখনই ভৃত্য ছিলেন না। ভৃত্য কি কখনও রাজসভায় স্থান পায়? না রাজসভায় রাজার সমক্ষে মনিবের সহিত মুখামুখী করিয়া ঐরূপ ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারে? এবং উহা স্বভাব ও ব্যবহার বিরুদ্ধও বটে! ভৃত্য হইয়া রাজসভামধ্যে মনিব ব্রাহ্মণের ও রাজার সাক্ষাতে ঐরূপ ধৃষ্টতা করিলে রাজা কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিতাড়িত না করিয়া থাকিতে পারিতেন? আর ঐরূপ অবাধ্য ও ধৃষ্ট ভৃত্যকে রাজা দণ্ডিতই বা না করিবেন কেন? কিন্তু কৈ! গুহ ও দত্ত ত দণ্ডিত হন নাই বিতাড়িত হন নাই! দণ্ডিত হওয়া দূরেরকথা, তাঁহারা সকলেই রাজাকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও অভ্যর্থিত হইয়া ক্ষত্রিয়ের নির্দ্দিষ্ট আসন পাইয়াছিলেন এবং রাজার আপ্যায়নে আপ্যায়িতও হইয়াছিলেন। (ক)

পাঠক মহোদয়গণ! আজ আমরা বিনীত ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষিত করিতেছি। মূল পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় ভৃত্যপঞ্চকের পরিচয় প্রদান উপলক্ষে কায়স্থকুলদীপিকা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন উহাতে 'ঘোষকুলাম্বুজ' 'বসুবংশসম্ভবাঃ' 'মিত্রবংশসিন্ধু' 'গুহকুলোদ্ভব' 'সুদত্তকুলসম্ভবো এই শব্দগুলি দেখিতে পাই ও বুঝি যে, ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ দত্ত এসমস্ত বংশের নাম অর্থাৎ পদবী। কিন্তু ১২৪ পৃষ্ঠায় তিনি যে বংশলতিকা দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন —ঘোষ, বসু, মিত্র গুহ, দত্ত চিত্রসেনের পুত্র। সুতরং আপনারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের কোন্ উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন? কনোজ হইতে আগত কায়স্থগণ যদি ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত গুহবংশজ হয়েন তাহা হইলে কায়স্থ-কুল-দীপিকার উক্তিই গ্রাহ্যযোগ্য এবং তাহা হইলে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, প্রভৃতিকে ঘোষ বসু ইত্যাদি বংশ সম্ভূতই বলিতে হয়, কিন্তু কায়স্থগণকে গালি দিবার প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া "উল্টা বুঝ্লি রামের" ন্যায় বিদ্যানিধি মহাশয় উল্টা বুঝিয়া প্রকৃতকে অপ্রকৃতের পরিণত করিবার জন্য বংশাবলীর অবতারণা করতঃ ঘোষ বস্বাদিকে চিত্রসেনের পুত্র বলিয়াছেন। আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যদি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত চিত্রসেনের পুত্রগণের "নামই" হয়, তবে উঁহারা পরিচয় দানকালে কোন্ কুল বা বংশ অথবা পদবীর উল্লেখ করিবে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিবেন কি?

বিদ্যানিধি মহাশয় ত কায়স্থগণকে শূদ্র বলিবার জন্য কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, কায়স্থগণ শূদ্র, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, শূদ্র কাহাকে বলে তাহা কি তাঁহার জানা আছে? জানা না থাকিলে কখনই তিনি কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহসী হইতেন না। যাহা হউক আমরা তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি যে—

(ক) অপিচ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিতআছে—

বসিতে আসনদিলা গৌড়ের ঈশ্বর।
ক্ষত্রোচিত নতি কৈলা সৎকায়স্থ প্রবর॥
পঞ্চের প্রভায় সভা হইল উজ্বল।
তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ, পঞ্চ বিপ্রের সম্বল॥

সম্পাদক।

(ক) শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেববা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রহ্মণস্বয়ম্ভুবা॥
(খ)ন স্বামীনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রোদাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হিতৎ তস্য কস্তস্মাৎতদপোহতি॥

৪১৩।৪১৪।৮ মনু।

অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের দাসরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ক্রীত বা অক্রীত হউক দাসরূপে ব্যবহার করিবে এবং দাস্যকর্ম্ম করিতে তাহার সাধারণ প্রবৃত্তিও বটে। কিন্তু কায়স্থগণ কি কোনও দিন কোথাও ব্রাহ্মণগণের নিকট ঐরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন না ঐভাবে ব্যবহৃত হইয়াছেন? না তাঁহারা স্বভাবতঃ ভৃত্যের কার্য্য করিয়া থাকেন? আমরা তদ্বিপরিতে কায়স্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাই:—

"পোষ্টারো নিজবর্গানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।"

আবার আমরা মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে ৮০।৮১ শ্লোকে দেখিতে পাই—শূদ্রকে জ্ঞানোপদেশ দিবে না, উচ্ছিষ্ট দিবেনা, হবিষ্কৃত দিবেনা, কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবেনা। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন। এবং—

শূদ্রস্য দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ে হিতাহিতোপদেশো ন কর্ত্তব্যঃ।
শূদ্রস্য মন্ত্রীত্বং ন কর্ত্তব্যমিতিযাবৎ ইত্যাদি॥
উক্ত ৮০ শ্লোক মেধাতিথিরমনুভাষ্য।

অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ে শূদ্রকে হিতাহিত ও ধর্ম্মোপদেশ দিবেনা। শূদ্রের মন্ত্রীত্ব করাও নিষেধ।

কায়স্থ কিন্তু আবহমানকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ পুরোহিতের ও গুরুর কার্য্য করিতেছেন। শূদ্রের মন্ত্রীত্ব করা নিষেধ বটে কিন্তু কায়স্থ জাতীয় নৃপতিগণ বহুকাল দাক্ষিণাত্যে, কাশ্মীরে, মধ্যভারতে ও বঙ্গে রাজা ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদেরই শাসনাধীনে হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সৃষ্টির আদিতে যখন সর্ব্বপ্রথম রাজার মন্ত্রীত্ব প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তদেবকে ধর্ম্মরাজের সহযোগী করিয়া দিয়াছিলেন, এবং যখন ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই চিত্রগুপ্ত উপাস্য তখন চিত্রগুপ্ত বংশধর কায়স্থ যে শ্রেষ্ঠক্ষাত্রিয় তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যানিধি মহাশয় কখনও মুদ্রারাক্ষস নাটক পাঠ করেন নাই, করিলে কায়স্থকে শূদ্র বলিতে তাঁহার সাহস হইত না, বিদ্যানিধি মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, কায়স্থ শূদ্র ও শূদ্রের মন্ত্রীত্ব করা ও শূদ্রকে মন্ত্রীত্ব দেওয়া নিষেধ। আমরা অনুরোধ করি, বিদ্যানিধি মহাশয় একবার মুদ্রারাক্ষসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখুন যে, কায়স্থ জাতীয় শকট দাস মন্ত্রী ছিলেন কি না? শকট দাস যে সে মন্ত্রী ছিলেন না, তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি মান সম্ভ্রম জগদ্ব্যাপী কারণ শকট দাস, অন্তর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সমকক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন। যে শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাক্ষস, কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ চানক্যকেও পতিত ও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অযোগ্য বলিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কায়স্থ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় না হইলে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী রাক্ষস, কখনই কায়স্থ মন্ত্রী শকট দাসকে সভায় স্থান দিতেন না।

শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণাদিনাং পূজাং কুর্য্যাদতন্দ্রিয়ঃ।
আজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়েচ্চাপি ন চ তানবমানয়েৎ॥

শূদ্রজাতি অকপট হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পূজা অর্থাৎ সেবা করিবে, তাঁহাদের অপমান করিবে না।

কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে ভূদেবজ্ঞানে স্ব স্ব গুরু ও পুরোহিতকে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর কোন জাতিকেই নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না বরং ব্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করা এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালনকরা ক্ষত্রিয় রাজার এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। (৩৭।৩৮,৭ মনু ৪১১,৮ মনু) কায়স্থগণ পুরুষ পরম্পরায় সেই শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিয়া আসিতেছেন, তাহারা কখনও বর্ণত্রয়ের সেবা করেন নাই; সুতরাং কায়স্থগণের শূদ্রত্ব অনুমিত হইতে পারে না।

পুরাণ পঠনংবেদ পঠনং নাপিচাচরেৎ।
শাস্ত্রার্থ কথনঞ্চৈব ন শূদ্রঃ ক্বচিদাচরে॥

শূদ্র কদাচ পুরাণপাঠ ও বেদ পাঠ করিবে না। শাস্ত্রার্থ কথনও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

কায়স্থ যখন মসীজীবি ক্ষত্রিয়, অভিধানাদিতে "লেখক"রূপে পরিচিত, এবং বিদ্যানিধি মহাশয়ও যখন কায়স্থকে "লেখক" বলিতেছেন ও "সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকী হেপসাধু স লেখকঃ" (খ) এই শাস্ত্র বাক্যও কায়স্থের পক্ষে দেখিতেছি এবং কনোজ হইতে আগত কায়স্থ পঞ্চকের পরিচয়ের মধ্যে দত্তজ মহাশয় "নিখিল শাস্ত্রবিদ্যোত্তম" বিশেষণের বিশেষিত হইয়াছেন, তখন কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তিবর্গকে শূদ্র বলা বাতুলতার পরিচায়ক। আবার যখন আমরা দেখিতেছি যে, বিদ্যানগরের রাজা রাজচক্রবর্ত্তী কায়স্থজাতীয় কায়প্রকাশ বর্ম্মণঃ মহোদয় বেদের আর্য্যাছন্দের কর্ত্তা ও বক্তা, তখন মনেকরিতেছি সম্বন্ধনির্ণয়কার কায়স্থদিগকে শূদ্র বলিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছেন।

বিপ্রক্ষত্রং বিশঞ্চাপি পঠয়েন্ন কদাচন।
শূদ্রাৎবিদ্যা গৃহীতারং ব্রাহ্মণং পাতয়েদধঃ॥

অর্থাৎ শূদ্র কদাচ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অধ্যয়ন করাইবে না। শূদ্রের নিকট বিদ্যাগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণকেও পতিত হইতে হয়।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ যখন উপনিষদাদি ও

(খ) যাজ্ঞবাল্ক টীকাকার প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরাকার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কায়স্থাঃগণকা লেখকাশ্চ" ইত্যাদি
"শ্রুত্যধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ।"
বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন।

পুনশ্চ মিতাক্ষরাকার ব্যবহার অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

শ্রুত্যধ্যয়ন সম্পন্নমিত্যুক্তৈর্গণকোদ্বিজাতি।
তৎ সহচার্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ॥

এই সকল স্মৃতিবাক্যদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে কায়স্থ দ্বিজাতী ও দ্বিজাতীর সমস্ত অধিকার তাহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোগ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অভ্রান্ত প্রমাণ বিদ্যানিধি মহাশয় কেন স্বয়ং ব্রহ্মাও রদ করিতে পারে না।

সম্পাদক

অভিধানাদি প্রণেতা এবং যখন তাহারা সময় সময় ব্রাহ্মণেরও উপদেষ্টা এবং যখন আমরা দেখিতেছি কায়স্থজাতীয় সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য (সর্ব্ব বর্ম্ম বর্ম্মণঃ) কলাপব্যাকরণ কর্ত্তা, কৃত্তিবাস ওঝা (কৃত্তিবাস পণ্ডিত) রামায়ণকর্ত্তা, অমরসিংহ জৈনেন্দ্র বর্ম্মণঃ অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তাও ব্যাকরণের টীকাকার, শুভঙ্করদাস গণনাবিদ্যা, অঙ্কবিদ্যাও বীজগণিত বিদ্যাবেত্তা, ত্রিলোচন দাস ঠাকুর বর্ম্মণঃ চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকর্ত্তা এবং এই সকল কায়স্থগ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থ পাঠ করতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর বহুতর ব্রাহ্মণ শিক্ষা, জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের কায়স্থকে শূদ্র বলা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে।

আবার আমরা দেখিতেছি যে, সে কালে অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে (এমনকি ৩০।৪০ বৎসর পুর্ব্বেও) যখন দেশে বাঙ্গলা শিক্ষা প্রচলন হয় তখন গ্রামে গ্রমে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কায়স্থ জাতীয় গুরুমহাশয়গণ বঙ্গের বিভিন্নস্থানে গমন করতঃ গুরুমহাশয়ের কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন, তখন মনে করিতেছি যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের ন্যায় কত বিদ্যানিধিই যে, কায়স্থ গুরুর ছাত্রত্ব গ্রহণ করিয়া পরে নিধিত্ব লাভ করিয়াছেন।

দক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণোভবেৎ॥

যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণাগ্রহণ করিয়া শূদ্র যাজন করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব ও সেই শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

কায়স্থগণ শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের ক্রীয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদিতে পৌরোহিত্য করতঃ দক্ষিণা লইয়া নিশ্চয়ই সবংশে শূদ্রত্বে অবনমিত হইতেন এবং কায়স্থগণও উল্লিখিত প্রমাণ বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত যখন কেহই উচ্চ বা নিচ হন নাই তখন বিকৃতমস্তিষ্কভিন্ন অন্য কেহই কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহস করিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী দেববর্ম্মা।

স্ত্রী শিক্ষা।

যেরূপ শরীর ও মনের যুগবৎ উন্নতিতে মানবদেহের চরমোন্নতি সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের অভ্যুত্থানেই মনুষ্যসমাজের অভ্যুত্থাণ এবং একত্র উন্নতিতেই প্রকৃত উন্নতি। সমাজের একভাগ পুরুষ অন্যভাগ স্ত্রী, এক অঙ্গ স্ত্রী অন্যাঙ্গ পুরুষ সুতরাং একের অভাবে অন্যে তিষ্ঠিতে পারে না, পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় সমাজ-দেহ সামঞ্জস্যাভাবে ঢলিয়া পড়ে

সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রীর একত্র সমাবেশেই সমাজের পূর্ণ অভিব্যক্তি। যেমন শরীরের উন্নতির জন্য শরীর সঞ্চালন অত্যাবশ্যক তেমনি মনের উন্নতির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন এবং জ্ঞানার্জ্জন জন্য শিক্ষাও অত্যাবশ্যক। অতএব পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও শিক্ষার আবশ্যক এবং সে আবশ্যকতা অতীবগুরুতর। মানবীয় শক্তির বিকাশ ও উন্নতি চিরদিনই শিক্ষা-সাপেক্ষ। বিনা শিক্ষায় পুরুষ যেমন পুরুষরূপে ফুটিতে পারে না, তেমনি স্ত্রীলোকও বিনা শিক্ষায় রমণীরূপে বিকসিত হইতে পারে না এবং তজ্জন্যই সমস্ত সভ্য দেশেই সকল সময়ে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতে অতি প্রাচীন সময়েও স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল এবং তাহারই ফলে এই পুণ্যক্ষেত্রে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ন্যায় রমণীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না এবং তজ্জন্যই যে সে সময়ে উন্নতহৃদয়া, চরিত্রবতী, পুণ্যশীলা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অনুসূয়া, অরুন্ধতি প্রভৃতি আদর্শরূপিণী রমণীরত্নের এদেশে অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে কোন প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না। কাব্য ও নাটক সমাজ চিত্র—সমাজের অনুরূপই তৎসমুদায়ে প্রতিবিম্বিত। ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের প্রণীত কাব্য ও নাটকাবলী হইতে ইহা সুপ্রমাণিত যে তখন সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আমরা বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রাচীন সময়ে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরিত্র সংগঠন—পশু প্রবৃত্তির বিনাশে দেবপ্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা—জ্ঞানসংযোগে আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধন। তজ্জন্যই সে সময়ে সারস্বতকুঞ্জে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গীর ন্যায় রমণীকুসুম বিকশিত হইয়া সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল,—রাজ অন্তঃপুরে পতিব্রতা সীতা ঊর্ম্মিলা ও সাবিত্রীর ন্যায় পুণ্যশীলা রমণীরত্নের অভ্যুদয় হইতে পারিয়াছিল—প্রতিভা ক্ষেত্রে ক্ষণা, লীলাবতীর ন্যায় বিদুষী মহিলা স্ফুরিত হইতে পারিয়াছিল এবং তজ্জন্যই দময়ন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি স্বর্গসরোজিনীর বিকাশ সর্ব্বথা সম্ভবপর হইয়াছিল।

প্রকৃতি ও পুরুষের যথাযথ মিলনেই এ জগতের উদ্ভব ও বিকাশ এবং উর্ব্বরাভূমিতেই সুফলের উদ্ভব হয়। রাবণের অন্তঃপুরে রূপসী রমণীবৃন্দে অহোরাত্র উল্লসিত থাকিলেও মেঘনাদের ন্যায় পুত্ররত্ন রাণী মন্দোদরীই প্রসব করিয়াছিলেন; এবং অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের তিন মহিষীমধ্যে পরদুঃখকাতরা, দয়া ও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি সাধ্বী কৌশল্যাই রাম হেন জগদ্দুর্লভ পুত্রের জন্মদায়িনী হইতে পারিয়াছিলেন; এবং জননীর গুণেই শচীনন্দন নিমাই জগতের আরাধ্য হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তদ্ধেতুই কুন্তীনন্দন পঞ্চ পাণ্ডব জগতের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। যেমন মাতৃরূপে তেমনী স্ত্রীরূপেও বহু রমণী পুরুষের চরিত বিকাশের নিদানীভূতা হইয়া রহিয়াছেন যথা—সীতা রামের, দময়ন্তী নলের, সাবিত্রী সত্যবানের, দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের, গৌরিগঙ্গা শিবের এবং এমন কি রাধিকা

শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর চরিত সংগঠনে আবাসস্থলী স্বরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যেমন প্রাচ্যে তেমনি প্রতীচ্যে। নেপোলিয়ান বীরাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন তদীয় মাতা ও তদীয় পত্নীর গুণে, গ্যারিবল্ডী পরোপকারী হইয়াছিলেন তদীয় সহধর্ম্মিণী আনির্টার জন্য,জন ষ্টুয়ার্ট মীলের প্রতিভাও বিকশিত হইয়াছিল তদীয় পত্নীর প্ররোচনায়। সুতরাং এই সমুদায় ঐতিহাসিক সত্য ঘটনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সুশিক্ষিতা মহিলা সমাজের অলঙ্কার, চরিত্র বিকাশের সঞ্জীবনী সুধা; সুতরাং তজ্জন্য স্ত্রীশিক্ষাও অত্যাবশ্যক এবং তাহা কখনও উপেক্ষণীয় নহে। বিদ্যাশিক্ষা সকল সময়েই সুসভ্য জাতির নিত্য পরিগৃহীত বিষয় এবং বিশেষভাবে শৈশবে মনুষ্যত্ব লাভের জন্য জীবনের কিয়দংশ যে তজ্জন্যই নিয়োজিত রাখিতে হইবে ইহা যেন বিধাতার আদেশ। সে আদেশ অবহেলা করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে ভবিষ্যজীবনে যে মহাদুঃখ ঘটে ইহাও ধ্রুবসত্য এবং তজ্জন্যেই ভারতীয় চিন্তাশীল মনীষিগণ সমাজের সকল অঙ্গেই শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত করাইয়া এক সময়ে সভ্যতায়, শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান গরিমায়, জগতের আদর্শ হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না কোন্ গ্রহবৈগুণ্যে দুর্ব্বাসার কোন্ অভিসম্পাতে ভারতীয় অদৃষ্টচক্রের গতি অন্যপ্রকারে আবর্ত্তিত হইল, আর্য্য সভ্যতার সে গৌরব-রবি, শিক্ষার সে সনাতন-প্রথা, পুরুষ এবং স্ত্রীর যুগপৎ শিক্ষা দীক্ষার সুপ্রথা চিরতরে অস্তমিত বা অন্তর্হিত হইয়া গেল। সভ্যতার ভিন্ন উপাদান আসুরিক বল ভারতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এদেশ পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিল। রাজনীতি, সমাজনীতি,ধর্ম্মজীবন, গার্হস্থ্য সুব্যবস্থা, আহার বিহার, হাব ভাব, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, শিক্ষা দীক্ষা, সমস্তই আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে লেখা পড়া শিক্ষা এক প্রায়শ্চিত্তার্হ মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিল এবং এমন কি পুরুষ জাতিও আর্য্যোচিত জ্ঞানতৃষ্ণা বিসর্জ্জনে অর্থকরী শিক্ষা ব্যপদেশে অবিদ্যার প্রবর্ত্তনা করিলেন এবং এ দেশ ক্রমে অজ্ঞানতার নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তদবধি শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ঘোরতর অভিসম্পাত প্রযুক্ত হইল।

অবশ্য এ দুর্দ্দশা মুসলমান রাজত্বের সুদীর্ঘ পাঁচ ছয় শত বৎসর। তখন এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের শিক্ষার পথ একবারে সংরুদ্ধ হইয়াছিল এ কথা আমরা বলিতে পারি না; কারণ তখনও কথকতাদ্বারা, রামমঙ্গল, যাত্রা ও ঢপদ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকটা সংসাধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা অধ্যয়নসুখে বঞ্চিতা হইলেও আর এক প্রকারে দেশও সমাজের উপযোগিনী সুশিক্ষা লাভে সমর্থা হইয়া গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গুরুজনে ভক্তি, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, পতিতে প্রেম, পুত্রে স্নেহ বিতরিত করিয়া গৃহিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। এমনকি মরণেও পতির অনুগামিনী হইয়া সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। তখন রন্ধনশালা যজ্ঞাগারের ন্যায় পূত বিবেচনায় পুরকামিনীরা রন্ধনে ও পরিবেশনে অন্নপূর্ণা রূপণী ছিলেন। তাঁহারা অল্পে তুষ্টা, পতি

গৌরবে গৌরবিনী, পরিজনবর্গের সুখ বিধাত্রী এবং দীন-দুঃখী আত্মীয় স্বজনের সন্তাপ-হারিণী ছিলেন। এইরূপে এ সময়ে অতি পুরাতন কালের শিক্ষা পদ্ধতি রূপান্তরিত হইলেও কুল-কামিনীরা মুখে শুনিয়া শুনিয়া শ্রুতকথা স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিয়া সেই আদর্শে আপনাদের রীতি নীতি, চরিত এবং জীবন সংগঠন করিয়া লইতেন এবং গৃহপ্রাঙ্গণে প্রীতিমধুর স্নিগ্ধজ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়া মূর্ত্তিময়ী পুণ্য-প্রতিমা রূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এইরূপে আমাদের বৃদ্ধা প্রপিতামহী অতি বৃদ্ধা প্রপিতামহী, বৃদ্ধা প্রমাতামহী এবং অতি বৃদ্ধা প্রমাতামহী মহিলাবৃন্দ আর্য্যরমণী সুলভ গুণগ্রামে ভূষিতা থাকিয়া কথঞ্চিৎ প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতীয় ললনার গৌরবান্বিত নামের সম্মান সংরক্ষণে সমর্থা হইয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন আর এখন নাই। সুসভ্য ইংরেজ জাতির আগমনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এ দেশে নব্যযুগের অবতারণা হইতেছে। এই নবযুগে এই বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী-শিক্ষায় আমাদের সুখ দুঃখের সমালোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নব্যযুগের স্ত্রী শিক্ষায় আমাদের গৃহ আলোকিত এবং ভবিষ্য ও কিছু উদ্ভাসিত। এই আলোকচ্ছটা কোন কোন স্থানে স্নিগ্ধ মধুর ও প্রাণ শীতল জ্যোৎস্নার ন্যায় হৃদয় ও মনোহারিণী। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উহার প্রচণ্ডতেজ একান্ত অসহনীয় এবং জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরগুলি যেন সে অনল উদ্গারিণী শিক্ষায় ভস্মীভূত হইতে উদ্যত। আমাদের বর্ত্তমান সুশিক্ষিতা মহিলা বৃন্দের অধিকাংশের উপর তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার উপর, তাঁহাদের হাব ভাব, চাল চলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হইয়া এবং তাঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আশা করি তাঁহারা এ ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। মৈত্রেয়ী ও গার্গীর ন্যায় জ্ঞান তাপসীর বিদ্যমানতা এক্ষণ আর নাই, গৃহে গৃহে আর বড় বেশী অন্নপূর্ণারূপিণী গৃহিণী দৃষ্ট হয় না, পরিচর্য্যায় পরিজনদিগকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিতরণ করিতে আর বড় বেসী (ক) গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিলাসিতার এক্ষণ আমাদের অধিকাংশ সুশিক্ষিতা কুলমহিলা ঢল ঢল এবং ঔপন্যাসিক অনুপ্রাণনায় এখন তাঁহাদের অধিকাংশই অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের লেখা পড়া শিক্ষা উপন্যাস হইতে প্রেমমাখা পদ সংগ্রহে সুদীর্ঘ পত্র রচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যা দাসীর কর্ম্ম অবধারণে তৎসমুদায়ে উদাসীনতা প্রদর্শিত হইতেছে। সুশিক্ষিতা পুরকামিনীগণ সেবা ব্রতকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিয়া কেবল অষ্ট প্রহর স্বীয় স্বীয় সুখ স্বপ্নেই বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। ইহার পরিণাম ফল অনেকস্থলে প্রণয়ে কলহ, স্বাস্থ্যে রোগ, শান্তিতে ঘোর অশান্তি এবং স্বচ্ছলতায় অস্বচ্ছলতা। এইরূপ স্ত্রীশিক্ষাকে এবং তাদৃক শিক্ষিতা

(ক) আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন "বেসী" শব্দটী অনেকেই "বেশী" লেখেন কিন্তু বেশী শব্দার্থ বেশ-বিশিষ্ট তাই দন্ত্য "স" ব্যবহার করিলে অন্য অর্থের আশঙ্কা থাকে না। আমারও সেই মত। সম্পাদক।

রমণীকে কেহ কি প্রীতি ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন? এইরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান অপেক্ষা বোধহয় অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা অনেকাংশেই প্রীতিপ্রদায়িনী ও সমাজ-হিতকারিণী।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী কিন্তু শিক্ষা এককথা আর শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা অন্যকথা। যে শিক্ষায় রমণীর কমনীয় প্রাণে সুপবিত্র প্রীতি, সুমধুর স্নেহ, নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেম এবং দয়ার সুবিমল উৎস খুলিয়া দেয় সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং তাদৃশ শিক্ষার জন্যই আমরা মনেপ্রাণে লালায়িত এবং তাদৃক শিক্ষিতা মহিলাকেই আমরা পূজা করিতে প্রস্তুত। দেবীর নামে দানবীর পূজা কখনই সম্ভবে না। (খ)

আজি কালি এদেশে যে শ্রেণীর স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা এ দেশের জল বায়ুর জন্য প্রশস্ত নহে এবং আধুনিক পদ্ধতির স্ত্রী শিক্ষা আর্য্যরমণী-সুলভ পবিত্রতা সংরক্ষণে, পূত চরিত্র সংগঠনে এবং হিন্দুর হিন্দুত্ব সংরক্ষণে তেমন কার্য্য কারিণী নহে সুতরাং শিক্ষা প্রণালীর দোষে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা এবং তাহার ভাবী ফল অধিকাংশ স্থলে সমাজের উপসর্গ বিশেষে পরিণত হইয়া পড়িতেছে অতএব এই শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার অত্যাবশ্যক। এদেশের গৃহ সমুদায়, কোথাও বা কর্ম্মঠা গৃহিণী পরিত্যক্তা হইয়া তদীয়াসনে অলস সাজ-সজ্জায়-সুসজ্জিতা, গন্ধ-চন্দনে-সুরভিতা রুগ্না এবং শীর্ণা সাধের প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিতেছে,—আবার কোথাও বা সুখ লালসায় চির-তৃষিতা, অতৃপ্তা, বিলাস বিভ্রমা সম্মার্জ্জনী সংযুক্তা চামুণ্ডার সৃষ্টি করিতেছে—এ সমুদায় বিসদৃশ ভাবের সমাবেশ শিক্ষা প্রণালীর দোষেই সংঘটিত হইতেছে। প্রাচ্যের লক্ষ্য ধর্ম্ম, প্রতীচ্যের লক্ষ্য কর্ম্ম সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, সম্পূর্ণ অনুকূলও নহে। বিশেষতঃ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির স্ত্রী চরিত্রের আদর্শ আমাদের হিন্দু রমণী চরিত্রের আদর্শের সঙ্গে কখনই উপমিত হইতে পারেনা। হিন্দুর সতী চরিত্র অমূল্য রত্ন, অপার্থিব ধন—উহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, সুন্দর হইতেও সুন্দরতর। যে মুহূর্ত্তে হিন্দু ললনার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অন্তরাত্মা পতির অন্তরাত্মার সহিত মিশিয়া একবারে এক হইয়া গেল, মনেপ্রাণে পতির মনেপ্রাণে মিশিয়া তিনি সহধর্ম্মিণী হইয়া পড়িলেন। এমন কি পতির মৃত্যুতেও পুরুষান্তরে পরিণীতা হওয়া মহাপাপ এবং তাহা ঘৃণার্হ ও পরিত্যাজ্য ইহাও হিন্দুসতীর বদ্ধমূল ধারণা হইল। সুতরাং এ শিক্ষা এ দীক্ষা অন্যদেশে নাই অন্য জাতিতেও নাই। অতএব অন্যজাতির ও অন্যদেশবাসীর স্ত্রী শিক্ষার প্রণালী আমাদের হিন্দু স্ত্রীজাতির শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না এবং তজ্জন্যই সে প্রণালীর অনুকরণ সর্ব্বথা

(খ) লেখক মহাশয় বর্ত্তমান সমাজের স্ত্রী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী বঙ্গীয় মহিলাবৃন্দকে যেভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিতে পারি না, তবে তাঁহার অনেক কথাই সত্য। আমাদের স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

সম্পাদক।

দোষণীয়। (গ) অধুনা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেই স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের তুল্যাধিকারে অধিকারিণী হইতে চেষ্টিতা হইতেছেন, এবং সে দেশের কথঞ্চিৎ শিক্ষা প্রণালীর দোষ আমাদের দেশে প্রবেশ পথ পাইয়াছে এবং তাহারই ফলে এ দেশের রমণী সমাজেও প্রগল্‌ভতা, বাক্‌চাতুর্য্য ও স্ত্রী স্বাধীনতার সমাবেশ দেখিতে পাওরা যাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের রমণীসমাজের নৈতিক অবনতির বিস্তৃত বিবরণে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং সে দেশের অনুকরণে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনা আমাদের রমণী কুলের বিশেষ অমঙ্গল সূচক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসীক স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট—পুরুষের কর্ম্মক্ষম কঠিন দেহ স্ত্রীলোকের লাবণ্যময় সুকোমল দেহলতা তুল্য উদ্দেশে গঠিত হয় নাই এবং পুরুষের চিন্তাশীল মনন একটু কঠোরতর দিকে উন্মুখ এবং স্ত্রীলোকের কমনীয় হৃদয় দয়া মায়ার দিকেই প্রধাবিত; এমতাবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে এক,—একথা বিজ্ঞান সম্মত নহে সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীও এক হইতে পারে না (ঘ) প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া উভয়কে উন্নত করিতে হইবে, নতুবা উৎকর্ষলাভের আশা নাই। এমতাবস্থায় দুই একজন স্ত্রীলোককে পুরুষোচিত কাজে কৃতকার্য্য দেখিয়া স্ত্রী পুরুষের সমান ধারণায় সমাগত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমাদের দরিদ্রদেশে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে রমণী সমাজ সংগঠিত করা নিতান্ত অমঙ্গল জনক। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে অভাবের যেরূপ

(গ) লেখক মহাশয়ের এই সকল কথা সত্য অতি সত্য, স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। সম্পাদক।

(ঘ) আমরা মনেকরি বাক্ ও অর্থের ন্যায় স্ত্রী পুরুষ পৃথক্ হইয়া ও এক। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের আদিতে পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥

অর্থাৎ আমি (কালিদাস) প্রচুররূপে শব্দ ও অর্থ সম্পত্তি লাভার্থে বাক্ ও অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, জগতের জনকজননী স্বরূপ শিব ও শিবানী এই উভয়কে ভক্তিসহকারে নমস্কার করিতেছি। বাক্যই প্রকৃতি ও বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল পুরুষ। এই প্রকৃতি পুরুষের মিশ্রণে জগতের সৃষ্টি। শাস্ত্রও বাক্যকে স্ত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীসূক্তে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী অম্ভৃণ ঋষির বাঙ্‌নাম্নী কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া প্রসিদ্ধ দেবীসূক্ত জগতে প্রচার করেন। ইহার সহিত ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের তুলনা করিলেই পাঠক স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। আমাদের সমগ্র শাস্ত্র বেদ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই বাঙ্ময়, এই সংসার বাঙ্‌সূত্রে গ্রথিত। এই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় শব্দ। তজ্জন্য আমরা বলিতেছি যে বাগর্থের ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্ক। উহা অবিনশ্বর ও চিরন্তন।

সম্পাদক।

প্রতিপত্তি তাহাতে গৃহিণী দাসী, পাচিকা এবং লেখিকা না হইলে একাধারে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহের গুণাবলী না থাকিলে সংসার যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে না; সুতরাং মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে কর্ম্মঠা পতিপ্রাণা সলজ্জা দয়ামায়াপূর্ণ আদর্শ রমণীরই আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে আদর্শ হিন্দুস্ত্রী বহুবিধ অপার্থিব গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃতা। তিনি সুখ ও শান্তির প্রস্রবণ, প্রেমের সিন্ধু, সন্তোষের উৎস, এবং প্রীতির তরঙ্গিণী। তাঁহার পবিত্র পাদস্পর্শে গৃহ ধন্য হয়। তাঁহার আবির্ভাবে পতি শান্তি ও সুখলাভে কৃতার্থ হয়েন, আত্মীয়স্বজন সেবা ও শুশ্রূষায় পরিতৃপ্ত হন এবং প্রতিবেশী জনমণ্ডলীও তাঁহার সংসর্গগুণে ধন্য হয়েন। তাঁহার তিরোধানে পতি ভাগ্যহীন ও গৃহ শূন্য হইয়া, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অশেষ দুঃখ ভোগকরেন, আত্মীয় স্বজনও তজ্জন্য সেবা শুশ্রূষায় বঞ্চিত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকেন এবং প্রতিবেশী বর্গও তাঁহার অনুপ্রাণনা জনিত স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগে বঞ্চিত রহেন। সুতরাং আহারে, বিহারে, শয়নে, জাগরণে, শিশু প্রতিপালনে, অসুস্থ শরীরে ও অসুস্থমনে, স্বদেশে ও প্রবাসে এমনকি জীবনের প্রতিপাদ বিক্ষেপেই আদর্শ হিন্দুরমণীর আবশ্যকতা সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয়। অতএব এহেন রমণীকুলের উন্নতি বিধায়িনী স্ত্রীশিক্ষাও জন সমাজের নিতান্ত হিতকারিণী অথবা মঙ্গল বিধায়িনী।

বর্ত্তমানস্ত্রীশিক্ষায় যে এ দেশের কোথায়ও কোনরূপ সুফল ফলেনাই আমারা এমন কথা বলিতে পারিনা। কোন কোন গৃহ যে লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহিলার পূত-পাদস্পর্শে কৃতার্থ হইয়াছে ইহাও আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এইরূপ গৃহের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে অত্যল্প হইয়া পড়িয়াছে। সত্যের অনুরোধে বর্ত্তমান শিক্ষিতা মহিলাদিগের অধিকাংশের প্রতি তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, বায়ু হিল্লোলেও সংক্রামকতা আছে সুতরাং রমণী সমাজেও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি সম্ভব পর নহে। কিন্তু যে দেশে সীতা সাবিত্রীর ন্যায় পুণ্যবতী রমণী রত্নের উদ্ভব সে দেশধন্য সে জাতিধন্য সুতরাং সেই দেশে সেই জাতিতে রমণী সমাজের অধঃ পতন নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যে দেশের রমণী সতীত্ব রক্ষার্থে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করেন—পতির মৃত্যু হইলে চিতানলে প্রাণাহুতি দিয়া পতির অনুগমন করেন সে দেশের রমণী স্বর্গীয় জীব আরাধ্য দেবী। তাঁহাদের তুলনা নাই। সুতরাং শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দেশের সর্ব্বদা অনুকরণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। আমাদের পত্নী সহধর্ম্মিণী, বিলাস সামগ্রীনহেন। তিনি গৃহিণী গৃহের কর্ত্রী এবং রক্ষায়িত্রী গৃহস্থিত সকলেই তাঁহার রক্ষণীয় এবং প্রতিপাল্য।

আজি কালিকার স্ত্রী শিক্ষার প্রণালী আমাদের রমণী সমাজের সুশিক্ষার অনুকূল নহে—এ স্ত্রীশিক্ষা শিক্ষানহে অশিক্ষাও নহে ঘোরতর কুশিক্ষা। কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা অনেকাংশেই সহনীয় কারণ তদ্বারায় অশান্তির ঝড় বহিয়া সামাজ বিপর্য্যস্ত হয়না। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে এই যে এইরূপ কুশিক্ষার প্রবর্ত্তক অনেকস্থলেই কৃতবিদ্য পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, এমএ উপাধিধারী মহাত্মাগণ।

আর্য্যজাতির ব্রহ্মচর্য্য মহম্মদীয় সভ্যতার কৃপায় অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেই মূর্ত্তির অঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর তেজ প্রতিফলিত হইয়া—নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্মিলনে এ দেশে যে একটা নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কাল স্রোত রুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই দেশকাল পাত্রানুযায়ী পরিবর্ত্তন প্রবাহের গতিরোধ অসাধ্য কিন্তু তাই বলিয়া অতিথি সংকারে, পরমগুরু শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষায় এবং পতির স্তায়ানুমোদিত চিত্ত-বিনোদনে সুখের সুশীতল ধারা বর্ষণে সুশি-ক্ষিতা মহিলাবৃন্দ গৃহপ্রাঙ্গণ সুস্নিগ্ধ করিয়া গৃহিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন না কেন? অন্নক্লিষ্টের হাহাকার ধ্বনি তাঁহাদের সুকোমল শরীরের শিরায় শিরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া মর্ম্মস্থলে দুর্ব্বার প্রতিঘাত করিবে না কেন? প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মজ্যোতিদ্বারা রমণীর সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রকটিত হয় এবং তাঁহাকে যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখায় সেরূপ সৌন্দর্য্য কবির কল্পনার অসাধ্য চিত্রকরের তুলিকার অঙ্কনাসাধ্য। নিতান্ত পাষণ্ডও এই মর্ত্ত্যবাসে তাঁহাকে দেবলোকের দেবীজ্ঞানে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যে শিক্ষায় রমণীকে গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি গড়াইয়া তুলে, যে শিক্ষায় রমণীর কম-নীয় প্রাণে সুপবিত্র প্রীতি, সুমধুর স্নেহ এবং পূত-পরদুঃখ-কাতরতা অমরার সুষমা সৃষ্টি করিতে সমর্থহয়, এবং যে শিক্ষা দ্বারা অভাবের গৃহে—অনাটনের সংসারে পত্নী কর্ম্মময়ীরূপে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সুশোভিতা হইতে সমর্থ হয়েন;ভগবান্ করুন এই হতভাগা দরিদ্র দেশে যেন সেইরূপ শিক্ষারই প্রবর্ত্তনা হয় এবং সেই শিক্ষার স্রোতে যেন অস্মদ্দেশীয় রমণীবৃন্দ স্নেহ ও দয়ার পুণ্যপ্রবাহিনী ভাগী-রথী স্বরূপে অথবা প্রেমের অশ্রুধারা যমুনা স্বরূপে ভাসিয়া ভাসিয়া ভারতমাতার দুঃখার্ত্ত বক্ষঃ প্রাণ শীতল বারিধারায় সুশীতল করিয়া আর্য্য রমণীনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থা হয়েন এবং তাহা হইলেই বর্ত্তমান দুঃখময়ী রজনীর অবসানে সুখ ঊষা পুনরুদিত হইতে সমর্থ হইবে, ভারতে কালনিশার অবসান হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুরের অভিভাষণ।

(বগুড়ায় বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার ১৩ শ অধিবেশন ২০ শে চৈত্র ১৩২১)

যে পরম পুরুষের করুণাবলে আমরা অদ্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধি-বেশনে উপনীত হইয়াছি, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ অনন্তকাল যাঁহার মহিমা-

সুকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই অনাদি সত্যস্বরূপ আনন্দময় পুরুষ প্রধানকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কায়স্থ জাতির উন্নতিকল্পে বগুড়ার কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক আহুত সমাগত ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে প্রণাম এবং সমবেত ভদ্র মণ্ডলীকে যথাযোগ্য নমস্কার ও অভিবাদন করিতেছে।

এবার বরেন্দ্র ভূমির কোন এক স্থানে বঙ্গীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে, এরূপ পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল, এবং তদনুসারে জেলা পাবনার অন্তর্গত তাড়াস নিবাসী স্বর্গীয় রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের নেতৃত্বে পাবনা নগরীতে এই সভা আহুত হইবে কথা হইয়াছিল; কিন্তু বৎসরের মধ্যভাগে রাজর্ষি তাঁহার পুত্র কলত্র আত্মীয় স্বজনবর্গকে কান্দাইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় এবং বারেন্দ্র-কায়স্থ বহুল পাবনা জেলার কেহই এ কার্য্যে ব্রতী হইতে বা হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর না হওয়ায় কোথায় সভার অধিবেশন হইবে, তাহা অনেক দিনপর্য্যন্ত সভার নেতৃবর্গের বিবেচনাধীন থাকে। মহোদয়গণ, এ বৎসরটী বড়ই দুর্ব্বৎসর। একেত উপযুক্তরূপ শস্যাদি উৎপন্ন না হওয়ায় প্রজা ভূম্যধিকারী সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, নিদারুণ বসন্তরোগে কত লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন; তাহার উপর য়ুরোপে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কেন, সেরূপ লোমহর্ষণ লোকধ্বংসী সমরকাহিনী কল্পনার তুলিকাতেও কোন দেশের কোন কবি এ পর্য্যন্ত চিত্রিত করিয়াছেন কিনা সন্দেহ, সেই যুদ্ধের প্রভাব ধনীর সুরম্য সুসজ্জিত বিলাস প্রাসাদ হইতে দীন দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীরের অধিবাসী পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত লোককে ব্যথিত ভীতত্রস্ত ও চিন্তাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। এ দুর্দ্দিনে এ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমরা মুষ্টিমেয় বগুড়ার কয়েকজন কায়স্থ অধিবাসী ব্রতী হইয়া অত্যন্ত দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছি এবং এ অবস্থায় আপনাদের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যা করিতে আমাদিগের যথেষ্ট ত্রুটী হইতেছে এবং হইবে তাহার সন্দেহ নাই। (ক) ভরসাকরি সহৃদয় ভদ্রমণ্ডলী আমাদিগকে সে জন্য ক্ষমা করিবেন। যাঁহার কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয় তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া আমরা কর্ত্তব্যপথে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি এবং আপনারাও অনুগ্রহ করিয়া বহু অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করতঃ এখানে আগমন করিয়া আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এখন যাহাতে আমাদিগের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, সদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরের চরণ স্মরণ করিয়া আপনারা তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

(ক) ফরিদপুর হইতে যে সকল মহাত্মা বগুড়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, প্রত্যাগতে তাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার রায় বাহাদুর যাহার রথী এবং কায়স্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ দৃঢ়ব্রত, শক্তিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় যাহার সারথী তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। সম্পাদক।

মহাত্মগণ! যে ভূভাগে আজ আপনারা কায়স্থ জাতির উন্নতিকল্পে সমবেত হইয়াছেন, তাহা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা অল্পদিন হইল গঠিত হয় নাই। স্মরণাতীত যুগযুগান্তরের পূর্ব্ব হইতে ইহার অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক ধূলিকণার সহিত কত পুণ্যস্মৃতি কত অতীত গৌরবকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। আজ পুরাণ প্রসিদ্ধ পূততোয়া করতোয়া তীরে অবস্থিত বগুড়া নগরীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির এই সম্মিলন প্রাচীন বঙ্গের সেই সকল পুণ্যস্মৃতি, গৌরবকাহিনী প্রাণে জাগাইয়া দিতেছে। ইহার অনতিদূরে এক দিন বঙ্গীয় কায়স্থগণের গৌরবতূর্য্যনিনাদে বিঘোষিত হইয়াছিল। আবার ইহারই অনতিদূরে কায়স্থ গৌরব একদিন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহারই অনতিদূরে রাজা আদিশূরের আহ্বানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়া তাহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আজ বহুকাল পরে সেই ভূভাগে কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য আবার আপনারা সযত্ন সচেষ্ট হউন।

কায়স্থ জাতির উন্নতিকল্পে এই সভা আহুত হইয়াছে বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে আমরা অন্য জাতির স্বার্থের বিরোধী। ব্রাহ্মণ বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনেক জাতি এবং মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ জাতির অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য যেমন সভা সমিতি করিতেছেন, আমাদের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই। অপর কোন জাতির স্বার্থের হানি করা বা কাহারও উন্নতির পথে বাধা দেওয়া আদৌ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের কার্য্যেও তাহার কিছু দেখিতে পাইবেন না। তবে যদি কেহ কায়স্থ সমাজকে হেয় জ্ঞান করেন, কায়স্থ বংশকে অযথা দলিত লাঞ্ছিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে এই মাত্র স্মরণ করিয়া দিতে চাই যে, যেবংশে সংস্কৃত কবি সন্ধ্যাকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বংশে কবিকুল-চূড়ামণি অমর মধুসূদন জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর জন্য 'অনন্ত মধুচক্র' রচিয়া গিয়াছেন, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানালোকে সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেছেন, সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, যে বংশোদ্ভব উদারমতি দানবীর স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারি ঘোষ নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থরাশি সার্ব্বজনীন হিতকল্পে দান করিয়া জগতে স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সে জাতি সে বংশ কখনও লাঞ্ছিত পদদলিত হইবার নহে। যদি কেহ সে চেষ্টা করেন উপহাসাস্পদ হইবেন মাত্র। আমাদিগের উদ্দেশ্য অবনতির পথ হইতে সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া আত্মোন্নতি সাধন করা।

মহাত্মাগণ! জাতীয় অবনতি নানা কারণে হইয়া থাকে। যে সকল কারণে কায়স্থজাতির অবনতি হইয়াছে তন্মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাব ও আচার ব্যবহারের বিকৃতি প্রধান বলিয়া মনে হয়। আমাদের নিয়ন্তা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে সকল কঠোর

নিয়ম করিয়াছেন অন্যজাতির সম্বন্ধে তদনুরূপ দেখা যায় না। সেই সমস্ত কঠোর নিয়মের মধ্যে উপনয়ন বিধান সর্ব্বপ্রধান; ইহা মনকে প্রশস্ত ও উন্নত করে, মনের তেজ বৃদ্ধি করিয়া মন ধর্ম্মেরদিকে, ভগবানের দিকে চালিত করে। উপবীত বিহীন হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে অবনতি প্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী নানাজাতি এদেশে দেখা যায় কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন চতুর্ব্বর্ণমধ্যে শূদ্র কে, অমনি হয়ত বিরুদ্ধবাদীদের কেহ কেহ কায়স্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন। যে দেশ হইতে কায়স্থগণ আসিয়াছেন তথায় কিন্তু কায়স্থের উপনয়ন চিরকালই আছে। সে দেশে কায়স্থকে শূদ্র বলে না। বঙ্গদেশের স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও কায়স্থকে শূদ্র বলিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ উপেক্ষায় অন্য কোন কোন জাতির ন্যায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ উপবীত হারাইয়াছেন। কাহারো মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতির শাখা। আবার কাহারো মতে কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত চিত্রগুপ্তের সন্তান(খ) চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পর ব্রহ্মার কায়া হইতে চিত্রগুপ্ত উৎপন্ন হন। তাঁহারই সন্তান কায়স্থ শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী। শাস্ত্র গবেষণাশীল অনেকেই স্বীকার করেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরও উপনয়ন অনেকদিন ছিল। যদিও কায়স্থগণকে অনেকে ক্ষত্রিয় বলিতে প্রস্তুত নহেন কিন্তু বঙ্গদেশে কায়স্থগণ যে বহুকাল হইতে (ইতিহাসের অতীত কাল হইতে) ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ দেশে কায়স্থগণই চিরকাল রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ বিগ্রহাদির কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। এ দেশে বেদজ্ঞব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছিলেন না বলিয়াই আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনিয়াছিলেন। অনুমিত হয় যে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পর যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এ দেশে আসিয়াছিলেন সেই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সন্তান যথাক্রমে এ দেশীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়গণসহ মিশিয়া গিয়াছেন। এ জন্যই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে পঞ্চ গোত্রের অতিরিক্ত গোত্র দেখা যায়।

কায়স্থ বিদ্বেষীগণ অবশ্য এ সকল কথা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না; এমন কি আজকাল তাঁহাদের অনেকে চিত্রগুপ্তকে শূদ্রবংশোদ্ভব বলিতে ইচ্ছুক, কেহ বা কায়স্থের আদিপুরুষ পৌরাণিক চিত্রগুপ্ত নহেন ইহা বলিতেও ইতঃস্ততঃ করেন না। ইহারা কায়স্থকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে কত গল্প ও কত শ্লোক সৃষ্টি করিয়াছেন ও তজ্জন্য কত গ্রন্থই যে প্রণীত হইয়াছে তাহার সীমা নাই। এ জন্য এ বিষয়ে কোন প্রকার তর্কে প্রবেশ না করিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থের সপক্ষে আছেন তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ও প্রকৃত শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। উপবীত হারাইয়া কায়স্থগণ দ্বিজত্ব হইতে পতিত হইয়াছেন ইহা মনে

(খ) শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব আমাদের আদি পুরুষ চাতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত নহেন। তিনি দেবক্ষত্রিয় ধর্ম্মরাজ যমের যমজভ্রাতা ও ব্রাহ্মণের তর্পণীয় ইহা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সম্পাদক।

রাখিতে হইবে। (গ) উপবীতহীন কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধে কাহারও প্রধান আপত্তি—যে দীর্ঘকাল অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে উপবীত-শূন্য থাকিয়া কায়স্থ উপনীত হইতে পারে না। কিন্তু প্রায় সহস্র বৎসরের অধিককাল যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল, তখন কত ব্রাহ্মণের কতকাল উপবীত ছিল না ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহারা যখন আবার উপনীত হইতে পারিয়াছেন তখন কায়স্থ সম্বন্ধে এ আপত্তি কেমন করিয়া হইতে পারে বুঝিতে পারি না। যুক্তি ছাড়িয়া স্মৃতির আশ্রয় লইলেও আমরা অনুকূল বিধান পাইতেছি। সত্যযুগে যাহা হইত কলিতে তাহা হইতে পারে না এ কথাও অনেক শুনা যায়। (ঘ) কিন্তু এই কলিতেই হাজার দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে আমরাও তাহাই করিতেছি, সত্যযুগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই কলিযুগেই সহস্র সহস্র সাবিত্রীহীন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং উপনীত করিয়াছেন; সুতরাং কায়স্থগণ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন? কোন কোন কায়স্থ, বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণদিগের বিরক্তিভাজন হইতে হয় বলিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাদিগকে বলিতে পারি যে এ দেশে যখন বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ ও ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতে আরম্ভ করেন তখন বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এদেশে কায়স্থগণ যখন উপবীত গ্রহণ ও ১২ দিন অশৌচ পালন করিতে আরম্ভ করেন তখনও কেহ কেহ এরূপ বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু উদার ব্রাহ্মণগণকে এখন আর তাহা করিতে দেখা যায় না। এ উদারতার জন্য তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

কায়স্থজাতির অবনতির অন্য কারণ সহানুভূতি ও একতার অভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে যেমন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব পরিলক্ষিত হয় কায়স্থ-সমাজ মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত কায়স্থগণ মধ্যে—বঙ্গের চারি সমাজে—বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলন এবং সমাজ মধ্যে যথেষ্ট রূপে সুশিক্ষার বিস্তার হইলে, আমাদের অবস্থার যে অনেক উন্নতি হইবে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কায়স্থ সমাজ মধ্যে যাহাতে সহানুভূতি সুচারুরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অবশেষে যাঁহাদের সাহায্যে ও অনুগ্রহে

(গ) বৌদ্ধ রাজাগণের উৎপাতে বৈদিক উপনয়নহীন হইয়াও বঙ্গীয় কায়স্থগণ কখনও দ্বিজত্ব হারান নাই। কারণ বৈদিক উপনয়নস্থলে তাঁহারা তান্ত্রিকীদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি বর্ত্তমান সময়ে বৈদিকীদীক্ষা আমাদের অবশ্য গ্রহণ করিতেই হইবে।

সম্পাদক।

(ঘ) সত্যযুগে যদুবংশ ব্রাত্য হইয়া দ্বাপরের শেষভাগে যাদব শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইয়াছিলেন এ কথাও ঐতিহাসিক। আমরা তাঁহার ন্যায় যুগান্তরীয় ব্রাত্য নহে, আমরা মাত্র ৭০০ বৎসর ব্রাত্য ছিলাম। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাত্যতা মোচনের কোন তামাদী ছিল না ও নাই। সম্পাদক।

আমরা এই সভা আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। অর্থানুকূল্য স্বরূপে মাননীয় কাকিনার রাজা বাহাদুর ৫০০৲, মাদলার জমিদার মহাশয়গণ ৩০০৲, পরলোকগত রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের পুত্রগণ ১০০৲ টাকা দান করিয়া আমাদের যে উপকার করিয়াছেন এবং বগুড়া করোনেশন বিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিচালক সভার সভাপতি সম্পাদক ও অন্য সভ্যগণ এই বিদ্যালয়ের গৃহ ও প্রাঙ্গণ আমাদিগকে এই সভার কার্য্যে ব্যবহার করিতে দিয়া যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এ সাহায্য ভিন্ন আমরা বগুড়ায় এ সভা দেখিতাম না।

কায়স্থ মহাত্মগণ! আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা যে অভিপ্রায়ে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি এবং আপনারাও যে অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে সমাগত হইয়াছেন, এখন তাহার উদ্বোধন করিয়া আমাদের সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন।

সদালাপ।

(ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ)।

ইহ সংসারে—নির্জ্জন পবিত্রস্থানবাসী, বিশুদ্ধাচারী ও পরিমিতাহারী ব্যক্তি দেহ, বাক্য এবং মনের সমুদায় বৃত্তি সংযত করিয়া, ও দৃঢ়ভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরমানন্দে নিরন্তর পরম পুরুষের ধ্যান ও যোগানুষ্ঠানে নিরত রহেন। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগানন্তর সম্পূর্ণ ভাবে মমতাবিহীন হইয়া, যে ব্যক্তি শান্তভাব অবলম্বন করেন, সেই মহাত্মাই পরব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থবান হন। ব্রহ্মে অবস্থিত এবং নিত্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও শোকাভিভূত হন না, এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিপরীত ফল ভোগও করেন না। তিনি এই দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জের প্রতি সদ্ভাবপরায়ণ হন, এবং নিঃসন্দেহে পরব্রহ্মের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি জন্মে।

২। অমানিত্ব, (নিজ গুণের সুখ্যাতি রহিত) অদাম্ভিকতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যের উপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, এবং আত্মনিগ্রহ, ইহাদিগকে জ্ঞান স্বরূপ বলা যায়। বিষয়-বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সন্তাপ, ও দোষানুদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সর্ব্বপ্রকারে তাহারই আলোচনা করা, এবং সকল বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ, পুত্র কন্যা কলত্র ও বিষয়াদির প্রতি একান্ত অনাসক্তি অনভিষঙ্গ,

এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট সংঘটনে সকল সময়েই সমচিত্ততাই জ্ঞানি গণের লক্ষণ।

৩। দেবতায় একান্ত ভক্তি, চিত্ত প্রসাদ জনক জন শূন্য স্থানে বাস, এবং জন সমাজে বিরাগ, আত্মতত্বেরতি ও তত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞানিগণের ইহাই লক্ষণ। ইহা ব্যতীত অর্থাৎ এতদ্ব্যতিরিক্ত অপর সমস্তই অজ্ঞানীর চিহ্ন বলিয়া জানা যায়।

৪। উপরিউক্ত কাহিনীর ভাবার্থ "শাস্ত্র শতক" গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ পূর্ব্ব কথিত, জ্ঞানীর লক্ষণ সমুদায়, যে মানবে পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃত পক্ষে তিনিই জ্ঞানী। পরন্তু বর্ত্তমান যুগে দেখা যায় যে, কেবল মাত্র জ্ঞানাভিমানটুকুই আছে; কারণ সকলেই শাস্ত্র লম্পটের চূড়ামণি যত দেখেন, দেখার আর শেষ যেন কাহারই হয় না। তাহার কারণ, শব্দার্থ, (বাক্যার্থ) মর্ম্মার্থ, ভাবার্থ উপলব্ধি না করিয়া, কাহারও কখনই শাস্ত্রাদি দেখার শেষ হয় না। চিন্তাশূন্য হইতে রুচি হয় না। ইহার আর একটী কারণ এই যে, চৌরাশী লক্ষ যোনিই জীবের মনুষ্য শরীরে ভোগ হয়; এই জন্যই ইহাকে জ্ঞান দেহ বলিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্য শরীর ধারী হইলেও সকলেই ত মানুষ নয়। "ঈশ্বর ভাব" যাহাতে আছে সেই প্রকৃতি মানব। আর অবিশিষ্ট সকলেই অসুর, পিশাচ, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি। ইহাদের চৌরাশী লক্ষ যোনিতে যাহা কিছু ভোগ করিতে অবশিষ্ট ছিল, সেই সময়েই মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং উহাদের শরীরে নিকৃষ্ট যোনির স্বভাব ভোগ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত মানবদেহধারী হইয়াও, অনেককে, নিকৃষ্ট পশুর মত দেখা যায়। কেহবা দেবভাব (ঈশ্বর ভাব) লাভ করিবার জন্য রীতিমত নাক্ কাণ্ টিপিয়া, মুখ লোহিত বর্ণ করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিতে উদ্যত হয়। ইহার ফল এই হয় যে, সহসা বায়ু বিকার ঘটিয়া একটা সাংঘাতিক রোগ আসিয়া—মুখে রক্ত বমন করাইয়া সহসা প্রাণ ত্যাগ করায়। কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কোন প্রাচীন, নিষ্ঠাবান্ লোকের সুপরামর্শ গ্রহণ করিলে,—কিংবা "ষট্‌চক্র ভেদ" এই কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? ইহা বুঝিয়া লইলে আর অপঘাত মৃত্যু হয় না। যথার্থ জিজ্ঞাসু হইলেই, মহাত্মারা কহিয়া দেন যে, "ষট্‌চক্র ভেদ" অর্থাৎ ষড়্‌রিপু ভেদ করা। এই ষড়্‌রিপু ভেদ যে মহাত্মা করিতে সমর্থ হন, তিনিই ঈশ্বর দর্শন ও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে আমরা মূলাধারাদি যাহাকে ষট্‌চক্র বলি, তাহাই ছয়টা জ্ঞান-ভূমিকা। যিনি ষড়্‌রিপুকে অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ ষড়্‌রিপু যাঁহার জয় হইয়াছে, ষট্‌চক্রও তাঁহার ভেদ হইয়াছে। কেবল মাত্র, এই কলিযুগে, ব্রহ্মজ্ঞানী শিব, অসুর প্রকৃতির মনুষ্যদিগকে কিছু কাল ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্যে আট্‌কাইয়া রাখিবার নিমিত্তই এই রূপ নাক্‌টেপার (প্রাণায়ামের) পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে অসুরেরা তামাসিক প্রকৃতির লোক তাহারা কেবল জগতের অনিষ্ট সাধন এবং দেব দ্বিজগণের হিংসা করিয়া বেড়ায়। তাহারা ঈশ্বর বিষয় লইয়া যতক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, ততক্ষণই জগত শান্তি লাভ করে ও

দেবতাদির প্রতি অত্যাচার হয় না। এই অসুর প্রকৃতির শাসন, দেবতা প্রকৃতির পক্ষে নহে। যাঁহারা দৈব স্বভাবে উৎপন্ন, তাঁহারা কু-সংসর্গে ক্লিষ্ট হইয়া, আসুরিক স্বভাবানুকরণে যথার্থ ভগবদ্ভজনে কেন বঞ্চিত হইয়া যাইতেছেন? অতএব আমাদের পিতাও পিতামহ যেরূপ ভগবদনুষ্ঠানে দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের একান্ত অনুকরণীয়, কর্ত্তব্য এবং সুপথ্য। প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করা ছেলে খেলা বা মুখের কথা নহে। অনেক সাধনে ও অনেক সাবধানে থাকিতে হয়, তবে জ্ঞান (ভাব) রক্ষা হইয়া থাকে, যদি সহজে হইত, তাহা হইলে সৃষ্টিকালাবধি একাল পর্য্যন্ত বসুন্ধরা জন শূন্যা হইয়া যাইতেন।

৫। জ্ঞানিগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধক জ্ঞানী ও সিদ্ধ জ্ঞানী। সাধক জ্ঞানীকে আত্মবিৎ এবং সিদ্ধ জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিৎ বলা যায়। যথা, "তরতি শোক আত্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

৬। জ্ঞান লাভেচ্ছুর কর্ত্তব্য এই যে, যাহা কয়না কেন, তাহাতে তদাকার না হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া,অর্থাৎ দ্রষ্টা স্বরূপে সকল কার্য্য করিয়া যাও। কিন্তু এইটী অভ্যাস সাপেক্ষ।

৭। উপরে ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ কথিত হইল। এক্ষণে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। এই উভয়ই, সংস্কৃত লিখিত শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে সরল ও সহজ ভাষায় অনূদিত হইল।

(ভগবদ্ভক্তে লক্ষণ)

৮। যিনি যোগ পরায়ণ, সেই যোগী ব্যক্তি সকল সময়েই নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক, একাকী, সম্পূর্ণ ভাবে, সংযত চিত্ত, সংযত দেহ এবং আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন।

৯। উপদেশ সঞ্জাত জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ অনুভব রূপ বিজ্ঞান দ্বারা বাসনা বিহীন চিত্তে একান্তে অবস্থান করিবেন। নির্ব্বিকার ও বিজিতেন্দ্রিয় বিধায় যিনি মৃত্তিকা ও পাষাণ এবং সুবর্ণে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট, সেই যোগিকে যোগারূঢ় বলা যায়।

১০। সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা, মৈত্র এবং কৃপা পরায়ণ, মমতা বিহীন, অহঙ্কার শূন্য সুখ দুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও সংযত চিত্ত, ভগবানে স্থির লক্ষ্য ও তাঁহাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী এরূপ যে ভক্ত তিনিই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১১। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব চরাচরে কেহই ভয় প্রাপ্ত বা উদ্বিগ্ন না হয়, এবং যিনি স্বয়ং কোন ব্যক্তি হইতে উদ্বিগ্ন না হন, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রী কাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সেই ব্যক্তিই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১২। যিনি প্রিয় পদার্থ করতলগত করিয়াও আনন্দে হৃষ্ট না হন, অপ্রিয় প্রাপ্তেও দ্বেষ করেন না, ইষ্টনাশে কদাচ শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগী ও ভগবানের প্রতি ভক্তি বিশিষ্ট, তিনিই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১৩। যিনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন, চিন্তাশূন্য এবং সমুদয়া

উত্তম পরিত্যাগী এমন যে ভক্ত, তিনিই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১৪। যিনি শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, যিনি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে বিকার শূন্য, আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসার সমভাবাপন্ন, যিনি মৌনী,যিনি যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট, বাসস্থান হীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১৫। যিনি, উপরিলিখিত রূপ অমৃত স্বরূপ ধর্ম্মের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, যিনি শ্রদ্ধাশীল, সেই ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১৬। মনুষ্যের মধ্যে. উক্ত ভক্ত অপেক্ষা আর কেহই ভগবানের অধিক ভক্ত নাই। এবং কোন কালে তাহা অপেক্ষা ভগবানের অধিক প্রিয় ভক্ত এ পৃথিবীতে আর কেহই হইবে না।

১৭। রোগাদিতে অভিভূত,আত্মজ্ঞানেচ্ছু ইহ লোকে ও পরলোকে ভোগসাধনভূত অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছুক, এবং আত্মজ্ঞানশালী, এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরাই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।

১৮। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বদা ভগবানে .নিষ্ঠাবান ও তাঁহাতে ভক্তি বিশিষ্ট, তিনিই জ্ঞানী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভগবান্ জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়। জ্ঞানীভক্তই ভগবানের পরম প্রিয় ভক্ত।

১৯। ভগবান্ সর্ব্ব ভূতেই সমভাবাপন্ন। অতএব তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নাই। কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা ভগবানেই বাস করেন। এবং তিনিও সেই সকল ভক্তহৃদয়ে বাস করেন।

২০। যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুরাচারপরায়ণ, সেও যদ্যাপি ভগবান জ্ঞানে অপর কোন দেবতার পূজায় নিরত থাকে, অর্থাৎ সকল দেবতার মধ্যেই ভগবান আছেন, এই জ্ঞানে একান্ত ভক্তিযুক্ত ও অনন্যচিত্তে সেই দেবতার ভজন করে,তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ভক্তমধ্যে গণ্য হয়, যেহেতু সে উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছে। ইতি

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা।

লব্ধব্যমর্থং।

(গল্প)

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় সাহিত্য, কাব্য ও নাটকের কীদৃশী উন্নতি হইয়াছিল তাহা সাহিত্যিক মাত্রেই অবগত আছেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা জগৎ প্রসিদ্ধ। সমস্যাপূরণ এই নবরত্নের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। মহারাজা নিজেও সমস্যাপূরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ যে সকল শ্লোকে আদর্শনীতি বাক্য নিহিত থাকিত, মহারাজা

নিজে তাহাতে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু জাতি অদৃষ্ট-উপাসক (fatalist) অর্থাৎ কপালে যাহা থাকে তাহা অবশ্যই হইবে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলকে হিন্দু "নিয়তি" "কপাল" "অদৃষ্ট" "প্রাক্তন" ইত্যাদি বলেন। পুরুষকার কিছুই নহে, কপালই সর্ব্বস্ব। বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইবে। "নিয়তি কেন বর্দ্ধতে" ইত্যাদি অনেক শ্লোক আছে।

যে অপূর্ব্ব শ্লোকটীর সমস্যাপূরণ সম্বন্ধে আমরা নিম্নের লোকপরম্পরাগত উপাখ্যানটী কীর্ত্তন করিতেছি, তাহাতে দৈবের স্থলে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করিতেছি। তাই আর্য্যগণ বলিয়াছেন—

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।

অর্থাৎ পুরুষকার দ্বারা দৈবশক্তিকে বিনষ্ট কর। অদ্যাপি আমাদের নরনারীগণ ললাট-লেখা রূপ ঘোর কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছেন। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে আমরা "লব্ধব্যমর্থং" যে অপূর্ব্ব পদটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ পুরুষকারদ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতে সংকল্প করে তাহা সে অবশ্যই পাইবে। লব্ধ শব্দের উত্তর "তব্য" কর্ম্মবাচ্যে লব্ধব্য অর্থাৎ প্রাপ্তব্য। এই প্রকার পুরুষকারদ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয় (অর্থ) দৈব ও ললাট লেখাকেও অতিক্রম করে। বিধাতাপুরুষ ললাটে লিখিয়া বলিয়া গেলেন যে পুরুষকার আমার এই লিপিও অতিক্রম করিতে পারে। এইরূপ উপাখ্যানটী পাঠ করিলেই পাঠক সমগ্র রহস্য অনুশীলন করিতে পারিবেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তদীয় রাজধানীতে বিপ্রশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উপর্য্যুপরি তাঁহার সাতটী সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গ্রহদোষ নিবারণ মানসে বিপ্রশর্ম্মা নানারূপ যজ্ঞ, হোম, শান্তি ইত্যাদি করাইলেন কিন্তু ভাগ্যদোষে একটী সন্তানও রক্ষা পাইল না। তখন তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ! আমার একে একে সাতটী সন্তান ভূমিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটীও রক্ষা পাইল না। শুনিয়াছি, 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ও প্রজা কষ্ট পায়'। বোধ হয় আপনার কোন অজ্ঞাত পাপে আমার ভাগ্যে এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে। আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন।"

বিপ্রশর্ম্মার কথা শুনিয়া, মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন—"এবার আপনার সন্তান জন্মিলেই ষষ্ঠ দিবসের পূর্ব্বেই আমাকে সংবাদ দিবেন।" এই বলিয়া রাজা তাঁহাকে বিদায় করিলেন। কিছুদিন পরে, বিপ্রশর্ম্মার একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। মহারাজের বাক্যানুসারে বিপ্রশর্ম্মা তখনই তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। শুনিবামাত্র রাজা বিপ্রশর্ম্মার বাটীতে গমন করতঃ ব্রাহ্মণপত্নীর সূতিকাঘরের দ্বারদেশে প্রহরায় নিযুক্ত রহিলেন। জাত বালকের অদৃষ্টে ফলাফল লিখন মানসে বিধাতাপুরুষ নিশীথ সময়ে আগমন পূর্ব্বক সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জন্য এইস্থানে আসিয়াছ? শীঘ্র দ্বার পরিত্যাগ কর।" রাজা বলিলেন—"অগ্রে পরিচয় প্রদান করুন, তবে দ্বার পরিত্যাগ করিব।" তখন বিধাতা

পুরুষ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"আমি বিধাতাপুরুষ, ব্রাহ্মণতনয়ের ললাটলিপি লিখিতে আসিয়াছি।" রাজা শুনিবামাত্র স্তব-স্তুতি করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনি প্রতিশ্রুত হউন যে প্রত্যাগমনকালে আমাকে ব্রাহ্মণতনয়ের ভাগ্যফল বলিয়া যাইবেন। তাহা হইলেই আমি দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি।" বিধাতাপুরুষ স্বীকৃত হইয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজকার্য্য সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন-কালে নিজ প্রতিশ্রুত্যানুসারে রাজাকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণকুমার এক বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেক।" রাজা বিনয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-তনয়ের জীবন প্রার্থনা করিলে বিধাতা সদয় হইয়া বলিলেন—"লব্ধব্যমর্থং" এই সমস্যা পূরণমাত্রেই ব্রাহ্মণকুমার পুনর্জ্জীবিত হইবে। এইকথা বলিয়া বিধাতাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন রাজা বিধাতৃবাক্য ব্রাহ্মণকে জানাইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বৎসরান্তে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হইলে বিপ্রশর্ম্মা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানাইলেন।

শ্রবণমাত্র রাজা ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইয়া মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে একটী ক্ষুদ্র পেটীকা মধ্যে ন্যস্ত করিয়া তাহা মস্তকে ধারণ করত "লব্ধব্যমর্থং" "লব্ধব্যমর্থং" বলিতে বলিতে উন্মাদের ন্যায় দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে রাজা মৃত ব্রাহ্মণ-বালককে লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তথায় দেখিলেন সেই দেশের রাজকন্যা, মন্ত্রীকন্যা, পাত্রকন্যা ও কোটালের কন্যা চারিজনে একত্রিত হইয়া প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে আসেন। ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণ সেইদিন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন করায়, আপন জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর কন্যাগণের অধ্যাপনার ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পিতৃআজ্ঞায় কন্যাগণকে যথাবিধি অধ্যয়ন করাইলেন; তৎপরে কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ কুমারীগণ তোমাদের পাঠ আমার নিকট শেষ হইল, এক্ষণে গুরু-দক্ষিণা দিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন কর। গুরু-দক্ষিণা ভিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়নে কোন ফললাভ হয় না।" কন্যাগণ এইকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"যাহা অনুমতি হয় আদেশ করুন। আমরা নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব।" ব্রাহ্মণ-পুত্র কন্যাগণের রূপে পূর্ব্বেই মোহিত হইয়াছিলেন দুর্ম্মতি বশতঃ বলিলেন—"আমার আর কোন দক্ষিণার প্রয়োজন নাই, তোমরা চারিজনে আমায় বরমাল্য প্রদান কর।"

গুরুপুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাগণ নিরতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইলেন এবং বলিলেন "কোথায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গলদেশে বরমাল্য অর্পণকরিয়া মনোভিলাষ পূরণ করিব এক্ষণে সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হইল। "যাহা হউক গুরুপুত্রের বাক্য অলঙ্ঘনীয় জ্ঞানে নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া বলিলেন "আপনি অদ্য রজনী-যোগে শিব মন্দিরে অবস্থিতি করিবেন। দেবতা সাক্ষাৎ আপনার গলদেশে মাল্য প্রদান করিব।" তৎপর কন্যাগণ নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন

এদিকে ছদ্মবেশী মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের সমস্ত গোপনীয় কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া

অধ্যাপকপত্নীর নিকট সমস্ত কথা জানাইয়া ব্রাহ্মণপুত্রকে এই কার্য্য হইতে বিরত করার জন্ত তাহাকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করাইয়া রাখিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহারাজা মৃত কুমারকে মস্তকোপরি স্থাপন পূর্ব্বক শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া অন্ধকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজকন্যা শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাজাকে গুরুপুত্র জ্ঞানে সম্ভাষণ করিলে,ছদ্মবেশী মহারাজা গুরুপুত্রের কণ্ঠস্বর অনুকরণে উত্তর দিলেন। রাজকন্যা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে গুরুপুত্র বোধে বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজা নিজ পরিচয় প্রদানার্থ উন্মাদের ন্যায় "লব্ধব্যমর্থং" এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তৎশ্রবণমাত্র রাজকন্যা, উন্মাদের গলদেশে মাল্য অর্পণ করিয়াছেন বোধে, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক "লভতে মনুষ্যঃ" এই বাক্য বলিয়া কবিতার প্রথম চরণ পূরণ করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে ঐ প্রকার মন্ত্রীকন্যা আগমন করতঃ রাজার গলদেশ মাল্য অর্পণ করিলে রাজা "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" এই প্রথম চরণ আবৃত্তি করিলে, মন্ত্রীকন্তাও রাজকন্তার স্থায় শিরে করাঘাত করিয়া "দৈবেন স বারয়িতুম্ ন শক্যঃ" এই বাক্য বলিয়া দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিলেন।

তৃতীয় প্রহরে পাত্রকন্তা ঐ প্রকার প্রতারিতবোধে "অতো ন শোচামি ন বিস্ময়োমে" বলিয়া তৃতীয় চরণ পূরণ করিলেন।

চতুর্থ প্রহরে কোতোয়ালের কন্তা বরমাল্য প্রদান করিয়া প্রতারিত বোধে বলিলেন "ললাটলেখা পুনঃ ন প্রয়াতি।" তাহাতে রাজার কবিতার অবশিষ্ট ভাগ পূরণ হইল। এই প্রকারে অজ্ঞাত ভাবে সমস্যা পূরণ হইলেই অর্থাৎ পুরুষকারের জয় হলেই মৃত ব্রাহ্মণ কুমার কপাল লেখা খণ্ডন করিয়া পুনর্জীবিত হইল।

সম্পূর্ণ শ্লোক যথা।

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবেন স
বারয়িতুম্ ন শক্যঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়োমে ললাট-
লেখা পুনঃ ন প্রয়াতি।"

অতঃপর রাজা বিক্রমাদিত্য আত্মপরিচয় প্রদান করিলে কন্যাগণ নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর কন্যাগণ ও জীবিত ব্রাহ্মণ কুমার সমভিব্যাহারে রাজা স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিপ্রশর্ম্মাকে তাহার জীবিত পুত্র প্রদান করিলেন। ইতি

শ্রীবিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা

সমালোচনা।

১। সবুজ পত্র।

আজ কাল এতাধিক মাসিক পত্রিকা ও পত্র বাহির হইতেছে যে আকাশের তারকা-রাজির ন্যায় তাহাদের সংখ্যা করা অসম্ভব। "সবুজপত্র" একখানি মাসিক পত্র, চৈত্র সংখ্যা ১৩২১ প্রথমবর্ষ আমাদের সমালোচনার বিষয়। ইহা প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ বাঙ্গলা ভাষায় রচিত। ইহার সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ বার য়্যাট ল, পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান লেখক কবি-সম্রাট্ শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর। প্রথমেই কয়েকটী পদ্য; একটীর নমুনা দিলাম।

নূতন আশার গান।

এই কথাটী ছিলাম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোকবনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন্ টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥

আমাদের দেশে কাহারও পুত্র হইলে হিজ্‌ড়ে মাগীরা এই রকম গান গাহিয়া থাকে। সবুজপাতার কবিতাগুলি ঐ সাঁচেঢালা।

রাজা রাণী।

ছেলিয়া ছেলিয়া বলে বড় হেদিয়েছিলে
এখন জিয়ে খোকা জোড়া টাকা পাই
দিতে হবে তোমার পাটের শাড়ী খানি ইত্যাদি

সবুজপাতায় উক্ত গানটী নোবেল পুরস্কার ওয়ালা প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনী সঞ্জাত। এই রকম নীচজনোচিত ভাষায় অনেক কবিতা সবুজপাতায় আছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি লোক লইয়া একটী দল বাঁধিয়াছেন ইহাদের কার্য্য বাঙ্গলা ভাষাকে বিধ্বস্ত করা। নিম্নে তাঁহার রচিত আর একটী গান দিলাম—

বেণুবনের গান।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়া।
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশ খানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুলবেণু,
হটাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানে ঢেউতুলিয়ে।

যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম প্রতিপালন করে না এবং প্রচলিত নীচ জনোচিত ভাষায় লিখিত তাহাই অপভ্রংশ। এই ভাষায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন লিখিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তি ও সুমধুর বাঙ্গলা ভাষা নষ্ট করিতেছেন? এই সবুজপত্রের সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এক জন বাঙ্গালী-ইংরাজ। একেত মানুষ বহুরূপী, প্রাতঃকালে চতুষ্পদ, মধ্যাহ্নে দ্বিপদ ও সায়ংকালে ত্রিপদ, তাহার মধ্যে প্রমথবাবু বহুরূপীর উপর বহুরূপী। বালক কালে তাহার পিতামাতা নাম রাখিয়াছিলেন

প্রমথনাথ চৌধুরী, মধ্যাহ্নে তিনি হইলেন পি, চৌধুরী (P. Choudhury) এখন সবুজ পাতার সম্পাদক হইয়া তিনি হইয়াছেন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, হায়রে বাঙ্গালী! তোমার বীভৎস কার্য্য কলাপ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। উদ্ধৃত গান গুলিতে কোনও কোন শব্দের বর্ণবিন্যাস পাঠক একবার দেখিবেন। "দখিন" কিন্তু আমরা লিখি "দক্ষিণ" "মাতন" আমরা লিখি "মত্তত।" ইত্যাদি। এই সবুজ পাতার ছাই ভস্ম আর কি সমালোচনা করিব; এই বহিগুলি জল্লাদের (Hangman) হাতে দিয়া ভস্মসাৎ করাই উচিত।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১৩২১ মাঘ ও ফাল্গুনের যুগ্ম প্রতিভা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে প্রচারিত হইল। চৈত্রসংখ্যা ও বৈশাখে পাইবেন। ১৩২২ সনের বৈশাখ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ মাসে পাইবেন। তাহা হইলে প্রতিভা নিয়মিত হইল। যে মাসের প্রতিভা তাহার পরমাসের প্রথম ৭.৮ দিন মধ্যে প্রকাশিত হইলেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। ফলতঃ যে মাসের প্রতিভা সেই মাসের প্রথমে প্রচার করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা। অদ্য ২৭শে চৈত্র; ১৩২২ সনের বৈশাখী "নব্য-ভারত" আমাদের হস্তগত হইল। ইহাকেই বলে বাহাদুরী। রাম জন্মিবার আগে রামায়ণ রচনার ন্যায় কোন্ যুক্তিবলে নব্য-ভারতের প্রবীন সম্পাদক মহাশয় চৈত্র মাসে বৈশাখের সংখ্যা বাহির করিলেন, তাহা তিনিই জানেন আমরা বুঝিতে পারি না। ১৩২১ সনের প্রতিভার মূল্য জন্য আমরা এইক্ষণ ভিঃ পি করিতেছি। বৎসরের শেষভাগে এই সময় ভিঃ পি আশাকরি গ্রাহক মহোদয়গণ ফেরত দিয়া নিষ্কারণে আমাদিগকে কষ্ট দিবেন না তাহারা স্মরণ রাখিবেন যে আমাদের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় আমরা কষ্টেসৃষ্টে প্রতিভা চালা-ইতেছি। টাকাকড়ি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রাদি সমস্তই ফরিদপুর ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। কলিকাতার সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

২। ২০শে ও ২১শে চৈত্র, শনি ও রবিবারে বগুড়ার করোনেশন বিদ্যালয় গৃহে ও প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় কায়স্থ সভার ত্রয়োদশ বার্ষিকাধিবেশন হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ চৈত্র প্রতিভায় পাইবেন।

৩। ভারতে বিবেকানন্দ।—শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ খানি কায়স্থ মাত্রকেই পাঠ করিতে অনুরোধকরি।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ আমেরিকায় ও ভারতের নানা স্থানে এই কারস্থ মহাযোগির ধর্ম্মপ্রচার একটী নবযুগ প্রবর্ত্তক ব্যাপার। আজকাল যে ধর্ম্মের আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাইতেছি তাহার মূল কারণ মহাত্মা বিবেকানন্দের প্রচার। আমরা সময়ে সময়ে এই গ্রন্থ খানি হইতে তাঁহার গভীর গবেষণা লব্ধ তত্ত্ব গুলি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করি। অন্ত প্রতিভার পাঠকের জন্য ক্রমবিকাশ (Evolution) সম্বন্ধে স্বামিজী লাহোরে যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি "অপনারা জর্ম্মন ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভৌতিক পরিণামবাদের বিষয় (Evolution) অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে প্রাণীর শরীর প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন, আমরা যে ভেদ দেখি তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ফলতঃ ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম সাধুশ্রেষ্ঠ, যাহাকে আমরা "বুদ্ধ" বলি, সকলেই প্রকৃত পক্ষে এক, একটী অপরটীতে পরিণত হইতেছে এবং এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্বলাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণাম বাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বিস্তারিত ভাবে নাই। যোগী পতঞ্জলি তদীয় দর্শন শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

"জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ"

কৈবল্যপাদ ২ শ্লোক।

অর্থাৎ এক জাতি অন্য জাতিতে পরিণত হইতেছে প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা। ডারউইন্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পরিণাম বাদিগণ বলেন যে প্রতিদ্বন্দিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন ইত্যাদি এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর ধারণ করিতে বাধ্য করে। কাঁচ পোকা তেলা পোকাকে ধরিয়া লইয়া তাহাকে কাঁচ পোকায় পরিণতকরে, আমাদের শাস্ত্রে এই জাত্যন্তর পরিণামের যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আমাদের ঋষিগণ এই বিষয়ে পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির আপুরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করি যে জীবাণুক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে বুদ্ধ রূপে পরিণত হয়। কিন্তু যে কোন আকার হউক না কেন উহাতে উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ না করিলে তদনুরূপ কার্য্য পাওয়া যায় না। যে আকারই ধারণ করুক না কেন, শক্তি সমষ্টি চিরকালই সমান, আকারানুগত শক্তি বিকাশ মাত্র। একপ্রান্তে যদি পূর্ণ শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও তবে অপর প্রান্তে উক্ত পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। একটী ক্ষুদ্র বটবীজে যদি বটবৃক্ষের পূর্ণ সত্তা বিরাজ না করে তবে উক্ত বীজ হইতে শাখা প্রশাখা পত্র ফল-ফুলে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইবে কেমন করিয়া চক্ষু-কর্ণ-নাসা বিবর্জ্জিত একটী ক্ষুদ্র মহীলতায় (কেঁচুয়া পোকা) যদি বুদ্ধের পূর্ণ শক্তি বিরাজ না করিত তবে উক্ত মহীলতা হইতে পূর্ণমানুষ (বুদ্ধ) হইবে কিপ্রকারে? অতএব ইহা নিশ্চিত প্রত্যেক জীবই পূর্ণও অনন্ত। যদি বুদ্ধ ক্রম বিকসিত কীটাণু হয় তবে উক্ত কীটাণুও ক্রম সঙ্কুচিত বুদ্ধ। যদি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড একটী অনন্ত শক্তির বিকাশ মাত্র হয় তবে প্রলয় কালে উক্ত শক্তি ও অন্য প্রকারে বিদ্যমান থাকিবে। ভেদ

কেবল প্রকাশের তারতম্যে, শক্তির তারতম্যে নহে, কীটে সেই মহাশক্তির স্বল্প মাত্রা বিকাশ হইয়াছে আর বুদ্ধে তাহার পূর্ণ বিকাশ, পতঞ্জলি বলিতেছেন--"ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" অর্থাৎ যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করে; একটী জলপূর্ণ জলাশয় হইতে কৃষক তাহার প্রয়োজন মত জল ক্ষেত্রে লইয়া যায়। বেশী জল আনিলে ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া অনিষ্ট উৎপাদন করে। যদি মহীলতায় বেসী শক্তি প্রয়োগ করি উহা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু উহাতে পূর্ণ শক্তির বীজ বিদ্যমান আছে। সেইজন্য স্বামিজী বলিতেছেন যে আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্ব; অনন্ত বীর্য্য ও অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার বিদ্যমান রহিয়াছে, কেবল এই দ্বার, এই দেহ প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছেনা। দেহের উন্নতির সহিত তমোগুণ রাজোগুণে ও রাজোগুণ সত্বগুণে যত পরিণত হইবে ততই তোমার শক্তিও শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধি হইবে আর এই জন্যই পানাহার বিষয়ে আমরা এত সাবধান।"

এই স্থানেই আমরা স্বামিজীর উক্তির সারমর্ম্ম শেষ করিলাম। যদি প্রকৃতির আপূরণ হইতে জন্মান্তর পরিণাম না হইবে তবে কলিকাতার বালক নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ রূপবুদ্ধদেবে কি প্রকারে পরিণত হইয়াছিল। স্বামিজী কলিকাতায় আসিলে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কলিকাতা নগরবাসীগণ যে অভিনন্দন তাঁহাকে প্রদান করেন তাহাতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বলেন—"আপনার শ্রদ্ধাস্পদ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাঁহার অপূর্ব্ব দৈবশক্তি বলে আপনার ভিতর যে স্বর্গীয় বহ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে, পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়া আপনার ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যবাণী বলেন তাহা এইক্ষণে পরিপূর্ণ হইতে চলিল। ঈশ্বর প্রসাদে আপনি দৈবদৃষ্টি ও ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন ইত্যাদি"

অভিনন্দনকারীগণ বুঝিতে পারেন নাই শ্রীমান নরেন্দ্রের দৈবদৃষ্টি ও ঐশ্বরিক শক্তির আমরা সকলেই সমভাবে অধিকারী। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রকৃতির সমষ্টিগত অনন্তশক্তি পূর্ণভাবে বিরাজিত, আমরা নিজের দোষে তাহার অপচয় করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্ন যোনিতে নিপতিত হইতেছি। উন্নতি বা অবনতি সমস্তই আমাদের করতলগত মানসিক উন্নতি দৈহিক উন্নতির উপর নির্ভর করে তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন যোগের অষ্টাঙ্গ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তন্মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এই পাঁচটী দৈহিক ও ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই তিনটী মানসিক ব্যাপার। নন্দীকেশ্বরের দেবত্ব প্রাপ্তি ও নহুষ রাজার অজগর দেহ ধারণাদি উক্ত বিষয়ের উদাহরণ।

৪। ইটালীদেশে ভীষণ ভূমিকম্প—বিগত ২৯শে পৌষ বুধবার একটী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া পূর্ব্ব ইটালীর উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ৩৮টী ছোট বড় নগর বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে রোমের ৪০মাইল পূর্ব্বে সুসজ্জিত আভাজামো নগরী হইতে ১৮টী নগর এককালে বিধ্বস্ত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই নগরে আটহাজার লোকের মধ্যে কেবলমাত্র একশত লোকের প্রাণরক্ষা

পাইয়াছে। আর সকলে বাটী ঘর চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে প্রায় ৩০ হাজার লোক নিহত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত অনেক নরনারী আহত হইয়া চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। হায়রে পাশ্চাত্যদেশ! চরম সভ্যতার আদর্শ তুমি! আজ কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্তে যুদ্ধে ভূমিকম্পে রোগে শোকে তোমার শত সহস্র নরনারীগণ নিধন প্রাপ্ত হইতেছে।

৫। উৎকলে বঙ্গসাহিত্য চর্চা।—আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা এম, এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হুগলী সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে উড়িষ্যা প্রদেশের নিম্নলিখিত বিবরণটী লিখিয়াছেলেন।

উড়িষ্যা প্রদেশে উপনিবেশিক বাঙ্গালীর সংখ্যা আনুমানিক দশহাজার। ইহারা সকলেই মাতৃভাষার অনুরাগী। উড়িয়ারা সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় প্রধান প্রধান বৈষ্ণব গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়ায় অধিকাংশ উড়িয়া আমাদের মাতৃভাষা আলোচনা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা আমাদের বড় শ্লাঘার বিষয় যে উড়িষ্যার আনুমানিক এক কোটী অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ উড়িয়া বাঙ্গালাভাষায় আদর করিয়া থাকেন। যে ভাগীরথী-তীরে আমাদিগের সম্মিলন এবং যে স্থানে প্রথম গৌর প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা যেরূপ অবিশ্রান্ত কল্লোলে অনন্ত নীলিমায় মিশিয়াছে, সেই রূপ গৌরপ্রেমতরঙ্গিণীও আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মাতৃভূমিকে কৃতার্থ করিয়া সুনীল জলধি বেষ্টিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিশাল ও গম্ভীর প্রেমসাগরে মিশিয়াছে। গৌর প্রেমের মহিমায় আমাআমাদের মাতৃভাষা উৎকল বাসীদের হৃদয়ে আধিপত্য করিতেছে। ভগবৎ নাম সঙ্কীর্ত্তন ইহার প্রধান উপকরণ।"

৬। বাগহাঠ হইতে কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন বর্ত্তমান কালের ন্যায় পূর্ব্ব কালেও ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে প্রত্যেকেরই গোত্র প্রবরাদি উল্লেখ করা শাস্ত্র-সঙ্গত, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতাদির নায়কগণের সকলের গোত্রপ্রবরের সন্ধান পাওয়া যায় না, মাত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় মহানুভব ভীষ্মের গোত্র প্রবরের উল্লেখ নিত্য কর্ম্মে দেখা যায়, ভীষ্মতর্পণে লিখিত আছে।

ওঁ বৈয়াঘ্র পদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে ॥

ইহা দ্বারা 'বর্ম্মণ' ভীষ্মের উপাধি 'বৈয়াঘ্রপদ্য') তাঁহার গোত্র এবং সাংকৃতি তাঁহার প্রবর ছিল দেখা যায়। বর্ত্তমান কালে যে জাতির মধ্যে উক্ত গোত্র প্রবরের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁহারা উক্ত ভীষ্মের বংশ বলিয়া স্থির করা সঙ্গত। উক্ত গোত্র প্রবর কায়স্থ জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না এবং কায়স্থ মধ্যে বিষ্ণুবংশেরই উক্ত গোত্র প্রবরাদি আছে, অতএব বিষ্ণুবংশীয় কায়স্থগণ চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং ভীষ্মের বংশবলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

৭। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার মাহাত্ম্য। উক্ত ধর্ম্মপ্রচারক বন্ধুপ্রবর লিখিতেছেন—

"শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত দ্বিতীয় সংস্করণে ভবিষ্য পুরাণোক্ত ভীষ্মপুলস্ত্য সংবাদে আছে—

"যেচাত্র পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে।
কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাংগতিম্॥
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয়! পূজাংকুরু বিধানতঃ॥"
অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সকল কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিবেন তাঁহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধিপূর্ব্বক তাহার পূজা কর। তদনুসারে ভীষ্ম কার্ত্তিক মাসের শুক্ল-পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যম, যমুনা চিত্রগুপ্ত আদির পূজা করিলে চিত্রগুপ্তদেব সন্তুষ্টচিত্তে ভীষ্মকে এই বর প্রদান করেন।

চিত্রগুপ্তস্ত সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরংদদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো! মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি॥
স্মরিষ্যসি যদামৃত্যুং তদামৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা চিত্রগুপ্তোদিবংযযৌ॥

অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্টচিত্তে ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাবাহো! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না, তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। এই বর প্রদান করিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন।

৮। কায়স্থ মহাপুরুষের অকাল অন্তর্দ্ধান।—বিগত ২শরা ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যাকালে আমাদের পরম সুহৃদ, কায়স্থ সমাজের পরমহিতৈষী সুবিদ্বান, বাগেরহাট হইতে প্রকাশিত, জাগরণ পত্রিকার কৃত-বিদ্য সম্পাদক বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা বি, এ, কবিরত্ন মহোদয় ১৮দিন পর্য্যন্ত দুরন্ত বসন্তরোগে কষ্টপাইয়া তাহার কলি-কাতাস্থ বাটীতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত আমরা পরে প্রকাশ করিব। আজ অতি অল্পদিন হইল তাহার পুত্রের সহিত ঢেউখালির শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ মহোদয়ের কন্যার শুভ পরিণয় বৃত্তান্ত "কায়স্থবিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিগত পৌষমাসের প্রতিভায় আমরা কীর্ত্তন করিয়াছি। তৎকালে কবিরত্ন মহোদয় বরকন্যাকে যে সুন্দর শুভাশীষ প্রদান করেন, তাহাও আনু-পূর্ব্বিক আমরা প্রতিভায় মুদ্রিত করিয়াছি কে জানিত এত শীঘ্র উক্ত মহাত্মা আমা-দিগকে ছাড়িয়া অমর ধামে প্রস্থান করিবেন। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা পুত্রবধূ বৈবাহিক মহোদয় ও আত্মীয়স্বজনকে এই দুর্ব্বিসহ শোক-দহন হইতে উদ্ধার করে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

৯। মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলের অকাল তিরোধান।—বিগত ৭ই ফাল্গুন শুক্রবারের রাত্রিযোগে পুণা নগরীতে স্বদেশ হিতার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী মহাপুরুষ গোপালকৃষ্ণ গোখলে তদীয় ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহ সময়ে এই মহাত্মার মৃত্যু ভারত-মাতার পক্ষে কতদুর শোকাবহ তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, মাননীয় গোখলে ১৮৬৬ খৃঃ কোলাপুর নগরে মহারাষ্ট্রীয় একটী উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বি এ, উপাধি গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরেই তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য

(Fellow) হয়েন। ১৮৮৪ হইতে বিংশতি বর্ষকাল তিনি মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনে পুণার ফারগুসান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এই বিংশতি বর্ষ কাল তিনি ইতিহাস ও অর্থ বিদ্যার (History and Economics) অধ্যাপনা করেন। এই শেষোক্ত বিদ্যায় তাঁহার অধিকার এতাধিক হইয়া ছিল যে পরজীবনে সকলে তাঁহাকে উক্ত বিদ্যায় বিশারদ বলিয়া সম্মান করিত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কনগ্রেসের একজন সম্পাদক হন, ১৮৯৭ সনে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ও ভারতীয় ব্যয় সম্বন্ধে যে রয়েল কমিশন নিযুক্ত হয় তাহাতে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন। ১৯০০খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হন, ইহার বর্ষদ্বয় পরে প্রধান শাসন কর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভায় তিনি একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই মহাসম্মানের পদ তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীদিগকে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যা বিতরণ মানসে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি তিনি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। এই বিষয় কৃতকার্য্যের জন্য তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করতঃ সাধারণের অভিমত সংগ্রহ করেন। এইজন্য তিনি ফরিদপুর আসেন, তৎকালে আমরা তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি, বাগ্মিতা, ও অমায়িকতা সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিলাম। যদি ও তিনি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই, তথাপি তিনি ভাবী মহাত্মা গণের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারত হিতৈষী মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর আমন্ত্রণে দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবিষ্ট ভারতীয় নর নারী গণের উদ্ধার করেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও তথায় গমন করিয়া বহুযত্নে ও বহু পরিশ্রমে কার্য্যসিদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ ছয় মাস কাল অতীত হইয়াছে, আমাদের প্রিয়তম প্রধান শাসন কর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার অলোক সাধারণ গুণ গ্রামে মুগ্ধ হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের নাইট কম্যাণ্ডার উপাধিতে ভূষিত করিতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন। যে মহাসম্মানের উপাধি স্বাধীন রাজন্যগণ মহাগর্ব্বে ধারণ করিতেছেন, যাহার জন্য কত শত মহাত্মা লালায়িত, গোখলে তাহা কি অন্য প্রকার কোন উপাধি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রকার স্বার্থত্যাগী নিরহঙ্কারী মহাত্মা ভারতে কেন সমগ্র বিশ্বেও সুদুর্লভ। জানিনা তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত পুত্র ভারতমাতা আর কখন ও প্রসব করিবেন কিনা। ধন্য মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ, আর ধন্য গোপালকৃষ্ণ গোখলে। তোমার কীর্ত্তি জগতে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" উজ্জ্বল প্রভা বিকিরণ করত, স্বদেশ-হিত-পথগামী মহাজনদিগকে চিরকাল আকর্ষণ করিবে। সমগ্র ভারত,সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সমগ্র ইংলণ্ড আজ গোখলের মৃত্যুতে শোকে সমাচ্ছন্ন এবং নানাস্থানে সভা সমিতিতে সকলেই শোক প্রকাশ করিতেছেন।

১০। মহাত্মা গান্ধীর ভারতাগমন।— মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর বিশ্ববিশ্রুত নাম ও যশোগরিমা প্রতিভার পাঠক ও পাঠিকা মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে ও তথা হইতে ভারতে আগমন করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি ইতিমধ্যে কলিকাতা

নগরীতে আগমন করিয়া মহাত্মা ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন, তথায় কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুনে গমন করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতের হিত সাধন করুন।

১১। মহাকবি কালিদাস।—সকলেই অবগত আছেন যে মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব দুইখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ও মেঘদূত একখানি প্রধান খণ্ডকাব্য। রঘুবংশ একোনবিংশ সর্গে ও কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে পরিপুর্ণ, এবং মেঘদূত পুর্ব্ব ও উত্তর-মেঘ অধ্যায়ে সমাপ্ত। এই তিনটী কোন্ মহীয়সী-মহিলা দ্বারা উত্তেজিত তাহায় একটি জনশ্রুতি আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। সকলেই জানেন যে বিবাহ সময়ে কালিদাস শর্ম্মা একজন মুর্খ নিরক্ষর ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন তাঁহার সহিত একটি বিদুষী-মহিলার বিবাহ হয়। ইহাই তাঁহার বিদ্যোন্নতির প্রধান কারণ। "সাধুসঙ্গরেকা" কতদুর মানবকে উন্নত করে ইহাই তাহার বিবরণ। ক্রমে ক্রমে দশজন তার্কিক বৈদান্তিক পণ্ডিত বিচারে উক্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিতা বিদুষীর নিকট পরাজিত হইলে, আর কোন ও অধ্যাপক তাঁহার সহিত বেদান্তের তর্ক করিতে সাহসী হয় নাই। উক্ত বিদুষী মহিলার যশোকীর্ত্তি বিস্তৃত প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইলে, পণ্ডিতগণ একটী ষড়যন্ত্র করিয়া মুর্খ কালিদাসকে এক-যোগী মহাপণ্ডিত সাজাইয়া তাহার সহিত উক্ত গর্ব্বিতা রমণীর বিবাহ সম্পাদন করিয়া দেন। বিবাহ-বাসরে সুখশয্যায় যুবক ও যুবতী সমাসীনা, ইতিমধ্যে দুরস্থিত একটী উষ্ট্র গর্জ্জন লক্ষ্য করিয়া নবপরিণীতা বিদুষী স্ত্রী কালি-দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোয়ংম্ রৌতি

কালিদাস কহিলেন—উট্র

বিদুষী—নৈতৎসম্যক্‌উক্তম্

কালিদাস—উষ্ট

বিদুষী—মূর্খ দূরংগচ্ছ।

এইস্থানে কেহ কেহ বলেন যে বিদুষীরমণী আমাদের কবিকে পদাঘাত করিয়া গৃহহইতে বাহির করিয়া দেন। তৎকালে আমরা উপস্থিত ছিলাম না প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল বলিতে পারি না,যাহা হউক কালিদাস নিজের স্ত্রী কর্ত্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সেই নিশীথে বিবাহ-বাসর ত্যাগ করিয়া আত্মঘাতী হইবার অভিপ্রায়ে বিজনবনে প্রস্থান করেন। তথায় সরস্বতীর কৃপায় আশ্বাসিত হইয়াপঞ্চবর্ষ অলোকসামান্য অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সমগ্রবিদ্যায় বিভূষিত হইয়া, একদা গভীর রজনীযোগে তাঁহার স্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হন, ও তদীয় অর্গলবদ্ধ কবাটে ঘন ঘন করাঘাত করিলে বিদুষী জিজ্ঞাসা করিলেন—

কস্ত্বং

কালিদাস কহিলেন—কালিদাসোহম্

বিদুষী—ভূয়োপি

কালিদাস—অস্তিকশ্চিদ্বাগ্বিশেষঃ

বহুদিন পরে বিরহে বিদগ্ধা বিদুষীসতী আপনার স্বামীর মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া গৃহদ্বার উন্মোচন করিলে স্বামী স্ত্রীর সহিত বিগত পঞ্চবর্ষের অনেক কথা হইল। তৎপর বিদুষী স্ত্রী দেখিলেন

তাঁহার স্বামী একজন মহাকবি হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তিনটী বাক্য দ্বারা আপনি আমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহাদিগকে আদ্যক্ষর করিয়া তিনটী মহাবাক্য প্রণয়ণ করিলে আমি আপনার চরণে চির কৃতজ্ঞ রহিব। কালিদাস তাঁহার প্রার্থনানুরোধে প্রথমতঃ "অস্তি"শব্দদ্বারা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশিদেবতাত্মা
হিমালয়োনামনগাধিরাজ
পূর্ব্বাপরো তোয়নিধি বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যাইবমানদণ্ডঃ

কুমারসম্ভব আরম্ভ করেন। তদনন্তর "কশ্চিৎ" শব্দদ্বারা—

কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিত মহিমাবর্ষ ভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।

মেঘদূত কাব্য আরম্ভ করেন। তদনন্তর "বাক্" শব্দদ্বারা—

বাগার্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

রঘুবংশ মহাকাব্য আরম্ভ করেন। অর্থাৎ বাক্যরূপ সেই বিদুষী-মহিলা, অর্থরূপ কালিদাস,—এই বাগর্থ সম্মিলিত হইয়া রঘুবংশ রচিত হইয়াছিল। ধন্য কালিদাসের স্ত্রী যাঁহার উত্তেজনায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনটি মহারত্ন রচিত হইয়াছিল।

১২। কায়স্থোপনয়ন—পাঁচুড়ীয়া হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন। লোমসপুর কায়স্থসম্মিলনীর উদ্যোগে বিগত ১২ই ফাল্গুন বুধবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ রাহুত মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া ঘনশ্যাম পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ রায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্তযদুনাথ শর্ম্মণঃ রায় মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে এবং শিবরাম পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদস্যতায় নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেববর্ম্মা।
২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ রাহুত দেববর্ম্মা
৩। শ্রীযুক্ত রামচরণ রাহুত দেববর্ম্মা
৪। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রাহুত দেববর্ম্মা
৫। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পাল দেববর্ম্মা
৬। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাশঙ্কর সেন দেববর্ম্মা
৭। শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন দেববর্ম্মা

সর্ব্বসাকিন কৃষ্ণনগর

৮। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ধর দেববর্ম্মা

সাং বালুচর।

৯। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিশ্বাস দেববর্ম্মা।

সাং রামনগর।

উপনয়নকেন্দ্রে বহুসংখ্যক কায়স্থ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন, কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক সুবক্তা শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল যে অচিরকাল মধ্যে এই অঞ্চলের অনুপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করতঃ জাতীয় কলঙ্ক মোচন করিবেন। ফলতঃ কায়স্থজাতি যে দ্বিজ ও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা সম্যক্ভাবে কায়স্থ শব্দটীকে বিশ্লেষণ করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা আশা করি লক্ষ্মীকোলের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রপীড় গুহ মহাশয় এবং কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়

ও রামনগর নিবাসী শ্রীযুক্তশশীভূষণ অধিকারী মহাশয় শীঘ্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইবেন। তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া এতদঞ্চলের অনেক কায়স্থ অনুপনীত রহিয়াছেন।

১৩। কায়স্থোপনয়ন।—ঢাকানগরে ৮নং বাসাবাড়ীলেন তাঁতীবাজার রোড হইতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১২ই চৈত্র প্রসিদ্ধ ঢাকার মোক্তার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ ঘোষচৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজ বাসার কেন্দ্রে তিনি নিজে এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী বি, এল উকিল মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী যিনি এই বৎসর বিএ পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন অভয় বাবু ৭০ বৎসর বয়সে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সমাজে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিলেন।

১৪। ফরিদপুর জিলান্তর্গত লক্ষ্মীকোল গ্রামস্থ কায়স্থ সভার সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিতেছেন "বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরে আমরা নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হওয়ায় বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের আনন্দোচ্ছ্বাস দৈনন্দিন প্রবল হইতেছে। দুঃখের কথা আর কি লিখিব আমাদিগের স্বজাতি কায়স্থগণও যেন আমরা উপবীতী বলিয়া বিপরীত ভাব দেখাইতেছেন। যে ২।৩ জন আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন তাঁহাদেরও কথায় ও কাজে এক নয়। অধুনা নানাকারণে উপনীত কায়স্থগণের মধ্যে আমরা ভ্রাতাদ্বয় যার পর নাই অসুবিধা ভোগ করিতেছি, কিন্তু হৃদয়ের বল নষ্ট হয় নাই "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ইহাই আমাদিগের জীবনের মূল মন্ত্র" অধিক আর কি লিখিব।" আমরা আশা করি লক্ষ্মীকোল রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ দস্তিদার মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে বিশেষ ভাবে এবং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। রাজষ্টেটে তাঁহাকে কোনও কার্য্য দিয়া প্রতিপালন করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।

১৫। ত্রয়োদশাহে কায়স্থ শ্রাদ্ধ।—দিনাজপুর রাজধানী হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—অত্রস্থ রাজধানী গড় নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যম পুত্রবধূর মৃত্যুতে গত ১৭ই ফাল্গুন তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ত্রয়োদশাহে নিষ্পন্ন হইয়াছে, পণ্ডিতপ্রবর রাজকিশোর দেববর্ম্মা মহাশয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে কায়স্থ ভোজনও সম্পন্ন হইয়াছে।

১৬। আগামী চৈত্র মাসে ১২ বৎসরপরে হরিদ্বারের প্রসিদ্ধ কুম্ভ মেলা আরম্ভ হইবে। ভারতের নানাস্থান হইতে স্বেচ্ছা সেবকগণ চিকিৎসক ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া তথায় যাইতেছেন। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে সম্মিলিত লক্ষ লক্ষ যাত্রীগণকে সংক্রামক ব্যধির করাল কবল হইতে রক্ষা করিবেন। বিস্তারিত বিবরণ চৈত্র মাসের প্রতিভায় পাইবেন।

১৭। বঙ্গদেশের বজেট্। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভাতে ১৯১৫-১৬ সনের আয় ব্যয়ের সমালোচনা হইতেছে। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সভাপতি ও মান-

নীয় অনেক সভ্যগণ উপস্থিত। এই বজেটকে সামরিক (War Budget)বজেট্‌ বলিলে ক্ষতিনাই। আয় ও ব্যয়ের সংকোচ ইহার প্রধান লক্ষণ। আয় রাজস্ব(Revenue)হইতে ২১ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ পাটের বাণিজ্যের অবনতি। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে পাটই আমাদের প্রধান সম্পত্তি। ব্যয় স্থানে ৮৩ লক্ষ টাকা কম ধরা হইয়াছে। এই ভীষণ যুদ্ধ জন্য বঙ্গদেশ ভারত শাসন হইতে কত টাকা পাইবেন ও দিবেন তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন আমরা বঙ্গদেশ হইতে কাহাকে কিছু দিতে চাহি না ও কাহারও নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করি না। আমাদের দেশের আয় আমরা এই দেশে ব্যয় করিতে পারিলে আমাদের কোনও অভাব থাকিবে না। এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগে অনেক টাকা কম ধরা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিনা ব্যয়ে প্রজাপুঞ্জ প্রাপ্ত না হইলে আমাদের দেশের নর নারীগণ চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রহিবে। এই মহতী ব্রতে মহামনা গোখলে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি উন্নতি কল্পে গভর্মেণ্ট মনোযোগী হইয়া অর্থ ব্যয় না করিলে দেশকে দারিদ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করা সুকঠিন।

১৮। পাশ্চাত্য মহাসমর ভীষণ বেগে চলিতেছে। মিত্রপক্ষদিগের সর্ব্বত্র জয়। বর্ত্তমানে ৪টী স্থানে সংঘর্ষ হইতেছে। যথা—১ম, তুরস্কের রাজধানী স্তাম্বোলনগর, মিত্রপক্ষগণের রণতরী অবরোধ করিবার জন্য বসফোরস্‌ ও মারমোরার চতুর্দ্দিকে দুর্গসকল ক্রমে ক্রমে গোলাবর্ষন দ্বারা বিনষ্ট করিতেছেন। মিত্রপক্ষগণ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। স্তাম্বোল রাজধানীর নরনারীগণ সন্ত্রাসিত হইয়া গৃহেরছাদ ও উচ্চস্থান হইতে মিত্রপক্ষগণের রণতরীর অগ্রসর অবলোকন করিতেছেন। যুবক তুরস্কগণ যাহারা এই যুদ্ধের নেতা তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্তাম্বোল নগর পরিত্যাগ করিতেছেন। ২য় পূর্ব্বপ্রসিয়া যাহাকে গ্যালিসিয়া বলে। ইহার বিস্তৃত অংশ রুস জয় করিয়া শাসন করিতেছেন। কারপেথিয়ান পর্ব্বতমালার নিকট অনেকস্থান রুসের করতলগত। ১৮টী গ্রাম পরিব্যাপ্ত প্রেজ্‌মিসিলনামক একটী প্রকাণ্ড দুর্গ রুস সম্প্রতি জয় করিয়া বিংশসহস্র প্রসিয়া সৈন্য হস্তগত করিয়াছেন। তৃতীয় ফ্লাণ্ডরস ও পশ্চিম ফ্রান্স; এইস্থানে আর্ম্মানগণ সম্পূর্ণ প্রকারে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ৪র্থ পোলাণ্ড। এই স্থানে ও জার্ম্মন পরাজিত হইয়াছেন। এমন কি তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান হইতে জার্ম্মন সৈন্য ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরিত হইতেছে। এইক্ষণ আশা করা যায় ভিয়েনা ও স্তাম্বোল মিত্রপক্ষগণের করতলগত হইলে বোধ হয় এই ভীষণ যুদ্ধের পরিসমাপ্ত হইতে পারে।

১৯। "কায়স্থ-সভার ইতিবৃত্ত।"—এই প্রবন্ধে লোক বিশেষের প্রশংসাবাদ থাকায় কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। আমাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা লেখক মহাশয় অযোগ্য ব্যক্তিতেই ন্যস্ত করিয়াছেন। প্রতিভার পাঠকগণ দয়া করিয়া আমাকে "তুল্যনিন্দা স্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" দলের মধ্যে রাখিয়া দিবেন

বিশেষতঃ প্রতিভার উপর আমার নিজের আধিপত্য শনৈঃ শনৈঃ স্খলিত হইতেছে। আমার দৌর্ব্বল্য এতদূর হইয়াছে যে আমি এক কলম ও লিখিতে পারি না। আপত্তিকারী মহোদয়গণ এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিলেই আমরা সাদরে উহা গ্রহণ করিব। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই প্রবন্ধের কোনও স্থলে লেখক কি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তবে সে কোন্ স্থলে?— আপত্তিকারীগণ তাহা দেখাইয়া দিলে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তাহার উত্তর দিবেন। আমারা প্রবন্ধের মতামতের জন্য দায়ী নহে। "নীতি-শতকে" রাজা ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

নিন্দন্তুনীতিনিপুণা, যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষীঃসমাবিশতু, গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরেবা।
ন্যায্যাৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

অর্থাৎ—নীতিনিপুণ মহাত্মাগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষীদেবী গৃহে আসুন বা যথাইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক, বা শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে একবিন্দুও বিচলিত হন নাই। আমরা যদি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইয়া থাকি, আপত্তিকারীগণ দয়া করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন।

২০। মুঙ্গের কায়স্থসভা।—উক্ত সভার সম্পাদক বাসুদেওপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ঘোষ মহাশয় যে পত্র আমাদিগকে লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সমগ্র পত্র সন্নিবিষ্ট করিবার স্থানাভাব। বিগত ১৮ই মাঘ সোমবার সায়ংকালে মুঙ্গের ট্রেনীং একাডেমির সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ হইলে একটী কায়স্থসভার অধিবেশনে প্রায় ২৫০শ কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ চৌধুরী বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী হরিহর ঘোষবর্ম্মা মহাশয় হিন্দী ভাষায় কায়স্থ যে মসীজীবী ক্ষত্রিয় প্রমাণ করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রচারক কে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। তদনন্তর ২২ শে মাঘ উক্ত সভার দ্বিতীয় অধিবেসনে প্রচারক মহাশয় বিহার ও বঙ্গীয় কায়স্থের একত্ব প্রমাণ করেন। ইহারা সকলেই চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ ও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের দ্বাদশ শাখা হইতে সমুৎপন্ন। (ক) এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে স্থির হয় যে বিহার ও বঙ্গীয় কায়স্থগণ অচিরে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন ও মুঙ্গের কায়স্থসভা বঙ্গীয় কায়স্থ সভার একটী শাখাসমিতি রূপে স্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইল। অতঃপর ধন্যবাদ অন্তে সভা ভঙ্গ হয়। উক্ত ২টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। সেসনজজ শ্রীযুক্ত রামদয়াল দত্ত, ব্যরিষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, মুঙ্গের কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু, সরকারী

(ক) ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি হইতে প্রচারিত "কায়স্থতত্ত্ব" নামক পুস্তকে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশতরু (Geneologi cal Tree) পঠিব্য। সম্পাদক।

উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, তথা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস,শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনেন্দ্রনাথ নাগ, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু এম, এ, শ্রীযুক্ত বদরিনারায়ণ অম্বষ্ঠ ইত্যাদি।

২১। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। (An appeal)শিক্ষাই উন্নতির কারণ একটী শৃঙ্খলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র শৃঙ্খল যদি দুর্ব্বল হয় তবে আকর্ষণ মাত্রেই যেমন উহা ছিন্ন হয়, তদ্রূপ মানব সমাজে পূর্ণভাবে একতা এক প্রাণতা ও দৃঢ়তা না থাকিলে কোন সদনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। কায়স্থ সমাজের জাতীয় বৃত্তি উত্তরোত্তর পরহস্তগত হওয়ায় উক্ত জাতি ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। সমাজের নেতাগণ ইহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিগত ১৩১৭ সন হইতে বাগেরহাট কায়স্থ সম্মিলনী সভার তত্বাবধানে আমরা অতি কষ্টে ভিক্ষাস্বরূপ কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কায়স্থ অনাথা বিধবাদিগের অন্ন কষ্ট দূর ও অনাথ বালক বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার নামে একটী অতি ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছি। উক্ত ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থের সুদ হইতে যতদূর সম্ভব উক্ত কার্য্যের সাহায্য হইতেছে। আপাততঃ চারিটী কায়স্থ ছাত্র এই ভাণ্ডারের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। যে সমস্ত উদার প্রকৃতি দাতা স্বজাতিবৎসল ও সহৃদয় কায়স্থ মহোদয়গণ এই ভাণ্ডারের সাহায্য জন্য কিছু কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মাসিক, বার্ষিক কিম্বা এক কালীন যাহা কিছু পাঠাইবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মুদ্রিত রসিদ ধন্যবাদের সহিত ডাকযোগে পাইবেন। সাহায্য প্রার্থী বালকগণের কর্ত্তব্য তাহারা স্বীয় স্বীয় গ্রামের গণ্য মান্য অন্ততঃ দুইজন ভদ্রলোকের সার্টিফিকেট সহ ভাণ্ডারের সম্পাদক মহাশয় নিকট দরখাস্ত করিবেন। ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহ জন্য এজেণ্ট আবশ্যক। তাহারা শতকরা নির্দ্দিষ্ট কমিশন পাইবেন। কায়স্থ সমাজে বিবাহ প্রভৃতি শুভ কর্ম্মোপলক্ষে যে ব্যয় নির্দ্ধারিত হয় তাহার শতাংশের একাংশ দান করিলেই যথেষ্ট মনে করিব। অন্যান্য বিষয় এজেণ্ট ও ছাত্র গণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দ্বারা অবগত হইবেন। ইতি

উকিল শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ বর্ম্মা, সম্পাদক
তালুকদার শ্রীযুক্ত শুকলাল নাগ, কোষাধ্যক্ষ
প্রচারক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, কার্য্যাধ্যক্ষ

২২। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর অন্তর্গত ধলগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—সূচইল নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় অনেক নিষ্ঠাবান পুরুষ। ইনি কলিকাতায় উপবীত গ্রহণ করিয়া দেশে আসিয়া একটী সভা আহ্বান করেন। কায়স্থ মণ্ডলীর অধিকাংশের মতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ স্থির হইলেও কতিপয় বৃদ্ধের ভীরুতায় রাসবিহারী বাবুর সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না। তদনন্তর রাসবিহারী বাবুর পিতৃ দেব পরলোকে গমন করিলে, মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতৃদেবের আদেশানুসারে রাসবিহারী বাবু মাসাশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন। রাসবিহারী বাবু অবস্থাপন্ন লোক, পিতৃ শ্রাদ্ধের ব্যয়বাহুল্য করিবেন বলিয়া দূরস্থিত অনেক

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠান, কিন্তু কুকুরা নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণের কুচেষ্টায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকে রাসবিহারী বাবুর বাটিতে আসিতে বাধাদেয়। এমন কি যাঁহারা রওনা হইয়াছিলেন তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু কর্ম্মবীর রাসবিহারী বাবু কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া অন্যস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং যথা সময়ে প্রায় ৫০।৬০ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া উক্ত ঘোষজ মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় রাসবিহারী বাবুর কুল পুরোহিতমহাশয় কুকুরা গ্রামের অধিবাসী হইয়াও বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ গণের কুপরামর্শে তাঁহার পুরাতন যজমানকে পরিত্যাগ করেন নাই। গত ১৫ই ফাল্গুন উক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। অত্রস্থ ব্রাহ্মণ দিগের ঐ দিবসের ব্যবহারে সমবেত কায়স্থ মণ্ডলী যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়া এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া গত ১৭ই ফাল্গুন তারিখে রাসবিহারী বাবুর পিতৃদেবের মৎস্তমুক্তিরদিন উক্ত ঘোষজ মহাশয়ের বাটীতে একটি কেন্দ্র করিয়া নিম্ন লিখিত অষ্ট বিংশতি কায়স্থ এবং গত ২৪ শে ফাল্গুন তারিখে সুচইল নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে আর একটী কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ৫ জন কায়স্থ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

উপবীত কায়স্থগণের নাম।

১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়।
২। " নিবারণচন্দ্র রায়
৩। " রসিকলাল রায়
৪। " সীতানাথ দাষ
৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
৬। " সতীশচন্দ্র রায়
৭। " ননীগোপাল ঘোষ
৮। " সতীশচন্দ্র রায়
৯। " যোগেশচন্দ্র রায়
১০। " নিশিকান্ত সরকার

সর্ব্বসাকিন সুচইল।

১১। " শুকলাল ঘোষ
১২। " হীরালাল বসু
১৩। " ললিতমোহন বসু
১৪। " কালীপদ বসু

সর্ব্বসাকিন পাইকেরডাঙ্গা

১৫। " শ্যামলাল বসু
১৬। " সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৭। " নলিনীকান্ত রাহা
১৮। অবিনাশচন্দ্র সরকার
১৯। " হীরালাল বসু
২০। " অমৃতলাল বসু
২১। " রাখালকৃষ্ণ সরকার
২২। " অপ্রতুলচন্দ্র সরকার
২৩। " সতীশচন্দ্র রাহা
২৪। " চন্দ্রবিলাস দেব

সর্ব্বসাকিন পাথরঘাটা।

২৫। " কেদারনাথ সেন

সাং বনমালীপুর।

২৬। " অমৃতলাল হোড়

সাং ভাদুলিয়া।

২৭। " বিজলীভূষণ সরকার

সাং আমগ্রাম।

২৮। " বনয়ারীলাল বসু

সাং সিঙ্গীয়া।

২৩। এই সংখ্যার "কায়স্থ-বালিকার প্রাণ"শীর্ষক প্রবন্ধটী কায়স্থ পত্রিকার বৈশাখী সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ কবিরাজ মহাশয় একই প্রবন্ধ উভয় পত্রিকায় পাঠাইয়া কতদূর সাহিত্যিক অপকীর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। আবদুল্লাবাদ নিবাসী ৺ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একটী বিবাহ যোগ্য দ্বাদশবর্ষ দেশীয়া লাবণ্যময়ী সুশিক্ষিতা কন্যা আছে। তাহার জন্য বঙ্গজশ্রেণীর কায়স্থ পাত্রের আবশ্যক। কন্যার পিতা বার্ষিক ৪০০৲ আয়ের যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্তকন্যার স্ত্রীধন হইবে। শ্রীনীলকান্ত বসু, আর্য্যদত্তপাড়া, ফরিদপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিবেন। কুষ্টিয়া (নদীয়া)

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্ত সাতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র বর বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সংশ্লিষ্ট, কায়স্থ জাতিতত্ত্বে বুৎপন্ন মিত্রবংশীয় (বঙ্গজ) আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবরের একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। যে কোনও শ্রেণীর ঘোষ, বসু ও গুহ বংশীয় উপবীতী পাত্রের প্রয়োজন। যাঁহারা পণ গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ এইরূপ ত্যাগী মহাত্মাগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হউন। কন্যা সুন্দরী ও সুশীলা গৃহকার্য্যে দক্ষা ও বুদ্ধিমতী। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ১৮নংকালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীষ্টীট, কলিকতা।

৯। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাস, জমিদার গোপালপুর, পোষ্ট সাঁথিয়া জেলা পাবনা লিখিতেছেন—আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন কন্যা সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

১০। নিম্নলিখিত ৩টী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম নালী পোঃ শিবালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নালী নিবাসী ২৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২৫৲ বৃত্তি প্রাপ্তে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২৩।২৪ কলিকাতার কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।২৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি জলপাইগুড়িতে চা বাগানে ৩০৲ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

সূচীপত্র

১৩২১ বঙ্গাব্দ, চৈত্র

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

[মাসিক পত্রিকা]

৭ম খণ্ড। { চৈত্র, ১৩২১ সাল। } ১২শ, সংখ্যা।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষদ্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকারমব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষীপরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ।

স (আত্মা) পর্য্যগাৎ (পরিসমন্তাৎ, অগাৎ গন্তবান্, আকাশবৎ ব্যাপী ইত্যর্থঃ) শুক্রং (শুদ্ধং দীপ্তিমান্) অকায়ং (অশরীরো লিঙ্গশরীর বর্জ্জিতঃ) অব্রণং (অক্ষতং) অস্নাবিরং (স্নাবা শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যতে) শুদ্ধং (নির্ম্মলং) অপাপবিদ্ধং (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপবর্জ্জিতং) কবিঃ (ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদৃক্) মনীষী (মনসঃ ঈষিতা, সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ) পরিভূঃ (সর্ব্বেষাং পর্য্যুপরি ভবতি) স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়মেব ভবতি)। (সঃ) যাথাতথ্যতঃ (যথাভূতকর্ম্মফলসাধনতঃ) শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যাভ্যঃ). সমাভ্যঃ (সম্বৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ ইত্যর্থঃ) অর্থান্ (কর্ত্তব্যপদার্থান্) ব্যদধাৎ (বিহিতবান্) ॥৮॥

ভাষ্যম্।

যোঽয়মতীতৈর্ম্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা স স্বেনরূপেণ কিং লক্ষণ ইত্যাহায়ং মন্ত্রঃ। স পর্য্যগাৎ স যথোক্ত আত্মা পর্য্যাগাৎ পরিসমন্তাদগাদ্ গন্তবানাকাশবদ্ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মদ্দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরো লিঙ্গশরীরবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অব্রণমক্ষতম্। অস্নাবিরং স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ন বিদ্যন্তে ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যাভ্যাং স্থূলশরীরপ্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্ম্মলমবিদ্যামলরহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং

ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপবর্জ্জিতম্। শুক্রমিত্যাদীনি বাচাংসি পুল্লিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি। স পর্য্যগাদিত্যুপক্রম্য কবির্ম্মনীষীত্যাদিনা পুল্লিঙ্গত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদৃক্। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্ব্বেষাং পুর্য্যুপরি ভবতীতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মেব ভবতীতি যেষামুপরিভবতি যশ্চোপরি ভবতি স সর্ব্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভুঃ। স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরো যাথাতথ্যতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তথা তথা ভাবো যাথাতথ্যং তস্মাত্তথাভুতকর্ম্মফলসাধনতোঽর্থান্ কর্ত্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাদ্বিহিতবান্ যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যো নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাপতিভ্যঃ ইত্যর্থঃ ॥৮॥

অনুবাদ।

পুর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমুহে যে আত্মার বিষয় বলা হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, শরীরহীন (লিঙ্গশরীরবিহীন) অক্ষত ও শিরাবর্জ্জিত। অক্ষত ও শিরাবর্জ্জিত এই দুই শব্দদ্বারা স্থুলশরীর প্রতিষেধ করা হইল। তিনি নির্ম্মল অর্থাৎ অবিদ্যামলরহিত, এই শব্দদ্বারা আত্মার কারণশরীর প্রতিষিদ্ধ হইল। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপরহিত, সর্ব্বদর্শীমনের নিয়ন্তা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, সর্ব্বোপরি অবস্থিত এবং স্বয়ম্ভু। সেই নিত্য মুক্ত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বহেতু যথাবিহিত কর্ম্মফল সাধনার্থে যথানুরূপ কর্ত্তব্য পদার্থ সমুহ চিরন্তন সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতিগণের প্রতিবিধান করিতেছেন। পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্টকর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট ফলের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রজাপতিগণের প্রতি অভিলষিত ফললাভার্থে নানা প্রকার কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। যেমন যে ব্যক্তি স্বর্গগমনে ইচ্ছুক, সে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা তাহার বাসনা পুর্ণ করিতে পারে, কিন্তু কৃষিকার্য্যদ্বারা তাহা সাধিত হয় না। সম্বৎসর শব্দদ্বারা সম্বৎসর নামক প্রজাপতিগণকে বুঝাইতেছে। (ক্রমশঃ)।

টীকা।—সোঽমিতি। স্নু প্রস্করণে ধাতুঃ। স্নাবয়স্তি শরীরমিতি স্নাবাঃ শিরাঃ ক্রান্তমতিক্রান্তং নষ্টমিত্যুপলক্ষণং ভুতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান দর্শী ॥৮॥

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

বসন্তে।

মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষোধীঃ॥
মধুনক্ত মুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥
মধু দৌরস্ত নঃ পিতা।
মধুমান্ নো বনস্পতি, মধুমাং অস্তসূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ॥
মধুঃ মধুঃ মধুঃ !!! *

* বসন্তকালের আদি মাস চৈত্র, ইহাকে মধুমাস বলে। সম্পাদক।

বসন্তে।

প্রফুল্ল চূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণ সায়কো
দ্বিরেফমালা বিলসদ্ধনুর্গুণঃ।
মনাংসিভেত্তুং সুরত-প্রসঙ্গিনাং
বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥
দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবন সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবশাশ্চ রম্যাঃ
সর্ব্বংপ্রিয়ে! চারুতরং বসন্তে॥

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা বালা বহুদিন পরে (ক)
সহিয়া বিষম জ্বালা, বিরহ দহন,
পাইলে সন্দেশশুভ পতি-আগমন,
যথা সাজে পতি-প্রিয়া প্রফুল্ল অন্তরে,—
সুনীল কৌষেয় বাস নয়ন রঞ্জন
উজ্জ্বল বরাঙ্গে বামা কুতূহলে পরে,
অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্কার শোভে থরে থরে,
নিতম্বে মেখলা, করে বলয় কঙ্কণ,—
লোহিত তাম্বূল রাগ নধর অধরে,
কজ্জলে উজ্জ্বল নীল নয়ন যুগল,
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, অলক উপরে
হৈম সিঁথি, মুক্তামালা শোভে ঝল মল,—
বিবিধ সুরভি রস মাখি কলেবরে
চাহে"বাসসজ্জা"বালা গবাক্ষেকেবল। (খ)

বহুদিন পরে আজি বসুধা তেমতি
পাইয়াছে সমাচার পিকবর রবে,—
"আসিছে বসন্ত কান্ত প্রিয় প্রাণপতি (গ)
মিলিতে তাহার সহ প্রেমের পরবে,
শুনিয়া এ শুভবার্ত্তা হের বসুমতী,
সাজিছে হরষভরে, ভুলাতে মাধবে, (ঘ)
কমনীয় কলেবর রমণীয় অতি,
ধরেছে দ্বিগুণ কান্তি যৌবন গরবে।
প্রবাল উজ্জলবাস, কুসুম ভূষণ,
সীমন্তে নীহার বিন্দু চারু মুক্তাহার,
তাহে শোভে শশধর শুভ দরশন,
গলায় তারার মালা জ্বলে চমৎকার!
নিঃশ্বাসে সুরভিবাস বহিছে কেমন!
প্রেমাবেশে পড়ে মধু চরণে তাহার।

অসৌ মরুচ্চুম্বিত চারু কেসরঃ
প্রসন্নতারাধিপ মণ্ডলাগ্রণী।
বিযুক্ত রমাতুর দৃষ্টিবীক্ষিতো
বসন্তকালো হনুমানিবাগতঃ॥

প্রাবৃটের প্রভূত বারিবর্ষণের পর, শরৎ-কালে প্রকৃতি দেবীর যে অতুলনীয় শোভা বিকসিত হয়, তাহা কবিজনের উপভোগ্য, সন্দেহ নাই। সদ্যোমেঘ নির্মুক্ত সুনীল আকাশে সমুজ্জ্বল কান্তি শরচ্চন্দ্রের সুষমা,—বারিবিধৌত, শাণোল্লীঢ় মরকত মণিবৎ হরিদ্বর্ণ পত্রাবলি পরিশোভিত বৃক্ষবল্লরীর শাখা প্রশাখায় নানাবিধ সুদৃশ্য প্রসূনরাশির সুমিষ্ট সুগন্ধ, দিগন্ত-বিস্তারি শ্যামশোভামণ্ডিত কেদারের

(ক) কোন কারণ বশতঃ যে পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী বিদেশে গিয়াছেন, তাহার বিরহে দুঃখিতা সেই পতিব্রতা নারীকে অলঙ্কার শাস্ত্রে "প্রোষিত ভর্ত্তৃকা" বলে।

(খ) যে নারী প্রিয়তমের মিলনাকাঙ্ক্ষায় নিজ বাসস্থল এবং আপনার দেহ উত্তমরূপ সজ্জিত করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তাহাকে "বাসসজ্জা" বা "বাসক সজ্জা" বলে।

(গ) যে পুরুষ এক পত্নীব্রত ও স্ত্রীর প্রিয়, তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে "কান্ত" বলে।

(ঘ) বসন্তের অপর নাম "মধু" মধুর অধিষ্ঠাতৃ দেব মাধব।

বক্ষঃশোভিত শস্যসম্ভার, প্রচুর অথচ সুনির্ম্মল জল শালিনী তটিনীর উভয়কূলে কাশকুসুম-স্তবকের শুভ্রশোভা, প্রভৃতি প্রকৃতি সম্পদ, প্রকৃতই উপভোগের বিষয়। কেদার কানন কুন্তলা জননী জন্মভূমির সেই শ্যাম শারদ শ্রী যিনি একাগ্র চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন নাই, এমন বাঙ্গালী কেহ আছেন কি? তদুপরি, বিগত শুভ শরৎকালে শারদার শুভাগমন ও আমাদের চিরস্মরণীয় চিরানন্দময়ীর আগমনে দুঃখদৈন্য নিপীড়িত পরম দুর্ভাগাও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাই শরৎকাল বঙ্গের বড় আদরের, বড় পূজার, বড় আনন্দের কাল।

শরতের পর শীত। পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে শীত প্রকৃতির যে প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির চিত্র আমাদের মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়, যাঁহারা নিজ নিজ ভাগ্যগুণে তাঁহার সেই ভীমা প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার মহিমা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, এদেশে তাঁহার সে মূর্ত্তি নাই। এদেশে যদিও নিতান্ত দরিদ্রের পক্ষে শীত কিঞ্চিৎ কষ্টকর বটে, তথাচ নূতন শস্য লাভের লোভে তাহার সেই কষ্টের কথা আদৌ মনেই থাকে না; আর বড় লোকের ত কথাই নাই। শীতকালে ধনী দরিদ্র সকলেই প্রায় নূতন অন্ন, নূতন বস্ত্র এবং নানাবিধ নূতন নূতন ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হয়েন, তাই পৌষমাস এদেশে মাসের রাজা,—পৌষমাসে ধান্যাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবীর প্রথম পূজা আরব্ধ হয়,—আপামর সাধারণ সকলেই পৌষমাস কে চিরস্থায়ী হইতে অনুরোধ করেন।

হায়! আমাদের সকল প্রিয় বস্তুকেই আমরা চিরস্থায়ী করিতে চাহি; অথচ একবারও ভাবিয়া দেখিনা, আমরা নিজে কত দিন স্থায়ী? দেখিতে দেখিতে পৌষ এবং মাঘ মাসের সহিত শীত ঋতুও বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এবং চৈত্রের নূতন বায়ু ঋতুরাজ বসন্তের শুভাগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল। আমরা আইস, রাজার অভিবাদন করি। হে প্রিয় বঙ্গবাসিন্, আইস, আজি মহাকবির সহিত তোমার প্রিয় কামনা করিয়া বলি,—

"মলয় পবন বিদ্ধঃ কোকিলেনাভিরম্যঃ
সুরভি মধুনিষেকাল্লব্ধগন্ধপ্রবন্ধঃ।
বিবিধমধুপযূথৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমন্তাদ্,
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠ কালঃ সুখায়॥"

ঋতুরাজ বসন্তের শুভাগমন নিবন্ধন পৃথিবীতেযে কি মহতী পরিবর্ত্তন পরম্পরা উপস্থিত হয়, তাহার বিবিধ মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ জগৎ প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিসমূহ রচনা করত অমরত্ব লাভ করিয়াছেন;-তাহার পুনরুক্তির ব্যর্থ চেষ্টা করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। ভারতের মহাকবি, ভারতের শিরোমণি স্বরূপ শিব নিবাস হিম শৈলরাজের কলেবরে বসন্তের অবতার বর্ণনা করিয়াছেন। তথায় তিনি, স্থাবর তরু গুল্মলতা, এবং জঙ্গম পশুপক্ষি মনুষ্য কিন্নর, এই উভয়বিধ প্রকৃতির উপর বসন্তাবির্ভাবের প্রভাব অতিশয় হৃদয়োন্মাদিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বর্ণনার তুলনা. জগতের অন্য কোথায় আছে কিনা জানিনা, কিন্তু ভারতে আর নাই। রামায়ণে, শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে ও ঋতুসংহার কাব্যে অতিচমৎকার বসন্ত বর্ণনা আছে, কিন্তু কুমার সম্ভবের সে বর্ণনা :অবর্ণনীয়,—কেবল অনুভবের যোগ্য। ভারতীর প্রিয়তম পুত্র

ব্যতীত আর কে সেরূপ বর্ণনায় সাহসী হইবে।

মানুষের দেহে একবার জরার সঞ্চার আরম্ভ হইলে, সে দেহ ধ্বংসসাৎ না করিয়া রাক্ষসী আর নিবৃত্ত হয় না;—তাই মনুষ্য দেহে আমরা বসন্তাবির্ভাব দেখিতে পাইনা। প্রকৃতি রাণী চিরজীবিনী,-তাই বর্ষে বর্ষে শীতাগমে তিনি জরা কবলিত হইলেও শীতান্তে আবার নব যৌবন লাভ করেন। প্রকৃতই বসন্তাগমে প্রকৃতির জরাগ্রস্ত শরীরে প্রাণের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়, শুষ্ককাষ্ঠ ও মঞ্জুরিত হইয়া উঠে। বৃক্ষলতা পশু পক্ষী, নর অমর সকলেই নিজ নিজ অধিকার মত মায়ের এই অমৃতের অংশ পাইয়া থাকে। তাই বসন্তাগমে বৃক্ষলতা নূতন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উঠে, তাহাদের শরীরের ভিতরেও প্রাণের তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। অরণ্যের পশু পাখীও জননীর আশীর্বাদে নূতন কেশ ও বেশে সজ্জিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়েও রস স্রোত অতি প্রবল বেগে ছুটিতে আরম্ভ করে। মানুষ আমরা সৃষ্টির সাররত্ন বলিয়া অভিমানও অহঙ্কার করিবটে, কিন্তু জননী প্রকৃতির কোমল ক্রোড় অনেক দিন পূর্ব্বে পরিত্যাগ করায় তিনি আর আমাদিগকে সেরূপ ভালবাসা দেখান্ না। কোলের ছেলের উপরই মায়ের টান বেশী, তাই তিনি বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের বেশ ভূষা নূতন করিয়া দেন না, বৃক্ষলতা গুল্ম ওষধি অথবা পশু পক্ষ্যাদির মত নূতন নূতন কেশ বেশাদি আমাদের জন্মেনা। বসন্তকালের মহিমা কি তবে আমাদিগের উপর নিষ্ফল?

না,—তাহা কদাপি নহে। যদিও আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যার মত অনেক দিন হইল, প্রকৃতি জননীর কোল এবং আঁচলের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছি,—তথাচ তিনি কি তাঁহার অমৃতময় আশীর্বাদ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন? তাই দেখ, বসন্তাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, মলয় মারুতের প্রথম হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গেই, আমাদের প্রাণে অতি তেজস্কর এবং সুখকর একটী বৈদ্যুতিক স্রোতের সঞ্চার হয়। বৃক্ষলতাদির নব মুকুলোদ্গমের সহিত, পুংস্কোকিলের প্রথম কাকলী ঝঙ্কারের সহিত, মন্দমলয়ানিলের প্রথম তরঙ্গের সহিত, এখনও মানব মানবীর প্রাণে একটা প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার যে হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই উদ্দীপনার গতি কি একান্ত উপেক্ষার দ্রব্য? অথবা উহার মধ্যে কোন বার্ত্তা নিহিত আছে?—

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আধুনিক জীবতত্ত্ব শাস্ত্র অতি নিপুণতায় সহিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া যে মহান্ সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রাণপণ প্রণিধান এবং সুগভীর গবেষণার যোগ্য। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষাদৃষ্ট প্রত্যক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ যুক্তি ব্যূহ সহায়ে প্রতিপাদন করিতেছেন যে জীবজগতের মূলে একটীমাত্র মহাসত্য নিহিত—উহা কেবল সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষা করার চেষ্টা মাত্র। কি জরায়ুজ, কি অণ্ডজ, অথবা কি উদ্ভিজ্জ সমস্ত জীবেরই একমাত্র উদ্দেশ্য,—নিজ জাতিকে চিরস্থায়ী করা। বৃক্ষলতার পত্রোদ্গম, পুষ্পবিকাশ, ফলোৎপত্তি, এবং তাহাদের পত্র-পুষ্প-ফলে রূপ-রস-গন্ধের অস্তিত্ব,—

সকলেই তাহার নিজ নিজ জাতিকে ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ সৃষ্টি-ক্রমকে বা নিজবংশকে স্থায়ী করিবার নিমিত্ত হইতেছে। কীট বা পশুপক্ষ্যাদির বিবিধ বর্ণের পক্ষ বা দেহ, উহাদের স্বর,বর্ণ, রস,গন্ধ এবং আত্মরক্ষার অস্ত্রাদি সকলেরই ঐ এক উদ্দেশ্য। সিংহের নখ, দন্ত,কেশর,ময়ূরের পক্ষ, মহিষের শৃঙ্গ, কোকিলের কুহু, রসালের রস, সকলেরই মূলে ঐ একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আর একটী নিয়ম আছে,—তাহা জীবিকাসংগ্রহের চেষ্টা ও আত্মরক্ষা। বংশরক্ষা করিতে হইলেই জীবকে তাহার জীবিকা সংগ্রহ করিতে হয় এবং শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এই জীবিকাসংগ্রহেরই অপর নাম জীবিকা-সংগ্রাম। জীবজগতের এই সংগ্রাম অপেক্ষা পুরাণ অথবা ইতিহাসের বর্ণিত কোন মহাযুদ্ধই ভীষণতর নহে। সবলের নিকট দুর্ব্বল প্রতিপদেই এই সংগ্রামে পরাস্ত হইতেছে; সবল দুর্ব্বলকে ধরিয়া খাইতেছে। যদি এই সংগ্রামে দুর্ব্বলের জাতি একেবারে আত্মরক্ষা করিতে না পারে,তাহাহইলে পৃথিবী হইতে তাহাকে চিরবিদায় লইতে হয়। লোমশ অতিকায় হস্তী, সুবৃহৎ সরীসৃপ এবং ডোডাপক্ষী প্রমুখ বহু জীবজাতিই একেবারে ধ্বংশপাইয়াছে। এই সংগ্রামই জীবজগতে এক অটল অচল দৃঢ় নিয়ম। বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে সমুদায় জীবজগতে জীবিকা সংগ্রহ অথবা জীবিকা সংগ্রামের নূতন এক যুগ আরম্ভ হয় এবং তাহাদের মধ্যে বংশরক্ষা প্রবৃত্তিও প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে।

জবতত্ত্বে পরম পণ্ডিত ন,ওয়ালোইভরুশ, হেকেল, জেড্ডেশ ও টমসন্ প্রমুখ মনীষিবর্গ যে সকল প্রমাণস্তূপ একত্রিত করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে, তাঁহাদের প্রচারিত মতকে ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়নের দ্বারা তাঁহাদের মত প্রকৃতই সুন্দররূপে সমর্থিত হয় সন্দেহ নাই। তথাপি ইহার সম্বন্ধে আমাদের একটী নিবেদন আছে। প্রকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীব সম্বন্ধে ঠিক একই প্রকার সত্য বা একই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। গণনাতীত কাল পূর্ব্বে মনুষ্য যে দিন প্রথমে নিজ মস্তিষ্কে বুদ্ধিবৃত্তির আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই দিনই ইতর জীবের সহিত তাহার এক সুবিস্তৃত ভেদ পরিখা প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই প্রভেদের পরিখা দিন দিন অধিকতর গভীর ও বিস্তৃত হইতে হইতে সম্প্রতি এক সাগরের সৃষ্টি করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে আবার এই প্রভেদ বহুপূর্ব্বে হইতেই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সভ্য সোপানের উচ্চাবচ অবস্থার অনুপাতে জগতের যাবতীয় মনুষ্যজাতির মধ্যেও বিবিধ প্রকার ভেদ স্বীকৃত ও সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার শ্রমবিভাগ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই প্রভেদের অস্তিত্ব আজিও সূচনা করিতেছে। বসন্তাবির্ভাবের উদ্দীপনা এই আর্য্য সভ্যতার নিয়মে কিরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজে নিজ প্রভাব বিস্তার :করিয়াছিল, আজ তাহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

আমাদের অনেক বিজ্ঞ সমালোচক মহা-

শয় হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে ইতর প্রাণীর কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? শিশুসন্তানের প্রতি পশু অথবা পক্ষিদম্পতীর নিরতিশয় স্নেহ, ডিম্বগুলিকে উপযুক্তমত সন্তাপ প্রদান ও যথাসময়ে চঞ্চুর দ্বারা ডিম্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে শাবককে সাহায্য করা, বায়সের বাসায় কোকিলের ডিম্ব প্রসব, বাবুই পক্ষীর কুলায় নির্ম্মাণ, পুত্তিকা এবং পিপীলিকার বল্মীকস্তূপ ও বাসস্থান গঠন, বীবর নামক উভচর জীবের জলমধ্যে সুড়ঙ্গ খনন এবং নদী হ্রদাদির বক্ষে সেতু প্রস্তত প্রভৃতি কার্য্যগুলি কি ইতর প্রাণীর বুদ্ধির পরিচায়ক নহে? বুদ্ধির অস্তিত্ব না থাকিলে কি উহারা নিজ নিজ শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত? কুকুর, হস্তী, বানর প্রভৃতি পশুর বুদ্ধির কাহিনী ত জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কথা ঠিক। তবে মানুষের বুদ্ধির সহিত ইতর প্রাণীর বুদ্ধির প্রভেদ বড়ই অধিক। ইতর প্রাণী তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস মাত্র প্রাপ্ত হয় ও কচিৎ বা দেশকালের বশবর্ত্তিতায় সেই অভ্যাস কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারে; কিন্তু উহারা বিবেচনা অথবা বিচার শক্তির প্রয়োগে সেরূপ সক্ষম হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কথিত পশু পক্ষী কীটাদি যেরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ জীবনযাত্রা পরিচালিত করিত, আজ তাহাদের বংশধরগণ ঠিক সেই ভাবেই অথবা নগণ্য মাত্র পরিবর্ত্তিতভাবে, চলিতেছে। মুরগীর বাসায় দশটী ডিম্ব হইতে দুইটি ফেলিয়া দিলে, সে কিছুতেই তাহার ক্ষতি বুঝিতে পারে না এবং ডিম্বগুলি তুলিয়া লইয়া তাহাদের স্থলে অণ্ডাকার খড়িমাটির খণ্ডগুলি রাখিয়া দিলেও সে বেশ নিশ্চিন্তমনে সে গুলির উপর বসিয়া "তা" দিতে থাকে। বীবর, বাবুই, উই প্রভৃতি চিরকালই একভাবে নিজনিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেছে,—সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতর প্রাণীর প্রাকৃত বুদ্ধির সহিত মনুষ্য জাতির নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিবৃত্তির প্রভূত প্রভেদ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে; স্থানাভাবে আমরা অধিকতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বিরত হইলাম।

মানুষ নিজ জীবনের কি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে গেলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে কেবলমাত্র বংশরক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি জীবনপথ নিযন্ত্রিত করেন না। নিতান্ত অসভ্য সমাজের কথা পরিত্যাগ করিয়া বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই যে সভ্য মানুষ মাত্রেই সুখকে জীবনের লক্ষ্য সুতরাং সভ্যতার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের একজন নূতন সমালোচক কোন এক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "সুখ" বড় ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য এবং সুখ কখনও উচ্চমনা মানবের শিক্ষা বা সভ্যতার আদর্শ হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, আমরা এই নবীন লেখকের সহিত একমত হইতে অসমর্থ অতি প্রাচীন, ভারতের আদি বিদ্বান, কপিল হইতে য়ুরোপের হিতবাদ প্রবর্ত্তক দার্শনিকগণ "দুঃখমোচনরূপ সুখলাভকেই" পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের নিরাশ,—অর্থাৎ অত্যন্ত নিরাশ, করিতে পারিলেই পরম বা চরম সুখলাভ হইয়া থাকে

এবং এই দুঃখ নিরসন করিবার চেষ্টা হইতেই জগতের দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলেই নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া থাকে।

সভ্য মানব মাত্রেই মানবাত্মার অমৃতত্বে বিশ্বাস করেন, ইহা বলিতে না পারিলেও জগতের অধিক সংখ্যক সভ্যমানব তাহা বিশ্বাস করেন, ইহা বেশ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি য়ুদীয় কি খৃষ্টান, সকলেই মৃত্যুর পর সুখদুঃখানুভবক্ষম আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ স্পষ্টতঃ এই কথা স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ তিনি ইহা মানেন তিনি হিন্দুর সহিত পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় যাবতীয় সভ্য জাতিই ইহলোক এবং পরলোক স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং উভয় লোক যাহার দ্বারা শুভকর অথবা সুখকর হয় তাদৃশী সাধনা, তাদৃশী শিক্ষা, তাদৃশী সভ্যতা ও তাদৃশী জীবনযাত্রাই মানব আপনার নিমিত্ত স্থির করিয়াছেন। আমাদের কোন কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"যা লোকদ্বয়সাধনীতনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"

ভারতের আর্য্য-সভ্যতাই পরলোকে সাধনা চাতুরীর লক্ষ্যকে "মোক্ষ" বা "মুক্তি" এবং ইহলোকে সাধনী চাতুরীর উদ্দেশ্যকে "কাম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই "কাম" নাম শুনিয়া ও তাহাকে ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছি দেখিয়া হয়ত আমাদের কোন নব্য সভ্য সমালোচক শিহরিয়া উঠিবেন; তাই প্রথমেই বলিতেছি, মাভৈঃ। অশেষ শক্তিশালিনী দেবভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে গৃহীত শব্দরত্নাবলী দীনা বঙ্গভাষার অধিকারে আসিয়া প্রায়ই অপদস্থ হইয়াছে। "কাম"ও এবম্প্রকার দুরবস্থায় কবলিত হইয়া অনেকেরই ঘৃণা অথবা কৃপার পাত্র হইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতা প্রকৃতপক্ষেই মানবাত্মার ইহলৌকিক লক্ষ্যকে "কাম"শব্দে অভিহিত করিয়াছেন;—সুতরাং উহারদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই বুঝাইয়া থাকে। এই হেতুই কামসূত্র-প্রণেতা অশেষ মনীষাসম্পন্নবাৎস্যায়ন ঋষি তাঁহার গ্রন্থের প্রথমেই "ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত লক্ষ অধ্যায়াত্মক ত্রিবর্গের সাধনভূত "কামশাস্ত্র" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই বিরাট শাস্ত্রেরই একদেশ গ্রহণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু "ধর্ম্মশাস্ত্র" দ্বিতীয়াংশ আশ্রয় করতঃ বৃহস্পতি ঋষি "অর্থশাস্ত্র" এবং তৃতীয়াংশ অবলম্বন দ্বারা মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়ে পৃথক্ "কামসূত্র" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে হইতে বাৎস্যায়ন মুনির অতি সংক্ষিপ্ত "কামসূত্রে" পরিণত হইয়াছে। (১) ইহাতে

(১) ভারতপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও নীতিবিদ চাণক্যের অপর নাম বাৎস্যায়ন। তিনি বলিতেছেন, "প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনমধ্যায়ানাং শত-সহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ ॥৫॥ তস্যৈকদেশিকং মনুঃ

কেবল মাত্র ছত্রিশটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে শাস্ত্রোক্ত সপ্তবিধ অধিকরণ অথবা পরিচ্ছেদের বর্ণনা আছে তবু বাৎস্যায়ন মুনি এই সূত্রশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া আজিও ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার একদেশ আমরা দেখিতে পাইতেছি।

বাৎস্যায়ন প্রণীত এই শাস্ত্র প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং জিজ্ঞাসুজনের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিমিত্ত বিবিধ অর্থ এবং আনন্দকরী বিদ্যাশিক্ষা ব্যবস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অতি পাপের কর্ম্ম এবং তাহা সমাজ ধর্ম্মের নিতান্ত অবনতিকর বলিয়া এখনও অনেক "শিক্ষিত" শ্রীমানের বিশ্বাস আছে। "কামসূত্র" পাঠে আনকের সেই বিশ্বাসের ভ্রম দেখিতে পাইবেন, সন্দেহ নাই। মুনি, নারী দিগকে চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন। (২) এই হেতুই ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কামকে ত্রিবর্গ সাধক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—

"কামের একেবারে অধীন হওয়া ভালনহে বটে, কিন্তু একেবারে কাম রহিত হওয়া ও ভাল নহে ; বেদ জ্ঞান ও বৈদিক কর্ম্মযোগ উভয়েই কামনা লভ্য। কাম সংকল্প সমূহের মূল এবং যজ্ঞ মাত্রেই সংকল্প হইতে জাত। ব্রত, নিয়ম ও ধর্ম্ম এ সকলের মূল ও সংকল্প যে ব্যক্তির কাম নাই, তাহার কোন কার্য্যও নাই ; জগতে মানুষের যত কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলেই কামনা হইতে উদ্ভূত। ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইকে, কেহ বা কামকে, শ্রেয় বলিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই শ্রেয়ঃ। বেদ এবং বেদবিহিত স্মৃতির উপদিষ্ট পথে চালিত হইলেই মনুষ্য ইহ এবং পরলোকে উভয়ত্র পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। (৩) এই বেদ ও তদনুসারিণী স্মৃতি মনুষ্যের পরমায়ুকে চারিভাগে বিভাগ

স্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার ॥৬॥ বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্ ॥৭॥ মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ ॥৮॥" কামসূত্র, প্রথম অধিকরণে, প্রথম অধ্যায় ॥

(২) যোষিতাং শাস্ত্র গ্রহণস্যাভাবাদনর্থকমিহ শাস্ত্রে স্ত্রীশাসন মিত্যাচার্য্যাঃ ॥২॥ ঐ দ্বিতীয়াধ্যায়। অর্থাৎ লোকে যে বলে "শাস্ত্রে" নারীদিগের অধিকার নাই, তাহা ভুল—এই শাস্ত্রে তাহাদের অধিকার আছে। আরও এই অধ্যায়ের ১২শ সূত্র ও ১৬শ শ্লোকদ্রষ্টব্য; প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

(৩) কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥২॥
সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতানিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩॥
অকামস্যক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিত্তত্তৎকামস্য চেষ্টিতম্ ॥৪॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমংসুখম্ ॥৯॥
ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এবচ।
অর্থ এবেহ ব শ্রেয়ন্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ ॥২২৪॥
মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়ে।

গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশের সহিত মনুক্ত

করিয়া প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয়ভাগে গার্হস্থ্য তৃতীয়ভাগে বানপ্রস্থ এবং শেষভাগে সন্ন্যাসাশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিদ্যা, গার্হস্থ্যাশ্রমের বিষয়সুখ, বানপ্রস্থাশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাসাশ্রমের মোক্ষ বা মুক্তি, চারি আশ্রমের এই চারি লক্ষ্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই চতুরাশ্রম আর্য্য মানব-সমাজকে ধারণ করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে "আশ্রমধর্ম্ম" বলিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণিক আর্য্যদিগের পক্ষে এই আশ্রমধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "বর্ণধর্ম্ম" অথবা একত্র "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" বলে। (৪) ভারতবর্ষে যতদিন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথামত প্রতিপালিত হইয়াছিল, ততদিন আর্য্যজাতির বড় সুদিন ছিল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর্য্যজাতির মহাবুদ্ধিমান ঋষিগণের তপস্যালব্ধ মহামূল্য রত্ন, উহা সমাজ তত্ত্বশাস্ত্রের স্পর্শমণি, উহার দ্বারা প্রাচীনকালে আর্য্য সামাজিকগণের জীবন সুখময় হইয়াছিল ইত্যাদি সকল কথাই সত্য হউক, কিন্তু বসন্তের উদ্দীপনার সহিত উহার কি সম্বন্ধ? এখন সেই কথাই বলিতেছি।

বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য অথবা বিদ্যাশিক্ষা এবং যৌবনে গার্হস্থ্য অথবা বিষয়সুখ ভোগের উপদেশ আর্য্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং এই দুই বিষয়ের উদ্বোধনের নিমিত্ত, বৎসরের মধ্যে যে সময়ে মানবের মনে প্রাকৃতিক নিয়মের বশে একটা শক্তিমতী উদ্দীপনার অথবা চেতনার আবির্ভাব হয়, ঋষিগণ সেই সময়, অর্থাৎ বসন্তকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বসন্তপঞ্চমী তিথি হইতে চৈত্র পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত বসন্ত ঋতুর রাজত্ব এবং ঠিক এই

এই উপদেশের কোন প্রকৃত বিরোধ নাই; গীতার "নিষ্কাম" পারিভাষিক শব্দ, উহার "ব্রহ্মকাম"।

(৪) কবি কালীদাস এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিপালনের আদর্শ স্বরূপ রঘুবংশীয় নৃপতিদিগের চরিত্রের বর্ণনা মুখে বলিয়াছেন,

"শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥'

রঘুবংশে প্রথমসর্গে। কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন বলিতেছেন,—

"শতায়ুর্বৈ পুরুষোবিভজ্য কালমন্যোন্যানুবদ্ধং পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত ॥১॥ বাল্যেবিদ্যাগ্রহণাদীনর্থান্ ॥২॥ কামঞ্চ যৌবনে॥৩॥ স্থাবিরে ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ ॥৩॥" অর্থাৎ মনুষ্যের যে প্রায় এক শতবর্ষ আয়ুষ্কাল তাহাকে চারিভাগে ভাগ করতঃ এক এক কালে পরস্পর অনুকূল হয়, অর্থাৎ বিরোধী না হয়, এরূপভাবে ত্রিবর্গের সেবা করিবে। বাল্যে বিদ্যাগ্রহণ রূপ অর্থ; যৌবনে কাম ও বৃদ্ধাবস্থায় ধর্ম্ম এবং মোক্ষের সেবা করিবে। অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়া ধর্ম্ম অথবা কামকে বর্জন করিবে না, তবে কিনা "ব্রহ্মচর্য্যমেব ত্বা বিদ্যা গ্রহণাৎ" ॥৬॥ প্রথম অধিকরণ, দ্বিতীয়াধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজ অথবা আর্য্য, এবং শূদ্র অনার্য্য। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানাভাবে কেবলমাত্র মনু হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল যথা:—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥৪॥
দশমাধ্যায়

সময়েই ব্রহ্মচর্য্য অথবা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর এবং বিষয় সুখ ভোগের অধিষ্ঠাতৃ দেব মন্মথের অর্চ্চনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সরস্বতী পূজা এবং মদনমহোৎসবের ভিতর অতি বিস্ময়জনক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের প্রত্যেক শক্তির ভিতর ঐশীশক্তিকে প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিয়া সুবিধার নিমিত্ত তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম করণ করিয়াছিলেন, অজ্ঞলোকে না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে বহুদেবদেবীর উপাসক বলিতেছেন মাত্র। যাঁহারা আর্য্য শাস্ত্রের সর্ব্বস্থানে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "তত্ত্বমসি" "সোহহম্" প্রভৃতি মহাবাক্যের সমাবেশ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম কেন হয়, তাহা কে বলিবে? জগৎপিতা সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যবোধিকা শক্তিকে শ্রী অথবা লক্ষ্মীরূপে, তাঁহার জ্ঞান শক্তিকে সরস্বতীরূপে এবং আনন্দ ও প্রজনন শক্তিকে মিথুন রতিকামরূপে (৫) সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া, অনন্ত শক্তিশালী ব্রহ্মের দুই চারিটি শক্তিকে বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিয়া, তাঁহারা আমাদিগের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বসন্তকালের প্রাক্কালে বসন্তপঞ্চমী তিথিতে বাগেদবীর আরাধনা করত তাঁহারা আর্য্যবটুগণকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করাইতেন এবং বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ করাইতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট উপদেশ আছে "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।" আজিও উক্ত উপদেশের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজার দিন ছেলেদের হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথা বঙ্গদেশে নানা স্থানে প্রচলিত আছে। শীতের জড়তা অপগত হওয়ার পর, বসন্তের আবির্ভাবে আচার্য্য ও তদীয় ব্রহ্মচারীর মন নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, এবং শিক্ষক ও শিষ্য উভয়েই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সুন্দররূপে করিতে পারেন।

আর, অধুনা, মগধও মিথিলা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় উত্তরা পথে বসন্তকালে "হোলি" বা "হোরি" উৎসবের যে ভগ্নাবশেষ অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে মদবিহ্বলতা অশ্লীলতা এবং পাশবিকতার প্রচার করিতেছে, এককালে, উহাই ভারতের রাজা মহারাজা ও সম্ভ্রান্ত সুরসিক বর্গের মহা আদরের "বসন্তোৎসব" নামে পরিচিত ছিল। এখন বুভুক্ষার জ্বালায় আসমুদ্র হিমাচল সমুদায় ভরতখণ্ড ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সে রসের সত্তা ও অনুভব করিবার শক্তিও বুঝি আমাদের লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাবলিতে কেবল আমরা সেই আনন্দ মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অতিক্ষীণ আভাস পাইয়া থাকি। অরসিক ও মূর্খ আমরা, সে রস সমুদ্রের তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিরূপে তাহার বর্ণনা করিব? তবে এই মাত্র বলিতে

(৫) পরে ব্রহ্মকেই রসস্বরূপ ভগবান "রূপে ও তাঁহার আনন্দশক্তি হ্লাদিনী কে রাধারূপে গ্রহণ করতঃ ভারতীয় ভক্তগণ অতিমধুর ভাবের সর্ব্বজনোপসেব্য "ভক্তিমার্গ" আবিষ্কার করিয়াছেন। খৃষ্টান ভক্তিবাদ তাহারই ক্ষীণাৎ ক্ষীণ ধ্বনি নহে কি?

লেখক।

আমরা মনে করি খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তি বলিয়া কোন পদার্থ নাই তাহা হইলে এই পাশ্চাত্য ভীষণ সমর হইত না।　　　সম্পাদক।

পারি যে পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকে ও আনন্দ উপভোগ করিতে জানিতেন। আজিসে উৎসবপ্রমত্ত ইংরেজ যুবক যুবতীর আনন্দোৎফুল্ল বদনকমল দেখিয়া আমাদের কেহ ঈর্ষ্যায় কেহবা অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া লন,—একদিন আমাদের ও যখন ধন, মান ও স্বাধীনতা ছিল, আমাদেরও আর্য্যকুলের সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত ও সুরসিক যুবক যুবতীগণ আনন্দের মহাসাগরে সাঁতার দিতে জানিতেন। য়ুরোপীয়দিগের প্রমোদ সমিতি বা "ক্লাবের" মত আমাদেরও "গোষ্ঠী" সমূহের প্রতিষ্ঠা ছিল। অতি সম্ভ্রান্ত কুলের কন্যা বা বধূগণ ও অভিনয়, নৃত্য সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ মনোহারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী কলাবিদ্যায় অনুশীলন করিয়া সমাজকে পবিত্র আনন্দ ভোগে অধিকারী করিতেন। হায়। বসন্তের অবির্ভাবে কত কথাই মনে উদিত হইয়া আমাদিগকে আকুল ব্যাকুল করে? কোথায় এখন সেই বেদবিদ্যা জ্ঞান ও চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যা? কোথায় সেই আদর্শ চরিত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সমাজ? সত্যই কি "তে হি নো দিবসা গতাঃ?" আর কি সে সুসময় ফিরিবেনা? কে বলিল ফিরিবেনা? সমাজের প্রত্যেক নরনারী চেষ্টাকরিলেই ফিরিবে। ভগবান্ আমাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনের সুপথে পরিচালিত করুন। ওঁস্বস্তি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

আসাম কায়স্থকুলতিলক শঙ্করদেব।

পৌরাণিক যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কায়স্থ জাতীয় মহাত্মাগণ রাজ্য শাসন ও যুদ্ধকার্য্য দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যও যে তাঁহাদিগের জীবনব্যাপীব্রত ছিল তাহার প্রমাণ বিরল নহে। প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কায়স্থকুলতিলক মহাত্মা শঙ্করদেব আসাম প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহার নিকট ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে উক্ত মহাত্মার নাম প্রায় লোকেই জানেন না। কিন্তু আসামের অধিকাংশ লোকেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার বংশের পরিচয় যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জদেশে বাস করিতেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ অথবা কামরূপের

সহিত গৌড়ের বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইলে কামরূপের রাজা গৌড়াধিপের নিকট দশজন ব্রাহ্মণ এবং দশজন কায়স্থ চাহিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজা, কনোজ হইতে চতুর্দ্দশঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কামরূপের রাজাকে পাঠাইয়া দেন। কামরূপের রাজা উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ চতুর্দ্দশ ঘরকে ভূসম্পত্তি ও রাজসরকারে চাকুরী দিয়া তাঁহার নিজ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। শুনাযায় এই কায়স্থগণকে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ বারভুঞা উপাধিতে সম্মানিত করেন,এই বারভুঞার মধ্যে লণ্ডদেব প্রধান ভুঞা ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পুরোহিত কৃষ্ণপণ্ডিত সহ ডাল গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তদনন্তর তিনি বর্ত্তমান নওগাঁ জিলার অধীন বড়দ্রথ গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র চণ্ডীবর পণ্ডিত একজন বিদ্বান ও দেবীভক্ত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে দেবীদাস আখ্যা দিয়াছিল। দেবীদাসের পুত্র রাজধর ভুঞা, ইনি জ্ঞান গরিমায় কামরূপে কায়স্থকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। রাজধর ভুঞার চারি পুত্র; সূর্য্যধর, হলায়ুধ, জয়ন্ত ও মাধব। তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্যধর জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার পুত্র কুসুম ভুঞা বিশেষ ধনশালী হন ও ভুঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কুসুম ভুঞার পুত্র শঙ্কর দেব তিনি বড়দ্রথ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে শঙ্কর দেব বিদ্যাভাসে বিশেষ মতিগতি ছিল না, তিনি সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্য তাঁহার পিতা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে শঙ্কর তাহার বংশের নাম ডুবাইবে। সেই কথা শুনিয়া শঙ্কর তাঁহার পিতাকে আক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতেন।

ইহার পরে শঙ্কর বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন এবং অল্পদিন মধ্যেই অপূর্ব্ব মেধাবলে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসী মুগ্ধ হইতেন। তিনি বিদ্যাভ্যাস সমাপনান্তে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর সিদ্ধিলাভ করিয়া বর্ত্তমানে কামরূপ জেলার বড়পেটা নামক স্থানে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও উপদেশ শুনিয়া দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণের কৃষ্ণভক্তিতে আসাম প্রদেশ প্লাবিত হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীশ্রীমাধব দেব তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মাধবদেব কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং নানা বিদ্যায় বিশারদ ও পরম জ্ঞানী ছিলেন। শঙ্কর ও মাধবদেব কেহই গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করতঃ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। শঙ্করদেবের তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রামানন্দ মধ্যমপুত্র কমললোচন। কমললোচন অত্যন্ত গুণবান ছিলেন। কনিষ্ঠপুত্র, হরিচরণ; কন্যাদ্বয়ের নাম রুক্মিণী ও মনু। রামানন্দের পুত্র পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম ধার্ম্মিক ও গুণবান্ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের উত্তর পুরুষগণ বামনা, সুন্দরদিয়া ও বড়পেটা প্রভৃতিস্থানে বাস করিতেছেন। উল্লিখিত বারভুঞার বংশধরগণই আসামের

কায়স্থ। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অধুনা আসামের কায়স্থ-জাতির শ্রীবৃদ্ধি নাই। আসাম প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় দুইশত ঘর মাত্র কায়স্থ আছেন কিনা সন্দেহ। অধুনা আসামী কায়স্থগণের মধ্যে ধুবড়ী জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর ধনে মানে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য কায়স্থগণের অবস্থা শোচনীয় তথাচ তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিম্নেই তাঁহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। অপর জাতীয় লোকে আসামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে "বাপু" বলিয়া সম্বোধন করে। বাপু শব্দে দ্বিজ বুঝায়। আসামবাসীগণ শঙ্করের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে "মহাপুরুষ ধর্ম্ম" বলিয়া থাকে। আসামের অনেকেই এই মহাপুরুষ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত।

শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব।
(পলাশবাড়ী কামরূপ)।

বরপণ পঞ্চাধ্যায়। (ক)

হরিহর বসু হরিশপুরের উকীল। খুব পসারের উকীল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ছয়টী মেয়ে পার করিতে করিতে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছেন, তবু এখনও সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা আরনাকালী পাত্রস্থা করিতে বাকী আছে (খ) তাঁহার উপার্জ্জন ভাগ্য বিলক্ষণ, কিন্তু ধানাগারে শনির দৃষ্টি কাজেই বংশমর্য্যাদা ও কুলোচিত ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিয়া এতগুলি কায়স্থের মেয়ে এ বাজারে পার করিতে তাঁহাকে চরমে জীর্ণ কন্থা সম্বল করিতে হইবে কিনা তাহা সন্দেহের কুক্ষিগত। বাজারে হরিহর বাবুর প্রতিষ্ঠা অল্পনহে। তাঁহাকে সকলেই খাতির করে। সাউকাড়ী আছে কাজেই সময়ে সময়ে অর্থাগম অল্প হইলেও কখনও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হয় না।

২। আজ ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী, রোহিনীবল্লভ প্রাণপ্রিয়া দয়িতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হাসিতেছেন, আর প্রকৃতি দেবী সেই উজ্জ্বল হাস্য দেখিয়া হরিদ্বর্ণ বস্ত্রাঞ্চল মুখেদিয়া হাসিতেছেন। আর সেই হাসির অবতার হরিহর বাবুর বাসায় হাসির রোল

(ক) প্রতিভার প্রসিদ্ধ লেখক ৺উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধটী অনেক দিনের পরে প্রচারিত হইল। সম্পাদক।

(খ) এই মেয়েটীর জন্মদিনে হরিহর বাবু আর মেয়ে না হয় তাহার জন্য কালীমাতার নিকট মাননা করেন ও কন্যাটীর নাম রাখেন আরনাকালী কিন্তু সকলে ডাকিত অন্নাকালী। সম্পাদক।

উঠিয়াছে, আমোদের স্রোত বহিতেছে। আজ হরিহর বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা অন্নাকালীর শুভ বিবাহ। কোথায় বা ইংরেজী বাদ্য কোথায় বা ঢোল করকা কোথায় বা ব্যাণ্ড ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যের উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া জনকণ্ঠ বিনিঃসৃত শব্দাবলী ডুবাইয়া ফেলিতেছে অদূরে ভিন্ন বাড়ীতে বর যাত্রীগণের বাসা দেওয়া হইয়াছে। চলুন পাঠক। একবার সেই বরপক্ষীয় ভদ্রলোকের সভায় প্রবেশ করি।

৩। অই দেখ সুচারু পরিচ্ছদধারী প্রায় শতজন আকাশে চন্দ্রমাও স্থলে বিকসিত কমল বিভা নিষ্প্রভ করিয়া বসিয়া আছেন। সুদৃশ্য মর্ম্মর প্রস্তরবিনির্ম্মিত টেবলের পাশে বেণ্টউড চেয়ারে বসিয়া বন্ধুগণ মধ্যে একজন চা পানের সময় আগত দেখিয়া চার ফরমাইস করিলেন। হরিহর বাবুর বাটী হইতে ক্রমে বিচিত্র পেয়ালার মধ্যে তরলময়ী রক্ত নিভ চা সুন্দরী নাচিতে নাচিতে বাবুদিগের ওষ্ঠচুম্বন করিবার আশায় হাজির হইতে লাগিল! ঐ দলের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন। এ চা গুলি ভাল নয় এ কোথাকার চা? এ চা ত খাওয়া যায়না! ভাল চা প্রস্তুত করিয়া আনিতে বল। কন্যাপক্ষীয় একটী বাবু (যিনি শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলেন) বলিয়া উঠিলেন, কোন্ চা আপনাদিগের রুচি? আদেশ করুন। বর পক্ষীয় পূর্ব্বোক্ত বাবুটী বলিয়া উঠিলেন লিপ্টনটী আনুন। তদুত্তরে কন্যাপক্ষীয় বাবু ওরফে খেদমোৎগার বলিয়া উঠীলেন এই একশত পেয়ালা সেই লিপ্টনটী অন্য চা আনা হয় নাই, আস্বাদ লইয়া দেখুন। তাহাতে বরপক্ষীয় সেই বাবু কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন দেখিয়া তাহার দলস্থ ৪। ৫ টী বয়স্য এক স্বরে বলিয়া উঠিলেন "অরে মূর্খ পূর্ব্বে কেহ ভূগোল ও পড়ে নাই সমুদ্রেও যায়নাই তাই আজ কলম্বস্ আটলাণ্টিক সমুদ্র পার হইয়া নূতন পৃথ্বী আবিষ্কার করিতেছেন।" আমরাত কখন লিপ্টন্ চা খাই নাই। তাহার স্বাদও জানিনা। তাই আজ হরিহর বাবুর মেয়ের বিয়ে লিপ্টন্ আবিষ্কৃত হইল। কোথাকার বস্তাপচা চা আনিয়া হাজির করিয়াছেন, তার আবার এত কথা। এ যদি লিপ্টন হয় তবে "দাস কোম্পানির" চা প্রস্তুত করিয়া আনুন। এই কথা বলিবামাত্র অপর একজন তার টীকা করিয়া দিলেন ভাল দুধ ও চিনি দিয়া আনিবেন। তৎক্ষণাৎ কন্যা পক্ষীয় একটী বাবু বলিয়া উঠিলেন—দাস কোম্পানীর কোন চা'র কথাত শুনিনাই, আপনি বুঝি গুপ্তরটীর কথা বলিতেছেন।—শুনেছ নরেশবাবু এ দেশে দাসকোম্পানীর চার কথা শুনানাই এদেশটী অত্যন্ত সুসভ্যকিনা কাজেই দাসকোম্পানীর চা ইঁহারা শুনেন নাই। কন্যাপক্ষীয় একটী বাবু বলিয়া উঠিলেন দাসকোম্পানীর লোহার সিন্দুক ও আলমারার কথাই শুনি। যেহউক এই কথালইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। বরযাত্রীগণ ক্রমেই উত্তপ্ত হইতে লাগিলেন, হইতে হইতে একবারে ব্যতীহার সমাসের অভিনয় আরম্ভ হইল। তুমুল চীৎকার ধ্বনি হরিহর বাবুর বাসায় প্রবেশকরিল। হরিহর বাবু গরু চোরের ন্যায় বরযাত্রীগণের নিকট কাঁপিতে কাঁপিতে হাজির হইয়া আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে মার্জ্জনা চাহিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে বরপণ পঞ্চাধ্যায়ে চামুদ্ধ নামক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এইরূপে একশত পেয়ালা করিয়া চা তিনদিন পর্য্যন্ত দুইবেলা করিয়া সমানে চলিতে লাগিল।

৪। তৎপর বিবাহ কাণ্ড। শুভলগ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যাপক্ষীয় জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বরের পালকী লইয়া আসিয়া বরের কর্তৃপক্ষকে লগ্নের কথা জানাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন বরকি হাঁটীয়া যাইবে? তাহাতে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন পালকী দুয়ারে আছে। সকলেই অনুগ্রহ করিয়া উঠুন বিবাহের সময় উপস্থিত। তাহাতে পূর্ব্বব্যক্তি বলিয়া উঠিলে—বর এই সামান্য পালকীতে যাইবে? হরিহর বাবু শুনি বড় উকিল একখান চৌদোল জুঠাইতে পারেন নাই। বরের বড়ভাই বলিয়া উঠিলেন আমরা কথনও চৌদোলারোহণ ব্যতীত বিবাহ করিতে যাই না। তাহাতে কন্যাপক্ষীয় জনৈক ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—এ অতি ক্ষুদ্র সহর ইহাতে চৌদোল জোটান অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত বক্তা তার স্বরে বলিয়া উঠিলেন—হরিহর বাবু, জমিদার নৃপেন্দ্র বাবুর উকিল। তাঁহার বাটী ৩০মাইল তফাৎ হইলেও দুইদিন পূর্ব্বে চৌদোল আনাইতে পারিতেন। অনেকক্ষন পর্য্যন্ত সেই কথা লইয়া তর্ক বিতর্কের ঢেউ উঠিল। পরে একটী বরপক্ষীয় প্রাচীনের কথায় গোল থামিয়া গেল। ইতি বরপণ পঞ্চাধ্যায়ে বরযান নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

৫। প্রজাপতির কলমে বর-পালকীতে ও তৎপক্ষীয় অনুযাত্রীগণ পদব্রজে বহুকষ্টে রওনা হইলেন। বিবিধ বাদ্যে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। দীপমালায় নিশানাথের কথা দূরস্থাং প্রভাকরের প্রভাও মলিন করিয়া ফেলিল। হরিহর বাবুর বাটীতে সকলেই শুভাগমন করিলেন। বিবাহ সভায় কন্যা আনীত হইল। বরের পিতা সমাজ-সংস্কারক ঘোষবংশাবতংস নিমাইচাঁদ ঘোষ কুলিশনাদে বলিয়া উঠিলেন অরে হরিশঙ্কর কর্ম্মকার তোমার নিক্তি ওজন লইয়া আইস, কন্যার সমস্ত গহনাগুলি ওজন করিতে হইবে এবং কোন্ গহনা কি মূল্যের ধাতুতে নির্ম্মিত তাহাও দেখিতে হইবে। অতঃপর কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—শুভলগ্ন অতি নিকট ঘোষজ মহাশয় এখন সেকরা দিয়া ওজন করিলে লগ্ন অতীত হইবে। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। তাহাতে নিমাইঘোষ বলিলেন আরে মশাই! রেখে দিন আপনার লগ্ন—আগে কথিতমত হাজার টাকার অলঙ্কার হরিহরবাবু মেয়েকে দিয়াছেন কিনা আমাকে দেখিয়া লইতে হইবে। তৎপর দানসামগ্রী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিব। পশ্চাতে বিবাহ হইবে। ইহাতে লগ্ন থাক্ বা যাক্। এইকথা শুনিয়া হরিহরবাবু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইরা মাথায় হাতদিয়া বসিয়া পড়িলেন। হরিশঙ্কর কর্ম্মকার নিমাইঘোষের সঙ্গেই বিবাহসভায় নিক্তি ও ওজন লইয়া পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল। সে ঘোষ মহাশয়ের কথা শুনিয়া নিক্তির সূতা সমান করিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া হরিহরবাবু বলিলেন ঘোষজ শুভলগ্নে বিবাহ হইতে দেন তৎপর কথিত মতগহনা আপনি পাইলেন কিনা বিচার করিয়া লইবেন। আমি ফাঁকি দিতে বসি নাই। আমার অবস্থা যেমতই হ'ক আমি চুরি করি কিম্বা ডাকাইতি করি আপ-

নার সহিত জুয়াচুরি কখনও করিব না। বিবাহের পূর্ব্বেই একখানা রেজেষ্টারীকৃত এগ্রিমেণ্ট সম্পাদিত হইলে ভাল হইত, ঘোষ মহাশয় মনে করিতে লাগিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় অভয়ানন্দ তর্করত্ন মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "ঘোষজ ক্ষান্ত হউন। লগ্ন বাদ করিয়া বিবাহ দিলে কোন প্রকার অশুভ ঘটনা ঘটিতে পারে।" তাহাতে ঘোষেরনন্দন নীরব হইলেন। ইতি বরপণ পঞ্চাধ্যায়ে বরাভরণনামা তৃতীয়াধ্যায়।

৬। পরদিন আমরা শুনিতে পাইলাম গোত্রান্তর দক্ষিণার টাকা লইয়া ঘোষমহাশয় অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি এক পয়সাও দিবেন না এইরূপ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বরওপাত্রী বাসরঘরে যাইবামাত্র ঘোষমহাশয় দানসামগ্রী গুলির ফর্দ্দ করিবার জন্য নিজের সঙ্গীয় একজন ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়া নাম নাম ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন। ফর্দ্দখানি অতি সাবধানে নিজের জামার পকেটে রাখিয়া দিলেন এবং বাসায় আসিয়া ফর্দ্দে জিনিষের মূল্য ফেলিতে রাত্রিটুকু ফরসা করিয়া দিলেন। প্রত্যুষে শয্যাতুলনী বলিয়া পুরমহিলারা ঘোষমহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইলেন। ঘোষমহাশয় সমস্ত রাত্রি হিসাব করিয়া দান সামগ্রীতে ৫০০৲ টাকার অধিক হয় নাই দেখিয়া তখন ক্ষুণ্ণ মনে চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খাইতে ছিলেন। টাকা দিতে হইবে শুনিয়া বিরক্তিব্যঞ্জক মুখে বলিয়া উঠিলেন—এ কি রকম রীতি? ভদ্রাঙ্গনাগণ বিছানা উঠনী বলিয়া টাকা চাহেন—এ অতি কুনীতি! এরূপ পদ্ধতির প্রশ্রয় নিমাইঘোষের মত সমাজ-সংস্কারক কখনও দিতে প্রস্তুত নহেন। ছি ছি কি লজ্জার কথা!" তিনি হরিহর বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন "বৈবাহিক মহাশয়! আপনাদের দেশে এ কি কুরীতি যে মেয়েরা,পুরমহিলারা শয্যাতুলনীবলিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।" হরিহর বাবু অপ্রস্তুত হইলেন এবং নব বৈবাহিকের হাবভাব দেখিয়া তিনি স্বয়ং পুরাঙ্গনাগণকে নিজের পকেট হইতে ১০৲ টাকা দিয়া বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। এইরূপে হরিহরবাবুর শেষকন্যার শুভোদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু ফুলশয্যার দিন ঘোষমহাশয় স্বহস্তে ৭২৬৷৶৬পাই টাকার একটী ফর্দ্দ দিয়া হরিহরবাবুকে বলিলেন ঐ টাকা কিম্বা ঐ টাকার শুভরাত্রির জিনিষ দিন; আমি মেয়ে ও ছেলে লইয়া বাড়ী রওনা হইব। হরিহরবাবু কুসুমশয্যার ব্যয়ের ফর্দ্দ দেখিয়া শিরঃপীড়াগ্রস্ত হইলেন এবং কিরূপে ঐ পরম কারুণিক বৈবাহিকের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৭। সাড়ে তিন ঘণ্টা খাঁটি সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়াও নব বৈবাহিকের ল্যাজ বাগাইতে পারিলেন না। ঘোষ মহাশয় কুসীদজীবী সাইলকের প্রিয়তম ছাত্রছিলেন। তিনি হরিহর বাবুর গাত্র হইতে একসের মাংস কি প্রকারে কাটিয়া লইতে পারেন, তাহার পন্থা অন্বেষণে স্বীয় কুশাগ্র বুদ্ধিকে আদেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে পল্লীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র মহাত্মারা উকীল বাবুর দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া ঐ সংগ্রামে তাঁহার সারথি হইয়া দাঁড়াইলেন, আর এক দুই করিয়া উহাহ পয়োধির কুসুমাস্তরণের ব্যয় লহরী গণিতে লাগিলেন। অনেকের অনুরোধে

বিনয়ে ১০০শত মুদ্রায় হরি হরি বলিয়া সে যাত্রা পার পাইলেন। ইতি বরপণ পঞ্চাধ্যায়ে ফুলশয্যা নামক ৪র্থ অধ্যায়।

৮। আমরা কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পাইয়াছিলাম প্রতিশ্রুত গহনার মধ্যে ২রতি স্বর্ণ ওজনে কম হওয়ায় বিবাহের পরে হরিহর বাবুর কন্যাকে দুইবৎসর কাল ঘোষ মহাশয়ের গৃহে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক বৎসর তাহার মস্তকে তৈল দিতে পারিবে না বলিয়া জেল আইনের বিধিমতে উক্ত পাষণ্ড ঘোষের গৃহিণী ওরফে জেল পরিদর্শিকা শাস্তি দিয়া ছিলেন। ইতি বরপণ পঞ্চাধ্যায়ে কন্যা কারাগার নামক পঞ্চম অধ্যায়।

মহাভারতের এই অপূর্ব্বকথন।
বৈশম্পায়ন কহে শুনে সর্ব্বজন॥
হেন নরমেধ যজ্ঞ প্রতি ঘরে ঘরে।
স্মরিয়া শ্বাপদকুল গহনে শিহরে॥
অসভ্য খাসিয়া ভীল পিশাচ বর্ব্বর।
তাহারাও ঘৃণা করে হেন ব্যবহার॥

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

বিগত ২০শে এবং ২১ শে চৈত্র শনি এবং রবিবারে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নদীয়া মহারাজের রাজবাটীর সুবৃহৎ গৃহে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। ১৯শে চৈত্র শুক্রবার সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়, মাননীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া অধিবেশনে যোগদান করেন। কৃষ্ণনগরের স্বনাম প্রসিদ্ধ উকীল রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে সকলকেই বিশেষ সম্মান সহকারে অভ্যর্চনা করিয়াছিলেন।

২। ২০শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ২ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাগৃহের অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর একটি বক্তৃতা করিয়া সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করেন। দেশের স্বাস্থ্য,শিক্ষা, দেশের অশান্তি, দারিদ্রের প্রসার, পাশ্চাত্য যুদ্ধ এবং তাহার বিষম ফল ইত্যাদি বিষয়ে তিনি একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহাতে কোন বিশেষ নূতন কথা নাই। প্রসন্নবাবু কোন চিন্তাশীলতার পরিচয়দেন নাই,কি দিবার চেষ্টা করেন নাই। তদনন্তর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে বরিত হইয়া এই সমিতির কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে আমাদিগের জাতীয় সমিতির (Congress) ন্যায় এই সমিতিতে

কোন দলাদলি নাই। আমরা সকলেই জাতি এবং শ্রেণীনির্ব্বিশেষে একাত্মক। স্বনামধন্য উইলিয়াম ষ্টেড সাহেব বলিতেন "যে প্রাচীন সভ্যতার আদিনিবাস ভারতবর্ষে কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য শৌর্য্য বীর্য্যের অভাব ছিলনা, দেশের জন্য প্রাণপাত করিতে সকলেই আগ্রহবান, তথাপি বহু শত শতাব্দী ভারত বিদেশীয়দিগের করতলগত। ইহার প্রধান কারণ দেশের মধ্যে দলাদলি, একতা নাই, আমরা আপনাদিগের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ বিসংবাদ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছি ও এখন করিতেছি। সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক বিবাদ রহিয়াছে। এস্থলে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আমরা বিবাদ করি কেন? আমাদের বিবাদের কোন কারণ ত আমি দেখিনা, স্বাধীন দেশে রাজশক্তির লোভে লোকে বিবাদ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে রাজ শক্তি অন্য জাতির করতলগত। এমতাবস্থায় আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য দেশের হিতকর কার্য্য একপ্রাণে এবং একমনে সংসাধন করি। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদিগের সমাজের অনেক অভাব আমরা নিজেই একমত হইলে দূরীভূত করিতে পারি। প্রথমতঃ মাদকবস্তুর ব্যবহার ও মদ্যপান ইহা দ্বারা দেশের কত অপকার হইতেছে তাহা আপনারা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছেন। ইহা আমরা ইচ্ছা করিলে নিজেই নিবারণ করিতে পারি। রাজার সাহায্য অপেক্ষা করেনা। অধুনা ইংলণ্ডে এই প্রকার একটী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের অস্থিমজ্জা মোকদ্দমা মামলায় জর্জ্জরিত। বঙ্গদেশের লোকে প্রতি বর্ষে কত টাকা মোকদ্দমা ও মামলার ব্যয় করে তাহার একটী গণনা আজিও আমরা কেহ করিতে পারিনাই। দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য প্রতিবর্ষে আমরা যে অর্থ ব্যয় করি তাহার কত গুণাধিক বিপুল অর্থ আমরা রাজদ্বারে পোলিশে অপব্যয় করিতেছি তাহার ইয়ত্তা করা যায়না। এই অনর্থক অর্থব্যয় আমরা নিজেই নিবারণ করিতে পারি। ইহাতেও রাজার সাহায্য অপেক্ষা করেনা। সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে বিচরণ করিলে মামলা মোকদ্দমার ধার ধারিতে বড় হয়না; জমিদারগণ প্রজাগণের নিকট একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া খাজানাদি আদায় করিলে, পিতামাতার ন্যায় প্রজাকে নিজ সন্তান মনে করিয়া অবস্থানুসারে ব্যাবস্থা করিয়া জমির খাজানা আদায় করিলে অনেক মোকদ্দমা নিবারিত হইতে পারে। অতঃ সমাজে বাস করিতে গেলে বিবাদ বিসংবাদ অপরিহার্য্য, তাহা আমরা পঞ্চাইত নিযুক্ত করিয়া আপনাদের মধ্যে আপোষে মীমাংসা করিতে পারি। তাহাতে অনেক অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে। আমরা যতক্ষণ আমাদের নিজ নিজ গৃহে বাস করি সেই সময় আমরাইংরাজ দিগেরন্যায় স্বাধীন। কিন্তু যৎকালে আমরা আদালত গৃহে প্রবেশ করি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা পদদলিত একটি হেয় পরাধীন জাতি। কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া মহামান্য জজ সাহেব পর্য্যন্ত আমাদের মনে পরবশ্যতা জাগরিত করিয়া দেয়। আর্য্য মনীষিগণ বলিয়াছেন— "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং" অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি—এই দুঃখ আমরা কেন ডাকিয়া আনিয়া কষ্ট পাই? আমাদের বস্ত্র ও আহার্য্য সম্বন্ধে আমরা এই প্রকার পরবশ্যতা স্কন্ধে বহন করিতেছি

আজ যদি ম্যানচেষ্টার আমাদিগকে বস্ত্র ও লবণ না পাঠায় তবে আমাদের কি উপায় হইবে। এই সকল বিষয়ে একটু চেষ্টা করিলেই আমরা "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" সম্ভোগ করিতে পারি। আমাদের দয়াবান রাজা ও কর্তৃপক্ষগণও আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আমরা যে কেবল দীর্ঘসূত্রী ও উত্তমশূন্য তাহা নহে, আমরা কোন বিষয়ে একমত হইতে পারি না, কি চাহি না।

আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন—

কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা।
জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ॥

ভারতে এই ব্যবস্থাই উত্তম। কেননা শতকরা ৮০জন ভারতবাসী কৃষক। কৃষি আমাদের জীবন। আমেরিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে কৃষিকার্য্যের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও ভারতে হয় নাই। অপর পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান স্থান। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ, কৃষি উন্নতিকল্পে আমাদিগের নিরক্ষর প্রজাবৃন্দকে কি শিক্ষা দিয়াছেন আমি জানি না। ২১স্থানে আদর্শ ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহা মহা-সাগরে বিন্দুপাত মাত্র। ২১৪ জন প্রচারক পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে কৃষিশিক্ষা দেওয়া হইলে ভাল হয়। আমাদের বাণিজ্য ব্যবসা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। (ক) জমিদার, ধনবান ব্যক্তি ও রাজার কর্ত্তব্য এই সকল ব্যবসায়ের পুনর্জ্জীবন প্রদান করা। পল্লীবাসীগণ জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে! স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য নিয়মগুলি রক্ষা করিতে না পারিয়া, ম্যালেরিয়া আক্রমণে শত সহস্র নর নারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। আভ্যন্তরিক বিবাদের কথা ত আগে বলিয়াছি। জমিদার জমিদার সঙ্গে, প্রজা প্রজার সঙ্গে, শিক্ষিত সামাজিক, সামাজিকের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ বিবাদ করিয়া একের গলা অপরে কাটিতেছে। এইত দেশের অবস্থা। আশাকরি কৃষ্ণনগরে সম্মিলিত নেতাগণ স্বদেশের মঙ্গল কামনায় বদ্ধপরিকর হইয়া এই সকলদেশের অভাব মোচন করিবেন।

আমার মতে একটী কার্য্য প্রণালী আপনাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধিগণ এবং কলিকাতা হইতে ২০।২৫ জন প্রধান ব্যক্তিদ্বারা কলিকাতানগরে একটী কমিটী সংস্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক জিলার সদরে শাখাসমিতি থাকিবে। সদর কমিটী গ্রাম্য শাখাসমিতির দ্বারা কার্য্য করিবেন। এই শাখাসমিতি ব্যতীত দশ পনর জন শিক্ষিত স্বদেশভক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে, যাঁহাদিগকে আমরা এজেণ্ট নাম দিতে ইচ্ছা করি। উচ্চবেতনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই এজেণ্ট পদে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সকল এজেণ্ট গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম্যসমিতি সংস্থাপন ও শালিসী আদালত,

(ক) আমাদের এই ফরিদপুর জিলায় আগে মোটাচিনি প্রস্তুত হইত, এমত সুন্দর ও সুমিষ্ট চিনি আমরা এখন দেখিনা। এই চিনি আর এখন প্রস্তুত হয় না। সম্পাদক।

(Arbritraton court) গ্রাম্য স্বাস্থ্য ইত্যাদি সংস্থাপন ও রক্ষণ সম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন। এই সকল এজেণ্টগণ দ্বারা সদর কমিটী জেলা ও গ্রাম্যসমিতির সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন।

এজেণ্টগণ গ্রামের মধ্যে সভাসমিতি করিয়া হিন্দু মুসলমান মধ্যে সৌহার্দ্দ্য এবং এক জাতীয়তা স্থাপনে চেষ্টা করিবেন এবং গ্রাম্য ব্যক্তিগণকে আমাদিগের রাজনৈতিক অভাব সমূহ বুঝাইয়া দিবেন। আমাদের দেশকে উন্নত করিতে হইলে আমরা আমাদের পুর্ব্বকার ঋষিদের ন্যায় বিলাসচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সামান্যভাবে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে শিখিব। রাজকর্ম্মচারীগণের প্রতি আমাদিগের ব্যবহার কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমরা সকলেই রাজভক্ত। রাজভক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাজ প্রতিনিধিগণের সহিত অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, জজ, পুলিস সুপারিণ্টেড্ প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত বিনীতভাবে সসম্ভ্রমে কার্য্য করিতে হইবে। আমরা এরূপ বলি না যে রাজকর্ম্মচারীদিগের সকল কার্য্যই আমাদিগের অনুমোদন করিতে হইবে। যাহা আমাদিগের স্বদেশের স্বার্থের বিরোধী তাহাতে আমাদিগের আপত্তি করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই আপত্তি শান্ত এবং ধীরভাবে করিতে হইবে। আমাদিগের নেতাগণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত একযোগে আমরা দেশের কার্য্যে নিযুক্ত।

সভাপতি মহাশয় আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানাভাবে তৎসমুদায় দিতে পারিলাম না। তাঁহার মোটকথা এই দেশের মঙ্গল ও উন্নতি, অমঙ্গল ও অবনতি আমাদিগের নিজ করতলগত। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠান্তে ২০শে চৈত্র তারিখের কার্য্য শেষ হয়। তদনন্তর ২১শে চৈত্র রবিবার দুই প্রহরের সময় দ্বিতীয় দিনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে যুদ্ধ শেষে প্রকৃত স্বায়ত্বশাসন ভারতবাসীগণকে প্রদত্ত হউক। মিঃ জে চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে ভারতরক্ষা বলে (Defence of India) যে ভয়াবহ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রচারিত হইতেছে তাহা আইনে পরিণত না হয়। তাহার পর বক্তাগণ নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল উপস্থিত করেন।

১। মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ বৃহৎ বৃহৎ জিলাকে দ্বিধাকৃত না করা হয়।

২। শিক্ষার উন্নতি।

৩। শিল্প শিক্ষার বিস্তার।

৪। নিম্নশ্রেণীর সকলকে উন্নত করা।

৫। কার্য্য (Executive) বিভাগকে বিচার (Judicial) হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া, গোরক্ষা, নিরক্ষর প্রজাবৃন্দকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করা এবং মোক্তারগণের অবস্থা উন্নীত করা ইত্যাদি।

৬। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী উন্নতিকল্পে আমাদের ফরিদপুরেরশ্রেষ্ঠ ও বাগ্মীবর

উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র বি এ বি এল মহোদয় একটী যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মৈত্র মহোদয় বহুকাল হইতে স্বায়ত্ব শাসন ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের দেশের প্রকৃত হিতৈষী তৎপ্রতি অন্যমত হইতে পারে না। তাঁহার প্রধান প্রস্তাব প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসন প্রকৃতিপুঞ্জকে দিতে হইলে অন্ততঃ চারিভাগের তিনভাগ সভ্যগণ এবং সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। মৈত্রমহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সভাপতি হওয়ার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা খণ্ডন করা যায় না; ফলতঃ যতদিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ডের সভাপতি থাকিবেন ততদিন প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসন প্রজাপুঞ্জ সম্ভোগ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে যে স্বায়ত্ব-শাসন দেওয়া হইয়াছে তাহা নাম মাত্র। প্রকৃত শাসন দণ্ড দোর্দ্দণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজহস্তে। তদনন্তর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আগামী কংগ্রেশে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করিবার জন্য একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আমরা আশা করি ঘোষ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে কংগ্রেশের মধ্যে যে একটী দলাদলী আছে তাহা তিরোহিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কংগ্রেশ আমাদের জাতীয় সমিতি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। সভায় আরও অনেক বিষয় পর্য্যালোচনা হয় তাহা কীর্ত্তন করিবার সময় ও স্থান আমাদের নাই। সম্পাদক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ২০শে ও ২১শে চৈত্র শনি এবং রবিবারে বগুড়া নগরে উক্ত সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। করোনেশন্ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে একটী সুন্দর সুসজ্জিত পাণ্ডালে প্রায় সার্দ্ধ একসহস্র কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া নগরবাসী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, মুসলমান এবং অন্যান্য জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ,তথা জজ, ম্যজিষ্ট্রেট, সবজজ, ডেপুটী ম্যজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সকল উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় কাকিনাধিপ রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুর মহোদয় সম্মিলনের প্রথম দিবস সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় উক্ত রাজা বাহাদুর, মাননীয়া রাণী মহোদয়া এবং রাজ কুমারীগণের সহিত বগুড়ায় উপস্থিত হন, রেলষ্টেশনের প্লাটফরমে তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র ঘন ঘন তোপধ্বনি হয় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর প্রমুখ কায়স্থ সদস্যগণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করেন। রাজা বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায় রাজা বাহাদুরকে এবং তাঁহার পরিপার্শ্বদিগণকে মোটরকারে নবাব-বাহাদুরের বাটীতে লইয়া যান। তদনন্তর রাজা বাহাদুর, নবাবজাদা সৈয়দ আলতাবালী চৌধুরী সাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর রায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাগচী বাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমন করেন। উক্ত গৃহ এবং পাণ্ডাল এবং তাহার সান্নিধ্য স্থান ধ্বজ পতাকা দেবদারু তোরণে সুন্দররূপে সুশোভিত হইয়াছিল।

প্রথম দিবসের অধিবেশন।—প্রায় সার্দ্ধ সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ শত কায়স্থ প্রতিনিধি। সকলেই যেন অলোকসাধারণ উদ্দীপনা ও সামাজিক অনুরাগে উৎফুল্ল। প্রীত্যাতিশয্য নিবন্ধন স্বজাতি বেষ্টিত সভাপতি মহোদয়, প্রকৃত তারকাবলী পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায়, অপরাহ্ন ৫৷৷০ ঘটিকার সময়ে সভাঙ্গনে উপনীত হইলেন তদীয় সৌম্যমূর্ত্তি ও বিকশিত মুখপঙ্কজ সন্দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সমাগত সভ্যগণ বিশেষ সমাদরে রাজাবাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সকলে আসন গ্রহণকরিলে,খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চন্দ্র মহোদয় প্রমুখ ঐক্যতান বাদক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুর বাদ্যোদ্যমে সভাপ্রাঙ্গন আমোদিত হইল। সেই সময় দিক্-প্রকাশের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতি-শচন্দ্র মজুমদার বি, এ মহাশয় তাঁহার রচিত নিম্ন লিখিত আবাহন সঙ্গীতটী মধুর স্বজনপ্রিয় নানাবিধ তন্ত্রী সম্মিলিত, গান করিলেন। সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সভান্তরের সর্ব্বত্র স্ফুটপদে ঝংকারিত হইল। একেত রমণীয় উদ্দীপনা-ময় বসন্তকাল, প্রস্ফুটিত কুসুম সুবাসিত দিক্ সকল, কুঞ্জবিহঙ্গম কূজিত পল্লী তাহার পর তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে এই মিলন সঙ্গীতের শেষ চরণ—

"হে প্রিয়! তোমার চরণ ধরিয়া মধুর অতীত ফিরাতে চাই' উপর্য্যুপরি গীত হইয়া সভাস্থল পরি মুগ্ধ করিল।

(১)

আজিকে যদি গো হৃদয়ে হৃদয় মিলিল ভেদিয়া
　　　　সমাজ-স্তর
বল গো অতিথি অতীত স্মরিয়া, মোরা কি
　　　　বিদেশী মোরা কি পর?
মোরা কি তোমার নহি? আপনার এ বুকে
　　　　ও বুকে নাহি কি টান?
একই মায়ের তনয় আমরা একই পিতার নহি
　　　　কি দান?
সুপ্ত আমরা, ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা
　　　　সোদর ভাই,
হে প্রিয়! তোমার চরণ ধরিয়া মধুর অতীত
　　　　ফিরাতে চাই॥

(২)

মুগ্ধ সে দিন স্বপ্নে জাগিয়া ক'ভাই আমরা
　　　　ত্যজিনু দেশ,
ছিল কি সে দিন ভ্রাতৃ বিরোধ জ্ঞাতি কলহ
　　　　এ নীচ বেশ?
সে দিন দুলিত যজ্ঞোপবীত বর্ম্ম কৃপাণে
　　　　বেড়িয়া কায়,
হারায়ে পুণ্য জাতীয় চিহ্ন আমরা ভিন্ন হয়েছি
　　　　হায়?
সুপ্ত আমরা, ভিন্ন আমরা,তবুও আমরা সোদর
　　　　ভাই,

হে প্রিয়! তোমার চরণ ধরিয়া মধুর অতীত
ফিরাতে চাই॥

(৩)

ওগো, যত বার ভারত বীণায় বাজিয়া উঠেছে
নবীন সুর,
ঝঙ্কারে তার শিহরি আমরা আপন জনারে
করেছি দূর।
ভাসায়ে ধর্ম্ম, ভুলিয়া কর্ম্ম, হারায়ে শক্তি,
নিভায়ে প্রাণ।
দম্ভ অনল জ্বালি' চারিভিতে রাখিয়া রেখেছি
জীবন ম্লান।
লুপ্ত আমরা, ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা সোদর
ভাই,
হে প্রিয়! তোমার চরণ ধরিয়া মধুর অতীত
ফিরাতে চাই॥

(৪)

তুচ্ছ মোদের গণিছে বিশ্ব ভিন্ন হেরিয়া.. দৈন্য
দীন,
কি দোষ তাদের আমরা যে সবে লুপ্ত-স্মৃতি
সুপ্ত ক্ষীণ।
স্বাগত বন্ধু দ্বন্দ্ব ঘুচাও, তুচ্ছ করিয়া মিথ্যা মান,
উঠুক বঙ্গে আবার রঙ্গে মুক্ত পবনে মিলন
গান।
লুপ্ত আমরা, ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা
সোদর ভাই,
হে প্রিয়! তোমার চরণ ধরিয়া মধুর অতীত
ফিরাতে চাই॥

সেই অনন্ত-সুন্দরের স্বরমাধুর্য্য-পরিমণ্ডিত এই সুন্দর গান কায়স্থ-মণ্ডলীর শিরায় শিরায় ধ্বনিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব প্রভাব সভাস্থলে বিকিরণ করিল। সমবেত কায়স্থ-মণ্ডলী বুঝিলেন, কেহ কেহ অশ্রুপূর্ণ লোচনে বুঝিলেন যে কায়স্থের স্বধর্ম্মের সহিত তাঁহাদিগের পূর্ব্ব গৌরব অস্তমিত হইয়াছে। অনেকেই বুঝিলেন যে একধর্ম্মী না হইলে মিলন অসম্ভব। যাহারা উপনয়নের বিরুদ্ধ তাহারা সমাজকলঙ্ক ও দেশবৈরী।

তদনন্তর পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় আশীর্ব্বচন পাঠ করিয়া সভার প্রসারতা ও স্থায়িত্ব কামনা করিলেন। এই সময় কায়স্থ-সমাজের পরম হিতৈষী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর মহোদয় সুললিত ভাষায় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিয়া সমবেত কায়স্থ-মণ্ডলীকে স্বাগত অভিবাদন করিলেন। তাঁহার অতি সুন্দর বক্তৃতাটী আমরা ভুলক্রমে মাঘ ও ফাল্গুনের যুগ্ম প্রতিভার ৪৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছি। আশা করি এই ভ্রম জন্য আমাদের অপরাধ রায় বাহাদুর আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। এই বক্তৃতাটী রায়-বাহাদুরের চিন্তাশীলতার অকৃত্রিম নিদর্শন। তদন্তর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় কাকিনার রাজা বাহাদুরের, সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করিলে, কাকিনাধিপ প্রফুল্ল-মাল্যদামে পরিশোভিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এই সময় শ্রীমদ্বিজয় কান্ত সরকার কাব্যতীর্থ মহাশয় সুমধুরস্বরে তদ্রচিত নিম্নের অভিনন্দন পত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় মহাশয়কে অর্পণ করিলেন।

(১)

যথা দিনাদৌ জয়তি ত্বিষাম্পতিঃ
সুনীল কান্তিঃ কমনীয় দর্শনঃ।
বিমান তুঙ্গাসন-সুপ্রতিষ্ঠিতঃ
বিহঙ্গ সঙ্গীত রুতৈঃ প্রবোধিতঃ ॥

(২)

যথা হি রাকা রজনীমুখেশশং
কলঙ্কমঙ্কাশ্রিতমাশুশীতলৈঃ।
করৈর্নির্বাধ্যাতি মনোজ্ঞ দর্শনঃ
জয়ত্যুড়ূনাং সমিতৌ সুধাকরঃ ॥

(৩)

যথা হিম শ্বেততনুর্হিমাচলঃ
মহর্ষিসিদ্ধৈঃ পরিশোভিকন্দরঃ।
প্রশান্তমূর্ত্তিঃ শিখরৈঃ সমুন্নতঃ
নগাধিরাজো জয়তীহ ভারতে ॥

(৪)

যথা মহেন্দ্রঃ সুরসংসদি প্রভুঃ
অসংখ্য দেবৈঃ পরিবেষ্টিতোমুদা ॥
সহস্রনেত্রৈঃ পরিতো বিলোকয়ন্
সুরাজমন্দারপরাগভূষণঃ ॥

(৫)

তথাত্রবঙ্গে বগুড়াসুরাজতে
স্বজাতি গোষ্ঠাংহি মহেন্দ্রযগ্নঃ।
বচোহমৃতৈর্নোহৃদয়ানি মোহয়ন্
প্রিয়ম্বদোহসৌ প্রিয়দর্শনোনৃপঃ।

(৬)

সমাজ সংস্কারবিধৌসুধীবরৈঃ
সভাপতিত্বেন্বৃতোঽসিভূপতে।
সুযুক্তমেবৈতদয়ংহি মন্যতে
ঋতেকৃশানুং ভুবিনাগ্নপাবনং ॥

(৭)

সম্পাদয়ন্ ধীর ? সদাসমাহিতঃ
স্বজাতিবাৎসল্য বিশুদ্ধমানসঃ।
সমাজ সংস্কারসুমঙ্গলব্রতং
অলংকুরু স্বীকৃতযোগ্যমাসনং ॥

(৮)

পিতাতবাসীৎ বিবিধৈর্গুণৈর্বরঃ
শ্রুতান্বিতো দানরতশ্চ ভূপতিঃ।
রমাগৃহে গী রসনাগ্রবর্ত্তিনী
সিষেব ভক্ত্যা যমুনাসরস্বতী ॥

(৯)

রমাচ বাচামধিদেবতা চ সা
রাজন্ পুরা তে পিতুরঙ্কশায়িনী।
নিষেবতে ত্বামধুনানুরাগিনী
গুণেষু রামা যুবরাজ সংজ্ঞিতং ॥

(১০)

কুলাভিমানৈ র্দ্দয়স্ব লাঘবং
বিবাহশুল্কেন পরস্যপীড়নং।
স্বজাতি বিদ্বেষণ মাচরন্তিযে
মনুষ্যরূপা ভুবি রাক্ষসাশ্চতে ॥

(১১)

সমাজসংশুদ্ধিনধং বিঘাতকান্
বিজিত্যচৈতান নৃপবাক্পরাক্রমৈঃ।
লভস্বকীর্ত্তিং হিতকর্ম্ম নির্ম্মলা
মবৈম্যহং রামমিবপরং প্রিয়া

(১২)

আর্ত্তঃ পরার্ত্তিষু পরশ্রিয়িমোদসে ত্বং
সন্নিন্দনাদবশগো দুরিতাদ্ বিভেষি।
হৃষ্কায়নামিব বেৎসি পরস্য দুঃখং
সাধুর্মহান্ পরম কারুণিকস্ত্বমেব ॥

(রাজন্) (১৩)

তুষ্টাহ্বেয়া ভবতি বগুড়া পুণ্যপাদাঙ্কিতাতে
সংসচ্চেমাম্রবরগণানুষ্ঠিতেষ্ট প্রমোদৈঃ।
নানাভ বৈর্ভবতি চপলা বালিকা জ্ঞানহীনা
ক্ষন্তব্যা সাযদপি ভবতো রাজভক্তিপ্রসন্না॥

(১৪)

দুর্গাতঃখাদঃস্ত্রীশমনভয়হরী মানবাভীতিদাত্রী
দেবারাধ্যাদি দেবী ত্রিভুবন ভাবনা মোক্ষদা-
ব্রহ্মরূপা।
রাজানং কাকিনেশং জনগণ সদয়ং পাতুনিত্যং
ভবানী
রাজন্ স্বরাজ্যভোগং কুরু তব কৃপয়াপাহি-
দীনং সমাজং ॥

এই অভিনন্দন পত্রের প্রাঞ্জল বর্ণনা ও ভাব মাধুর্য্যে সমগ্র সভা মোহিত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার হস্ত-লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত সমগ্র অভিভাষণটী আমরা যথাস্থানে মুদ্রিত করিলাম।

তদনন্তর রাত্রি ৮॥ টার সময় সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় সভার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলে প্রথম দিনের সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য প্রণালী বিগত বর্ষে কি ভাবে চলিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের কার্য্য-বিবরণী পৃথক্‌ভাবে এই সংখ্যায় মুদ্রিত করা হইল। এই বিবরণী সম্বন্ধে আমাদের কোন কোন বিষয়ে বক্তব্য আছে, তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধের শেষভাগে পাইবেন।

প্রথম দিবসের সভা ভঙ্গ হইবার অগ্রে সভাপতি মহোদয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন।

১ম প্রস্তাব। "রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় কামনা।" মাননীয় সভাপতি মহোদয় ভারতসম্রাট্ এবং মিত্রপক্ষগণের বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় কামনা করিয়া সামরিক সাহায্য-ভাণ্ডারে কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে ২৫০ টাকা দান প্রস্তাব করিলে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা সমর্থন করেন। এই বিষয় আমাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত লর্ডহার্ডিঞ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট সেই সময় তারে সংবাদ দেওয়া হয়। তদনন্তর নিম্নলিখিত ৪র্থ ও ৫ম প্রস্তাব একত্রে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

"এই সভা ভারত বর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থ দিগের এক সমাজ ভুক্ত ও সকলের শাস্ত্র বিহিত সমান সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন; বিশেষতঃ বঙ্গের উত্তর রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথা-সম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।
অনুমোদক „ রায় বিশ্বেশ্বর রায় বাহাদুর।
সমর্থক „ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ।

শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন এই বৎসর আমরা বার্ষিক কায়স্থ সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই। প্রস্তাব গুলি সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না।

আমাদিগের প্রতিনিধি যিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনিও আমাদিগকে কিছু জানান নাই। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্বকায়স্থ সভার প্রণালী অনুসারে সর্ব্ব প্রথমে কায়স্থদিগের উপনয়ন বিস্তার ও তদনন্তর বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে মিলনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক কেননা উপনয়ন প্রভাবেই আমাদের জাতীয় সমন্বয় ও মহামিলন সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান সভায় মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সভার প্রধান পরিচালক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা এবং কায়স্থ সভার চিরস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহোদয় প্রথম দিবসীয় সভাভঙ্গের পর কোন অনিবার্য্য কারণে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই অনিবার্য্য কারণ কি তাহা আমরা জানি না। মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা পীড়িতা হওয়ায় তাঁহাকে বগুড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল এরূপ শুনিতে পাই। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মানুষের আধিদৈবিক দুঃখ অনিবার্য্য, আমরা মনে করি কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া রাজা বাহাদুরের স্বদেশ প্রত্যাগমন অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু অপর দুইজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপেক্ষা, অনিবার্য্য কারণ না ঘটিয়া থাকিলে কতদূর সঙ্গত ও স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচায়ক পাঠক বিবেচনা করিবেন। পাশ্চাত্য দেশবাসী কর্ম্মবীর এবং প্রাচীন ভারতের কর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যগণ কর্ত্তব্য কর্ম্মে কতদূর অনুরক্ত ছিলেন তাহা ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তদীয় ভ্রাতা রাজা ভর্ত্তৃহরির প্রার্থনায় গভীর নিশীথে রাজকার্য্য সম্বন্ধে নির্জ্জনে পরামর্শ করিবার জন্য স্বীয় অঙ্কশায়িনী নিদ্রিতা স্ত্রী কেও বধ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সমরে অল্পদিন হইল জনৈক ফরাসী হসার রেজিমেণ্টের কাপ্তেন তাহার উচ্চকর্ম্ম চারীর আদেশ অনুসারে তাঁহার স্ত্রীকে বারংবার বাটী যাইতে অনুরোধ করেন। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলে নিরুপায় হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে স্বীয় পত্নীকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া নিহত করেন। (ক) আমরা জিজ্ঞাসা করি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি এ প্রকার অবিচলিত ও সুদৃঢ় ধারণা না হইলে দেশের, রাজ্যের, কি সমাজের কোন উপকার কেহ করিতে পারিয়াছেন কি? এমন কি অনিবার্য্য কারণ রবিবারে কলিকাতায় সংঘটিত হইয়াছিল যে কায়স্থ সভার নেতা ও সম্পাদক উভয়েই কায়স্থ সভার সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথমাধিবেশনের কার্য্য কলাপ একটী ভূমিকা মাত্র; করণীয় কার্য্য ও জটিলতত্ত্বের মীমাংসা দ্বিতীয়াধিবেশনেই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন। মাননীয় কাকিনাধিপের অবর্ত্তমানে শ্রীযুক্তরায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর এই দিবসের সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে উভয় দিনের সভাপতিদ্বয় উভয়েই শূদ্রাচারী। প্রকৃতপক্ষে ইহারা কায়স্থ নামের অধিকারী নহেন। কারণ কায়স্থ

(ক) এস্থলে জানা আবশ্যক যে হসার-রেজিমেণ্টে সৈনিকগণের সস্ত্রীক বাস করিবার নিয়ম নাই।

দ্বিজ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার, উপনয়ন এবং উপবীতী কায়স্থের প্রতি, এইরূপ বিজাতীয় ঘৃণা কোথা হইতে আসিল? সভাস্থলে দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে সহস্রাধিক কায়স্থ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন, ইহাদের মধ্যে একজন উপবীতী কায়স্থকি সভাপতি পদের যোগ্য পাওয়া গেল না? রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর মহাশয় যে সম্পূর্ণভাবে সভাপতির আসনের উপযুক্ত তাহা কে, অস্বীকার করিবে? কিন্তু তিনি সমবেত সভ্যগণ দ্বারা নিয়মিত ভাবে নির্ব্বাচিত হন নাই তবে তিনি কি প্রকারে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এইদিবস অর্থাৎ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ৭॥ টার সময় সভা আরম্ভ হইয়া প্রায় মধ্যাহ্নকালে সভা ভঙ্গ হয়। এই সাড়ে চারিঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমবেত কায়স্থ-মণ্ডলী কায়স্থ সমাজের এতগুলি জটিল রহস্য কি প্রকারে মীমাংসা করিলেন তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন! ৫ হইতে ১০ মিনিট প্রত্যেক বক্তার সময়, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সামাজিকগণের মনে বক্তার প্রভাব বিস্তার করা বাগ্মিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে ও অসাধ্য, তাই বলি এ প্রকার বার্ষিক অধিবেশনে বিশেষ কোন সামাজিক উপকার হয় না। বিশেষতঃ দ্বিতীয় প্রহরের সময় অধিবেশন হইলে ৮-১০ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে সভার অধিবেশন হইলে অস্নাত ও বুভুক্ষিত সভ্যগণ ৩।৪ ঘণ্টাকাল ক্যার্য্য করিয়াই পরিক্লান্ত হন। ফলতঃ আমরা সভায় উপস্থিত থাকিলে এই প্রকার অসাময়িক অধিবেশনে গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতাল আলোড়ন করিতাম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব "নূতন সভা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে।"

এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় আলোচনা করেন। ইনি মতিহারীর প্রতিনিধি। তাহার পর তৃতীয় প্রস্তাব।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এই সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থ দিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপাদনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থ মণ্ডলী এ বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
অনুমোদক শ্রীযুক্ত প্রভাশচন্দ্র সেন।
সমর্থক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন।

এই প্রস্তাবটী কায়স্থ সভার, অপিচ, বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মূলমন্ত্র। প্রত্যেক অধিবেশনে আমি এই প্রস্তাবটী সমর্থন করিতাম। ইহাই চিত্রগুপ্তদেবের স্বধর্ম্ম, আমার সুদৃঢ় ধারণা যে এই ধর্ম্মবলেই ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার অভাবে তাঁহাদিগের যে গুরুতর অধঃপতন হইয়াছে তাহার প্রতিকার উক্ত ধর্ম্মের পুনরুত্থান। এই জন্য কেহ কেহ আমাদিগকে সামাজিক চরমপন্থী Social Extremist বলেন কিন্তু, যিনি যাহা বলুন না কেন যজ্ঞোপবিত গ্রহণ দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে একজাতিত্বে পরিণত করিতে না পারিলে আমদিগের উদ্ধারের কোন পান্থা নাই "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" অতএব হে কায়স্থ মহত্মাগণ? জাগ্রত হউন, যজ্ঞোপবীত

গ্রহণ করিয়া আপনার স্বধর্ম্ম পালন করুন। শ্রীভগবান তদীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"

মহারাজ মনু ও বলিয়াছেন—

"পরধর্ম্মেণ জীবনহি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ"

ষষ্ঠ প্রস্তাব। "বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জে, এন, গুপ্ত সাহেব, আসাম গেজেটিয়ারে বগুড়া খণ্ডের অধিবাসী কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ভ্রমাত্মক মন্তব্য লিখিয়াছেন এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।"

গেজেটিয়ারে উক্ত সাহেব বাহাদুর কি লিখিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বোধ হয় শূদ্রত্ব অপবাদ দেওয়াই গুপ্ত মহাশয়ের অভিপ্রায় ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থকে শূদ্রত্বে পরিণত করিতে অম্বষ্ঠ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কেননা তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গীয় সামাজিক নিকুঞ্জের একটী বিস্তৃত সুরম্য উদ্যান আত্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা সহজ নহে।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা
অনুমোদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা।
সমর্থক শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায়।

কায়স্থসভা প্রতিবাদ করিয়া কি মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিনা। আমাদের প্রতিনিধিও এই বিষয় কিছুমাত্র লিখেন নাই। আমরা মনে করি এই প্রস্তাবটী সম্বন্ধে গোলে হরিবোলের ন্যায় কিছু হইয়াছিল।

তদনন্তর সপ্তম প্রস্তাব।—"বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশে কায়স্থসভা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হইলেও সম্পূর্ণ সাফল্য প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। এই বিষয়ে বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে এই সভা সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধান প্রধান স্থানে অনুসন্ধানসমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা
অনুমোদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা
সমর্থক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার বর্ম্মা

এইটী আমাদিগের সর্ব্বনাশকরী বরপণ গ্রহণ প্রথা। যে ভয়ঙ্কর প্রথার প্রভাবে বঙ্গের প্রত্যেক কায়স্থগৃহ শোকে, অভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ হইতেছে, যে রাক্ষসী প্রথাকে দমন করিবার জন্য স্নেহলতা প্রমুখ কতকগুলি সরল বালিকা, কুমারী অবস্থায় আত্মবলি প্রদান করিয়াছিলেন এবং যে প্রথাকে বিনষ্ট করিবার জন্য বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি বদ্ধ-পরিকর এবং প্রভূত ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, এ সেই ভীষণ বরপণ প্রথা। সভামঞ্চে বক্তৃতার বলে এই রাক্ষসীকে নিহত করিবার সম্ভাবনা নাই, তবে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ দ্বারা একটি জাতীয় সমন্বয় উপস্থিত হইলে ও স্বধর্ম্মে মতিগতি হইলে বোধ হয় ইহার অত্যাচার হইতে কিয়ৎপরিমাণে সমাজকে রক্ষা করা যাইতেপারিবে। যে তিনজন কায়স্থ মহারথীর নাম এই প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাঁহারা সকলেই

বরগণ বিষবৃক্ষের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং অন্যান্য অনেকে করিতেছেন কিন্তু বৃক্ষটী প্রাচীন ও প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা লইয়া গগন সমাচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাকে সমূলে উৎপাটন করা সহজ ব্যাপার নহে। আমরা আশংকরি শিক্ষার ও দীক্ষার প্রভাবে এবং কায়স্থ মহাত্মা দিগের ত্যাগ স্বীকারে শনৈঃ শনৈঃ এই প্রথা বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হইবে।

অষ্টম প্রস্তাব

"কায়স্থ সভার স্থায়ীত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সাম্বাৎসরিক পূজা এবং আগন্তক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, পুস্তকাগারে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংরক্ষণ ও আফিসের কার্য্যাদির জন্য কলিকাতায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-দেবের একটি মন্দির স্থাপনের এবং গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপিত আছে। এই সভা উক্ত ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা
অনুমোদক। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা
সমর্থক। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন।

কায়স্থ সমাজের পরম হিতৈষী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণস্মৃতিরত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে উলিপুরের কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কুণ্ড দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ মহোদয় যেমন ২৲টাকা সভাপতির সম্মুখে স্থাপন করিলেন অমনি অল্পক্ষণ মধ্যে ১৩৪৲ টাকা নগদ আদায় ও ৩১৭৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বৃহৎ বৃহৎ নগরে যে সমস্ত কায়স্থ সভা হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় এতাধিক নগদ টাকা কখনও আদায় হয় নাই। ইহাই বগুড়াবাসী কায়স্থ সমাজের বিশেষত্ব।

প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আমাদিগের বড় বিশ্বাস নাই, কারণ অনেক কায়স্থ মহাত্মাই টাকা স্বীকার করিয়াও তাহা দান করেন নাই। ফলতঃ যে সভায় সহস্রাধিক কায়স্থ সন্তান উপস্থিত ছিলেন তাহাতে ১৩৪৲ টাকা নগদ দান আমরা অত্যন্ত অনুপযুক্ত মনে করি। প্রত্যেকে অর্দ্ধ মুদ্রা করিয়া দিলেও প্রায় ৫০০৲ টাকা আদায় হইতে পারিত। কায়স্থ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য ভিন্ন আমরা কোন গুরুতর কার্য্য করিতে পারি না। কিন্তু এই বিষয় কেবল সমাজকেই দোষ দেওয়া যায় না। কায়স্থ সভারও দোষ আছে। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারস্থ অর্থ দ্বারা তাঁহারা এ যাবৎ কোন বিশেষ কার্য্যই করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের বিশ্বাস কায়স্থ সভা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে টাকা অনেকেই দিবেন। বর্ত্তমানে কায়স্থ সভা একটী পৃথক্ গৃহে সংস্থাপিত হইয়াছে। কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি উক্ত গৃহে মফঃস্বল হইতে আগত কায়স্থ গণের বাসের বন্দোবস্ত করেন এবং নিরাশ্রয়া কায়স্থ বিধবা দিগকে সাহায্য প্রদান করেন এবং ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের সাম্বাৎসরিক পূজা কলিকাতায় সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস অনেক কায়স্থ চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে টাকা সাহায্য

করিবেন। বঙ্গের কায়স্থ একটী দান শৌণ্ড জাতি। সমাজের উপকারার্থে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে দেখিলে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দানের ব্যবস্থা করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা কায়স্থ সভাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করুন। টাকা গুলি জমা করিয়া রাখিলে অর্থের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই প্রস্তাব অনুমোদনকালে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় প্রকাশ করেন যে রংপুরের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রনন্দী মহাশয় চিত্রগুপ্ত মন্দির নির্ম্মাণজন্য উক্ত রংপুরে এক বিঘা নিষ্কর জমি বঙ্গদেশস্থ কায়স্থ সভাকে দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

নবম প্রস্তব।

"এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ সমাজের মধ্যে সংস্কৃত, আয়ুর্ব্বেদ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হয় তজ্জন্য সকলকেই অনুরোধ করিতেছেন। কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের চতুষ্পাঠী বিভাগে কায়স্থ ছাত্রের বেদ বেদান্ত স্মৃতি পড়িবার যে অন্তরায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রতিকারের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।"

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা

অনুমোদক। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত খাসনবীস

সমর্থক। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতি রত্ন

শ্রীযুক্তরাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা,

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগরবর্ম্মা

প্রস্তাবক ,শ্রীযুক্তপূর্ণচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয়, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ মহোদয়ের লিখিত শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর, হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। কায়স্থ মহোদয়গণ স্মরণ রাখিবেন যে আমরা যতদিন সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইতে পারিব তত দিন বঙ্গে আমরা ক্ষত্রিয়ের আসনে সম্যকভাবে সংস্থাপিত হইতে পারিব না, কারণ সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শিতাই দ্বিজত্বের একটী প্রধান লক্ষণ। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে আমরা সকল টোলেই বেদ বেদান্ত স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিব সন্দেহ নাই? কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার উপর আমাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব ও দ্বিজত্ব অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বঙ্গের বৈদ্যজাতি, সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত বঙ্গীয় অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি অধুনা ব্রাহ্মণের ন্যায় আদৃত হইতেছেন। অমাদের বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা যদি এইভাবে চলিয়া যায়; তবে আর অর্দ্ধ শতাব্দীকাল মধ্যেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইবেন। ফলতঃ সংস্কৃত বিদ্যার গৌরবই ব্রাহ্মণত্ব, অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থকরী হইলেও নিন্দার্হ নহে; কারণ উক্ত শিক্ষা বলেই আমরা শাসন কর্ত্তাদিগের নিকট ও বৈদেশিক জাতির নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছি। কিন্তু সংস্কৃত চর্চ্চা পূর্ণ ভাবে আমাদিগের কায়স্থ সমাজে প্রচলিত না হইলে এবং সংস্কৃতজ্ঞ, শ্রুতিজ্ঞ কায়স্থ দ্বারা সংস্কৃত স্মৃতি কাব্য ও ব্যাকরণের টোল দেশের নানা স্থানে সংস্থাপিত না হইলে, বর্ণাশ্রমে আমরা উচ্চস্থাতি বলিয়া গৃহীত হইতে পারিব না। এমতাবস্থায় কায়স্থ সভার একান্ত

কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা মহানগরে একটী ব্যাকরণ,কাব্য এবং স্মৃতির টোল সংস্থাপিত করতঃ কায়স্থ ছাত্রকে ঐ সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বৈদ্য মহোদয়দিগের করতলগত হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ কবিরাজ আছেন। কিন্তু তাঁহারা টোল সংস্থাপন পূর্ব্বক উক্ত আয়ুর্ব্বেদ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। কায়স্থ বৈদ্যদ্বারা পরিচালিত দুই চারিটী টোল কলিকাতায় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তদনন্তর স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ও বর্ত্তমান সময়ে একটি প্রধান সমস্যা। নানাবিধ কলা ও শিল্পবিদ্যায় কায়স্থ মহিলাগণকে শিক্ষাপ্রদান না করিতে পারিলে তাঁহারা নিরন্তর পরিবারের গলগ্রহ হইয়া কষ্টভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় "বসন্তে" শীর্ষক প্রবন্ধে পণ্ডিতপ্রবর ভারতীভূষণ মহোদয় প্রাচীন কালে আর্য্য রমণীগণের মধ্যে কলাবিদ্যার বিস্তৃতি বিষয় যে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা কায়স্থ মাত্রকেই অনুশীলন করিতে অনুরোধ করিতেছি। গত বৎসর হাওড়া টাউনহলে কায়স্থ সভার দ্বাদশবার্ষিক অধিবেশনে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ রাওসাহেব মহোদয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে কলিকাতার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির চতুষ্পাঠী বিভাগে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের প্রবেশাধিকার থাকা স্বত্বেও কায়স্থের প্রবেশাধিকার নাই ও সেই বিষয় প্রতিকারের জন্ম তিনি কায়স্থ নেতৃবর্গকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করেন। অতিশয় দুঃখের সহিত আমাদের লিখিত হইতেছে যে এইরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় প্রমুখ কায়স্থ সভার নেতৃগণ বিগত এক বৎসর কাল মধ্যে প্রতিকারের কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। কর্ত্তব্য কার্য্যে এই প্রকার উপেক্ষা সমাজের বিশেষ ক্ষতি কর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বগুড়ায় কায়স্থ সভায় এই বিষয় প্রতিকারের জন্য কি মীমাংসায় উপনীত হইলেন আমরা জানি না, কেবল বক্তৃতা দ্বারা করণীয় কার্য্যের সমস্যা মীমাংসা হয় না। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ অনতিবিলম্বে একটী মুদ্রিত আবেদন পত্র সম্বলিত দ্বাদশ জন প্রধান প্রধান কায়স্থ আমাদের সহৃদয় প্রজারঞ্জক লর্ড কার মাইকেল বাহাদুরের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে কায়স্থ দিগের স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধে যে অন্তরায় আছে তাহা দুরীভূত করিবার চেষ্টা করিবেন।

দশম প্রস্তাব।

ইহা একটী নূতন প্রস্তাব। সমগ্র ভারতী কায়স্থ মহাসম্মেলনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর শিক্ষার্থীগণের বিলাত গমন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছেন অর্থাৎ কায়স্থ সমাজের কোন ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ কিম্বা শিল্পবিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত, আমেরিকা ও জাপান ইত্যাদি স্থানে গমন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে সমাজে পুনঃগ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্য না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা
অনুমোদক। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ নন্দীবর্ম্মা
সমর্থক। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বর্ম্মা

আমরা মনে করি এই প্রস্তাবটী যাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের মহদুপকার সংসাধিত হইবেক। প্রাচীন কালে হিন্দুগণ আমেরিকা জাপান সিংহল এবং অন্যান্য স্থানে গমনাগমন করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন তা[illegible] বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফলতঃ—
অয়ং নিজোপরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

অধুনা জ্ঞানোদ্দীপনার মহাযুগে আমাদিগের জন্ম। নিজ গৃহে প্রণয়িনীর বস্ত্রাঞ্চলের ছায়ায় নিবদ্ধ থাকিলে কিছুই হইবে না। জ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে বসুন্ধরার সুদূরস্থিত স্থানেও গমন করিয়া জাতি শ্রেণী নির্ব্বিশেষে কুটুম্বতা করিতে হইবে। আমরা যদি অখাদ্য বস্তু গ্রহণ না করি, হিন্দুর আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া দূরদেশ হইতেও জ্ঞানরাশি স্বদেশে আনিতে পারি, প্রত্যাগমনকালে একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলেই যথেষ্ট হইবেক।

একাদশ প্রস্তাব।

কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলন জন্য কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা সমিতি গঠন এবং পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কুণ্ড বিদ্যাবিনোদ
অনুমোদক। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা
সমর্থক। শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু বর্ম্মা
" শ্রীযুক্ত মাখম লাল ধর বর্ম্মা

যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ এবং মিলন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে প্রচার তাহার প্রধান সাধন। বঙ্গীয় কায়স্থ মোট ১৩ লক্ষ হইলে বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা বাদে প্রায় ৪।৫ লক্ষ উপনয়নার্হ হইতে পারে, তাহার মধ্যে ২ লক্ষ কায়স্থ মানবক উপনীত হইলেও প্রায় ২।৩ লক্ষ কায়স্থ এখনও নিরুপবীতী রহিয়াছেন। এখনও অনেকের মনে ধারণা কায়স্থ যুগান্তরীয় শূদ্র জাতি, মাসাশৌচ প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার অনেকে ব্রাহ্মণের উৎপাতেও বৃদ্ধের খাতিরে স্বধর্ম্মপালনে অক্ষম। গত বৎসর এই প্রচার কার্য্যে সভা মোট ৩৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন (Indeed a magnificent Sum) ইহা প্রচুর নহে কি!! আমরা আশা করি কায়স্থ সভা অন্ততঃ দুইজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়া বঙ্গের সমস্ত গ্রামে কায়স্থ ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন। গত বৎসর কায়স্থ সভা উপনয়ন কার্য্যে ৮৲ ব্যয় করিয়াছেন। (বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য বিবরণী পৃথক্ মুদ্রিত দ্রষ্টব্য) কয় জন কায়স্থকে উপনীত করিয়াছেন তাহা সম্পাদক মহাশয় ব্যস্ততা নিবন্ধন উক্ত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের ধারণা বঙ্গের দূরস্থিত অনেক পল্লী এখনও অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমরাও সমাজমাতার উপাসনার সময় পরমহংসের ন্যায় গাহিতে পারি—

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি'

হায় হায়! মায়ের অপূর্ব্ব চন্দ্রকান্তি ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমরা মায়ের অ[illegible] সন্তান

আমরা এতদিন অরণ্যে রোদন করিলাম। কায়স্থ সমাজ জাগিল না !!

ইহার পর আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও ধন্যবাদ তৎপরে প্রায় দ্বিতীয়প্রহর বেলার সময় সভা ভঙ্গ হয়। আগামী ১৩২২ সনের জন্য শ্রীযুক্ত রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রসিদ্ধ নড়াইলের জমিদার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে ত্রয়োদশ বার্ষিক সভা শেষ হইয়াছিল। মোটের উপর এই অধিবেশন বগুড়াবাসী কায়স্থ মহাত্মাদের প্রভূত যত্ন ও অর্থব্যয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় রজনী কান্ত মজুমদার বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এ, বি, এল, মহোদয় প্রমুখ বগুড়া নগর নিবাসী কায়স্থ মহাত্মাগণের প্রচুর যত্ন ও অধ্যবসায়ে সমবেত কায়স্থদিগের আহারাদির ব্যবস্থা সুন্দর হইয়াছিল।

কাকিনাধিপের অভিভাষণ।

যাঁহার ইচ্ছাতে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার কৃপায় আমরা সকলে আজ পুণ্যসলিলা করতোয়া তীরে সমবেত হইতে পারিয়াছি, সেই মঙ্গলময় সর্ব্ব বিঘ্ন-বিনাশন অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতির চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণত হইতেছি এবং অদ্যকার কার্য্যারম্ভের অগ্রে সেই করুণাময় জগৎ পতির শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। তৎপর যাঁহারা মানবের সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনার্থ শত শত বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া দেবদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, রণশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থবিদ্যা বাণিজ্যশাস্ত্র প্রভৃতি মানবের জ্ঞাতব্য সমুদায় শাস্ত্র ও বিদ্যার প্রকাশক ও উপদেষ্টা, যে জাতির দর্শন শাস্ত্রের এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যার নিগূঢ় মর্ম্ম অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই উপলব্ধি ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই, যে জাতির প্রতিভাশক্তি এবং গভীর জ্ঞান পৃথিবীর প্রাচ্য প্রতীচ্য সমুদায় জাতির অদ্যাপি বিস্ময় পূর্ণ গৌরব এবং অশেষ যশের বিষয়, যাঁহাদিগের মহিমায় এবং পুণ্য বলে ভারত চিরদিন মহিমান্বিত ও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে আদৃত, সেই বর্ণগুরু পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে প্রণাম পূর্ব্বক হৃদয়ের গভীর ভক্তি জানাইতেছি। আমিও সভার পূজনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে সকল মহোদয়গণ অদ্যকার জাতীয় সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন

করিলেন, তাঁহাদিগকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। সম্প্রদায় এবং জাতি বিভিন্ন হইলেও আমরা এখানে সমবেত সকলেই ভারত সন্তান এক ভাইয়ের কার্য্যে অন্য ভাইয়ের যোগদান অতীব সুখের বিষয় এবং শুভ কর।

কায়স্থ ভাই সকল, কাকিনার প্রতি আপনাদিগের স্নেহাধিক্য বশতঃ আমার ন্যায় এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং জ্ঞান-কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই জাতীয় মহাসম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করায় আমার একটী শাস্ত্রীয় আখ্যায়িকা মনে হইতেছে। ক্ষুদ্রের সহিত মহতের তুলনা প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করিতেছি;—একদিন "অমৃতং বালভাষিতং" শুনিবার জন্য ব্রহ্মবিৎ ঋষিবৃন্দ বালক আঙ্গিরসকে ব্রহ্মজ্ঞের আসনে বসাইয়া তাঁহার মুখে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লইবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ কায়স্থ-সমাজের প্রতিভাশালী অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ আপনারাও আমাকে আপনাদিগের সমক্ষে এই উচ্চাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। আজন্ম তত্বজ্ঞানী আঙ্গিরস নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে ঋষিবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরূপ সাধ্য আমার নাই। সমাজবিজ্ঞাপন আমার অনধিগত, অবিদিত, অনায়ত্ত; সুতরাং কোন ক্রমেই আমি আপনাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইব না, প্রত্যুত আমার এই অভিভাষণে আপনাদিগের অপ্রীতিই পরিবর্দ্ধিত হইবে। সেজন্য আমি দায়ী নহি। আপনাদিগের অবিমৃষ্য কারিতার ফল ভোগ করিতে আপনারাই ন্যায়ত বাধ্য। বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধিকার থাকুক বা না থাকুক, আমার যে কতটুক যোগ্যতা আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; এই গুরুভার গ্রহণে নিজের অযোগ্যতা জানিয়াও যে, তাহা গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি তাহার অন্য কোন কারণ নাই, কেবল জাতীয় ভাবের আবেগেই ইহার একমাত্র কারণ। গভীর মেঘগর্জ্জন শুনিলে নিদ্রিত সিংহ শিশুও নিদ্রা পরিহার করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে; এইটী তাহার স্বভাবিক, এইটী তাহার কুলব্রত। কেশরিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এই ভাবে তাহার পরিস্ফুরণ। পশু সিংহে যাহা লক্ষ্য হয়, মনুষ্য আমরা, আমাদিগের মধ্যে যদি সে ভাবের উদ্বোধন না হয়, বলিব,—আমরা নিদ্রিত নই নিশ্চয়ই মৃত। জাতীয়ভাবের উদ্দীপনায়, ভ্রাতৃভাবের আবেগে স্থির থাকিতে পারি নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছি আপনাদিগের সম্মুখে আজ দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যখন আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলিতেছে; তখন বুঝিতেছি;—নিদাঘের অবসান হইয়াছে, একদিন বর্ষার আগমনে ধারাবর্ষণে মেদিনী শীতল হইবে। যখন সহকার তরু নিজের উচ্চশিরে মুকুলের হেম মুকুট ধারণ করিয়াছে, কোকিল পাপিয়া উড়িয়া উড়িয়া নিজের পঞ্চম স্বরে আকাশ ধ্বনিত করিতেছে, তখন বুঝিতেছি বসন্তের শুভাগমন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে জাগরণের—সঞ্জীবনের ভাব লক্ষ্য করিয়া কৃতার্থ ও আশ্বস্ত হইতেছি। আজ প্রাভাতিক সুশীতল বায়ুর কোমল স্পর্শে নর-নারী উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত। তাহারা জাগিয়া আজ স্ব স্ব কর্ম্মে, বিবিধ ভাবে ব্যাপৃত। এই বিবিধ কর্ম্ম ব্যাপৃ-

তিই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। পরিবর্ত্তন রহিত নূতনত্ব বিহীন একভাবে এক ছাঁচে পরিচালিত, কর্ম্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ সকলের মধ্যেই লক্ষ্য হয়। আহারও বিশ্রামের জন্য সকল প্রাণীরই চেষ্টা আছে, কিন্তু মনুষ্য নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর ন্যায় আহারও বিশ্রামের চেষ্টাতেই কেবলমাত্র ব্যাপৃত থাকিতে পারে না। বাবুই পক্ষীর ন্যায় সৃষ্টি কাল হইতেই একরূপ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া পরিতৃপ্তি থাকিতে পারে না। মনুষ্য প্রতিভার উন্নত চিন্তা আসিয়া মনুষ্যকে পর্ণ কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথদেবের মেঘচুম্বি প্রাসাদ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে ব্যাপৃত করিয়াছে; এই নবচিন্তা,নবসিসৃক্ষা, নবকর্ম্মে ব্যাপৃতি মনুষ্যকে মনুষ্য করিয়াছে। প্রাচীন ভারতে তাহা ছিল,প্রাচীন ভারতবাসী জগতের সম্মুখে মনুষ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিয়াছে। এক্ষণে এই সমস্ত গুণের পূর্ণ বিকাশ ভারতে সেরূপ দেখিতে পাই না, ইউরোপে অবশ্যই দেখা যায়, ইউরোপ এবং মার্কিন দেশই এক্ষণে এই সকল মনুষ্যোচিত গুণের সম্যক্ দাবি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ইউরোপ আজ আমাদের সম্মুখে নিজের চিত্রপট যেরূপে যে ভাবে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে, চক্ষু সত্বেও আমরা আর তাহা না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না, দেখিয়াও শীলা-খণ্ডের ন্যায় অচল হইয়া থাকিতে পারিতেছি না; সুতরাং আমাদের ভিতরেও স্পন্দন আসিয়াছে, জাগরণ আসিয়াছে, অভিলাষ আসিয়াছে। এখন আমরা আদর্শ বিহীন লক্ষ্য বিহীন নহি। যখন অভিলাষ আসিয়াছে, আদর্শ পাইয়াছি, এবং লক্ষ্য স্থাপিত হইয়াছে, তখন অদূর-ভবিষ্যতে কর্ম্মও আসিবে এবং ক্রমশঃ ক্রিয়ার গতির সহিত আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য স্থলের নিকটগামী হইব। প্রত্যেক সভ্যজাতির জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদে ও শুনিয়াছি—ব্যষ্টিতে জীব, সমষ্টিতে ঈশ্বর। এই মহাসত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই নেতৃবৃন্দ এ সকল জাতীয় সম্মিলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে, ব্রাহ্মণ-সম্মিলন হইতেছে,কায়স্থ সম্মিলন হইতেছে, বৈদ্য সম্মিলন, অম্বষ্ঠ সম্মিলন প্রভৃতি কত কি সম্মিলন হইতেছে। ইহা দ্বারা আমরা কি বুঝিতেছি? বুঝিতেছি ভারতের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী অদূরবর্ত্তী। এই বিভিন্ন সম্মিলন দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বল সঞ্চার হইবে, সেই সকল সুদৃঢ় বিভিন্ন সম্প্রদায় কালে পরস্পর মিলিত হইয়া এক মহাসম্মিলনের এবং শক্তির সৃষ্টি করিবে। সেই মহাসম্মিলন এবং শক্তি হইতে আমরা বেদোক্ত জাতিরূপ—সমাজদেহী সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিব। তখন ভারত প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মভূমি হইবে, ভারত ভারত হইবে।

এস্থলে আমাদিগের সুসভ্য শক্তিশালী উদারমনা, ন্যায়পক্ষপাতী রাজন্য ইংরাজ জাতির নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মোগল সাম্রাজ্যের নির্ব্বাণোন্মুখ অবস্থার সময় হইতে ইংরাজ শক্তিরবি ভারত-গগনে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত যে গভীর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহাতে পুনরায় যে আমরা কখনও জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব আমাদিগের স্মৃতিপটেও প্রতিফলিত দেখিতে পাইব এবং অতীত গৌরব রক্ষার

চেষ্টা করিতে কখন সমর্থ হইব, কখনও আমাদের জাগরণ আসিবে এবং জাতীয় প্রাণ ফিরিয়া পাইব,তাহার কিছুমাত্র আশা ছিল । একরূপ আমাদিগের জাতীয় অস্তিত্বই লোপ হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্তম্ভ ইত্যাদি যাহা শত শত বৎসর পূর্ব্বে একদিন কাহারও যশঃ গৌরব ঘোষণা করিয়াছে, কালচক্রে তাহারই লতাগুল্মাবৃত ভগ্নস্তূপের ন্যায় আমাদিগের প্রাচীন জাতীয় গৌরব আজিও ভূতলে পড়িয়া থাকিত। ঐতিহাসিক চিহ্নবৎ অতীতের স্মৃতিমাত্র আর কিছুই নহে। কিন্তু আজ আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ ইংরাজ রাজের প্রবাদে আমাদের জাতীয় ভগ্নস্তূপের নানা কুসংস্কাররূপ বন্য গুল্মলতাদি নির্ম্মূল হইয়া ঐ সকল ভগ্নাবশেষ হইতে জাতীয় পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে। ভ্রাতৃভাব, একতা, যত দৃঢ় হইবে নির্ম্মাণ কার্য্যও তত সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হইবে। আমি এস্থলে ভ্রাতৃভাব এবং একতা কেবল আমাদিগের আভ্যন্তরিক জাতীয় ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের জাতীয় পুনর্গঠন করিতে হইলে, রাজকুলের এবং রাজশক্তির শুভ ইচ্ছা এবং সহায়তা ভিন্ন তাহা হইবার উপায় নাই। কাজেই শুধু আমাদিগের মধ্যে মিলন এবং একতা পরিবর্দ্ধিত হইলে আমরা সেই মহৎকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে না, রাজকুলের সহিত —রাজশক্তির সহিত একতাসূত্রে, ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে হইবে, যে উপায়ে যাহা দ্বারা উহা সাধিত হয় তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। এবং যে উপায়ে যাহা দ্বারা তাহার ব্যাঘাত জন্মে তৎসমুদায়ই পরিহার করিতে হইবে—বিষতুল্য পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। ইংরাজ বাহুবলে, অসিদ্বারা ভারত অধিকার করেন নাই। চারিকোটি, সাড়ে চারিকোটি লোক অসাধারণ পরাক্রমশালী হইলে ও পঞ্চসহস্র ক্রোশ ব্যবধান সুদূর একটি দ্বীপ হইতে ত্রিশকোটী বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সভ্য মানব সন্তানকে শুধু স্বীয় স্বার্থের এবং রাজশক্তি পরিচালনের সুখভোগের জন্য এত দীর্ঘকাল বলপূর্ব্বক শাসনাধীন করিয়া রাখিতে পারিতেন না। জগতে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। ইংরাজ শক্তি, ঈশ্বর প্রেরিত না হইলে,ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য মহৎ, উদার ভাবাপন্ন ও শাসকের পক্ষে সম্পূর্ণ শুভ ফলপ্রদ না হইলে কিছুতেই সে শাসন এরূপভাবে দৃঢ় এবং স্থায়ী হইতে পারিত না। আমি বলিতেছি স্থায়ী; তাহার কারণ—আমি বিশ্বাস করি না যে কোন দিনও ও ইংরাজের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটবে। যে মিলন মানুষের চেষ্টার দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা হয় নাই, আমার বিশ্বাস তাহার অবসানও মানুষের চেষ্টা বা ক্রিয়ার প্রতি নির্ভর করে না এবং সেরূপ বাসনাও আমাদিগের পক্ষে আমি শুভ ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করি না। ইংরাজ শক্তির সহিত মিলিত হইয়াই আমরা মহৎ হইব, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিব ও জগতের অন্যান্য সভ্য এবং সঙ্কীর্ণ জাতি সমূহের ন্যায় গৌরবের উচ্চ আসন গ্রহণ করিব ইহাই আমার বিশ্বাস। রাজকুলের সহিত একতা, মিলন এবং ভ্রাতৃভাব রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন করাই আমি আমা- আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য মনে করি।

আমি এখানে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্ত উপস্থিত নহি। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক না বলাই ভাল।

আমাদিগের জাতি সম্বন্ধে বক্তব্য, এই যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতাপাদিত্য ইতিহাসে বীরত্বে। পতাকা প্রোথিত করিয়াছেন, সীতারাম সাহসীকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছেন, সে জাতি কখনও ক্ষুদ্র নহে—হেয় নহে। আকবরের রাজস্ব সচিব ও সেনাপতি কায়স্থ টোডরমল্লের প্রবর্ত্তিত অধিকাংশ নিয়ম যখন সভ্যতার যুগে—এই বিংশ শতাব্দিতেও অক্ষুন্ন রহিয়াছে, তখন বলিব কায়স্থ কখনই নীচ শূদ্রজাতি নহে। যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বাগ্মিপ্রবর রাম গোপাল ঘোষ নিজের ওজস্বিনী বক্তৃতায় তাৎকালীক কর্তৃপক্ষকে মুগ্ধ করিয়া অদ্যাপি গঙ্গাতীরে হিন্দুশবেরসৎকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, অবশ্যই বলিব সেই কায়স্থজাতি কখনই নীচজাতি নহে। কায়স্থ বিবেকানন্দ সুসভ্য আমেরিকায় একদিন বেদান্তের বন্যা ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ যে ভারতীয় সিবিলিয়ান দিগের মধ্যে এক ব্যক্তি স্ব প্রতিভায় রাজপুরুষদিগকে মুগ্ধ করিয়া সহাস্যমুখে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, অবশ্য সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই, উনি আর কেহ নহেন, কায়স্থ-কুলপ্রদীপ রমেশচন্দ্র দত্ত। কলিকাতা হাইকোর্টের উচ্চমঞ্চে আমরা পর্য্যায়ক্রমে দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রকে দেখিতে পাই। ইহারা সকলেই প্রতিভাবলে ও স্বীয় কার্য্য দক্ষতায় উচ্চাসনের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ব্যারিষ্টার দিগের ভিতরে মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, সকলেই সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের উচ্চ সম্মানে কায়স্থমাত্র নয়, সমস্ত বঙ্গবাসীই আজ আনন্দ গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত। কেবল ভারত নয়, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে পাইয়া সমস্ত সভ্য জগৎ আজ গর্ব্ব করিতেছে। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ যেমন প্রতিভার - বর পুত্র, অসামান্য বদান্যতাও সেইরূপ তাঁহাকে নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। অতীত যুগের উল্লেখ করিব না, দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে আমরা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মুন্সী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়-চৌধুরীকে দেখিতে পাইতেছি। ঐতিহাসিকদিগের উচ্চাসনে নগেন্দ্রনাথ বসুকেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূপেন্দ্রনাথ-বসুকে আমরা প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে অবলোকন করিতেছি। কবি সন্ধ্যাকরনন্দী কায়স্থ ছিলেন কিনা সে বিচারে প্রয়োজন নাই, আমার পিতামহ পূজ্যপাদ শম্ভুচন্দ্র রায় তৎকালীন বেদ-বেদান্ত বিশারদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে বিশেষ উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আজও তাঁহার কৃত অনেকগুলি সংস্কৃত ও পারস্যকাব্য রহিয়াছে। তিনি তৎকালে যে একটি নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিত সমাজে সুবিদিত। পূজনীয় কায়স্থ ৺গুরুচরণ সরকার সেই সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। তাঁহার লিখিত সংস্কৃত কাব্য অদ্যাপি কাকিনারাজ-পুস্তকাগারে বিদ্যমান রহিয়াছে। কলিকাতা শোভা বাজারস্থ প্রাসাদে বসিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব যে সময়ে শব্দকল্পদ্রুমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে পিতামহদেব

কাকিনা প্রাসাদে বসিয়া সংস্কৃত ক্রিয়াপদের একখানি সুবৃহৎ অভিধান প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ "বিক্রম-ভারত" তাঁহারই প্রবর্ত্তনায় রচিত।

কায়স্থ ভূম্যধিকারীদিগের সবলবাহু ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির হিতের জন্য নিয়ত প্রসারিত। শোভাবাজার, কাঁদি, দিনাজপুর, নড়াইল, সন্তোষ, তাড়াস, ডিমলা, টেপা, বড়িশালভাঙ্গা ও কাকিনার রাজবংশ এবং ভূম্যধিকারিবৃন্দ ব্রাহ্মণ এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা ব্রতে নিয়ত দীক্ষিত। এই সকল কারণে বলিতেছি, কায়স্থ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় গুণাবলম্বী ও সমাজ দেহের বাহু স্থানীয় দুন্দুভি নিনাদে বলিব —'মদায়ত্তন্তু পৌরুষং।' পৌরুষের সেবা করুন—পুরুষকারের প্রতি নিয়ত সেবায় জাতীয় মন্দিরে উন্নতি দেবীর জাগ্রত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করুন।

কেবল বঙ্গদেশ নয়, ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থের আসন। কায়স্থ উচ্চ জাতি না হইলে, সদ্ব্রাহ্মণ কখনই তাহার প্রতিগ্রহ করিতেন না। কায়স্থের গুরু পুরোহিত সদ্ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের দান গ্রহণ করেন না, তাঁহারাও কায়স্থের গুরু পুরোহিতের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। কায়স্থ রমণীর অগ্নিপক্ক অন্ন ভোজনে সদ্ব্রাহ্মণের কোনরূপ দ্বিধা দেখিতে পাই না। এরূপ অবস্থায় কায়স্থকে কি বলা যাইতে পারে আমি বলি, কায়স্থ কায়স্থ, ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কি হইতে পারে।

স্বজাতীয় ভাই সকল! আজ বঙ্গীয় কায়স্থ সভা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই কালের মধ্যে সভা আমাদিগের সামাজিক উন্নতির কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং আমাদিগের হিতকল্পে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা আলোচ্য বিষয়। ইহার মধ্যে প্রধান উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে, সভার এবং কায়স্থ অগ্রণীদিগের বিশেষ যত্ন চেষ্টা এবং অনুশীলনের ফলে আমাদিগের পূর্ব্বে অযথা শূদ্রত্বাপবাদ মোচন হইয়া গিয়াছে, ইহা সমাজে আনন্দের বিষয় নহে। পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ ভ্রাতৃগণ চিরদিনই উপবীতধারী এবং শ্রীশ্রী-চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ কেবল ক্ষত্রিয় কিনা ইহাই এত দিবস তর্কের বিষয় ছিল। এক্ষণে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি নিজে শাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি অতএব এসমস্ত বিষয় আমার বেশী কিছু বলা ভাল দেখাইবে না। যাহা হউক কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় আমি বলিতে চাহি না। কায়স্থ যদি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইবে, তাহা হইলে সদ্ব্রাহ্মণ কি করিয়া এতকাল আমাদের প্রতিগ্রহাদি কার্য্য করিয়া আসিলেন আচার ভ্রষ্টই বা কেন বলিতে যাইব। কায়স্থ সন্তান একাল পর্য্যন্ত এরূপ কোন কার্য্য করেন নাই, যাহার জন্য কায়স্থ সন্তান আজ মস্তক হেট করিবেন? আমরা কায়স্থকে পূর্ব্বাপর হইতেই সমুদয় ক্ষত্রিয় গুণে ভূষিত দেখিতে পাইতেছি। জ্ঞানে, বিদ্যায় ব্যবহারে, শক্তিতে কোন বিষয়েই আমরা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় সন্তান হইতে বিভিন্ন দেখি না। হইতে পারে কোন কারণে বঙ্গ দেশে উপবীত গ্রহণ প্রথা পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় সাধারণের মধ্যে সেরূপভাবে প্রচলিত হয় নাই এবং সে কারণে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও উঠে নাই। তাঁহারা ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়াই সুপরিচিত

ছিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সেরূপ প্রশ্ন উঠিবেই বা কেন? বৈশ্যদিগের মধ্যে অনেকে এখনও উপবীত গ্রহণ করেন না; কিন্তু তাহাদিগকে বৈশ্য সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে কখনও কি কোন আপত্তি হইয়া থাকে? কোন কারণে হয়ত এ দেশের কায়স্থ সন্তানগণ পৈতা গ্রহণ প্রথা সেভাবে প্রচলন করেন নাই এবং সে সময়ের ব্যবহারে হয়ত তাহা বিশেষ দোষনীয় ছিল না। যাহা হউক অন্যান্য সমুদয় বিষয় দ্বারাই যখন আমাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তখন এক উপবীত নাই বলিয়া আমরা ব্যভিচারগ্রস্ত, পতিত, ব্রাত্য এ কথা বলিতে চাহিনা। আর বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা যদি আমাদিগের না থাকিত তাহা হইলে শুধু উপবীত গ্রহণ করিয়া আর ১৫ মিনিট কাল প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র জপ করিয়া আমরা কিছুতেই ক্ষত্রিয় বলিয়া দণ্ডায়মান হইতে সাহস পাইতাম না। আর করিলেও তাহা ঘোরতর দাম্ভিকতারই পরিচয় প্রদান করিত। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যে সকল গুণে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ এবং রক্ষা হয়, তদসমুদায়ের প্রতিই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি এবং যত্ন থাকা কর্ত্তব্য মনে করি। আমরা দোষ গুণেরই ফলভোগী হইব, শুধু উপবীতে বিশেষ কোন ফলপ্রদান করিবে না। মনুসংহিতায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের একটী তালিকা আছে, তাহাতে বহু নীচ জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার আলোচনায় আমাদিগের আবশ্যকতা নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট যে, তাহাদিগের পিতৃশ্রাদ্ধে পর্য্যন্ত অধিকার নাই।

সামাজিক বলবৃদ্ধির জন্য এবং আমাদিগের দুর্ব্বলতার পথ সকল রোধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে আভ্যন্তরিক যে সকল শ্রেণী ভেদ রহিয়াছে তৎসমুদয় উঠিয়া যাওয়া প্রার্থনীয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন, এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। ভেদই দুর্ব্বলতা মিলনই শক্তি। যেখানে দুর্ব্বলতা সেইখানেই পতন, যেখানে শক্তি, সেইখানেই উত্থান।

আমাদিগের আর একটী কুপ্রথা যাহা আমাদিগের সমাজকে বিষবৎ জর্জ্জরিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে উল্লেখ না করিয়া পারি না। বলা বাহুল্য এটী পণ প্রথা। ইহাতে যে, কি ভীষণ অকল্যাণ হইতেছে, সমাজ যে কিরূপ নিম্নগামী হইতেছে, পারিবারিক সুখশান্তি প্রত্যেক গৃহ হইতে প্রতিদিন কিরূপে তাড়িত হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার নিবারণের চেষ্টা বহুদিন হইতে হইতেছে বটে; কিন্তু আশানুরূপ ফল এ যাবৎ দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমি হঠাৎ কোন উপায়ের প্রস্তাব করিতে চাহি না। ইহার সহিত আমাদিগের সমাজের আর্থিক অবস্থার দৃঢ় যোগ রহিয়াছে সুতরাং এক কথায় বা একদিনে এই বিষময় প্রথা যে, উঠাইয়া দিতে পারা যাইবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। direct ভাবে attack না করিয়া—in direct ভাবে attack বুঝিতে হইবে। এ বিষয় আরও চিন্তা করার জন্য মনীষী এবং নেতৃবৃন্দকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি। অন্যান্য অবনতির যে সকল অনাবৃত গহ্বর সমাজক্ষেত্রে রহিয়াছে সেগুলি একে একে বন্ধ করিতে হইবে। বহুকালের আবর্জ্জনা অনবধানতা বশতঃ সমাজক্ষেত্রে আস্তে আস্তে একত্রিত হইয়াছে, সেগুলি ক্রমে

ক্রমে উন্নতির পথ হইতে সরাইয়া উহাকে প্রশস্ত অনাবিল করিতে হইবে, শিক্ষা এবং জ্ঞানরশ্মি প্রবেশের দ্বারগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আর আমার বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। এতক্ষণ অনেক বাহুল্য কথা বলিয়া আপনাদিগকে কষ্ট দিলাম আশা করি আপনারা ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে আমাদিগের সমাজের সুপরিচিত হিতাকাঙ্ক্ষী যে সকল ব্যক্তি বিগতবর্ষে সমাজকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য আমি সভাপতি ভাবে সভার পক্ষ হইতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহাদিগের পরিবারস্থ শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আন্তরিক সমবেদনা জানাতেছি। যে যে সুপরিচিত আমাদিগের সমাজভুক্ত ব্যক্তি পরলোকে গমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রায়, উকিল মানিকগঞ্জ

২। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, সাং নিমতিতা, জেলা মুর্শিদাবাদ।

৩। „ মাখনলাল ঘোষহাজরা, সাং ধল্লা জেলা বীরভূম।

৪। ” কেদারনাথ দত্ত বর্ম্মা ভক্তিবিনোদ রামবাগান কলিকাতা।

ইনি বহুদিন পূর্ব্বে উপনীত হইয়াছিলেন এবং কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন—

৫। স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র দত্ত, এটর্ণি কলিকাতা (আজীবন সভ্য)

৬। রায় বাহাদুর অশ্বিনীকুমার গুহ, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ।

৭। রাজকুমার সরকার বর্ম্মা জমিদার, কার্শিমারা, রাজসাহী। ইনি স্বয়ং উপনীত হইয়া বারেন্দ্র সমাজে উপনয়ন প্রচলনার্থ বহুযত্ন করিয়াছেন।

৮। গিরিশচন্দ্র রায়, সাং ধল্লা জেলা বীরভূম।

৯। ভবনাথ সেন। (আজীবন সভ্য)— সাং বাগবাজার কলিকাতা।

১০। কালীচরণ দাস সাং চাড়াবাড়ী, জেলা ময়মনসিংহ।

১১। রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, সাং তাড়াশ।

ইনি ১৩১২।১৩ সনে সভাপতি ও তৎপর বর্ষে সহকারী সভাপতি ছিলেন। রাজর্ষি বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ কুমারকে উপনয়ন প্রদান করিয়া বারেন্দ্র সমাজের আদর্শ হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

১২। রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর, ইনি ১৩২০ সনে সহসভাপতি ছিলেন। এবং উত্তররাঢ়ীয় সমাজে উপনয়ন বিস্তারের জন্য সপুত্র স্বয়ং উপনয়ন গ্রহণ করতঃ স্ব সমাজের হিতের নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

১৩। কালীপদ বসু এম, এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ।

১৪। রাজকৃষ্ণ দত্ত সাং ঝাউডাঙ্গা জেলা মুর্শিদাবাদ।

১৫। কিশোরীমোহন রায় বর্ম্মা, ইনি সভার একজন উৎসাহী সভ্য এবং সাহিত্যিক, সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। পাবনার সুরাজ পত্রিকা ইহারই চেষ্টায় সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৬। প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, দেওয়ান কুচবিহার।

১৭। বরদাকান্ত মিত্রবর্ম্মা, শোভাবাজার রাজবাটী। ইনি সভার আজীবন সভ্য ছিলেন এবং ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কতিপয় বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণে কায়স্থ শব্দ সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন।

১৮। হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সাং বাগডাঙ্গা জেলা মুর্শিদাবাদ।

১৯। বিহারীলাল গুহ রায় বর্ম্মা কবিরত্ন বি, এ। ইনি বর্ত্তমান বর্ষে সহকারী সম্পাদক থাকিয়া সভার অনেক কার্যের সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে তিনি খুলনায় কায়স্থ-সভা করিয়া তথায় প্রথম উপনয়ন প্রচারিত করেন। এবং সমাজের কল্যাণার্থে সমাজ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালন করেন।

যাঁহারা রাজ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস্, ইনি, সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন।

২। „ যামিনীমোহন মিত্র এম, এ, ইনি রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহারা রাজ-সম্মান লাভ করায় আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা এম এ, বি, এল ; শ্রীযুত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম, এ ; কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর, শ্রীযুত বসন্তকুমার সেন-বর্ম্মা এবং শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায়বর্ম্মা মহোদয়গণ আমার অনুপস্থিতিতে সভার মাসিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সভার সম্পাদক শ্রীযুত শরৎকুমার মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ মজুমদার এবং কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী মহোদয়গণ কায়স্থসভার হিতকল্পে ও দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনে যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদিগকেও আমি এস্থলে সভাপতি ভাবে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না।

বগুড়ার রিসেপসন্ কমিটির সভাপতি সহকারী সভাপতি, এবং সভ্য মহোদয়গণ বার্ষিক অধিবেশনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় বন্দোবস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন ভিন্নস্থানীয় প্রতিনিধিদিগের এখানে থাকিবার সর্ব্বপ্রকার সুবন্দবস্ত হইয়াছে এজন্য আমি তাঁহাদিগকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি

আমাদের মন্তব্য।

যদি যজ্ঞোপবীত পুনঃগ্রহণ সম্বন্ধে রাজা বাহাদুর একটু তীব্র কটাক্ষপাত না করিতেন, এবং নিজে ধারণ না করিয়া উহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন না করিতেন তবে এই বক্তৃতাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে পারিতাম। উপবীত সম্বন্ধে রাজা বাহাদুর তাঁহার মনের ভাব এক কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন "আমরা দেব গুণেরই ফলভোগী হইব, শুধু উপবীতে বিশেষ কোন ফল প্রদান করিবে না।" রাজা বাহাদুর একটু গভীর চিন্তা তরঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতেন যে বঙ্গীয় কায়স্থের উপবীত অভাবে সমাজে বিশেষ দোষ উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই দোষের ফলভোগী আমরা হইয়াছি

ফলতঃ উপবীত গ্রহণ ভিন্ন সেই সকল দোষ রাশি সমাজ হইতে অপসারিত হইবে না। কায়স্থ জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের ন্যায় সংস্কৃত ও শাস্ত্রচর্চ্চা নাই, ইহার প্রধান কারণ উপনয়নাভাব। উপনয়ন না থাকিলে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, এমন কি ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন অসম্ভব। ভারতে যে জাতির মধ্যে উক্ত শাস্ত্র সমূহের আলোচনা নাই, তাহারা কখনই দ্বিজত্বের দাবী করিতে পারে না অথচ আমরা দ্বিজ ও ক্ষত্রিয়। হিন্দু মাত্রেই মনুর অনুশাসন অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে; মনু বলিয়াছেন যাঁহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই দ্বিজ ও আর্য্য আর যাহাদিগের উপবীত নাই তাহারা অদ্বিজ ও অনার্য্য। ইহাই হিন্দুর 'বর্ণধর্ম্ম', যে জাতির বর্ণধর্ম্ম নাই তাহার আশ্রম ধর্ম্মও নাই। শূদ্রের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই। অতিদীর্ঘ কাল কায়স্থ বর্ণধর্ম্মের অভাবে সমাজের নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছেন। এবং উক্ত জাতির আত্মসম্মানবোধ ও জ্ঞানগরিমা সমস্তই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে শ্রীভগবান্ গীতায় ক্ষত্রিয়ের যে সাতটি লক্ষণের কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে "ঈশ্বর ভাব' অন্যতম, রাজা বাহাদুর কি দেখিতেছেন না যে কায়স্থ, সমাজের ঈশ্বর হইয়াও অধুনা উপনয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞানাভাবে সেবক হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ সেই সম্মানের পদবী কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন রাজা বাহাদুর দেখিলেন যে উপনয়ন কত দূর প্রয়োজনীয়। ১৩লক্ষ কায়স্থ মধ্যে ২০ ২২ জন কৃতবিদ্য লোকের নাম করিলে উক্ত জাতি ক্ষত্রিয় হইতে পাবে না (A few sparrows do not make a summer) কায়স্থ ব্রাহ্মণ সমাজে শূদ্র বলিয়া কতদূর লাঞ্ছিত ও অপমানিত তাহা কি রাজা বাহাদুর জানেন না। তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার সময়ে বলিয়াছেন—"উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে এবং জ্ঞান প্রবেশের দ্বার গুলি উন্মুক্ত করিতে হইবে" আমরা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি উপনয়নই সেই পথ ও দ্বার। অধুনা উপনয়ন গ্রহণ না করিলে জ্ঞানরাশি সমাজে প্রবেশ করিবে না। আমরা আশা করি রাজা বাহাদুর আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করতঃ কায়স্থ সমাজের আদর্শ স্থানীয় হউন।

সম্পাদক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ১৩২১ সনের কার্য্যবিবরণী।

পরম মঙ্গলময় ভগবানের অপার করুণায় ও শুভানুধ্যায়ী স্বজাতিবর্গের সহানুভূতিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গত শ্রাবণমাসে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সমগ্রভাবে জাতির উন্নতিকল্পে বঙ্গদেশে অন্য কোন সময় বা অন্য কোন সম্প্রদায়ে এরূপ মহতী সভার প্রতিষ্ঠা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র পূর্ব্বে হয় নাই। এই মহাসভার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক গুলি জাতীয় সভা গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ কায়স্থ সভার প্রতি বিদ্বেষ পরতন্ত্র

হইয়া সমবেত ভাবে ইহার বিনাশ সাধন নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যিনি যাহাই করুন কায়স্থ-সভা বিচলিত হইবেন না। এখন কায়স্থমাত্রই এই কেন্দ্রসভার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিন দিনই সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। প্রতি বৎসরই প্রধান প্রধান নগর সমূহে দুই একটি শাখা সমিতি গঠিত হইতেছে। ইহাতে আশা করা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থবর্গ তাঁহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া যাহাতে তাহা অপনোদিত হয় তৎপক্ষে যত্নবান হইতেছেন। সভার দ্বারা অল্পাধিকভাবে যে উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বঙ্গেই সীমাবদ্ধ নহে। সভার পরিচালিত 'কায়স্থ-পত্রিকা'র প্রচারে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, এমন কি সুদূর সিন্ধু, গুজরাট কচ্ছ প্রভৃতি দেশস্থ কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও উপকার লাভ করিয়াছেন। দরিদ্র বঙ্গবাসী প্লাবন, মহামারী প্রভৃতির দ্বারা নিত্য নূতন ভাবে আক্রান্ত হইয়া আসিতেছিল, তদুপরি আবার পাশ্চাত্যদেশে মহাসমর সংঘটিত হওয়ায় এদেশবাসী অধিকতর ভাবে অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জানি না দেশের এ দুর্দ্দিন কতদিনে ঘুচিবে। কিন্তু এই দুর্দ্দিন ও আশানুরূপ প্রচারের অভাব থাকিলেও সভার যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

সভ্যসংখ্যা। আলোচ্য বর্ষে ১৬৮ জন নূতন সভ্য, ১টী নূতন শাখা-সভা ও পত্রিকার নূতন গ্রাহক ৭০ জন হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর ১১৩সভ্য ও ২৫ পত্রিকার গ্রাহক বাড়িয়াছিল নূতন সভ্য ও গ্রাহক পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক হইলেও, দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান বর্ষে আমরা অনেক গণ্যমান্য সভ্য হারাইয়াছি, তন্মধ্যে ১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় সেই সকল লোকান্তরিত মহাত্মার বিবরণ দিয়াছেন। ৩ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, ২ জন ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া সভ্যতা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ৭১জন চাঁদা না দেওয়ায় কিম্বা বাকী চাঁদার জন্য কোন উত্তর না দিয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেওয়ায় তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৩ জন দারিদ্র বা অসুস্থতা ইত্যাদি নানা কারণে সভাদিতে যোগদানে অসমর্থতা প্রযুক্ত চাঁদার টাকা পরিশোধ করত পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রতিনিগ্রহকারিগণের মধ্যে ১১৩জন হারাইয়াছি কিন্তু এইভাবে সভ্য ও গ্রাহক হারাইয়াও পূর্ব্ব বর্ষ হইতে আলোচ্য বর্ষে মোটের উপর ৭০ জন সভ্য এবং ৩৭ জন পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়ব্যয়। আলোচ্য বর্ষে নিকষ আয় ৩৬৫৫/৩ পাই। এতদ্ব্যতীত গত বর্ষের ২৩০৮১ পাই টাকা তহবীলে মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত ৩৮৮৫৭/৬ টাকা তহবীলে হয়। এই টাকা হইতে সর্ব্বপ্রকারে ৩২১৬/৯ পাই টাকা খরচ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬২৯৶৯ পাই টাকা মজুত আছে। উহার মধ্যে ৩২০ টাকা গৃহনির্ম্মাণের এবং ১৭/০ আমানতী তহবীলের খরচাবশিষ্ট টাকা প্যাকার স্পিংকের ব্যাঙ্কে ৫৬০/৭ চলিত হিসাবে দাদন রহিয়াছে; অবশিষ্ট ৬২৶৭ তহবীলে রহিয়াছে। এবার প্রচার খাতে বৎসামান্য টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উপনয়ন খাতে কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই, ফলতঃ উভয় কার্য্যেই ব্যয় হইয়াছে

সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তিন সংখ্যা পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয় না হইলে এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রচারাদির জন্য অর্থ সংগৃহীত হইলে,তহবীলে আরও টাকা থাকিত। সভার পরম হিতৈষী সভ্য মাননীয় মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং তাহার অধিকাংশ ব্যয় মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় প্রদান করিলেও নাজাই টাকা সভার তহবীল হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই প্রকারের খরচ করিয়াও আলোচ্য বর্ষ গত ৫ পাঁচ বৎসর হইতে সভার চাঁদাও পত্রিকার মূল্য অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন গত বর্ষে যেমন সংগৃহীত হইয়াছিল, প্রচলিত বর্ষে তেমন হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ ইউরোপের মহাসমর। এমনকি অনেকে বিজ্ঞাপনের জন্য সম্বৎসরের চুক্তি করিয়াও ব্যবসায়ে অচল হইয়া শেষে চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন।

কার্য্য নির্ব্বাহকসমিতি। সমিতির এবার নয়টীমাত্র অধিবেশন হইয়াছে। যদি দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন আষাঢ় মাসে না হইত,তাহা হইলে আরও ২।৩টী অধিবেশন হইতে পারিত। যে নয়টি অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে ১৭ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় ৬৩ বার ৮ জন বঙ্গজ ৩১ বার, ৫ জন উত্তররাঢ়ীয় ১৭ বার এবং ২ জন বারেন্দ্র সদস্য ৫ বার সমবেত হইয়াছেন। এবৎসর শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে স্বজাতীয় ব্রাত্যসম্প্রদায় মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব বিস্তার, ভারতের সকল কায়স্থের এক সমাজভুক্ত করণ বঙ্গের সমাজ চতুষ্টয় মধ্যে বিবাহ বিস্তার, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয়সঙ্কোচ সভাগৃহ নির্ম্মাণ, উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা এবং সভার উদ্দেশ্যাদি প্রচারকরা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির করণীয় ছিল। এই সকল উদ্দেশ্য গুলি ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছে। প্রতিমাসে পত্রিকায় সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশিত হয়, পুনরুল্লেখ করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না। সংক্ষেপে ২।৪টি কথা মাত্র বলিব।

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার। ক্ষত্রিয়ত্বের প্রচার এখন সমগ্রকায়স্থ-সমাজেই বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে,তজ্জন্য আর শাস্ত্র কি যুক্তি, অনুরোধ উপাসনা করিয়া আর বুঝাইতে হইতেছে না। যাহারা উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই, তাহারাও আর এখন'দাস'দাসী পদ ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি ক্রিয়ায় ব্যবহার করিতে বা পত্রাদিতে লিখিতে লজ্জা বোধ করেন। প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়াই বুঝিয়াছেন। এবং সেই ভাব শুধু বঙ্গেই সীমাবদ্ধ নাই, সুদূর পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, মণিপুর, আসাম এবং বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তভাগও অতিক্রম করিয়াছে। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে আমারা সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিতেছি।

ভারতের সকল কায়স্থের এক সমাজভুক্ত করণ। ভারতের সকল কায়স্থের এক সমাজভুক্ত করারজন্য সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন কায়স্থ গণকে লইয়া প্রতি বৎসর যে মহাসম্মিলন হইয়া থাকে, ইউরোপীয় কাল সমরে ধন ধান্যপূর্ণ বঙ্গদেশে অকাল উপস্থিত হওয়ায়, ঢাকানগরীতে তদানুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রস্তাব থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তত্রাচ যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আশাপ্রদ ও প্রশংসনীয় বটে। সমবেত সভ্যমণ্ডলী অবগত আছেন যে, বিহারের অধিবাসীবৃন্দ

বহুদিন হইতেই বঙ্গের কায়স্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এ বার কিন্তু তাঁহারা মুঙ্গেরে এক সুমহতী সভা করিয়া বাঙ্গালী কায়স্থের সঙ্গে এক প্রাণতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইহা অবশ্য একটী শুভজনক ঘটনা।

বঙ্গের সমাজ চতুষ্টয় মধ্যে বিবাহ বিস্তার। আন্তর্গনিক বিবাহ এবার তিনটী হইয়াছে। দুইটী বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ীয়ে একটী দক্ষিণরাঢ়ীয়ে বারেন্দ্র। উত্তররাঢ়ীয় সমাজ এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট আছেন।

বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় ব্যয়ের অল্পতা সাধন। এই প্রস্তাবটীই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। বিবাহে টাকা লইব না, যাঁহারা এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহারাও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এ বৎসর আমরা দেনা পাওনার ঘটিত একুশটী বিবাহের সংবাদ পাইয়াছি, তন্মধ্যে একাদশটী বিবাহে পাত্রপক্ষ পণ কি যৌতুক প্রভৃতি কোনরূপ দাবী করেন নাই বরং দুই একস্থলে প্রলোভিত অর্থও উপেক্ষিত হইয়াছে। এই সকল মহাত্মাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

সভা-গৃহ। সভা গৃহের অভাবে যে কি কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে এবং তদ্ধেতু যে কিরূপ ব্যয়বাহুল্য হইতেছে, তাহা সবিস্তার বলি এমন সময় নাই। সভা গৃহের জন্য গত ভাদ্র মাসের অধিবেশনে স্বতন্ত্র ভাবে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, উক্ত সমিতির সদস্যগণ কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই; একে দুর্ব্বৎসর তাহাতে জাতীয় নিশ্চেষ্টতা।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। আর্য্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে দান পত্র এটর্ণি দ্বারা লিখিয়া ঠিক হইয়াছে, কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রায় ৩৪মাস কলিকাতায় স্থিরভাবে না থাকায় দানপত্র রেজিষ্ট্রী হয় নাই। সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থছাত্রের পড়িবার এবং ব্রাহ্মণ ছাত্রের সহিত তুল্যাধিকার চাহিয়া যে পত্র লেখা হইয়াছে, তাহার একটা শেষ মন্তব্য না পাওয়া পর্য্যন্ত সংস্কৃতকলেজে কায়স্থ ছাত্রের বেদ বেদান্তও স্মৃতি পাঠের কিছু করিবার সুযোগ হইবে না। এইজন্য এই সমিতি গঠন করিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকা গিয়াছে।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কি বলিব যাঁহারা বেশী টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া এবং স্বয়ং বলিয়া, এখন উদ্যমহীন হইতে হইয়াছি। পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত ১১৮৯৸৵০টাকা একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের নির্দ্ধারণানুযায়ী কায়স্থ সভার সাধারণ তহবীলের প্রদত্ত ৪০০৲শত টাকা, গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারের ২৷৹ টাকা এবং সুদ ৩৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তৎসমুদয় একত্র করিয়া ১৬২৭৷৵০ টাকা দ্বারা ধনাধ্যক্ষের নামে কোম্পানির কাগজ খরিদ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে উক্ত ভাণ্ডারে টাকা সঞ্চয়ের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে মাত্র কতিপয় সহৃদয় সভ্য উদযোগী হইয়া ৮৬৵০ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ ইহা আমরা সভ্যগণের নিকট নিবেদন করি যে, চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে প্রচুরভাবে টাকা সংগ্রহ না হইলে দরিদ্র বিধবার সাহায্য কি

ছাত্র সাহায্য, অথবা মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয় তাঁহার ত্রিশবৎসরের স্থাপিত যে আর্য্য বিদ্যালয় সভার হাতে প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচালনা প্রভৃতি মহৎ কার্য্যগুলি কিছুই হইবে না। এখন তিনি ঐ বিদ্যালয়ে বৎসরে ৭।৮শত টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। উপরন্তু উক্ত স্থায়ী ভাণ্ডারে অর্থ প্রাচুর্য্য না হইলে সভার স্থায়ীত্ব বা ক্ষমতা কিছু হইবে না। সভার ক্ষমতা জন্মিলে বিবাহ-ব্যয় সংক্ষেপ ও দাবী দাওয়ার অত্যাচার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম করা যাইতে পারে ও কতক কার্য্যও হইতে পারে।

প্রচার। বিগত ভাদ্রমাসের অধিবেশনে এজন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুতের ভার 'বিশ্বদূত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তিনি যথাসময় তাহা প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। তথাপি উক্ত সমিতির উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা, নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়গণ বহুকার্য্য করিয়াছেন, ইঁহারা ব্যতীত কুমিল্লার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, কুমিল্লা গৌরীপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকার, প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা, এবং পত্রিকার গ্রাহকদিগের মধ্যে মুঙ্গের বাসদেওপুরের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ এবং বর্দ্ধমান কল্যাণপুরের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা সভা করিয়া লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া উপনয়ন বিস্তার করিয়াছেন, সভাসমিতির স্থাপন ও সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য আমরা ঐ সকল মহাত্মার নিকট আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শাখা সমিতি। এবার শাখা-সভাসমূহের মধ্যে প্রথমেই সমসপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সভার প্রবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের যত্নে মাসিক ১৫৲টাকা বেতনে একজন প্রচারক রাখিয়া নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর ও পাবনার নানাস্থানে প্রচার করিয়া বহু কায়স্থকে উপনীত করিয়াছেন। 'রংপুর কায়স্থসভা' ও লক্ষ্ণৌএর বাঙ্গালী কায়স্থ সভার কার্য্যও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই সভায় শারদীয় পূজার পূর্ব্বে বেশ কাজ হইয়াছিল। তৎপর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লক্ষ্ণৌয়ের সভায় যে পূজার পর কোন কার্য্য হয় নাই, তাহাতে অনিষ্টের কোন কারণ নাই, যেহেতু তথায় অতিঅল্প বাঙ্গালী কায়স্থই অবস্থান করেন। কিন্তু রংপুরের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের মনে হয়—ঐ সভার সুযোগ্য সহঃসভাপতি রায়সাহেব নন্দকুমার বসু বর্ম্মা এবং সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়দ্বয় যতদিন আয়াস স্বীকার করিয়া কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন ততদিনই উহা থাকিবে। বর্ত্তমানে যিনি সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার দ্বারা সভার মঙ্গল আশা করা যায় না। দুঃখের বিষয়, তিনি, তাঁহার নিজেরও শাখাসভার বার্ষিক চাঁদার জন্য দুইবার আমাদের ভিঃ পিঃ

ফেরৎ দিয়াছেন; কর্ম্মাধ্যক্ষ শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিয়াও ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। শাখাসভার হিসাব নিকাশ ও দুইবৎসর কাল হয় নাই শুনা যায়। তাঁহার তত্ত্বাবধানে উক্ত সভার দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? কোন্নগর কায়স্থ সভা একেবারে চেষ্টাহীন। 'পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা' যেন ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান না করিতে পারিয়া একেবারে সর্ব্ব বিষয়ে উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছেন। আর এককথা—ইহা সত্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু কুমিল্লা হইতে সভার অনেক শুভানুধ্যায়ী সভ্য লিখিয়াছেন —এখানে কতিপয় সভ্য করিতে পারিতাম কিন্তু ঢাকার কায়স্থসভার প্রচারক তাহার প্রতিবন্ধক হওয়ায় সফলকাম হইলাম না। যদি সত্য হয় কায়স্থ জাতির এতদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? কোথায় সমসপুর কায়স্থ সম্মিলনীর আদর্শ লইয়া কেন্দ্রসভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া তাঁহার শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে, না তার প্রতিকূলাচরণ। যাহা হউক আমরা কর্ম্মনিরত শাখাসভা সমূহের সুযোগ্য পরিচালকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

কায়স্থ পত্রিকা। পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় কায়স্থ পত্রিকা যথা নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে ১লা তারিখে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকায় দিন দিন তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। এই পত্রিকার বিনিময়ে এবার মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক নানা ভাষার ৬৮খানি পত্রিকা ও ৩৩ খানি পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

আমাদের মন্তব্য।

উক্ত বিবরণীতে—কায়স্থ সমাজের এবং কায়স্থসভার অনেক বিবরণ পাঠক মহাশয়গণ দেখিতে পাইবেন। আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত না হইলে কায়স্থ বালকদিগের সংস্কৃত এবং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য একটী টোল এবং কায়স্থ বিধবাদিগের সাহায্যার্থে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ না করিলে উক্ত ভাণ্ডারের টাকা বর্দ্ধিত হইবার আশা করি না। প্রচুর অর্থ হইলে কার্য্যারম্ভ, সন্তরণ শিক্ষান্তে জলাবতারণের ন্যায় হাস্যজনক। কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দেববর্ম্মা মহাশয় সহরের লোক, মফস্বলের সংবাদ বেশী জানেন না। তিনি মনে করেন কায়স্থ মাত্রেই বুঝিয়াছেন যে তাহারা ক্ষত্রিয় এই প্রকার ধারণা সম্পাদক মহাশয়ের অপিচ কায়স্থসভার একটী বিশেষ ভুল। ইহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। পল্লীবাসী অনেক কায়স্থের দৃঢ় ধারণা আছে যে কায়স্থ শূদ্রজাতি,—এমন কি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়া উঠিবেন তাহার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসুদাস, কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। প্রচার সম্বন্ধে কায়স্থসভার নিশ্চেষ্টতা ও কৃপণতা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি।

দাতার ইচ্ছানুসারে তাঁহার দান সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে এত কৃপণতা কেন? ফলতঃ সৎ ব্যয়েই অর্থের সার্থকতা। ২।৩জন প্রচারক

রাখিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচার করা, উচিত আর অধিক লিখা নিস্প্রয়োজন কারণ কায়স্থসভা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। সুতরাং একখানি মাসিকপত্রিকা প্রচার ও বৎসরান্তে একটী সভার অধিবেশন করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধান করেন। এই প্রকার ভাবে যতদিন সভার কার্য্য চলিবে ততদিন উন্নতি ও অর্থ সঞ্চয়ের আশা বিরল। কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতকলেজে স্মৃতি বিভাগের টোলে কায়স্থছাত্রের অধ্যয়নের যে অন্তরায় রহিয়াছে তাহা দূরীভূত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই, একখানি পত্র লিখিয়া সভার কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধান করিয়াছেন এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কয়েকজন বিশিষ্ট কায়স্থ মহোদয় বঙ্গের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া এই অন্তরায় অপনোদনের চেষ্টা না করিলে ফল কিছুই হইবে না। আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় কায়স্থ সভার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি যে অগ্রাহ্য করিবেন তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি। এখন শাসনকর্ত্তার নিকট আবেদন করাই আমাদের একমাত্র উপায়।

সম্পাদক।

বর্ষশেষে।

১৩২১ বঙ্গাব্দ অবসান প্রায়; বঙ্গের তমসাবৃত যুগে আর একটি বিশ্ববিধ্বংসি দুর্ব্বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইতে চলিল। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাহার বাল্যজীবনের সপ্তম বর্ষ পরিপূর্ণ করিল। আমাদের চিরন্তন প্রথানুসারে এই বর্ষশেষের সন্ধিস্থলে তাঁহাদিগের সাহিত্যিক জীবনের সাফল্যলব্ধ প্রতিভার প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখক মহোদয়গণকে ও বদান্য গ্রাহক মহাত্মাদিগকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ লেখকগণ যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল সমাজের কল্যাণার্থে নানাবিধ গদ্য ও পদ্যময় প্রবন্ধদ্বারা অতীত বর্ষের প্রতিভার পত্ররাজি সুরঞ্জিত ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা যে অপরিশোধনীয় ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়াছি, অবনত মস্তকে আমরা তাহা বারংবার স্বীকার করিতেছি। প্রতিভার প্রায় এক সহস্র গ্রাহক মহোদয়গণ, যাঁহাদিগের অর্থানুকুল্যে আমরা প্রতিভাকে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়োত্থিত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বিগত বর্ষ যেমন দুর্ব্বৎসর তেমনি প্রতিভা পরিচালনে আমরা নানাবিধ অপরাধে সকলের নিকট অপরাধী। আশা করি প্রতিভার গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে প্রতিভার প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখকগণ এবং গ্রাহক মহোদয়গণ সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এবং ধনজনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই দরিদ্র সমাজ-সেবক প্রতিভার শ্রীঅঙ্গের পুষ্টি সাধন করুন। ইতি

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্ব জগতাং!

ব্রাহ্মণ লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন, প্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য, এবং রাধারমণ তর্করত্ন।

লেখিকাগণ।

শ্রীমতি জ্যোৎস্নাময়ী কবিকঙ্কলতিকা, শৈবলিনী দেবী এবং উৎপলিনী দেবী।

কায়স্থ লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু বর্ম্মা কবিশেখর, অখিলচন্দ্র পালিত ভারতী ভূষণ, শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, বিপিনচন্দ্র দেব, যোগেশচন্দ্র বর্ম্মা দাষ, যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা, মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর, বরদাচরণ মিত্র B. C. S., বিরাজ মোহন বসু দেববর্ম্মা, ভক্তিতীর্থ, রমণীরঞ্জন গুহ রায়, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যা-বিনোদ, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর, বরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন দেববর্ম্মা, ৺ উমেশ চন্দ্র মজুমদার, হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা, মুকুন্দনাথ ঘোষ, মহেন্দ্রনারায়ণ কবিরাজ ভাবসাগর, কুমুদরঞ্জন ঘোষ, প্রাণগোবিন্দ রায় বিদ্যানিধি, কমলাকান্ত ব্রজদাস, গিরিশচন্দ্র দাস, রতিনাথ মজুমদার, রসিকলাল রায়, সত্যবন্ধু দাস, সংবার ষটপদ, বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী ইত্যাদি।

নিম্ন লিখিত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ যাঁহারা দয়া করিয়া আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার বিনিময়ে তাঁহাদিগের পত্রিকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং শ্রীভগবান সমীপে আমরা প্রার্থনা করি, উক্ত পত্রিকাসকল সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির মঙ্গল বিধান করিতে থাকুন।

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, নীহার, জাগরণ, খুলনাবাসী, স্বরাজ, সঞ্জয়, ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ ইত্যাদি।

মাসিক পত্রিকা।

নব্যভারত, ব্রহ্মবিদ্যা, কায়স্থ পত্রিকা, হিন্দুসখা, গৃহস্থ, পল্লীচিত্র, সাহিত্য সংহিতা, প্রজাপতি, তিলি বান্ধব, যোগী বান্ধব, সাহিত্য-সমাজ, সাহিত্য বান্ধব, ত্রিশূল, ব্রাহ্মণ সমাজ, সম্মিলনী, কৃষি সম্পদ্ ইত্যাদি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিগত বৎসরের জন্য আমরা ক্রমে ক্রমে ভিঃ পিঃ করিতেছি। গ্রাহক মহোদয়গণ! আমাদের বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷৵ জন্য যখন আপনাদিগের স্নেহপালিতা প্রতিভা আপনাদের দ্বারস্থ হইবে, তখন এই আগন্তুক অতিথিকে বিমুখ করিবেন না, অর্থাৎ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিবেন না, কেননা উক্ত বার্ষিক ১৷৵ আনাই প্রতিভার জীবনস্বরূপ। এই দুর্ব্বৎসরে প্রায় মাসিক একশত টাকা ব্যয় করিয়া আপনাদিগের নিকটপ্রতিভা প্রেরণ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে ফরিদপুরে যখন প্রতিভা ও প্রেস স্থানান্তরিত হয়, তখন দুই মাসকাল, ফরিদপুরের লাইসেনস্ অভাবে প্রেস ও প্রতিভা একপ্রকার বন্ধ ছিল। তাই প্রতিভা দুইমাস পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল এইক্ষণ সহকারী সম্পাদক আমার মধ্যমপুত্র শ্রীমান বিজয়গোপাল দেববর্ম্মা এবং প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ প্রেসের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের প্রভূতযত্নে প্রতিভা নিয়মিত হইয়া বর্ষশেষে উপনীত হইয়াছে। ইহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। স্থানাভাবে বিবিধ প্রসঙ্গের অন্যান্য বিবরণ ও বহরমপুরে মোক্তার মহোদয়গণের সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বিবরণ দিতে পারিলাম না। বৈশাখের সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হইবে।

সম্পাদক

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

[সপ্তম বর্ষ]

১৩২১

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

(সপ্তমবর্ষের)

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। আহম্মদাবাদ নিবাসী ৺ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের একটী বিবাহ যোগ্যা চতুর্দ্দশবর্ষ দেশীয়া লাবণ্যময়ী সুশিক্ষিতা কন্যা আছে। তাহার বঙ্গজ মধ্যশ্রেণীর কায়স্থ পাত্রের আবশ্যক। কন্যার পিতা বার্ষিক ৪০০৲ আয়ের যে স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্তকন্যার অধীন হইবে। শ্রীনীলকান্ত বসু, আর্য্যদত্তপাড়া, ফরিদপুর।

২। পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ১৯ বৎসর বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা দিবেন। অবস্থা ভাল, মৌলিক। অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হইবে। ভবদীয়া গ্রাম, রাজবাড়ী ই, বি, এস, আর পোষ্ট ফরিদপুর ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৪। দক্ষিণ রাঢ়ীয় বিশ্বামিত্র গোত্রীয়া অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা, শিক্ষিতা ১৪ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার নিমিত্ত একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পর্য্যায় ২৬। তাহার অভিভাবকগণ যে কোন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশের গুণবান, বরের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত। কন্যার পিতা একজন সবরেজিষ্টার। কোচবিহাররাজ্যে, হলদীবাড়ী পোঃ হলদীবাড়ী মোকামে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রপালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন

৫। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিবেন। কুষ্টিয়া (নদীয়া)

৬। মালদহ, নিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াবুহার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা চান বর পণ লইবেন না।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, তিনসুকীয়া, আসাম হইতে লিখিতেছেন,—আমার আত্মীয়ের ২টী কন্যার জন্য পাত্র বর বঙ্গজ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র অথবা মৌলিক মহাপাত্র প্রয়োজন। পাত্রীদ্বয় সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

৮। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সংশ্লিষ্ট, কায়স্থ জাতিতত্ত্বে বুৎপন্ন মিত্রবংশীয় (বঙ্গজ) আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবরের একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। যে কোনও শ্রেণীর ঘোষ, বসু ও গুহ বংশীয় উপবীতী পাত্রের প্রয়োজন। যাঁহারা পণ গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ এইরূপ ত্যাগী মহাত্মাগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হউন। কন্যা সুন্দরী ও সুশীলা গৃহকার্য্যে দক্ষা ও বুদ্ধিমতী। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাষ, জমিদার গোপীনাথপুর, পোষ্ট সাঁথিয়া জেলা পাবনা লিখিতেছেন—আমার ভগ্নীর জন্য একটী বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন কন্যা সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা বয়স দ্বাদশ বৎসর। বিস্তারিত জানিবার জন্য আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

১০। নিম্নলিখিত টী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক। গ্রাম মাঝী পোঃ শিওালয়, ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের নিকট লিখিবেন। (ক) নাগী নিবাসী ২৫ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক যুবক ২০৲ বৃত্তি প্রাপ্তে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ অধ্যয়ন করিতেছেন। (খ) একটী বঙ্গজ কায়স্থ যুবক বয়স ২৩।২৪ কলিকাতায় কোনও কালেজে বি-এ পাঠ করিতেছেন। (গ) ২৩।২৪ বৎসর বয়স বঙ্গজ কায়স্থ যুবক যিনি ঢাকা হাইকোর্টে ৩০৲ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

Registered No. C 958

ফরিদপুর প্রতিভা প্রেস হইতে

শ্রীকালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত